# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ১ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৪, বৈশাখ

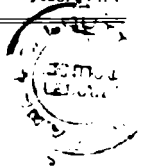

## ॥ সূচীপত্র ॥

গ্রন্থাগার পত্রিকার নববর্ষ ( সম্পাদকীয় ) ১

প্রমীল চন্দ্র বসু
ইতস্ততঃ ( স্মৃতিচারণ )

কুণাল সিংহ
গ্রন্থাগারের নতুন উপকরণ, নতুন কর্মপ্রণালী

প্রবোধ বিশ্বাস
প্রেসিডেন্সী কলেজ গ্রন্থাগারের গোড়ার কথা ১১

গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সমালোচনা ২৫

English Abstracts ২৮

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ১ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৪ বৈশাখ


## সম্পাদকীয়

# গ্রন্থাগার পত্রিকার নববর্ষ

আরেকটি বছর পার হলো 'গ্রন্থাগার'। সুদীর্ঘ তিরিশটি বছর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পত্রিকাটি সাঁইত্রিশ বছরের মুখদর্শন করলো। এর যাত্রা শুরু হয়েছিল ত্রৈমাসিক হিসাবে। পরে অনেক চিন্তাভাবনার পরে মাসিক পত্রিকায় তার রূপান্তর ঘটে। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষায় খুব কম সংখ্যক পত্রিকাই ত্রিশের কোঠা অতিক্রম করেছে। সুতরাং ৩৬ বছর পার হয়ে আসা কম বড় কথা নয়। কিন্তু কথা হলো —চলছে কি রকম ভাবে? আমরা কি পত্রিকার ব্যাপারে খুশী? মতামত গ্রহণ করলে ঠিক উল্টো বক্তব্যই নজরে আসবে। নতুন বছরের প্রাক্কালে এই বিষয়টি নিয়েই পর্যালোচনা করা যাক।

যে কোন বৃত্তির প্রতিষ্ঠা লাভের অন্যতম শর্ত হলো তাদের জ্ঞানের নির্দিষ্ট পরিসীমা থাকবে, বৃত্তির সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সংগঠন থাকবে; সদস্যদের মধ্যে তথা সঞ্চালনের জন্য পত্র-পত্রিকার ব্যবস্থাপনা থাকবে। বৃত্তির বিষয় সম্পর্কিত নতুন যে জ্ঞান সঞ্চার হবে তার একটা ধারা প্রবাহিত হবে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। আজ থেকে ৬২ বছর আগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম হলেও পত্রিকাটির জন্ম অনেক পরে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের পূর্বসূরীরা দেশের গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে গ্রন্থাগারিকতা তথা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে মাতৃভাষায় পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। যখন এটি মাসিকে পরিণত হয়, তখন আশা করা হয়েছিল যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিধি যেমন বাড়বে তেমনি বৃত্তির পরিধিও বাড়বে। সুতরাং অধিক পরিমাণে তথ্য সঞ্চালনের প্রয়োজনীয়তা বাড়বে। মাসিক হওয়ার পর থেকে ১২/১৪ জন সম্পাদক এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। তবে ইদানীং কালে বিশেষ করে গত বছর পত্রিকাটি একটি অভাবনীয় সংকটের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। সুতরাং বার্ষিক সাধারণ সভায়, সম্মেলনে সদস্যদের অভিযোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সে বহিঃপ্রকাশ অন্যায় একথা বলবো না।

স্বভাবতই সম্পাদকের পক্ষ থেকে কিছু কথা বলার যৌক্তিকতা আছে। যে যে কারণগুলি প্রকাশনাকে প্রভাবিত করে, তার কয়েকটি বিষয়ে সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। প্রথম দুর্বলতা অনিয়মিত প্রকাশনা, দ্বিতীয় দুর্বলতা প্রকাশনার মান আশানুযায়ী নয়। তৃতীয় দুর্বলতা পাঠক না পাওয়া। প্রথম দুর্বলতার কারণ দু'টি। প্রত্যক্ষ কারণ হলো মুদ্রাকরদের পক্ষ থেকে যে সহযোগিতা পাওয়ার কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

তা পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা হ'লো যে বিগত ১০/১২ বছর যাবৎ কোন প্রেসই নিয়মিতভাবে প্রকাশনার ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। কাজ দেওয়ার সময় প্রত্যেকেই বলেছেন যে ৪ ফর্মার বই ছাপতে ১৫ দিন লাগবে। কার্যতঃ দেখা যায় যে দেড়/দুইমাস লাগছে। আরেকটি দিক হলো একটা প্রেসে কাজ আরম্ভ করলে চট করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা যায় না। তাছাড়া প্রেসগুলি ছিল হাতে কম্পোজের প্রেস এবং আকারে ছোট। পরিষদেরও সীমিত আর্থিক হারে কাজ করানোর প্রচেষ্টা থাকে। ফলে দেখা গেল কাজও ঠিকমত হয় না আবার কর্মকর্তাদের প্রচেষ্টারও কোন মূল্য থাকে না। এরকম অবস্থার নিরসনে লাইনো কম্পোজের দিকে অগ্রসর হওয়া গেছে গত বছর থেকে। তাতে পত্রিকা সময় মতো ছাপার ক্ষেত্রে কিছুটা কাজ হয়েছে এবং অঙ্গ সৌষ্ঠবের উন্নতিও কিছু ঘটেছে। কিন্তু পরিষদের আর্থিক দায় দায়িত্ব বেড়েছে প্রায় দুগুনের মত। যাহোক কতদিন সেটা বহন করা যাবে তা জানা নেই।

দ্বিতীয় কারণ হলো যথেষ্ট সংখ্যক প্রবন্ধের অভাব। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দশ হাজারের মত গ্রন্থাগার কর্মী আছেন। তাঁদের মধ্যে বি-লিব/এম-লিব-এর সংখ্যা কম নয়। ছোট বড় নয়টি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের বিদ্যালয় রয়েছে—তাতে ৪০ / ৫০ জন শিক্ষক পঠন-পাঠনের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো লেখার ও ভালো লেখার অভাব প্রতিনিয়তই দেখা যাচ্ছে। অবশ্য 'গ্রন্থাগারের' মানোন্নয়নের ব্যাপারটি ভালো লেখার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কর্মরত গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষকদের মধ্যে প্রকাশনার আগ্রহ বেশি দেখা যায় না। ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধও যেমন বেশি নজরে আসে না। আবার বাংলাভাষাতেও উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন নজরে আসে না। সর্বভারতীয় সম্মেলন উপলক্ষে হয়ত কিছু প্রবন্ধ লেখা হয়—কিন্তু তার কারণ হয়ত অন্যত্র নিহিত। প্রবন্ধ সমূহের বিষয় বৈচিত্র্যও যে উল্লেখযোগ্য একথা বলা যায় না। গ্রন্থাগার তথা তথ্য বিজ্ঞানের নানা অগ্রগতি ঘটেছে বিগত কয়েক বছরে। গ্রন্থাগার পত্রিকায় তার প্রতিফলন দেখা যায় না। আবার সাধারণত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের যে একটা গঠন প্রকৃতি আছে এখানে তাও অনুপস্থিত। অনেকক্ষেত্রে উল্লেখপঞ্জীও থাকে না। ফলে মূল্যসংখ্যক প্রবন্ধ যে যা জমা দেন তার উপর নির্ভর করেই সম্পাদককে কাজ চালাতে হয়। এ অবস্থা নিরসন করা সম্পাদকের কর্ম নয়। এ দায়িত্ব পরিষদের সদস্যদের, প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মীর এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষকের। যাই হোক পরিষদের আহ্বান হলো প্রবন্ধ লিখুন, ভালো প্রবন্ধ লিখুন ; পরিষদে প্রবন্ধ পাঠান। প্রবন্ধের যেন একটা বাস্তব ভিত্তি থাকে, তা যেন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত হয়। নতুন আইডিয়া, নতুন তথ্য যা দেশ বিদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাও সাধারণের জন্য প্রকাশ করা যেতে পারে।

আরেকটি যে কারণে সদস্যরা পত্রিকা পান না তা হ'লো দেশের ডাক ব্যবস্থার অব্যবস্থার ফলে। পোস্ট অফিসের কাজ কমানোর জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে জেলা ভিত্তিক সট করে দেওয়া হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে অনেকে পত্রিকা পাচ্ছেন না এবং কিছু সংখ্যা পাচ্ছেন, কিছু সংখ্যা পাচ্ছেন না। অনেকে অনেক দেরী করে পান। বিগত দুই / তিন বছর যাবত দেখা যাচ্ছে বার্ষিক সভার নোটিশ ২০'২২ দিন বাদে পেয়েছেন। এমন কি কর্মকর্তারাও তার থেকে বাদ যান নি।

সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাকে উন্নতমানের করতে গেলে সংশ্লিষ্ট সকলকে এই কথাগুলি ভেবে দেখতে বলি। সকলের সহযোগিতার ফলেই পরিষদের মুখপত্রটি সুদীর্ঘকাল তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এবং শুধু অস্তিত্ব বজায় রাখাই নয়, মাতৃভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রেও হয়তো তার কিছু অবদান রয়েছে। আশা করি পরিষদের সদস্যরা তাঁদের পত্রিকাটিকে বর্তমান সংকট থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসবেন।

# ইতস্ততঃ

( স্মৃতিচারণ )

দ্বাদশ পর্ব

## প্রমীল চন্দ্র বসু

[ বরোদার স্মৃতি ]

বরোদা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর মারাঠি সুপারিন-টেনডেণ্ট শ্রীযুক্ত রাঙনেকার ( Rangnekar ) আমাকে বেশ সমাদরের সাথেই গ্রহণ করলেন। বরোদার অধিবাসীরা প্রধানতঃ গুজরাতি হলেও অনেক মারাঠিরও বাস সেখানে। সে সময়ে রাজ্যের মহারাজা ছিলেন মারাঠি। তাঁর নাম ছিল তৃতীয় সয়াজীরাও গাই-কোয়াড়। তিনি সুশিক্ষিত, উদার দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন প্রগতিসন্ধী জনপ্রিয় নৃপতি ছিলেন। গুজরাট এবং মারাঠি এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। মহারাজা মারাঠি তাই সংখ্যালঘু হলেও মারাঠিরা স্বভাবতঃই নিজেদের প্রভাবশালী মনে করতেন। মহারাজা নিজে অবশ্য উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যতটা সম্ভব ভারসাম্য বজায় রেখে চলতেন।

আমি বরোদায় গিয়েছিলাম ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালের শেষভাগে। ওখানে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড প্রকোপ। তাই দুপুরবেলার উত্তাপ এড়াবার জন্যে গ্রীষ্মকালে স্কুল-কলেজ, অফিস কাছারির কাজকর্ম সব সকালে হত। সকালবেলা আমি সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীতে পৌঁছাবার পর রাঙনেকার সাহেব আমাকে সঙ্গে নিয়ে তখনকার দিনের সেই বিস্ময় জাগানো বিশাল লাইব্রেরীর বিভিন্ন বিভাগে ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখিয়ে দেবার পর আমার সঙ্গে একজন লোক দিয়ে আমাকে ওরিয়েণ্টাল ইন্সটিটিউটের ডাইরেক্টর ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ডক্টর ভট্টাচার্যও আমার প্রতি বিশেষ সদয় ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করলেন এবং সেদিন আপিসের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ বেলা বোধ হয় এগারোটা অথবা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত তাঁর পাশে বসিয়ে রেখে কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমার সাথে নানা বিষয়ে আলাপ করলেন। নানা প্রাচ্যশাস্ত্র ও প্রাচ্য বিষয়ে বরোদা ওরিয়েণ্টাল ইন্সটিটিউটের মূল্যবান গবেষণামূলক কাজকর্ম দেশবিদেশের পণ্ডিত সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। এখান থেকে প্রকাশিত গবেষণালব্ধ গ্রন্থরাজির সিরিজেরও সমাদর ছিল সর্বত্র। ইন্সটিটিউটের লাইব্রেরী মূল্যবান, দুষ্প্রাপ্য পুঁথিপত্র ও গ্রন্থসম্পদে সমৃদ্ধ। তাঁর কাছে এইসব শুনলাম আর শুনলাম মহারাজা সে সময় বরোদাতে নেই, পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণে গিয়েছেন, ইতিপূর্বেও মহারাজা পাশ্চাত্য দেশে অনেকবার গিয়েছেন এবং সেখানকার নতুন নতুন চিন্তা ও ভাবধারায় উদ্দীপ্ত হয়ে ফিরে এসে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে নিজের রাজ্যের প্রজাবৃন্দের উন্নতিকল্পে সেসব চিন্তাধারা বাস্তবায়িত করার প্রয়াসে কার্পণ্য করেন নি। আরও শুনলাম মহারাজা বাঙালী জাতিকে প্রগতিশীল চিন্তার উদ্ভাবক, ধারক ও বাহক বলে মনে করেন। আর সেজন্য বাঙালীর প্রতি তিনি বিশেষ প্রীতিভাবাপন্ন ও

শ্রদ্ধাশীল। পূর্বে বরোদা ওরিয়েণ্টাল ইন্সটিটিউটের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না; বরোদা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীরই অন্তর্ভুক্ত একটা অঙ্গ ছিল। বাঙালীর প্রতি মহারাজার অগাধ বিশ্বাস থাকায় ডক্টর ভট্টাচার্য ইন্সটিটিউটে যোগ দেবার পর সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী থেকে ওরিয়েণ্টাল ইন্সটিটিউটকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ডক্টর ভট্টাচার্যকে তাঁর ধ্যান-ধারণা মত প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার সুযোগ দিয়েছেন।

একসময় মহারাজা শ্রীঅরবিন্দকে প্রথমে কয়েকমাস বরোদা রাজ্যের পরিচালন বিভাগে এবং পরে বরোদা কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত করে তাঁকে বিশেষ সম্মানের সাথেই গ্রহণ করেছিলেন। বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের বেশ কয়েক বছর অবস্থানকালে তাঁর কৃত কার্যকলাপ ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় বলে সুধী সমাজে বিবেচিত হয়। আমি যে সময়ে বরোদায় ছিলাম সে সময়ে বরোদা-মিউজিয়ামের অধ্যক্ষও ছিলেন একজন বাঙালী, ডক্টর গাঙ্গুলী, পুরো নাম মনে নেই। আবার রাজ্যের পরিচালন ( administration ) বিভাগে অতি উচ্চপদে খুব ক্ষমতাশালী এক বাঙালী অফিসার ছিলেন—পদের নামটা ঠিক মনে নেই। ঐ ভদ্রলোকের নাম ছিল এস. ভি. মৃখার্জী। তাঁর পুরো নাম সত্যব্রত মৃখার্জী হলেও তিনি শুধু এস. ভি. নামেই বেশী পরিচিত ছিলেন। মিস্টার মজুমদার নামে একজন বাঙালী ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন রাজ্যের বৈদ্যুতিক বিভাগের এক প্রধান ব্যক্তি। বাঙালী পিতার (৺কেত্রমোহন দত্ত) সন্তান নিউটন মোহন দত্ত সে সময়ে বরোদা লাইব্রেরীর কিউরেটারের পদে নিযুক্ত ছিলেন সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

ডক্টর ভট্টাচার্য জানালেন সেদিন মধ্যাহ্নে আমি তাঁর অতিথি। তিনি যেখানে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছেন অপরাহ্নে আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দেবেন। আমি বরোদায় পৌঁছেছি সে খবর জানিয়ে এবং মধ্যাহ্নে তাঁর বাড়ীতে আমার আহারের ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দিয়ে তিনি একটি স্লিপ লিখে তাঁর বাসস্থানে একজন লোক পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর আপিসের কাজ শেষ হলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় মধ্যাহ্নকালে তিনি তাঁর বাসায় উপস্থিত হলেন।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট্ট একটি ছিতল বাড়ীতে ডক্টর ভট্টাচার্য সপরিবারে বাস করতেন। পরিবার বলতে তাঁর স্ত্রী, পনের / ষোল বছরের একটি অবিবাহিতা মেয়ে এবং সতেরো / আঠারো বছর বয়সের একটি আত্মীয় ছেলে—সম্ভবতঃ সম্পর্কে ভাগনে। মেয়েটি ছাড়া সে সময়ে সেখানে তাঁর অন্য কোন সন্তানকে আমি দেখিনি। তাই মনে হয় ঐ মেয়ে ছাড়া হয় সে সময়ে তাঁর অন্য কোন সন্তান ছিল না অথবা থাকলে অন্যত্র ছিল। মাথায় ঘোমটা টেনে তাঁর স্ত্রী যথাসম্ভব আরু ও লালীনতা বজায় রেখে সুহস্তে প্রস্তুত বাঙালীর প্রিয় নানারকমের আহার্য বস্তু কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে পরিবেশন করে ডক্টর ভট্টাচার্য ও আমাকে পরিতোষ সহকারে খাওয়ালেন। অতঃপর বিশ্রামান্তে বিকালের দিকে ডক্টর ভট্টাচার্য তাঁর ভাগনেকে আমার সাথে দিয়ে বরোদা শহরে ডাণ্ডিয়া বাজারে বেঙ্গল ক্লাবে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। ঐ ক্লাবেই আমার থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছিলেন তিনি। বরোদাতে আমি মাস তিনেক ছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সময়ের মধ্যে যে কাঁদিন ডক্টর ভট্টাচার্যের সাথে আবার দেখা করার উদ্দেশ্যে আমি তাঁর বাসায় গিয়েছি তার কোনদিনই সে সময় তিনি বাসায় ছিলেন না। আমার নিজের লাজুক প্রকৃতির জন্য এবং তাঁর স্ত্রী যথেষ্ট

আরু মেনে চলেন দেখে দ্বিতলে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর সাথে দেখা করাও আমার পক্ষে আর সম্ভব হয় নি। বরোদায় আমার প্রথম দিনে তাঁদের কাছে যে আতিথেয়তা ও আদর আপ্যায়ন পেয়েছি তা ভুলবার নয়। অথচ সেখান থেকে চলে আসার পূর্বে তাঁদের সাথে অন্ততঃ একবার সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করে আসার আর সুযোগ না হওয়ায় মনে যথেষ্ট দুঃখ নিয়েই আমি বরোদা ত্যাগ করেছিলাম।

বরোদা বেঙ্গল ক্লাবটি ছিল ডাণ্ডিয়া বাজার বড় রাস্তার উপরে ভাড়া করা ছোট একটা দোতলা বাড়ীর দ্বিতলে। রাস্তা থেকে কাঠের খাড়া এক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হত। তিনের পার্টিশন করা একটা ঘর নিয়ে ক্লাবে ছোট বড় মিলিয়ে মোট চারখানা ঘর ছিল। এছাড়া পিছন দিকে লম্বা একটা হলঘর এবং সামনের দিকে ছোট একটা ঢাকা প্রশস্ত বারান্দাও ছিল। নানা বয়সের কয়েকজন বাঙালী যুবক সেখানে বাস করতেন। সে সময়ে আমাকে বাদ দিয়ে সেখানে আরও ছ'জন ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন কলকাতার ছেলে। নাম ছিল বেন কি ঘোষাল। একজন বারানসীর সুকুমার গুপ্ত। এঁরা উভয়েই বরোদা আর্ট কলেজের ছাত্র। একজন লক্ষ্ণৌ-এর প্রবাসী বাঙালী ছেলে, বোধ হয় মুখার্জী উপাধি ছিল এবং একজন শ্রীহট্টের ছেলে মাখন গুপ্ত। শেষের দুজন বরোদা স্টেটের বৈদ্যুতিক কারখানায় শিক্ষানবিশ ছিলেন। আর একটি অল্পবয়সী ছেলে ছিল লাহিড়ী। তার বাড়ী ছিল পাবনা জেলায়। সে কোন এক কারখানায় মেকানিকের কাজ করত। বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন 'দত্ত' উপাধিধারী। ছোটখাট কি একটা ব্যবসা করতেন। তিনি বয়সে সকলের বড় ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল অনুমান চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর। তিনি খাওয়ার প্রবাসী বাঙালী। তিনিই ক্লাবের মূল ব্যক্তি। বাড়ী ভাড়া তাঁর নামে। তিনি সমেত সকলেই ছিলেন অবিবাহিত। পার্টিশন করা ঘরের বড় অংশে তিনি থাকতেন। ছোট অংশটি খালি ছিল। আমাকে সেখানেই স্থান দেওয়া হল।

মাসিক টাকার বন্দোবস্তে দুবেলা আহার্য যোগানের ব্যবস্থা ছিল কাছা দিয়ে শাড়ি পরা মধ্য বয়সী এক দরিদ্র মারাঠি স্ত্রীলোকের সাথে। ছ-সাতজনের প্রত্যেকের ভাত, রুটি, তরকারী আলাদা আলাদা ডাব্বায় ভরে দুটো করে ডাব্বা একটার উপরে আর একটা রেখে দুহাতে চারটা ডাব্বা ঝুলিয়ে আর মাথার উপরে আর দু'তিনটি ডাব্বা খাড়াভাবে সাজিয়ে নিয়ে সে প্রত্যহ দুবেলা নির্দিষ্ট সময়ে বেশ কিছু দূরে তার বাসস্থান থেকে খাবার যোগান দিয়ে যেত ক্লাব-বাড়ির দোতলার হল ঘরে। ক্লাবের সকলে তাকে 'বাই' বলে সম্বোধন করতেন। বাই একদিন বিশেষ অঙ্গভঙ্গীসহ কিছু কৌতুকজনক কথা বলেছিল আমাকে। সে কথা আজও মনে আছে আমার। ছেলেবেলা থেকে চিরকালই আমি ছিলাম সময়ানুবর্তিতা মেনে চলা লোকের দলে। আর হয়ত সেজন্য কিছুটা ব্যস্তবাগীশ প্রকৃতিরও। বরোদা থাকাকালে দু তিনদিনের জন্য একবার বম্বে বেড়িয়ে আসার সখ হল আমার। সন্ধ্যার পরই বম্বে যাবার ট্রেন। কিছু সময় হাতে রেখেই ঐদিন বিকালে একটায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমার খাবার পৌছে দেবার কথা বাইকে আমি বললাম আগে থেকে এবং ব্যাপারটা যে জরুরী তাও বুঝিয়ে দিলাম তাকে। সে কথামতো কাজ করবে জানিয়েই গেল। কিন্তু যথাসময়ে তার দেখা নেই। আমি উদ্বিগ্ন হলাম। বেশী দেরী করলে ট্রেন পাব না আশঙ্কা করে না খেয়েই রওনা হবার উদ্যোগ করছি এমন সময়ে দেখি হেলতে দুলতে

আহার্যের পাত্রসহ মূর্তিমতী অন্নপূর্ণা ধীরে ধীরে এসে হাজির হলেন। আমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত ভাবেই কিছু কড়া সুরেই বললাম যে বারবার তাকে বলা সত্ত্বেও সে সময়মত এল না এবং আমার কথা গ্রাহ্যই করল না; দেখা যাচ্ছে সে কাউকে পরোয়া করে না—এ কেমন কথা। কোন কথা না বলে সে ধীরে সুস্থে ডাব্বাগুলি ঘরের মেঝেয় নামিয়ে রেখে হাত দুটি কোমরের দুদিকে রেখে ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে, আমার সামনে মুক্তকচ্ছ হয়ে খাড়াভাবে দাঁড়াল। তার এই অভদ্র আচরণ দেখে সে কি করতে চায়, তার উদ্দেশ্য যে কি তা ঠিকমত বুঝতে না পেরে আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম। অতঃপর পা দুটি ঈষৎ ফাঁক করে এবং হাত দুটি সামনের দিকে প্রসারিত করে সে দৃঢ়তাতিতে তার হাত এবং পা কাঁপাতে লাগল এবং বললে "এ কি কথা বলছ বাবু? বাঙালী ছেলেকে ভয় বা গ্রাহ্য করে না দুনিয়ায় এমন কেউ আছে নাকি? এমন যে শক্তিমান মহারাণীর (মহারাণী ভিক্টোরিয়া) বিরাট রাজত্ব (ভারত তথা ইংরেজের অধীন যদিও মহারাণী বহু বৎসর পূর্বে গত হয়েছেন) সেখানকার সব জাঁদরেল ইংরেজ পুলিশ সাহেবরা পর্যন্ত বাঙালী ছেলেদের ভয়ে এমনিভাবে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপে।" এই কথা বলতে বলতে সে তার প্রসারিত হাতের পাতা দুটি ও পদযুগল আরও ঘন ঘন এবং থরথর করে কাঁপাতে লাগল। আমার সামনে দণ্ডায়মানা সেই অদ্ভুত নারী মূর্তি দেখে এবং তার কথা শুনে আমি রাগ করব না হাসব অথবা বাঙালী ছেলের শৌর্যের প্রভাবের গর্বে গর্ববোধ করব তা ভেবে ঠিক করতে না পেরে গোমড়া মুখে চুপ করে বসে রইলাম। সে তখন তার মুক্তকচ্ছকে আবার গুছিয়ে কাঁকালে গুঁজে নিয়ে হাত পাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে মিটি মিটি হাসতে হাসতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করল। ভাবটা যেন এই ঃ কেমন জব্দ, আর বকবে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এ দৃশ্য নিজ চক্ষে দেখলে আপনারাও সারাজীবনে তা আর ভুলতেন না। এই সময়ে কলকাতার তখনকার এক প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'বরোদার গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা' সম্পর্কে একটি লেখা পাঠিয়েছিলাম। ঐ পত্রিকার কারও সাথে আমার কোন পরিচয় না থাকলেও প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। আমার জীবনে সম্ভবতঃ সেটাই সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা। এবার এখানে বরোদা রাজ্যের সে সময়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বলি।

পূর্বে বলেছি মহারাজা সয়াজীরাও গাইকোয়াড় উচ্চশিক্ষিত ও প্রগতিশীল নৃপতি ছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যের একটি জেলায় তিনি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার নীতি প্রবর্তন করেন। এবং ১৯০৭ সালে ঐ নীতি রাজ্যের সর্বত্র প্রবর্তিত হয়। তবে দারিদ্র্য পীড়িত প্রজাবৃন্দের মধ্যে সে নীতি সম্পূর্ণভাবে সফল হওয়া কঠিন ছিল। অতঃপর পাশ্চাত্যদেশে বিশেষত আমেরিকায় ভ্রমণকালে তিনি সে দেশের জনজীবনে বিনা চাঁদার সার্বজনীন গ্রন্থাগারের উপযোগিতা লক্ষ্য করে নিজ রাজ্যের প্রজাদের সার্বজনীন গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধা দেবার জন্যে উদ্যোগী হন। এবং এই উদ্দেশ্যে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যে একটি গ্রন্থাগার বিভাগ স্থাপন করেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনে এবং পরিচালন ব্যবস্থায় সে সময়ে আমেরিকা বিশেষ অগ্রণী থাকায় মহারাজা ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম এলানসন বোরডেন (William Alanson Borden) নামে একজন গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞকে স্বীয় রাজ্যের গ্রন্থাগার বিভাগটি সংগঠনের জন্যে ঐ বিভাগের ডাইরেক্টর নিযুক্ত করেন। বোরডেন

সাহেব ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত বরোদায় ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি গ্রন্থাগার বিভাগের অধীনে বরোদা শহরে একটি বিনা চাঁদার সার্বজনীন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (Central Library) স্থাপন করেন এবং রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্যের ভিত্তিতে সমগ্র রাজ্যের শহরে ও গ্রামে বিনা চাঁদার বহু গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার এবং নিরক্ষর লোকদের জন্য চাক্ষুষ শিক্ষার ( visual instruction ) ব্যবস্থাও প্রবর্তন করেন। গ্রন্থাগার পরিচালন ব্যবস্থা বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি শিক্ষাদানের আয়োজনও রাখেন। তবে ঐ বিষয়ে তখনও দেশে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি না হওয়ায় আশানুরূপ সাড়া মেলে নি।

১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে আমি যখন বরোদায় যাই তখন বরোদার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বরোদা শহরের মাণ্ডভি নামে পরিচিত অঞ্চলে একটি নবনির্মিত সুন্দর বাড়িতে অবস্থিত ছিল। এই গ্রন্থাগারের বহুতল বিশিষ্ট গ্রন্থগৃহের প্রতি তলের ঘরের মেঝে পুরু কাঁচের ব্লকের তৈরী ছিল। আর দেওয়ালগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত পাতলা কাঁচের তৈরী। ফলে গ্রন্থকক্ষগুলি প্রাকৃতিক আলো এবং বৈদ্যুতিক আলোর প্রতিফলনে ঝলমল করত। ষ্টীলের মুক্ত তাকে রাখা গ্রন্থসমূহের কাছে পাঠকের অবাধ গতি ( free access ) ছিল। গ্রন্থাগারে এই মুক্তদ্বার পদ্ধতি বা open access system প্রবর্তিত থাকায় পাঠকেরা নিজস্ব ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের মত গ্রন্থের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে পারতেন। লাইব্রেরির ক্যাটালগ বা গ্রন্থসূচী ছিল কার্ডে লিখিত। বই লেনদেন-এর প্রথা সহজ ছিল। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে একটি সুসজ্জিত এবং আকর্ষণীয় ছোটদের বিভাগও ছিল। আর ছিল মহিলাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার। এছাড়া সংবাদপত্র ও সাময়িক-পত্র পাঠেরও একটি বিভাগ ছিল।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ইংরাজী, মারাঠি, গুজরাটি, হিন্দী, উর্দু ভাষার বই ছাড়া বাংলা ভাষায় লেখা কয়েকশ' বইও ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাংলা বইগুলির কোন গ্রন্থসূচী না থাকায় কিউরেটর নিউটন মোহন দত্তের নির্দেশে আমি সেগুলির একটি গ্রন্থসূচী প্রণয়ন করেছিলাম। বরোদার মহারাজা নিজেই একজন চিন্তাশীল পাঠক ছিলেন। কার্যতঃ তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের বিশ হাজার গ্রন্থকে অবলম্বন করেই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর সেই নিজস্ব গ্রন্থা-গারের অনেক বই যে তিনি নিজে পাঠ করেছিলেন তার প্রমাণ হিসেবে দেখা গিয়েছে যে অনেক বইতে পাতার মার্জিনে তাঁর নিজের হাতে লিখিত নোট ছিল।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ব্যতীত রাজ্যের গ্রন্থাগার বিভাগের বিনা চাঁদার সার্বজনীন গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার শাখার প্রধান কার্যালয়ও অবস্থিত ছিল বরোদা শহরে। এখান থেকে রাজ্যের দূর দূরান্তরে শহরে ও গ্রামে ছোট ছোট কাঠের বাক্সে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে কিছুসংখ্যক গ্রন্থ পাঠানো হত ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার হিসাবে সেখানকার সর্বশ্রেণীর লোককে বিনা চাঁদায় গ্রন্থপাঠের সুযোগ দেওয়ার জন্যে। এই ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের জন্যে কয়েকশ' কাঠের বাক্স এবং গুজরাটি, মারাঠি, ইংরাজী, হিন্দী ও উর্দু ভাষার কয়েক হাজার বই ছিল এই কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। সমগ্র রাজ্যের শহর ও গ্রামগুলিতে গ্রন্থাগার স্থাপন, পরিচালন ও তত্ত্বাবধানের কাজের আবশ্যিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত গ্রামীণ গ্রন্থাগারের এই কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে ।

রাজ্য গ্রন্থাগার বিভাগের এই সকল ব্যবস্থা ছাড়া মহারাজার উৎসাহে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ এবং মূল্যবান

সংস্কৃত পুঁথি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হয়ে লাইব্রেরীর সংস্কৃত বিভাগের সৃষ্টি হয়েছিল। কালক্রমে সংস্কৃত বিভাগের গবেষণা, গ্রন্থ ও পুঁথির সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজ ইত্যাদি অধিকতর সুষ্ঠু ও স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করার সুবিধার জন্যে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত গ্রন্থ ও পুঁথি সহ ঐ বিভাগের কাজকর্ম কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বরোদা ওরিয়েণ্টাল ইন্সটিটিউট নামে এক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় এবং প্রাচ্য বিভাগের লাইব্রেরিয়ান ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্যকে এই প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টরের পদে নিযুক্ত করা হয়। পূর্বেই বলেছি এই ওরিয়েণ্টাল ইন্সটিটিউট পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার জন্যে এবং গবেষণামূলক মূল্যবান গ্রন্থাদি প্রকাশনার জন্যে আমাদের দেশের এবং বিদেশের পণ্ডিত সমাজে বিশেষ সমাদৃত এবং সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল।

বরোদাতে আমি মাত্র মাস তিনেক ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে যে বিষয়গুলি আমার মনের মধ্যে কিছু ছাপ রেখেছে তাদের সম্বন্ধে দু-চার কথা বলছি। রাজ্যের গ্রামীণ গ্রন্থাগার শাখাটি কিউরেটরের অধীনে থাকলেও কার্যতঃ ছিল সহকারী কিউরেটর মোতিভাই আমিনের অধীনে। তিনি জাতিতে গুজরাটি। খুব রাশভারি গম্ভীর প্রকৃতির এবং সকলের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। আমি যখন বরোদায় পৌঁছাই তিনি তখন ছুটিতে ছিলেন। ঐ শাখার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীনানাভাই সি দিবানজি কার্যতঃ তখন কর্তা ছিলেন ঐ শাখার। জাতিতে তিনিও গুজরাটি। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। বিপত্নীক, পক্ককেশ, বেঁটে-খাটো, সাদাসিধে এবং সদা-প্রফুল্ল প্রকৃতির লোক। তখন তাঁর বয়স আমার বয়সের প্রায় দ্বিগুণ হলেও প্রথম থেকেই আমার সাথে তিনি প্রায় সমবয়সী বন্ধুর মত ব্যবহার করেছিলেন। পরিচয়ের প্রথম দিনের অপরাহ্নেই তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন আমাকে। বাড়িতে তাঁর পরিবারে মাত্র তিনজন লোক। তিনি নিজে, তাঁর এক বিধবা নিঃসন্তান দিদি আর দূরে সম্পর্কের আত্মীয়ের এক ছেলে। তাঁর নিজের একটিমাত্র পুত্র সন্তান। সে বম্বেতে থেকে ডাক্তারী পড়ছিল। পূর্বেই বলেছি ভদ্রলোকের নাম ছিল নানাভাই সি দিবানজি। গুজরাটি নামের নিয়মানুসারে পুরা নামের প্রথম অংশটি হচ্ছে নামের অধিকারীর আসল নাম। দ্বিতীয় অংশটি তার পিতার আসল নাম আর তৃতীয় অংশটি বংশগত উপাধি। যেমন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। এখানে মোহনদাস মহাত্মা গান্ধীর নিজের আসল নাম। করমচাঁদ তাঁর পিতার আসল নাম। আর গান্ধী বংশগত উপাধি। সেই রকম এই ভদ্রলোকের নিজের আসল নাম ছিল নানাভাই, পিতার নামের আদ্যক্ষর সি. পুরা নামটি কি মনে নেই, আর ও'দের বংশের উপাধি দিবানজি ওরফে দেওয়ানজি। বংশের উপাধি দিবানজি হবার কারণ তাঁদের কোন পূর্বপুরুষ সুরাটের নবাবের দেওয়ান ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁদের বংশের লোকেরা তখনও পর্যন্ত সরকারি পেনশন ভোগ করেন। শরিকদের মধ্যে পেনশন ভাগ হয়ে যাওয়ায় তাঁর ভাগে তখনও মাসে ১০ টাকা পেনশন বরাদ্দ ছিল।

তাঁর বাড়িটি ছিল দ্বিতল। বাড়ির দেওয়াল ইঁটের কিন্তু একতলা ও দোতলার ঘরের মেঝে ছিল মাটির এবং গোবরের প্রলেপ দেওয়া। ছাদ সম্ভবতঃ টালির ছিল। একতলার একটি ঘর থেকে মাথার উপরে দোতলার একটা ঘরের মেঝে ভেদ করে সোজা উঁচু একটা কাঠের সিঁড়ি, আমাকে নিয়ে তিনি সেই সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে দোতলায় উঠলেন। সেখানে উপরের আড়া বা কড়ি কাঠের সাথে ঝোলানো কাঠের

একটা বড় দোলনা। উপরে উঠেই তিনি আমাকে দোলনা দেখিয়ে দোলনায় বসে দোল খেতে বললেন। আমাদের দেশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই দোলনায় দোল খায়। বয়স্ক লোকদের দোল খেতে দেখায় আমি অভ্যস্ত ছিলাম না। তাই প্রথমে আমি ভাবলাম আমাকে বোধ হয় ঠাট্টা করছেন তিনি। আমি দাঁড়িয়ে আছি দেখে তিনি নিজেই দোলনায় পা ঝুলিয়ে বসে হাস্যমুখে পরমানন্দে দোল খেতে লাগলেন। আমি তো পক্কেশ বৃদ্ধের এই রঙ্গ দেখে অবাক। তারপর আমাকে টেনে তাঁর পাশে বসিয়ে তিনি দোলনায় দোল দিতে লাগলেন। আড়ষ্ট বোধ করলেও আপ্যায়নটা মন্দ লাগল না। তখন শুনলাম ওখানে প্রায় সকলের ঘরে ঘরে বিশেষতঃ বৈঠকখানায় দোলনা আছে, এবং দোলনায় দোল খাওয়া সকলেরই চিত্ত বিনোদনের ও কিছুটা আরাম করার একটা উপায়। পরে দেখেছি সত্যই ওদেশের প্রায় সকলেই বাড়িতে দোলনায় দোল খেয়ে থাকেন। বরোদার মহারাজার তিনটি প্রাসাদ আছে। একটির নাম মকরপুরা প্রাসাদ, একটি লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ। তৃতীয়টির নাম আজ মনে নেই। তার মধ্যে লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদই বৃহত্তম, সুসজ্জিত এবং দেখতে অতি সুন্দর। প্রত্যেক প্রাসাদেই দোলনা ছিল। তবে রাজারাজড়ার বাড়ির দোলনা, কাজেই তার আড়ম্বর, তৈরীর উপাদান এবং সাজসজ্জা সবই রাজসিক। যতদূর মনে আছে লক্ষ্মী-বিলাস প্রাসাদের দোলনা ছিল রূপার তৈরী আর তার বসবার আসন ছিল ভেলভেটের বা মখমলের গদিমোড়া।

নানাভাই পরবর্তী রবিবারে তাঁর বাড়িতে আমাকে মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ জানালেন। সে আর এক অভিজ্ঞতা। যথাসময়ে তাঁর গৃহে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে নিয়ে তিনি দোলনায় দোল খেতে খেতে কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করলেন। অতঃপর আমাদের ভোজনের পালা। পাশাপাশি কাঠের দুখানি বিরাট পিঁড়ির সামনে দুখানি প্রকাণ্ড থালায় সদ্য সুগন্ধে ভরপুর সাদা ধবধবে ভাত ও ঘি ভাত। থালার উপরে কতরকমের যে ভাজাভাজি তা আর বলবার নয়। আর থালার চতুর্দিকে ১৪/১৫টি পাত্রে নানা রকমের ব্যঞ্জন, তরকারি, চাটনি, আচার এবং মিষ্টান্ন। তবে সমস্তই নিরামিষ এবং ঘরে তৈরী। ওঁরা নিরামিষাশী। সমস্ত রান্নাই তাঁর বিধবা দিদি করেছেন। পরিমাণে এত দ্রব্য আমার মত একজনের পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয় বলায় কোন আপত্তি শুনলেন না। অগত্যা যা পারলাম একটু একটু মুখে দিলাম। সমস্তই ভাল লাগল। তবে ওখানে সরিষার তেলের বদলে তিলের তেলের চলন বলে তরকারির আস্বাদ একটু অন্যরকম মনে হলেও খেতে কোন অসুবিধে হয়নি। গোড়াতেই একটু মুস্কিলে পড়লাম। আমরা শুক্তো জাতীয় তিক্ত তরকারি প্রথমে খেতে অভ্যস্ত। ঐ রকম একটা তরকারি আমার খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র তরকারিটি পুনরায় আমাকে দেবার জন্য তিনি তাঁর দিদিকে বললেন। দ্বিতীয়বার সেটা শেষ হলে আমার আপত্তি সত্ত্বেও পুনরায় সেটি পরিবেশনের কথা বললেন তাঁর দিদিকে। বারবার কেন আমাকে ঐ তরকারি দিতে বলছেন তার কারণ অনুসন্ধানে একটু সচেষ্ট হয়ে লক্ষ্য করলাম ওঁদের অন্যতঃ তাঁর খাওয়ার পদ্ধতিটি আমাদের থেকে একটু ভিন্ন। আমরা সাধারণতঃ একটি পদ খাওয়া শেষ করে অন্য পদে হাত দিই। দিবানজী দেখলাম তা না করে একটি পদ থেকে একটু খেয়ে অন্য একটি পদ থেকে একটু নিয়ে চেখে দেখার পর আবার অন্য কোন পদ একটু খেলেন। তারপর হয়ত প্রথম বা দ্বিতীয়

পদ থেকে আবার কিছুটা নিয়ে খাচ্ছেন। এই ভাবে ইতস্ততঃ খাচ্ছেন। বুঝলাম আমি শূন্যের মত পদটি একেবারে শেষ করে খাচ্ছি দেখে তার ধারণা হয়েছে ঐটি আমার খুব ভাল লেগেছে। আর তাই আমার এই বিপদ অর্থাৎ ঐ একই পদ আমাকে পুনঃ পুনঃ পরিবেশন করতে বলছেন। পক্ষান্তরে তিনি ইচ্ছামত এক একটা পদের একটু একটু নিচ্ছেন এবং ঘুরে ফিরে বিভিন্ন পদ একটু একটু করে যেন চেখে চেখে খাচ্ছেন। বুঝলাম এটাই ওঁর বা ওঁদের খাবার রীতি।

বরোদা থাকতে বয়সের যথেষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও দেওয়ানজীর সাথে আমার যথেষ্ট হৃদ্যতা জন্মেছিল। ওখান থেকে চলে আসার পর অনেকদিন পর্যন্ত তিনি আমাকে চিঠি-পত্র লিখতেন এবং দেওয়ালী উপলক্ষে সুদৃশ্য রঙিন কার্ড পাঠাতেন।

বরোদা শহরটি বিশ্বামিত্র নদীর তীরে। নদীটি বিশেষ প্রশস্ত নয়। শহরের সুন্দর একটি পার্কের মধ্যে দিয়ে নদীটি গিয়েছে। ঐ পার্কের মধ্যে বরোদার আর্ট গ্যালারি ও মিউজিয়াম। মিউজিয়ামের কিউরেটর সে সময় ছিলেন গাঙ্গুলী উপাধিধারী একজন বাঙালী। বরোদা শহরে এবং আশেপাশে সায়র বা সাগর নামে কয়েকটা বড় বড় জলাশয় ছিল। এর মধ্যে শহরের প্রায় প্রাণ কেন্দ্র ভাণ্ডিয়া বাজারে বিশাল আয়তনের সুর সায়র নামে জলাশয়টির দৃশ্য অতি মনোহর। তার তীরে অবস্থিত ছিল 'ন্যায় মন্দির' অর্থাৎ রাজ্যের হাইকোর্ট।

আমি বরোদা পৌঁছবার ২।৩ দিন পরে নিউটন মোহন দত্ত মুসৌরি থেকে বরোদায় এলেন। লাইব্রেরিতে এসেই তিনি আমার খোঁজ করলেন এবং আমি যতদিন বরোদায় ছিলাম যত্নসহকারে আমাকে লাইব্রেরির কাজকর্ম শিখবার সুযোগ দিলেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। বয়স তখন তাঁর প্রায় ষাট বছর। তাঁর কাছে শুনলাম তাঁর বাবা ছিলেন বাঙালী। নাম ক্ষেত্র মোহন দত্ত এবং মা ইংরেজ। তাঁর বাবা লিবারেল পার্টি অথবা ঐ রকম কোন এক পার্টির কাজ নিয়ে বিলেত গিয়েছিলেন। নিউটন মোহনের জন্ম ইংলণ্ডে এবং বাল্যকাল সেখানেই অতিবাহিত হয়। তিনি বাংলা জানতেন না। তাঁর এক বোনের বিয়ে হয়েছিল কলকাতার কোন এক সুপরিচিত পালিত উপাধিধারীর সাথে। নিউটন বলছেন কলকাতা কর্পোরেশনে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। বরোদা থেকে কাজে অবসর নেবার পর তিনি বসবাস করার জন্যে ইংলণ্ডে চলে যান এবং সেখানেই পরলোকগমন করেন।

বরোদা বেঙ্গল ক্লাবের ছেলেরা প্রায় সকলেই ছিলেন দায়দায়িত্বহীন এবং সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। অভিভাবকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান না থাকায় বয়সের ধর্মে কিছুটা বেপরোয়া এবং স্ফূর্তিবাজ। তবে দুশ্চরিত্র বা উচ্ছৃঙ্খল নয়। স্কুল কলেজের মেয়েরা যখন ক্লাবের পাশ দিয়ে রাস্তা ধরে যেত তখন ক্লাবের দোতলার বারান্দা থেকে তাদের লক্ষ্য করে কিছু কিছু রসাত্মক বাংলা সঙ্গীত চর্চা করত এই ছেলেরা আর ঐ সব মেয়েদেরদের মধ্যে তাদের পছন্দমত এক একজনের এক একটা বাঙালী নামকরণ করেছিল নিজেদের মধ্যে আলোচনার জন্যে। এই পর্যন্ত, এর বেশী উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিনি তাদের মধ্যে। আমাকে তারা কিছুটা সমীহ করেই চলত। আমি ঘরের মধ্যে তাদের দৃষ্টির বাইরে থাকলে তবেই তারা 'নলচে আড়াল দিয়ে তামাক খাবার মত ঐ সব সঙ্গীত চর্চা বা আলোচনা করত। আমার সামনে কখনও করত না। অল্পদিন তাদের সান্নিধ্যে থাকলেও তারা আমার কতকটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত হয়ে উঠেছিল এবং আমাকে অনেকটা

তাদের অভিভাবকের মর্যাদা দিত। বরোদায় বেধহয় শ্রীবন্দ বা ঐ রকম কি একটা নামের দুধ থেকে তৈরী সুস্বাদযুক্ত, মুখরোচক এক রকম মিষ্টান্ন পাওয়া যেত। অনেকদিন বিকেলে চানাচুর আর ঐ মিষ্টি আনিয়ে সকলে একসঙ্গে জলযোগ করা হত। আমি বরোদা থেকে চলে আসার আগে ক্লাবের ছেলেরা একদিন আমাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানায় এবং সেই উপলক্ষে একটি গ্রুপ ফটো তোলা হয়। আমি চলে আসার পর অনেকদিন পর্যন্ত এই সব ছেলেদের কথা মনে হত। কিন্তু তাদের কারও সাথে আর আমার কোন যোগাযোগ ছিল না। ভাবতাম আর কি এদের খবর পাব না? বেশ কয়েক বছর পর লাহিড়ী নামের ছেলেটি একবার কলকাতায় এসে আমার সন্ধান করে আমার সাথে দেখা করে। তার কাছে শুনেছিলাম কাশীর সুকুমার গুপ্ত এবং শ্রীহট্টের মাখন গুপ্ত অকালে পরলোক গমন করেছে। খাণ্ডোয়ার দত্ত উন্মাদ হয়ে খাণ্ডোয়ায় চলে গেছে। লক্ষ্ণৌ এর ব্যানার্জী এবং কলকাতার ঘোষাল কোথায় আছে তার জানা নেই। আর সে নিজে তখনও বরোদাতেই আছে। ইতিমধ্যে বয়সে তার চাইতে অন্ততঃ ৮।১০ বছরের বড় এক গোয়ানীজ মহিলাকে সে বিয়ে করেছে। আমি বরোদা থাকাকালেই দুই সন্তানের জননী ঐ মহিলা, লাহিড়ী আত্মীয় স্বজন থেকে বহুদূরে একাকী থাকায়, লাহিড়ীকে আদরযত্ন করতেন বলে সে সেসময়ে নির্দোষচিত্তে তাঁর কাছে যেত। যদিও ক্লাবের ছেলেরা এই জন্য তাকে ঠাট্টা করত। পরে মহিলার স্বামীর মৃত্যুর পর একাধিক সন্তানসহ মহিলা অসহায় হয়ে পড়ায় লাহিড়ী তাঁকে বিবাহ করে। এ সব কথা আজ স্মৃতির পটে মধ্যে মধ্যে ভেসে ওঠে।

সে সময়ের আরও দু'চার কথা এখনও যা মনে আছে এবার সংক্ষেপে তা বলি। বঙ্গভূমির বাঙালী সমাজে তখনও প্যান্ট বা পাজামা পরিধান করার বেশী চলন হয় নি। ধুতিই ব্যবহার করতেন বাঙালীরা। ওখানকার মারাঠি পুরুষেরা বাঙালীর মত ধুতির বাঁদিককার প্রান্তভাগ কাঁধা হিসাবে এবং ডানদিককার প্রান্তভাগ কোঁচা হিসাবে ব্যবহার করতেন। আর গুজরাতিদের প্রথা ছিল ঠিক উল্টো। মারাঠি মেয়েদের কাছাদিয়ে শাড়ী পরার রেওয়াজ তখনও ছিল ওখানে যদিও প্রথাটা ক্রমেই কমে আসছিল।

ওখানকার মারাঠি ও গুজরাতি উভয় জাতির উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণতঃ ছিলেন নিরামিষাশী। তবে পেঁয়াজ, রসুন সকলেই এমনকি বিধবারাও সবজী জ্ঞানে খেতেন।

সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর একজন ব্রাহ্মণ কর্মচারী বরোদার জেলখানার কয়েদীদের প্রতি রবিবার সকালে ধর্ম ও নীতি কথা শোনাতেন। এর জন্য তিনি সরকারের কাছ থেকে কিছু মাসোহারা পেতেন। তিনি এক রবিবারে আমাকে সঙ্গে নিয়ে, জেলখানার ভিতরে ফাঁসির জায়গা সমেত সমস্ত বিভাগ ঘুরে দেখিয়ে ছিলেন। ভাষা না জানায় আমি কয়েদীদের সাথে সরাসরি কথাবার্তা বলতে বা কিছু আলোচনা করতে পারি নি।

লাইব্রেরীর আর এক গুজরাতি কর্মী আমাকে এক রাত্রে তাঁদের পাড়ার এক গুজরাতি নাটকের সখের অভিনয় দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। অভিনয়ের সাজ পোষাক, মঞ্চের ও পর্দায় তৈরী সিনের জাঁকজমক ছিল। আমি ভাষা না জানলেও যিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি আমার পাশে বসে সংলাপের সংক্ষিপ্ত মর্ম আমাকে বলে দিচ্ছিলেন। কিন্তু আমার মনে হল অভিনয়ের মান আদৌ উঁচু ছিল না। ঐ

ভদ্রলোকও সে কথা বললেন।

বিদেশ থেকে অথবা ভারতের নানা জায়গায় যে সব লোক বরোদা আসতেন তাঁদের অনেকে সেণ্ট্রাল লাইব্রেরি দেখতে আসতেন। আবার স্থানীয় হোমরা চোমরা ব্যক্তিরাও অনেকে অনেক সময় আসতেন এখানে। তাঁদের সাথে পরিচয় এবং আলাপ আলোচনা সাধারণতঃ আনন্দের ব্যাপার ছিল। কিন্তু একদিন একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল। সেদিন রাজ্যের শিল্প বিভাগের অধিকর্তা ( Director of Industries ) এসেছিলেন লাইব্রেরিতে। তিনি জাতিতে ছিলেন গুজরাতি। আমি বাঙালী জেনে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে এলেন আমার সাথে কথাবার্তা বলতে। ভালই কথাবার্তা বলছিলেন হঠাৎ এক সময়ে বললেন, "তোমরা বাঙালীরা সব বিষয়ে ভাল, সব বিষয়ে অগ্রসর। তোমাদের বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, জগদীশ বসু, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি ভারতের গৌরব সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমরা বড় বেশী সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক মনোভাব সম্পন্ন। বাঙলা হরফ বাদ দিয়ে রোমান অক্ষর ব্যবহার করতে তোমাদের আপত্তি কেন?" প্রাদেশিকতার অভিযোগে আমি ক্ষুব্ধ হয়ে বললাম "ভারতের অন্য কোন জাতি রোমান অক্ষরকে নিজেদের অক্ষর বলে মনে করেছেন কি? তবে শুধু বাঙালীকে এইজন্য প্রাদেশিক মনোভাব সম্পন্ন বলছেন কেন? আর জীবিকা অর্জনের জন্য কোন কোন প্রদেশে বাঙালীর প্রবেশের পথ রুদ্ধ করার প্রয়াস সত্ত্বেও কলকাতা শহর এখনও অবাঙালীতে পরিপূর্ণ। ( বিহারে সে সময় প্রবল বাঙালী বিদ্বেষের ঝড় বইছিল )। প্রতি মাসে বঙ্গদেশ থেকে কত কোটি টাকা মনি-অর্ডার যোগে বঙ্গের বাইরে প্রেরিত হয় সে খবর আপনি জানেন? ( ঐ অঙ্কের পরিমাণ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মশায়ের কৃপায় তখন আমার জানা ছিল এবং আমি সেটা উল্লেখ করেছিলাম ) ভারতের আর কোন প্রদেশ থেকে কি এরকম হয়? আমাদের তো আপনি প্রাদেশিক মনোভাব সম্পন্ন বলে উল্লেখ করলেন। আপনি শিল্প বিভাগের কর্তাব্যক্তি, আপনার নিশ্চয় জানা আছে গুজরাতের অনেক বস্ত্র ব্যবসায়ী মাঞ্চেস্টার থেকে বস্ত্র আমদানী করে তাতে গুজরাটের মিলের ছাপ দিয়ে বঙ্গদেশে পাঠান আর প্রাদেশিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত বোকা বাঙালী আমরা সে সব বস্ত্রকে স্বদেশী বস্ত্র বিশ্বাস করে পরমানন্দে তা কিনে আপনাদের প্রদেশের ধনী ব্যবসায়ীদের অধিকতর ধনী হবার সহায়তা করি। শুধু তাই নয় আনার খরচা সহ বাংলা এবং বিহারের কয়লার দাম দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আনা কয়লার দাম অপেক্ষা সামান্য বেশী পড়ে বলে গুজরাতের মিলের মালিকরা দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা কিনে মিল চালান।" [ এসব তথ্য প্রবাসী ও Modern Review পত্রিকায় প্রকাশিত হত বলে এসব পত্রিকার নিয়মিত পাঠক হিসাবে আমার এগুলি জানা ছিল ] ভদ্রলোক এ সকল কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললেন, "তুমি ছেলেমানুষ, উত্তেজিত হয়ে পড়েছ। আমি তোমাদের নিন্দা করিনি। আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল তোমরা রোমান অক্ষর ব্যবহার করলে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির মূল রচনা জগতের অনেক জাতি সহজে পড়তে পারত।" তাঁর বক্তব্যে যুক্তি কতটা ছিল জানি না। তাঁর কথায় বাঙালীর মনের সঙ্কীর্ণতার প্রতি কটাক্ষপাত ছিল বলে তার প্রতিবাদে আমি ঐ সব কথা বলেছিলাম। আমার মনে আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না বুঝে এই প্রত্যাঘাতের জন্য আমি লজ্জিত হয়ে তাঁর কাছে আমার রূঢ় উক্তির জন্যে দুঃখপ্রকাশ করেছিলাম। তারপরে আমি বরোদা থাকা কালে তিনি যে কদিন

লাইব্রেরিতে এসেছিলেন প্রতিদিনই আমার খোঁজ করে আমার সাথে সহৃদয়তার সাথে কথাবার্তা বলেছেন।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারবিদ্যা শিক্ষার সেশন অক্টোবর মাসের প্রথমেই আরম্ভ হবে আমার ভর্তির আবেদনের উত্তরে সেখান থেকে আমাকে সেকথা জানানো হলে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে বরোদা ত্যাগ করে লাহোর যাব স্থির করলাম। সেবার দুর্গাপূজা ছিল সেপ্টেম্বর মাসের শেষে। জয়পুরে অনেক বাঙালী আছেন বলে শুনেছিলাম এবং শহরটির সৌন্দর্যের খ্যাতিও আছে বলেও জানতাম। তাই সম্ভব হলে লাহোর যাবার পথে দুর্গাপূজার সময় ২।৩ দিন জয়পুর কাটিয়ে যাবার কথা চিন্তা করলাম। কোথায় যেন দেখেছিলাম জয়পুরের মহারাজা পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ানের নাম পি, সি, চ্যাটার্জী ( সম্ভবতঃ প্রফুল্ল চন্দ্র চ্যাটার্জী, ঠিক মনে নেই )। তাঁর সাথে পরিচয় না থাকলেও আমার উদ্দেশ্য জানিয়ে জয়পুরের ২।১টা অনতি উচ্চমূল্যের হোটেলের ঠিকানা জানাবার অনুরোধ জানালাম। চিঠির উত্তরে হোটেলে না থেকে আমাকে অসঙ্কোচে তাঁর বাসায় থাকার জন্য সাদর আহ্বান জানালেন তিনি। অবশেষে সেপ্টেম্বরের এক ম্লান সন্ধ্যায় প্রায় তিন মাস বরোদা বাসের স্মৃতি বুকে নিয়ে লাহোর প্রবাসের পথে জয়পুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

(ক্রমশঃ)

# গ্রন্থাগারের নতুন উপকরণ, নতুন কর্মপ্রণালী

কুণাল সিংহ

আমরা গ্রন্থাগারে পুস্তক, পত্র পত্রিকা ইত্যাদি পঠন পাঠন ও গবেষণার জন্য সংরক্ষণ করে থাকি। গ্রন্থাগারের এইসব প্রথাগত উপকরণগুলি সম্বন্ধে সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু মানুষের চিন্তা শুধুমাত্র ছাপা বই ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয় না কিংবা আরও প্রকৃষ্টভাবে বলতে গেলে বই বা পত্র-পত্রিকাই মানুষকে জানার একমাত্র উপকরণ নয়। মানুষের চিন্তা নিহিত আছে গানে, ছড়ায়, চলচ্চিত্রে, থিয়েটারে, গ্রামোফোন রেকর্ডে কিংবা লোকশিক্ষার নানা উপকরণের মধ্যে। কথা ও গান যখন গ্রামোফোন রেকর্ডে বা রেকর্ড করা টেপে ধরে রাখা গেল, চলচ্চিত্রে যখন মানুষের জীবনকাহিনী নতুন করে ধরা পড়লো, ভিডিও যখন অভিনীত নাটককে ছবিতে ও কথায় ধরে রাখলো তখন মানুষের ভাষা, তার জীবনযাত্রার প্রণালী, তার দৈনন্দিন কাজকর্ম ইতিহাসের কাছে অদৃশ্য হয়ে রইলো না। এইসব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গ্রন্থাগারের পূর্বতন চরিত্র পরিবর্তিত হল এবং তার কর্মধারার অনেক পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়লো। বর্তমানে গ্রন্থাগার শুধু গ্রন্থসংগ্রহ মাত্র নয়, সেখানে প্রথাবহির্ভূত বিভিন্ন ধরণের উপাদান সংগ্রহ করা একান্তভাবে প্রয়োজন। এইসব প্রথা-বহির্ভূত উপাদানগুলি হল গ্রামোফোন রেকর্ড, ফিল্ম, মাইক্রোফিল্ম ও মাইক্রোফিল্ম জাতীয়

উপাদান, টেপরেকর্ড, পুস্তিকা, প্রাচীরপত্র, সংবাদপত্র, হ্যাণ্ডবিল, প্রচারপত্র, ম্যাপ, চার্ট, প্ল্যান, হস্তলিখিত পুঁথি, দলিল-দস্তাবেজ, পাণ্ডুলিপি এবং বিভিন্ন ধরণের সরকারী ও বেসরকারী রিপোর্ট ইত্যাদি।

সংস্কৃতিক্ষেত্রে গান-বাজনার একটা বড় ভূমিকা আছে। কোনও অঞ্চল বা কোনও দেশের সংস্কৃতিকে জানতে এগুলি মূল্যবান উপকরণ হিসাবে গণ্য হয়। গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সংরক্ষিত হয় কিন্তু গ্রন্থাগারে গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রহ করার কথা আমরা ভাবতে পারি না। কিন্তু এই ধরণের জিনিষ সংগৃহীত হলে গবেষণার এক নতুন উপাদান হিসাবে এগুলিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। সংগীতের বিবর্তন, সংগীতের ইতিহাস, সংগীতের রাগ-রাগিনীর বিন্যাস সম্বন্ধে গবেষণায় গ্রামোফোন রেকর্ডকে ব্যবহার করা যেতে পারে। শুধু সংগীত কেন রেকর্ডের বিষয়বস্তু, নাটক, যাত্রা, আবৃত্তি বক্তৃতা, সংলাপ, বাজনা, ইত্যাদি সবই হতে পারে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, সুভাষচন্দ্র বোস, গান্ধী, জওহরলাল নেহরু প্রভৃতি দেশবরেণ্য নেতাদের বক্তৃতা—যার পুরানো রেকর্ড এখনও পাওয়া সম্ভব—শুধু কণ্ঠস্বরের জন্যই নয়, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

অভিনয় ও নাটকের ক্ষেত্রে মহাকবি গিরীশচন্দ্রের কণ্ঠস্বর, তাঁর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ বা দানীবাবু এবং নটী বিনোদিনী অভিনীত নাটকের অংশবিশেষ রেকর্ড করা আছে। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী ছিলেন গিরিশ-চন্দ্রের বন্ধু, তাঁর রেকর্ড করা মানিকপীরের গান বা পিতাপুত্রের ঝগড়া বাংলাদেশের সমাজজীবনের এক চিত্র তুলে ধরে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অভিনয় ভিডিও করে রাখা হয় নি, তেমনি ছবিতে ধরে রাখা হয়নি অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রখ্যাত অভিনেতাদের অভিনয়। তবে এদের অভিনীত নাটকের অংশ বিশেষ রেকর্ডে পাওয়া যাবে। গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালায় এইসব রেকর্ড সংগ্রহ করে রেখে দিতে পারেন গ্রন্থাগারিক। এগুলি সংগ্রহশালার মূল্যবান সম্পদ হয়ে থাকবে।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও গজল গানের অনেক পুরানো রেকর্ডের সংগ্রহ সঙ্গীতের ইতিহাস রচনা করতে সাহায্য করবে। গ্রন্থাগারিক সংগীতের পুরানো রেকর্ড বিষয়ানুক্রমে সাজাতে পারেন, সাজাতে পারেন সেগুলির ঘরানা অনুযায়ী। সংগীত, নাটক, সিনেমা সংক্রান্ত সকল বিষয়ের গবেষণার উপাদান হতে পারে গ্রামোফোন রেকর্ড। অনুরূপভাবে রবীন্দ্র, নজরুল-অতুল প্রসাদের সঙ্গীতের রেকর্ডের সম্ভার সঙ্গীতের গবেষণার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে পারে।

টেপ রেকর্ড, ভিডিও ইত্যাদির মত সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা থেকে প্রকাশিত অগণিত রিপোর্ট, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি, কিন্তু এগুলি সংখ্যায় এত বেশী যে সব রিপোর্ট সংরক্ষণ করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং রিপোর্ট সংগ্রহের ব্যাপারে অঞ্চল ভাগ করে নেওয়া নিতান্তই প্রয়োজন কিংবা প্রয়োজন সংস্থা ভাগ করে নেওয়া, অর্থাৎ স্থির করা কোন কোন সংস্থার রিপোর্ট কোথায় সংগৃহীত হবে। অবশ্য এ বিষয়ে লেখা মত সহজ আগ্রহের অভাব থাকলে রিপোর্ট সংগ্রহের কাজ প্রায় দুঃসাধ্য বললেই হয়।

রিপোর্টের মত সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে ছোট ছোট পুস্তিকার। বিভিন্ন বিষয়ের, নানা প্রসঙ্গে পুস্তিকা, বিভিন্ন আলোচনা সভার আলোচনার বিষয়বস্তু, গ্রন্থাগারে পুস্তিকাকারে প্রেরিত হয়।

এগুলি সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রন্থাগারিককে নিতে হবে। পুস্তিকাগুলি প্রাথমিকভাবে কাগজপত্রাদি রাখার জন্য পৃথক খোপযুক্ত আলমারিতে বিষয়ানুক্রম অনুযায়ী সাজানো যেতে পারে। মাসাধিক কাল পরে এই আলমারি থেকে পুস্তিকাগুলি বাছাই করা প্রয়োজন। সব পুস্তিকা সংগ্রহ করা কোনো গ্রন্থাগারের পক্ষেই সম্ভব নয়। পুস্তিকা বাছাই করার দায়িত্ব একটি কমিটির উপর ন্যস্ত করা একান্ত ভাবে বাঞ্ছনীয়। বাছাই করা পুস্তিকাগুলি Vertical File-এ রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। প্রয়োজন হলে এক বিষয়ের পুস্তিকাসমূহ একত্রে বাঁধানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব।

পুস্তিকা সংরক্ষণ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। এক সময় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছোট ছোট বই ছাপা হতো। এগুলি ছাপা হতো ছোট ছোট ছাপাখানা থেকে। বাংলা দেশের উনিশ শতকের শেষ থেকে বর্তমান শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনা সম্বন্ধে পুস্তিকাগুলি লেখা হয়েছিল। অধিকাংশ পুস্তিকার লেখকেরা নিজেরাই পথে-ঘাটে, রেল ষ্টেশনে, ষ্টীমার ষ্টেশনে পুস্তিকাগুলি বিক্রয় করতেন। পুস্তিকার বিষয়বস্তু ছড়া, কবিতা, গল্প, ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করা হত। হাটে এইসব পুস্তিকা বিক্রী হত বলে এগুলিকে হেটো বই বলা হত আর হেটো বইয়ের ছড়াগুলি হেটো ছড়া নামে পরিচিত। শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "হেটো বই, হেটো ছড়া" গ্রন্থে লিখেছেন যে, এইসব পুস্তিকা ইতিহাস ও সমাজবিদ্যার গবেষণার কাজে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সুতরাং গ্রন্থাগারিকদের এগুলি সংগ্রহ করার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

পুস্তিকার মতই পোস্টার বা প্রচারীপত্র সংগ্রহ করার প্রয়োজন আছে। গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি সংগ্রহশালা গড়ে তুলে সেখানে গবেষণায় ব্যবহৃত প্রথা বহির্ভূত নানা প্রকার গবেষণার উপাদান সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিদেশের অনেক গ্রন্থাগারেই প্রচারীপত্র সংগ্রহ করার একটা রীতি প্রচলিত আছে। উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ধরা যেতে পারে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুসংখ্যক যুদ্ধবিষয়ক প্রচারীপত্র সংরক্ষণ করা হয়েছে। যুদ্ধের বিরোধিতায় বিশ্বশান্তি প্রচারের জন্য প্রচারীপত্র রচিত হয়েছে অনেক. সেগুলি সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। শুধু প্রদর্শনীর জন্যই নয় সমাজবিদ্যা ও ইতিহাসের গবেষণার জন্য এগুলি ব্যবহার করা সম্ভব।

শোনা যায় আমেরিকার কোনও কোনও গ্রন্থাগারে থিয়েটারের প্লেবিল, অনুষ্ঠানসূচী, নাটাকারের ছবি, নাটকের দৃশ্যের ছবি, অভিনয়ের সেটের পুরানো ছবি, থিয়েটার হলের ছবি ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখা হয়।

নাটকের প্রসঙ্গ উঠলে সেই সঙ্গে ফিল্ম ও ভিডিও-র প্রসঙ্গ এসে যায়। Educational film গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ শাখার আওতায় পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গ্রন্থ ক্রয় করার জন্য যে অনুদান দিয়ে থাকেন তার অংশবিশেষ শিক্ষামূলক ফিল্ম কেনার জন্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করতে পারে বলে মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশ আছে। অভিনীত নাটকের ভিডিও ক্যাসেট গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালায় স্থান পেতে পারে। যে নাটক আমরা বই থেকে পড়ি তার সঙ্গে যে নাটক বা যাত্রা আমরা অভিনীত হতে দেখি তার ফারাক অনেক। অভিনয়ে নাটকের অন্তর্নিহিত অর্থ যেভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে, শুধুমাত্র নাটক পাঠ করে তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে অনেক অলিখিত কথার

সম্ভার এনে হাজির করা যায় দর্শকের কাছে। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর মর্মবাণী যার কাছে পৌঁছায়নি শম্ভু মিত্রের অভিনয় তাকে সেই অব্যক্ত বাণীর মর্মস্থলে পৌঁছে দিতে পারে। সুতরাং অভিনীত নাটকের ভিডিও ক্যাসেট সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। গ্রন্থাগারের সংগ্রহের বৈচিত্র্য ও পরিধি এইভাবে বেড়ে চলে। কিন্তু এইসব বিভিন্ন ধরণের উপাদানের কতগুলি সংগ্রহ করা প্রয়োজন ও সম্ভব তা শুধু পাঠকের প্রয়োজনীয়তা গ্রন্থাগারের আর্থিক সামর্থ্য এবং সংরক্ষণের স্থান ইত্যাদি বিবেচনা করে নির্দ্ধারিত হতে পারে।

থিয়েটার হচ্ছে এক ক্ষণস্থায়ী কলাচর্চা যা মানুষের জীবনের এক কল্পলোকের সৃষ্টি করে। থিয়েটারের অভিনয়কে ছবির মধ্যে বেঁধে রেখে তাকে শুধু ভবিষ্যত দিনের দর্শকের কাছেই পৌঁছে দেওয়া যায় তাই নয়, থিয়েটারকে গবেষণার উপাদান হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া যায়। নাটক, উপন্যাস, কবিতা, পুস্তকের মাধ্যমে দীর্ঘদিন মানুষ উপভোগ করতে পারে। থিয়েটারকেও ছবিতে ধরে রাখলে তা বহুদিন মানুষকে আনন্দ দান করতে পারে। গ্রন্থাগার-সংগ্রহশালায় থিয়েটারের ভিডিও ক্যাসেট সংগ্রহ করা আবশ্যক, তেমনি আবশ্যক গ্রন্থাগারে উল্লেখযোগ্য নাটকের সবগুলি সংস্করণ সংগ্রহ করে রাখা। নাট্যকার ও নাট্য-সমালোচকদের ব্যক্তিগত মতামত টেপ করে রাখাও প্রয়োজন। এইসব উপকরণ অবশ্য থিয়েটার সংক্রান্ত লেখ্যাগারে সংগ্রহ করা যেতে পারে। থিয়েটার সংক্রান্ত লেখ্যাগার ও সংগ্রহশালা পৃথকভাবে গড়ে তোলারও প্রয়োজন আছে। আমাদের এদেশী টেপ রেকর্ডারগুলি সহজে নষ্ট হয়ে যায়। চার পাঁচ বছরের মত এগুলির স্থায়িত্ব। সুতরাং টেপ সংগ্রহ করতে গেলে তার স্থায়িত্বের দিকেও নজর দিতে হবে।

ম্যাপ, চার্ট, প্ল্যান ইত্যাদি গ্রন্থাগারে সংগ্রহীত হওয়া বাঞ্ছনীয় কারণ গবেষণার কাজে ও গ্রন্থাগারের রেফারেন্সের কাজে এগুলির বিশেষ প্রয়োজন। Vertical File ও Plan Filing Cabinet এ এগুলি সংরক্ষণ করা যেতে পারে। ম্যাপ, চার্ট, প্ল্যান ব্যতীত ছোট পুস্তিকা, সারণিকা পুস্তিকা, ফোল্ডার ইত্যাদিও গবেষণা এবং রেফারেন্সের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। মহাকাশ গবেষণা সংক্রান্ত নানা প্রাসঙ্গিক পুস্তিকা, চার্ট, ইত্যাদি আমরা গ্রন্থাগারিকরা ডাক-যোগে বা অন্য উপায়ে পেয়ে থাকি। এগুলি সাধারণ মানুষকে মহাকাশ গবেষণার নানা তথ্য জানতে সাহায্য করে। এগুলি সংরক্ষণের জন্য আমরা Vertical File ও Pamphlet Box-এর সাহায্য নিতে পারি। প্রয়োজনমত এগুলি বাঁধিয়েও রাখা যেতে পারে।

খবরের কাগজ বাঁধিয়ে রাখা হয় অনেক গ্রন্থাগারে। পুরানো কাগজ microfilm করেও রাখা হয়। তা'ছাড়া পত্রিকা সম্পূর্ণ না বাঁধিয়ে প্রয়োজনীয় অংশ কেটে রেখে ফাইলও করা হয়। শুধুমাত্র পত্রিকা, পুস্তিকা, হ্যাণ্ডবিল, লিফলেট ইত্যাদি অনেক আপাত অপ্রয়োজনীয় উপাদান থেকেও অংশবিশেষ ফাইল করে রাখা হয়।

Newspaper clipings-এর মত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপ্রিন্টের কপি অনেক সময় গ্রন্থাগারে সংগ্রহ কার রাখা হয়। সব পত্র-পত্রিকা কোনও গ্রন্থাগারেই রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রয়োজনীয় প্রবন্ধটির রিপ্রিন্ট পেলে সেগুলি Vertical File-এ বিষয় অনুযায়ী রাখা যেতে পারে। একই বিষয়ের রিপ্রিন্টের জন্য ছোট ছোট ফাইল করেও

রাখা সম্ভব।

সংবাদপত্রকে একসময় প্রথাগত উপাদান হিসাবে ধরা হত না। বর্তমানে এগুলি গ্রন্থাগারের প্রথাগত সংরক্ষণযোগ্য উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। তবু এগুলি সংরক্ষণ ও বাঁধানো বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে বলে অধিকাংশ গ্রন্থাগার সংবাদপত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেনা।

ইতিহাস, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের গবেষণায় সংবাদপত্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। সংবাদপত্রগুলিতে যে সংবাদ পরিবেশিত হয় অন্য কোনও সূত্র থেকে তা পাওয়া সম্ভব নয়। এগুলি সংরক্ষণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্থান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। পাশ্চাত্যদেশের অপেক্ষাকৃত খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি দেশ-বিদেশের উল্লেখযোগ্য অনেক পত্রিকাটি সংগ্রহ করে রাখে। কিন্তু এ কাজে শুধু যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তাই নয়, সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সঙ্কুলান করাও দরকার হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে অর্থের সরবরাহ অপ্রতুল, স্থানাভাব তো আছেই। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় যদি পত্রিকা-সংগ্রহের বিষয়ে একটি বিশেষ নীতি মেনে চলে তাহলে হয়তো অনেক পত্রিকাই সম্পূর্ণ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে। এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দেশীয় কয়েকটি পত্রিকা ব্যতীত আঞ্চলিক সবকটি পত্রিকা সংগ্রহ করা যেতে পারে। আঞ্চলিক পত্রিকাগুলির সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় বা জেলা গ্রন্থাগারের নেওয়া উচিত।

জেলায় জেলায় অনেক পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় যেগুলি সংগ্রহ করে রাখার প্রয়োজনীয়তা কেউ তেমনভাবে উপলব্ধি করেন না। কিন্তু বৃটিশ রাজত্বের সময় জনসাধারণের মতামত সংগ্রহের অভিপ্রায়ে প্রায় সকল পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ ও তথ্যাদির সংক্ষিপ্তসার প্রতি পক্ষকাল পর প্রকাশিত হ'ত। এগুলি Report on Native Papers নামে প্রকাশিত হ'ত। আজও এই সব রিপোর্টগুলির সাহায্যে গবেষকগণ শতাব্দী কাল পূর্বের বাংলায় অবস্থার কথা জানতে পারেন। কিন্তু আমাদের সেই ইতিহাস-চেতনা নেই। পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্র সংরক্ষণের বিষয়ে আমরা একেবারেই উদাসীন। অতীতের অধিকাংশ পত্রিকা আজ আমাদের হেফাজতে নেই, এই পত্র-পত্রিকাগুলি সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায় তা কেবল সেই Report on Native Papers-এর সাহায্যে। স্বাধীনতার পরে প্রকাশিত অধিকাংশ ছোট সংবাদপত্র, বিশেষতঃ যেগুলি কোলকাতার বাইরের জেলাগুলি থেকে প্রকাশিত, সেগুলি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। এমন কি নকশাল আন্দোলনের ইতিহাস রচনার জন্য 'দেশব্রতী' পত্রিকার ফাইল প্রয়োজন হলেও আমরা দিতে অপারগ হব।

ছোট পত্রিকা ও সংবাদপত্র যেগুলি লিটিল ম্যাগাজিনের আওতায় পড়ে সেগুলি জেলা গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হয় না, জাতীয় গ্রন্থাগারেও এগুলি সংরক্ষিত হওয়া কঠিন কারণ ভারতের সমস্ত জেলায় প্রকাশিত সংবাদপত্র এবং ছোট পত্রপত্রিকা যদি জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা হয় তবে জাতীয় গ্রন্থাগারের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। কারণ এগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়বে অধিক সংখ্যক কর্মী এবং সংরক্ষণের স্থান। মাইক্রোফিল্ম করে সমস্ত পত্রপত্রিকার ফাইল সংগ্রহ করা সম্ভব। কিন্তু তার জন্য অনেক দক্ষ কর্মী প্রয়োজন হয়ে পড়বে। তাছাড়া মাইক্রোফিল্ম আমাদের দেশে এখনও তেমনভাবে ব্যবহৃত হয় না। জেলা-গ্রন্থাগার জেলা-ভিত্তিক পত্রপত্রিকা ও সংবাদপত্রের সংগ্রহ গড়ে তুলতে পারে। নদীয়া জেলার

দু-একটি গ্রন্থাগার জেলার পত্র-পত্রিকা সংরক্ষণ করে। তবে পুরানো ফাইল রাখে কিনা জানা যায় নি।

নদীয়া জেলায় প্রকাশিত আঞ্চলিক পত্রিকাগুলির (সাহিত্য পত্রিকা বাদে) একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল। ১। প্রতিবাদী চেতনা (শান্তিপুর), ২। সমাজের প্রতিচ্ছবি (শান্তিপুর), ৩। স্রোতস্বিনী (রাণাঘাট), ৪। রাতু (রাণাঘাট), ৫। চূর্ণী (রাণাঘাট) ৬। চ্যালেঞ্জ (রাণাঘাট) ৭। সবুজ-সোনা (রাণাঘাট), ৮। বার্তাবহ (রাণাঘাট), ৯। গ্রাম-গ্রামান্তর (কৃষ্ণনগর), ১০। বঙ্গদেশ (কৃষ্ণনগর), ১১। নদীয়া দর্পন (কৃষ্ণনগর), ১২। হোমশিখা (কৃষ্ণনগর), ১৩। পূর্বপরশ্ব (কৃষ্ণনগর), ১৪। বসুন্ধরা (কৃষ্ণনগর), ১৫। নবদ্বীপ বার্তা (নবদ্বীপ), ১৬। মুক্তিদূত (নবদ্বীপ), ১৭। মনির খনি (নবদ্বীপ), ১৮। সমীক্ষা (নবদ্বীপ), ১৯। ভাগীরথী প্রবাহ (চরস্বরূপগঞ্জ), ২০। কৃষি সাহিত্য (মাজদিয়া), ২১। চাষীভাই (করিমপুর), ২২। পল্লীর কণ্ঠস্বর (করিমপুর), ২৩। প্রগতিবার্তা (কল্যাণী), ২৪। কল্যাণী বার্তা (কল্যাণী), ২৫। সাগ্নিক (চাকদা), ২৬। চাকদহ বার্তা (চাকদা)। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সংলগ্ন সংগ্রহশালা ও লেখ্যাগারে এইসব পত্রপত্রিকার কপিগুলি সংরক্ষণের চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু অনেক পত্রিকা-প্রকাশকের কাছে এইরূপ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, ইতিহাস রচনার উপকরণ হিসাবে সংবাদপত্রের সংরক্ষণের প্রচেষ্টার যৌক্তিকতা এখনও সার্বিকভাবে প্রতীয়মান হয়নি।

নদীয়া জেলায় অনেক ছোটবড় কলকারখানা আছে। এইসব কলকারখানার অফিস থেকে যেসব বুলেটিন, বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাবগত ইত্যাদি প্রকাশিত হয় সেগুলি সকলক্ষেত্রে সংগ্রহ করে রাখা হয় না, যদিও এই সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে। বেশ কিছুকাল পূর্বে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে অনুসন্ধান করে দেখেছিলাম যে এই জেলার Business Houseগুলি তাদের ব্যবসা-সংক্রান্ত পুরানো কাগজপত্র, আয়-ব্যয়ের হিসাব ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখে না। সুতরাং এই জেলার বাণিজ্যিক ইতিহাস রচিত হলে তা তথ্যসমৃদ্ধ হবে না। গ্রন্থাগারের তরফ থেকেও গাফিলতি আছে অনেক। যে সকল Business House গুলির বাৎসরিক রিপোর্ট আমরা পাই, সেগুলিও সযত্নে রক্ষিত হয় না বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে। সব মিলিয়ে ইতিহাস রচনার নথিপত্র কোথাও নিষ্ঠার সঙ্গে সংগৃহীত হয় না। তাই তথ্যভিত্তিক কোনও রচনা করা এখন খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

কিছুকাল পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিকে তাদের নিজস্ব লেখ্যাগার বা আরকাইভস্ গড়ে তুলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পত্রপত্রিকা, রিপোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন সমিতিগুলি কর্তৃক প্রকাশিত নথিপত্র সংগ্রহ করে এই লেখ্যাগার গড়ে তুলতে অনুরোধ করা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে। এই নির্দেশটি আমাদের বাংলাদেশের কোনও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছেই তেমন গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব লেখ্যাগার গড়ে তোলার প্রয়োজন শুধু তার ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের জন্যই নয়, প্রয়োজন তার অফিস-সংক্রান্ত নানা কাজের জন্য। যেসব বিশ্ববিদ্যালয় বয়সে নবীন সেগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ করে মহাফেজখানা বা লেখ্যাগার গড়ে তোলা খুব কষ্টসাধ্য বলে মনে হয় না। পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে নথিপত্র সংগ্রহ এবং তা বাছাই করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে সে কাজ করার প্রয়োজন

রয়ে গেছে।

সব মিলিয়ে এখন গ্রন্থাগারের চেহারার অনেকটা বদল হয়েছে। গ্রন্থাগারিকের কাজকর্মের ধারাও অনেক বদলেছে। গ্রন্থাগার এখন পুস্তক সংগ্রহের সঙ্গে লেখ্যাগার ও সংগ্রহশালার রূপ নিয়েছে। পুস্তকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যত স্থানাভাব ঘটছে, মাইক্রোফিল্মের ব্যবহার তত বাড়ছে। নথিপত্র সংরক্ষণের জন্যও মাইক্রোফিল্ম ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে মাইক্রোফিল্ম ব্যবহারে আমরা এখনও তেমন অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারিনি। এমন কি সব আয়োজন থাকা সত্ত্বেও জাতীয় গ্রন্থাগারে microfilm reader-এর ব্যবহার আজ পর্যন্ত খুবই সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কাজে। ভারতের অন্যান্য অংশের কথা জানিনা তবে পশ্চিমবাংলার কোনো গ্রন্থাগারে কম্পিউটারের প্রচলন কোথাও হয়েছে বলে জানা নেই।

গ্রন্থাগারে শুধু বই ও পত্রপত্রিকা দেওয়া-নেওয়া, কিংবা সেগুলি প্রয়োজন মত খুঁজে দেওয়াতেই গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব শেষ হচ্ছে না। গ্রন্থাগারিকের পরিচয় শুধুমাত্র গ্রন্থের সরবরাহকারী নয়, তিনি যে গবেষণার জন্য নানা উপাদানের সন্ধান দিতে পারেন, এ ধারণা পাঠকের মনে রাখা কর্তব্য। গ্রন্থাগারিকের কাজের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা দিলে তাদের কাজে নতুন উৎসাহ সঞ্চারিত হবে। ইউরোপ আমেরিকায় গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হয় বলে সেখানে গ্রন্থাগারের কাজের পরিধি আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে। এদেশেও আমরা আমাদের কাজ শুধুমাত্র পুস্তক ও পত্রপত্রিকা সংগ্রহ সংরক্ষণ এবং আদানপ্রদান প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যদি ব্যাপকতর গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের কর্মসাধনাকে ব্যাপ্ত করে দিতে পারি তাহলে আমাদের কাজে বৈচিত্র্য আসবে, আমাদের নতুন পরিচয় পাঠকের কাছে প্রকাশিত হবে, গ্রন্থাগারিকের মর্যাদা তাতে বৃদ্ধি পাবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

# প্রেসিডেন্সী কলেজ গ্রন্থাগারের গোড়ার কথা

প্রবোধ বিশ্বাস

এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের জন্য ডেভিড হেয়ারের ভূমিকা অসাধারণ। তিনিই সর্বপ্রথম হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রণী হন এবং এই জন্য তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্টের কাছে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। স্যার হাইড ইস্ট অনতিকাল পরেই রামমোহন, রাজা রাধাকান্ত দেব, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিদের সহায়তায় ডেভিড হেয়ারের কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বাস্তবায়িত করেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী তারিখে উত্তর কোলকাতার গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ীতে স্থাপিত (বর্তমান ওরিয়েন্টেল সেমিনারী স্কুলের সংলগ্ন) এই বিদ্যালয় পরবর্তীকালে

সংস্কৃত ভাষার মহান পণ্ডিত এইচ. এইচ. উইলসন সাহেবের আন্তরিক প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজে রূপান্তরিত হয়। গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ী থেকে বিদ্যালয় ফিরেঙ্গী কমল বসুর বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। তার পরে ১৮২৬ সালে পটলডাঙ্গার সংস্কৃত কলেজের বাড়ীতে তা আবার স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজ আর পূর্বতন হিন্দু কলেজ একই. কারণ প্রেসিডেন্সী কলেজ পূর্বকার হিন্দু কলেজের অনুক্রম মাত্র। হিন্দু কলেজের ছাত্র, হিন্দু কলেজের পাঠ্যপুস্তক আর হিন্দু কলেজের সব শিক্ষকদের নিয়েই প্রেসিডেন্সী কলেজ গঠিত হয়েছে। অতএব দুটো কলেজকে একই কলেজ হিসাবে গণ্য করা যায়।

১৮১৭ সালের ১০শে জানুয়ারী এই বিদ্যালয় স্থাপিত হলে রাজা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এটিকে বট-বৃক্ষের সংগে তুলনা করে বলেছিলেন, 'বটবৃক্ষ যেমন সামান্য বীজ থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপে পরিণত হয়ে কালক্রমে ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে ওঠে তেমনি হবে এই বিদ্যালয়'।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর ১০ ০০০ টাকা, গোপীমোহন ঠাকুর ১০,০০০ টাকা দান করেন। এছাড়া গোপীমোহন দেব, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, রাধাকান্ত দেব এঁরা সবাই বিদ্যালয়ের 'গভর্নর' ছিলেন। প্রসিদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বিদ্যালয় কমিটির একজন সভ্য ছিলেন।

হিন্দু কলেজকে সে সময়ে অনেকেই হিন্দু কলেজ', 'এঙ্গলোইণ্ডিয়ান কলেজ' বা 'মহাবিদ্যালয়' নামে অভি-হিত করতেন। এই বিদ্যালয়ে বাঙলা, ইংরেজী আর পারসী পড়ানো হতো বলেই এটি অনেকের কাছে 'এঙ্গলোইণ্ডিয়ান কলেজ' বলে পরিচিত ছিল।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই প্রকৃতপক্ষে বাঙালী ইউরোপীয় জীবনধারার পরিচয় পান আর এখান থেকেই বাংলাদেশে সাঁত্যকারের নবজীবনের সূত্র-পাত ঘটে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল ধরে, তা 'মৃতসঞ্জীবনীমন্ত্র' উচ্চারণ করেছিল, রামমোহনের বিপ্লব বাণী হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মনে বহ্নিদীপ্ত সৃষ্টি করেছিল। উনিশ শতকের গোড়ার অর্দ্ধে বাঙালী জাতি যে নবজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, আধুনিক ইউরোপের জ্ঞানভাণ্ডার নিজের দরজায় পেয়ে তাই নিজে-দের যুগান্ধকালের মধ্যযুগীয় সংস্কার ত্যাগ করতে সমর্থ হয়েছিল বলেই তাঁরা অনতিকাল পরে নবজীবনবাদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। আর এর মূলে ছিল হিন্দু কলেজ। হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; তাঁর অসাধারণ বাগ্মীতা আর উদ্দীপনা ছাত্রদের যথেষ্টভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর ছাত্রা আর অনুরাগী তরুণ সম্প্রদায় যেমন রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো-পাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, হরচন্দ্র দেব, রামতনু লাহিড়ী নবজীবনের এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সৃষ্টি করেছিলেন। উনিশ শতকের প্রায় চতুর্থ দশক পর্যন্ত জাতির বিদ্যুৎশক্তির প্রাণকেন্দ্র ছিল হিন্দু কলেজ। হিন্দু কলেজ আর রামমোহন একে অপরের পরিপূরক। সাঁত্যই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত না হলে আর তরুণ ছাত্রেরা ডিরোজিওর বহ্নি-স্পর্শ না পেলে রামমোহনের আবির্ভাব কতটা সাফল্যমণ্ডিত হতো বলা কঠিন।

হিন্দু কলেজে গোড়ার দিকে বর্ণমালা পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল বলে লর্ড ডালহৌসী একে 'dames school' অর্থাৎ বুড়ীর পাঠশালা বলে

অভিহিত করতেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ উত্তরকালে অসাম্প্রদায়িক কলেজে পরিণত হয়েছিল আর তাঁরই প্রস্তাবে প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডেন্সী কলেজের সূত্রপাত। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রথম দুইশ্রেণী নিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজ গঠিত হয়।

এতো গেল হিন্দু কলেজের গোড়ার কথা। এবার আমাদের আসল প্রসঙ্গ হিন্দু কলেজ গ্রন্থাগারের কথায় আসা যাক। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যেই কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের উপযোগী একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের তাগিদ অনুভব করেন। কলেজের উদ্যোক্তারা ছাত্রদের জন্য বই আর স্লেটের ব্যাবস্থাও করেছিলেন গোড়াতেই। বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হলে ছাত্রদের কাছ থেকে বইপত্র ফেরৎ নিয়ে বিদ্যালয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। ১৮২৪ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। এই সময় থেকেই ছাত্রদের সচেতন পড়া আর নিজেদের পাঠ্যপুস্তক নিজেদেরই সংগ্রহ করার আদেশ কার্যকরী ছিল। তবে পরীক্ষা শেষে ছাত্ররা সবাই তাঁদের বইপত্র কলেজে দান করতেন। এইভাবে সংগৃহীত হয়ে বিদ্যালয়ে গ্রন্থের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সংরক্ষিত এইসব পুস্তক নিয়েই কলেজ গ্রন্থাগারের সূত্রপাত ঘটে।

১৮২৯ সালে সরকার ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করার জন্য কিছু অর্থ মঞ্জুর করেন। তাছাড়া কলেজের গ্রন্থাগারে পুস্তক ক্রয়ের জন্য ৫,০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ছাত্ররা বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য যে সব বই ধার নিতেন, সেইগুলি তাঁরা গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করতেন আর যথাসময়ে ফেরৎ দিয়ে আবার নতুন বই নিতেন। কলেজের অধ্যাপকদের উৎসাহে ছাত্ররা সবাই গ্রন্থাগারে গিয়ে গ্রন্থপাঠে অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করতেন। সে সময়ে সাহিত্য আর elocution এর বইয়ের প্রতি ছাত্রদের ঝোঁক ছিল প্রবল। লর্ড মেকলে পরীক্ষা সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনে সে সময়ের ছাত্রদের নাটক পাঠের প্রতি প্রবল আগ্রহের উল্লেখ করেছিলেন। এইসব বহুপঠিত নাট্যকারদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মালোঁ, ফোর্ড, ম্যাসিঞ্জার, ডেকার প্রমুখ নাট্যকার।

ছাত্রদের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবহারের আর গ্রন্থ পাঠের অভ্যাস ( library habit ) বাড়িয়ে তোলার জন্য তৎকালীন সাধারণ শিক্ষা কমিটির ( General Committee of Public Instruction ) নানা প্রয়াস চলে। ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্য ১৮৩১ সালে এক আদেশ ঘোষণা করা হয় যে গ্রন্থাগার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যে ছাত্র সবচেয়ে বেশী জ্ঞান আহরণ করতে সমর্থ হবে তেমনি ছাত্রকে সরকারী তরফ থেকে পুরস্কার দেওয়া হবে। কয়েক বছর পরেই ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন শিক্ষা কাউন্সিল-এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে বিষয় নির্বাচন করে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সবচেয়ে সন্তোষজনক লাইব্রেরী ব্যবহারকারী ছাত্রকে পদক দেওয়া হবে। দিনে দিনে ছাত্রদের গ্রন্থাগার প্রীতি দ্রুতগতিতে বেড়ে ওঠে। ইতিমধ্যে কলেজ গ্রন্থাগার সুপরিচালনার জন্য ১৮৪৭ সালে শিক্ষা কাউন্সিল গ্রন্থাগারের জন্য একটি আইন কানুন আর ছাত্রদের জন্য আচরণবিধি (Code of rules) প্রণয়ন করে এবং গ্রন্থাগার আইন প্রায় এক দশক ধরে কার্যকরী ছিল। ১৮৫৮ সালে এটির পুনরায় সংশোধন ঘটে। এর মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী ছাত্রদের সংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকে caution money হিসাবে দশ টাকা করে জমা রাখার বন্দোবস্ত করা হয়। বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত হলে গ্রন্থাগারিক সুপারিশ-সাপেক্ষে

P 7390

caution money deposit ফেরৎ দেওয়া হতো। এই সময় থেকেই গ্রন্থাগারের বইয়ের নথিবদ্ধকরণ, তালিকা প্রণয়ন ইত্যাদি কাজও আরম্ভ করা হয়, এবং পুস্তক তালিকা মুদ্রিত করার ব্যবস্থা হয়।

১৮৫৮ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ গ্রন্থাগারের বই ও পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সাত হাজারের উপরে দাঁড়ায়। ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত গ্রন্থাগারের সব বই পত্র খোলা আলমারীতে রাখা হতো। ১৮৪৭ সালে তৎকালীন অধ্যক্ষ কলেজের কর্তৃপক্ষকে বই রক্ষণাবেক্ষণে বক্স-কেস তৈরী করার জন্য অনুরোধ জানালে কর্তৃপক্ষ এক হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। প্রত্যেক বৎসর বই ও পত্রপত্রিকা ক্রয়ের জন্য বার্ষিক মঞ্জুরী ছিল কিনা এই বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে নথিপত্র থেকে এইটুকু জানা যায় যে ১৮৫৮ সালে প্রায় ৮১৮ টাকার বই কেনা হয়েছিল। ১৮৬২-৬৩ সালের রিপোর্ট থেকে আরও জানা যায় যে ঐ সময়ে গ্রন্থাগারে পুস্তক ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত ১০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এছাড়া আইন বিষয়ক পুস্তক কেনার জন্য ১৬০৲ টাকা মঞ্জুর করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় উক্ত ১৬০১ টাকা কলেজে সঙ্গীত বিভাগ খোলার জন্য রাখা হয়েছিল। ১৮৭১-৭২ সালে বই কেনার জন্য ৪৪০১ টাকা ব্যয় করা হয়। ১৮৭১-৭২ সালে বই কেনার জন্য ৪৪০১ টাকা ব্যয় করা হয়। ১৮৭১-৭২ সালের রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে ঐ সময়ে পত্র-পত্রিকা ছাড়া ৪২৭ খানা বই গ্রন্থাগারে যুক্ত হয়েছিল। পরের বৎসর আরও ৩৪০ খানা বই বৃদ্ধি পায়। ক্রমে বই ও পত্র-পত্রিকার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৯৮-৯৯ সালের রিপোর্ট থেকে জানা যায় এই সময়ে বইয়ের গ্রান্ট ২,১০০ টাকা থেকে কমিয়ে ২,৬০০ টাকায় আনা হয়।

প্রেসিডেন্সী কলেজ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুস্তকের মধ্যে অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আছে। এই সব বই প্রধানতঃ হিন্দু কলেজের আমল থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। এইসব বইয়ের মধ্যে 'হিন্দু কলেজ' কিংবা 'এঙলো-ইণ্ডিয়ান কলেজ ছাপ মারা আছে। এছাড়া 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' ছাপযুক্ত বইয়ের সংখ্যাও খুব কম নয়। ১৮৪৪ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অসংখ্য বই দান বা উপহার হিসেবে হিন্দু কলেজ গ্রন্থাগারে অর্পণ করা হয়। ১৮৫৫-৫৬ সালে শিক্ষা-বিভাগের এক আদেশ বলে ছাত্রদের সাধ্যানুযায়ী নিজেদের জন্য পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর অধিকাংশ গ্রন্থই ছাত্ররা বিদ্যালয় ত্যাগ করার সময়ে গ্রন্থাগারে উপহার হিসেবে দিয়ে দিতেন। ফলে গ্রন্থাগারে মূল্যবান বহু গ্রন্থের সংখ্যা বেড়ে যায়। তাছাড়া হিন্দু কলেজের গ্রন্থাগার কেবলমাত্র সরকারী সাহায্যের উপরেই নির্ভরশীল ছিল না। সেই সময়কার বহু বিত্তবান শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের বদান্যতায় গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮২৯ সালের ১৪ই মে তারিখে স্যার এডওয়ার্ড রায়ান তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ৩১ খানা মূল্যবান গ্রন্থ গ্রন্থাগারে উপহার দেন। ১৮৩০ সালের ২৯শে অক্টোবর তারিখে মহাপণ্ডিত এইচ. এইচ. উইলসন (তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং সাধারণ শিক্ষা কমিটির সম্পাদক) বেশ কিছু বই তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে গ্রন্থাগারে দান করেন। ১৮৩৬ সালের ১৩ই মে তারিখে ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন গ্রন্থাগারের জন্য ১০ খানা বই দেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় ১৮৩৫ সালে ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন কলেজের প্রফেসর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ১৮৪১ সালে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি খুব সুন্দর করে ছাত্রদের শেক্সপীয়র পড়াতেন। তাঁর শেক্স-

পাঁয়র আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হয়ে মেকলে সাহেব তাঁকে বলেছিলেন : "I can forget anything of India, but I cannot forget your reading of Shakespeare" অর্থাৎ বিলেতে গিয়ে আমি ভারতবর্ষের সব কিছু ভুলতে পারি, কিন্তু তুমি যেমন করে শেক্সপীয়র পাঠ করো তা কখনও ভুলতে পারবো না। কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে রিচার্ডসনের বড় মধুর আর ঠাট্টা তামাশার সম্পর্কও ছিল। তিনি মাঝে মাঝে ছাত্রদের সঙ্গে পরিহাসও করতেন। কোন ছাত্র "Amiss" শব্দকে 'য়্যামিস' না বলে 'এমিস' বলে উচ্চারণ করলে তিনি পরিহাস করে বলতেন, "you are a miss"। সে ছাত্র দ্বিতীয়বার আর ভুল উচ্চারণ করতেন না।

কলকাতার তৎকালীন বিশপ রেভাঃ ডানিয়েল উইলসন ১৮৪৭ সালে বেশ কিছু সংখ্যক বই হিন্দু কলেজ গ্রন্থাগারে দান করেন বলে জানা যায়। ১৮৪৮ সালে ডঃ মোয়াট, ডঃ ব্যালান্টাইন, রাজা রাধাকান্ত দেবাহাদুর প্রমুখ ব্যক্তিরা তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেক বই গ্রন্থাগারে উপহার দিয়েছিলেন। তৎকালীন বাংলার ডেপুটি গভর্ণর উইলবারফোর্স বার্ড, স্যার জে. ডব্লিউ কোলভিল (শিক্ষা কাউন্সিলের সভাপতি), কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক রিচার্ড জোন্স প্রমুখ ব্যক্তিদের উপহারে গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে গ্রন্থসূচী প্রণয়নের কাজ আরম্ভ হয় ১৮৫৮ সালে। ঐ বছরের ১৬ই আগষ্ট তারিখে কর্তৃপক্ষের নজরে ক্যাটালগের অসম্পূর্ণতার কথা ধরা পড়ে এবং গ্রন্থাগারের ৪৮ খানা বইয়ের হদিস মেলে না। এ ছাড়া ২৯৮ খানা বইয়ের কোন উল্লেখও ক্যাটালগে ছিল না। যতদূর জানা যায় ১৮৬২ সালের আগে ক্যাটালগ পুনর্মুদ্রণ হয়নি। ১৮৯৭ সালে আবার নতুন করে ক্যাটালগ মুদ্রিত হয়। ১৯০১ সালে প্রথম Author-card তৈরী হয়। ১৯১৪-১৫ সালে ক্যাটালগ তিনটি অংশে মুদ্রিত করা হয়।

বলা বাহুল্য, সে সময়ে কলেজ গ্রন্থাগারের যথাযথ গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অনেকেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। ফলে সুসংহতভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে নি। ভারত সরকারের হোম ডিপার্টমেণ্টের এক আদেশ বলে (সার্কুলার নম্বর ৮৮৬ তারিখ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭০) সরকার কলেজ গ্রন্থাগার ও পাবলিক গ্রন্থাগার, মিউজিয়ম প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্য তৎপর হন।

১৯০২ সালের শিক্ষাকমিশনের উৎসাহে ১৯১০ সালে কলেজ গ্রন্থাগারটি মূল্যবান গ্রন্থাগারের গুরুত্ব পায়। এই বিষয়ে অধ্যক্ষ জেমস সাহেবের অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি কলেজ গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য উদ্যোগী হন। ১৯০৮ সাল নাগাদ কর্তৃপক্ষের এক আদেশবলে ১৯৫৮ সাল থেকে প্রচলিত ডিপোজিটের ব্যবস্থা তুলে নেয়া হয়। এই বছরে মিঃ জেমস্ একটি লাইব্রেরী কমিটি গঠন করে নতুন নিয়ম কানুন চালু করেন যাতে অনায়াসে গ্রন্থাগারে পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। তাঁরই আন্তরিক প্রয়াসের ফলে বই কেনার জন্য গ্রাণ্ট দাঁড়ায় ৪,০০০ টাকায়। তাছাড়া অনেক খোলা আলমারী কেনার ব্যবস্থা হয়। ১৯১০ সাল থেকে নতুন পত্র-পত্রিকা টেবিলে display করার ব্যবস্থা হয়। পাঠকের সুবিধার জন্য আলাদা আলাদা ভাবে চেয়ার টেবিল সাজানো হয়।

১৯১২-১৯১৩ সালে গ্রন্থাগার থেকে বিজ্ঞান বিভাগের সব বই ও পত্র-পত্রিকা বেকার লেবরেটারীতে (পিক্ সায়েন্স লাইব্রেরী নামে পরিচিত) স্থানান্তরিত করে গ্রন্থাগারের বিজ্ঞান বিভাগ আলাদা করে নেয়া

হয়। কলা গ্রন্থাগারে তখন পাঠকক্ষে আসন ছিল ৬৫টি এবং বিজ্ঞান গ্রন্থাগারে একসঙ্গে ৬০ জন ছাত্রের বসে পড়ার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৩১ সালে গ্রন্থাগারে মোট বইয়ের সংখ্যা ৪৫,০০০ ছিল বলে জানা যায়। এছাড়া অসংখ্য পত্র-পত্রিকাও ছিল। সে সময় থেকেই প্রত্যেক বছরে ৮,০০০ টাকার বই ও পত্র-পত্রিকা ক্রয় করা হতো।

গ্রন্থাগার বিষয়ক তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে ১৯২১-২২ সালে গ্রন্থাগার থেকে বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য ছাত্রদের ৮,৮১৩ খানা বই ধার দেওয়া হয়েছিল। দৈনিক পড়ার জন্য ( লাইব্রেরীতে বসে ) ১২,৯০১ খানা বই উক্ত বছরে ইস্যু করা হয়েছিল।

পরবর্তী কয়েক বছরের বই ইস্যুর বিভাজিত তথ্য হলো ঃ

১৯২২-২৩ : বাড়ীর জন্য ছাত্রদের কাছে ৬,৯২০ খানা বই ; ডে ইস্যু ১২,১৪২ খানা বই।

১৯২৩-২৪ : বাড়ীর জন্য ছাত্রদের কাছে ৭,৫৮৮ খানা ; ডে ইস্যু ১৮,২৫৫।

১৯২৪-২৫ বাড়ীর জন্য ছাত্রদের কাছে ৯,১৮৫ খানা ; ডে ইস্যু ১৮,৯৩৪।

১৯২৫-২৬ : বাড়ীর জন্য ছাত্রদের কাছে ৮,৮৪৫ খানা ; ডে ইস্যু ১৮,৪০১।

এছাড়া অধ্যাপক ও কর্মচারীদের কাছে ১৯২১-২২ সালে ১,৯৭২ খানা, ১৯২২-২৩ এ ২১০৭ খানা, ১৯২৩-২৪ এ ১৮৬৪ খানা, ১৯২৪-২৫ এ ১৬৫৭ খানা, ১৯২৫-২৬ এ ১৭৪২ খানা বই বাড়ীতে পড়ার জন্য ধার দেওয়া হয়েছিল।

গোড়ায় হিন্দু কলেজ গ্রন্থাগার থেকে যে সব বই সাধারণতঃ বেশী পরিমাণে ইস্যু হতো তার তালিকা নীচে দেওয়া হলো ঃ—

ইংরাজী কবিতা—মিলটনের Paradise Lost এবং Paradise Regained এবং ইয়ং এর Night Thoughts.

ইংরেজী গদ্য সাহিত্য—বেকনের "Novum Organum" ( ডাঃ স্মিথের অনুবাদ, ফুটারের "Essays on popular Ignorance, তাছাড়া শেকসপীয়রের নাটক।

দর্শন—ব্রাউনের 'Lectures on mental and moral philosophy" ( চার ভাগ )।

গণিত—Analytical geometry, Spherical trigonometry, Differential calculus, optics.

পদার্থবিদ্যা—Geology, magnetism and steam navigation.

সংস্কৃত—মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ

পারসী—গুলিস্তান এবং বোস্তান।

এছাড়া গ্রন্থাগার থেকে বাংলায় লেখা ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', শ্রীরামজয় তর্কালঙ্কারের 'দায় কৌমুদী ও দত্তক কৌমুদী' ভগবানচন্দ্র বিদ্যারদের 'সাধুভাষার ব্যাকরণ সংগ্রহ', রামনারায়ণ তর্কালঙ্কারের 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' নাটক, নীলরত্ন হালদার সঙ্কলিত 'বহুদর্শন', গোবিন্দচন্দ্র সেনের মার্শম্যানের 'History of Bengal' এর বাংলা অনুবাদ 'বাঙ্গলার ইতিহাস', বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়', উইলিয়ম কেরীর 'ইতিহাস মালা' এবং 'এ গ্রামার অব্ দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ', হরিমোহন গুপ্তের 'অদ্ভুত রামায়ণ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'শতকাবলী' প্রতি বইগুলির খুব চাহিদা ছিল।

এখানে উল্লেখ করা অত্যুক্তি হবে না যে ডিরোজিওর ছাত্ররা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী গ্রন্থাগার থেকে রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, নীতি বিজ্ঞান আর ধর্ম-বিষয়ক বাবতীয় গ্রন্থ নিয়ে আলোচনার জন্য গ্রন্থাগার

থেকে হিউম, রবার্টসন এবং গিবনের ইতিহাস বিষয়ক রচনা, এডাম স্মিথ ও বেন্থামের অর্থনৈতিক রচনা, লক, স্টুয়ার্ট ও রীডের দার্শনিক রচনা এবং শেকসপীয়র, মিলটন, ড্রাইডেন, পোপ। বায়রণ ও স্কটের কাব্য পুস্তক গ্রন্থাগার থেকে নিয়ে পড়তেন। অনেকের কাছে থাকতো জনমনের অভিধানের একটি পকেট সংস্করণ আবার কারো কারো কাছে থাকতো ওয়েবস্টারের পকেট ডিকশনারী।

ডিরোজিওর সঙ্গে কোন কোনদিন ছাত্ররা অনেকেই নানা আলোচনায় বসতেন, ছাত্ররাও তাঁকে ছাড়তে চাইতেন না। এইভাবে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা একদিন তাঁর সঙ্গে বসে কোন এক তামাশা দেখছিলেন। একটি ছাত্র ডিরোজিওর সামনে দাঁড়িয়ে আড়াল করে থাকায় তামাশা তিনি দেখতে না পেয়ে, ছাত্রটিকে বললেন, "My boy, you are not transparent' অর্থাৎ প্রিয় বালক তুমি স্বচ্ছ পদার্থ নও।' এমনই ছিল ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক।

পরিশেষে উল্লেখ করা অত্যুক্তি হবে না যে উনিশ শতকের বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনে হিন্দু কলেজের প্রভাব ছিল অপরিসীম। সেকালের বাঙলা দেশের বুদ্ধিমান আর মেধাবী ছাত্রদের অনেকেই ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। এসব ছাত্রদের কাছে কলেজ গ্রন্থাগারটি ছিল একটি অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ। ছাত্রদের সবারই গ্রন্থাগারে অবাধ বিচার ছিল গ্রন্থ আর পত্র-পত্রিকা সংগ্রহের জন্য। এইসব গ্রন্থ আর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ইউরোপের বুদ্ধিবাদ ও ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার অগ্নিবাণী ছাত্রদের প্রভাবিত করেছিল। তাছাড়া ছাত্ররা অনেকেই এবং বাইরের বহু যুবক ডিরোজিওর কাছে সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিবাদের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। বেন্থামের জ্ঞানমার্গীয় উদারতর রাজনৈতিক মত, এডাম স্মিথের অর্থনৈতিক মত এবং বেকন, হিউম, টমাস পেইন প্রভৃতির বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের ভাবধারায় বেসব যুবকেরা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তাঁদের মূলতঃ নির্ভর করতে হয়েছিল গ্রন্থাগারের বইপত্রের উপরেই। অতএব বলা যায় উনিশ শতকের বাঙালী জীবনে হিন্দু কলেজ ও তার গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা চিরকালের জন্য অম্লান হয়ে থাকবে।

# গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সমালোচনা

**চলতি জগৎ**—সম্পাদক সত্যেন মৈত্র, ১৫ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭/২৩ বর্ষ/ ৪র্থ সংখ্যা ; বেঙ্গল সোসাল সার্ভিস লীগ, ১/৬ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ; মূল্য : প্রতি সংখ্যা ৩০ পয়সা ; বার্ষিক সডাক ৭'২০ টাকা।

আলোচ্য পত্রিকাটি বার্ষিও আমাদের কাছে সমালোচনার জন্য পাঠানো হয়নি তবে অনেকদিন যাবতই পত্রিকাটি 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে' পাঠানো হচ্ছে। পত্রিকাটি সম্পর্কে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় এই আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জল্প কয়েক পৃষ্ঠার পাক্ষিক পত্রিকাটির

প্রতি আমাদের গ্রন্থাগারিক, বিশেষ করে, গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আমরা দেখেছি, পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যায় সুলভ ও নবশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য অত্যন্ত সহজ ভাষায় তথ্যপূর্ণ রচনা থাকে। গ্রামের অল্পশিক্ষিত চাষী বা শহরের মজুর বা জনসাধারণের অনগ্রসর অংশ, যাঁরা বেশী লেখাপড়া করতে পারেন নি, এই লেখাগুলি তাঁদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই লেখাগুলি সহজে অনুধাবন করে যে তাঁরা চলতি জগৎ সম্পর্কে নানাবিধ জ্ঞান আহরণ করতে পারবেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশিত লেখাগুলি, 'শিক্ষা মেয়েদের জরুরী প্রয়োজন,' 'বিয়ের বয়স ও সরকারী আইন', 'সূর্যের গ্রহমণ্ডল', 'বীট সুগারথেকে গুড়' ইত্যাদি লেখা এবং 'ঘরোয়া পশ্চিমবঙ্গের খবর' প্রভৃতি বিভাগগুলি পড়লে আমাদের মন্তব্যের সমর্থন মিলবে বলেই মনে করি।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে পত্রিকাটি রাখা হলে এই পত্রিকা যাঁদের জন্য প্রকাশিত হচ্ছে তাঁরা নিশ্চয়ই বেশ আগ্রহ সহকারেই এটি পড়বেন এবং এই সহজ সরল লেখাগুলি নিরক্ষরদের কাছে পাঠ করে শোনালেও তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হবে বলে মনে হয়।

**Holiday Homes in Banks and Offices, Compiled by Sanjit Kumar Sen, Tour Consultancy, 7/3B, Kali Charan Ghosh Road. Calcutta-700050 Pp. 8+119, Rs. 12·00.**

ভ্রমণ দেহ ও মনের সজীবতা আনে, ভ্রমণ আনন্দদায়ক ও শিক্ষাপ্রদও বটে। ভ্রমণবিলাসী বলে বাঙালীর খ্যাতি আছে। যদিও মধ্যবিত্ত বাঙালীর বিগত শতাব্দীর গৌরবময় যুগ আর নেই তবু ভ্রমণের নেশা তার কমেনি বরং বেড়েছেই বলা যায়। তবে সাধ আর সাধ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে তাকে অত্যন্ত সাবধানে চলতে হচ্ছে বর্তমানের এই দুর্মূল্যের বাজারে। ট্রেনের ভাড়াবৃদ্ধি থেকে আরম্ভ করে হাজার রকমের বাধা অতিক্রম করে আজকাল বাঙালী মধ্যবিত্তকে ভ্রমণ করতে হয়। অনেক কাঠখড় পুড়িয়েও সেই যাত্রা আবার অনেক সময় সুখকর হয় না।

আজকাল অনেক ভ্রমণ সহায়ক সংস্থা ভ্রমণার্থীদের ভ্রমণের বন্দোবস্ত করে দেন কিন্তু অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে। এইসব সংস্থার দিন দিন যেমন শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে তাতে মনে হয়, তাঁদের এই ভ্রমণসহায়কের ভূমিকা ভ্রমণার্থীরা নিশ্চয়ই পছন্দ করছেন। কিন্তু বেশী অর্থ ব্যয় করে ভ্রমণার্থীরা নির্ঝঞ্ঝাটে ভ্রমণের সুযোগ পাচ্ছেন; বোধ হয় এটাই তাঁদের লাভ।

আলোচ্য পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছেন এইরূপ একটি ভ্রমণ সহায়ক সংস্থা। এতে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখা, সরকারী, আধা সরকারী ও সরকারে দায়বদ্ধ সংস্থা, বেসরকারী অফিস এবং এই অফিসগুলির কর্মচারী সমিতি, বিনোদন সংস্থা, সমবায় সমিতি এবং কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে নির্মিত হলিডে হোম বা অবসর বিনোদন নিবাসগুলির শয্যা, ভাড়া ইত্যাদি জ্ঞাতব্য তথ্য দেওয়া হয়েছে। এই সঙ্গে ঐ পর্যটন কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সেখানে যাওয়ার পথ-নির্দেশ, ট্রেনের ভাড়া, সময় প্রভৃতি অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যও দেওয়া হয়েছে।

দার্জিলিং, কালিয়াং, কালিম্পং, কলিকাতা, দীঘা (পশ্চিমবঙ্গ); ঘাটশীলা, মধুপুর, জঁসিডি, দেওঘর, শিমুলতলা, রাজগীর (বিহার); বারাণসী, নৈনিতাল, মুসোরী হরিদ্বার (উত্তর প্রদেশ); শ্রীনগর (জম্মু ও কাশ্মীর); পুরী (উড়িষ্যা) এবং নিউদিল্লী মোট এই

আঠারোটি পর্যটন কেন্দ্রে অবস্থিত হলি ডে হোমগুলির বিবরণ এতে দেওয়া হয়েছে।

এই পুস্তিকার সঙ্কলক ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার একজন কর্মী। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন, হলি ডে হোমগুলি সম্পর্কে সাধারণ লোক তো বটেই সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির কর্মীরাও অনেকে এগুলি সম্পর্কে সংবাদ রাখেন না। পুস্তকটি তাঁদের প্রয়োজন নিশ্চয়ই মেটাবে। আর এটি ইংরেজী ভাষায় লিখিত হওয়ায় বাঙালী-অবাঙালী নির্বিশেষে সকলেরই প্রয়োজনে আসবে। কিন্তু এই পর্যটন কেন্দ্রগুলি পূর্ব এবং উত্তর ভারতের কয়েকটি স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সমগ্র দক্ষিণ ভারত এবং পশ্চিম ভারতে এরূপ কোন হলি ডে হোম নেই একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এতে স্বভাবতই পুস্তিকাটির মূল্য কিছুটা কমে গেছে। আরও একটি কথা, জায়গা খালি থাকলে সাধারণ লোক যাঁরা ঐসব সংস্থার কর্মী নয়, তাঁরা কি এই সব হলি ডে হোমে উঠতে পারেন?

তবু সঙ্কলককে ধন্যবাদ জানাই তাঁর এই পরিশ্রমসাধ্য কাজের জন্য। তাঁর পুস্তিকাটিতে আপাততঃ যেটুকু তথ্য তিনি সঙ্কলন করেছেন তাতে তাঁর উদ্দেশ্য অনেকটাই সফল হয়েছে বলা যায়। ভবিষ্যতে তিনি সমগ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত হলি ডে হোমগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা সঙ্কলন করবেন এই আশা করছি।

**নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়**

---

## সদ্য প্রকাশিত

**মহাকাশের বুকে পৃথিবী।** শংকর চক্রবর্তী। মহাকাশ ও পৃথিবীকে ঘিরে মানুষের মনে যে বিস্ময়ের রোমাঞ্চ তারই ওপর অনবদ্য ভাষায় প্রবন্ধ সংকলন। মূল্য : ২৫ টাকা।

**পদার্থ বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ।** ডঃ শংকর সেনগুপ্ত সনাতনী পদার্থবিদ্যা থেকে আধুনিক কোয়ান্টাম মতবাদ পর্যন্ত ক্রমবিকাশের ওপর অতি সুললিত ভাষায় রচিত গ্রন্থ। মূল্য : ১৮ টাকা।

**ভুলো পালোয়ানের গল্প।** অরবিন্দ ভট্টাচার্য। ছোটদের জন্যে লেখা রোমহর্ষক সাহসী গল্প। মূল্য : ১০ টাকা।

বই-এর জন্য স্থানীয় পুস্তক বিক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন অথবা লিখুন।

**বেস্ট বুক্স্।** পোস্ট বক্স ১০৮৩০। ১-এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

# ENGLISH ABSTRACTS

Granthagar, 1393 B. S., Vaisakh to Bhadra
Vol. 36. No. 1—5.

*Compiled by :* **Bhaswati Chatterjee**

*Vol. 36 ; No. 1. Vaisakh, 1393 B. S. April, 1986.*

1. *Library, by Rabindranath Tagore*
*P. A 1—2.*

Explains nature and characteristics of book and library. Functions of the book described as storedmusic, emotion, hope and joy. It arrested the past in the symbols of alphabet. Library is a place where every person has the liberty to read according to his personal choice. Thesis and anthesis, doubt and faith, exploration and discovery dwell in the library side by side. Somebody may hear the voice of the past. The poet lamented on looking the silence of the then Bengal. He urged the people to come out and speak in mother tongue i. e. in Bengali language.

2. *Functions of the library, by Rabindranath Tagore. P. A 2-4.*

The poet in his address in the All India Library Conference (1928), described the nature of the library as a storage where librarians are functioning as collectors. But he deplored the attitude of the librarians who considers collections, organisation, shelving of documents as main functions of library. The poet believed that making use of documents is the main function of the library. That library is a great which attracts the people. A small library should collect representative documents. A true librarian should be like a host. Main function of library is to establish contact between documents and its users. Storing function is secondary.

3. *Library as viewed by Rabindranath Tagore, by Aditya Ohdedar, P. A 4-7.*

Here the author highlights the thought expressed by Rabindranath Tagore, in his twoarticles, 'Library' and 'Function of library.' The author reminds the librarian about their responsibilities, e. g. how to attract a reader to the

library, what method a librarian should follow if he wants to do his job properly. Reference service, documentation service should be rendered by a library. The author lamented on seeing that the people who are in helm of education, are not aware of the functioning of library.

4. *The views of Rabindranath about books, by Birendra Bandyopadhyay. P. A 7-10.*

Here the author highlights the duty of librarian and how the image of library and its functions can be exposed before the people.

5. *Rabindranath and the library movement, by Sushil Kumar Ghosh. P. A 11-12.*

The author highlights a discussion between Tagore and him in 1332 B. S. on publication of documents on librarianship, Bengal Library Association and its functions.

6. *Adhinayak Rabindranath, by Tincowri Dutta, P. A 13-14.*

Here author highlights a conversation between him and Tagore regarding activities of the Bengal Library Association, and its library science training course and want of different books in easy language.

7. *Library scientist Rabindranath, by Sri Granthagarik. P. A 15-17.*

Here the author depicted 'Rabindranath' as a 'Library Scientists' with example from various sources. He narrated that Rabindranath discussed the fundamental laws of library science before its initiation and also encouraged the library movement in West Bengal.

8. *Rabindranath and the library, by Hemendraprasad Ghosh. P. A. 17-19.*

Here the author describes the history of the establishment of 'Chaitanya Library' and Rabindranath's participation as its vice-president, towards its development.

9. *Editorial (originally published in Granthagar, Vaisakh in 1368 B. S.) P. A. 20-22.*

The editorial emphasizes the culture of Rabindranath's thought, writing, speeches etc. Today it is understood that people are more interested about cultural function on Rabindranath and less interested about his works. In order to encourage the people on Rabindranath's ideal, librarians have an important role. They can increase the circulation of books and for this he can take help of exihibition, cinema slides, meeting and lectures, opera etc.

10. *Library in Rabindranath's thought, by Prabir Roychowdhury. P. B. 1-9.*

The main purpose of this article is to draw attention of those who are interested about the poet's thought on library. Here the author pointed out that

Rabindranath had direct experience on library organisation and also had a relation with the library movement in West Bengal. The author analysed Rabindranath's thoughts on library and librarianship by several points.

11. *Library, in the light of Rabindranath, by Dr. Bimal Kumar Dutta. P. B. 9-10.*

Here the author, with quotations from and activities of Rabindranath, tried to give some ideas about poet's thinking on library. According to the author, the poet viewed the need of rural development for the overall development of the country and for rural development library development is essential. In order to develop library as a successful organisation co-ordination between library collections, library staff and users is essential.

12. *Commemoration of Rabindranath : an appeal by Phanibushan Roy. P. B. 11-14.*

Here the author points out that the anniversary programmes on Rabindranath was observed with pomp and glamour spending a lot of money. These programme resembles to the Sarbajanin Puja (public worship festival) of Bengal. This type of programme arranged by the unusual person enables the people to have improper knowledge on Rabindranath. The author further point out that there are some organisations who arrange programme on Rabindranath just to earn money, and not to exihibit actual Rabindranath at the cost of taking any risk. He appeals to the people, specially to the librarians, to arrange Rabindra anniversary programme with the help of the lovers of Rabindranath and the members of the library residing within the locality. Finally the author stressed on the responsibility of the librarian to place actual Rabindranath before the people.

13. *Rabindranath : Editorial. P. B. 15-17.*

In spite of arrangement of so many programmes on Rabindranath, we can know very little on him. In fact Rabindranath was conscious of the common people and expressed his feelings through his work to reach their hearts. In fact it is an important question how to ventilate poets thought and ideals among the people of our country with 70% illiterates. Public libraries have an important role to extend the poets' thought with the help of audio-visual aid like, drama, song, recitation etc. Rabindranath's thought is very much helpful to maintain integrity of our country.

14. *Annual Index to Granthagar, V. 35 ; No. 1-12 ; 1392* B. S. *Compiled by G. Goswami, P. i—vi.*

*Vol. 36 No. 2 ; Jaistha, 1393 B. S. May-June, 1986.*

1. *Editorial. P. 1—2*

Topics of discussion in the 40th Bengal Library Conference, were 'Ethics of librarianship', and Library statistics.' Appropriateness of these topics can be justified by two reasons—firstly people have become more interested of this profession today and secondly it is high time to review the standard of service of the professionals. A professional organisation should take care of the development of profession. Bengal Library Association cannot stay away from it.

2. *Memoirs, by Pramil Chandra Bose Part VI. P. 3-7*

Narrated his journey to Rangoon by ship and his experience of being interrogated by the Rangoon police.

3. *Book Club, by Nandita Bhattacharya, P. 8—11*

Defined 'Book-club' and discussed its origin, gradual development, features, variety, conflict with the book-shop and its future. Concluded that "Book-club" demands reliable postal communication system and expected that the developing countries will be benefited by the 'Book-club' system.

4. *Paperbacks, by Nandadulal Basak. P. 12—19.*

Discussed the reasons behind and the history of its origin, gradual development in Europe, America and in India and also process of publication.

The author then described how paper-back creates problems for the librarians and how to solve them. He also stated that remarkable changes have been occurred in its publication process.

The author suggested that paper backs should be attached with mass-sale system. The selling centres should easily be accessible and price of the book should be within the reach of the general reader. He hoped that in near future paperback will find its due place in the libraries.

4. *On Rabindranath : a bibliography, by Tapas Bhattacharya, P 1—32*

Compiled a bibliography of books on Tagore, published in Bengali language mainly from Calcutta, rather from West Bengal Books Published in other provinces or in foreign countries have also been included when information is available.

Entries are arranged according to the forename of the author and in case of foreign author entries are arranged acoording to their surnames.

*Vol. 36 ; 3-4 ; Ashar-Sravan, 1393 B. S. July-August, 1986.*

1. Editorial : Library statistics in West

Bengal, P. 1—2.

Stated that in the last few years the number of libraries has been increased. But the question arises how far money spent for librarles is beneficial to the society. In order to prove the benefits of library service, the librarians in the western countries use a few eicalmiqus of management. But there is no such system in our country.

'Library statistics' is the main topic of discussion of the 40th Bengal Library conference. This will bring some consciousness of library statistics among the professionals. Now it is the duty of the state government to implement its recommendations.

2. *Memoirs, by Pramil Chandra Bose, part VII*, P. 3—8

Narrated some sweet memories during his stay in Rangoon.

3. *Printing technology today, by Gitika Chakraborty and Dipankar Ray, p.* 9-16

Stated that in the last fifty years printing technology has been developed to a stage of fine arts. Now not only photography but also computer and electronic technology are used in with printing They mentioned the reasons behind the slow development of printing in our country. Discussed different processes of printing, both impact type and non-impact type, with some examples process of designing, and making type and the latest devolopment in the art of printing including the use of computer. Lastly explained xerographic printing and silk-screen printing.

4. *Classification of books and the experience of a writer, by Sukumar, Bhattacherya p.* 17-22

Narrated how one of his classmates enabled him to understand different topics on classification with the help of some examples from her real life.

5. *Obituary. p-23.*

News of death of Abhijit Das of West Dinajpur; Ira Banerjee of Jadavpur University; and Satyandranarayan Bhoumick of National Library, Calcutta.

6. *Library news, complied by A. K. Sarkar. p-24-25.*

News of activities of following libraties of different districts of West Bengal :

*Calcutta* : Najrul Pathagar, Narkeldanga Sadharan Samity; Mahajati Sadharan Pathagar, Calcutta-42

*24-paraganas :* Arya Library, Narayanpur; Pragati Sangha Pathagar, Agarpara, Pratul Pathagar, Gobardanga, Sangam Pathagar, Nimta; Samabay Pathagar, Mathkal;

*Bardwan :* Charbibihat Sukanta Smriti Pathagar, Panuria Sadharan Pathagar,

Saraswat Library, Ahmedpur.
*Bankura :* Bani Mandir, Pakhanna.
*Malda :* Tarun Sangha Pathagar, Khailsan.
*Midnapur :* District Library, Tamluk.

7. *On Rabindranath* ; a bibliography ( Index *part* ), *by Tapas Bhattacharya p. 1-16 Vol. 36 ; no 5. Bhadra 1393 B. S. August-September, 1986.*

1. *Editorial : Library and national integrity. p. 1-2.*

Secessionist movement increased considerably in present India. It throws challenge to our national integrity. Library, as a social institution, cannot get rid of it. Social scientists opine that illiteracy, which brings economic backwardness, hinders healthy development of culture in the society. Scarcity of good books helps to increase confusion among the people. These simple innocent people can be easily utilized for norrow agitational end. Library can help in this respect by selecting books which carry the massage of national integrity and thus discarding those that encourage diversity. Besides book circulation library can arrange lectures, exhibitions in order to spread spread right and healthy information.

2. *Memoirs, by Pramil Chandra Bose. part VII. p. 3-9.*

Discussed the preparatory stage of establishing a business organisation—his journey to North India, market price some of commodities and different aspects of life at that time.

3. *Rural library in rural development, by Dr. Prabal Kanti Hazra. p. 10-14.*

Stated that after 2nd world war, considerable changes have been occurred in the sphere of human thoughts along with changes in social, economic and political field. This has been reflected in publications as well as in different discussions. Library as a storehouse is able to fulfil the thirst of knowledge. Rural libraries can play an important role to spread education and also for total development of the villages. The author pointed out that library can further help to eradicate superstition and illiteracy, to be conscious of environment and health, to have knowledge on agriculture, history and social ethics. The author concludes that the rural library can help for the development of village education, so it may be regarded as an indispensible part for the overall development of the villages.

4. *History of Indian libraries in the middle-age, by Anil Chandra Pal. p. 14-18.*

Discussed the History of Indian libraries specially in the Islamic Period and pointed out some Muslim rulers' love for books and libraries.

5. *Annual convocation of the 'Certificate in Library Science Course of the Bengal Library Association. p. 19-21.*

Annual convocation of the Association was held on the 4th June. '86 at the auditorium of Saha Institute of Nuclear Physics under the Presidentship of Prof. P. Roychowdhury. Prof. Dr. Jayantanuj Bandyopadhyay, Dean of Faculty of Arts, Jadavpur University delivered the convocation speach and distributed certificates.

6. Result of successful candidates to the Certificate in Library Science Examination of the Bengal Library Association, 1985, P. 22-24.

7. Result of successful candidates of the B. Lib. I. Sc. Examination, 1985 of Jadavpur Uuiversity. P. 25-26.

8. Result of successful candidates of the M. Lib. I. Sc. Examination, 1985 of Jadavpur University. P. 27.

9. *Library news. comp. by A. K. Sarkar.* P. *28.*

News of Sasadhar Pathagar, Sukhchar, 24-Parganas ; Narrah Palli Pathagar, Bankura ; Balia Netaji Sangha Rural Library, Bankura ; Nityagopal Smriti Granthagar, Kanchannagar, Bardwan ; Pallimangal Library, Mankar, Bardwan ; Pragati Sangha Gramin Granthagar, Hrishipul, Maldah.

10. *Government Circular* Inclusion of librarian in the academic council of a school. Order No. $\frac{777\text{—Edn (s)}}{\text{SB—3 83}}$ dt 09-08-84.

11. *Association News Comp. by A. K. Sarkar p. 31-32.*

News from Bengal Library Association, Cooch Behar Dist Committee ; B. L. A., Barackpore, Sub-division Sub-committee ; B. L. A., Maldah Dist. Committee ; B. L. A., Murshidabad Dist Committee ; West Bengal Public Libraries Employees Association, Bankura Dist Committee.

12. *Book criticism, by Sri Chaturmukh. p. 33-34.*

Criticism of a book entitled 'Tathya Vigyanar Ruparekha' by Ajay Ranjan Chacraborty, published by the World Press Pvt. Ltd., Calcuutta. 1986.

Annual subscription : Rs. 36.00
Single issue : Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. No. WB/CC—145
Regd. No. RN-2674-74

Volume 37 : No. 1

April-May, 1987

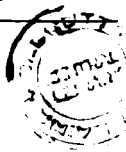

All payments should be sent to :

The General Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence for publication should be addressed to :
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700 014
Phone : 29-8466

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-700 073 at Oceania Publishing House, 10, Kalimuddin Lane, Calcutta-700 006
Editor : Ramkrishna Saha.

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ২ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৮

## ॥ সূচীপত্র ॥

CENTRAL LIBRARY

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষাব্যবস্থা
প্রমীল চন্দ্র বসু

ইতস্ততঃ (স্মৃতিচারণ)
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সমাজে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা ৮
নন্দদুলাল বসাক ও বিনোদবিহারী দাস

স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার এবং গ্রন্থ পরিগ্রহণ
রাজ্যের শিক্ষা ও গ্রন্থাগার মন্ত্রীত্রয়ের সম্বর্ধনা সভা
চিঠিপত্র
গ্রন্থাগার সংবাদ
English Abstracts
নির্ঘন্ট, বৈশাখ, চৈত্র, ১৩৯৩ i-vi

## 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিম্নলিখিত পূর্ববর্ত্তী খণ্ডগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যাচ্ছে

বাঁধানো : প্রতি খণ্ড—৩৬·০০
খোলা : প্রতি সংখ্যা ৪·০০

১৪ বর্ষ (১৩৭১), ১৫ বর্ষ (১৩৭২), ১৬ বর্ষ (১৩৭৩), ১৭ বর্ষ (১৩৭৪), ১৮ বর্ষ (১৩৭৫), ২৪ বর্ষ (১৩৮১), ২৫ বর্ষ (১৩৮২), ২৬ বর্ষ (১৩৮৩), ৩০ বর্ষ (১৩৭৭),

৩১ বর্ষ (১৩৮৮)
৩২ বর্ষ (১৩৮৯)
৩৩ বর্ষ (১৩৯০)
৩৪ বর্ষ (১৩৯১)

নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি অসম্পূর্ণ। যে যে সংখ্যাগুলি নেই বা কম আছে সেগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

১১ বর্ষ, ১৩৬৮ (বৈশাখ)
১২ বর্ষ, ১৩৬৯ (জ্যৈষ্ঠ)
১৩ বর্ষ, ১৩৭০ (ফাল্গুন-চৈত্র)
১৬ বর্ষ, ১৩৭৫ (অগ্রহায়ণ)
১৯ বর্ষ, ১৩৭৬ (জ্যৈষ্ঠ, ফাল্গুন)
২০ বর্ষ, ১৩৭৭ (বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক)
২১ বর্ষ, ১৩৭৮ (জ্যৈষ্ঠ, মাঘ)
২২ বর্ষ, ১৩৭৯ (মাঘ, চৈত্র)
২৭ বর্ষ, ১৩৮৪ (পৌষ, ফাল্গুন)
২৮ বর্ষ, ১৩৮৫ (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ)

যদি কেউ সংখ্যা হিসাবে পত্রিকা সংগ্রহ করতে চান তাহলে ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি ফটো কপি করে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে পৃথক মূল্য প্রদেয়।
যদি কোন সদস্য উপরিউক্ত ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি পরিষদে দান করেন তবে সেগুলি গৃহীত হবে।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার পত্রিকা

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ২ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৪, জ্যৈষ্ঠ


## গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষাব্যবস্থা

১৮৮৭ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মেলভিল ডিউই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রবর্তন করেন। এ বছর ঐ ঘটনার স্মরণে বিশ্বের সর্বত্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের শতবর্ষ পূর্তি হচ্ছে। ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারও অর্ধ শতাব্দী অতিক্রম করছে। সারা ভারতে এই উপলক্ষে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষা নিয়ে আলোচনা-চক্র, সম্মেলন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় স্থির হয়েছে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ। কিছুদিন আগে হায়দরাবাদে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেরালা বিশ্ব-বিদ্যালয়েও এই বিষয়ে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইয়াঙ্গলিস এবং আইয়ার্সালক প্রভৃতি সংস্থাও এই বিষয়ে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বর্তমানে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত। এককালে পরিষদ শিবির প্রশি-ক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। বর্তমানে তা লুপ্ত। এখন পরিষদ শুধু সার্টিফিকেট স্তরের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। সার্টিফিকেট স্তরের প্রশিক্ষণের জন্য রাজ্যে আরো তিনটি স্কুল আছে, সেগুলি অবশ্য সরকার পরিচালিত। বিভিন্ন প্রদেশের গ্রন্থাগার পরিষদ সার্টিফিকেট স্তরে প্রশিক্ষণ দেন। দুই-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই স্তরের প্রশিক্ষণ চালু আছে। বেশ কিছু পলিটেকনিক দুই/তিন বছরের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা কোর্স চালু রেখেছেন। বর্তমানে কয়েকটি কলেজে ও বি লিব স্তরের প্রশিক্ষণের কথা শোনা যাচ্ছে। মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয় ডাকযোগে বি লিব এস সি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

সারা ভারতে কমবেশি ষাটটিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক স্তরের শিক্ষা কোথাও তিন স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। কিছুদিন আগে NCERT-র উদ্যোগে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরে ভোকেশনাল কোর্স হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে—বিভিন্ন স্তরের মতামতকে উপেক্ষা করে।

শিক্ষণ ব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি হলো জটিল। এক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে অপর একটির কোন মিল নেই। শিক্ষণ ব্যবস্থার কোন নির্দিষ্ট মানও নেই। কেউ এক বছরের কোর্স পরিচালনা করেন, কেউ দুই বছরের। কারো বা দেড় বছরের। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পরিকাঠামোগত ব্যবস্থাদিও সমান ধরণের নয়। এমন কি শিক্ষণ পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যেও মিল নেই। আশা করা যায় যে বর্তমান বছরের বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে নতুন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু যে সেমিনার হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত হয়েছে তার দুই একটি সুপারিশ চিন্তার কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। একটি সুপারিশে বলা হয়েছে যে এম লিব এস সি স্তরের কোর্স দু'বছরের করা প্রয়োজন। কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে খানিকটা অগ্রসরও হয়েছেন। আমরা মনে করি বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ ও বিতর্কমূলক। কিছু কিছু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনায় যা জানা গেছে তা হলো এক বছরের মাস্টার্স ডিগ্রী হওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ের শিক্ষকদের স্ট্যাটাস থাকছে না। তাই তাঁরা মনে করেন যে বি লিব স্তরের কোর্সের অবসান ঘটিয়ে একেবারে দু'বছরের মাস্টার্স ডিগ্রীর প্রবর্তন

করা ভাল। তাতে দেখা যাবে যে ছাত্রদের দুবার ভর্তি হতে হবে না, দুবার পরীক্ষা দিতে হবে না, সময়ের অপচয় কমবে। সেই সঙ্গে শিক্ষকদের পদমর্যাদা বাড়বে। কেউ কেউ মনে করেন যে বি লিব এস সি যেমন আছে সেরকম থাকুক তার সঙ্গে দুবছরের এম লিব এস সির প্রবর্তন করা যাক।

আমাদের ধারণা বিষয়টি সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে বিচার না করে অন্য দিক থেকে বিচার করা হয়েছে। কোন বিষয়ের শিক্ষকদের স্ট্যাটাস বা সামাজিক মর্যাদা কোর্সের স্থায়িত্বকালের উপর যতটা নির্ভরশীল তার চাইতে বেশি নির্ভরশীল সেই সময়ে সেই বিষয়ের সামাজিক মর্যাদার উপরে। একজন ডাক্তার বা উকিল গ্র্যাজুয়েট স্তরের শিক্ষিত হলেও সামাজিক মর্যাদা অন্য বিষয়ের এম এ পাশ শিক্ষকদের চাইতে কম নয়। যে সমস্ত প্রদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন দুর্বল সখানে এই সমস্ত প্রশ্ন দেখা দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বিষয়গত দিক মর্যাদা নির্ধারণে যতটা প্রভাব বিস্তার করে তার চাইতে অধিক প্রভাব বিস্তার করে শিক্ষকদের দলগত পরিস্থিতির উপর। আর যা বিবেচনা করা হচ্ছে না তা হলো চাকুরীগত পরিস্থিতির দিক। চাকুরীর বাজারে দেখা যাবে যে গ্রন্থাগারগুলিতে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষিত লোক প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের স্তরভেদও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিই লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে এক সাধারণ গ্রন্থাগারেরই পদের স্তরভেদ রয়েছে। রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি বি লিব স্তরের শিক্ষণ ব্যবস্থা তুলে দিয়ে যদি মাষ্টার্স স্তরের শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেন তবে দেখা যাবে যে গ্রন্থাগার সহকারী পদের চাকুরীর জন্য এম লিব প্রার্থীরা ভিড় করছে। ফলে সমগ্র কোর্সটারই মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে বাধ্য। তবে এ অবস্থায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষকদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া তো দূরের কথা যা বর্তমানে যা আছে তাও থাকবে না।

সুতরাং দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্ত নেবার আগে বিষয়-গুলি বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ কোর্স খোলাটা বড় কথা নয়। কি শেখানো হচ্ছে, কিভাবে শেখানো হচ্ছে, কতটা শেখানো হচ্ছে সেটা বিবেচনা করা প্রয়োজন। আশা করবো গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির সমস্ত স্তরে বিষয়টি আলোচিত হবে।

# ইতস্ততঃ

(স্মৃতিচারণ)

প্রশীলচন্দ্র বসু

(ত্রয়োদশ পর্ব)

বরোদা থেকে লাহোর যাবার পথে জয়পুরে আমি ৩।৪ দিন ছিলাম। বোধ হয় সপ্তমী পূজার দিন সকালে জয়পুর পৌঁছে বিজয়া দশমীর পরদিন সেখান থেকে আবার রওনা হয়েছিলাম। জয়পুরে বেশ কিছু বাঙালীর বাস ছিল সে সময়। এক সময় ওখানে বাঙালীর যথেষ্ট প্রতিপত্তিও ছিল। রাজ্যের কোন কোন উচ্চপদে বাঙালীরা বেশ সুনামের সাথে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমি যাবার অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত নবকৃষ্ণ রায় নামে একজন বাঙালী ওখানকার কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। আরও অনেক আগে সংসার সেন নামে একজন বাঙালী খুব এক উচ্চপদে (সম্ভবতঃ দেওয়ানের পদে) বিশেষ সুনাম ও প্রতিপত্তির সাথে কাজ করেছিলেন বলে শুনেছিলাম। আমি যে সময়ে গিয়েছিলাম সে সময়ে সেখানে 'হাতি বাবু' নামে পরিচিত একজন সম্ভ্রান্ত বাঙালী সুরম্য গৃহাদি নির্মাণ করে বেশ জাঁকজমকের সাথে বাস করতেন জয়পুরে। তাঁর আসল নাম অথবা পুরো নাম এখন আর আমার মনে নেই। জয়পুর রাজ সরকারে কোন বিশেষ উচ্চপদে কাজ করলেও ঠিক কোন পদে তিনি কাজ করেছিলেন তাও আজ আর মনে নেই। আমি যাবার আগেই তিনি সে পদ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তবু স্থানীয় বাঙালী সমাজের তিনি শীর্ষস্থানীয় ছিলেন সে সময়ে। সমারোহ সহকারে দুর্গাপূজা এবং সেই উপলক্ষ্যে থিয়েটার ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদের আয়োজন হত তাঁর বাড়ীতে। বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ীতে বহুসংখ্যক বাঙালীর সমাগম হত। জয়পুরে আমি যারি অতিথি ছিলাম মহারাজা পাবলিক লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান সেই চট্টোপাধ্যায় মশায়ের সাথে আমিও গিয়েছিলাম বিজয়ার দিন সন্ধ্যার পর হাতি বাবুর বাড়ীতে। একটা হল ঘরে বড় বড় কয়েকটা তক্তাপোষ জোড়া দিয়ে তার উপরে সতরঞ্চি পেতে ধবধবে সাদা ফরাস বিছান ছিল। ফরাসের এক প্রান্তে একটা তাকিয়া হেলান দিয়ে প্রসন্ন মুখে বসেছিলেন, গায়ের রং ময়লা, আকারে ছোট খাট, প্রায় কদম ছাঁট মাথার চুল, বৃদ্ধ 'হাতি বাবু'। আর প্রায় জলস্রোতের মত নানা বয়সের বাঙালীরা এসে তাঁকে প্রণাম, নমস্কার, সম্ভাষণ জানাচ্ছিলেন। সমবেত বাঙালীরা পরস্পর নিজেদের মধ্যেও বিজয়ার আলিঙ্গন, সম্ভাষণ নমস্কার ইত্যাদি বিনিময় করছিলেন সেখানে, চেনা অচেনা নির্বিশেষে। বিজয়ার সন্ধ্যায় প্রবাসে হাতি বাবুর বাড়ীতে বাঙালীদের একটা মিলন মন্দিরের রূপ দেখেছিলাম সেদিন। দেখে ভালই লেগেছিল। গৃহস্বামী প্রত্যেককে প্রচুর জলযোগে আপ্যায়িত করেছিলেন।

জয়পুরে বাঙালীর সংখ্যা খুব কম ছিল না। সেজন্য যতদূর মনে হয় হাতি বাবুর গৃহের দুর্গাপূজা ছাড়া বাঙালীদের স্বতন্ত্র বারোয়ারী পূজাও (তখনও সার্বজনীন নামটা সুপ্রচলিত হয় নি) ছিল জয়পুরে। কাজেই বঙ্গভূমি থেকে দূরে বাস করলেও বাঙালী হিন্দুর শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব শারদোৎসবের আনন্দ উপভোগের অভাব ছিল না জয়পুরের প্রবাসী বাঙালীদের।

জয়পুরে মহারাজা পাবলিক লাইব্রেরীর বাঙালী লাইব্রেরিয়ান ছিলেন বিপত্নীক এবং বয়সে প্রৌঢ়। তাঁর চারটি পুত্র সন্তান। জ্যেষ্ঠপুত্র বিবাহিত। রাজপুতানায় সওয়াই মাধোপুরে পুলিশের দারোগা। সেখানেই সপরিবারে থাকেন। মধ্যমপুত্র অবিবাহিত এবং ব্যবসায়ী। ব্যবসায় উপলক্ষে তিনি সে সময়ে অন্যত্র গিয়েছিলেন, জয়পুরে ছিলেন না। তৃতীয় পুত্র সদা গ্র্যাজুয়েট হয়ে সে সময়ে কলকাতায় গেছেন কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে। একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্রটিই জয়পুরে ছিল তখন। সে তখনকার দিনের উচ্চবিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীতে অর্থাৎ এখনকার দিনের ক্লাস সেভেনে পড়ছিল। বাঙালী গৃহের সধবা গৃহকর্ত্রীদের বলা হয় গৃহলক্ষ্মী। কারণ তাঁরাই গৃহশ্রী আনেন এবং বজায় রাখেন। এই নারীহীন গৃহে নরবৃন্দের সংসারটি কিন্তু আদৌ শ্রীহীন ছিল না। বাড়ীর সাজসজ্জা, প্রতিটি কাজের বিলি ব্যবস্থা সমস্তই ছিল শ্রীমণ্ডিত অর্থাৎ অতি পরিপাটি ও সুশৃঙ্খল এবং সেটা সহজেই লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং তাঁর শৃঙ্খলাপরায়ণ ছেলেদের গুণেই তা সম্ভব হয়েছিল।

অবশ্য ছোট ছেলেটি ছাড়া অন্য ছেলেদের সাথে আমার দেখা হয়নি। তবে ঐ ছেলেটি এবং চট্টোপাধ্যায় মশায়ের নিজের সাথে কদিন যাবৎ নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনায় প্রসঙ্গত ছেলেদের সম্বন্ধে যে সব কথা আমি জেনেছিলাম তা থেকে এবং বাড়ীর ব্যবস্থাদি লক্ষ্য করে ছেলেদের সম্বন্ধে আমার ভাল ধারণাই হয়েছিল। চট্টোপাধ্যায় মশায়ের শিক্ষার গুণেই তাদের চরিত্র যে সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছিল তা অনুমান করা যায়। সে কদিন ধরে ছোট ছেলেটিকে তো দেখলাম। সে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ করাও বলার অপেক্ষা না রেখে ঘড়ির কাঁটার মত করে যায়। বিপত্নীক বাস্তির অল্পবয়সী মাতৃহারা কনিষ্ঠ পুত্র অনেক সময় একটু আদুরে এবং হয়ত একটু উচ্ছৃঙ্খল হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে ব্যাপার অন্যরকম। পুত্রকে মানুষ করার প্রয়োজনে অথবা আজোজনে গৃহস্বামী সতর্ক এবং সাধ্যমত সচেষ্ট ছিলেন। তবে তার কোন অন্যায় আবদারকে প্রশ্রয় দিতেন না তিনি। অন্য দিকে সাংসারিক সকল কাজে পিতাকে নিশ্চিন্তভাবে সাহায্য করতে এবং বিপত্নীক পিতার যত্নের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে সর্বদা সচেষ্ট দেখলাম এই অল্প বয়সী ছেলেটিকে। মাতৃহীন ছেলেটি সৎ, ভদ্র, চরিত্রবান ও কর্তব্যপরায়ণ হয়ে গড়ে উঠছে দেখে বেশ ভালই লাগল। সন্ধ্যার পর বিনা অনুমতিতে তার বাইরে থাকা সাধারণভাবে নিষেধ ছিল। পূজার কদিন রাত্রে জয়পুরে বাঙালীদের নাট্যাভিনয় ও অন্যান্য আমোদপ্রমোদের আয়োজন ছিল। সে সব জায়গায় আমি যেতে আগ্রহী থাকলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে দেখাতে যাবার কথা তিনি আমার সামনেই ছোট ছেলেটিকে বললেন। আর আমি যদি একাতে না যাই তা হলেও ঐ কদিন রাত্রে আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে তিনি তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ঢালাও অনুমতি দিলেন। রেলগাড়ীতে দীর্ঘ পথ ভ্রমণে প্রথমদিন আমি কিছু ক্লান্ত ছিলাম। দ্বিতীয় দিনেও সারাদিন জয়পুরের দ্রষ্টব্য স্থানাদি দেখে এসে অম্বর ঘুরে এসে ক্লান্ত ছিলাম। কাজেই আমার পক্ষে এ দুদিন রাত্রে আর ঐ সব উৎসবে যোগ দেওয়া সম্ভব হয় নি। রাত্রে উৎসবে যাবার অনুমতি ছেলেটির মিলেছে জেনে তার সমবয়সী কজন বন্ধু এসে তাদের সাথে যাবার জন্যে তাকে অনুরোধ করল। কিন্তু বাড়ীতে অতিথিকে রেখে সে যেতে রাজী হল না। আমি অলক্ষ্যে থেকে ছেলেটির মুখের এ কথা শুনলাম। তার পক্ষে এ সৌজন্য রক্ষার দায়িত্ব নেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ তার বাবা নিজেই বাড়ীতে ছিলেন এবং আমিও তাকে যাবার কথাই বলেছিলাম। তার আচরণ দেখে আমার মনে হল এটা যেন কতকটা বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণীর কঠোর ব্রত উদযাপনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর খুশিমত চলার এবং স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের জন্য ভবানী ঠাকুরের দেওয়া অনুমতি বা স্বাধীনতাকে পাশ কাটিয়ে স্বেচ্ছায় কঠোর জীবন যাপনের অভ্যাসটিকেই গ্রহণ করার মতই একটা ব্যাপার। একটি ছোট ছেলের পক্ষে এই লোভ সম্বরণ আশ্চর্যের কথা। অগত্যা তৃতীয় দিনে তাকে সঙ্গে নিয়ে আমি নাট্যাভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম। অভিনয় আমার বিশেষ ভাল না লাগায় কিছুক্ষণ পরে তাকে সেখানে থাকার কথা বলে আমি চলে আসায় সে সেখানে আর না থেকে আমার সঙ্গেই চলে এসেছিল। এক সময়ে ছেলেটির কাছ থেকে একটি খবর জেনে তার জন্যে এবং সাধারণ ভাবে জয়পুরের প্রবাসী বাঙালীদের ছেলেদের জন্যে মনটা আমার খারাপ হয়ে গেছিল। খবরটা কি এবং কিভাবে সেটা জেনেছিলাম তাই বলি।

একদিন বাঙলা কবিতায় তৈরী কয়েক ছত্রের কি একটা ধাঁধা আমি বলেছিলাম ছেলেটিকে। ধাঁধাটি তার ভাল লেগেছিল। সে সেটি লিখে নেবে বলে আমাকে তা পুনরায় আবৃত্তি করতে বললে। আমি লক্ষ্য করে আশ্চর্য হলাম যে কবিতাটি সে বাংলা ভাষাতেই লিখে নিচ্ছে বটে কিন্তু হিন্দি হরফে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানলাম, বাংলা অক্ষর সে লিখতে পারে না; পড়তেও পারে না বলাই চলে। তাদের বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। শৈশবে একসময়ে বাড়ীতে বাংলা অক্ষরের সাথে তার পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা হয়েছিল। নানা কারণে সে প্রয়াস বেশী এগুতে পারে নি। ফলে বাংলা বর্ণমালার সাথে তার বিশেষ পরিচয় ছিল না। অনুসন্ধানে আরও জানলাম সেখানে শুধু তার একার ওই অবস্থা না। তার বন্ধু-বান্ধব এবং প্রবাসী বাঙালী ছেলেদের অনেকেরই এ বিষয়ে একই অবস্থা। কথাটা শুনে আমার ভাল লাগে নি। মনটা খারাপই হল। ভাবলাম শিক্ষার এই ত্রুটির জন্য বাঙালী হয়েও বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির অনেক মূল্যবান তথ্য ও বিষয়ের সাথে সরাসরি পরিচয়ের অভাবের দৈন্য এদের চিরদিনই থেকে যাবে। বঙ্গভূমির তথা বাঙালীর মূল শিকড়ের সাথে এই সব ছেলের এই যে ছেদ ঘটে যাচ্ছে এটা প্রবাসী বাঙালীদের তথা সমগ্র বাঙালী জাতির পক্ষে দুঃখের ও ক্ষতির কথা। জানি না আমার তখনকার এই মনোভাব মানসিক সঙ্কীর্ণতা দোষে দুষ্ট ছিল কিনা।

জয়পুর সম্বন্ধে আর বেশী কিছু মনে নেই আজ। তবে মনে আছে শহরটা দেখে ভালই লেগেছিল। শহরটি বেশ সুন্দর ও সুপরিকল্পিত ছিল। সরল ও সমান্তরাল রাস্তাগুলির উভয়দিকে সারিবদ্ধ গৃহের সাদৃশ্য এবং একই রক্তিম বর্ণ নয়ন মনের তৃপ্তিদায়ক ছিল। শুনেছিলাম একটা সুপক্ক ডালিম ফলকে আড়াআড়ি ও সমান্তরাল ভাবে কেটে শহরের বাড়িগুলোর জন্য ডালিম দানার রক্তিম রঙ এবং রাস্তার জন্যে সমান্তরাল অবস্থানের কল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। আর সে

কল্পনা গ্রহণের মূলে নাকি কোন এক বাঙালী ইঞ্জিনীয়ারের কৃতিত্ব ছিল। কথাটা কতদূর সত্য তা অবশ্য আমার সঠিক জানা নেই। হতেও পারে সত্য। মাউন্ট এভারেষ্ট আবিষ্কারে এভারেষ্ট সাহেবের নামের পিছনেও আসল আবিষ্কারক একজন বাঙালী। রাধানাথ শিকদারের নাম গ্রন্থ থেকে গিয়েছে বলেই তো শুনি।

জয়পুর সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য অন্য কোন কথা আজ বিশেষ মনে না থাকলেও, জয়পুর থেকে লাহোর যাবার পথের একটা ঘটনার কথা আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছে। কত সময়ে কত তুচ্ছ জিনিস অথবা ঘটনা আমাদের চারিপাশে ভিড় জমায়। তুচ্ছ বলে আমরা সে সব মনে রাখি না। কিন্তু ঘটনাচক্রে এবার বিশেষ অবস্থায় এই সব তুচ্ছ বস্তু এবং ঘটনা কখনও কখনও অসাধারণ রূপ নিয়ে মনের মধ্যে যে একটা স্থায়ী আসন করে নিতে পারে তারই নিদর্শন লাহোর যাবার পথের এই ঘটনাটি।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গললনাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন "বুক ভরা মধু বঙ্গের বধূ", কিন্তু মাতৃ জাতির হৃদয়ের এই স্নেহমাধুর্য বোধ হয় স্থান ও জাতি নির্বিশেষে সমগ্র ভারতীয় নারী চরিত্রের এক বৈশিষ্ট্য এবং গৌরব বিশেষ। তা না হলে লাহোর যাবার পথে রাজপুতানার রুক্ষ মরুভূমিতে অপরিচিতা এক নারী-হৃদয়ের বিগলিত স্নেহ-ধারা সেদিন আমার হৃদয়কে উদ্বেলিত করে মনে গভীর একটা ছাপ রেখে যেত না।

পল্লী বাংলার মানুষ আমি। পল্লী গ্রামে জন্মফল অর্থাৎ কালো জাম অতি সাধারণ একটা তুচ্ছ বস্তু। পর্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়া যায় যত্ন-তত্ন। ব্রহ্মস যখন অল্প ছিল তখন গ্রীষ্ম কালে গ্রামদেশে অজস্র সুপক্ক কালো-জাম আমাদের অর্থাৎ তরুণদের সহজ লভ্য বস্তু। গাছে উঠে তখন কত ফেলে ছড়িয়ে তা আমরা খেয়েছি আর কত যে নষ্ট করেছি তার হিসাব নেই। খেতে ভাল লেগেছে তাই খেয়েছি। কিন্তু তখন কোনদিন ভাবি নি অবস্থা বিশেষে এই ভাল লাগাটা কত উচ্চ মার্গে উঠতে পারে। কখন ভাবি নি এই জাম ফলের রসাস্বাদনে অমৃতের আস্বাদ পাওয়া যায়। আর একে অবলম্বন করে মাতৃহৃদয়ের অযাচিত স্নেহ পাত্রাপাত্র বিচার না করে অকৃপণ ধারায় বর্ষিত হতে পারে।

মরুভূমির দেশের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে উত্তপ্ত প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে বাষ্পীয় যান ছুটে চলেছে। সেই যানের এক কামরার এক প্রান্তে জয়পুর থেকে দিল্লী যাওয়ার উদ্দেশ্যে একাকী বসে আছি। আর অন্যপ্রান্তে আছেন ঝাম্কা এক রাজপুত রমণী, তাঁর ৩।৪টি ছোট ছোট সন্তান নিয়ে। বেলা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রখর সূর্যতাপে উত্তপ্ত বালুরাশি থেকে বিচ্ছুরিত তাপের স্পর্শ ততই অসহ্য হয়ে উঠছে। ক্রমে মধ্যাহ্নকালে স্বর্গের পরম প্রত্যাশিত মার্তণ্ডদেবের প্রচণ্ড তেজ মর্ত্যের ক্ষুদ্র জীব আমাদের কাছে অসহ্য এবং নির্মম নির্যাতনের কারণ বলে মনে হতে লাগল। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। জিহ্বা, তালু, কণ্ঠ শুষ্ক। পিপাসা নিবারণে মুহুর্মুহুঃ জল পানে সঙ্গে আনা পাত্রের জল নিঃশেষ হয়ে গেল। অথচ নিস্তার নেই। অবাধ তৃষ্ণায় এক ফোটা জলের জন্য অসহায়ের মত সারা দেহ ছটফট করছিল। অদূরে উপবিষ্টা মহিলার জলপাত্রের দিকে এক বার করুণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালাম। দেখলাম সে পাত্রও শূন্য। বুঝতে পারছি একটা বড় ষ্টেশন না আসা পর্যন্ত জলের সন্ধান করে জলপাত্র ভরে জল আনাও সম্ভব হবে না। যত কষ্টই হোক না কেন সে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে গাড়ী একটি ছোট ষ্টেশনে অপ্রসময়ের জন্য দাঁড়ালো। অকস্মাৎ অদূরে বৃক্ষ গোছের স্থলকায় একটা লোটায় জল নিয়ে প্লাটফরম দিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে দেখে আনন্দে আমি অধীর হয়ে উঠলাম। আমাদের দুরবস্থায় লোকটি নিশ্চয় ভগবৎ প্রেরিত মনে করে আমি জনান্তিকে প্রস্তুত মুখ ও হাত বাড়িয়ে দিলাম এবং হাতে জলের খালি পাত্রটি ধরে সেই পাত্রে একটু জল দেবার জন্য লোকটিকে ইঙ্গিতে কাতর আহ্বান জানালাম। মনে হল সে আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছে। আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঘাড় নেড়ে সে এগিয়েও আসতে লাগল। কিন্তু হা ভগবান! বৃদ্ধটি আমাদের কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই গাড়ী ছেড়ে দিল। ব্রহ্মসের ভারে এবং দেহের ভারে চেষ্টা সত্ত্বেও সে আমাদের কাছে আর পৌঁছুতে পারল না। কিছুদূরে অপ্রতিভ ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে আমার দিকে তাকিয়ে সে দাঁত বার করে নীরবে বেদনা মিশ্রিত এক ধরণের অদ্ভুত হাসি হাসতে লাগল। আর ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগল। আমার মনের সে সময়ের তীব্র হতাশার ছবি হয়ত আমার চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল। আর গাড়ীর অভ্যন্তরে উপবিষ্টা মহিলা সমস্ত দৃশ্যটি সম্ভবতঃ লক্ষ্য করে থাকবেন। তা না হলে অনতিকাল মধ্যে তাঁর ৭।৮ বছর ব্রহ্মসের একটি মেয়ে ছোট একটি প্লেটে সুপক্ক, সুডোল, রসে টইটুম্বর কয়েকটি সুপক্ক জম্বু-ফল সহসা আমার সামনে এনে হাজির করবে কেন? সেই রসাল কালো জামের মন ভোলানো মনোহর রূপ আমাকে মুগ্ধ করলেও ধীরে সুস্থে তার শোভা নিরীক্ষণ করা অপেক্ষা প্রবল তৃষ্ণার তাড়নায় দ্রুত তার রসাস্বাদনে প্রলুব্ধ হলাম। সাগ্রহে দু হাত বাড়িয়ে ফল-গুলি গ্রহণ করে একে একে তাদের মুখ গহ্বরে নিক্ষেপ করে চক্ষু মুদে পরম তৃপ্তি সহকারে তাদের আস্বাদ গ্রহণ করতে লাগলাম। মনে হল সে আস্বাদ যেন ইতি-

পূর্বে অনাস্বাদিত এক বিচিত্র এবং অপূর্ব আস্বাদ! ভাবলাম এইটাই বোধ হয় বইতে পড়া অমৃতের আস্বাদ। জম্বুফল উদরস্থ করে সেদিন যেভাবে তৃপ্ত হয়েছিলাম জীবনে তা ভুলবার নয়। আর এই জম্বুফলকে অবলম্বন করে অপরিচিতা সেই বিদেশিনী মাতৃহৃদয়ের স্নেহমিশ্রিত অযাচিত করুণাধারার প্রকাশে সেদিন আমার মনে যে আনন্দের প্লাবন এসেছিল তার স্রোতে আমি যেন ভেসে গিয়ে ক্ষণকাল আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। সম্বিৎ ফিরে এলে প্রতিদানে তখন আমার কি করা উচিত আর কি করা সম্ভব সহজে তা ভেবে স্থির করতে না পেরে নিজেকে অসহায় বোধ করতে লাগলাম। পাশ্চাত্য কায়দায় হস্ত ধনাবদ দেওয়া যায় কিন্তু তা করলে এই স্বতঃ প্রবাহিত স্নেহধারার যে নিতান্ত অমর্যাদা করা হবে সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ ছিল না। কর্তব্য নির্ধারণে হতবুদ্ধি হয়ে চিন্তামগ্ন আছি এরই মধ্যে গাড়ী একটা ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালো আর সঙ্গে সঙ্গে সেই মহিলা আমাকে কিছু করার অথবা বলার অবসর অথবা সুযোগ না দিয়ে সন্তানদের নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে চলে গেলেন। আর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সেদিকে চেয়ে গাড়ীর মধ্যে স্থানুর মত বসে রইলাম। তাঁর পরিচয় কিছুই আমার জানা নেই। আজ তিনি জীবিত আছেন কিনা জানি না। তারপর দীর্ঘকাল চলে গেছে। তবু সেদিনের সে স্মৃতি আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছে আর আমার মনের সেদিনের সে ত্রুটির ভারও কিছু কমে নি আজও।

বিরাট এবং বিচিত্র আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষ। ঐতিহাসিকেরা বলেন নানা অনৈক্যের মধ্যে এ দেশের লোক ঐক্যসূত্রে বাঁধা। আর সেটাই হচ্ছে ভারতের বৈশিষ্ট্য। একথা সত্য বিভিন্ন দেশের লোক একটা দেশে মিলিত হয়ে বসবাস করলে পরস্পরের জীবন ধারার সাথে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। আর এই পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য মনকে উদার ও প্রসারিত করে এবং তার ফলে বিভিন্ন জাতির বৈসাদৃশ্যের বাধা ও ব্যবধান জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে বিদূরিত হয়ে সকলের জীবন ধারা একসূত্রে গেঁথে ওঠে। এই ভাবে বিশ্বকবির কথায়, এই ভারতে আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চীন, শক, হূন, মোগল, পাঠান ইত্যাদি বিভিন্ন জাতি এক দেহে লীন হয়ে ভারতীয় মহাজাতির সৃষ্টি হয়েছে। সমগ্র দেশ ও জাতি সম্বন্ধে একথা যেমন সত্য তেমনই আবার এ কথাও সত্য যে এই বিরাট দেশের বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার রীতিনীতি এবং ধরণ ধারণের মধ্যে আঞ্চলিক পার্থক্যও আছে। বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী, ব্যাপকভাবে বিভিন্ন প্রদেশে যাতায়াত এবং ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর মেলামেশা করলে এই সব আঞ্চলিক রীতিনীতি এবং জীবন যাত্রার ধরণ ধারণের বৈষম্য পরিবর্তিত হয়ে একমুখী হবার সম্ভাবনা থাকে। আজ আকাশ যানের চলাচল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দূরত্ব কমিয়ে এক দেশের লোকের সাথে অন্য দেশের লোকের পরিচয় ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে। পূর্বে সেই অবস্থা ছিল না। সমুদ্রে পাশ্চাত্য দেশে গেলে বাঙালী হিন্দুর জাত নষ্ট হত এবং সেই জন্যে প্রায়শ্চিত্তও করতে হত। আমাদের বাল্যকালে সমুদ্রযাত্রা করে বিলেত যাবার অপরাধে আমাদের বিশিষ্ট এক স্বজনকে গোময় ভক্ষণ সহ প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। আমাদের দেশের এক প্রদেশ থেকে অন্যপ্রদেশে যাতায়াত ঐভাবে নিষিদ্ধ অথবা অপরাধমূলক কাজ বলে বিবেচিত না হলেও, আমি যখনকার কথা বলছি, সে সময়ে এদেশের খুব বেশী লোক এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে যাতায়াত করত না। তীর্থ দর্শনের উপলক্ষ ছাড়া শুধু দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আজকের মত সে সময়ে লোকে দলে দলে অন্য প্রদেশে যেত না। কাজেই এক প্রদেশের লোকের সাথে অন্য প্রদেশের লোকের অপরিচয়ের ব্যবধান ছিল। বিভিন্ন প্রদেশের লোকের চালচলন আচার আচরণের মধ্যে সে সময়ে আজকের চাইতে বেশী পার্থক্য ছিল। পূর্ব ভারতের বঙ্গদেশ থেকে আমি পশ্চিম ভারতের গুজরাটের বরোদায় কিছু দিন থেকে এবং রাজপুতানার জয়পুরে হয়ে এখন আমি তৎকালীন পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোর শহরের উদ্দেশ্যে দিল্লীর পথে যাচ্ছি। সেখানকার জীবন যাত্রার সাথে সাথে আমাদের জীবন যাত্রার সাদৃশ্য ও পার্থক্য সম্বন্ধে আমার মনে স্বভাবতঃই কৌতূহল ছিল। দিল্লীতে গাড়ী-বদল করে লাহোরগামী ট্রেনে ওঠার পর ঐ ট্রেনের সহযাত্রী শিক্ষিত পরিবারের একটি পাঞ্জাবী হিন্দু ছেলের সাথে পরিচয় হল। তার সাথে আলাপ আলোচনায় পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশের অধিবাসীদের তৎকালীন রুচি, অভ্যাস এবং জীবনযাত্রার কিছু কিছু বৈচিত্র্যের পরিচয় পেলাম। আজ সে অবস্থার অবশ্য অনেক পরিবর্তন ঘটেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে উভয় প্রদেশের জীবন ধারার গতি কিছুটা একই ধরনের হয়ে উঠেছে। পরিচয়ের মেলামেশা বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য কারণেও এটা সম্ভব হয়েছে।

সে যুগে বঙ্গভূমির বাঙালীর ভাতই ছিল প্রধান আহার্য। পাঞ্জাবীদের প্রিয় খাদ্য ছিল রুটি। বঙ্গদেশের তখনকার বাঙালীরা রুটি আদৌ পছন্দ করতেন না। তবে কয়েকদিন রোগ ভোগের পর খাদ্য হিসেবে নিয়মিত ভাবে অন্ন গ্রহণের পূর্বে রুটি খাবার রীতি প্রচলিত ছিল এখানে। পাঞ্জাবী ছেলেটির কাছে শুনলাম পাঞ্জাবীদের রুচি এবং অভ্যাস ঠিক উল্টো। সাধারণভাবে ভাত পাঞ্জাবীদের পছন্দ নয়। তবে অসুখ বিসুখের পরে নিয়মিত ভাবে রুটি খেতে আরম্ভ করার আগে

তাঁরা অনেকে প্রথমে ভাত খেয়ে থাকেন। নানা অবস্থার বাঙালীদের প্রধান খাদ্য আজ সর্বত্র যে ভাতই আছে সে কথা বোধহয় আর বলা চলে না। অনেকেই রুটি খেতে আরম্ভ করেছেন এবং রুটি খেতে অভ্যস্ত হয়েছেন। অন্ততঃ একবেলা। রুটি সম্বন্ধে পূর্বের সেই অরুচি বা অনীহা আজ আর সে রকম ব্যাপক নয়। এমন কি ভাত অপেক্ষা রুটিই পছন্দ করেন আজকের অনেক বাঙালী।

আবার তখনকার দিনে বঙ্গবাসী বাঙালী পুরুষেরা পরিচ্ছদ হিসেবে ধুতিই ব্যবহার করতেন আর স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করতেন শাড়ী। পক্ষান্তরে পাঞ্জাবী পুরুষেরা ব্যবহার করতেন পাজামা আর শার্ট বা পাঞ্জাবী; মেয়েরা শালোয়ার ও কামিজ। আজ অবশ্যর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য কারণে বাঙালী পুরুষেরা অনেকে আজ পাজামা ব্যবহার করেন। সেজন্যে ধুতির প্রচলন বঙ্গভূমিতে এখন অনেক কমেছে। বালকেরাও আগের ধুতি ছেড়ে এখন হাফ প্যান্ট পরতে অভ্যস্ত। বালিকাদের পোষাকেরও পরিবর্তন হচ্ছে। কোন কোন বাঙালী তরুণী শালোয়ার ব্যবহার করেন। সেটা হয়ত শখ হিসেবে। পক্ষান্তরে পাঞ্জাবী মেয়েরা অনেকে এখন শাড়ী ব্যবহার করেন। বিবাহিতা হিন্দু বাঙালী মেয়েদের অনুকরণে পাঞ্জাবী মেয়েদের অনেকে আবার মাথায় সিঁদুরও ব্যবহার করছেন, আজকাল। আমাদের বাঙালী হিন্দু সমাজে বিবাহের রাত্রে বরযাত্রীদের এবং কন্যাপক্ষের আমন্ত্রিতদের এই উভয়পক্ষের জন্যেই সাধারণতঃ কন্যার গৃহে আহারের ব্যবস্থা থাকে। পাঞ্জাবের ঐ ছেলেটির কাছে শুনলাম পাঞ্জাবী হিন্দুর বিবাহে কন্যার গৃহে বরযাত্রীদের আহারের ব্যবস্থা থাকলেও কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রিতদের আহারের ব্যবস্থা থাকে না। কন্যাপক্ষের আমন্ত্রিতেরা দু এক টুকরো মিষ্টান্ন এবং বড় এলাচের কয়েকটা দানা অথবা অন্য কোন মশলা মুখে দিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে যে যার গৃহে ফিরে যান।

লাহোরে সে সময় প্রচলিত পায়খানার ব্যবস্থার কথা শুনে সেটা একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা বলেই আমার মনে হয়েছিল। কলকাতায় ড্রেন সিস্টেমের পায়খানা সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী গৃহে তখনও বিশেষ প্রচলিত না হলেও প্রত্যেকের বাড়ীতেই পায়খানা এমনভাবে তৈরী হত যাতে মেথর বাড়ীর বাইরে থেকেই পায়খানা পরিষ্কার করে ময়লা নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু লাহোরে পায়খানা ব্যবস্থা থাকবে প্রধানতঃ বাড়ীর ছাদে। আর মেথর বাড়ীর লোকের সঙ্গে একই সিঁড়ি ব্যবহার করে ছাদে উঠে পায়খানা পরিষ্কার করে আবার সেখান দিয়েই ময়লা নিয়ে চলে যেত। শুশ্রূষাগারের দুঃশাসনের কথা ছেড়ে দিলেও স্বাস্থ্যের পরিবেশ হিসেবে এ ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না, একথা বলাবাহুল্য।

আজকাল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরতা বাঙালী মেয়েদের সংখ্যা প্রচুর। জীবনের নানা ক্ষেত্রে বাঙালী মেয়েরা আজ এগিয়ে এসেছে ছেলেদের সাথে পাল্লা দিয়ে। কিন্তু তখন বাঙালী মেয়েরা ঘরের বাইরে বেশী আসত না। স্বল্প সংখ্যক এলেও তারা সসঙ্কোচে দলবদ্ধ ভাবে নিজেদের মধ্যে চলাফেরা করত। ছেলেদের সাথে পাল্লা দিয়ে চলত না। ট্রেনে সহযাত্রী পাঞ্জাবী ছেলেটি বললে সে সময়ে পাঞ্জাবী মেয়েরা ছেলেদের সাথে পাল্লা দিয়ে চলে খুব সহজভাবে। লাহোরে সাইকেল চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য মেয়ে এ দৃশ্য সব সময় দেখা যাবে। বাঙালী মেয়েদের সম্পর্কে এ ব্যাপার তখন অচিন্ত্যনীয় ছিল। ট্রেনে বসে বাঙলা এবং পাঞ্জাব এই দুই প্রদেশের লোকের জীবন যাত্রার রুচি, অভ্যাস এবং ধরণ ধারণের পার্থক্যের কথা শুনতে শুনতে মনে হল বিভিন্ন প্রদেশের লোকের মধ্যে মেলামেশার ফলে এ পার্থক্য যতদূর সরে যাবে ভারতবাসীর জাতীয় সংহতি এবং ঐক্য সূত্রের বন্ধন সম্ভবতঃ ততই দৃঢ় হবে। আরও মনে হল বেশ বড় এক ধাপ এগিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী এবং স্বর্ণ কুমারী দেবীর কন্যা সরলামধন্যা সরলা দেবী চৌধুরাণীর সাথে পাঞ্জাবের রামভুজ দত্ত চৌধুরীর বিবাহ সম্ভবতঃ এই ঐক্যবোধকে দুই প্রদেশের মধ্যে মজবুত করে সহায়ক হয়েছে। এই সব নানা কথা এলোমেলোভাবে চিন্তা এবং আলোচনা করতে করতে শীতের মরশুমের একেবারে প্রাক্কালে পরিষ্কার এক প্রাতঃকালে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ১লা অক্টোবর তারিখে ভারতবর্ষের অবিভক্ত পাঞ্জাব প্রদেশের প্রধান শহর লাহোরে এসে উপস্থিত হলাম।

# সমাজে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা

**বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়**

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

**ভূমিকা:** আধুনিক সমাজে গ্রন্থাগার এক অন্যতম অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থাগারের মধ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারও এক ধরনের। এই গ্রন্থাগারগুলি সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের ব্যবহার ও সেবার জন্য গড়ে ওঠে। তাই নামকরণে 'সাধারণ' কথাটি যুক্ত। অনেক পণ্ডিতদের মতে সাধারণ গ্রন্থাগার জনগণের কাছে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্বরূপ। এই গ্রন্থাগারগুলি বিভিন্ন বিষয়ের উপর নানা পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখে। ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন চাহিদা সম্পন্ন পাঠক জ্ঞান আহরণের জন্য আকৃষ্ট হয়ে এখানে আসেন এবং নিজ নিজ বিষয়ের উপর নিজেদেরকে আরো বেশী সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন। অন্যান্য প্রকারের গ্রন্থাগারগুলির চেয়ে এই ধরনের গ্রন্থাগারের সংখ্যা বেশী এবং বর্তমানে এই ধরনের গ্রন্থাগারগুলির চাহিদা ও মান দুই-ই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানের বিস্তারের জন্য এই শ্রেণীর গ্রন্থাগারগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

**সাধারণ গ্রন্থাগারের শ্রেণী বিভাগ:**

সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে মোটের উপর পাঁচটি ভাগে শ্রেণীভুক্ত করা যায়, যথা—

১। রাজ্য সরকারের সাধারণ গ্রন্থাগার আধিকারিক দ্বারা পরিচালিত সাধারণ গ্রন্থাগার।

২। সরকারের আর্থিক অনুদানে বেসরকারী কোন সংস্থা দ্বারা পরিচালিত সাধারণ গ্রন্থাগার।

৩। মিউনিসিপালিটির দ্বারা পরিচালিত সাধারণ গ্রন্থাগার।

৪। বেসরকারী সংস্থা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত সাধারণ গ্রন্থাগার।

৫। একক ব্যক্তির নিজের আর্থিক অনুদানে ও নিজস্ব পরিচালিত সাধারণ গ্রন্থাগার।

যদিও ঐ গ্রন্থাগারগুলি পরিচালনা ও আর্থিক অনুদানের দিক থেকে পৃথক শ্রেণীভুক্ত তথাপি এগুলির উদ্দেশ্য এক ও অনন্য।

**সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা:**

আধুনিক সমাজে সাধারণ গ্রন্থাগারের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় উন্নত এই যুগে। এটি এমন একটি স্থান যেখানে নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম, জ্ঞান-শিক্ষা, ধনী-দরিদ্র ইত্যাদি সকল নির্বিশেষে যে কোন মানুষ একই সময়ে অবাধে হাজার হাজার পুস্তকের মধ্যে, অফুরন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করতে পারেন। গ্রন্থাগারে এসে তাঁর যে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। এটি মোটামুটি চারটি শ্রেণীর পাঠকদের কাছে তার পরিষেবা দিতে পারে। যথা—

১। যে কোন পেশায় ও পদে নিযুক্ত সকল শিক্ষিত ও আধাশিক্ষিত মানুষদের কাছে নিজ শিক্ষা আহরণ কেন্দ্র হিসাবে।

২। গবেষকদের কাছে নানা ধরনের তথ্য আহরণের সাহায্যকারী কেন্দ্র হিসাবে।

৩। যে কোন পাঠকের কাছে যে কোন তথ্য সংগ্রহের কেন্দ্র হিসাবে।

৪। সকলের কাছে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে।

**নিজ জ্ঞান আহরণ কেন্দ্র**

বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থাকা সত্ত্বেও অধুনা সাধারণ গ্রন্থাগারের চাহিদা দিনে-দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার কারণ, ঐ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে, সবার ভর্তির অবাধ সুযোগ থাকে না। সীমিত সময়, নির্দিষ্ট পাঠক্রম, বয়স ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা থাকার জন্য পর্যায় ক্রমিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই কিছু কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যাঁরা ঐ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাধারণতঃ ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান তাঁরাই নিজেদেরকে জ্ঞান ও শিক্ষায় সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন। ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান অসুবিধা এই যে এখানে সারা জীবন শিক্ষা গ্রহণ করা চলে না ও পাঠক্রমের বাইরে কোন কিছু পড়ার অবকাশ কম। কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারে এই ধরনের অসুবিধাগুলি অনুপস্থিত। এমতাবস্থায় সাধারণ গ্রন্থাগার 'নিজ-জ্ঞান-আহরণ কেন্দ্র' হিসাবে অনন্য স্থান অধিকার করেছে। ইউনেস্কো ম্যানিফেস্টো অনুযায়ী এখানে জনগণের অবাধ ভর্তির সুযোগ আছে। এর ফলে

সকলের মধ্যে পড়ার অভ্যাস, বিশ্বের জ্ঞানীগুণীদের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ আসে। জ্ঞান আহরণের আকাঙ্খাই গ্রন্থাগারে যে কোন পাঠকের ভর্ত্তি হওয়ার একমাত্র যোগ্যতা। নিজের ভালো লাগা যে কোন বিষয়ের উপর পুস্তক পাঠ করার অবাধ ও স্বচ্ছন্দ অধিকার পাঠককে ক্রমে সাধারণ গ্রন্থাগারমুখী করে তোলে। অনুরূপে গ্রন্থাগারও তার সমস্ত পাঠকের চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর মুদ্রিত ও অমুদ্রিত তথ্যাবলী সংগ্রহ করে চলেছে। সেই কারণেই যে কোন পাঠক, বিশ্বে যে প্রতিনিয়ত জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে তার সাথে সমানে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হন এবং নিজেকে বর্তমানের চিন্তা ভাবনা ও তত্ত্বের সাথে মিলিয়ে চলতে পারেন এবং এই ভাবে ব্যক্তি মূলধন গঠনে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

### গবেষকদের কাছে নানা তথ্য আহরণের সাহায্যকারী কেন্দ্র হিসাবে

কিছু কিছু গবেষণার ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগার একমাত্র নির্ভরযোগ্য তথ্যসরবরাহকারী কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়। গ্রামীণ লোককথা ও আর্থ-সামাজিক, সমাজ-রাজনৈতিক অবস্থা বা নৃতত্ত্ব গবেষণার নানান তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সেই অঞ্চলের সাধারণ গ্রন্থাগার উপযুক্ত তথ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। কারণ ঐ ঐ বিষয়ের উপর মূল তথ্যগুলি ঐ গ্রন্থাগারে সংগৃহীত থাকায় গবেষকবৃন্দ ঐ গ্রন্থাগারগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠেন। প্রামাণ্য তথ্য অন্য কোন গ্রন্থাগার থেকে পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই প্রাথমিক তথ্যগুলি সংগ্রহ করে গবেষকদের গবেষণা-কাজে সহায়তা করতে কিংবা সৃষ্টিমূলক কিছু লিখতে এই সমস্ত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা অন্যতম।

### যে কোন তথ্য সংগ্রহের কেন্দ্র হিসাবে

আজকাল সাধারণ গ্রন্থাগারে পুস্তক বিতরণের কাজ ব্যতীত অনুলয় পরিষেবামূলক কাজ ও মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় যে কোন জিজ্ঞাসা বিষয়ের উত্তর দানের জন্য বিশেষ বিভাগও গড়ে তোলা হয়েছে। মানুষজন এখানে তাদের যে কোন বিষয়ের সন্দেহ নিরসনের জন্য গ্রন্থাগারিকের সাহায্য নেন। কৌতূহলোদ্দীপক কোন ঘটনা বা কোন কিছুর পরিসংখ্যান জানার জন্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক কোন কিছু খুঁটিনাটি বিষয় নিত্যনতুন খবরা-খবর জানার জন্য, দেশ-বিদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ক খবরা-খবর জানাতে সাধারণ গ্রন্থাগার তার পাঠকের কাছে নানা উপকরণ সরবরাহ করে। এ ছাড়াও আজকাল সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিচালকমণ্ডলী তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে পাঠকদের ও সেই অঞ্চলের মানুষদের জীবনায়ন ও জীবিকার নানা তথ্য সহজে আয়ত্ব করার সুযোগ করে দেন। এই দিক থেকে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা অতুলনীয়।

### সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে

সাধারণ গ্রন্থাগার যে অঞ্চলে অবস্থিত সেখানকার মানুষদের সাংস্কৃতিক চেতনা ও লোকশিক্ষা আরো বর্দ্ধিত করার জন্য গ্রন্থাগার পুস্তক বিনিময় ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসব উদ্‌যাপনের আয়োজন করে। এর ফলে গ্রন্থাগার সাধারণের কাছে একই সঙ্গে আনন্দ ও সমন্বয়ের প্রকৃত ব্যবহার ও সদ্‌শিক্ষার মূল কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়। এই সম্প্রসারিত পরিষেবা কেবল একস্থানে সম্পাদিত না হয়ে বর্তমানে অনেকদূর প্রসার লাভ করেছে। গ্রামমান গ্রন্থাগার চালু হয়েছে। এর ফলে গ্রন্থাগারে যেমন সজীবতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তেমনি সাধারণের সঙ্গে গ্রন্থাগারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠায় উভয়েই উভয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং আধুনিক সমাজে গ্রন্থাগার একটি অপরিহার্য সংস্থা হিসাবে দিকে দিকে গড়ে উঠছে। এই সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রভাবেই জাতীয় সংহতি ও ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব। তাই সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা এই দিক থেকে অনবদ্য ও অনন্য।

### উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির থেকে সাধারণ গ্রন্থাগার কোন অংশে কম নয় বরং সাধারণের অতি নিকটে থাকায় সাধারণের পক্ষে সহজে গ্রন্থাগারকে ব্যবহার করা সম্ভব। তবে গ্রন্থাগারের এই ভূমিকাগুলিই শেষ কথা নয়। যথাযথ ভাবে এর ভূমিকা ও পরিষেবা পাওয়ার জন্য পরিচালকমণ্ডলী ও সাধারণ মানুষ সবাইকে একযোগে উদ্যোগী হওয়া দরকার। এছাড়া নিয়মিত সময় অন্তর সমীক্ষা করে দেখতে হবে গ্রন্থাগার তার দায়িত্ব ও পরিষেবা কতদূর পালন করতে সক্ষম হয়েছে এবং সাধারণ জনগণও কতদূর পর্যন্ত এই গ্রন্থাগারের দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন। তবেই গ্রন্থাগারের ভূমিকা গ্রন্থাগার স্থাপন ও তার বৃদ্ধি সমাজে সামাজিক পরিচিতি লাভ করবে ও সমাজের মানুষের প্রকৃত কাজে লাগবে। তাই এই সকল দিক হতে চিন্তা করলে আধুনিক সমাজে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা অন্যান্য যে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির চেয়ে সর্বাধিক।

# স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার এবং গ্রন্থ পরিগ্রহণ

**নন্দদুলাল বণিক ও বিনোদ বিহারী দাস**

ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউট গ্রন্থাগার, কলিকাতা

**ভূমিকা:**

গ্রন্থ সংগ্রহই গ্রন্থাগারের ভিত্তি। সংগৃহীত গ্রন্থাদির সাহায্যে গ্রন্থাগারিক তার তথ্য-পরিষেবার গুরুদায়িত্ব পালন করেন। প্রচলিত গ্রন্থ-পরিগ্রহণ পদ্ধতিগুলিকে মূলতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) মূল্যের বিনিময়ে সংগ্রহ করা (অ্যাপ্রুভাল অর্ডার, স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার, নগদে কেনা এবং গ্রাহক হওয়ার ভিত্তিতে পরিগ্রহণ এর পর্যায়ে পড়ে) এবং (খ) বিনামূল্যে সংগ্রহ করা (দান, উপহার, বিনিময় এবং আন্তঃ-গ্রন্থাগার ঋণ এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত)

তত্ত্বগত দিক দিয়ে দেখলে পরিগ্রহণ পদ্ধতিগুলি প্রকাশক, বিক্রেতা এবং গ্রন্থাগার এই তিনের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। এই পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গ্রন্থাগারিক তার গ্রন্থাগারের উপযোগী পরিগ্রহণ পদ্ধতিগুলি বেছে নেন। পরিগ্রহণের বিভিন্ন স্তরে গ্রন্থ বাছাইয়ের দায়িত্ব থাকে গ্রন্থাগারিক, পাঠক, বিক্রেতা কিংবা প্রকাশকের ওপর। পদ্ধতি বিশেষে এদের আনুপাতিক দায়িত্বের হেরফের অবশ্য হয়। সমীক্ষার মাধ্যমে জি.ই. ইভানস্[1] দেখিয়েছেন যে গ্রন্থাগারিকগণ বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে যে সব গ্রন্থ চুড়ান্ত ভাবে রাখবার সিদ্ধান্ত নেন সেগুলি অন্যানাদের বাছাই করা গ্রন্থাদির তুলনায় বেশী ব্যবহৃত হয়। সবরকম পদ্ধতিরই ক্ষেত্র বিশেষে কম বেশী প্রয়োগ হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে কোন বড় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে অ্যাপ্রুভাল পদ্ধতিই সবচেয়ে কার্যকরী, নিরাপদ ও সহজতম পদ্ধতি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে প্রায় সব বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশেষ গ্রন্থাগারে স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার পদ্ধতির প্রয়োগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এর বিভিন্ন দিক আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

**স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার কি?:**

বহু প্রকাশন সংস্থাই মোটামুটি একই বিষয়ের উপর রচিত বই, প্রবন্ধের সংকলন, সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাদি এবং অনেকগুলি খণ্ডে খণ্ডে গ্রন্থ ইত্যাদি প্রকাশ করার সময় সাধারণতঃ এক একটি সিরিজের নামে পর-পর প্রকাশ করে। একই সিরিজে প্রকাশিত গ্রন্থগুলিকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারা পরপর সংখ্যায় চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সিরিজগুলির অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলির পরিগ্রহণ ক্রমলভ্য হওয়ার মুহূর্তেই সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারিকগণ সরাসরি প্রকাশক, একমাত্র বা বড় পরিবেশক, অথবা আমদানী কারকের কাছে অগ্রিম স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার দিয়ে রাখেন। এই চুক্তি অনুযায়ী গ্রন্থগুলি প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথেই গ্রন্থাগারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পৌঁছে যাবে এ আশা যেমন করা হয় তেমনি ঐ গ্রন্থগুলি গ্রন্থাগারে রাখা হবেই এ আশ্বাসও দেওয়া হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ও প্রকাশকরা কিছু সিরিজের ক্ষেত্রে প্রকাশ-পূর্ব স্ট্যাণ্ডিং অর্ডারের মাধ্যমে গ্রাহক নেবার ব্যবস্থা করতেন এবং প্রকাশিত গ্রন্থগুলি কেবল গ্রাহকদেরকে দেবার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে তাঁরা তাঁদের ব্যবসার ধারা বদলেছেন। বেশ কিছু অতিরিক্ত কপি তাঁরা এখন প্রকাশ করছেন এবং এবং সেগুলি বাজারে ক্রমলভ্য হচ্ছে। অন্যদিকে কিছু সিরিজ পূর্ব ঘোষিত বিষয় সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকছে না। এবং পাঠ্যাংশের মানও আশানুরূপ থাকছে না। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারিককে সমস্তদিক বিবেচনা করে বেশ কুশলতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

সিরিজের গ্রন্থগুলি এই পদ্ধতিতে ক্রয় করলে কিছু ক্ষেত্রে দামে অতিরিক্ত ছাড় পাওয়া যায়। ঐ পদ্ধতিতে অগ্রিম দাম শোধ করার পরিবর্তে যখন যে রকম ভাবে বিভিন্ন খণ্ডগুলি আসে সেই মত 'বিল' পরিশোধের গতানুগতিক ব্যবস্থা করা হয়।

---

† Evans G E : Book selection and book collection usage in academic Libraries. *Lib Qrly*. 40, 1970. p. 297-308.

স্ট্যাণ্ডিং অর্ডারেরও প্রকার ভেদ রয়েছে। ঐ প্রসঙ্গে উইলডেন হার্ট *-এর চিন্তা ছিল নিম্নরূপ। ('বুক-ক্লাব' ব্যবস্থা আমাদের সংযোজন)

**(ক) প্রকাশক স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার:** যে সব প্রকাশন সংস্থার প্রকাশিতব্য সমস্ত গ্রন্থই ব্যবহারকারীদের ভবিষ্যৎ পঠন-পাঠনে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। সেই সব সংস্থাগুলির সাথে সরাসরি চুক্তি করতে হবে। বিশেষ করে গবেষণা সংস্থা, পরিষদ, সমিতি, বিশ্ব-বিদ্যালয় ইত্যাদির মত অব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনগুলি এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত হয়। এদের প্রকাশনগুলি বাজারে সাধারণতঃ সহজ লভ্য হয় না।

**(খ) নির্বাচিত বিষয়ের জন্য প্রকাশক স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার:** পদ্ধতিটি প্রায় (ক) এর মতই। এক্ষেত্রে কেবল নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য সমস্ত গ্রন্থাদির জন্য অগ্রিম অর্ডার দেওয়া হয়।

**(গ) পরিবেশক/খুচরা বিক্রেতা স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার:** বিভিন্ন প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত সিরিজ ভুক্ত গ্রন্থাদি গ্রন্থাগারে পৌছানোর দায়িত্ব পরিবেশক/খুচরা বিক্রেতার উপর ন্যস্ত হয় এ পদ্ধতিতে।

**(ঘ) পরিবেশক/বিক্রেতাগণের তথ্যসেবা পদ্ধতি:** গ্রন্থাগারের চাহিদার সাথে তাল রেখে প্রকাশিত বা ক্রয় লভ্য নতুন গ্রন্থ সম্বন্ধে বিবরণ/তথ্যাদি পাঠাবার নির্দেশ দেয়া থাকে এ পদ্ধতিতে।

**(ঙ) বুক-ক্লাব পদ্ধতি:** ব্যক্তিগত গ্রন্থ ক্রয়ের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি সুপ্রচলিত। সাধারণতঃ আগ্রহী ক্রেতা-গণ প্রকাশক বা পরিবেশকের সাথে এই চুক্তিবদ্ধ হল, যে তাঁরা ভবিষ্যতে বছরে যতগুলি নতুন বই বাজারে ছাড়বেন তার একটা নির্দিষ্ট অংশ অন্ততঃ এক কপি করে কিনবেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দিতে হয়। এ পদ্ধতিতে ক্রেতারা দামের ব্যাপারে অতিরিক্ত ছাড় পান।

**অর্ডারপূর্ব এবং পরবর্তী পর্যায়ের কার্যাবলী:**

ব্যবহারকারীগণ কর্তৃক অনুরোধকৃত এবং প্রকাশক কর্তৃক ঘোষিত সিরিজ সমূহের সাথে ব্যবহারকারীদের বিষয়ানুগ আগ্রহ তুলনা করার পর প্রয়োজনীয় সিরিজ-গুলির জন্য স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার দেবার কথা চিন্তা করা হয়। তবে চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতের আগে বর্তমান সংগ্রহ এবং আর্থিক সঙ্গতি খতিয়ে দেখা উচিত। বিদেশী সিরিজগুলির জন্য জাতীয় স্তরের এজেন্ট/পরিবেশক বা আমদানী কারকের সাথে যোগাযোগ করা করা বুদ্ধিমানের কাজ। এতে বিফল হলে উৎস রাষ্ট্রের কোন বড় পরিবেশক কিংবা সংশ্লিষ্ট প্রকাশককে এজেন্টের মাধ্যমে পরিগ্রহণের চেষ্টা করলে ইমপোর্ট লাইসেন্স, ফরেন এক্সচেঞ্জ এবং ডাক ব্যয় সংক্রান্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

এরপর চূড়ান্ত স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার কন্ট্রাক্ট পাঠানো হয়। অর্ডার নং এর শেষে 'SO' বর্ণ দুটি যোগ করা যেতে পারে। প্রতোকটি সিরিজের জন্য একটি কার্ডে প্রকাশক পরিবেশক, তাদের ঠিকানা, অর্ডার নং সহ প্রাপ্ত প্রতোকটি খণ্ডের নম্বর, প্রাপ্তির তারিখ, মূল্য, ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে নথিভুক্ত করে রাখতে হবে। কার্ডগুলি কার্ড ক্যাবিনেটে সিরিজের নামের বর্ণানুক্রমে রাখাই বাঞ্ছনীয়। যে সব খণ্ডগুলি গ্রন্থাগারে পৌছায়নি সে-গুলির জন্য এজেন্টের মাধ্যমে নিয়মিত রিমাইণ্ডার দেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। কার্ডেক্সের ব্যবহার এ-ক্ষেত্রে সুফল দেবে।

**পরিগ্রহণোত্তর কার্যাবলী:**

প্রাপ্ত খণ্ডগুলির আভ্যন্তরীণ কার্যাবলী অগ্রাধি-কারের ভিত্তিতে শেষ করে দ্রুত পাঠকদের হাতে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অ্যাকসেশন রেজিষ্টারে গ্রন্থটির নামের শেষে সিরিজ-এর নাম এবং ক্রমিক/খণ্ড সংখ্যা অবশ্যই লিখে রাখা প্রয়োজন। ক্যাটালগে সিরিজ কার্ড রাখা একান্ত আবশ্যক। উপরন্তু ঐটিকেই মূল কার্ড করার চেষ্টা করতে হবে। একটি সিরিজের সমস্ত খণ্ডগুলি লেণ্ডিং সম্মিহিত করার জন্য সম্পূর্ণ সিরিজটিকে একটি ক্লাস নম্বর দেওয়া যেতে পারে। সমীক্ষায় দেখা গেছে স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার-এর গ্রন্থগুলি এইভাবে রাখলে বেশী ব্যবহৃত হয়। "লাইব্রেরী বুলে-টিনে" বা "বোর্ডে" সম্প্রতি প্রাপ্ত খণ্ডগুলি স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার' শিরোনামে প্রচার করা যেতে পারে।

**মূল্যায়ন:**

সুপরিগ্রহণের আশায় গ্রন্থাগারিকেরা এক সময় স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার পদ্ধতি বেছে নিয়ে ছিলেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদ্ধতির ব্যবহারিক সুফলতাগুলির মূল্যায়ন করা উচিত।

---

* Wilden-Hart, Marian—Long term effects of approved plans. Library Res & Tech Serv. 14, 1970, p. 400-406.

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গ্রন্থাদির ক্রমবর্ধমান মূল্য (কেবল মাত্র ১৯৮০-৮১ এই এক বছরেই যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং জার্মানীতে এই বৃদ্ধি যথাক্রমে ৫৮·৩%, ১০·১% এবং ১০%)† গ্রন্থাগারের গ্রন্থক্রয় ক্ষমতা ক্রমশঃ সীমিত করছে। আবার একই সাথে প্রতি খণ্ডের গড় মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় স্ট্যান্ডিং অর্ডার বাবদ খরচ বেড়েই চলেছে। ফলে বড় বড় গ্রন্থাগারের অন্যান্য ধরনের পরিগ্রহণ পদ্ধতিগুলির উপর ক্রমাগত ব্যয় সংকোচনের চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে কোন গ্রন্থাগারের স্ট্যান্ডিং অর্ডার সিরিজ তালিকার পরিমার্জন করা একান্ত প্রয়োজন নিম্নলিখিত কারণে—

(ক) নতুন নতুন সিরিজের আবির্ভাব (খ) কোন কোন সিরিজের প্রকাশ বন্ধ হওয়া এবং (গ) কোন সিরিজের বিষয়ের কেন্দ্র বিন্দু পরিবর্তন।

বিস্তারিত এবং উপযুক্ত পদ্ধতিতে কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর সিরিজগুলির মূল্যায়ন প্রয়োজন। এই ধরনের মূল্যায়নের জন্য সিরিজ পিছু তিনটি প্যারামিটার (Parameter) সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে—(১) বছর পিছু প্রাপ্ত খণ্ডের সংখ্যা, (২) বাৎসরিক মোট ব্যবহার এবং (৩) বাৎসরিক খরচ। পাঠ্যাংশের ভাষা, ঐ বিষয়ে আগ্রহী ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং ক্রয়লভ্যতা ইত্যাদিও অবশ্য বিবেচনায় আনা উচিত। উপরোক্ত দিকগুলি বিশ্লেষণ করে পরিমার্জিত তালিকা তৈরী করতে হবে।

বাতিল করতে হবে সেই স্টান্ডিং অর্ডার সিরিজ যে (১) এ পর্যন্ত খুব কমই ব্যবহৃত হয়েছে, (২) ভবিষ্যতেও খুব একটা ব্যবহৃত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে না এবং (৩) আন্তঃগ্রন্থাগার ঋণ ব্যবস্থায় সহজেই পাওয়া যায়। যে সব সিরিজগুলি বছরে অন্ততঃ ছয়বারও ব্যবহৃত হয়নি তাদের কেনার তুলনায় প্রয়োজন বোধে অন্য প্রতিষ্ঠান হ'তে ধার করে আনা শ্রাশ্রয়কর। ৪০% বা আর বেশী ব্যবহৃত সিরিজগুলি স্বার্থহীন ভাবে আগের মত রাখা চলতে পারে, রেফারেন্স গ্রন্থ বা অন্যভাবে কোন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সিরিজকে এই মূল্যায়নের আওতায় না রাখা উচিত।

খোলা বাজারে সহজ লভ্য সিরিজগুলির ব্যাপারে নতুন ভাবে চিন্তা করতে হবে। এগুলি স্ট্যান্ডিং অর্ডারের পরিবর্তে আপ্রোভাল পদ্ধতিতে ক্রয়ের চিন্তা করা উচিত। এ পদ্ধতিতে কোন সিরিজের কোন বিশেষ খণ্ড পছন্দসই মানের না হলে সহজেই বাদ দেয়া সম্ভব। এছাড়াও গ্রন্থাগারিককে ক্রমাবর্ধিত সার্কুলেশন সম্বলিত স্ট্যান্ডিং অর্ডার সিরিজগুলির জন্য কোন বদলী পরিগ্রহণ পদ্ধতির কথা চিন্তা করতে হবে।

### সুবিধা এবং অসুবিধাদিঃ

প্রত্যেক পদ্ধতির মত স্ট্যান্ডিং অর্ডারেরও সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই রয়েছে।

### সুবিধাদি

(ক) সমকালীন গ্রন্থাদির সুসংগঠিত সংগ্রহ গড়ে;

(খ) ক্রয়লভ্য/প্রকাশিত হওয়ার মুহূর্তেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রন্থাদি সংগৃহীত হয়;

(গ) যে সব দেশের গ্রন্থাদি বাণিজ্যিক ভাবে আমাদের দেশে আসে না সেগুলিও সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব;

(ঘ) অতি প্রয়োজনীয় সিরিজগুলির প্রতিটি খণ্ড পৃথক পৃথক ভাবে অর্ডার করার অতিরিক্ত ঝামেলা ও খরচ হতে অব্যাহতি;

(ঙ) ব্যবহারকারী চাইবার আগেই বেশীর ভাগ বই গ্রন্থাগার পাঠলভ্য হয়;

(চ) বিষয় ভিত্তিক সুসংগ্রহ গড়ে তোলা সম্ভব, এবং

(ছ) সোসাইটি, অ্যাসোসিয়েশন, এবং বিভিন্ন ইনস্টিট্যুটের প্রকাশনগুলি সম্পূর্ণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত।

### অসুবিধাদি

(ক) দুষ্প্রাপ্য, পুরানো কিংবা ছাপা নেই এরকম গ্রন্থাদির পরিগ্রহণে মোটেই প্রযোজ্য নয়;

(খ) সিরিজ বহির্ভূত গ্রন্থাদির ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়;

(গ) পৃথক পৃথক খণ্ডে প্রকাশিত বইগুলির পাণ্ডুলিপি বাছাইয়ের ভার মূলতঃ প্রকাশকের উপর ন্যস্ত। অতএব অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে প্রকাশিত কিছু অপ্রয়োজনীয় বই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হওয়ার ভয় থেকে যায়;

(ঘ) কোন বিশেষ বই-এর অতিরিক্ত কপি সংগ্রহে অসুবিধা;

(ঙ) কোন বিশেষ বই-এর সত্বর সংগ্রহের অনুরোধ আসলে ঐ বইটি স্ট্যান্ডিং অর্ডার সিরিজগুলির কোন একটিতে অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশিত/সংগৃহীত হবে কিনা তা খতিয়ে দেখা এক সমস্যা হয়; এবং

(চ) খণ্ডগুলির প্রকাশ কোন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে না হওয়ায় পরবর্তী বছরের খরচের আভাস ঠিকমত পাওয়া যায় না।

† Iyengar, T.K.S—Information Society the negative factors. The Hindu 29|9|81.

**মন্তব্যাদি**

কোন চিন্তা না করেই প্রচলিত পরিগ্রহণ পদ্ধতি-গুলির মধ্যে কোন একটি বা তার অধিক একই সাথে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তী দিনগুলিতে বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও তথ্যাদির আলোকে প্রতিটি পদ্ধতির ব্যবহারিক সুবিধা-অসুবিধা ও সার্থকতার মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এই একই কথা স্ট্যাণ্ডিং অর্ডারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সময় ও ডাক খরচ কমাবার জন্য স্থানীয় বিক্রেতাদের স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। যে কোন সময়ে অর্ডার একতরফাভাবে বাতিল করা কিংবা কোন একটি খণ্ড না নেবার অধিকার গ্রন্থাগারিকের থাকবে—এই মর্মে একটি শর্ত স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার সংক্রান্ত চুক্তিতে রাখতে হবে।

স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার বাবদ খরচ, বাৎসরিক গ্রন্থক্রয়ের বাজেটের পূর্ব নির্ধারিত একটি অংশের (আমাদের মতে ১০%) বেশী হতে দেওয়া উচিত নয়। এই সংক্রান্ত সমস্ত হিসাব আলাদা ভাবে রাখা বাঞ্ছনীয়।

অনেক সুবিধা এবং অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও প্রায় সব রকম গ্রন্থাগারেই কম বেশী সার্থকতার সাথে স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার পদ্ধতি প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে এবং সামান্য কারিগরী জ্ঞানের প্রয়োগে এটি হতে সব-চেয়ে বেশী সুবিধা সহজেই আদায় করে নিতে পারেন একজন কুশলী গ্রন্থাগারিক।

---

# রাজ্যের শিক্ষা ও গ্রন্থাগার মন্ত্রীত্রয়ের সম্বর্ধনা সভা

গত ৬ই মে মৌলালী যুবকেন্দ্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী-সমিতির পক্ষ থেকে রাজ্যের নতুন গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রীসরল দেব, শিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস, ঋদ্ধ শিক্ষামন্ত্রী মহঃ আবদুল বারি এবং ত্রাণ ও পুর্নবাসন মন্ত্রী শ্রীমতি ছায়া বেরাকে (প্রাক্তন গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী) সম্বর্ধনা জানানো হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রবীর রায়-চৌধুরী।

সভার শুরুতে পরিষদের কর্মসচিব অরুণ রায় বলেন এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান চাক্ষুষ পরিচয় এবং আন্তরিক ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। পরিষদের পক্ষ থেকে বামফ্রন্ট সরকারের গ্রন্থাগার নীতি কার্যকর করার জন্য সমস্ত রকমের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। পরিষদের তরফ থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে মাননীয় মন্ত্রীদের এবং উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

এরপর পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির সম্পাদক তরুণ রায় মাননীয় মন্ত্রীদের অভিনন্দন জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন আন্দোলনের পরে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন হয়। গত দশবছর ক্ষমতায় থাকার পর এবছর আবার বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গের জনগনের সমর্থন পেয়েছেন। তিনি এই সরকারের কাছে একটি শক্ত প্রশাসনের আবেদন জানান। বিগত বছরের মত আগামী দিনেও শিক্ষাপ্রসারের যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং রাজ্যের "গ্রন্থাগার" ব্যবস্থা যেন সমস্তরকম সুযোগ-সুবিধা পায়। তিনি আরো বলেন যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য লোকাল লাইব্রেরী অথরিটি গঠিত হয়েছে। গ্রন্থাগার আন্দো-লনের সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আগামী দিনে ও আজকের কর্মজীবনে যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি আছে তা দূর করতে এই সরকারের সম্পূর্ণ সাহায্য আশা করেন এবং সংগে সংগে তিনি কর্মী-সমিতির পক্ষ থেকেও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রীসরলদেব বলেন "যে মালা এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে তা উপস্থিত জনগণেরই প্রাপ্য, কারণ নির্বাচনে জয়লাভ এবং মন্ত্রীসভায় আসনগ্রহণ তাঁর ব্যক্তিগত জয় নয়,

এটা সংগ্রামী মানুষের ত্যাগ ও নিষ্ঠার জয়। কংগ্রেস আমলে গ্রন্থাগারখাতে যেখানে বছরে ৫০-৬০ লক্ষ টাকা করা হতো, সেখানে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বছরে ১০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। অথচ ভারত সরকার গ্রন্থাগারব্যাপারে অতি সামান্য ব্যয় করেন। ১৯৭১ সালে পূর্বতন মন্ত্রীরা অধ্যাপক পার্থ দে এবং পরবর্তীকালে শ্রীমতী ছায়া বেরা গ্রন্থাগার জীবনে যে নতুন প্রাণসঞ্চার করেছেন, তাঁর কাজ হবে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে তিনি সকল কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন। তবে সাফল্য সকলের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। তিনি "রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের" অবস্থা দেখে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে "Text Book Library" করতে হবে। এ-ব্যাপারে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে আশান্বিত হয়েছেন। কিভাবে সরকারী দীর্ঘসূত্রিতার হাত থেকে গ্রন্থাগার কর্মীদের বাঁচানো যায়, সেটা তিনি আলোচনা করবেন। সকল কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে করা যায়, তার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে সকল বিষয়ে আলোচনা করবেন বলে আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, আমাদের গ্রাম সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের উদ্দেশে আবেদন করে বলেন যে তাঁরা যেন সময়মত গ্রন্থাগারে আসেন এবং গ্রন্থাগার খোলা রাখেন। গ্রন্থাগারে উপস্থিত পাঠকদের সাহায্য করতে বলে। অর্থাৎ সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেলে তিনি অবশ্যই সকল কাজ সমাধা করতে পারবেন।

রাজ্যের বয়স্ক শিক্ষা, প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মহঃ আবদুল বারি আলোচনার শুরুতে সকলকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে শুধু টাকার বৃদ্ধিই নয়, শহর, গ্রামে আজ অসংখ্য গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। বহু মানুষ আজ গ্রন্থাগারে আসছেন। যাঁরা গ্রন্থাগারগুলোর সঙ্গে যুক্ত তাঁরা সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন। পূর্বে গ্রন্থাগারগুলো মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবিরা ব্যবহার করত। কিন্তু আজ বামফ্রন্টের আমলে শিক্ষা আর জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য গ্রন্থাগারগুলো সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলো অনবদ্য ভূমিকা পালন করছে। ১৯৭১ সালে গ্রন্থাগার আইন হয়েছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁরা এর মাধ্যমে শিক্ষাকে আরো ব্যাপক মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য ভাবনা চিন্তা করছেন।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বামফ্রন্ট সরকার প্রভূত সাহায্য করছেন। অনুন্নতশ্রেণীর মেয়েদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা করা হয়েছে। এগুলো নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নতির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এর সাহায্যে সমাজের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পাঠস্পৃহা বাড়িয়ে তোলা যায়। সমাজের সমস্ত মানুষ সচেতনতার দায়িত্ব নিলে তবেই নিরক্ষরতার যে অভিশাপে আমরা অভিশপ্ত তার থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি। গ্রাম-বাংলার মানুষেরা শিক্ষাক্ষেত্রে বেশী পিছিয়ে আছে। এঁদের জন্য প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। সংগে সংগে শিক্ষিত মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে। ৪০ বছর ধরে আমরা আমাদের নিরক্ষরতা দূর করতে পারিনি। সমাজের বিভিন্ন পেশার নিযুক্ত মানুষ, যথা—গরীব ক্ষেতমজুর, তাঁতী, শ্রমিক, যাঁরা অভাবের জন্য আজও নিরক্ষর, তাদেরকে সচেতন করতে হবে আমাদেরই। সেভিয়েত ইউনিয়ন, ভিয়েতনামের সংগ্রামী মানুষেরা যেমন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, তেমনি অল্প সময়ে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তা দূর করেছে, অতএব আমরা যাঁরা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছি, তাঁরা সকলে মিলে যদি সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ করি, সরকারের সংগে সহযোগিতা করি তবে শিক্ষাক্ষেত্রে নিরক্ষরতা দূর করা যাবে। নিরক্ষরকে সাক্ষর করতে না পারলে আমরা আমাদের যে মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য তা পূরণ করতে পারবো না। গ্রন্থাগারকর্মীরা এ-বিষয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারেন, শুধুমাত্র সরকারী প্রশাসনের উপর দায়িত্ব দিলই সে কাজ সমাধা করা যাবে না।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস বলেন বামফ্রন্ট সরকার গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন। যখন কোন জনদরদী সরকার ক্ষমতায় থাকেন তখন তারা বিভিন্ন গণ-সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের সহযোগিতাকে গ্রহণ করে কাজ করেন। শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অবশ্যস্বীকার্য। সুতরাং গ্রন্থাগারে যে সকল সংগঠন ও কর্মীরা আছেন তাদের সংগে পরামর্শ করে সরকারকে চলতে হবে একথা বর্তমান গ্রন্থাগারমন্ত্রী সরল দেব মহাশয় একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন। উনি দীর্ঘদিন শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত। কাজেই শ্রমিক আন্দোলনের মতো শিক্ষা বিভাগের ক্ষেত্রেও তার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তার দায়িত্ব পালন করবেন। আর্থিক ক্ষেত্রে অসুবিধার জন্য হয়তো সব কাজ ইতিমধ্যে হয়ে উঠেনি। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অনেক সমস্যা রয়েছে, তা দূরীভূত করতে কিছু সময় লাগবে। নতুন পাঠক

সৃষ্টির দিকে নজর দিতে হবে। পাঠকের সঙ্গে বইয়ের সম্পর্ক তৈরী করতে হবে। পুস্তক নির্বাচনের দিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে। লোকায়ত, চিরায়ত সাহিত্য যাতে গ্রন্থাগারে প্রবেশ করে তা দেখতে হবে। বই কেনার ব্যাপারে সরকারী অনুদানের শতকরা ৩০ ভাগ ব্যয় হয় তা দেখতে হবে। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহায়তায় সংকলিত "বাংলা গ্রন্থপঞ্জী" কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। বর্তমান মন্ত্রীর নেতৃত্বে গ্রন্থপঞ্জীর কাজ অব্যাহত থাকবে এ আশা তিনি করেন। অবসরকালীন ভাতা বা সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে সরকার চেষ্টা করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আগে বলেন গণ সংগঠনের ভূমিকা প্রত্যেকটি বিভাগের ক্ষেত্রে কেমন সত্য গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও তেমনি স্বীকৃত সত্য। এর প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বামফ্রন্ট সরকার অগ্রসর হচ্ছে। সকলের সহযোগিতায় বিশেষ করে শিক্ষাপ্রিয় মানুষের সহযোগিতায় আগামী পাঁচ বছরে এই সরকার সাফল্য লাভ করতে পারবে বলে তিনি আশা করেন। পরিশেষে তিনি বলেন যে অন্ধভাবে সমর্থন নয়, যদি সরকারে কাজে কোন ভুল ত্রুটি থাকে তা অবশ্যই সকলের সমালোচনার মাধ্যমে সংশোধন করতে হবে। এই বলে তিনি সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

পূর্বতন গ্রন্থাগার ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা মন্ত্রী ও বর্তমান সমাজ কল্যাণ ও ত্রাণ বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়াবেরা বলেন যে, এখনও বহু মানুষ দারিদ্রা সীমার নীচে আছে, এখনও অনেক মানুষ রুজিরোজগারের জন্য ভূতাগিরির মাধ্যমে শ্রম বিক্রি করে, তাঁরা এখনও ভাবে লেখাপড়া বাবুর ছেলেমেয়েদের জন্য। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থাটা এমন হওয়া উচিৎ যেন সকলে শিক্ষা পায়। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোটা এমনই তাতে কেবল বাবু বাড়ীর ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হয়, কিন্তু মানুষ হয়ে যায় না। মানুষ হন না বলেই আজও দেখি অসংখ্য গরীব খেটে খাওয়া মানুষের, যাদের ছেলেমেয়েরা নিরক্ষর, দারিদ্র সীমার নীচে পড়ে আছে, তাদের ট্যাক্সের টাকায় বড় হচ্ছে বাবুবাড়ীর ছেলেমেয়েরা, তাদের নিয়ে গর্ব করে যারা শিক্ষার আলোক পান না। এই শিক্ষা সমাজকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে, তা চিন্তার বিষয়। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত মানুষের দায়িত্ব শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়া। UNESCO ভাষায় বলা হয় "গ্রন্থাগার জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়।" এজন্য গ্রন্থাগারের দায়িত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে সমাজে পাঠক তৈরী করা যায় এবং বই পাঠক তৈরীর উপর নির্ভর করে সমাজ কতটা এগোবে। বামফ্রন্ট আমলেই এসব নিয়ে চিন্তা করা হচ্ছে। যা কিনা বিগত দিনে হয় নি। এখন যাঁরা গ্রন্থাগার আন্দোলন বিকশিত করতে অগ্রসর হয়েছেন, তাদের ঋণ বামফ্রন্ট সরকার অস্বীকার করতে পারবে না। গ্রন্থাগার আইনে যে সমস্ত ত্রুটি আছে, তা সংশোধন করতে হবে। এজন্য গ্রন্থাগার কর্মী বন্ধুদের সাহায্য অবশ্যই দরকার। যে সকল কর্মীবৃন্দ সমাজকে ভালবেসে মাত্র ৭০-৭৫ টাকা বেতনে কিংবা বিনা বেতনে গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা আজও বর্তমান। তাঁদের সুচিন্তিত পরামর্শ গ্রহণ করেই অনেকটা অগ্রসর হওয়া গেছে এবং সে পরামর্শের প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন তিনি আশা করেন যে বর্তমান মন্ত্রী সে ধারা বজায় রাখবেন। বর্তমান মন্ত্রী বইমেলা কিভাবে কতদূর গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন জেনে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন।

সমাজকে সুন্দর করতে শুধু গ্রন্থাগার কর্মীদের, লেখকদের বা প্রকাশকের দায়িত্ব নয়। সকলের যৌথ প্রয়াস দরকার। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির বই-এ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ নেই। অথচ অধিক বিদ্যা সংরক্ষণ ও পঠন পাঠনের কথা উল্লেখ আছে।

পরিশেষে তিনি বলেন যদিও তিনি গ্রন্থাগার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত নন, কিন্তু একজন শিক্ষাকর্মী এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সাথে যুক্ত থাকার জন্য, গ্রন্থাগার আন্দোলন বিকাশের জন্য সম্পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়াতে তিনি একটুও কুণ্ঠা করবেন না। এবং সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় গ্রন্থাগার আন্দোলন সঠিক পথে অগ্রসর হতে সমর্থ হবে। এর ফলে গ্রন্থাগার আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষে এক ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করবে। পুনরায় সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

প্রতিবেদক—
বনানী সেনগুপ্ত

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

# চিঠিপত্র

( মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন )

## "গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বক্তব্য"

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের পত্রিকায় (১-৬-৮৭) মাননীয় গ্রন্থাগার মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য পড়লাম। বহু প্রতিক্ষিত জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক নিয়োগ করা হবে এবং আলাদা ভাবে জেলা গ্রন্থাগার অফিস করা হবে জেনে আনন্দিত হলাম একজন গ্রন্থাগারিক হিসেবে। সবিনয়ে তাঁর কাছে কিছু বক্তব্য পেশ করছি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে।

গ্রন্থাগার একটি ক্রমবর্ধমান সংস্থা এবং এর পরিষেবা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর জন্য বর্তমান প্রতিটি গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক রয়েছেন ও ভবিষ্যতেও নিয়োগ করা হবে। কিন্তু অতীব দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি যে দু-একটি গ্রন্থাগার ব্যতীত সব গ্রন্থাগারই সেই মান্ধাতার আমলের পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছেন যা গ্রন্থাগার পরিষেবা উন্নয়নের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে ভবিষ্যতে এবং গ্রন্থাগারগুলি মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। এ জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রতিটি গ্রন্থাগারের পুস্তকাদির গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্মতভাবে ক্লাসিফিকেশন ও ক্যাটালগের। গ্রন্থাগারগুলির এই শৈশবাবস্থায় যদি তা না করা হয়ে থাকে তাহলে এমন একটি সময় আসবে যাতে করে পাঠককে তাঁর নির্দিষ্ট বইটি গ্রন্থাগারে থাকলেও হয়তো তা দেওয়া হয়ে উঠবে না। এদিকটায় লক্ষ্য রেখে কঠোর ভাবে নির্দেশ দিতে অনুরোধ করছি। তা না হলে এমন একটা সময় আসবে যখন এর প্রয়োজন একান্তভাবে অনুভূত হবে তখন পুস্তকাদির বৃহৎ ভান্ডার গড়ে ওঠার জন্য তা সময় সাপেক্ষ হয়ে উঠবে অথবা বাড়তি কর্মী নিয়োগ করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ শুধুমাত্র জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক নিয়োগ করে হয়তো প্রশাসনিক দিকটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা যাবে কিন্তু গ্রন্থাগারের উপরোক্ত দিকটা যথাযথ রূপায়িত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতিটি ব্লক স্তরে একজন করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী নিয়োগ করলে পর্যবেক্ষণের সাথে সাথে তাঁদের সহায়তায় গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিকবৃন্দ দৃঢ়তার সাথে তা রূপায়িত করতে পারবেন এবং উচ্চ স্তরের কর্মীদের সৎ প্রচেষ্টায় সুদূর ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারগুলি সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে গ্রাম শহর নগরে।

তৃতীয়তঃ সাধারণতঃ দেখা যায় প্রতিটি গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ভান্ডার ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এজন্য তিন চারটি নিকটবর্তী গ্রন্থাগার নিয়ে এক একটি এলাকা করে যদি তাদের পরস্পরের মধ্যে সাময়িকভাবে পুস্তক দেয়া নেয়ার আদেশ দেওয়া হয় তাহলে এক বৃহৎ অংশ গ্রন্থাগারগুলির সংগ্রহ ভান্ডার ব্যবহার করে উপকৃত হবে।

চতুর্থতঃ যেহেতু গ্রন্থাগার ক্রমবর্ধমান সংস্থা সেজন্য বর্তমান ও ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত হবে এমন গ্রন্থাগার ভবনের জন্য সরকারীভাবে সম্প্রসারণের সুবিধা রেখে মাষ্টার প্ল্যান করে দিলে সুদূর ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারগুলি সংকটের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

পঞ্চমতঃ বর্তমান গ্রন্থাগারগুলির প্রায় সমস্ত ব্যয়-ভার সরকার বহন করেন এজন্য সমস্ত কর্মীদেরকে পুরাপুরি সরকারী কর্মী ঘোষণা করে বর্তমান রাজ্য গ্রন্থাগার থেকে গ্রামীণ গ্রন্থাগার পর্যন্ত প্রতিটি গ্রন্থাগারকে একটি চেইনে আনলে গ্রন্থাগার পরিষেবা রাজ্য স্তর থেকে গ্রামীণ স্তর পর্যন্ত সুসংবদ্ধ হয়ে উঠবে।

ষষ্ঠতঃ বর্তমান গ্রন্থাগারগুলি সরকারী নির্দেশে পরিচালিত হলেও এখনও পর্যন্ত বহুলাংশে তা অনুসৃত হচ্ছে না এবং প্রায় সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব সরকার বহন করলেও তা অপ্রতুল বিধায় গ্রন্থাগারগুলি বিভিন্ন খাতে চাঁদা সংগ্রহ করে সদস্যদের নিকট হতে যা তাঁদের

প্রতি বোঝা স্বরূপ হয়ে ওঠে এবং এই কারণে বহু আগ্রহী ব্যক্তি এর ফলে গ্রন্থাগার থেকে দূরে সরে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। এই চাঁদা প্রথা তুলে দেবার নির্দেশ দিলে বৃহৎ অংশ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পাবে এবং এর ফলে ভবিষ্যত সুফল দায়ী হবে।

সপ্তমতঃ যে গ্রন্থাগার কমিটি বর্তমানে গঠন করা হয় সরকারী বিধিমতে তাতে অন্ততঃ দুইজন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদেরকে সরকার মনোনীত সদস্য-রূপে কমিটিতে রাখলে গ্রন্থাগারের পরিষেবা আরও সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হবে কেননা এঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন প্রশিক্ষণ এবং কর্ম মাধ্যমে।

অষ্টমতঃ প্রতিটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বুক ব্যাঙ্ক শাখা করা হয় তাহলে সাধারণ পাঠকদের সাথে সাথে তারাও তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক অনুশ্রেয় সেবা পেয়ে উপকৃত হবে এবং তা সুদূর ভবিষ্যতে সুফলদায়ী হয়ে উঠবে।

নবমতঃ প্রতিটি কর্মীদেরকে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর পর পর বদলী করার বিধান প্রণয়ন করতে করতে হবে কেননা দেখা যায় যে বর্তমানে বহু গ্রন্থাগারের কর্মীগণ স্থানীয় এবং এখনও পর্যন্ত তাঁরা সঠিক সময়ে গ্রন্থাগারে উপস্থিত হন না অথবা তাঁদের নিজেদেরকে অন্যকোন কাজে নিয়োজিত করে গ্রন্থাগার পরিষেবা ব্যাহত করে চলেছেন। বদলীর বিধান প্রণয়ন করলে অবশ্যই তাদের জন্য গ্রন্থাগার সংলগ্ন স্থানে কোয়ার্টার অথবা সরকারী নিয়মানুযায়ী বাড়ীভাড়া ভাতা দেওয়ারও ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে।

দশমতঃ যে হেতু গ্রন্থাগারের প্রায় সমস্ত ব্যয় ভার সরকার বহন করেন সেহেতু সরকার পক্ষ থেকে বর্তমান ব্যবস্থার হিসাব পরীক্ষা করার জন্য জেলা স্তরে এক-জন হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ করতে হবে অথবা হিসাব পরীক্ষাজনিত কারণে গ্রন্থাগারগুলি যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তা একত্রিত করে কোন সরকার নির্দিষ্ট হিসাব পরীক্ষককে দিয়ে হিসাব পরীক্ষা করার বিধি প্রণয়ন করলে আর্থিক দিকটা সুরক্ষিত হবে।

উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় রূপায়ণ করার পথে অগ্রসর হয়ে বর্তমান গ্রন্থাগারসমূহকে পরিষেবায় সমুজ্জ্বল করবেন আশা করছি। *

বিনীত
**কাজী খোদাবক্স সিদ্দিকী**

* চিঠিটি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হয়েছিল। পরিষদকে যে কপি দেওয়া হয়েছে তাই মুদ্রণ করা হলো।

## গ্রন্থাগার সংবাদ

### সংকলক : অম্বুপকুমার সরকার

**কলিকাতা**

**নবদিগন্ত পাঠাগার, নারকেলডাঙ্গা :**

গত ২৯শে মার্চ, ৪র্থ এপ্রিল, '৮৭ পর্যন্ত গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে গ্রন্থাগারের শুভানুধ্যায়ী ও সদস্য গ্রন্থাগার ৯৪টি বই উপহার দেন।

**চব্বিশ পরগণা**

**আর্যা লাইব্রেরী, নারায়ণপুর :**

গত ১লা-২রা মার্চ, '৮৭ গ্রন্থাগারের ৭৬তম বর্ষ-পূর্তি উৎসব পালিত হয়। ১লা মার্চ স্থানীয় রাজ-লক্ষ্মী বিদ্যালয়ে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ২রা মার্চ সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণ ও পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিযোগীদের নিয়ে আবৃত্তি ও সংগীত সহ একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করা হয়। ৩১শে মার্চ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে নারায়ণ হাস-পাতাল প্রাঙ্গণে 'সমুদ্র অস্থির' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়।

**কাঁচড়াপাড়া মিউনিসিপাল টাউন লাইব্রেরী :**

গত ১১ই এপ্রিল, '৮৭ সন্ধ্যায় গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে বীজপুর বিধানসভার পুনর্নির্বাচিত সদস্য শ্রীজগদীশচন্দ্র দাশকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবর্ধনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে কাঁচড়াপাড়া পৌর-সভার পৌরপ্রধান সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

**সল্লক পাঠাগার, প্রতাপগড়, নিমতা :**

গত ২০শে ডিসেম্বর '৮৬ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে একটি

পুস্তক প্রদর্শনী ও পোস্টার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। পুস্তক প্রদর্শনীতে গ্রন্থাগারের ১৯টি বিষয়ের ১৮৩টি পুস্তক প্রদর্শিত হয়। পোস্টার প্রদর্শনীর বিষয় ছিল, (ক) গণতন্ত্র ও মানবিকতার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ এবং (খ) শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশ। ২০শে ডিসেম্বর থেকে ২২ শে ডিসেম্বর তিনদিনব্যাপী এই প্রদর্শনী স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করে।

**দার্জিলিং**

**অরুণোদয় পাঠাগার, চটের হাট :**

গত ২০শে ডিসেম্বর, '৮৬ গ্রন্থাগারে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্থানীয় শিশু-কিশোর, শিক্ষক, সাধারণ মানুষ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়ে পাঁচ শতাধিক মানুষের একটি মিছিল 'আরও বই পড়ুন', 'গ্রন্থাগারে আসুন', 'বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চাই', 'প্রতিটি গ্রন্থাগারে শিশুবিভাগ চাই', 'শিক্ষা ও গ্রন্থাগার খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে' প্রভৃতি দাবী সহ সমগ্র এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ', দার্জিলিং জেলা শাখা ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির দার্জিলিং জেলা শাখার সভাপতি শ্রীবীরেন চন্দ সহ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তব্য রাখেন।

**বর্ধমান**

**পানুড়িয়া সাধারণ পাঠাগার :**

গত ৯ই ও ১০ই মে, '৮৭ পাঠাগারের উদ্যোগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৬তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। ১৬ই, ১৭ই ও ১৮ই মে, '৮৭-র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষে ১৬ই মে, '৮৭ শ্রীঅরিন্দম কোঙার 'রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার' এই প্রসঙ্গের উপর বক্তব্য রাখেন। পুরস্কার বিতরণী সভায় পুরস্কার বিতরণ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রীশৈলেন্দ্রশেখর দে মহাশয়।

**শ্রীখন্ড জনস্বাস্থ্য সমিতি :**

গত ২০শে ডিসেম্বর, '৮৬ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে সমিতির শিশু গ্রন্থাগারে স্থানীয় শিশুদের নিয়ে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং পরিষদের দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। অনুষ্ঠানে 'গ্রন্থাগার দিবস', 'শিশুদের সাথে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক', 'জনশিক্ষা প্রসার ও সামাজিক চেতনা বিকাশে গ্রন্থাগারের ভূমিকা' প্রভৃতি বিষয়ের উপর বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। এছাড়া শিশু গ্রন্থাগার উন্নয়নে অর্থ-সংগ্রহে শিশুদের উৎসাহ প্রদান এবং শিশু গ্রন্থাগার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

**বাঁকুড়া :**

**বিবেকানন্দ স্মৃতি পাঠাগার : ময়নাপুর :**

গত ২০শে ডিসেম্বর, '৮৬ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে আবৃত্তি, বসে আঁকো, সংগীত প্রভৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক তারানন্দন মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রজীবনী নিয়ে আলোচনা করেন প্রধান শিক্ষক শ্রীঅমরশংকর ভট্টাচার্য। সভার শেষে তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর থেকে একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

**বীরভূম :**

**বরণে শান্তি সংঘ :**

গত ২৬শে বৈশাখ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়।

**মেদিনীপুর :**

**জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক :**

গত ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ১২৬তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা সংগীত প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

**হাওড়া :**

**সংস্কৃতি, চাকপোতা :**

গত ৪ঠা জানুয়ারী '৮৭ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালন করা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনায় বিভিন্ন বিশিষ্ট বক্তা বক্তব্য রাখেন।

# ENGLISH ABSTRACTS

**GRANTHAGAR, 1393 B.S. Aswin to Chaitra**
**Vol. 36, 6—12**
**Compiled by Bhaswati Chatterjee**

**Vol. 36, No. 6 ; 1986, Aug-Sept.**

*Library Scene in West Bengal—an evaluated report of the Executive Committee—Editorial.* P 1-4.

Four major points such as library development in the state, national education policy and library system, devaluation of library science education by the Central government and national and international situation were discussed in the Executive Committee meeting of the BLA held on 20th July 1986. The Executive Committee mentioned several positive features as well as snags in the library development in the state. The Committee expressed its concern over the move to brand the library science education as a vocational course. The Committee criticised the role of the Central Government who failed to recognize the role of library in the new education policy. The committee urged the librarians to be cautious against the disruptive forces now active in the country as well as against the war mongers.

*Sourendra Mohan Gangopadhyay—Ethics of librarianship in India.* P 5.

Traced the history of professional ethics and the evolution of professional ethics of librarians. Felt the need to develop professional ethics for the librarians, library users, library managers, library science teachers in our country.

*Amitabha Chattopadhyay—The basis of ethical principles of librarianship and other aspects.* P 6-8.

Librarianship like any other profession aims at human services, that is, to provide right book to the right reader at the right time. So it requires some ethics behind it to maintain its standard and commitment to the users. Mentioned six points and Five Laws of Library science which would be considered in constructing behavioural principles.

*Jayasree Sen and Deepa Roychowdhury—Ethical code of conduct for librarianship.* P 8-11.

Stated that in India, uptil now no step has been taken to compile a code of conduct based on the Five Laws of Library Science. Recently in national and state level efforts are being made for it.

Pointed out that duties and responsiblities of the librarians should be mentioned in the code. Explained merits and demerits of such a code and role of professional associations in this regard.

*Bhabani Prasad Ghosh—Need for professional ethics of the libraries and its evaluation.* P. 11-12.

Advocated that the librarians should love his library and his clientele. He should be aware of his profession. Proposed that the Five Laws of Library Science can be considered as a basis to develop ethics of librarianship. Pointed out some features of the ethics such as honesty, efficiency, economic uniformity, library science education etc.

*Nanda Dulal Basak and Binode Behari Das—Documeni-librarian and Reader-librarian relationship from the point of view of professional ethics.* P 13-15.

Stressed the need of a code of conduct for librarianship-Mentioned Five Laws of Library Science as a basis to frame such ethics mentioned some responsibilities of the librarian towards document-employee and user-employee relationships.

*Bijaya Bandopadhyay—Ethical code of conduct for library profession* P 15-17.

Explained the meaning of ethical code and pointed out the importance of Five Laws of Library Science in framing such a code. Expressed that the library staff should render service with love and affection. Librarians should have a love for the users of the library. Stressed the advantages of such a code and finally the role of professional associations to develop such a code.

*Ratna Bandopadhyay—Library and the moral responsibility.* P 17-20.

Explained ethical code of conduct—Pointed out four categories of responsibilities of a librarian and on the basis of these categories twenty two propositions were made. Responsibilities of the librarians are (*a*) educational (*b*) research (*c*) administrative (*d*) professional development.

*Kankan Sarkar—Ethics of library profession.* P 20-23.

Definition of profession was given. Explained the social role of libraries and the professional role of library workers—pointed out different types of professional responsibilities of the librarians, such as, towards readers, library committee, colleagues, equipments and to the profession itself.

*Amarnath Chattopadhyay—Moral responsibities of the workers in a public library* P 23-25.

Explain the aim of public library. Summarised the primary responsibilities of librarian in a public library. To satisfy the needs of users, to cooperate with the committee, to improve professional ability, to behave friendly with the collegues, to treat library property as national property and to use money properly. Pointed out the role of professional institutions in the compilation of a code.

*Swapan Chowdhury—Ethical code of conduct of library profession.* P. 26-27.

Metioned the role of librarian in changing environment of the society. Explained the responsibilities of librarian to the users in the light of five laws of library science. Other responsibilities towards professional colleagues and to library property were also mentioned. The responsibility of the professional associations would be to integrate the library profession.

*Aloke Kumar Jana—Ethical principles of library profession.* P 27-28.

Proposed that dignity and social acceptance

of a librarian is correlated with ethical principles of the profession. Proposed that the librarians should love his readers, library authority, colleagues. He should play an effective role in maintaining properties of the library, balance financial resources. Also mentioned the obstacles towards effective implementation of professional ethics.

*Shivananda Pal—Professional ethics of librarianship.* P 29-30.

Discussed professional ethics in the light of W. B. Public Library Act 1979. Mentioned the responsibility of a librarian towards the users, library equipment, colleages and as mentioned the administrative ability of a librarian, his impartiality, intelligence etc. Pointed out the merits and demerits of compiling the code and the role of professional associations in it.

## Vol. 36, 7-8 ; 1986, Oct.-Nov.

*B. L. A. Conference (Editorial)* P 1-2.

The editorial highlighted the organisational problems in holding Bengal Library Conferences. Previously individual libraries were willing to host the conference. Number of delegates were not at that time very large. Since 1977 large number of delegates are attending. At present the number of delegates are roughly from 800-1200. This number is posing serious problems to the host. Individual libraries are not willing to host. The village oriented conference is no longer possible. Even for a small city it may not be possible. Some people advocated to change the character of confenrence.

*Library Statistics by Phanibhusan Roy* P 3-8.

Stressed the utility of statistics in every sphere of life as well as in the library world. Even today most of the librarians are not keeping statistics. Planners of W. B. Public libraries are finding difficulties for want of library statistics. Suggested that the librarians should keep statistics on the following points : (1) Growth of collection (2) Issue statistics (3) Statistics on library hours (4) Statistics on areas. Designed several forms for keeping Statistics.

*Ashoke Kumar Roy—Necessity of statistics in evolution of library service in West Bengal.* P 8-10.

Pointed out that statistics can be kept in four spheres in a library—collection of books, use of books, users and library service—hoped that this statistics will be helpful in deciding the developmental precesses in future.

*Biswanath Das—Statistics on periodicals in a library.* P 8-12

Stressed the utility of library statistics in evaluating the quality of library service—compiled a statistics of periodicals in the library of Rabindra Bharati University. Pointed out different types of statistics to be kept, such as, number of periodicals received according to their frequency, number of users using them and the statistics of indexing, abstracting and documentation work done in the library. Hoped that these will help in satisfying at least four of the Five Laws of Ranganathan.

*Keya Dutta—Place of Periodicals in a library and their statistics.* P 13-16.

Opined that statistics help in analysing the qualitative and quantitative aspects of a subject. Analysed through statistical data, the process of periodical collection, their number, the amount of money spent on them, use of periodicals and types of users in a specialist library.

*Santosh Kumar Basak—The books that never return in the library.* P 16-19.

Discussed the problems of non-returning of a number of books in Rabindra Bharati Uni-

versity in every year—Presented five statistical tables analysing the number of students appeared in the examination, number of reminders sent to the students and the number of books remained unrealized—suggested some steps to solve these problems.

*Shivananda Pal—Utility of library statistics in evaluation of library service and statistical information about a few libraries in Burdwan district*— P 19-26

Stressed the need of library statistics—presented data, on subjectwise book purchase, money spent in the last five years. Types of newspapers and periodicals collected—Types of users according to age, sex and profession, Burdwan district. Data collected from a small sample of libraries. Opined that the ultimate aims of the library workers should be to take into account the sentiments of the users and to develop the libraries in accordance with their wishes.

*40th B. L. Conference—a report* P 27-45.

40th B. L. Conference was inaugurated on 19th September, 1986 by the Chief Minister Jyoti Basu. The other guests were Education Minister Sri Kanti Biswas, Minister of Library Services and Non Formal Education Smt. Chhaya Bera. Mayor of Calcutta Sri Kamal Kr. Basu was the Chairman of the reception committee. Sri Narayan Chowdhury—a well known writer presided over the function. Following topics were discussed (1) Ethics for library profession and (2) the role of library statistics in planning and development of library.

*B. L. A. News* P 46-49.

Report of a seminar on 'National Education Policy' from the point of view of library movement held on 19.3.86 under the supervision of Bengal Library Association and W. B. Public Library Employees Association.

*Seminar on National Education Policy*— P 50-52.

Report of a seminar on National Educational Policy, held on 14th April 1986 at Burdwan.

## Vol. 36, 9-10 ; 1986, Dec.-Jan

*West Bengal Book Fairs.* P 1-2.

This year the West Bengal Book Fair organised by the Govt. of West Bengal was held at Calcutta from 20th Dec '86 to 4th Jan '87. The Fair Committee was constituted with the representatives of the BLA, PLEA, and Publishers' Associations. Book fairs were organised in all the districts of W. Bengal. There were two book fairs at Calcutta. The Calcutta Book Fair was reputed for displaying publications mainly in English, and the State Book Fair attempted to project publications of Bengal. Opinions passed about the State Book Fair were discussed. It is urged that the Book Fair should not be stopped. Requested the publishers to display more books on different variety in mufussil fairs, so that libraries may select resonable number of books from the fairs.

*Pramil Chandra Bose—Memoirs part-9* P 3-9

In this part of autobiography Sri Bose attempted to leave Calcutta for Daltungunj (Behar) in search of a job. Describe day to day life at the hostel in Sealdah and its surrounding environment. Described characters of some members living in the same hostel. Concluded with the hope that his maternal brother rented a room at Bhowanipur to start a business. The author was requested to join the business.

*Dipak Kumar Roy—System analysis.* P 10.

Defined systems and systems analysis. Compared it with the organization human body system. Explained various steps of library activities by a chart. Relevance of

application of systems analysis have been explained. Mentioned that systems analysis helps in background analysis of different aspects of library. Pointed out four steps in background analysis. Suggested, computer is not essential in analysing a system.

*Afifa Rahaman—Role of library in community development.* P 15-17.

Mentioned changing role of library in the community life. Today library is the forum of free thinking. It is a force that unifies information and human experience. Library is a centre of communication and preserves human civilization. It helps in both formal and informal education and also in healthy cultural development. Beside these library toady plays important roles for different categories of people, such as, children, old, prisoners etc. It helps in development of intelligence and morality and thus makes a "full man".

*Sanat Kumar Pramanik—Prabhat Kumar Mukhopadhyay, an obitunary.* P 18-20.

Expressed his grief over the death of Prabhat Kumar Mukhopadhyay, a man of exceptional personality. Narrated reminisence Prabhat Kumar Mukhopadhyay and his experience at different times in Santiniketan.

*Report of the 51st annual general meeting of B. L. A.* P 31-37.

The 51st Annual General Meeting was held on 21st September in Calcutta University Centenary hall. Sri Prabir Roychowdhury presided over the meeting. Several members of the association discussed various problems and suggested different alternatives to solve them. Annual account was passed unanimously. Biennial Election of the council was held. Candidates won the election without contest.

*B. L. A.—Report of the council meeting.* P 39.

A meeting of the Council was held on 3rd October in BLA Sri Prabir Roychowdhury presided over it. Different programmes. election of the Executive Committee was held, action for this year were discussed. The Standing Committees along with their members were constituted Institutional members in the Council have been elected.

Library Day 1986—A report P 38
Library news—P 44-45.
*Death of Salil Chakladar.* P 21-30.

Salil Chaklader, the young leader of public library movement died on 10th January '1987. BLA and PLEA expressed their sympathy to his grief-stricken family. A condolence meeting was held on 27th January in the Calcutta University Centenary Hall Minister of State for Relief, Chhaya Bera, Sri Prabir Roychowdhury and several other people recalled their memories.

## Vol. 36, 11 ; 1986, Feb-Mar

*General Election in West Bengal and We—(Editorial)* P 1-8.

Stated that the 10th General Election is going to be held in West Bengal on 23rd March. Librarians, as a citizens, too will cast their votes in someone's favour. While deciding librarian should rely on their part experience. They should elect such a government who will look after the sound development of library system.

During last ten years remarkable changes in the sphere of library in the state was noticed. Now it is necessary to consolidate the library running a business of building materials—ex-

*Pramil Chandra Bose—Memoirs—Part* 10 P 3-11.

Narrated his one year experience of running a business of building materials—experience of getting training in small scale

industry—stated lastly how he came back to the library world.

*Bhubaneswar Chakraborty—Barrier of language.* P. 11-17.

Stated linguistic barrier of communication a explained of the efforts unveiling such barriers and made different ideas open to all. Today there is superfluity of languages and it is necessary to interconnect them for steady communication of information. Pointed out how the inflow of information has stirred up the librarians and how the abstracting journals came forward to bridge the gap between language by abstracting and indexing different articles.

Lastly mentioned the services rendered national and international translating agencies, research institutions and some valuable dictionaries in this respect.

*Asitabha Das—Those who polluting the environment.* P 18-21.

Tried to explain the problems, that damaging the national integration and harmony and, how to solve it, from the point of view of a librarian.

Proved that the education should be library oriented, that will help the reader to be free from illiteracy, to develop healthy reasoning power and to bring national unity. But in the new education policy Govt. of India nothing has been in this respect.

## Vol. 36, 12 ; 1987, Mar.-Apr.

*The B. L. A. Conference this year—the Editorial.* P 1-2.

The West Bengal Library conference is going to be held from 27th to 29th June at Cooch Behar. Topics for disscussion that selected are evaluation of library science training course in the present situation of the state and the problems of different types of libraries, library workers and their solutions.

*Pramil Chandra Bose—Memoirs.* P 3-8.

Narrated in detail his experience of the journey in train to Baroda Central Library.

*Nanda Dulal Basak—Book publication in India.* P 8-11.

Discussed the gradual developments of publication system—the reading habits of the Indians—Condition of starting a publication business—Collection of manuscripts—Relation between the writer and the publisher—different aspects of book publication and the scope of training in this system—Opined that publication business has a good future in our country.

*Book Review*—P 11.

Review of select bibliography on May Day published by National Library Employees Association, is published here.

*Convention of Central Govt. Library Employees.* P 13-14.

Report of the convention of Central Govt. Library Employees, held in National Library, Calcutta on 6th February 1987, in the light recommendations of 4th Pay Commission, is recorded.

*Different Govt. circulars regarding library.* P 15-23.

Govt. circulars regarding (*a*) pension, (*b*) employment on compassionate ground to a son/daughter/wife/near relation of an employee of Govt. sponsored libraries who dies in harness or who is disabled permanently or otherwise (*c*) Salary scale of librarains in college and university libraries (*d*) Provident Fund etc are published along with Bengal Library Association's obsservation about revision of pay scales of library professionals in colleges and universities.

# গ্রন্থাগার

## বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

# নির্ঘণ্ট

ষষ্ঠত্রিংশতি বর্ষ ; বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৯৩

সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

**রেজিস্টার্ড অফিস**

সেন্ট্রাল লাইব্রেরী
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

**অফিস**

পি১০৪ সি আই টি রোড
কলিকাতা ৭০০ ০১৪
ফোন : ২৯-৮৪৬৬

১ম অংশ : লেখক—আখ্যা বিভাগ : লেখকের নাম ও প্রকাশিত অন্যান্য আখ্যাসমূহ মাস ও পৃষ্ঠা সংখ্যা সহ নির্দেশিত ও বর্ণানুক্রমে সাজ্জিত।

২য় অংশ : বিভাগ সূচী : গ্রন্থাগার পত্রিকায় নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত নিবন্ধ, সংবাদাদি বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ, যেমন গ্রন্থাগার সংবাদ, সম্পাদকীয় ইত্যাদি।

৩য় অংশ : বিষয়ানুগ নির্ঘণ্ট : নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনামায় লেখকের নাম ও প্রবন্ধের আখ্যা বর্ণানুক্রমে বিন্যাসিত।

নির্ঘণ্ট সংকলনে : গীতা চন্দ্র।

## লেখক—আখ্যা বিভাগ


অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ। দ্রঃ তিনকড়ি দত্ত।

অনিল চন্দ্র পাল। মধ্য যুগের ভারতীয় গ্রন্থাগারের ইতিহাসের ধারা। ভাদ্র, পৃঃ ১৪

অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। জন গ্রন্থাগারে কর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব। আশ্বিন, পৃঃ ২৩

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণ-বিধির ভিত্তি ও অন্যান্য দিক। আশ্বিন, পৃঃ ৬

অশোককুমার রায়। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার পরিষেবার মূল্যায়নে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা। কার্তিক-অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৮

অসিতাভ দাস। যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু। ফাল্গুন, পৃঃ ১৮

আজকের মুদ্রণ শিল্প। দ্রঃ গীতিকা চক্রবর্তী ও দীপঙ্কর সেন।

আদিত্য ওহদেদার। রবীন্দ্র দৃষ্টিতে লাইব্রেরী। বৈশাখ, পৃঃ ৫৪

আফিফা রহমান। কমিউনিটির উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা। পৌষ-মাঘ, পৃঃ ১৫

আলোককুমার জানা। গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণ-বিধি। আশ্বিন, পৃঃ ২৭

ইতস্ততঃ (স্মৃতিচারণ)। দ্রঃ প্রমীল চন্দ্র বসু।

১৯৮৫ সালের সার্টিফিকেট কোর্সের উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা। ভাদ্র, পৃঃ ২২

১১ই জানুয়ারী স্মরণে। দ্রঃ টুটুল গুপ্ত।

এবারের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন (সম্পাদকীয়)। কার্তিক-অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১

এবারের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন (৪১তম) (সম্পাদকীয়)। চৈত্র, পৃঃ ১

কঙ্কণ সরকার। গ্রন্থাগারবৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি। আশ্বিন, পৃঃ ২০

কমিউনিটির উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা। দ্রঃ আফিফা রহমান।

কেয়া দত্ত। গ্রন্থাগারে পত্র-পত্রিকার স্থান ও তার পরিসংখ্যান। কার্তিক-অগ্রঃ, পৃঃ ১৩

গীতিকা চক্রবর্তী ও দীপঙ্কর সেন। আজকের মুদ্রণ শিল্প। আষাঢ়-শ্রাবণ, পৃঃ ৯

গ্রন্থ প্রকাশন শিল্প ও ভারত। দ্রঃ নন্দদুলাল বসাক।

গ্রন্থ গ্রন্থাগারের এবং পাঠক গ্রন্থাগারিক সম্পর্ক ঃ নৈতিক প্রসঙ্গ দ্রঃ নন্দদুলাল বসাক ও বিনোদ-বিহারী দাস।

গ্রন্থ সমালোচনা ঃ Select Bibliography on May Day নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। চৈত্র, পৃঃ ১১

গ্রন্থ সমালোচনা ঃ তথ্যবিজ্ঞানের রূপরেখা। শ্রীতুর্মুখ। ভাদ্র, পৃঃ ৩৩

গ্রন্থাগার আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি। কার্তিক-অগ্রঃ, পৃঃ ৪৬

গ্রন্থাগার ও জাতীয় সংহতি (সম্পাদকীয়)। ভাদ্র, পৃঃ ১

গ্রন্থাগার দিবস ১৯৮৬। পৌষ-মাঘ, পৃঃ ৩৮

গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান। দ্রঃ ফণিভূষণ রায়।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ। দ্রঃ শ্রীগ্রন্থাগারিক।

গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি। দ্রঃ আলোক-কুমার জানা।

গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি। দ্রঃ কঙ্কণ সরকার

গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি। দ্রঃ জয়শ্রী সেন ও দীপা রায়চৌধুরী।

গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি। দ্রঃ বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি। দ্রঃ শিবানন্দ পাল।

গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি। দ্রঃ স্বপন চৌধুরী

গ্রন্থাগার বৃত্তির আচরণবিধির ভিত্তি ও অন্যান্য দিক। দ্রঃ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধির প্রয়োজনীয়তা ও তার মূল্যায়ন। দ্রঃ ভবানী প্রসাদ ঘোষ।

গ্রন্থাগার ও নৈতিক দায়িত্ব। দ্রঃ রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় (দাস)

গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারী নির্দেশনামা। চৈত্র, পৃঃ ১৫

গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার। দ্রঃ সনৎকুমার প্রামাণিক।

গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি (সম্পাদকীয়) জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১

গ্রন্থাগারে পত্রপত্রিকার পরিসংখ্যান। দ্রঃ বিশ্বনাথ দাস।

গ্রন্থাগারে পত্র-পত্রিকার স্থান ও তার পরিসংখ্যান। দ্রঃ কেয়া দত্ত।

গ্রন্থাগারে যে বই ফেরৎ আসে না। দ্রঃ সন্তোষকুমার বসাক

গ্রন্থাগারে সিসটেমস এনালিসিস। দ্রঃ দীপককুমার রায়।

গ্রামোন্নয়নে গ্রামীন গ্রন্থাগার। দ্রঃ প্রবাল কান্তি হাজরা।

চতুর্থ কোঠারী বেতন কমিশনের সুপারিশের পরি-প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারী গ্রন্থাগারকর্মীদের কন-ভেনশন। চৈত্র, পৃঃ ১৩

৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। কার্তিক-অগ্রহায়ণ, পৃঃ ২৭

৪০তম সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের তালিকা। কার্তিক-অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৪১

৪০তম সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ। কার্তিক-অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৩৫

জন গ্রন্থাগারে কর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব। দ্রঃ অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

জয়শ্রী সেন ও. দীপা রায়চৌধুরী। গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি। আশ্বিন, পৃঃ ৮

জাতীয় শিক্ষানীতির উপর আলোচনা চক্র।
কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৫০

টুটুল গুপ্ত। ১১ই জানুয়ারী স্মরণে। পৌষ-মাঘ, পৃঃ ২৪

তাপস ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রপ্রসঙ্গঃ গ্রন্থপঞ্জী।
জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১-৩২, আষাঢ়-শ্রাবণ, পৃঃ ১-১৬

তাপসকুমার সরকার। স্বাধী সলিল স্মরণে।
পৌষ-মাঘ, পৃঃ ৩০

তিনকড়ি দত্ত। অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ।
বৈশাখ, পৃঃ ক ১৩

দীপককুমার রায়। গ্রন্থাগারে সিসটেমস এনালিসিস।
পৌষ-মাঘ, পৃঃ ১১

দীপঙ্কর সেন। দ্রঃ গীতিকা চক্রবর্তী ও দীপঙ্কর সেন।

দীপা রায়চৌধুরী। দ্রঃ জয়শ্রী সেন ও দীপা রায়চৌধুরী।

নন্দদুলাল বসাক। গ্রন্থ প্রকাশন শিল্প ও ভারত।
চৈত্র, পৃঃ ৮

—পেপার ব্যাকঃ গ্রন্থজগতের এক নতুন প্রযত্ন।
জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১২

নন্দদুলাল বসাক ও বিনোদবিহারী দাস। গ্রন্থ গ্রন্থাগারের এবং পাঠক গ্রন্থাগারিক সম্পর্কঃ নৈতিক প্রসঙ্গ।
আশ্বিন, পৃঃ ১২

নন্দিতা ভট্টাচার্য। 'বুক ক্লাব'
জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৮

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থ সমালোচনাঃ সিলেক্ট বিবলিওগ্রাফি অন মে ডে।
চৈত্র, পৃঃ ১১

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার পরিষেবার মূল্যায়নে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা। দ্রঃ অশোক কুমার রায়

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার পরিষেবার মূল্যায়নে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা—বর্ধমান জেলার কয়েকটি গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান। দ্রঃ—শিবানন্দ পাল

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার সমূহের পরিসংখ্যান (সম্পাদকীয়) আষাঢ়-শ্রাবণ, পৃঃ ১

পশ্চিমবঙ্গের বইমেলা (সম্পাদকীয়)। পৌষ-মাঘ, পৃঃ ১

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নির্বাচন ও আমরা (সম্পাদকীয়)
ফাল্গুন, পৃঃ ১

পুস্তকের বর্গীকরণ ও লেখিকার প্রতিক্রিয়া।
দ্রঃ সুকুমার ভট্টাচার্য্য

পেপার ব্যাকঃ গ্রন্থ জগতের এক নতুন প্রজন্ম।
দ্রঃ নন্দদুলাল বসাক

প্রদীপ চৌধুরী। সলিল স্মরণে। পৌষ-মাঘ, পৃঃ ২৩

প্রবাল কান্তি হাজরা। গ্রামোন্নয়নে গ্রামীণ গ্রন্থাগার।
ভাদ্র, পৃঃ ১১

প্রবীর রায় চৌধুরী। রবীন্দ্রচিন্তায় গ্রন্থাগার।
বৈশাখ, পৃঃ খ ১

প্রমীল চন্দ্র বসু। ইতস্ততঃ (স্মৃতিচারণ)।
জ্যৈষ্ঠ, আঃ, শ্রাঃ, ভা, পৌ-মা, ফা, চৈ পৃঃ ৩

ফণি ভূষণ রায়। গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান। কার্ত্তিক-অগ্র, পৃঃ ৩

—, রবীন্দ্র স্মরণানুষ্ঠানঃ একটি আবেদন।
বৈশাখ, পৃঃ খ ১১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। ৫১তম বার্ষিক সাধারণসভা।
পৌষ-মাঘ, পৃঃ ৩১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সভার কার্য্য বিবরণী। পৌষ-মাঘ, পৃঃ ৩৯

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সমাবর্ত্তন উৎসব।
ভাদ্র, পৃঃ ১৯

বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণ বিধি। আশ্বিন, পৃঃ ১৫

বিদ্যালয়ের এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে গ্রন্থাগারিকের অন্তর্ভুক্তি। ভাদ্র, পৃঃ ২৯

বিনোদ বিহারী দাস। দ্রঃ নন্দদুলাল বসাক ও বিনোদ বিহারী দাস

বিমল কুমার দত্ত। রবীন্দ্র আলোকে গ্রন্থাগার।
বৈশাখ, খ ১

বিশ্বনাথ দাস। গ্রন্থাগার পত্র-পত্রিকার পরিসংখ্যান।
কা-অ পৃঃ ১০

বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থচিন্তা। বৈ পৃঃ ক৭

বুক ক্লাব। দ্রঃ নন্দিতা ভট্টাচার্য

ভবানীপ্রসাদ ঘোষ। গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধির প্রয়োজনীয়তা ও তার মূল্যায়ন আ পৃঃ ১১

ভারতে গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণ বিধি।
দ্রঃ সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

ভাষার অবগুণ্ঠন। দ্রঃ ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী

ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী। ভাষার অবগুণ্ঠন। ফাল্গুন, পৃঃ ১১

মধ্যযুগে ভারতীয় গ্রন্থাগারের ইতিহাসের ধারা।
দ্রঃ অনিল চন্দ্র পাল

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি লিব এস সি ও এম লিব এস সি পরীক্ষার ফল।
ভাদ্র, পৃঃ ২৫

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু। দ্রঃ অসিতাভ দাস

রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় (দাস)। গ্রন্থাগার ও নৈতিক দায়িত্ব।
আশ্বিন, পৃঃ ১৭

রবীন্দ্র আলোকে গ্রন্থাগার। দ্রঃ বিমল কুমার দত্ত

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : গ্রন্থপঞ্জী। দ্রঃ তাপস ভট্টাচার্য্য
রবীন্দ্র চিন্তায় গ্রন্থাগার। দ্রঃ প্রবীর রায়চৌধুরী
রবীন্দ্র জন্মশতাব্দীতে আমাদের সংকল্প (সম্পাদকীয়) বৈশাখ, ক ২০
রবীন্দ্র দৃষ্টিতে লাইব্রেরী। দ্রঃ আদিত্য ওহদেদার
রবীন্দ্র স্মরণানুষ্ঠান : একটি আবেদন। দ্রঃ ফণিভূষণ রায়
রবীন্দ্রনাথ (সম্পাদকীয়) বৈশাখ, পৃঃ খ ৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লাইব্রেরী। বৈশাখ, পৃঃ ক ১
—লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য। বৈশাখ, পৃঃ খ ২
রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ চিন্তা। দ্রঃ বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। দ্রঃ হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ
রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার আন্দোলন। দ্রঃ সুশীল কুমার ঘোষ
রাজ্য গ্রন্থাগার পরিস্থিতি (সম্পাদকীয়) আশ্বিন, পৃঃ ১
লাইব্রেরী। দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য। দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শিবানন্দ পাল। গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণ বিধি। আশ্বিন, পৃঃ ২৯
—পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার পরিষেবার মূল্যায়নে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা—বর্ধমান জেলার কয়েকটি গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান। কার্ত্তিক-অগ্রঃ, পৃঃ ১১
শোক সংবাদ। আষাঢ়-শ্রাবণ, পৃঃ ২৩
শ্রীগ্রন্থাগারিক। গ্রন্থাগারবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ। বৈশাখ, পৃঃ ক ১৫
শ্রী চতুর্মুখ। গ্রন্থ সমালোচনা : তথ্যবিজ্ঞানের রূপরেখা—অজয়রঞ্জন চক্রবর্তী ভাদ্র, পৃঃ ৩৩
সনৎ কুমার প্রামাণিক। গ্রন্থাগারিক প্রভাত কুমার। পৌষ-মাঘ, পৃঃ ১৮
সন্তোষ কুমার বসাক। গ্রন্থাগারে যে বই ফেরত আসে না। কার্ত্তিক-অগ্রঃ পৃঃ ১৬
সলিল চাকলাদার এর জীবনাবসান। পৌষ-মাঘ, পৃঃ ২১
সলিল চাকলাদারের মৃত্যুতে শোকে প্রস্তাব গ্রহণ। পৌষ-মাঘ, পৃঃ ২৩
সলিল স্মরণে। দ্রঃ প্রদীপ চৌধুরী
স্বপন চৌধুরী। গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণ বিধি। আশ্বিন, পৃঃ ২৬
সাধী সলিল স্মরণে। দ্রঃ তাপস কুমার সরকার
সুকুমার ভট্টাচার্য্য। পুস্তকের বর্ণীকরণ ও লেখিকার প্রতিক্রিয়া। আষাঢ়-শ্রাবণ, পৃঃ ১৭
সুশীল কুমার ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার আন্দোলন। বৈশাখ, পৃঃ ক ১১
সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতে গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণ বিধি। আশ্বিন, পৃঃ ৫
হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। বৈশাখ, ক ১৭

## বিভাগ সূচী

### গ্রন্থাগার সংবাদ

আর্য্য লাইব্রেরী, নারায়ণপুর, ২৪ পরগণা—আষাঢ়-শ্রাবণ পৃঃ ২৪, পৌষ-মাঘ পৃঃ ৪৪
কোতরং সাধারণ পাঠাগার, হুগলী—পৌষ-মাঘ পৃঃ ৪৫
চরাঁবহাট সংক্রান্ত স্মৃতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার, বেড়া আষাঢ়-শ্রাবণ পৃঃ ২৫
জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক—আষাঢ়-শ্রাবণ পৃঃ ২৫
ঝিকিয়া কেদারনাথ সাধারণ পাঠাগার, হাওড়া—পৌষ-মাঘ পৃঃ ৪৫
তরুণ সংঘ পাঠাগার, বৈলসানা—আষাঢ়-শ্রাবণ পৃঃ ২৫
নজরুল পাঠাগার, শিয়ালদহ—আষাঢ়-শ্রাবণ পৃঃ ২৮
নতরা পল্লী গ্রন্থাগার, বাঁকুড়া—ভাদ্র পৃঃ ২৮
নারকেলডাঙ্গা সাধারণ সমিতি, কলিকাতা—আষাঢ়-শ্রাবণ পৃঃ ২৪
নারায়ণপুর সাধারণ পাঠাগার, হুগলী—পৌষ-মাঘ পৃঃ ৪৫
নিত্যগোপাল স্মৃতি পাঠাগার, কাঞ্চননগর—ভাদ্র পৃঃ ২৮
পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানকর—ভাদ্র পৃঃ ২৮
পানুড়িয়া সাধারণ পাঠাগার, পানুড়িয়া—আষাঢ়-শ্রাবণ পৃঃ ২৫
পাল্লা ভ্রাতৃসংঘ পাঠাগার, ২৪ পরগণা—পৌষ-মাঘ পৃঃ ৪৪
প্রগতি সঙ্ঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, ঋষিপুর—ভাদ্র পৃঃ ২৮
প্রগতি সংঘ পাঠাগার, উষুমপুর, আগরপাড়া—আষাঢ়-শ্রাবণ, পৃঃ ২৪
প্রতুল পাঠাগার, ইছাপুর, গোবরডাঙ্গা—ঐ
বঙ্কিমচন্দ্র লাইব্রেরী, মুর্শিদাবাদ—পৌষ-মাঘ পৃঃ ৪৪
বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী, কলিকাতা—ঐ
বাণীমন্দির পাঠাগার, পখন্না—আষাঢ়-শ্রাবণ পৃঃ ২৪
বালিয়া নেতাজী সংঘ রুরাল লাইব্রেরী—ভাদ্র পৃঃ ২৮
মহাজাতি সাধারণ পাঠাগার, বোসপুকুর, কলিকাতা—আষাঢ়-শ্রাবণ পৃঃ ২৪
রসপুর পিপলস লাইব্রেরী, হাওড়া—পৌষ-মাঘ পৃঃ ৪৫
শশধর পাঠাগার, সুখচর—ভাদ্র পৃঃ ২৮
শিবপুর পল্লী উন্নয়ন লাইব্রেরী, মুর্শিদাবাদ—পৌষ-মাঘ পৃঃ ৪৪

সত্যপ্রিয় স্মৃতি পাঠাগার, জলপাইগুড়ি—পৌষ-মাঘ পৃঃ ৪৪
সমবায় পাঠাগার, মাটকল, দমদম ক্যান্টনমেন্ট—আষাঢ়-শ্রাবণ পৃঃ ২৪
সন্তোষনগর সাধারণ পাঠাগার, আমতা—পৌষ-মাঘ পৃঃ ৪৫
সম্ভ্রাম পাঠাগার, প্রতাপগড়, নিমতা—আষাঢ়-শ্রাবণ পৃঃ ২৪
সারস্বত লাইব্রেরী, আহমদপুর—আষাঢ়-শ্রাবণ পৃঃ ২৫
সূর্য্য সেন স্মৃতি পাঠাগার, গুড়দহ—পৌষ-মাঘ পৃঃ ৪৪

**পরিষদ সংবাদ**

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি, বাঁকুড়া জেলা শাখা ভাদ্র পৃঃ ৩২
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কোচবিহার—ভাদ্র পৃঃ ৩১
,, ২৪ পরগণা ,, ,,
,, জলপাইগুড়ি ,, ,,
,, মালদহ ,, ,,
,, মুর্শিদাবাদ ,, ,,
,, দ্বাদশ সম্মেলন ,, ,,
,, ,, হুগলী পৌষ-মাঘ পৃঃ ৩৮

**সম্পাদকীয়**

এবারের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন—কার্ত্তিক-অগ্র পৃঃ ১
এবারের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন (৪১তম)—চৈত্র সংখ্যা পৃঃ ১২
গ্রন্থাগার ও জাতীয়সংহতি—ভাদ্র পৃঃ ১
গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির নৈতিক আচরণ বিধি—জ্যৈষ্ঠ পৃঃ ১
পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারসমূহে পরিসংখ্যান—আষাঢ়-শ্রাবণ পৃঃ ১
পশ্চিমবঙ্গের বই মেলা—পৌষ-মাঘ পৃঃ ১
পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নির্বাচন ও আমরা—ফাল্গুন পৃঃ ১
রবীন্দ্রনাথ—বৈশাখ পৃঃ খ ৫
রবীন্দ্র জন্ম শতাব্দীতে আমাদের সংকল্প—বৈশাখ ক ২০
রাজ্য গ্রন্থাগার পরিস্থিতি—আশ্বিন পৃঃ ১

**শোক সংবাদ**

অভিজিৎ দাস—আষাঢ়-শ্রাবণ পৃঃ ২৩
ইরা ব্যানার্জী— ঐ
সতেন্দ্রনারায়ণ ভৌমিক— ঐ
সলিল চাকলাদার—পৌষ-মাঘ পৃঃ ২১

**বিষয়ানুগ নির্ঘণ্ট**

**অনুবাদ**

ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী। ভাষার অবগুণ্ঠন। ফা. পৃঃ ১১

**কবিতা**

টুটুল গুপ্ত। অকাল প্রয়াত সলিল (বাবু) চাকলাদারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত '১১ই জানুয়ারী স্মরণে।' পৌষ-মাঘ পৃঃ ২৯
তাপস কুমার সরকার। সাথী সলিল স্মরণে। পৌষ-মাঘ পৃঃ ৩০
প্রদীপ চৌধুরী। সলিল স্মরণে। পৌষ-মাঘ পৃঃ ২৩
প্রবোধ বিশ্বাস। সলিলকে স্মরণ করি। পৌষ-মাঘ পৃঃ ২৭

**গ্রন্থপঞ্জী**

তাপস ভট্টাচার্য্য। রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী। জ্যৈষ্ঠ পৃঃ ১-৩২ আষাঢ়-শ্রাবণ পৃঃ ১-১৬

**গ্রন্থ প্রকাশনা**

গীতিকা চক্রবর্তী ও দীপঙ্কর সেন। আজকের মুদ্রণ শিল্প। আষাঢ়-শ্রাবণ পৃঃ ৯
নন্দদুলাল বসাক। গ্রন্থ প্রকাশন শিল্প ও ভারত। চৈত্র পৃঃ ৮
নন্দদুলাল বসাক। পেপার ব্যাক: গ্রন্থ জগতের এক নতুন প্রজন্ম। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১২

**গ্রন্থ সমালোচনা**

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। Select Bibliography on May Day। চৈত্র, পৃঃ ১১
শ্রীচতুর্মুখ। তথ্যবিজ্ঞানের রূপরেখা। অজয়রঞ্জন চক্রবর্তী ভাদ্র পৃঃ ৩৩

**গ্রন্থাগারকর্মী—বেতন সুপারিশ—কোঠারী কমিশন**

চতুর্থ কোঠারী বেতন কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারী গ্রন্থাগার কর্মীদের কনভেনশন। চৈত্র পৃঃ ১৩

**গ্রন্থাগার দিবস, ১৯৮৬।** পৌষ-মাঘ, পৃঃ ৩১

**গ্রন্থাগার পত্রিকা: নির্ঘণ্ট**

গ্রন্থাগার: বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র, নির্ঘণ্ট, পঞ্চত্রিংশতি বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র, বৈশাখ, পৃঃ i-vii

**গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পরীক্ষা: উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের তালিকা**

১৯৮৫ সালের সার্টিফিকেট কোর্সের উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা ভাদ্র. পৃ: ২২

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি লিব এস সি ও এম লিব এস সি পরীক্ষার ফল। ভাদ্র পৃ: ২৫

**গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান** দেখুন **পরিসংখ্যান**

**গ্রন্থাগার—ইতিহাস—মধ্যযুগ**

অনিলচন্দ্র পাল। মধ্যযুগের ভারতীয় গ্রন্থাগারের ইতিহাসের ধারা। ভা, পৃ: ১৪

**গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি: নৈতিক আচরণ বিধি**

গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির নৈতিক আচরণ বিধি (সম্পাদকীয়) জ্যৈষ্ঠ, পৃ: ১

অমর নাথ চট্টোপাধ্যায়। জনগ্রন্থাগারে কর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব। আ, পৃ: ২৩

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার বৃত্তির আচরণ বিধির ভিত্তি ও অন্যান্য দিক। আ, পৃ: ৬

আলোক কুমার জানা। গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণ বিধি। আ, পৃ: ২৭

কঙ্কণ সরকার। গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণ বিধি। আ, পৃ: ২০

জয়শ্রী সেন ও দীপা রায় চৌধুরী। গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি। আ, পৃ: ৮

নন্দদুলাল বসাক ও বিনোদবিহারী দাস। গ্রন্থ গ্রন্থাগারের এবং পাঠক গ্রন্থাগারিক সম্পর্ক: নৈতিক প্রসঙ্গ। আ, পৃ: ১৩

বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি। আ, পৃ: ১৫

ভবানীপ্রসাদ ঘোষ। গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধির প্রয়োজনীয়তা ও তার মূল্যায়ন। আ, পৃ: ১১

রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় (দাস)। গ্রন্থাগার ও নৈতিক দায়িত্ব। আ, পৃ: ১৭

শিবানন্দ পাল। গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি। আ, পৃ: ২৯

স্বপন চৌধুরী। গ্রন্থাগার বৃত্তির নৈতিক আচরণবিধি। আ, পৃ: ২৬

**জাতীয় শিক্ষানীতি: গ্রন্থাগার আন্দোলন**

গ্রন্থাগার আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি। কার্ত্তিক-অগ্র, পৃ: ৪৬

জাতীয় শিক্ষানীতির উপর আলোচনা চক্র। কার্ত্তিক-অগ্র, পৃ: ৫০

**জাতীয় সংহতি: গ্রন্থাগার**

গ্রন্থাগার ও জাতীয় সংহতি (সম্পাদকীয়)। ভা, পৃ: ১

অসিতাভ দাস। যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু। ফা, পৃ: ১৮

**জীবনী**

সনৎকুমার প্রামাণিক। গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার। পৌ-মা, পৃ: ১৮

পশ্চিমবঙ্গ সরকার—আদেশনামা দেখুন **সরকারী আদেশনামা।**

**পরিসংখ্যান: গ্রন্থাগার**

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার সমূহের পরিসংখ্যান (সম্পাদকীয়) আ-শ্রা, পৃ: ১

কেয়া দত্ত। গ্রন্থাগারে পত্রপত্রিকার স্থান ও তার পরিসংখ্যান। কা-অ, পৃ: ১৩

ফণিভূষণ রায়। গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান। কা-অ, পৃ: ৩

বিশ্বনাথ দাস। গ্রন্থাগারে পত্রপত্রিকার পরিসংখ্যান। কা-অ, পৃ: ১০

শিবানন্দ পাল। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার পরিষেবার মূল্যায়নে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা—বর্ধমান জেলার কয়েকটি গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান তথ্য। কা-অ, পৃ: ১৯

সন্তোষ কুমার বসাক। গ্রন্থাগারে যে বই ফেরত আসে না। কা-অ, পৃ: ১৬

**বর্গীকরণ**

সুকুমার ভট্টাচার্য। পুস্তকের বর্গীকরণ ও লেখিকার প্রতিক্রিয়া আ-শ্রা, পৃ: ১৭

**বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**

৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভা। পৌ-মা, পৃ: ৩১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সভার কার্য্য বিবরণী। পৌ-মা, পৃ: ৩৯

**বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন**

এবারের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন (সম্পাদকীয়) কা-অ, পৃ: ১

এবারের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ৪১তম (সম্পাদকীয়) চৈ, পৃ: ১২

৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। কা-অ, পৃঃ ২৭

৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি বর্গের তালিকা কা-অ, পৃঃ ৪১

৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ। কা-অ, পৃঃ ৩৫ :

**বুক ক্লাব**

নন্দিতা ভট্টাচার্য্য। বুক ক্লাব। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৮

**রবীন্দ্রনাথ : গ্রন্থাগার**

আদিত্য ওহদেদার। রবীন্দ্র দৃষ্টিতে লাইব্রেরী। বৈশাখ, পৃঃ ক ৪

তিনকড়ি দত্ত। অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ। বৈ, পৃঃ ক ১৩

প্রবীর রায় চৌধুরী। রবীন্দ্রচিন্তায় গ্রন্থাগার। বৈ, পৃঃ খ ১

ফণিভূষণ রায়। রবীন্দ্রস্মরণানুষ্ঠান : একটি আবেদন বৈ, পৃঃ খ ১১

বিমল কুমার দত্ত। রবীন্দ্র আলোকে গ্রন্থাগার। বৈ, পৃঃ খ ৯

বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থচিন্তা। বৈ, পৃঃ ক ৭

শ্রীগ্রন্থাগারিক। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ। বৈ, পৃঃ ক ১৫

সুশীল ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার আন্দোলন। বৈ, পৃঃ ক১১

হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। বৈ, পৃঃ ক ১৭

রবীন্দ্র জন্ম শতাব্দীতে আমাদের সংকল্প (সম্পাদকীয়) বৈ, পৃঃ ক ২০

রবীন্দ্রনাথ (সম্পাদকীয়)। বৈ, পৃঃ ক ১৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লাইব্রেরী। বৈ, পৃঃ ক ১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য। বৈ, পৃঃ ক ২

**সমাজ উন্নয়ন : গ্রন্থাগার**

আফিফা রহমান। কমিউনিটির উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা। পৌষ-মা, পৃঃ ১৫

প্রবালকান্তি হাজরা। গ্রামোন্নয়নে গ্রামীণ গ্রন্থাগার। ভা, পৃঃ ১১

**সম্প্রসারণ উৎসব**

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্সের বার্ষিক সম্প্রসারণ উৎসব। ভা, পৃঃ ১৯

**সরকারী আদেশনামা**

গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারী নির্দেশনামা। চৈ, পৃঃ ১৫

বিদ্যালয়ের গ্রাকাডেমিক কাউন্সিলে গ্রন্থাগারিকের অন্তর্ভুক্তি। ভা, পৃঃ ২১

**সাধারণ নির্বাচন—পশ্চিমবঙ্গ**

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নির্বাচন ও আমরা (সম্পাদকীয়)। ফা, পৃঃ ১

**সিসটেমস এনালিসিস : গ্রন্থাগার**

দীপককুমার রায়। গ্রন্থাগারে সিসটেমস্ এনালিসিস। পৌ-মা, পৃঃ ১০

**স্মৃতিচারণ**

প্রমীল চন্দ্র বসু। ইতস্ততঃ। জৌ, পৃঃ ৩; আ-শ্রা পৃঃ ৩; ভা, পৃঃ ৩; পৌ-মা, পৃঃ ৩; ফা, পৃঃ ৩; চৈ, পৃঃ ৩;

## "গ্রন্থাগার" এ বিজ্ঞাপন দেবেন কেন ?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন এই জন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার অনুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকবৃন্দ পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

### বিজ্ঞাপনের হার

| কোন পৃষ্ঠায় কতটা | সাধারণ সংখ্যা টাকা | বিশেষ সংখ্যা টাকা |
|---|---|---|
| পূর্ণ পৃষ্ঠা ৪র্থ মলাট— | ৫০০ | ৬০০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা ২য় ও ৩য় মলাট— | ৪৫০ | ৫৫০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ— | ২৫০ | ৩২৫ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা সাধারণ | ৪০০ | ৫০০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ | ২৫০ | ৩০০ |
| সিকি পৃষ্ঠা ঐ | ১৫০ | ২০০ |

পত্রিকার সাইজ ২৪×১৮ সি. এম.
ছাপা অংশের সাইজ ২০×১৮ সি. এম.
পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে যোগাযোগ করুন:

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা
**বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**
পি ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম-৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন: ২৯-৮৪৬৬

চেক বা ড্রাফট "বেঙ্গল লাইব্রেরি এ্যাসোসিয়েশন" এই নামে হবে।

## পরিষদ প্রকাশিত বই

Dr. Ranganathan—Library personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২·০০
Library Service In India To-Day. মূল্য—৩·০০

গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮২ মূল্য—৫·০০

৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা আলোচিত-প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাব-সমূহ— বাঁধাই মূল্য—৩৫·০০

৩৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন পঠিত প্রবন্ধাবলী, ১৯৮৪ মূল্য—৩·০০

ডঃ জাদিতা ওহদেদার-এর

**গ্রন্থবর্গীকরণ**

সুললিত ভাষায় দুরূহ বিষয়কে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

Annual subscription : Rs. 36·00
Single issue : Rs. 4·00

Volume 37 : No. 11

Licensed to post without per-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. No. WB/CC—145
Regd. No. RN-2674-47
June—July 1987

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY SERVICE

12 MAR 1992

পাওয়া যাচ্ছে

ভোমরা চট্টোপাধ্যায় ও অলকা সরকার সম্পাদিত

প্রমীলচন্দ্র বসু কৃত

গ্রন্থকার নামা

২য়-সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই : মূল্য কুড়ি টাকা

যে কোন গ্রন্থাগারের বাংলা বই বর্গীকরণ করার উপযোগী লেখক সংখ্যার সারণি

* * *

ডঃ আদিত্য কুমার ওহদেদার-এর

গ্রন্থবিদ্যা

২য় সংস্করণ ১৯৮৪
শোভন সংস্করণ—পঁচিশ টাকা
সুলভ সংস্করণ—কুড়ি টাকা

গ্রন্থবর্গীকরণ

ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে সহজভাষায় দুরূহ বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
শোভন সংস্করণ—৪০·০০
ছাত্র সংস্করণ —৩২·০০

The West Bengal Recognised Non-Government Educational Institution Employees (Death-cum-Retirement Benefit) Scheme 1981 এবং West Bengal Govt. Sponsored Library Employees' Service Rules একত্রে : মূল্য আট টাকা

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—700 073 at Ava Press, 6B, Guripara Road, Calcutta-700 015
Editor : Ramkrishna Saha.

# গ্রন্থাগার

## ॥ সূচীপত্র ॥


শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিদ্যাসাগর
৪১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ
পরিষদের প্রতিবেদন ... ...
পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিবেদন
শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী ১০
পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কে কিছু চিন্তা.....
ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ১৫
সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযোগী শিক্ষণ ব্যবস্থা
রীতা চন্দ ১১
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দিক
অশোককুমার রায় ২১
সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা
কঙ্কণ সরকার ২২
সাধারণ গ্রন্থাগার : প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা
লক্ষ্মীনারায়ণ রায় ২৫
সাধারণ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও তার প্রতিকার প্রসঙ্গে
প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২৯
সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা
অসিত চট্টোপাধ্যায় ও অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩১
সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা
নিমাইচন্দ্র নন্দী
সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীগণের সমস্যা
সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩
সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা
আবদুস সাত্তার ৩৮
গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা
গোপালচন্দ্র সাহা ৪০
সাধারণ গ্রন্থাগার : সমস্যা ও সমাধানের উপায়
সন্তোষকুমার বসাক ৪১
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার : কয়েকটি সমস্যা
বিশ্বনাথ দাস ৪২
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পত্রিকা বিভাগের সমস্যা
সাধনকুমার দত্ত ৪৪
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা
স্বপন চৌধুরী ৪৫
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা
বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে প্রস্তাবসমূহ ৪৭

## 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিম্নলিখিত পূর্ববর্ত্তী খণ্ডগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যাচ্ছে

বাঁধানো : প্রতি খণ্ড—৩৬·০০
খোলা : প্রতি সংখ্যা ৪·০০

১৪ বর্ষ (১৩৭১), ১৫ বর্ষ (১৩৭২), ২৪ বর্ষ (১৩৮১), ২৫ বর্ষ (১৩৮২),
১৭ বর্ষ (১৩৭৪), ১৮ বর্ষ (১৩৭৫), ২৬ বর্ষ (১৩৮৩), ৩০ বর্ষ (১৩৭৭),

৩১ বর্ষ (১৩৮৮)
৩২ বর্ষ (১৩৮৯)
৩৩ বর্ষ (১৩৯০)
৩৪ বর্ষ (১৩৯১)

নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি অসম্পূর্ণ। যে যে সংখ্যাগুলি নেই বা কম আছে সেগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

১১ বর্ষ, ১৩৬৮ (বৈশাখ) ২০ বর্ষ, ১৩৭৭ (বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক)
১২ বর্ষ, ১৩৬৯ (জ্যৈষ্ঠ) ২১ বর্ষ, ১৩৭৮ (জ্যৈষ্ঠ, মাঘ)
১৩ বর্ষ, ১৩৭০ (ফাল্গুন-চৈত্র) ২২ বর্ষ, ১৩৭৯ (মাঘ, চৈত্র)
১৬ বর্ষ, ১৩৭৫ (অগ্রহায়ণ) ২৭ বর্ষ, ১৩৮৪ (পৌষ, ফাল্গুন)
১৯ বর্ষ, ১৩৭৬ (জ্যৈষ্ঠ, ফাল্গুন) ২৮ বর্ষ, ১৩৮৫ (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ)

যদি কেউ সংখ্যা হিসাবে পত্রিকা সংগ্রহ করতে চান তাহলে ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি ফটো কপি করে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে পৃথক মূল্য প্রদেয়।
যদি কোন সদস্য উপরিউক্ত ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি পরিষদে দান করেন তবে সেগুলি গৃহীত হবে।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার পত্রিকা

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ৩য় | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | আষাঢ় ১৩৯৪


## ৪১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ

আপনারা আমার আন্তরিক প্রীতি-সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে বহরমপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগদান করার পর আজ আবার কুচবিহারের এই অধিবেশনে যোগদান করার সৌভাগ্য হ'ল। দীর্ঘ দিন বাংলার বাইরে থাকার পর এখানে আপনাদের সঙ্গে আবার সমবেত হতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। মনে হচ্ছে যেন দীর্ঘ প্রবাসের পর ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে এসেছে—যাঁরা তার একান্ত আপন জন—তাঁদেরই স্নেহমমতার নিবিড় সান্নিধ্যে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী। পরিষদের কাছ থেকে আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে যা' পেয়েছি তার তুলনা নেই। ১৯৫২ সালে গ্রন্থাগারিক হাকে জীবনের বৃত্তি হিসাবে বেছে নেবার সাথে সাথে পরিষদের কাজে স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগদান করার সুযোগ পেয়েছি। যাঁরা আমাকে এই সুযোগ দিয়েছেন, এ কাজে উৎসাহিত করেছেন, যাঁদের সাহচর্যলাভ করে কর্মজীবনের প্রারম্ভে বহুবিধ বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পেয়েছি—তাঁদের মধ্যে আছেন স্বর্গীয় নীহাররঞ্জন রায়, স্বর্গীয় তিনকড়ি দত্ত, স্বর্গীয় অনাথবন্ধু দত্ত, আছেন শ্রী প্রমীলচন্দ্র বসু। এঁদের নাম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। আজ তাঁদের কথা শ্রদ্ধা-বিনম্র চিত্তে স্মরণ করি। তা'ছাড়া সেদিন পরিষদে কাজের সূত্রে এমন কয়েকজন সহকর্মী জুটেছিলেন—যাঁদের সঙ্গে আমার আত্মার অটুট বন্ধন দীর্ঘ দিনের অদাক্ষাতেও বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নি। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন—কণিভূষণ রায় ( আমাদের সবাইর প্রিয় ফণিদা ) সৌমেন গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণ দাশগুপ্ত, প্রবীর রায়চৌধুরী, গনেশ ভট্টাচার্য, মঙ্গলাপ্রসাদ সিংহ, স্বর্গতা বাণী বসু। এঁদের প্রত্যেকেই পরবর্তী কালে গ্রন্থাগার জগতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বনামধন্য হয়েছেন।

পরিষদকে সেদিন যা' দিতে পেরেছি, পরিষদের কাছ থেকে পেয়েছি তার অনেক বেশী। যা' পেয়েছি তা' আমার সুদীর্ঘ কর্মজীবনের মহামূল্য পাথেয় হয়েছে। আজ এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার সম্মান দিয়ে পরিষদ আমার ঋণের বোঝা আরও বাড়িয়ে দিল, তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অবধি রইল না। এতবড় সম্মানলাভের যোগ্যতা আমার আছে বলে যাঁরা মনে করেছেন তাঁদের বিচারবুদ্ধির যথার্থতা যাচাই করার ধৃষ্টতা আমার নেই; তবে এটুকু নিশ্চয় বুঝেছি যে তাঁদের মনে আমার মত একজন সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীর প্রতি স্নেহ-দৌর্বল্য আছে, আর আছে সেই দৌর্বল্য-প্রকাশের সাহস।

এই অধিবেশনে যে-দুটি বিষয় নিয়ে মূলতঃ আলোচনা হবে, তা হল—(১) পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণ, এবং (২) বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যাবলী। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আমার দীর্ঘ দিন ধরে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই বলে এখানকার এই সমস্যাগুলির স্বরূপ এবং বিশেষত্ব কী—সে সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। তবে দু'টি বিষয়েরই

আলোচনা-পরিচালনার দায়িত্ব এমন দু'টি ব্যক্তির উপর ন্যস্ত—যাঁদের যোগ্যতা সন্দেহাতীত। ফলে, সভাপতি হিসাবে আমার ভূমিকা নিছক আনুষ্ঠানিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে না পারলেও অধিবেশনের কিছুমাত্র অঙ্গহানি হবে না।

আমাদের গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা অনেক। সে সব নিয়ে আলোচনা, গবেষণা, সুপারিশের অন্ত নেই। এসব নিয়ে নতুন কিছু বলা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। সভাপতি হিসাবে যা' বলতে যাচ্ছি তা' সম্ভবতঃ আমার আগে অনেক পণ্ডিতব্যক্তি আমার চেয়ে অনেক সুষ্ঠুভাবে বলেছেন। আমি কেবলমাত্র আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং সাধারণ বুদ্ধিকে সম্বল করে দু' একটি কথা আপনাদের সামনে নিবেদন করছি। আমার বক্তব্যের সঙ্গে হয়ত কোনও কোনও ক্ষেত্রে আপনাদের মতভেদ থাকবে; তবে সুবিধা এই যে সভাপতির প্রতি চিরাচরিত সৌজন্যের বশে আপনারা প্রকাশ্যে মত-বিরোধ ব্যক্ত করবেন না।

আমাদের গ্রন্থাগারগুলির বহুবিধ সমস্যার মধ্যে যে দু'টোর সঙ্গে গ্রন্থাগারকর্মীরা সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট, তা'হল—গ্রন্থাগারগুলির চির-কালীন অর্থসংকট এবং গ্রন্থাগারকর্মীদের যথাযথ সামাজিক স্বীকৃতির অভাব। গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য একদিকে যেমন পরিমিত এবং ক্রমবর্ধমান আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনি প্রয়োজন গ্রন্থাগারকর্মীদের উপযুক্ত বেতন ও পদ-মর্যাদা। এ'দুটি না হ'লে গ্রন্থাগার উন্নয়ন-পরিকল্পনা গুলি যত সুচিন্তিতই হোক না কেন, আশানুরূপ সফলতা লাভ করতে পারবেনা—একথা সবাই বোঝেন, তথাপি এ'দুটি বিষয়ের প্রতি নীতিনির্ধারকগণ প্রায় উদাসীন বলে মনে হয় কেন?

সুপরিকল্পিত, সুপরিচালিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বর্তমান যুগের সভ্যসমাজের এক অনিচ্ছেদ্য অঙ্গ—একথা আমরা স্বাধীনতার পর থেকে একাদিক্রমে শুনে আসছি। গ্রন্থাগার-উন্নতির নীতি-নির্ধারণ নিয়ে বহু পরিচর্চা হয়েছে; একাধিক বিশেষজ্ঞ-কমিটি, পরামর্শ-দাতা-কমিটি ও কমিশন এ বিষয়ে বহু মূল্যবান সুপারিশ করেছে; কিন্তু কার্যতঃ আশানুরূপভাবে এগুতে পারছিনা কেন? এরজন্য সমস্যার মূলীভূত কারণ-গুলিকে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে।

আমাদের নীতিনির্ধারকগণ, এমন কি জনসাধারণের অধিকাংশ সত্যই কি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে গ্রন্থাগারসেবা অপরিহার্য?

প্রচলিত শিক্ষাক্ষেত্রের দিকে তাকালে দেখতে পাই—মাধ্যমিক-শিক্ষা-কমিশনের সুপারিশ অনুসারে আমাদের স্কুলে স্কুলে গ্রন্থাগার তৈরী হয়েছে, বৃত্তি-কুশলী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয়েছে। কিন্তু এসব ব্যবস্থার প্রকৃত ব্যবহার কতটুকু হচ্ছে? এখানে-ওখানে দু'চারটি ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে বাকী সব স্কুলে বর্তমানে যে ধরণের শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং শিক্ষণ-প্রণালী চলছে, তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রয়োজন বা সুযোগ খুবই সীমিত। সপ্তাহে এক বা দু'দিন 'Library-period' নামে যে আধঘন্টা বা ৪৫ মিনিট সময় ধার্য থাকে সে-সময়টা ছাত্র-ছাত্রীরা 'Leisure-period' বলেই ধরে নেয়। স্কুল ছুটির পর গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ নেই, সুযোগ সৃষ্টি করাও বহু আনুষঙ্গিক কারণে সম্ভবপর নয়। পরীক্ষা পাশ করাটাই যেখানে একমাত্র উদ্দেশ্য এবং তার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহার যখন আদৌ আবশ্যক নয়, তখন গ্রন্থাগার নিয়ে কেন মাথা-ঘামানো? দু'একটা গল্পের বই কখনো-সখনো নেওয়া—তাতেও অনেক নিয়মের বাধা-নিষেধ। আর নিয়েও বা পড়বে কখন? দীর্ঘ আট-ঘন্টা স্কুলে থাকার ক্লান্তি, home-task-এর চাপ, তা'ছাড়া আছে খেলা-ধূলা, আড্ডা, TVতে চিত্রহার, সিনেমা। সময় এবং স্পৃহা আসবে কেমন করে? গ্রন্থাগার ব্যবহারের পরিসংখ্যান শিক্ষা-বোর্ডের অফিসে পাঠানো যে-সব ক্ষেত্রে আবশ্যিক, সে-সব ক্ষেত্রে ছাত্র-

ছাত্রীদের হাতে জোর করে এমন সব বই ধরিয়ে দেওয়া হয় যা' দু'দিন বাদে অপঠিত অবস্থায়ই ফিরে আসে। এসব কারণে আজ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে স্কুল গ্রন্থাগারগুলি স্কুলের নিছক আনুষ্ঠানিক সংযোজন ছাড়া আর কিছু নয়। এদের ব্যবহার নেই, তবু রাখতে হয়, সময় সময় স্কুল পরিদর্শক দেখাতে হয়। এ তো গেল স্কুল-গ্রন্থাগারের কথা।

কলেজের অবস্থাও প্রায় তথৈবচ; তফাৎ শুধু এই যে—পাঠ্যপুস্তকের দাম বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর আর্থিক সামর্থের বাইরে বলে তাদের একমাত্র পাঠ্য-পুস্তকের জন্য গ্রন্থাগারের উপর বহুলাংশে নির্ভর করতে হয়। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া তাদের গ্রন্থাগার-সেবার আর কিছু প্রয়োজনীয়তা নেই বললেই চলে। Class notes Guide-Books, এবং দু'একখানা মূল পাঠ্যপুস্তক—পরীক্ষার মুখোমুখী পৌছে তাদের দরকার পড়ে। পরীক্ষা পাশ করার জন্য, এমন কি পরীক্ষায় ভাল ফল করার জন্যও এর বেশী কিছু চাহিদা তাদের নেই। স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন, দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, তাঁদের এই দুর্নাম সাধারণতঃ কেউ দিতে পারবেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে শিক্ষা-পদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন ধরণের বলে সেখানে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ছাত্র-ছাত্রী মহলে অপেক্ষাকৃত বেশী, বিশেষ করে গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের মধ্যে। (এ-কথা শিক্ষণ গবেষণারত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির, অর্থাৎ teaching university গুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, affiliating university গুলির ক্ষেত্রে নয়; সেখানে গ্রন্থাগার বলে কিছু প্রায় নেই-ই বলা চলে)।

এই কারণে স্কুল বা কলেজের তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির উন্নতি সম্পর্কে Univercity Grants Commission এবং প্রতিষ্ঠানগুলির নিজ নিজ কর্তৃপক্ষ অনেক বেশী সচেতন। এ-প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছি:

IIT Kanpur-এর মত একটি নামকরা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারিক হিসাবে কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছে। সেখানে দেখেছি—পাঠ্যক্রম ও পাঠন-পদ্ধতি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। সেখানে 'Problem-oriented teaching' পদ্ধতি এবং ভিন্নধরণের পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত বলে একঘণ্টার একটা ক্লাসের কাজ পুরো করতে একটি ছাত্রকে প্রায় ৩ ঘণ্টা গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বই ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়। গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রীরা এবং শিক্ষকগণ প্রতিদিন বেশ কিছু সময় গ্রন্থাগারে ব্যয় করা অপরিহার্য বলে মনে করেন। এই কারণে সেখানে শিক্ষা-ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবেশে গ্রন্থাগারের স্থান অতি উচ্চে। ৮ কোটি টাকার বাৎসরিক বাজেটের প্রায় এক কোটি টাকা প্রতিষ্ঠানটি তার গ্রন্থাগারের জন্য অম্লান-বদনে ব্যয় করে। স্কুল-কলেজে, এমন কি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতেও যদি গ্রন্থাগার একদিনক্রমে দীর্ঘ দিন বন্ধ করে রাখা হয় তাতে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, কিন্তু IIT Kanpur এর গ্রন্থাগারটির দৈনিক ১৬ ঘণ্টার পরিবর্তে কর্মসময় যদি ১ ঘণ্টাও কোন কারণে কমিয়ে দেওয়া হয়, তবে ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকমহলে উত্তেজনার অবধি থাকবে না।

মোট কথা, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং পরীক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষাসংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারগুলির ভবিষ্যৎ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যতদিন আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার এবং পরীক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন না হয়,—যা' আমাদের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজ একান্ত প্রয়োজন,—ততদিন আমরা স্কুল-কলেজ গ্রন্থাগারের উন্নতি এবং গ্রন্থাগারকর্মীদের পদমর্যাদা নিয়ে যত চীৎকারই করিনা কেন—সুফল পাবার আশা সুদূরপরাহত থেকে যাবে। এসব গ্রন্থাগারগুলি যতদিন শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে

যুক্ত না হয়, শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে না উঠে, ততদিন এরা অর্থবণ্টন, কর্মীনিয়োগ, কর্মীদের যথাযোগ্য পদমর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে অগ্রাধিকার পাবে না, কর্তৃপক্ষের চোখে এরা অবহেলিত হয়েই থাকবে।

সম্প্রতি ভারত সরকার যে 'নূতন শিক্ষানীতি' রচনা করেছেন তাতে এমন কিছু নেই যাতে আমরা এ-বিষয়ে আশান্বিত হতে পারি। তাতে গ্রন্থাগারের উল্লেখমাত্র নেই। অবশ্য চক-ব্লাকবোর্ডের উল্লেখও নেই। এথেকে যদি ভাবি যে গ্রন্থাগার চক-ব্লাকবোর্ডের মত এতই অপরিহার্য উপকরণ বলে সর্বস্বীকৃত যে এর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন—এটা যুক্তিসঙ্গত হবে কি?

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কথা ছেড়ে দিয়ে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির দিকে তাকালে কি দেখতে পাই সে-তো আমার চেয়ে আপনারা অনেক বেশী এবং প্রত্যক্ষভাবে জানেন। সেখানেও আমাদের উন্নতি খুবই শ্লথগতিতে চলছে, আর এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে এই অগ্রগতির অনেক তারতম্য রয়েছে। যেখানে যতটুকু হয়েছে বা হচ্ছে তার কৃতিত্ব বহুলাংশে সেখানকার গ্রন্থাগার পরিষদগুলির প্রাপ্য। আজ আমরা পশ্চিমবঙ্গে যেটুকু অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছি এবং যা শুধু উত্তর ভারতেরই নয় সারা ভারতের বহু প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী, এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মত একটি প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠানের—একথা অনস্বীকার্য। সাধারণ গ্রন্থাগারের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনমত সৃষ্টির যে ব্রত পরিষদ নিষ্ঠাসহকারে পালন করে চলেছে গত প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল ধরে, এ দেশে তার তুলনা নেই। আজ এই প্রদেশে যেটুকু উন্নতি দেখতে পাচ্ছি—সেসব তারই ফল। কিন্তু আত্মতুষ্টির দিন আজও আসেনি।

স্কুল-কলেজের মত সাধারণ গ্রন্থাগারব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সেই একই কথা—প্রয়োজনীয়তাবোধের কথা, যার সঙ্গে অগ্রাধিকারের প্রশ্ন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। একটা মানুষের কাছে খাদ্য, বস্ত্র, আবাস ইত্যাদি যতটা আবশ্যক, গ্রন্থাগার সেবাও ততটাই হবে—একথা আমরা কোনমতেই ভাবতে পারিনা। তাই সব উন্নতি পরিকল্পনায় এরা প্রাথমিকতা পাবে, তাতে দ্বিমত থাকতে পারেনা। অগ্রাধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিষয়গুলির স্থান সব সময়ই এসবের নীচে। পরন্তু শিক্ষা-সংস্কৃতির নিজস্ব পরি-প্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারের স্থান কোথায় হবে সেটা নির্ধারিত হবে তার তুলনামূলক প্রয়োজনীয়তাবোধের উপর। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যথাযোগ্য উন্নতি যদি আমাদের কাম্য হয় তবে এর প্রয়োজনীয়তাবোধ জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল করে তুলতেই হবে।

শুরুতে স্কুল-কলেজ গ্রন্থাগারের উপর আমি জোর দিয়েছি বিশেষ করে এই কারণে যে—আমি মনে করি, নতুন যুগের নতুন শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে যেসব ছাত্রছাত্রী গ্রন্থাগার ব্যবহারের অবাধ সুযোগ পেয়ে শিক্ষালাভ করবে, গ্রন্থাগার ব্যবহারের অভ্যাস আয়ত্ত করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বেরিয়ে আসবে—ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের মধ্যে গ্রন্থাগারমুখী মনোভাব, যাকে বলে 'Library-culture,' থেকে যাবে, এবং এরই ফলে তারা গ্রন্থাগার সেবার জন্য যে দাবী তুলবে তার ক্রমবর্ধমান ব্যাপকতাকে দীর্ঘ দিন উপেক্ষা করা, বা তার প্রতি উদাসীন থাকা কোনও জনকল্যাণমূলক সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না।

ইতিমধ্যে গ্রন্থাগার-সংস্থাগুলি জনমত সৃষ্টির জন্য নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা অবশ্যই করে যাবে, তবে এব্যাপারে আজকের দিনের গ্রন্থাগারকর্মীদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একনিষ্ঠ সেবায়, নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের দক্ষতায় তারা যদি জনসাধারণকে সত্যই বোঝাতে পারেন—গ্রন্থাগার তাদের জন্য কী করতে পারে, তবে জনসাধারণ গ্রন্থাগার সেবার জন্য সোচ্চার দাবী তুলবে, গ্রন্থাগার আন্দোলন সফল হবে। আমাদের ভুললে চলবে না যে গত ২০-২৫ বছরে গ্রন্থাগারকর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার অনেকটা উন্নতি

হয়েছে সরকারের আনুকূল্যে। সেবার মাধ্যমে আমরা যে এই উন্নতির যোগ্য তা প্রমাণ করতে হবে।

গ্রন্থাগার সম্পর্কে সত্যিকারের প্রয়োজনীয়তা-বোধের অভাব গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্তরায়, একথা বলবার চেষ্টা করেছি এ-পর্যন্ত। এ ছাড়া আরও একটি অন্তরায় রয়েছে—যা' জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ সৃষ্টি করছি আমরা, যাঁরা গ্রন্থাগারকর্মী বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী তাঁরাই।

যাঁরা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জনসেবাকে পেশার পরিবর্তে নেশা হিসাবে নিয়েছেন, যাঁদের অনেকেই এখানে উপস্থিত রয়েছেন, গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা অমূল্য। তাঁদের কথা বাদ দিলে থাকি আমরা যারা গ্রন্থাগারিকতাকে জীবনে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছি। আমরা মূলতঃ দু ভাগে বিভক্ত,—এক ভাগে আছেন গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানীর দল, আর অপর ভাগে গ্রন্থাগারকর্মীর দল। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানীদের কাজ হ'ল গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান পড়ানো, এসম্বন্ধে তত্ত্বমূলক গবেষণা করা, পুস্তক-পুস্তিকা-প্রবন্ধ রচনা করা। আর গ্রন্থাগার-কর্মীদের কাজ হ'ল বিশেষ কোনও একটি গ্রন্থাগারে নিযুক্ত থেকে তারই উপভোক্তাদের সাধ্যমত সাহায্য করা। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের কাজে 'Glamour' আছে, নেতৃত্ব করার সুযোগ আছে, জবাবদিহির ভাবনা নেই বললেই চলে। অপরপক্ষে, গ্রন্থাগারকর্মীদের প্রতি-দিনের কাজে ঝকমারি বেশী, সফলতার তারিফ কম। অসফলতার জন্য কৈফিয়তের অন্ত নেই। এই কারণে গ্রন্থাগারকর্মীদের দলে আজ একটা ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে; দু'টো উপদল সৃষ্টি হয়ে চলেছে। একটিতে আছেন সে সব গ্রন্থাগারকর্মী যাঁরা আত্মতুষ্টির জন্য গ্রন্থাগারবিজ্ঞানী বলে নিজেদের জাহির করার জন্য সদা সচেষ্ট। এঁদের মধ্যে যে দু'চারজন প্রতিভাশালী আছেন তাঁদের কথা বাদ দিলে, বাকী যাঁরা থাকেন তাঁরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের তত্ত্ব-আলোচনায়, পুস্তক-পুস্তিকা রচনায় বেশীরভাগ সময় নিযুক্ত থাকেন বলে নিজ নিজ গ্রন্থাগারের উপভোক্তাদের সেবা করার প্রতি প্রয়োজন-মাত্রায় নজর দিতে পারেন না। এঁরা সভামঞ্চে বাহবা আর নিজ গ্রন্থাগারের উপভোক্তা এবং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সমালোচনা কুড়িয়ে বেড়ান। এঁরা একধরণের কর্মী-সংকর। এঁরা একসময় Bibliography'র রব তুলেছিলেন, তারপরে Documentation এর, আর আজ Computer-এর। আওয়াজই শুধু। তাঁরা না পেরেছেন তাঁদের গ্রন্থাগার থেকে উল্লেখযোগ্য কোনো Bibliography তৈরী করতে, না পেরেছেন উপযোগী কোনো Documentation service সৃষ্টি করতে; আর না এগুতে পেরেছেন Computer প্রয়োগের ক্ষেত্রে। সবচেয়ে দুঃখের কথা হ'ল তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থাগারগুলি প্রয়োজন মত তত্ত্বাবধানের অভাবে দুর্দশাগ্রস্তই থেকে গেল।

এমনি একটি গ্রন্থাগারে কিছু দিন আগে আমার যাওয়ার সুযোগ ঘটেছিল। দেখলাম এক কোণে ধূলার আস্তরণে ঢাকা অনেক বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। জিজ্ঞাসা করতে গ্রন্থাগারিক বললেন—"ওগুলো Unprocessed, একটা Computer এর জন্য প্রস্তাব দিয়েছি, ওটা এসে গেলে……" ইত্যাদি। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থাগারিকটির ধারণা Computer তাঁর সব কাজ করে দেবে। এ-নিয়ে তিনি নাকি বেশ পড়াশুনা করেছেন এবং একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। দু'চারটে সরকারী গ্রন্থাগারের কথা জানি—যেখানে Computer এসে দীর্ঘ দিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে, কারণ Computer এর খাদ্য, অর্থাৎ input যোগ্য data তৈরী নেই। Bibliographical data base তৈরী করার উদ্দেশ্য রয়েছে, কিন্তু মুশকিল হ'ল Catalogue অসম্পূর্ণ, যা' Catalogued তা-ও ভুলে ভরা। কাল যদি এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ জিজ্ঞাসা করেন—এতটাকা খরচ করে Computer কেনা হল, তার কী হল? তখন কী উত্তর দেওয়া যায়, বলতে পারেন?

আমরা অতি-উৎসাহবশতঃ ভুলে যাই যে—

পাশ্চাত্য দেশের গ্রন্থাগারগুলি যখন Computer নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেছিল ২৪ বছর আগে, তখন তাদের গ্রন্থাগারগুলি আমাদের তুলনায় অনেক বেশী সুষ্ঠু-ভাবেই চলছিল; আমাদের মত অসম্পূর্ণ বা অশুদ্ধ Catalogue তাদের data-base সৃষ্টির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। একবিংশ শতাব্দীতে Computerised automation এর স্তরে গ্রন্থাগারগুলিকে পৌঁছে দেবার জন্য যে শ্রমের প্রয়োজন তারজন্য আমাদের মানসিক প্রস্তুতি আছে কি?

এ'গেল প্রথম উপদলটির কথা। দ্বিতীয় উপদলটিতে আছেন সেসব কর্মী যাঁরা কাজের সঙ্গে তাল রাখতে অসক্ষম, ঝকমারি নিতে অনিচ্ছুক, এঁদের মধ্যে গ্রন্থাগারিকবৃত্তির প্রবণতার অভাব, কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার মত উদ্ভাবনী শক্তি নেই। এঁরা হলেন গ্রন্থাগারবৃত্তিতে misfit-এর দল। এঁরা সর্বক্ষণ ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলেছেন।

এ' দুটি উপদলের বাইরে যাঁরা রয়েছেন তাঁরাই হলেন প্রকৃত গ্রন্থাগারকর্মী। তাঁরা গ্রন্থাগারিকতাকে যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে চলেছেন। পরম অনুরক্ত এই স্বল্পসংখ্যক গ্রন্থাগারকর্মীর উপরই আমাদের গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকতার ভবিষ্যৎ একান্তভাবে নির্ভর করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই একনিষ্ঠ গ্রন্থাগারকর্মীদলে আজ ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। নিজেদের অতি-আধুনিক বলে লোকচক্ষে প্রতিপন্ন করার লালসায় যে হারে আজ আমরা উপরিউল্লিখিত বর্ণ-সংকরের দল, অর্থাৎ তথাকথিত গ্রন্থাগারবিজ্ঞানীর দল সৃষ্টি করে চলেছি তাতে এমন দিন অচিরেই আসবে যেদিন দেশে প্রকৃত গ্রন্থাগারকর্মী বলে কেউ থাকবেনা, থাকবে শুধু গ্রন্থাগারবিজ্ঞানী নেতার দল। সেদিন সুদূরপরাহত হোক।

আমাদের মত সাধারণ গ্রন্থাগারকর্মীদের মনে এধরণের জটিলতা সৃষ্টি করার মূলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী-দের কিছুটা ভূমিকা রয়েছে। যাঁরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পড়ান—তাঁরা আমাদের গ্রন্থাগারগুলির বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে পূর্ণভাবে সজাগ বলে মনে হয় না। তাঁরা বৃত্তিকুশলীকর্মী সৃষ্টি করেন, আর আমরা গ্রন্থাগারিকগণ সেসব কর্মীদের গ্রন্থাগারের কাজে নিযুক্ত করি। তাঁরা যে শিক্ষা লাভ ক'রে আসেন তা' শিক্ষকগণের পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও ব্যাপকতা যতটা প্রচার করে, বাস্তব পরি-স্থিতিতে ততটা কার্যকরী হয় না। তাঁরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্বের গভীরে বিভ্রান্ত, হতবুদ্ধি; গ্রন্থাগারের উপভোক্তাকে অতি সাধারণ ধরণের সহায়তা দিতেও তাঁরা অক্ষম; অতি প্রয়োজনীয় reference tools সম্পর্কে তাঁরা অজ্ঞ; তাঁরা DIALOG-এর মাধ্যমে কী ভাবে information সংগ্রহ করা যায় তা' নিয়ে দীর্ঘ ভাষণ দেবার ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু নিজেদের গ্রন্থাগারে যে-সব মূল্যবান তথ্য অব্যবহৃত পড়ে আছে তার সন্ধান তাঁরা রাখেন না রাখা প্রয়োজনবোধ করেন না। তাঁরা বুঝতে চাননা যে—একটা অতি সামান্য তথ্যও তৎপরতার সঙ্গে উপভোক্তাকে সরবরাহ ক'রে যে মানসিক তৃপ্তি এবং উপভোক্তার কাছ থেকে যে কৃতজ্ঞতা,যে স্বীকৃতি, অর্জন করা সম্ভব, তা' গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্ব সাধারণের দুর্বোধ্য ভাষায় প্রচার করে সম্ভব হয় না।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা-সংস্থাগুলি সম্প্রতি গ্রন্থা-গারকর্মীদের মনে আর একটি নতুন ধরণের আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছেন। Master of Library & Infor-mation Science পড়ানো প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই চালু করা হয়েছে। যাঁরা M.L.I.Sc পড়তে আসেন তাঁদের মধ্যে এমন বহু ছাত্র-ছাত্রী আছেন যাঁরা কোনও গ্রন্থাগারের কাজে নিযুক্ত নন। পাশ করার পরে ভাল মাইনের চাকুরিতে এঁদের স্থান হয় না বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই বলে, আর অল্প মাইনের চাকুরিতে এঁরা অযোগ্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে। যাঁদের ভাগ্যগুণে ছোটখাট চাকুরি

জুটে যায়, তাঁরা মানসিক অতৃপ্তি নিয়ে কাজ শুরু করেন, ফলে সৃষ্টি করেন আর এক ধরণের সমস্যা।

আজকের গ্রন্থাগারকর্মীদের মনের এই অস্থিরতার একমাত্র কারণ হ'ল—গ্রন্থাগারিকতা আজও একটি সুসংবদ্ধ, সুস্পষ্ট সীমা নির্ধারিত বৃত্তিতে পরিণত হতে পারেনি। আমরা গ্রন্থাগারকর্মীরা সর্বক্ষণ আমাদের একটা সুস্পষ্ট পেশাগত পরিচিতি ( Professional identity ) খুঁজে বেড়াচ্ছি। এই পরিচিতি লাভের সন্ধানে আমরা Librarian থেকে Library Scientist, Documentalist, Information Specialist ইত্যাদি আধুনিক সংজ্ঞা একেরপর এক গ্রহণ করে চলেছি ; যেখানে Computer এর Users' Trainingই কাজের পক্ষে যথেষ্ট সেখানে কেউ কেউ এমন কি Computer Specialist বলে পরিচিত হবারও প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছি। আমরা যে যুগের সঙ্গে তাল রেখে আধুনিকতা অর্জন করে চলেছি—একথা প্রমাণ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছি। পাশ্চাত্যদেশের প্রাযুক্তিক (Technological) উন্নতির কিরণচ্ছটা আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। দেশের বর্তমান পরিবেশে সমাজজীবনে আমাদের প্রকৃত ভূমিকার সীমা রেখা আজও আমরা নির্ধারণ করতে পারিনি ; এবং তাতে একনিষ্ঠ ভাবে মনঃসংযোগ করতে পারছি না।

আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধৈর্যপরীক্ষায় আপনারা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। যা' বললাম—সবই আমার বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত, সাজিয়ে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করিনি, সে ক্ষমতা আমার নেই। কিছু কিছু অংশ যদি আপনাদের কটু বলে মনে হয়ে থাকে তার জন্য মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

নমস্কার।

**রাখালচন্দ্র চক্রবর্তীবিশ্বাস**
জুন ১, ১৯৮৭

---

## পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিবেদন

৪১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতি, উদ্বোধক, প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সদস্য ও কর্মীবৃন্দ এবং সম্মেলন প্রাঙ্গণে উপস্থিত প্রতিনিধি ও দর্শকমণ্ডলী—আপনাদের সবাইকে আমরা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা। এক বছর আগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম সভাপতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবর্ষে আমরা কলকাতায় মিলিত হয়েছিলাম ৪০ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মঞ্চে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে "সংস্কৃতি সাধনাকে লোকসমাজে" বিস্তারিত করার যে চিন্তা-ভাবনা করেছেন বাস্তবে তা রূপায়িত করার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তার জন্মলগ্ন থেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এই সম্মেলনে আমরা যখন মিলিত হয়েছি তার তিন মাস আগে বিপুল ভোটাধিক্যে জনগণের রায় নিয়ে বামফ্রন্ট তৃতীয়বার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন

হয়েছে। এই বিপুল সাফল্যের জন্য আমরা বামফ্রন্টকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। এই রাজ্যের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে বিপুল অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের সময় সেই অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকবে এই প্রত্যয় আমাদের আছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগারের উন্নয়নের প্রতিটি কাজে পরিষদের আন্তরিক সহযোগিতার কথা ঘোষণা করে এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করছি।

**সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা**—বিগত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে রাজ্য সরকার যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক হল: সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন; গাঁয়ে-গঞ্জে সরকার-পোষিত (স্পনসর্ড) গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা; গ্রন্থাগারগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার উদ্দেশ্যে গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ও আসবাবপত্র ক্রয় এবং বাঁধাই ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য বর্ধিত হারে বার্ষিক অনুদান প্রথার প্রবর্তন; সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশু ও কিশোর বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ অনুদান প্রদান; গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য বিশেষ অনুদান প্রদান; বে-সরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে অনুদান প্রদান; রাজ্য ও জেলাস্তরে গ্রন্থমেলার আয়োজন ও বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ; গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার উন্নয়ন ইত্যাদি। এই সব কর্মসূচী গ্রহণের ফলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে। জনশিক্ষা প্রসারে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যাতে আরো কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে আমাদের রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কিছু দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই—

(ক) গ্রন্থাগার আইন চালু হওয়ার ফলে রাজ্যস্তরে স্টেট লাইব্রেরি কাউন্সিল এবং জেলা স্তরে লোকাল লাইব্রেরি অথরিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু জেলা স্তরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিল তা আজও বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। গ্রন্থাগারগুলির কাজ নিয়মিত পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান, লোকাল লাইব্রেরির কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিত আর্থিক অনুদান প্রদান এবং তৎসংক্রান্ত হিসাবপত্র রক্ষা করা, কর্মীদের চাকুরী সংক্রান্ত নথিপত্র সংরক্ষণ করা এবং জেলাস্তরে গ্রন্থাগার উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়িত করা প্রভৃতি কাজের জন্য অবিলম্বে জেলাস্তরে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন।

(খ) সাধারণ গ্রন্থাগারের অন্যতম প্রধান কাজ হল সুসাহিত্য পাঠের মাধ্যমে চিত্ত বিনোদনে সহায়তা করা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, অর্জিত শিক্ষার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তথ্য পরিবেশন, অবক্ষয় ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সামাজিক চেতনার বিকাশ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে তা এখনো পর্যন্ত আমাদের কর্মসূচীর মাধ্যমে যথাযথভাবে রূপায়িত হতে পারে না। বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি যাতে এইসব ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে প্রকৃত অর্থে "জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়" রূপে গড়ে উঠে সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে।

(গ) আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবা এখনো পর্যন্ত মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত শিক্ষিত মানুষের একাংশের মধ্যে গ্রন্থ লেন-দেন কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা নির্বাচনও এই দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়। সদ্য সাক্ষর ও অল্প-শিক্ষিত দরিদ্র মানুষদের এখনো গ্রন্থাগারের আঙিনায় টেনে আনা সম্ভব হয়নি। অর্জিত শিক্ষার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সদ্য সাক্ষর ও অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদের মাঝে সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিষেবা সম্প্রসারিত করার জন্য একদিকে যেমন সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে নিঃশুল্ক বা বিনা চাঁদার কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে, অপরদিকে সদ্য সাক্ষর ও অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদের উপযোগী গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার প্রকাশ ও নির্বাচনের দিকে বিশেষ করে নজর দিতে হবে।

(ঘ) গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার যে সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে তা আরো সার্থকভাবে পরিষেবার কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে অবিলম্বে আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। সীমিত আর্থিক সম্পর্ক ও কর্মীবাহিনীকে আরো যথাযথভাবে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে যে সব কর্মসূচী আমাদের বিশেষ বিবেচনার মধ্যে আনা প্রয়োজন তা হল: আন্তঃ গ্রন্থাগার লেন-দেন, যৌথ সূচী (ইউনিয়ন ক্যাটালগ) প্রণয়ন, জেলাস্তরে গ্রন্থ ক্রয় ও গ্রন্থসূচী তৈরীর কেন্দ্রীয় কার্যক্রম ইত্যাদি।

(ঙ) সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা উন্নয়নে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা ধন্যবাদার্হ। এই ধরণের গ্রন্থাগারের কর্মীদের যে সব সমস্যার আজো সমাধান হয়নি তা হল: রাজ্য সরকার ঘোষিত নীতি অনুযায়ী অবিলম্বে বিভিন্ন ধরণের অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধার (পেনসন, গ্রাচুইটি, গ্রুপ ইনসুরেন্স, জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড) প্রবর্তন, নিয়মিত মাসিক বেতন প্রদান, কর্মীদের সার্ভিস বুকের প্রবর্তন ইত্যাদি। এই সব সমস্যার আশু সমাধান ছওয়া প্রয়োজন।

**কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা**

পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার উন্নয়নে রাজ্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তার জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের যে সব সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন তা হল : (ক) বর্তমানে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ক্রয়ের জন্য বার্ষিক অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি সুষ্ঠুনীতি নির্ধারণ, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং কলেজ গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে। এই অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন বিজ্ঞান সম্মত পরিকল্পনা নেই। গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বার্ষিক অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি সুষ্ঠুনীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন, (খ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পরিষেবার বৈশিষ্ট্য, ছাত্র-শিক্ষক-গবেষকের সংখ্যা গ্রন্থ পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ও বার্ষিক সংযোজনের পরিমাণ, গ্রন্থাগারের কাজের সময় ইত্যাদি বিবেচনা করে কর্মী কাঠামো নির্ধারণ করা প্রয়োজন, (গ) কলেজ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ক্ষেত্রে ইউ জি সি নির্ধারিত অযৌক্তিক শর্তাবলীর সংশোধন, (ঘ) শিক্ষকদের সঙ্গে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক, উপ-গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিকদের সংশোধিত বেতনক্রম ঘোষণা এবং পূর্বতন ইউ জি সি বেতনক্রমে যাদের এখনো ফিক্সেসন হয়নি তা অবিলম্বে সমাপ্ত করা, (ঙ) কলেজে গ্রন্থাগার সহকারী (লাইব্রেরি এ্যাসিস্টেন্ট) নিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে ঘোষণা করা, (চ) গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমতুল মর্যাদা ও অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা প্রদান, (ছ) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও কলেজ পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনে গ্রন্থাগারিক সহ-গ্রন্থাগারিকদের প্রতিনিধিত্বে যে সব অসঙ্গতি আছে তার দূরীকরণ, (জ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান, (ঝ) মেডিকেল কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও ইউ জি সি বেতনক্রমের অনুরূপ বেতনক্রম প্রবর্তন।

**বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা**

বিগত কয়েক বছরে এই রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আমরা বামফ্রন্ট সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কিছু সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন সেই বিষয়েও আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই বিষয়গুলি হল : (ক) অল্প সংখ্যক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এখনো গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়নি। এই সব বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারণের কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন, (খ) ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্য বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর রুটিনে গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সময় দান, (গ) প্রতিটি বিদ্যালয় যাতে প্রতি বছর গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ক্রয়ের জন্য নিয়মিত অনুদান পায় সেই উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দিষ্ট অনুদান প্রথার প্রবর্তন, (ঘ) সরকারী বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ক্রয়ের জন্য বার্ষিক অনুদান প্রথার প্রবর্তন, (ঙ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষালাভের সুযোগ দান।

**গ্রন্থাগার ও শিক্ষানীতি**

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অঙ্গ। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের সঙ্গে যুক্ত। স্বাধীনতা লাভের চল্লিশ বছর পরে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। আর কয়েক বছর বাদে আমরা যখন একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করব তখন সমগ্র বিশ্বের অর্ধেক নিরক্ষর মানুষের জন্মভূমি হবে আমাদের ভারত। দুঃখের হলেও বাস্তব ঘটনা হল ভারত সরকারের সর্বশেষ শিক্ষানীতিতে এই জাতীয় সমস্যা সমাধানের পর কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। স্বাধীনতা লাভের পর চল্লিশ বছর ধরে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, ১৪ বছর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য বিনা চাঁদার সাধারণ প্রবর্তন, মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, অর্জিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি জনশিক্ষা সম্প্রসারণ-মূলক কর্মসূচী কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতিতে অবহেলিত হয়েছে। জনশিক্ষা প্রসারের কর্মসূচীকে চরম অবহেলা করে মুষ্টিমেয় ছাত্র-ছাত্রীর জন্য উৎকৃষ্ট-মানের শিক্ষা এবং আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যা ব্যবহারের সুযোগ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে চরম সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই অবস্থার প্রতিরোধে সর্বস্তরের শিক্ষানুরাগী মানুষকে জনশিক্ষা প্রসারের আন্দোলনে সামিল হতে হবে।

**৪১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়**

৪১তম গ্রন্থাগার সম্মেলনে একদিকে যেমন এই প্রতিবেদন এবং অন্যান্য প্রস্তাবাদির ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হবে, অপরদিকে আমাদের বর্তমান সামাজিক

চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের মূল্যায়ন সম্পর্কে একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হবে। ১৮৮৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়। এই বছর বিশ্বের সর্বপ্রথম আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে নানা ধরণের আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান একটি সামাজিক বিদ্যা। আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক পটভূমিকায় গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবার কাজ সুসংগঠিত ও উন্নত করার ক্ষেত্রে বর্তমান গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কতটা কার্যকর তা নিয়ে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে। আমরা আশা করি গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ নিয়ে এই আলোচনা ফলপ্রসূ হবে।

### গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি

আমাদের এই প্রতিবেদন শেষ করছি গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি কয়েকটি বিশেষ আবেদন রেখে। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমাদের রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবার মান কিছুটা উন্নত করার সুযোগ-সম্ভাবনা এসেছে। এই সুযোগ কাজে লাগাবার জন্য গ্রন্থাগার-কর্মীদের আরো কর্মনিষ্ঠ ও তৎপর হতে হবে। মনে রাখতে হবে যে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির সামাজিক ভিত্তি দৃঢ় করতে হলে উন্নতমানের পরিষেবার মাধ্যমেই আমাদের জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে।

গ্রন্থাগারকর্মীদের কাছে আমরা আরো আবেদন জানাচ্ছি গ্রন্থাগার আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও বিশ্বের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে। বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষকে অবলম্বন করে একদিকে যেমন ভারতের মানুষের ঐক্য ও সংহতিকে খণ্ড বিখণ্ড করার চক্রান্ত চলছে, অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে চলছে নূতন বিশ্বযুদ্ধের মহড়া। গ্রন্থাগার-কর্মীদের সমগ্র স্তরের মানুষের সঙ্গে একদিকে যেমন জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য সংগ্রাম করতে হবে, অপরদিকে সামিল হতে হবে বিশ্বব্যাপী শান্তি সংগ্রামে।

## পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কে কিছু চিন্তা ভাবনা

**প্রবীর রায়চৌধুরী**
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

### ১ প্রস্তাবনা—

একশ বছর আগে ১৮৮৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেলভিল ডিউই-র নেতৃত্বে আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রবর্তন হয়। বিগত একশ বছরে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে। বর্তমানের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বহু বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি শাস্ত্র। গ্রন্থাগার তথা তথ্যকেন্দ্রের উদ্দেশ্য হল সর্বোত্তম উপায়ে জ্ঞানের সংগ্রহ, সংগঠন, সংরক্ষণ ও বিতরণ। গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র সমূহকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জ্ঞান ও কুশলতা অর্জন করা। যাতে বর্তমান ও সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন চাহিদা দ্রুত পূরণ করা যায়।

অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল ধরে ভারতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রসার ঘটেছে। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষণে একটি অগ্রণী রাজ্য। পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে এবং চারটি সংস্থায় সার্টিফিকেট স্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গে। বিগত দশ বছরে এই রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থারও বিপুল প্রসার ঘটেছে। বিরাট সংখ্যক সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে একটি বক্তব্য প্রায়ই শোনা যায় যে আমাদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্র থেকে অর্জিত শিক্ষা এবং গ্রন্থাগারের বাস্তব অবস্থার মধ্যে সংগতি নেই। আরো বক্তব্য ওঠে যে বর্তমান গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার জন্য শিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীরা অনেকেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারছেন না।

পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী

ব্যয়বহুল গ্রন্থাগার ও তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ঐ সব দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চায় আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রয়োগ ঘটেছে। এটা ঠিক ভারতেও একদিন ঐ ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠবে এবং আমাদের লক্ষ্যও তাই। কিন্তু ভারতের বর্তমান অর্থ-সামাজিক শিক্ষাগত পটভূমিকায় উন্নত দেশগুলির সর্বাঙ্গেই অনুকরণযোগ্য নয় এবং এই মুহূর্তে ঐ সব পদ্ধতির সব কিছু প্রয়োগের সম্ভাবনাও কম। অথচ আমরা থেমে থাকতে পারি না। উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার ও তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার দিকে আমাদের এগুতেই হবে।

উপরোক্ত পটভূমিকায়, অর্থাৎ একদিকে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষণের শতবর্ষের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ রেখে, অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত পটভূমিকায় উন্নতমানের গ্রন্থাগার ও তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণকে কি ভাবে ঢেলে সাজানো যায় এই হল ৪১তম বর্ণাঢ্য গ্রন্থাগার সম্মেলনের আলোচনাচক্রের মূল উদ্দেশ্য।

প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই নয় যে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষণের পরিপূর্ণ মূল্যায়ন করা এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পাঠক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও মূল্যায়ন পদ্ধতির একটি বিকল্প কাঠামো উপস্থিত করা। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল বর্তমানে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষণের কয়েকটি বিষয় যা অবহেলিত বা উপেক্ষিত হচ্ছে, সেই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের শিক্ষক ও গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানী বন্ধুরা পাঠক্রম, শিক্ষা পদ্ধতি ও মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিপূর্ণ কাঠামো তৈরী করবেন এই প্রত্যাশা আমরা রাখি।

**২ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা**

আমাদের দেশের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রধান দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাগুলি হল :—

**(ক) সামাজিক পটভূমিকা অবহেলিত**

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উপযোগী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা। আমাদের দেশের শতকরা ৬৪ ভাগ মানুষ নিরক্ষর। অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের বিরাট অংশ অল্প শিক্ষিত ও সদ্য সাক্ষর। শিক্ষিত ও অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের অতি সামান্য অংশই গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন বা করার সুযোগ পান। মানুষকে গ্রন্থাগার ও তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলার কার্যক্রম ও পদ্ধতি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে বিশেষ প্রাধান্য পায় না। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে নানাবিধ তথ্যের পরিবেশন এমনকি নিরক্ষর মানুষের মাঝে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন প্রভৃতি কাজে গ্রন্থাগারের যে সক্রিয় ভূমিকা আছে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের মধ্যে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশের পটভূমিকায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সদ্য সাক্ষরদের অর্জিত শিক্ষার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা এবং জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে কিভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

**(খ) অর্জিত শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে সঙ্গতি নেই**

এ ক্ষেত্রে দুটি বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, অর্জিত শিক্ষা প্রয়োগের পরিবেশ ও সুযোগ অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে বক্তব্য হল বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষণের কার্যক্রম নির্ধারিত হতে পারে না। শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীকে প্রতিকূল পরিবেশ থেকে অনুকূল পরিবেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে হবে। দ্বিতীয় বক্তব্যটি গুরুতর। শিক্ষণের কার্যক্রমে এমন কিছু সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা থাকে যার ফলে বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় প্রাচ্য ও ভারতীয় বিষয়সমূহ বর্গীকরণ, ভারতীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থের সূচীকরণ, গ্রন্থাগারের হিসাবপত্র সংরক্ষণ ও গ্রন্থাগার কমিটির কাজ পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়গুলি আমাদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে উপেক্ষিত হওয়ার ফলে বাস্তবক্ষেত্রে কর্মীদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

**(গ) তত্ত্বগত দিকের উপর অধিক প্রাধান্য, প্রয়োগ ও ব্যবহারিক দিক অবহেলিত**

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান চর্চায় তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিক সমগুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অধিকাংশ কোর্সে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকের শিক্ষা শুধুমাত্র বর্গীকরণ ও সূচীকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অথচ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবহারিক শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তত্ত্ব এবং ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয় না হওয়ার ফলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে।

**(ঘ) শিক্ষণের বিষয়বস্তু বিক্ষিপ্ত ভাবে উপস্থিত করা হয়**

বিভিন্ন শিক্ষণ কেন্দ্রে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলি বিক্ষিপ্তভাবে পেশ করা হয়। এর ফলে অন্তর্নিহিত বিষয়গুলির মধ্যে যে সংযুক্ততা আছে তা শিক্ষার্থীদের উপলব্ধির মধ্যে আসে না।

**(ঙ) শিক্ষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথাযথ উপলব্ধির অভাব**

বিভিন্ন শিক্ষণ কেন্দ্রের পাঠক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষণে (সার্টিফিকেট—বি-লিব—এম-লিব) কি কি বিষয় পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত এই বিষয়ে যথাযথ উপলব্ধির অভাব আছে। গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের আধুনিক অগ্রগতি, তুলনামূলক পর্যালোচনা প্রভৃতি বিষয়গুলি বিভিন্ন পাঠক্রমে অবহেলিত। কখনো কখনো বিভিন্ন স্তরের পাঠক্রমে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। কোন্ স্তরে কি পড়ানো হবে, কতটা পড়ানো হবে এবং কিভাবে পড়ানো হবে এই বিষয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষকদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের চিন্তা ভাবনা পরিলক্ষিত হয়।

**(চ) শিক্ষণ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা**

আমাদের শিক্ষণ পদ্ধতি মূলতঃ বক্তৃতা কেন্দ্রিক। এর ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে দ্বিমুখী প্রক্রিয়া গড়ে উঠে না। পাঠক্রমে সংগে সংগে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কলাকুইয়া, প্রজেক্ট ওয়ার্ক, প্র্যাকটিকাল ওয়ার্ক ইত্যাদি সংযুক্ত হলে একদিকে যেমন শিক্ষাদান পদ্ধতি পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, অপরদিকে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে।

**(ছ) মূল্যায়ন পদ্ধতির ত্রুটি**

কোর্সের শেষে একমাত্র চূড়ান্ত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করার পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। ক্লাস টেস্ট, সেমিস্টার টেস্ট, প্রজেক্ট ওয়ার্ক, প্র্যাকটিকাল ওয়ার্ক ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নিরবচ্ছিন্ন বা অবিরাম মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রবর্তন হলে শিক্ষার্থী সংগে সংগে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি জানতে পারে। এর ফলে চূড়ান্ত পরীক্ষা অধিকতর আত্মবিশ্বাসের সংগে সম্মুখীন হতে পারে।

**(জ) শিক্ষক সমাজের ভূমিকা**

শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রতিনিয়ত যোগাযোগের মাধ্যমে সার্থক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় আমাদের শিক্ষকদের অনেকেই ক্লাসে বক্তৃতা দেওয়া ব্যতীত শিক্ষার্থীদের সংগে যোগাযোগ রাখেন না। ক্লাসরুমের বাইরে আলাপ আলোচনা অনেকেরই অনীহা লক্ষ্য করা যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করার বিষয়ে আমাদের শিক্ষক সমাজের অনেকেরই অনীহা লক্ষ্য করা যায়। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষকভীতি এবং আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের জন্য বিভাগে শিক্ষকদের অনুপস্থিতি কখনোই সার্থক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে সহায়ক হয় না।

**(ঝ) পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা**

সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাকার্য পরিচালনা করতে গেলে ন্যূনতম পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা থাকা উচিৎ। যেমন প্রয়োজনীয় ক্লাসরুম ও আসবাবপত্র, বিভাগীয় গ্রন্থাগার-কাম-ওয়ার্কসপ, প্রয়োজনীয় শিক্ষক, শিক্ষকদের বসবার ঘর, সুষ্ঠুভাবে বিভাগ পরিচালনার জন্য বিভাগীয় বাজেট ও আর্থিক অনুদান, প্রয়োজনীয় শিক্ষাকর্মী ইত্যাদি। প্রায়ই দেখা যায় এই সব অত্যাবশ্যক পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার সংস্থান না করে নতুন নতুন কোর্স খুলে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের নানারকম অসুবিধা হয় এবং শিক্ষণের কাজও ত্রুটিপূর্ণ ও অসমাপ্ত থাকে।

**(ঞ) শিক্ষান্তে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ নেই**

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান একটি ব্যবহারিক বিদ্যা, শিক্ষান্তে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ থাকলে শিক্ষায় পরিপূর্ণতা আসে। প্রযুক্তি বিদ্যার ন্যায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানেও শিক্ষান্তে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ থাকা উচিত।

**(ট) শিক্ষণ কেন্দ্র ও নিয়োগ কেন্দ্রের মধ্যে সংযোগ নেই**

কোন ব্যবহারিক শাস্ত্রের শিক্ষণের ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করতে হলে শিক্ষণ কেন্দ্র এবং কর্মক্ষেত্রের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। এই ধরণের সংযোগ থাকলে বোঝা যাবে শিক্ষণের ত্রুটি কোথায় এবং কিভাবে তা দূর করা সম্ভব। কর্মীদের কর্মকুশলতার মাধ্যমেই শিক্ষণের সার্থকতা নির্ধারিত হবে।

**(ঠ) শিক্ষণের মান-নির্ধারক সংস্থার অভাব**

বৃত্তিমূলক শিক্ষার উৎকর্ষতা নির্ভর করে উন্নতমানের পাঠক্রম এবং শিক্ষাদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উপর। দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষণের মান নির্ধারণের জন্য কোন সংস্থা (Accrediting Agency) নেই। ফলে দেখা যায় পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা, পাঠক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন পদ্ধতি বিষয়ে ন্যূনতম মানের তোয়াক্কা না করে কিছু কিছু শিক্ষণকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। অন্যান্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটছে। এর ফলে শিক্ষার অবমূল্যায়ন ঘটছে। এই অবস্থার অবসানে সমগ্র ভারতের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি মান নির্ধারক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা আছে।

**৩ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের বিষয়বস্তু বা পাঠক্রম সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব**

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পরিপূর্ণ কাঠামো প্রস্তাব করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কিছু কিছু বিষয় যা আমাদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পাঠক্রমে গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত

হওয়া উচিত অথচ বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রমে ঐ বিষয়গুলি অবহেলিত বা অনুপস্থিত থাকছে সেই সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিভিন্ন স্তরে পাঠক্রম নির্ধারণ বা সংশোধন-কালে এই বিষয়গুলি বিবেচিত হওয়া উচিত।

**(ক) গ্রন্থাগার ও সমাজ**

সমাজে সর্বোত্তম উপায়ে জ্ঞানের সংগ্রহ, সংগঠন, সংরক্ষণ ও বিতরণই গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রসমূহের মূল লক্ষ্য। এই কাজকে সুসংগঠিতভাবে করাই গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু। সার্টিফিকেট 'বি. লিব স্তরে এমন কিছু বিষয় বা একটি পরিপূর্ণ পত্র (পেপার) থাকা উচিত যার উদ্দেশ্য হবে যে সম্প্রদায় বা কমুনিটির মাঝে গ্রন্থাগারের পরিষেবা সংগঠিত হতে যাচ্ছে, সে সম্প্রদায় বা কমুনিটি সম্পর্কে জানা এবং তাদের গ্রন্থাগারে আকৃষ্ট করার বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি আয়ত্ত করা। 'গ্রন্থাগার ও সমাজ' নামক পত্র নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:—

(১) গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের দর্শন ও সামাজিক লক্ষ্য—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র ইত্যাদি।

(২) বর্তমান ভারতীয় সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে কিছু ধারণা।

(৩) গ্রন্থাগারের বর্তমান ও সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের সংখ্যা, তাদের শিক্ষাগত ও জীবিকাগত অবস্থান, গ্রন্থ ও তথ্য সম্পর্কে তাদের চাহিদা প্রভৃতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সমীক্ষা বা সার্ভের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি।

(৪) গ্রন্থাগারের বর্তমান ও সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য নানা ধরণের সম্প্রসারণমূলক কার্য-কলাপ (Extension activities) সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা এবং এই সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচী।

(৫) নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানে গ্রন্থাগারের ভূমিকা পরিষেবা সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা এবং এই সম্পর্কিত কর্মসূচী।

**(খ) গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান**

গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান বিষয়টি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে চরম অবহেলিত। অথচ কোন বিশেষ একটি গ্রন্থাগার বা সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাফল্য ও ত্রুটি নির্ধারণে গ্রন্থাগার পরিসংখ্যানের ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন ধরণের পরিসংখ্যান রাখা এবং পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের অন্ত-ভুক্ত হওয়া উচিত।

**(গ) গ্রন্থাগারের হিসাব রক্ষা এবং কমিটির কাজ পরি-চালনা**

সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের অন্যতম কাজ হল গ্রন্থাগারের হিসাব পত্র রক্ষা করা এবং পরিচালক-মণ্ডলীর কাজে সহায়তা করা। এছাড়া অনাধরণের গ্রন্থা-গারের গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগার বাজেট সম্পর্কে ওয়া-কিবহাল থাকতে হয় এবং গ্রন্থাগার কমিটির বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করতে হয়। এই সব অবস্থার পরি-প্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারের বাজেট, হিসাব রক্ষা, কমিটির কাজ পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়গুলি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

**(ঘ) তথ্য পরিবেশন**

ব্যবহারকারীদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের তথ্য পরিবেশনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। ছোট বড় বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারকে বাস্তব অবস্থা এবং সামর্থ্য অনুযায়ী কিভাবে তথ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা যায় এবং কিভাবে তথ্য পরিবেশনের কাজ সংগঠিত করতে হবে তা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠক্রমে গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হওয়া উচিৎ। অনেকের ধারণা তথ্য পরিবেশনের কাজ একমাত্র বড় বড় গ্রন্থাগারে সংগঠিত হতে পারে। বস্তুতঃ তা ঠিক নয়। এমন কি একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমেও বাস্তব অবস্থা ও সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রামীণ জীবনের নানা তথ্য পরিবেশন করা যায়। শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে যথাযথ শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।

**(ঙ) আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা**

অধিকাংশ গ্রন্থাগারেরই সম্পদ সীমিত। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে যৌথ কর্মসূচী এবং সম্পদের সম্মি-লিত ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার পরিষেবা সংগঠিত করা সম্ভব। তাই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠক্রমে বিভিন্ন ধরণের আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতামূলক কর্মসূচী কিভাবে সংগঠিত করা যায় সেই সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সম্যক ধারণা দেওয়া উচিৎ। আন্তঃ গ্রন্থা-গার লেন-দেন, ইউনিয়ন ক্যাটালগ বা যৌথ সূচী প্রণয়ন, কেন্দ্রীয়ভাবে গ্রন্থ ক্রয় বা সংগ্রহ এবং কেন্দ্রীয়-ভাবে সূচীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়গুলি বিস্তারিত ভাবে শিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ।

**(চ) গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ**

আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিপুলভাবে প্রযুক্তি-বিদ্যার প্রয়োগ ঘটেছে। তাছাড়া গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনার ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স এর

প্রভাবও ক্রমবর্ধমান। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার উচ্চ-স্তরে, অর্থাৎ স্নাতক এবং বিশেষ করে স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠক্রমে এই বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

**(ছ) বর্গীকরণ**

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠক্রমে এই বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে যে ত্রুটি এই ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় তা হল:—

(ক) শিক্ষার্থীদের অনেকের মধ্যে এমন একটি ধারণা জন্মায় যে এমনকি ছোট গ্রন্থাগারেও ব্যয়বহুল বর্গী-করণ গ্রন্থ ছাড়া গত্যন্তর নেই। ছোট ছোট গ্রন্থাগারে যে সহজ-সরলভাবে বর্গীকরণের কাজ করা যায় এবং ব্যয়বহুল বর্গীকরণ গ্রন্থ না কিনেও তা সম্ভব এই ধারণা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেওয়া উচিত।

(খ) ভারতের বিভিন্ন বর্গীকরণ পদ্ধতি যথা কোলন বর্গীকরণ, বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়া উচিৎ।

(গ) প্রাচ্য ও ভারতীয় বিষয়সমূহ বর্গীকরণ পাশ্চাত্যের বর্গীকরণ গ্রন্থগুলি বিশেষ সহায়ক নয়। এই ধরণের গ্রন্থ কিভাবে বর্গীকরণ করতে হবে সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়া উচিৎ।

**(জ) সূচীকরণ**

সূচীকরণ বিষয়টিও আমাদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পাঠ-ক্রমে গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়। এই ক্ষেত্রে যে ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায় তা হল:—

(১) ছোট গ্রন্থাগারে সহজ-সরলভাবে সূচীকরণের কাজ কিভাবে করা যায় সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়া উচিৎ।

(২) পাশ্চাত্যের সূচীকরণ সংহিতা বা কোডে ভারতীয় ভাষায় লেখা গ্রন্থ সূচীকরণের সমস্যা বিবেচিত হয়নি। শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের এই সমস্যাটি বিশেষভাবে সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের দেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

**(ঝ) গ্রন্থ নির্বাচন**

গ্রন্থ নির্বাচন বিষয়টিতে ভারতীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থের হদিস কিভাবে পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়া উচিত। গ্রন্থ নির্বাচনে সহায়ক বিভিন্ন গ্রন্থপঞ্জী, নির্বাচিত পুস্তক তালিকা, পত্র-পত্রিকার তালিকা, প্রকাশকদের ক্যাটালগ, পত্র-পত্রিকায় গ্রন্থ সমালোচনা প্রভৃতির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিৎ।

**(ঞ) রেফারেন্স সার্ভিস (অনুলেখ সেবা)**

যে কোন গ্রন্থাগারে রেফারেন্স সার্ভিস বা অনুলেখ সেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দুঃখের বিষয় সর্বত্র বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে শিক্ষা দেওয়া হয় না। ফলে বিভিন্ন ধরণের রেফারেন্স গ্রন্থ এবং কিভাবে রেফা-রেন্স সার্ভিস সংগঠিত করতে হবে এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে ওঠে না। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত এবং ভারতীয় বিষয় সম্পর্কিত রেফারেন্স বইগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান খুবই সীমিত থাকে। আমাদের দেশে ছোট ছোট গ্রন্থাগারে কি ধরণের রেফারেন্স বই রাখা উচিৎ এবং কিভাবে রেফারেন্স সার্ভিস সংগঠিত করা উচিত এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়া উচিৎ।

**(ট) গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন**

বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের অন্যতম একটি কাজ হল গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থপঞ্জী তৈরী করে দেওয়া, বা তৈরী করতে সাহায্য করা। তাই নানাধরণের গ্রন্থপঞ্জী তৈরীর কৌশল হাতে কলমে শিক্ষার্থীদের শিখিয়ে দেওয়া উচিৎ। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একটি বিষয়কে জানা এবং ঐ বিষয়ে ডকুমেন্টেশন লিস্ট তৈরী করার পদ্ধতি ভাল-ভাবে আয়ত্ত করতে পারলে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের চাহিদা সহজেই মেটানো সম্ভব হবে। দুঃখের বিষয় আমাদের অধিকাংশ শিক্ষণ কেন্দ্রের পাঠক্রমে বিষয়টি অবহেলিত রয়েছে।

# সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযোগী শিক্ষণ ব্যবস্থা

ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
গ্রন্থাগারিক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

**শিক্ষণের সঙ্গতি ও প্রয়োগ**

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কে এই প্রবন্ধে শিক্ষণের কেবল একটি দিক নিয়ে এবং কয়েকটি প্রশ্নের ভিত্তিতে আলোচনার সূত্রপাত করা হল :

—শিক্ষণের উদ্দেশ্য অর্থাৎ সামাজিক সঙ্গতি কি ?

—প্রয়োগের দিক থেকে বিষয় সঙ্গতি কতটা থাকে ?

—প্রয়োগের সম্ভাবনা কোথায় ও কতটা থাকে ?

—পাঠক্রম পরিবর্তনীয় কিনা ?

উল্লিখিত প্রশ্নগুলি সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার নিরিখে আলোচনা করা যাক :

ক. শিক্ষণের উদ্দেশ্য হল দক্ষ কর্মী সৃষ্টি যিনি সামাজিক প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থাগার পরিষেবার কর্মসূচি রূপায়ণে সক্ষম হবেন। কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির মর্মপরিধি ক্ষুদ্র এক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত। সমগ্র সমাজ তাতে উপকৃত হয় না। শিক্ষণেও সর্বাত্মক গ্রন্থাগার পরিষেবার উপযোগী কোনো পথনির্দেশ পাওয়া যায় না। প্রচলিত শিক্ষণের সামাজিক সঙ্গতি তাই প্রশ্নাতীত নয়।

খ. শিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে যেসব বিষয়ে পঠনপাঠন হয়ে থাকে সাধারণ গ্রন্থাগারে সেগুলির প্রয়োগ সীমিত। শিক্ষণের উপকারিতা বেশি বর্তায় বিশেষ ও শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারে। অবশ্য শিক্ষণের পঠনীয় বিষয় ( core subjects ) সাধারণভাবে নির্ধারণ করা ছাড়া উপায় নেই। বিশেষ কোনো ধরণের গ্রন্থাগারের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠক্রম তৈরী করা যায় না। কারণ শিক্ষণপ্রাপ্তরা কর্মজীবনে কে কোন্ ধরণের গ্রন্থাগারে নিযুক্ত হবেন তার কোনো নিশ্চয়তা থাকে না।

গ. শিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে তত্ত্বগত পঠনপাঠনের ওজন বেশি। হাতেকলমে যা শেখানো হয় তার প্রয়োগের সুযোগ কিংবা প্রয়োজন সাধারণ গ্রন্থাগারে খুব বিশেষ থাকে না। সুযোগ ও সম্ভাবনা অবশ্য বিশেষ ও শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারে অনেকাংশে পাওয়া যায়।

ঘ. শিক্ষণের পাঠক্রমে core subject এবং traditional subject-গুলি রাখা ও না-রাখা নিয়ে বাদানুবাদ আছে। বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর্গত toplc-গুলিকে কিছুটা অদলবদল করা হয়। বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার পরিবর্তন অনুসারে তথ্য সরবরাহের যে তাগিদ ইদানীং দেখা দিয়েছে তার জন্যে তথ্যবিজ্ঞান নামে স্বতন্ত্র একটা বিষয় গড়ে উঠেছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীরাও এখন তথ্যবিজ্ঞানকে আত্মীকরণ করে নিয়েছেন। তথ্যবিজ্ঞান সমন্বিত শিক্ষণের উপকারিতা পরিণামে সেই উচ্চ পর্যায়ের গ্রন্থাগারগুলিই পাচ্ছে। সাধারণ গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার পরিষেবায় তথ্যবিজ্ঞানের যে স্বতন্ত্র ধরণের প্রয়োগ ও শিক্ষণের প্রয়োজন আছে সেবিষয়ে আমরা সজাগ ও সক্রিয় নই। আর্থ-সামাজিক অবস্থা, প্রয়োজন ও পরিবর্তন অনুসারে সাধারণ

গ্রন্থাগারের পরিষেবা রূপায়িত হয় নি। শিক্ষণ ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে নি। মান্ধাতা আমলের মনোভঙ্গি ও চিরাচরিত পরিষেবার ধারায় সাধারণ গ্রন্থাগার আবদ্ধ। সাধারণ গ্রন্থাগারের মানমর্যাদা তাই সংকুচিত।

২. পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সাধারণ গ্রন্থাগার

ক. উন্নয়নশীল, বিশেষ করে এশিয়ার দেশসমূহে শিক্ষণ ব্যবস্থা বিষয়ক IFLA-র এক প্রাক্ সম্মেলন সেমিনারে (ম্যানিলা, ১৯৮০) শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডবলিউ এল. সণ্ডার্স একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন এই বলে "...a country such as India, where at one of the information spectrum is the use of a Computer-based network, serving advanced activity; and at the other, the need to disseminate information on simple agricultural techniques, to tens of millions of illiterates at village level. What is the role of the librarian and information worker...and what are the implications for Professional education and training?"

খ. সণ্ডার্সের উল্লিখিত প্রশ্নে সাধারণ গ্রন্থাগারের দায়দায়িত্বের কথা এসে পড়ে। সমাজে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভিতকে শক্তপোক্ত না করে অন্যান্য ধরণের উচ্চ স্তরের গ্রন্থাগার পরিকাঠামো নির্মাণ পরিণামে ফলদায়ক হবে না যেমন প্রাথমিক শিক্ষাকে হেলাফেলায় রেখে উচ্চ শিক্ষার খাতে টাকা ঢালা নিষ্ফল হয়।

গ. পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ও বেসরকারী উদ্যমে পরিচালিত হাজার পাঁচেক সাধারণ গ্রন্থাগার আছে। সাধারণ গ্রন্থাগার বাবদ সরকার বছরে এখন প্রায় দশ কোটি টাকা খরচ করেন। তাই সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার উপযোগী শিক্ষণের বিশেষ গুরুত্ব আছে এই রাজ্যে।

৩. সংকল্প আছে, উদ্যম নেই

ক. সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা প্রসঙ্গে আমরা অহরহ বলে থাকি যে সাধারণ গ্রন্থাগার

– লোকের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখবে।

—তথ্য বিতরণের কাজে অংশ নেবে।

—নিরক্ষরতা দূরীকরণে সহায়তা করবে।

—কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে গড়ে উঠবে।

—জনমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

—রিসোর্স সেন্টার হিসেবে কাজ করবে।

খ. কার্যত উল্লিখিত দিকগুলি এখন শুভ সংকল্পেই সীমাবদ্ধ। রূপায়ণ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ঐকমত্য ও প্রচেষ্টা আমাদের নেই। স্বভাবতই শিক্ষণেও এগুলি কোনো ঠাঁই পায় নি। কোনো শিক্ষণকেন্দ্রে ঐসব বিষয়ে কিছু বক্তৃতা দেওয়া হয়—যেটা লাইব্রেরি এক্সটেনশান ওয়ার্ক নামে প্রচলিত। উল্লেখ্য যে লাইব্রেরি এক্সটেনসান প্রত্যয়টি আমরা যেদেশ থেকে অনেককাল আগে নিয়েছিলাম, প্রত্যয়টি সেখানেই এখন বাতিল হয়ে গেছে।

৪. দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন চাই

ক. প্রচলিত দৃষ্টিতে বই হল গ্রন্থাগার পরিষেবার একমাত্র উপকরণ। স্বভাবতই যেখানে বেশির ভাগ লোক নিরক্ষর কিংবা পাঠবিমুখ সেখানে সাধারণ গ্রন্থাগারের উপকারিতা সামান্য কিছু লেখা

পড়া জানা মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বেশির ভাগ লোকের কাছে গ্রন্থাগারের যদি ব্যবহার ও প্রয়োজন না থাকে তাহলে সাধারণ গ্রন্থাগারকে একটি সার্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা যায় না। সাধারণ গ্রন্থাগার উন্নয়নের খাতে রাজকোষ থেকে মুষ্টিমেয় মানুষের চিত্তবিনোদনের জন্যে কোটি কোটি টাকা খরচ কখনও সঙ্গত নয়।

খ. বস্তুত আধুনিক দৃষ্টিতে সাধারণ গ্রন্থাগারে একাধারে সাক্ষর নিরক্ষর নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকেই পরিষেবা দেওয়া বিধিসম্মত। তাই দেখা যায় ইউনেস্কো পাবলিক লাইব্রেরি ম্যানিফেস্টো (১৯৭২) ঘোষণা করেছে যে বিজ্ঞানের কল্যাণে এখন নানা ধরণের শ্রবণ-বীক্ষণ সাজসরঞ্জাম প্রবর্তিত হয়েছে যেগুলির সাহায্যে মানুষ নির্বিশেষে সবাইকে পরিষেবা দেওয়া যায়। বই অন্যতম মাধ্যম। নানা ধরণের অ-বই উপকরণ ( non-book material ) শিক্ষা ও তথ্যবিকিরণে সমান কার্যকর ; ও অ-বই উপকরণ মিলিয়েই গ্রন্থাগারের সম্ভার ( resources ) গড়ে ওঠে। অ-বই উপকরণের মধ্যে একদিকে যেমন থাকে পুস্তিকা, প্যামফ্লেট, খবরের কাগজের কাটিং ইত্যাদি, অন্যদিকে থাকে গ্রামোফোন রেকর্ড, টেপ, স্লাইড, ফিল্ম, ম্যাপ, চার্ট, ছবি ইত্যাদি। বই ও অ-বই সম্ভারের পরিপূরক মৌখিক পরিষেবাও ( oral service ) অত্যন্ত উপযোগী।

গ. উল্লিখিত আলোচনা সূত্রে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে বই লেনদেন ছাড়াও অন্যান্য কর্ম প্রণালী সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রবর্তন করতে হলে যথোপযোগী শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা চাই।

**৫. বর্তমান শিক্ষণক্রমে প্রস্তাবিত শিক্ষণের অন্তর্ভুক্তি**

সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযোগী স্বতন্ত্র শিক্ষণ-ব্যবস্থার প্রয়োজন স্বীকৃত হলে প্রশ্ন উঠবে যে

ক. সার্ট-লিব ও বি-লিব স্তরে সাধারণ ও অন্যান্য ধরণের গ্রন্থাগারের জন্য এক একটি স্বতন্ত্র পেপার অর্থাৎ elective subject রাখা সম্ভব কিনা? এম-লিব স্তরে সুযোগ থাকে। কিন্তু প্রথমোক্ত দুটি কোর্সে শিক্ষণ প্রাপ্তরাই সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজে নিযুক্ত হন। বর্তমানে এম-লিব পাশ করে কেউ প্রাইমারী / রুরাল কিংবা টাউন / সাব-ডিভিসান গ্রন্থাগারে স্থায়ীভাবে থাকতে চাইবেন না।

খ. অন্যান্য বৃত্তিমূলক কোর্সের দিকে তাকালে দেখা যায় যে ডাক্তারিতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে Specialisation-এর সুযোগ থাকে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের শুরুতেই সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ইত্যাদির মধ্যে থেকে কোনো একটি বিষয় ছাত্রদের বেছে নিতে হয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় নজিরটি অনুসরণ করা সম্ভব কিনা?

গ. লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন ( ব্রিটেন ) ও এদেশে ইয়াসলিক স্বল্পকালীন নানাবিধ কোর্সের আয়োজন করেন। সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্যে বি-এল-এ অনুরূপ স্বল্পকালীন কোর্সের ব্যবস্থা করতে পারেন। ওয়ার্কসপ, সেমিনার ও ক্যাম্প ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাও হতে পারে। তবে এসব ব্যবস্থা সাধারণত Continuing education হিসেবেই চলবে। পূর্ণকালীন ফর্ম্যাল কোর্সের মাধ্যমেই Specialisation-এর ব্যবস্থা হওয়াটা কাম্য।

ঘ. প্রস্তাবিত শিক্ষণব্যবস্থায় শিক্ষকদের দক্ষতা সৃষ্টির জন্যে সেমিনার, ওয়ার্কসপ ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষণের প্রয়োজন আছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে।

৬. প্রস্তাবিত শিক্ষণে পাঠক্রম সম্পর্কে ইঙ্গিত

সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবায় বই লেনদেন ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সংক্রান্ত শিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা এখন ভালই আছে। অতিরিক্ত যেসব বিষয়ে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবায় intensive শিক্ষণের প্রয়োজন আছে। তার সম্ভাব্য পাঠক্রম সম্পর্কে এখানে কিছু সুপারিশ করা হল :

—স্থানীয় অধিবাসীদের জীবন ও জীবিকা সংক্রান্ত তথ্যাদির চাহিদা নির্ণয় এবং বই ও অ-বই উপকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে সম্ভাব্য পরিষেবা ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রস্তুতির সুবিধার্থে সমীক্ষা পদ্ধতি।

—গ্রন্থযান বিভাগ ( সাইকেল ভ্যান, স্কুটার ভ্যান, মোটর ভ্যান ) পরিচালনা। হাসপাতাল কিংবা দূরবর্তী স্থানে গ্রন্থ সরবরাহ।

—লুকলেট, লিফলেট, প্যামফ্লেট, খবরের কাগজের কাটিং সংরক্ষণের পদ্ধতি।

—মৌখিক পরিষেবা। খোঁজখবর দেওয়া। খবরের কাগজ, বই ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি পড়ে শোনানো।

—ছবি, চার্ট, ইত্যাদির সাহায্যে তথ্য পরিবেশন।

—স্লাইড সহযোগে বক্তৃতা।

—টেপ, স্লাইড, ক্যাসেট ব্যবহারের পদ্ধতি।

—ছবি, পোস্টার, বই, পত্র-পত্রিকার প্রদর্শনী।

—সাক্ষরতা কেন্দ্র পরিচালনা।

—ছোটদের বিভাগ পরিচালনা।

—বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, বক্তৃতা, আলোচনা-চক্র পরিচালনা।

—জনসাধারণকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে প্রচার পদ্ধতি।

৭. সমস্যা ও অসুবিধা

ক. কোনো কাজের ফিরিস্তি দেওয়া যত সহজ সেটাকে রূপায়িত করা তার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন। সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিষেবা তথা কর্মপরিসর সম্প্রসারণ করা নিয়েই বিস্তর মতবিরোধ দেখা দেবে। অর্থাভাব, স্থানাভাব ও সর্বোপরি কর্মীর অভাবের সমস্যা বিরাট। পরিষেবার বিষয়টি নীতিগতভাবে স্বীকৃত হলে কর্মীদের সাধ্যমত সচেষ্ট হতে হবে। স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের সহায়তাও লাগবে কোনো কোনো কাজে। সরকারী আনুকূল্যের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। উদ্যম চাই পর্যায়ক্রমে, সব কাজ একত্রে রাতারাতি সম্ভব নয়। সমস্যা যা কিছু আছে ও থাকবে তার সমাধানের পথও কর্মীদের বের করতে হবে।

খ. প্রস্তাবিত শিক্ষণের প্রবর্তনেও অসুবিধা আছে অনেক। infrastructural facilities অর্থাৎ যোগ্য শিক্ষক, পাঠ্যবস্তু, সাজসরঞ্জাম, পর্যাপ্ত স্থান ইত্যাদির প্রশ্ন উঠবে সবচেয়ে আগে। এখানেও বক্তব্য হল যে ইচ্ছা থাকলে উপায়ের পথ বেরিয়ে আসবে। একসঙ্গে সবকিছু তাড়াহুড়ো করে রাতারাতি সমাধার পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে শুরু করাই ভাল।

৮. উপসংহার

ক. গত এক দশকে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী আনুকূল্যে বিপুল অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে। পুরিষেবার নিরিখে গ্রন্থাগারগুলির গুণগত বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। সেগুলির গতানুগতিক ধারার বাইরে জনমুখী পরিষেবার সংকল্প বাস্তবায়িত হয় নি। সঠিক দিক নির্দেশের অভাবে সাধারণ গ্রন্থাগার-

গুলিকে টেক্সট বুক লাইব্রেরি হিসেবে ব্যবহার, সেখানে বুক ব্যাঙ্ক স্থাপন ইত্যাদি প্রস্তাবের বিভ্রান্তি দেখা দেয়। সাধারণ গ্রন্থাগারের যথার্থ পরিষেবা সম্পর্কে এই প্রবন্ধে যেসব প্রস্তাব তোলা হয়েছে সেগুলি নিয়ে দ্বিমত দেখা দিতে পারে। বস্তুত উন্নত ও অনেক উন্নয়নশীল দেশেও বই ছাড়াও অন্যান্য উপকরণ ও কর্ম প্রণালীর মাধ্যমে পশ্চাৎপদ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে পরিষেবা দেওয়া হয়ে থাকে। এদেশে সেসব কর্মসূচি সম্ভব হবে না কেন? সর্বস্তরের মানুষের কাছে সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিষেবা প্রসারিত হলে কর্মীদের সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদার পথও প্রশস্ত হবে। মনে রাখা দরকার যে এদেশে ভুখা মানুষ তার হাতিয়ার স্বরূপ বই ধরতে অক্ষম। বই ছাড়াও অন্যান্য উপায়ে তাদের শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলার অবকাশ গ্রন্থাগারে মেলে। তবেই সাধারণ গ্রন্থাগারকে বলা যাবে জনগণের যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়।

খ. এ রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযোগী স্বতন্ত্র শিক্ষণের শুরুত্ব সম্পর্কে তর্কের অবকাশ নেই। প্রয়োজন হল আশু উদ্যম। শিক্ষণের পাঠসূচী ও পাঠক্রম নির্ধারণের সময় বিভিন্ন শিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংযোগ রাখা সঙ্গত। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষণের উপযোগী বাংলায় পাঠ্যবস্তুর প্রকাশনা হওয়া চাই। শিক্ষক-শিক্ষণের বিষয়টিও বিবেচ্য।

---

## ॥ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দিক ॥

**রীতা চন্দ**
গ্রন্থাগারিক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ,
কলিকাতা ৭০০০১৪

অন্য সব গ্রন্থাগারের তুলনায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সংস্থার গ্রন্থাগারের বিশেষ সংগ্রহ ও সেবার প্রকৃতি ও পদ্ধতি ভিন্ন ধরণের তা সহজেই অনুমেয়। আলোচ্য নিবন্ধে তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

১। পাঠক্রম ঃ

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ তিন স্তরে বিন্যস্ত ঃ— (ক) সার্টিফিকেট পাঠক্রম, (খ) বি, লিব, এস. সি. পাঠক্রম, (গ) এম, লিব, এস. সি. পাঠক্রম। বর্তমান নিবন্ধে সার্টিফিকেট কোর্স পঠনপাঠনরত সংস্থার গ্রন্থাগারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছে।

এই পাঠক্রমে যারা অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছেন, তারা সকলেই এই নতুন পাঠক্রমের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হচ্ছে। অন্যান্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার মত তারা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বৃত্তির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে চলেছে। বলা বাহুল্য পাঠক্রম সম্পর্কে তাদের পূর্বে অভিজ্ঞতা নেই এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীর এ সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। সুতরাং প্রথম দিকে তাদের বিষয়বোধ করারই কথা। শিক্ষক-মণ্ডলীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় তারা 'বর্গীকরণ', 'সূচী-

করণ' ইত্যাদি অচিরেই আয়ত্ত করে ফেলে। কোন বিষয়ের তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক উভয় দিকই তাদের অজানা থাকে না। তদুপরি একাধিক বিষয়ের ওপর প্রজেক্টের কাজ করার ফলে তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাড়ে। শিক্ষণ স্বল্পকালীন বলে তাদেরকে সর্বদাই পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়।

সমীক্ষা করলে দেখা যাবে বছরের পর বছর একই পাঠক্রমের পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে মাঝে মাঝে পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য সেই পরিবর্তন শিক্ষার প্রসার ঘটাবে। শুধু প্রসারই ঘটাবে না শিক্ষার মানও উন্নত করবে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের সাথে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান যাতে উন্নত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দেখতে হবে অধীতবিদ্যা কর্মক্ষেত্রে তারা যেন যে কোন স্তরের গ্রন্থাগারে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পারেন।

## ২। শিক্ষক:

বর্তমায় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্স শিক্ষণে শিক্ষকদের বেশ বহু নিতে হয়। এক্ষেত্রে তাঁরা তা নিয়েও থাকেন। কিসে এবং কিভাবে ছাত্রছাত্রীদের অনুশীলন করালে সুফল পাওয়া যাবে সেইদিকে তাঁদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। পাঠ বুঝিয়ে দেওয়ার পর ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কাজ আদায় করায় তাঁরা অভ্যস্ত। এর অন্যথা হলে বিশেষ বিশেষ ছাত্রছাত্রীদের প্রতি রুঢ় হতে তাঁরা কুণ্ঠাবোধ করেন না। প্রশ্নের বা দেওয়া কাজের সমাধান হলেই আবার আনন্দের অবতারণা। এখানে ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক এতই মধুর যা অন্য কোন ব্যক্তিতে দুর্লভ।

সুষ্ঠু শিক্ষণের জন্য শিক্ষকদেরও পড়াশুনা কিছু কম করতে হয় না। প্রয়োজনে তাঁরা গ্রন্থাগারও ব্যবহার করেন। ছাত্র শিক্ষকের পাশাপাশি বসে অধ্যয়ন সচরাচর চোখে পড়ে না। এখানে তার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

## ৩। পুস্তক:

সম্প্রতি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের বাংলা ভাষায় পরীক্ষা দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এমন কি স্নাতক স্তরেও অনেকে বাংলায় পরীক্ষা দিচ্ছেন। কিন্তু এখনও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বাংলা বইয়ের সংখ্যা অত্যন্ত কম। অধুনা যে সমস্ত বাংলা বই প্রকাশিত হচ্ছে সে সমস্ত বই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হচ্ছে। যে সমস্ত বিষয়ের ওপর বাংলা বই বিশেষ নেই, ছাত্রছাত্রীরা ইংরাজী বই থেকে তার ভাষান্তর ঘটিয়ে নেয়। এ ব্যাপারে তারা শিক্ষকদের সাহায্যও পেয়ে থাকে। যে যে বিষয়ে বাংলা বই নেই সেই সব বিষয়ে যদি বাংলা ভাষায় বই লেখা হয় তাহলে ছাত্রছাত্রীদের মঙ্গলই সাধিত হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষক ও লেখকদের এগিয়ে আসতে হবে। ধরে নেওয়া যায় বাংলা বই-এর বাজার পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া মিলবে না। সুতরাং সহৃদয় প্রকাশকদেরও উদারতা দেখাতে হবে। লক্ষ্য করা গেছে, সম্প্রতি কিছু কিছু প্রকাশক এই ব্যাপারে মনোযোগী হয়েছেন। মাতৃভাষায় শিক্ষা পেয়ে এবং মাতৃভাষায় পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের ধন্য মনে করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সরকারেরও এ ব্যাপারে সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। রাজ্য পুস্তক পর্ষদ এ ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এমনকি স্নাতকোত্তর স্তরেও বাংলা ভাষায় বই লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে। সুতরাং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অধিক পরিমাণে বাংলা ভাষায় বই লেখার অন্তরায় নেই।

বলা বাহুল্য, বাংলা বই যেমন যেমন প্রকাশিত হয় সেগুলো গ্রন্থাগারে সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়। শুধু বাংলা বই কেন, সদ্য প্রকাশিত ইংরাজী ভাষার বইও সংগ্রহের তালিকায় স্থান পায়।

যেহেতু সার্টিফিকেট পাঠক্রম স্বল্পকালীন এবং গ্রন্থাগারে পর্যাপ্ত পরিমাণে সব বিষয়ের বই না থাকায় সকলকে বই দিয়ে সন্তুষ্ট করা সবসময় সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে বই এর সংখ্যা বাড়ানো ছাড়া গত্যন্তর নেই।

## ৪। পরিসর:

গ্রন্থাগারের স্থান এতই স্বল্প যে সবার বসবার স্থান সঙ্কুলান হয় না। ছাত্রশিক্ষকদের এক সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবহার করার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যেমন কলিকাতা, যাদবপুর, রবীন্দ্রভারতী, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা গ্রন্থাগারে আসেন। তাঁদের দিকেও হাত বাড়াতে হয়। তদুপরি একই সঙ্গে যখন তিনটি সেকশন চলতে থাকে তখন গ্রন্থাগারে সকলের বসবার প্রশ্ন তো ওঠেই না বরং গ্রন্থাগারের উপর সমধিক চাপ পড়ে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক এস. আর. রঙ্গনাথনের পঞ্চ সূত্রের প্রথম সূত্র 'বই ব্যবহারের জন্য' অনুসরণ করা সম্ভব হয় তখনই যখন গ্রন্থাগারে বসে পড়বার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকে। অন্যথায় সকলকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে হয় অথবা গ্রন্থাগারে যখন পড়ুয়ার ভিড় কম থাকে, বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে, তখন তাঁদের আসতে বলা হয়। এই অসুবিধার সমাধানে (ক) গ্রন্থা-

গারের পরিসর বাড়ানো ছাড়া উপায় নেই। (খ) গ্রন্থাগারের পরিসর বাড়লে লেণ্ডিং ও রেফারেন্স বিভাগ পৃথক করা যেতে পারে। উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনা সহজ হবে। গ্রন্থাগার পরিষেবার কাজও অনেকাংশে উন্নত করা সম্ভব হবে।

**৫। উপসংহার:**

শিক্ষান্তে সাফল্যের অভিজ্ঞান পত্র নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ স্থানে ফিরে যান। সুযোগ থাকলে বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারে তারা সদ্য অর্জিত বিদ্যার প্রয়োগ ঘটান। কালক্রমে যদি তাদের প্রয়োগকৌশল ম্লান হয়ে আসে অথবা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে নতুন নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয় তাহলে স্বল্প সময়ের মধ্যে আধুনিক পদ্ধতিতে নতুন করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

---

# সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

**অশোককুমার রায়**
মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী, রিষড়া, হুগলী

১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধিবদ্ধ গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের ফলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রন্থাগার খাতে বেশী পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেন। এ যাবৎ গ্রন্থাগারগুলির জন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত জনসাধারণের কতটুকু অংশ গ্রন্থাগার পরিষেবার আওতায় এসেছে সেই মূল্যায়নের সময় আজ এসেছে। সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে না পারলে গ্রন্থাগার পরিষেবার মান উন্নত করার উপায় নেই। এগুলি হচ্ছে:

**১ গ্রন্থাগার পরিচালনার সমস্যা:**

১.১ গ্রন্থাগার আইন, ম্যানেজমেন্ট রুলস্, সার্ভিস রুলস্, পেনসন রুলস্ ইত্যাদি পুস্তকাদি সরকারীভাবে গ্রন্থাগারে না আসায় গ্রন্থাগার পরিচালনায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

১.২ শহর গ্রন্থাগারে দপ্তরী/বুকবাইণ্ডার পদটির জন্য শিক্ষিত ও দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন। নয়তো বাঁধাই খাতে অযথা অর্থ ব্যয়ের সমস্যা রয়েছে।

১.৩ শহর গ্রন্থাগারে দারোয়ান/নাইট গার্ড নামে পদটি যথেষ্ট বিভ্রান্তিমূলক। যদিও ইদানিং সরকারী নির্দেশে ঐ পদের কর্মীকে যে কোন একটি কাজে বহাল করতে বলা হয়েছে। অথচ শহর গ্রন্থাগারে দারোয়ান এবং নাইট গার্ড দুটি কাজেরই গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। একই কর্মীকে কিভাবে দুটি কাজে বহাল করা হবে এই নিয়ে পরিচালন ব্যবস্থায় যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি হয়।

১.৪ প্রতিটি গ্রন্থাগারকে স্থানীয় তথ্যকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা উচিত এবং তথ্যকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে হলে যে সকল প্রয়োজনীয় বই-এর দরকার হয় তা নির্দিষ্ট জেলা বই মেলা থেকে কেনা সম্ভব হয় না। এর জন্য বই মেলার বাইরে থেকেও প্রয়োজনীয় বই কেনার জন্য সরকারী নির্দেশ থাকা প্রয়োজন।

১.৫ সকল গ্রন্থাগারে হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি এক নয়। হিসাব সংরক্ষণের পদ্ধতি এক না হলে গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

১.৬ সকল গ্রন্থাগারে একই ধরণের সূচীকরণ ও বর্গীকরণ পদ্ধতি অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। অথচ সকল গ্রন্থাগারে একই ধরণের সূচীকরণ ও বর্গীকরণ পদ্ধতি চালু না থাকায় নতুন লোক এলে গ্রন্থাগারগুলি পরিচালনায় সমস্যা দেখা দেয়।

১.৭ পুরানো গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সংরক্ষণের জন্য বিশেষ অনুদান দেওয়া প্রয়োজন নতুবা নির্দিষ্ট অনুদান থেকে নিয়মিত পুস্তক সংরক্ষণ করা হয়ে ওঠে না।

১.৮ গ্রন্থাগারের সদস্যসংখ্যা অনুযায়ী Staff pattern স্থির করে কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা নিলে প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান সম্ভব।

**২ গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা**

২.১ মাস পয়লা বেতন গ্রন্থাগার কর্মীদের অন্যতম ন্যায্য দাবী। অথচ বেতনদান পদ্ধতির ত্রুটির ফলে আজও মাস পয়লা বেতন হয়ে ওঠে না। কারণ ট্রেজারী চেক নিজ নিজ গ্রন্থাগারে জমা হতে ৩০/৪০ দিন পার হয়ে যায়।

২.২ অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন বিষয়ে সুচিন্তিত পথ না থাকায় অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারকর্মীদের অবস্থা শোচনীয়।

২.৩ গ্রন্থাগার আইনের পরবর্তী যুগে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের কথা চিন্তা করে Service Book-এ তথ্যাদি রাখার সুনির্দিষ্ট সরকারী নিয়ম থাকা প্রয়োজন যাতে করে কর্মীদের অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা পেতে অসুবিধা না হয়।

২.৪ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের মত সরকার পোষিত গ্রন্থাগারে শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী তিনরকম বেতন-ক্রম থাকা প্রয়োজন। এর ফলে গ্রন্থাগার কর্মীদের অন্যত্র চলে যাওয়ার প্রবণতা কম হবে।

২.৬ গ্রন্থাগার কর্মীদের পাওনা অর্জিত ছুটি ও নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ করার বিষয়ে সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিত সরকারী নির্দেশ না থাকলে গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার কর্মী উভয় দিকেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে।

২.৭ গ্রন্থাগার কর্মীদের নিজ নিজ বৃত্তিতে উচ্চ-শিক্ষার জন্য যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা এবং নিয়মাবলীর প্রয়োজন আছে।

---

## ॥ সাধারণ গ্রন্থাগার : প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা ॥

কল্যাণ সরকার
ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

১.১.০. UNESCO'র menifesto-তে বলা হয়েছে যে সাধারণ গ্রন্থাগার হলো এমনই এক গ্রন্থাগার যা ব্যাপক সংখ্যক মানুষের চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ও বৃদ্ধির এক অনন্য সামাজিক প্রক্রিয়া। বলা হয়েছে যে

**সাধারণ গ্রন্থাগার : আপন স্বরূপ**

সাধারণ মানুষের শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্যসংস্কৃতির এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসূত সমূহ সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের ধারাবাহিক অনুক্রম একমাত্র সাধারণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই সফল হয়ে উঠতে পারে। এজন্য সাধারণ গ্রন্থাগারকে জনসাধারণের বিশ্ববিদ্যালয় নামে অভিহিত করা হয়েছে। বলা হয়—"It is the purpose of the Public Library to make it possible for all men, according to their needs and circumstances".....

১.২.০. ভারতবর্ষের পটভূমিকায় এই ভূমিকা আরো জটিল, আরো গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপক। কেননা ভারত-বর্ষের আর্থ-সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় শিক্ষা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এর কারণ সামন্ততান্ত্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় কখনই ব্যাপক মানুষের জন্য শিক্ষা উন্মোচিত হতে পারে না।

**পটভূমি : ভারতবর্ষ**

শিক্ষা তার ধনবাদী শিবিরের ছাঁচে বড়ো বেশি আয়তনিক, সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের লোক-শিক্ষামূলক অনায়তনিক শিক্ষাব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। তাই রঙ্গনাথন বলেছিলেন—অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা যদি গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হয় তবে দেশব্যাপী পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে তোলা ছাড়া সেই সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। —কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য কথা বলে। এখনো এখানে ৬৪ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। আর ওই ৩৬ শতাংশের সামান্যই পারে সাবলীল মাতৃভাষায় লিখতে, পড়তে। তবু এখনো কোনো প্রকৃত গণশিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় নি। বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

১.৩.০. তবে আশার কথা ভারতবর্ষের কয়েকটি রাজ্যে ইতিমধ্যে গণশিক্ষার প্রসার ও জীবনমুখী সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র হিসাবে গ্রন্থাগারকে সুসংহত ও সুগঠিত করে তুলতে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চম রাজ্য যেখানে গ্রন্থাগার আইন বিধি-বদ্ধ হয়েছে ১৯৭৯ সালে। এরই মধ্যে ১৯৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার নতুন সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে তা বলা বাহুল্য। অন্যদিকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করবার জন্য আরো দশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়, আরো মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নৈশ ও বয়স্কশিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে

**রাজ্যের চলচিত্র : সমস্যার আভাস**

মাতৃভাষা গৃহীত হয়েছে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিরাট কর্মোদ্যোগ গড়ে উঠেছে।

১.৩.১. এখানকার গ্রন্থাগার-প্রিয় মানুষ, তাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন বারংবার নানাভাবে পরিবর্তিত হলেও গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে মূল লক্ষ্য তা কিন্তু কখনই ভুলে যান নি। গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সার্বজনীন নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন। তারই পরিপূরক হিসাবে নিম্নলিখিত কর্মসূচীর ভিত্তিতে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করা হয়েছে। —(১) গণশিক্ষার প্রসার বা নিরক্ষরতা দূরীকরণ, (২) জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তথ্য ও জ্ঞান সরবরাহ, (৩) অপসংস্কৃতি ও অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সুস্থ-সংস্কৃতির বিকাশ, (৪) কূপমণ্ডূকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী চিন্তা চেতনার ভিত্তি-নির্মাণ, (৫) গ্রন্থাগারকে সমস্ত প্রকার সামাজিক কাজকর্মের মধ্যমণি হিসাবে পরিণত করা।

**গ্রন্থাগার আন্দোলনের লক্ষ্য ও কার্যক্রম**

১.৩.২. অনাদিকে গ্রন্থাগার কর্মীদের স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের কর্মীহিসাবে বিবেচনা করে নিয়োগ সংক্রান্ত সকল জটিলতা দূর করা হয়েছে। তাদের বেতন, বৃক্ষণাবেক্ষণ এবং সামাজিক মর্যাদাদানের বিষয়ে সরকার সচেষ্ট, দায়িত্বশীল। তাই কাজটা যতো সহজ মনে করা হয়েছে তেমনি কাজ করা ততোধিক কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্মীগণের উপর অনেক দায়দায়িত্ব এসে গিয়েছে।

**কর্মে নিরাপত্তা বৃদ্ধি**

(৬) শিশু ও কিশোর, মহিলা এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝে গ্রন্থাগার পরিষেবা সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা এবং এই সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচী।

২.১.০. এখন রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্রের আলোকে রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির মূল্যায়ন করে দেখা যাক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে গ্রন্থাগার গুলি চিত্তবিনোদনের উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এবং এই বিনোদন শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় শিক্ষিত-জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেননা এদেশে শিক্ষার হার অত্যন্ত নগণ্য। এদেশে জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা বা সুস্থ-সংস্কৃতির বিকাশোপযোগী শিক্ষারও বড়ো অভাব। তাই পুস্তক ব্যবহারকে সফল করে তুলতে হলে গ্রন্থাগারগুলিকে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে দায়িত্ব নিতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার পরিচালক সমিতি অথবা স্থানীয় জনসাধারণের এক তীব্র অনীহা লক্ষ্য করা যায়। তাদের অনেকের মতে গ্রন্থাগার কিছু শিক্ষিত মানুষের গল্পের বই নেওয়ার জায়গা এবং গ্রন্থাগার যেহেতু সরকারী প্রতিষ্ঠান তাই তার সমস্ত দায়-দায়িত্ব সরকারের, তাদের কিছু দায়িত্ব নেই। এই ভ্রান্ত-ধারণার নিরসনে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সক্রিয় গ্রন্থাগার কর্মীদেরই এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু শুধুমাত্র গ্রন্থাগারকর্মীর চেষ্টায় এই ভুল ভাঙ্গাবার নয়—স্থানীয় সকল শিক্ষিত মানুষেরও এ দায়িত্ব নিতে হবে। স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারকেও একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

২.২.০. পাঠক যেখানে অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত সেখানে তাদের প্রয়োজনভিত্তিক গ্রন্থব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গেছে যে পাঠক বলতে মধ্যবিত্ত মানসিকতাপুষ্ট কিছু শিক্ষিত সম্প্রদায় মাত্র—আর তাদের উপযুক্ত বই বলতে কিছু নিচু মানের বিনোদনযোগ্য নভেল বা গল্পসংগ্রহ। খুব কমক্ষেত্রেই গুরু গম্ভীর বিষয়ের পাঠক অথবা সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে ব্যাপক স্থানীয় সাধারণ মানুষের রুচি চাহিদা সম্ভব বিষয়ের পাঠকের সৃষ্টিতে মনোযোগ দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরী করে না, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরী করে। —এবং এ ব্যাপারে গ্রন্থাগারকর্মীকে সহায়তা দান করবেন স্থানীয় জনমানস। সমর্থন জোগাবেন স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার।

২.২.১. নিম্নলিখিত কর্মসূচীর ভিত্তিতে এই প্রচেষ্টা সফল হয়ে উঠতে পারে:—(১) ছোটদের মধ্যে গ্রন্থ-মানসিকতার বিকাশ সাধনকল্পে প্রতিটি গ্রন্থাগারে ছোট-দের বিভাগ খোলা। (২) অশিক্ষিত মানুষকে নিয়ে স্থানীয় শিক্ষিত মানুষকে দিয়ে সেবামূলক নানা কাজ-কর্ম বা অবৈতনিক শিক্ষাক্রম চালু করা। (৩) প্রয়োজন-ভিত্তিক জীবন ও জীবিকামুখী নানা তথ্য সরবরাহ করে সাধারণ গ্রন্থাগারকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে আসা। (৪) ছাত্র সমাজকে পাঠাপুস্তক সরবরাহ বা অবৈতনিক পাঠচক্রের আয়োজন করা। (৫) কর্মহীন যুব সমাজকে এলাকাভিত্তিক কর্মনিযুক্তি জ্ঞান, তথ্য বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। (৬) স্থানীয় মানুষের উপযোগী পুস্তকের চাহিদা বৃদ্ধি করে রুচি পরিবর্তন করে, প্রকাশনার ক্ষেত্রে চাপসৃষ্টি করা। ঐ বিষয়ে ইতিমধ্যেই জেলাভিত্তিক গ্রন্থমেলা ও লোক সংস্কৃতি উৎসবের মধ্য দিয়ে একটি সুস্পষ্ট পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে।

২.৩.০. সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে যে সমস্ত পুস্তক ক্রয় করা হবে তা যেন স্থানীয় চাহিদা অনুসারে নির্বাচন করা হয়। তা না হলে সীমিত আর্থিক সংগতিতে সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি যেভাবে গড়ে উঠেছে তাতে এই স্থানকাল পাত্র ভিত্তিক গ্রন্থানির্বাচন বারং-

ব্যর প্রতিহত হয়েছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত কিছু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের জন্য দুর্লভ অর্থসম্পদ নষ্ট করা হয়েছে। এদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেবার সময় এসেছে। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—বাংলা-দেশে গ্রামে শহরে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা সর্বত্র ব্যাপ্ত লাভ করেছে। এই প্রচেষ্টা যাতে কেবলমাত্র চিত্তবিনোদনের উপলক্ষ্য না হয় এবং সংস্কৃতি সাধনাকে লোক সমাজে বিস্তারিত করতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি দেবার সময় এসেছে।

২.৪.০. পাঠকের সময় বাঁচাতে হবে। এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সাধারণ গ্রন্থাগারের। কেননা ভারতবর্ষের শিক্ষাসংস্কৃতি এবং আর্থ-সমাজ-ব্যবস্থা বড়ো বেশি অপচয় প্রধান—কী সময়ের, কী সম্পদের। তাই মানুষকে তার শক্তি সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে, তাকে সময় সচেতন করে তুলতে হবে। আর তাদের মূল্যবান সময় বাঁচিয়ে দেবার কৌশল তো প্রতিটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারকর্মীর অবশ্যই জানা আছে।

২.৫.০. সাম্প্রতিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায় যে গ্রন্থাগারে কার্যক্রমে 'যোগ-সূত্রতার অভাব'—একটা বড়ো সমস্যার আকৃতি নিয়েছে কেন এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়।

২.৫.১. সাধারণভাবে গ্রন্থাগারগুলি গড়ে উঠেছে এক শ্রেণীর শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত মানুষের চিত্তবিনোদনের প্রক্রিয়ায় তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায়। এবং এখানে এখনো তাদেরই কর্তৃত্ব বজায় রয়ে গেছে। এই মুষ্টিমেয়কে নিয়ে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সূত্রপাত। সরকার তো অতিসম্প্রতি এদিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করছেন। তাই এখনই সার্বজনীন গ্রন্থাগারের রূপে আদর্শ গ্রন্থাগারের সর্বোত্তম সত্তাটি আমরা পেতে পারি না, ব্যাপক সরকারী উদ্যোগ গড়ে উঠলেও জনসাধারণের কাছে আমরা এখনো পৌঁছতে পারি নি। অবস্থাটা এমনই দাঁড়িয়েছে যে গ্রন্থাগার আছে তো লোক নেই, দাক্ষা নেই। মানুষ ও মনুষ্যত্বের চর্চা নেই, জ্ঞানবিজ্ঞান অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। যেন কয়েকটা সওদাগরি অফিস হয়েছে সাধারণ গ্রন্থা-গার—তার মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব নেই।

৩.০.০. **সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত:**

(১) প্রতিটি গ্রন্থাগারে Extension Work ও Reference Service ব্যবস্থাকে জোরদার করে গড়ে তুলতে হবে। (২) সমস্ত জনশিক্ষাবাহী প্রতিষ্ঠান বা কার্যধারাকে একসূত্রে গ্রথিত করতে হবে। অর্থাৎ নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্কশিক্ষা, প্রথাগত ও প্রথামুক্ত অন্যান্য সকল শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে শিক্ষা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণমূলক গ্রন্থাগার কর্মসূচীকে সমন্বিত করে তুলতে হবে। (৩) অনতিবিলম্বে গ্রন্থা-গার ব্যবস্থার সমস্ত প্রশাসনিক ত্রুটি ও বিচ্যুতিগুলিকে দূর করবার জন্য D.L.O. Service চালু করতে হবে। তা না হলে কর্মীদের মনে কর্মোদ্যম সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। (৪) গ্রন্থমেলা ও লোকসংস্কৃতি মেলাকে গ্রামের কেন্দ্রে স্থাপনের আয়োজন করতে হবে। (৫) গ্রন্থাগারের পরিচালককে সর্বাত্মক করে তুলতে সতত প্রচার ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে আসতে হবে।

৪.০.০. সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারকর্মীদের সমস্যা আসলে একটা সামগ্রিক সামাজিক সমস্যা। এবং শেষ পর্যন্ত সমাজের সমস্যাদি দূর করার ওপরেই এর সমাধান নির্ভরশীল। সেজন্য আমাদের জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে গ্রাম ও শহরের বেটে খাওয়া শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল মানুষের উচিত গ্রন্থাগারগুলিকে আমাদের সমাজ বদলের হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করার। অন্যদিকে আমরা যারা গ্রন্থাগারে নিযুক্ত আছি তাদেরও উচিত সমাজ বদলের আন্দোলনে আত্মোৎসর্গ করা।

# সাধারণ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও তার প্রতিকার প্রসঙ্গে

**লক্ষ্মীনারায়ণ রায়**
জেলা গ্রন্থাগার, বীরভূম

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে আমরা বুঝি সরকারী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহ। সরকারী অর্থানুকূল্যে ১৯৫২-৫৩ সনে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠল তা সাধারণতঃ তিন প্রকার (১) সম্পূর্ণ সরকারী গ্রন্থাগার (২) গভর্নমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার (৩) স্বেচ্ছাকর্মী দ্বারা পরিচালিত গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারগুলি স্থাপনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মহৎ হলেও শৈশবেই এগুলি অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয় অর্থাৎ গ্রন্থাগারগুলিকে প্রাণবন্ত ও সক্রিয় করার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ও কর্মীর প্রয়োজন ছিল তা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন ও রূপায়ণের কোন উদ্যোগ দেখা যায় নি। যার ফল স্বরূপ নানা সমস্যা গ্রন্থাগারগুলির স্বাভাবিক গতি ও প্রগতিকে নষ্ট করেছে এবং প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে গ্রন্থাগারগুলি চলতে পারেনি ও বিকশিত হতে পারেনি বলেই প্রত্যেকটি গ্রন্থাগার বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত।

সরকারী আনুকূল্য প্রাপ্ত প্রথম দু'শ্রেণীর গ্রন্থাগারের সমস্যা কিছু ভিন্ন প্রকৃতির হলেও সাধারণভাবে এক। সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম হল :

১. কর্মীর সংখ্যাল্পতা
২. স্থানাভাব
৩. আর্থিক সমস্যা
৪. পরিচালন সমস্যা
৫. বেতন-জনিত সমস্যা
৬. গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও গ্রন্থাগার পরিসেবার সমস্যা
৭. বদলী ও প্রমোশন জনিত সমস্যা

১. কর্মী স্বল্পতা সাধারণ গ্রন্থগ্যারের সমস্যাগুলির অন্যতম এবং সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি যথাযথ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে না পারার প্রধান কারণ। ১৯৫২-৫৩ সনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় গ্রন্থাগারগুলির শ্রেণী অনুযায়ী যে কর্মী সংখ্যা অনুমোদিত হয়েছিল—দীর্ঘ ৩৫/৩৬ বছর পরেও কর্মী-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। বরং সেই সব কর্মীদের বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমশঃ কর্মক্ষমতা কমেছে এবং এদের দ্বারাই গ্রন্থাগার সার্ভিস এখনও কোনক্রমে চলছে। একটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। জেলা গ্রন্থাগার সমূহে মোট কর্মী সংখ্যা ১০ জন। গ্রন্থাগারিক একজন, গ্রন্থাগার সহকারী দু'জন, গ্রন্থাগার সহায়ক দু'জন, পিওন একজন, ড্রাইভার একজন, ক্লীনার একজন, নৈশ প্রহরী ও দারোয়ান একজন করে। এদের মধ্যে তিন জনের সার্ভিস (যথা ড্রাইভার, ক্লীনার ও নৈশ প্রহরী) দৈনন্দিন কোন কাজে বিশেষ সহায়ক নয়। এরপর কর্মীদের ছুটিতো আছেই। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন ৮ জন হাজির থাকে। কিন্তু গ্রন্থাগারের পুস্তকের সংখ্যাই বৃদ্ধি নয় পাঠকের সংখ্যা ও চাহিদার গতি প্রকৃতির মাত্রাও জটিল আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নীচে বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারের ছকটিতে সে চিত্রটি পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

| সন | মোট সদস্য সংখ্যা | প্রতিষ্ঠান গত সদস্য সংখ্যা | পত্র/ পত্রিকা সংখ্যা | মোট পুস্তকের সংখ্যা | বাৎসরিক অনুদানের পরিমাণ | কর্মী সংখ্যা | ঘরের সংখ্যা | বাৎসরিক পুস্তক ইস্যু | পাঠকমে হাজিরা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৫৮ | ২২০ | ১৮ | ১৪ | ২৫০ | ৫,০০০ | ১০ জন | ১১টি | জানা যায়নি | জানাযায়নি |
| ১৯৭৬ | ৪৬৫ | ৪২ | ২০ | ২০,০০০ | ৫,০০০ | ১০ জন | ঐ | ২২,০০০ | ৪,০০০ |
| ১৯৭৯ | ৫৬০ | ৭৮ | ৩০ | ২৩,৫০০ | ৫০,০০০ | ১০ জন | ঐ | ৩৬,০০০ | ৭,০০০ |
| ১৯৮৬ | ২,২০০ | ১৮৮ | ৩৭ | ৩৭,৮৬২ | ৫০,০০০ | ১০ জন | ঐ | ৫১,৫৫২ | ১৮,০০০ |

গত ১৯৫৮ সন হতে ১৯৮৬ সন দীর্ঘ ২৮/২৯ বছরে সমস্ত কিছুই অনেক গুণ বেড়েছে কিন্তু কর্মী সংখ্যা অপরিবর্তিত আছে। বছরে সহস্রাধিক পুস্তকের প্রসেসিং করা, মোবাইল সার্ভিস চালু রাখা, টাকা পয়সার হিসাব রাখা, বিভিন্ন সভা সেমিনার বা আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করা, সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করা, পুস্তক ক্রয়ের জন্য তালিকা প্রণয়ন ও ক্রয়ের ব্যবস্থা এবং অফিসের অন্যান্য কাজ ছাড়াও রাজা রামমোহন রায় ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত ও রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পুস্তক বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে বন্টনের জন্য পুথকীকরণ, তালিকা প্রণয়ন ও রিপোর্ট প্রেরণ প্রভৃতি কাজের চাপ তো আছেই। অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলিতেও 'টাইপ' অনুযায়ী সমহারে কাজের চাপ বেড়েছে। এই চাপের মোকাবিলা করার জন্য কি পরিমাণ কর্মী বিশেষতঃ 'টেকনিক্যাল হ্যান্ড' দরকার যাঁরা গ্রন্থাগারে কর্মরত তাঁরা সহজেই অনুধাবন করতে পারছেন। এ কথা স্পষ্টভাবে সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন ও বামফ্রন্ট সরকারের গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষানীতির পরিকল্পনার ফলে গ্রন্থাগারগুলিতে কাজের চাপ ও দায়িত্ব অনেক বেড়েছে। অবিলম্বে এই চাপ হ্রাস করার জন্য কর্মী নিয়োগ না হলে সমস্ত ব্যবস্থাটি ভেঙ্গে পড়বে এবং গ্রন্থাগারগুলি গুদামে পরিণত হয়ে যাবে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলিতে অবিলম্বে যে পরিমাণে কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন সে সম্পর্কে আমার প্রস্তাবঃ

| অতিরিক্ত কর্মী প্রয়োজন | জেলা গ্রন্থাগার বা সম পর্য্যায় ভুক্ত গ্রন্থাগার | মহকুমা বা সম পর্য্যায়ভুক্ত গ্রন্থাগার | শহর বা সম পর্য্যায় ভুক্ত গ্রন্থাগার | গ্রামীণ বা সম পর্য্যায় ভুক্ত গ্রন্থাগার |
|---|---|---|---|---|
| সহকারী গ্রন্থাগারিক | ২ | ১ | ১ | ১ |
| উপ গ্রন্থাগারিক | ১ | × | × | × |
| গ্রন্থাগার সরকারী | ৩ | ১ | ১ | × |
| ক্যাশিয়ার কাম অ্যাকাউন্টট্যান্ট | ১ | × | × | × |
| টাইপিষ্ট কাম ক্লার্ক | ১ | × | × | × |
| পিওন | ১ | ১ | × | × |
| বাইণ্ডার | ১ | × | × | × |
| সুইপার | ১ | ১ | ১ | ১ |
| মালি | ১ | × | × | × |

২.১ অবিলম্বে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগারগুলির গৃহের এক্সটেনশন্ বা নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। স্থাপনের পর হতে যৎসামান্য অর্থ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাওয়া ছাড়া আর কোন অর্থই পাওয়া যায় নি। (মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগারের বিষয়টি স্বতন্ত্র) নতুন গ্রন্থাগার গৃহ নির্মাণের সময় বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগারের জন্য একটি মাষ্টার প্ল্যান তৈরী ও অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

২.২ আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ (অতিরিক্ত সহ): জেলা গ্রন্থাগারের জন্য মোট ২৫০০ (দু হাজার পাঁচশত টাকা) এবং গ্রামীণ/প্রাইমারী ইউনিটের জন্য মাত্র ৫০০ (পাঁচশত টাকা)। এতে অন্য আসবাবপত্র তো দূরের কথা একটা ভাল আলমারী কেনা যায় না। সেজন্য জেলা গ্রন্থাগারের বা তার সমপর্যায়ভুক্ত গ্রন্থাগারগুলির জন্য ফার্ণিচার গ্রান্ট ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা, মহকুমা ও শহর গ্রন্থাগারের জন্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা, এবং গ্রামীণ/প্রাইমারী ইউনিট লাইব্রেরীর জন্য ২,৫০০ (দু হাজার পাঁচশত) টাকা বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

৩. বর্তমান বাজার দর যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন খাতে নির্দিষ্ট বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব হচ্ছে না—বিশেষতঃ পুরাতন গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে। গ্রন্থাগারের আকস্মিক কোন বিশেষ প্রয়োজনে অর্থের অভাবই চরম সংকট সৃষ্টি করে। যেমন আসানসোলস্থিত জেলা গ্রন্থাগার ভবনটির ছাদ ফেটে যাওয়ায় জল পড়ে ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে দেখেও গ্রন্থাগারিক অসহায়। এমনতর কত অসুবিধা বা সমস্যা আছে যার সমাধানের প্রধান অন্তরায় অর্থ।

৪. গ্রন্থাগার আইন হওয়ার ফলে পরিচালন সমস্যা

অনেকাংশে লাঘব হয়েছে, কিন্তু আইন যিনি কার্য-করী করবেন সেই জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক এখনও পর্যন্ত নিয়োগ হয়নি। পৃথক দপ্তর এখনও স্থাপিত হয়নি। সমাজশিক্ষা বিভাগের ঘাড়ে বাড়তি বোঝা হয়ে থাকার ফলে—যা হবার নয়, তাই হচ্ছে—কর্মীরা ছ'মাসে ন' মাসে বেতন পাচ্ছেন। সময়ে টাকা দেওয়ার আগ্রহের চেয়ে কি ভাবে কাজকে আরও জটিল করা যায় তার আগ্রহই বেশী।

: পরিচালন সমস্যা দূর করবার জন্য অবিলম্বে ডি. এল. ও নিয়োগ ও পৃথক দপ্তর স্থাপন অবিলম্বে করতে হবে।

: গ্রন্থাগারগুলি নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. বেতনজনিত সমস্যা শুরু হইতেই। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে দীর্ঘদিনের কাজ করায় অভিজ্ঞতার ঝুলিতে অনেক হিতশোদেশের বাণী জমা পড়েছে। সম্মানজনক বেতন পাওয়া তো দূরের কথা—যা পাওয়া যায় তাও সময়ে নয় এবং এই অবস্থায় গ্রামীণ/প্রাইমারী ইউনিট লাইব্রেরীর কর্মীবন্ধুরা বেশী ভুগছেন।

গত পে-কমিশনে যে বেতনক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে তা অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক। গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের বেতন নির্ধারণ করা হল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা সরকারী দপ্তরের করণিকদের সমতুল। কিন্তু কাজের ধারা, দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিদ্যালয় মহা-বিদ্যালয় প্রভৃতি ভেকেশনাল ইনস্টিটিউশন এবং গ্রন্থা-গার সরকারী দপ্তরগুলি নন্ ভেকেশনাল ইনস্টি-টিউশন। ভেকেশনাল ইনস্টিটিউশনে যাঁরা কাজ করেন তাদের সঙ্গে নন্ ভেকেশনাল ইনস্টিটিউশনের কর্মীর বেতন কমতো হওয়া উচিত নয়ই এবং এক ও নয়। কারণ একজন প্রাথমিক শিক্ষক বা একজন মহা-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক এর কাজের চাপ এবং ধারা কি এক? একজন কলেজ গ্রন্থাগারিককে যে ধরণের, যা মানের, সংখ্যার পাঠক-পাঠিকাকে সার্ভিস দিতে হয় এক-জন জেলা গ্রন্থাগারিককে কি তার চেয়ে কম দিতে হয়? তবে কেন বেতন নির্ধারণের সময় মহাবিদালয়ের গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম হল ৭০০-১৬০০ টাকা আর জেলা গ্রন্থাগারিকদের হল ৪৭০—১১৪০ টাকা উচ্চ প্রারম্ভিক বেতন ৫৬০ টাকা। গ্রাজুয়েট ডিপ্-লিব হলে ৪২৫-১০৫০ কোন উচ্চ প্রারম্ভিক বেতন নেই। একজন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বেতনক্রম স্থির হল ৬৬০-১৬০০ টাকা, উচ্চ প্রারম্ভিক ৯২০ টাকা। অথচ শিক্ষা-গত যোগ্যতা এক, অর্থাৎ মাষ্টার্স ডিগ্রী এবং বি. এড., বি. টি. বা এম.এড.। গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে মাষ্টার্স ডিগ্রী বি. এল. আই. এস বা এম. এল. আই. এস পাশ। একজন হেড মাষ্টার মহাশয়কে কোন ক্লাস পর্যন্ত নিতে হয় না—সাহায্যকারী হিসেবে করণিক আছেন—কিন্তু জেলা গ্রন্থাগারিককে 'ক্ষুদ্রা সেলাই থেকে চন্ডী পাঠ পর্যন্ত করতে হয়।

নন্ ভেকেশনাল স্টাফদেরও কাজের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। সরকারী দপ্তরের করণিক বা পিওনের কাজ গ্রন্থাগার সাহায্যকারী বা সহায়কের কাজ ও ধারা এক নয়। একজন পাঠকের চাহিদা মেটানই গ্রন্থাগার কর্মীদের কর্ম এবং বন্ধ হবার শেষ মিনিট পর্যন্ত সার্ভিস দিতে হয়। সরকারী দপ্তরে এটা কি কেউ আশা করেন বা করতে পারেন।

এছাড়া কর্মীদের উৎসাহবর্ধক কোন পুরস্কার—প্রমোশনের সুযোগ নাই এবং অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা এখনও কার্যকরী না হওয়ায় কর্মীদের মানসিক দুশ্চিন্তা ও নিরাপত্তা বোধের অভাব কাজের প্রতি অনীহা আনছে।

৫ : ১. তাই পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মানজনক বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নির্ধারণ অবিলম্বে করতে হবে।

৫ : ২. অবসরকালীন সুযোগ সুবিধাগুলি যাতে অবিলম্বে কার্যকরী করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫ : ৩. গ্রুপ ইনসুরেন্স চালু করতে হবে।

৫ : ৪. প্রমোশনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৫ : ৫ উৎসাহ বর্ধক পুরস্কার প্রবর্তন করতে হবে।

নতুবা ভাল কর্মীরা স্থানান্তরে যাবেন—সার্ভিস অব-হেলিত হয়ে থাকবে, পরিকল্পনা পরিকল্পনাই থেকে যাবে, কার্যকরী হবে না কোন দিনও।

৬. গ্রন্থাগারগুলি প্রতিষ্ঠাকালে যে পরিকল্পনা ছিল অর্থাৎ সহযোগিতা ও আন্তঃগ্রন্থাগার পরিষেবা, তা কার্যতঃ হয় নাই। জেলা গ্রন্থাগারগুলি বিচ্ছিন্নভাবে যোগাযোগ রক্ষা ও আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা চালিয়ে গেলেও জেলা গ্রন্থাগার কিন্তু জানে না বর্তমান রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা কি? অথচ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার.

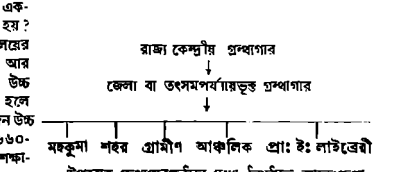


উপরোক্ত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে নিয়মিত আন্তঃগ্রন্থা-গার পরিষেবা বা সহযোগিতা না থাকার জন্য প্রতিটি গ্রন্থাগার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিরাজ করছে। কিন্তু এ ভাবে চলতে পারে না—এ অবস্থার দূরীকরণের

জন্য কার্যকরী কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ ও রূপায়িত করতে হবে। যেমন:

৬:১ ইউনিয়ন ক্যাটালগ তৈরী করতে হবে।

৬:২ আন্ত-গ্রন্থাগার পরিষেবা ব্যাপক ভাবে চালু করতে হবে।

৬:৩ জেলা স্তরে মোবাইল সার্ভিসকে চাঙ্গা করার জন্য একজন ডেপুটি বা সহকারী গ্রন্থাগারিকদের পূর্ণ দায়িত্বে পরিচালন ব্যবস্থা করতে হবে। পুরাতন গাড়ীগুলি বদল করে নতুন ডিজেল গাড়ী সরবরাহ করতে হবে।

৬:৪ প্রতি তিনমাস অন্তর জেলা গ্রন্থাগারে জেলার সমস্ত গ্রন্থাগারিকদের এবং জেলা গ্রন্থাগারিকদের ছয়-মাস অন্তর রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার নীতি, আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার বিভিন্ন দিকগুলি ও পরিকল্পনা সমূহের মূল্যায়নের জন্য মিলিত হওয়া অবশ্যই দরকার। এ ছাড়া বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা, বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ, দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি।

৭. গ্রন্থাগার আইনের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার একটি সুষ্ঠু নিয়োগ নীতি অনুসরণ করার ফলে যথা-যথ নিয়োগ হয়েছে বা হচ্ছে কিন্তু কিছু জেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। তাছাড়া গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে শহর গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করার সময় একটি সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যাঁরা এতদিন ঐ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক ছিলেন তাঁরা গ্রন্থাগার সহকারী হয়ে যাচ্ছেন। সেজন্য (ক) গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি শহর গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করার সময় কর্মরত শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মীকে বৃত্তি-মূলক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। (খ) উচ্চপদে কর্মী নিয়োগের সময় কর্মরত অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত শিক্ষাসহ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৭:১ শুধু কর্মীদের সুবিধার জন্যই নয়, সুস্থ সুন্দর গ্রন্থাগার পরিষেবা পরিচালনা এবং কাজের গতির জন্য বদলীর একটি সুষ্ঠু নিয়ম পদ্ধতি এখনও নাই। শারীরিক বা অন্য কোন কার্যকারণে নিকটবর্তী সুবিধা-মত স্থানে বদলী হতে না পারা এক বিরাট সমস্যা। আবার কর্মীরা একই স্থানে দীর্ঘদিন থাকার ফলে গ্রন্থাগার পরিষেবা ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এ সম্পর্কে আমার প্রস্তাব:

১) জেলায় কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের পর্যায়ক্রমে বদলী অত্যন্ত প্রয়োজন এবং এটা নিয়মিতভাবে করা উচিত।

২) অন্য জেলায় কর্মরত থাকলে নিজ জেলায় আসবার সুযোগ দেওয়া উচিত।

৩) কর্মে অনীহা প্রদর্শন বা যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলা করলে গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতে বদলী অবশ্য করা প্রয়োজন।

৮ আমরা যতদিন পর্যন্ত ব্যাপক মানুষকে গ্রন্থাগার পরিষেবার আওতার মধ্যে না আনতে পারছি—ততক্ষণ আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। গ্রন্থাগার ব্যবহার-কারীর সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

| গ্রামের নাম | থানা ও জেলা | মোট জনসংখ্যা | তপশীলি জাতিসংখ্যার | তপঃ উপঃ | গ্রন্থাগারে সদস্য বা ব্যবহার করে পুং | মহিলা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| তাঁতিপাড়া | রাজনগর বীরভূম | ৬,৮৪২ | ২,৪১২ | নই | ৫ | নাই |

ব্যাপক মানুষ গ্রন্থাগারে না আসার কারণ শুধু নিরক্ষরতা নয়—আমরা গ্রন্থাগারের নির্বাচনের নিয়ম যা বিধিবদ্ধ করেছি তাতে সেই সমস্ত মানুষের গ্রন্থাগারে আসার পথকে এবং প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগকে বন্ধ করে দিয়েছি। গ্রন্থাগারের চাঁদা দেওয়ার যোগ্যতা না হলে সদস্য হওয়া যায় না—আর সদস্য না হলে গ্রন্থা-গারের ভালমন্দে সামিল হওয়া যায় না—তাই ব্যাপক মানুষ ঐ চৌহদ্দির বাইরেই থাকে। গ্রামাঞ্চলে এসব ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় "গ্রাম ষোল আনা" ডাক দিয়ে। কিন্তু গ্রাম ষোল আনা বলতে তথাকথিত ভদ্র-লোক এবং তাঁদের উপস্থিতিতেই সমস্ত কিছু নির্ধারণ হয়ে যায়। ঐ বিরাট অংশের মানুষের ইচ্ছার কোন প্রতি-ফলন হয় না—স্বাভাবিক ভাবেই সেই কর্মকাণ্ডে নিজে-দের অংশীদার ভাবতে পারে না। তাই তারা এড়িয়ে চলে। এবিষয়ে আমার প্রস্তাব:

(১) রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার যেমন পঞ্চায়েতের কর্ম-কাণ্ডে ব্যাপক মানুষকে সামিল করেছেন তেমন ভাবে ঐ ব্যাপক অংশের মানুষকে সামিল করতে হবে—প্রতি-নিধিত্বের সুযোগ দিতে হবে পরিচালনায়, দরকার হলে সম্প্রদায় প্রতি কোটা বেঁধে দিয়ে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

(২) সম্ভব হলে বয়স্ক শিক্ষা পরিচালনা বা পরি-চালনায় সহযোগিতা করতে হবে।

(৩) গ্রামের, সমাজের, রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে

আলোচনা সভা আহ্বান এবং সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে আমন্ত্রণ ও অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া এবং মাঝে মাঝে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।

(৪) নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রবর্ত্তন করতে হবে।

এছাড়াও পুস্তক নির্বাচন ও উচ্চমূল্যজনিত ব্যয়-সমস্যা, নিয়মিত স্টক ভেরিফিকেশন সমস্যা, মফস্বল গ্রন্থাগারগুলিতে পুস্তক সময়মত সরবরাহ না পাওয়ার সমস্যা, পুরাতন পুস্তকগুলি সংরক্ষণের সমস্যা, পত্রিকা সংরক্ষণের সমস্যা এবং স্থানীয় ম্যানেজমেন্টগুলির হাতের 'ক্রীড়নক' হতে না পারলে সে আরো সমস্যা। প্রশাসনের বড় কর্ত্তাদের খুশী না করতে পারলে সমস্যা এবং অনেক কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মী "গ্রন্থাগার মনা" না হওয়ায় সবচেয়ে বেশী সমস্যা। এ বিষয়ে এখনই সচেতন হওয়া দরকার। চাকুরির নিরাপত্তা থাকায় অনেকে আসছেন বা এসেছেন--কিন্তু বেতনের প্যাকেট তাঁদের মনে শান্তি আনতে পারছে না। যার ফলে কাজের মধ্যে প্রাণ পাচ্ছেন না। এবং অপরকেও উজ্জীবিত করতে পারছেন না।

অতএব এখনই এই সম্মেলন থেকে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক এবং সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যকরী করার জন্য বর্তমান সরকারের নিকট পেশ করা হোক।

---

## সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

**প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়**

কাঁচরাপাড়া মিউনিসিপাল টাউন লাইব্রেরী

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মী আছেন। তাঁদের সমস্যাও বিভিন্ন ধরণের। বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হয়েছে।

ক) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা।

খ) কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা।

গ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা।

ঘ) বিভাগীয় [ সরকারী দপ্তর ] গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা।

ঙ) সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা।

আমি এখানে শুধুমাত্র সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছি।

### গৃহ সমস্যা

বর্তমানে ২৪২১টি সাধারণ গ্রন্থাগারের মধ্যে বেশ কিছু গ্রন্থাগারের নিজস্ব কোন গৃহ নাই। কিছু গ্রন্থাগার বিভিন্ন পৌর ভবনের মধ্যে খোলা হয়েছে। আবার কিছু গ্রন্থাগার বাড়ি ভাড়া করে গৃহ সমস্যা মেটাচ্ছে। নিজস্ব গৃহ বা ভবনের অভাব ছাড়াও অনেক রকম সমস্যা দেখা দেয়। তার উপর

গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা হল অনেক গ্রন্থাগার ভাল পরিবেশে বা সঠিক অঞ্চলে গড়ে ওঠে নি। কোন কোন গ্রন্থাগার শহরের একধারে হয়ে গেছে। কোথাও দুই বা তিনটি গ্রন্থাগার পাশাপাশি গড়ে উঠেছে। এতে শহরের প্রত্যেকটি নাগরিক সমান ভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হন। প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারের যাতে নিজস্ব গৃহ থাকে এবং সে সুস্থ পরিবেশের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে তার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

## শৌচাগার

গ্রন্থাগার ভবনের পরই যে সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে অসুবিধা হচ্ছে সেটি হল ইউরিনাল বা শৌচাগারের। প্রায় ৫৩১৪ জন গ্রন্থাগার কর্মীর মধ্যে অনেক মহিলা গ্রন্থাগার কর্মী আছেন যাঁরা এই অসুবিধা দীর্ঘ দিন ভোগ করছেন। এমন অনেক গ্রন্থাগার আছে যেখানে এই মহিলা গ্রন্থাগার কর্মীরা ৬-৭ ঘণ্টা একটানা কাজ করেন বহু দূর দূরান্ত থেকে এসে। অথচ তাঁরা এই ন্যূনতম সুবিধাটুকু পাননা। গৃহ সমস্যার পাশাপাশি এই সমস্যাটি সম্বন্ধেও চিন্তা করতে হবে। যদিও এই সমস্যা নিয়ে বিগত ৪০ তম সম্মেলনে আলোচনা হয়েছে তবুও এই সমস্যার খুব বেশি সুরাহা হয়নি।

## গ্রন্থাগার কর্মীদের ছুটি ও উচ্চশিক্ষার সমস্যা

গ্রন্থাগার কর্মীরা বিশেষ করে প্রাইমারি/রুরাল গ্রন্থাগারের কর্মীরা ছুটি নেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেন। স্টাফ প্যাটার্ণ অনুযায়ী প্রাইমারী / রুরাল গ্রন্থাগারে ১ জন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ-প্রাপ্ত এবং ১জন নন ট্রেণ্ড কর্মী থাকেন। তাদের মধ্যে ১ জন ছুটি নিলে অপর ১ জন কর্মীকে গ্রন্থাগারটি চালাতে হয়। এই ব্যবস্থা খুবই অসুবিধা জনক। আরও ১ জন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীর সংখ্যা বাড়ালে এই অসুবিধা অনেকটা দূর হতে পারে। গ্রন্থাগার আইনে শিক্ষার জন্য ছুটিতে প্রেরণের (Deputation on study leave) ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রচুর গ্রন্থাগার কর্মী আছেন যাঁরা B. Lib. Sc. পড়তে গেলে নিজস্ব জমান ছুটি নিয়ে অথবা বিনা-বেতন হয়ে গিয়ে পড়তে হয়। যাতে প্রত্যেক কর্মী তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী ঠিক সময়ে গ্রন্থাগারগুলি থেকে স-বেতন শিক্ষার জন্য ছুটি পান এটা সংশ্লিষ্ট বিভাগকে দেখতে হবে।

## শিক্ষণ-অপ্রাপ্ত কর্মীদের সমস্যা

গ্রন্থাগারের আরও একটি সমস্যা তার নন ট্রেণ্ড স্টাফদের সমস্যা। তাঁরা গ্রন্থাগারের টেকনিক্যাল কাজকর্মের ব্যাপার ঠিক মত উপলব্ধি করতে পারেন না। যার ফলে পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী বই এবং পত্রিকা আনতে গিয়ে এবং সেগুলি সঠিক জায়গায় না রেখে প্রায়ই ভুল করে বসেন। এতে গ্রন্থাগারের কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যদি এই নন-ট্রেণ্ড স্টাফেদের জন্য এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে গ্রন্থাগারের কাজকর্মের সম্বন্ধে তাদের মোটামুটি একটা ধারণা করিয়ে দেন তাহলে পাঠক ও গ্রন্থাগার তাদের থেকে ভাল কাজ পাবে।

## রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন

তারপর সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেটি হল রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন-এর পুস্তক বিতরণ নিয়ে। সাধারণতঃ গ্রন্থাগারগুলি

তাদের মান অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বই পায় রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন থেকে। যে পদ্ধতিতে তাঁরা বই বিতরণ করেন দেখা যায় প্রায়ই গ্রন্থাগারগুলিতে একই বই দুবার এসে যাচ্ছে। অথচ গ্রন্থাগার কর্মীরা যদি সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বই গ্রন্থাগারের ও পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী পছন্দ করে নিতে পারেন তাহলে প্রত্যেক গ্রন্থাগারে চাহিদার প্রত্যাশা পূরণ কিছুটা সম্ভব হবে।

**গ্রন্থাগার ও ছোট ছোট পড়ুয়াদের সমস্যা**

সর্বশেষে গ্রন্থাগারের যে সমস্যাটির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে তা হল ছোট ছোট পড়ুয়াদের সমস্যা। অধিকাংশ গ্রন্থাগারে ছোটদের সংগ্রহ কম থাকায় ঠিক মতন তাদের গ্রন্থাগারের প্রতি আকর্ষণ করা যায় না এবং যারা গ্রন্থাগারে আসে সেই ছোট ছোট পড়ুয়াদের সব সময় চাহিদা মেটান যায় না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার কয়েকটি গ্রন্থাগারে 'শিশু বিভাগ' খোলার জন্য অর্থ সাহায্য করেন। কিন্তু প্রত্যেকটি গ্রন্থাগার এই আর্থিক সাহায্য পায় নাই। তাই সরকার থেকে বিশেষ আইন বলে প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারে বাধ্যতামূলক 'শিশু বিভাগ' খুলতে হবে। তার প্রয়োজনীয় অর্থ সরকার দিতে বাধ্য থাকবেন।

এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে একযোগে কাজ করতে হবে।

———

## সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

**অজিত চট্টোপাধ্যায় ও অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়**
কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী এণ্ড রীডিং রুম

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয়েছে গ্রন্থাগার আইন বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। রাজ্য সরকার এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করছেন। গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু যে বিপুল পরিমাণ টাকা গ্রন্থাগার গুলির জন্য ব্যয়িত হচ্ছে গ্রন্থাগার গুলির পরিষেবার পরিমাণ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়নি বলেই মনে হয়।

গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের বেশ কিছু সমস্যার সমাধান একান্ত প্রয়োজন। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যেগুলো সমস্যা বলে মনে হচ্ছে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**১ গ্রন্থাগারের সমস্যা**

১১ সদস্য সংখ্যা ও অবস্থানের কথা বিবেচনা করে গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মী সংখ্যা নির্ধারণ করলে পরিসেবার মাত্রা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

১.২ প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলিকে সাধারণ অনুদান ছাড়াও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রন্থাদি সংরক্ষণের জন্য মঞ্জুর করার ব্যবস্থা থাকলে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব।

১.৩ নৈশ প্রহরী হিসাবে গ্রন্থাগারে অন্তত দুই-জন লোক থাকা দরকার। অন্যথায় একটা সময় গ্রন্থাগার প্রহরীশূন্য অবস্থায় থাকে।

১.৪ কোন কর্মীকে উচ্চশিক্ষার জন্য অনুমতি দিলে সেই স্থলে সাময়িক ভাবে কর্মী নিয়োগ করা উচিৎ।

১.৫ তালিকাভুক্ত বই নির্দিষ্ট মেলা থেকে কেনার পরিবর্তে যে কোন স্থান থেকে কেনার সুযোগ থাকলে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। অন্যথায় মেলায় না পাওয়া গেলে সেই বই অন্যত্র কেনা যায় না বা কিনলে টাকা পাওয়া যায় না।

## ২ কর্মীদের সমস্যা

২.১ অধিকাংশ গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার আইন ও পরিচালন বিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন নন। ফলে গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে পরিচালন সমিতির ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে। গ্রন্থাগার আইন ও পরিচালন বিধি সরকারী উদ্যোগে গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠাবার ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে ঠিকমত কার্যকর হচ্ছে কিনা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়।

২.২ কর্মীদের P. F. বাবদ টাকা ডাকঘর সঞ্চয় তহবিলে ( Postal Savings Bank ) রাখার পরিবর্তে পাবলিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে রাখার ব্যবস্থা করলে কর্মীরা উপকৃত হবেন। যেহেতু উভয়ের প্রদেয় সুদের হারের মধ্যে তারতম্য অনেক।

২.৩ কর্মীদের মাহিনার চেক গ্রন্থাগারের Account এ Cash না হওয়া পর্যন্ত কর্মীরা বেতন পান না। এ বিষয়ে একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার। গ্রন্থাগারের নিজস্ব একটা তহবিল রেখে সেই তহবিল থেকে যাতে কর্মীদের বেতন দেওয়া যায় সে বিষয়ে সরকারী নির্দেশের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

২.৪ কর্মীদের Service Book এর ব্যাপারে একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা এখনই করা উচিত। অবসর-কালীন ভাতা পাওয়ার ব্যাপারে যাতে বিলম্ব না হয় বা কর্মীদের হয়রানি না হয় সে দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

২.৫ গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কাজকর্মে কর্মীরা যাতে তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কাজে লাগাতে পারেন সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত গ্রন্থাগার পরিষেবা সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতিতে একান্ত প্রয়োজন।

২.৬ নৈশ প্রহরীর কার্যের সময়সীমা ও সাপ্তাহিক ছুটির ব্যবস্থা সকল গ্রন্থাগারে ঠিকমত মানা হচ্ছে কিনা পরিদর্শনের ব্যবস্থা না থাকায় তাঁরা প্রাপ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

২.৭ ভবিষ্যৎ পারিবারিক নিরাপত্তা রক্ষায় গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য Group Insurance প্রথা চালু করা একান্ত প্রয়োজন।

২.৮ কর্মীদের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে সরকারী নীতি ( চাকরী জীবনে একবার মাত্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ার সুযোগ) গ্রন্থাগার বৃত্তির স্বার্থে আরও উদার হওয়া উচিৎ।

# সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীগণের সমস্যা

নিমাইচন্দ্র নন্দী

গ্রন্থাগারিক, পথরা বাণী মন্দির, বাঁকুড়া

**সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির বর্ত্তমান অবস্থা**

(১) গ্রন্থাগার গৃহ—প্রায় প্রতিটি জেলাতেই এমন অনেক এলাকা আছে যেখানে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা খুবই করুণ। কোন গ্রন্থাগার ভাড়া বাড়ীতে, কোথাও চালা বাড়ী, কোন গ্রন্থাগারে পুস্তক প্রচুর সে অনুপাতে হল রুম নেই, কোথাও ছাদ থেকে জল পড়ে, কোথাও দেওয়াল হয়েছে ছাদ হয়নি, কোন গ্রন্থাগারের দেওয়াল ধসে পড়েছে, সাপের ভয় ইত্যাদি।

(২) গ্রন্থাগার কর্মী—গ্রন্থাগারগুলিতে প্রয়োজনমত কর্মী নিয়োগ করা উচিত। অন্যথায় কাজের বেশ অসুবিধা হয়। কোন গ্রামীন গ্রন্থাগারে সাইকেল পিওন আছেন তো গ্রন্থাগারিক নেই আবার কোথাও গ্রন্থাগারিক আছেন তো সাইকেল পিওন নেই।

(৩) কাজের সময় ( Duty Hours )—সরকারী নিয়ম থাকা সত্বে ও কিছু কিছু গ্রন্থাগারে কাজের সময় নিয়মরূপ। সকাল ও বিকাল দুই বেলা গ্রন্থাগার খোলা। দ্বিতীয় ও চতুর্থ মঙ্গলবার ছুটির পরিবর্ত্তে বৃহস্পতিবার ছুটি ইত্যাদি।

(৪) হিসাবপত্র—কিছু কিছু গ্রন্থাগার আছে যেখানে দীর্ঘদিন হিসাব পরীক্ষা ( Audit ) করানো হয় নাই।

(৫) প্রয়োজনীয় দ্রব্য— সাইকেল অথবা রেডিও এখনও কিছু কিছু গ্রন্থাগারে নাই।

(৬) জনসাধারণের ধারণা—গ্রামীন এলাকায় এখনও অনেক মানুষ আছেন, যাঁদের ধারণা নেই গ্রন্থাগার কি, কি হয় ওখানে. গ্রন্থাগার বই এর দোকান কিনা ইত্যাদি। অর্থাৎ গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাঁরা ঠিকমত ওয়াকিবহাল নন।

উপসংহার—গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও সম্প্রসারণের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে কিন্তু এখনও প্রতিটি গ্রাম-পঞ্চায়েত এলাকায় সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে নি। তবুও বর্ত্তমান সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষাকর্মী, গ্রন্থাগার কর্মী, প্রশাসন ও জনসাধারণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সাধারণ গ্রন্থাগারের আরও সম্প্রসারণ ঘটানো যায় ; গ্রন্থাগার ভবিষ্যতে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত হবে আশা করা যায়।

**গ্রন্থাগার কর্মীগণের সমস্যা**

১। নিয়োগ পত্র নিয়ে বেকার— L. L. A. বা D. S. E. O অফিস থেকে নিয়োগ পত্র (Appointment Letter) নিয়ে নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারে আসার পর গ্রন্থাগার পরিচালন কমিটির সামান্য দাবি পূরণ। যথা নগদ দান, আসবাবপত্র, কিছু টাকার পুস্তক ইত্যাদি। এইরূপ দাবি পূরণে অক্ষম

হলে নিয়োগ পত্র হাতে নিয়ে পুনরায় বেকার। এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যেখানে নিয়োগ পত্র হাতে নিয়েও ৩।৪ মাস পরে কর্মী কাজে যোগ দিতে পেরেছেন।

২। কর্মে যোগদান—কিছু কিছু গ্রন্থাগারে কর্মে যোগদান করার পর সরকারী নিয়মকে বাদ দিয়ে পরিচালন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্মিগণকে সকাল ও বিকাল দুই বেলা গ্রন্থাগারে কাজ করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে কর্মিগণ কোন দূরবর্তী এলাকার। বাড়ীভাড়া নিয়ে থাকতে হয়। সরকারী নিয়মে জোর পূর্বক কাজ করতে গেলেই পরিচালন কমিটির সাথে মনোমালিন্য।

৩। কর্মিগণের বেতন—বার মাসের মধ্যে হয়ত পাঁচ মাসের বেতন নিয়মিত হয়। বাকী সাত মাসের বেতন পরবর্তী মাসে বা তারও পরে হয়।

৪। Provident Fund—দুই তিন বৎসর গ্রন্থাগারে কাজ করার পরও P. F. Fund এ টাকা জমা হয় নাই। P. F. Fund-এ টাকা জমা দেওয়ার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম বা ব্যবস্থাও নাই।

৫। বাড়ীভাড়া (House Rent)—কর্মিগণের House Rent বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। কারণ বেশীর ভাগ কর্মীই বাড়ী থেকে বেশ দূরে কোন এক গ্রন্থাগারে থাকেন। ফলে বাড়ী নিয়ে থাকতে হয়। বর্তমানে যে পরিমাণ House Rent দেওয়া হয় প্রয়োজনের তুলনায় কম।

৬। Travelling Allowance—T. A.-এর ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ অসুবিধা হয়। T. A.-এর ব্যাপারে নির্দিষ্ট নিয়ম করা দরকার।

৭। Transfer—Transfer-এর কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। Transfer নির্দিষ্ট নিয়মে করা উচিত।

৮। Service Book—Service Book তৈয়ারী করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিন্তু এখনও সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মীর Service Book তৈয়ারী হয় নাই। Service Book তৈয়ারী না হলে কর্ম জীবনে খুব অসুবিধা হবে।

৯। Professional Tax—P. Tax অফিস থেকে নেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই এবং গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে এই Tax জমা দেওয়ার বিশেষ উদ্যোগ নাই। কর্মীগণকে নিজ নিজ চেষ্টায় এই Tax জমা দিতে হবে। Officially এই Tax নেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই বলে অনেক কর্মীই Tax জমা দিতে পারছেন না।

১০। উচ্চশিক্ষা—কর্মীগণের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন আছে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম কর্মে যোগদানের পাঁচ বৎসর পর কর্মীগণ উচ্চশিক্ষা নিতে পারেন। কিন্তু অনেক কর্মীই পাঁচ বৎসরের পূর্বেই অফিসকে না জানিয়ে উচ্চশিক্ষা নিচ্ছেন এবং তাঁরা যথারীতি বেতন পাচ্ছেন। আবার অনেকে পাঁচ বৎসর চাকুরি করার পর অফিসে জানিয়ে উচ্চশিক্ষা নিচ্ছেন, কিন্তু তাঁরা উচ্চ শিক্ষাকালীন বেতন পাচ্ছেন না। এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট নিয়ম থাকা উচিত।

১১। অবসরকালীন অসুবিধা—আমাদের অনেক কর্মীই অবসর গ্রহণ করেছেন বা করছেন। কিন্তু তাঁরা অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না। অবসরপ্রাপ্ত কর্মীগণের সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান করা প্রয়োজন।

১২। গ্রন্থাগার পরিচালন কমিটি—অনেক সময় অহেতুক কর্মীগণের মান-মর্যাদার হানি করা

হয়। সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থাগারের প্রধান। তিনি অনেক সময় বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন। ফলে কর্মীগণকে অফিসের কাজে বাইরে যেতে হয়। সেসব ক্ষেত্রে যেখানে সম্পাদক মহাশয়ের অনুমোদন থাকে না সেখানে কর্মীগণকে বেশ অপদস্থ হতে হয়। যেন গ্রন্থাগারের কর্মীগণ দায়িত্বশীল নন। অনেক সময় দুষ্কৃতকারী নেশাগ্রস্ত বা বিকৃত ব্যক্তিদের হাতে কর্মীগণের মর্য্যাদার হানি হয়ে থাকে। পরিচালন সমিতি জেনেশুনেও যদি কোন ব্যবস্থা না নেন, তবে সে অবস্থায় কাজ করা মুস্কিল।

———

## সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগারিক, কালনা মহকুমা গ্রন্থাগার

বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে যে নূতন পদক্ষেপ ও গতি এনেছেন এবং সকলের জন্য শিক্ষা এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সমতা রেখে শিক্ষার চলমান প্রবাহ হিসাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের জোয়ার এনেছেন তাকে প্রতিহত করতে যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত চলছে সে বিষয়ে গ্রন্থাগার কর্মীদের সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। না হলে তাঁরা পাঠক ও সভ্যগণের যে সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন তার সদুত্তর দিতে পারবেন না। কর্মীদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার-এর শিক্ষানীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির যে মূলগত পার্থক্য তা যদি পাঠক সম্প্রদায়কে বোঝান না যায় তবে সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হবে। তাঁদের বোঝাতে হবে (১) সমাজের সর্বস্তরের মানুষের গ্রন্থাগার ব্যবহারের অধিকার আছে। (২) রাজ্যের রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক ও শিক্ষাগত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে গ্রন্থাগার ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন হতে বাধ্য।

গ্রন্থাগারগুলিতে রাজ্য সরকার অনুসৃত গ্রন্থ নির্বাচনের বৈশিষ্ট হল— (১) চিরায়ত সাহিত্য (২) বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রামাণ্য ও তথ্য-নির্ভর গ্রন্থ, রেফারেন্স গ্রন্থ (৩) শিশু ও কিশোরদের জন্য সাহিত্য (৪) সদ্য সাক্ষর ও অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে বোধগম্য গ্রন্থ (৫) বিভিন্ন চিন্তা ও মতাদর্শ সম্পর্কিত গ্রন্থ (৬) বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশে সহায়ক গ্রন্থ (৭) সুস্থ পথে চিত্ত বিনোদন ও আনন্দদানে সহায়ক গ্রন্থ ইত্যাদি। অপসংস্কৃতি, অবক্ষয়মূলক গ্রন্থ, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষমূলক গ্রন্থ নির্বাচন পরিহার করা উচিত।

অনেক গ্রন্থাগারের কার্যাকরী সমিতি ও পাঠকবর্গের অনেকেই গ্রন্থাগার যে শুধু অবসর বিনোদনের কেন্দ্র নয়—গণশিক্ষার হাতিয়ার,জীবন জীবিকার সহায়ক সংগঠন এই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারেন নি বা পেরে থাকলেও পাঠকগণকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিপুল পরিমাণ সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে প্রতিটি গ্রন্থাগারে সরকারী অনুদানের বিভিন্ন খাতে আসা টাকার পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্দ্ধমান বাজারদরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি—সর্বদা বোঝা না গেলেও সৎ প্রচেষ্টা হিসাবে অভিনন্দন যোগ্য। প্রতি বৎসর প্রতি জেলায় একটি বা দুটি গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর ফলে গ্রন্থাগারগুলি নূতন নূতন পুস্তক ও পত্র পত্রিকায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। কিন্তু এগুলি সঠিক ভাবে সাজিয়ে রাখার জন্য আসবাবপত্র, ঘর বা সংরক্ষণের সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের কাজের পরিধিও প্রসারিত হচ্ছে। তাঁদের কেবল পুস্তক ও পত্র পত্রিকা অ্যাকসেসন, ক্যাটলগ, সংরক্ষণ ও আদান প্রদানের মধ্যে নিজেদের সীমিত করে রাখলে চলছে না। তাঁদের সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ও পরিবেশের মানুষের সঙ্গে মিশতে হচ্ছে বা হবে—কারণ তা না হলে জীবন জীবিকার প্রশ্নে তাঁদের যে সমস্যা, সেগুলি পূরণে গ্রন্থাগারগুলি কোনও কাজেই আসবে না। গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন গণসংগঠনের সঙ্গেও যোগাযোগ থাকা উচিত। নচেৎ কারা কি ভাবে সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষার উন্নতির জন্য কাজ করছেন সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করা যাবে না। এছাড়াও সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের হিসাব পত্র রাখা-বাৎসরিক অডিট করান ; গ্রন্থাগার ভবন তৈরী বা সম্প্রসারণ-এর যাবতীয় কাজ, বিভিন্ন প্রেসের কাজ, আইন আদালতের কাজ ( যে সব গ্রন্থাগারে মামলা আছে) ; Stock Verification-এ সহায়তা, গ্রন্থাগার ভবন ও গ্রন্থ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, বিভিন্ন আসবাব পত্র ইত্যাদির Tender ডাকা ও সংশ্লিষ্ট লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা ও নির্ধারিত কাজটি করান, চিঠি পত্র আদান প্রদান করা, যে কোনও উৎসব অনুষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা বা সহায়তা করা, বাৎসরিক সভার জন্য করণীয় সমস্ত কিছু করা অন্যান্য অনেক কাজ। এ ছাড়াও গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রায়ই জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক বা জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক মহাশয়ের অফিসের সহিত যোগাযোগ রাখতে হয়। গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মীসংখ্যা এতই নগণ্য যে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীগণ যদি সংসার বর্জন করে শুধু গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পেই নিঃস্বার্থভাবে নিযুক্ত থাকেন তবেই এই দৃষ্টিভঙ্গির সুফল ফলান সম্ভব। কিন্তু গ্রন্থাগার কর্মীরাও সামাজিক জীব। তাঁদেরও সংসারের ভরণ পোষণ করতে হয়। বামফ্রন্ট সরকারে এসে গ্রন্থাগার কর্মীরাও যে সমাজের অন্যান্য কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় কর্মী—এ সম্মানটুকু দিয়েছেন ; বেতন ও আনুসঙ্গিক সুযোগ সুবিধার যথাসাধ্য বৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক গাফিলতির ফলে এখনও বহু কর্মীর Service Book তৈরী হয় নি। বেতন, ভাতাদি—নিয়মিত আসে না। গ্রন্থাগার-গুলির মধ্যেও যোগাযোগ নেই। সমন্বয় নেই। তাই এক গ্রন্থাগারের পাঠক অন্য গ্রন্থাগারের জ্ঞান-ভাণ্ডারের স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন না।

গ্রন্থাগারগুলির সমৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মীসংখ্যার আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি ব্যতীত গ্রন্থাগার আন্দোলনের সুষ্ঠু রূপায়ন ব্যহত হবে। কিন্তু সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে যদি এখনই বাড়তি কর্মী

নিয়োগ করা না যায় তবে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, পঞ্চায়েৎ, পৌরসভা, কর্পোরেশন ইত্যাদির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে, গ্রন্থাগার কর্মীদের 'বাড়তি কাজের জন্য বাড়তি মজুরীর' ও যাওয়া আসা ইত্যাদি কাজের জন্য টি. এ. ইত্যাদির সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থা করে গ্রন্থাগারগুলিকে 'কার্য্যকরী সমিতি' ও এল. এল. এ. সক্রিয় করে তুলতে পারেন। গ্রন্থাগারগুলিতে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা না থাকলে কর্মীদের আলস্যভাব এসে পড়ে, এতে প্রকৃত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ব্যাহত হয়।

প্রতিভাধর ছাড়া সাধারণেরা সর্ববিদ্যায় বিশারদ হতে পারে না ; পারলেও তাদের কাছ থেকে অসাধারণ বিচক্ষণতা ও পাণ্ডিত্য আশা করা যায় না। তেমনি গ্রন্থাগারের যাবতীয় কাজই যদি গ্রন্থাগার কর্মীদের করণীয় হয় ও কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণের কাজ কেবল কর্মীদের ভুলত্রুটি ধরা হয় তবে গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যার উদ্ভব হতে বাধ্য। তাই গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে 'কার্য্যকরী সমিতি' জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গণসংগঠনে নিযুক্ত কর্মীরা যদি যোগাযোগ রাখেন, তাদের কাজকর্ম সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেন, সহযোগীতা ও গঠনমূলক সমালোচনা করেন তবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্ভবনা পূর্ণ হবে। এছাড়াও গ্রন্থাগার কর্মীদের বিরাট সমস্যা ছুটি নেওয়া। একেই কর্মীসংখ্যার স্বল্পতা তার উপর ছুটি নিলেই সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে এল. এল. এর তত্ত্বাবধানে প্রতি জেলায় lave vacancy-তে কাজের জন্য কিছু বাড়তি কর্মী অবিলম্বে প্রয়োজন। যে কোনও ছুটি ( নৈমিত্তিক, অর্জিত, পড়াশুনার জন্য বা প্রসবের জন্য ) হোক না কেন কার্য্যকরী সমিতির সহযোগিতা ব্যতীত পাওয়া মুস্কিল। তাই অনেকেই প্রয়োজনীয় ছুটি পান না। এতে কর্মীদের কাজের স্পৃহা নষ্ট হয়, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি হয়। এদিকে মহকুমা ও শহর গ্রন্থাগারগুলিতে একই ব্যক্তি দুই বা ততোধিক কার্য্যে নিযুক্ত। শহর গ্রন্থাগারের দারওয়ান কাম-নাইটগার্ডের কাজ সম্পর্কে সরকারী মেমো নং ৪৪১ (১৫)/So/E তাং ৬. ৫. ১৯৮১ এখনও গ্রন্থাগার-গুলিতে এসে পৌছায়নি, বা ১৪ ঘন্টা কাজের জন্য কোনও বাড়তি অনুদানেরও ব্যবস্থা হয় নি। এজন্যে বহিরাগত কর্মীদের কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করা উচিত। এর জন্য বা যে সব গ্রন্থাগারের গৃহ সমস্যা রয়েছে তাঁদের সরকারের মুখাপেক্ষী হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কার্য্যকরী সমিতির প্রভাবশালী সদস্যগণ সদিচ্ছার সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করলে এগুলির সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব। গ্রন্থাগারকে গণ চেতনা ও শিক্ষার হাতিয়ার করে তুলতে হলে গ্রন্থাগার কর্মী, কার্য্যকরী সমিতি, এল. এল. এ., বিভিন্ন গণসংগঠনের যৌথ উদ্যোগ একান্তই প্রার্থনীয়। আমরা যে সকলেই সৎ, দক্ষ ও কর্ম সচেতন তা দাবী করছি না কিন্তু সমাজের অন্যান্য জীবিকার লোকেরা ( যেমন দীনমজুর, কৃষিশ্রমিক, শিল্পশ্রমিক, শিক্ষক, সরকারী ও ব্যাঙ্ক কর্মচারী ইত্যাদি ) যে ভাবে ও যে ভাষায় আন্দোলন করেন গ্রন্থাগার কর্মীরা এখনও তাঁদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সে ভাবে সোচ্চার হতে পারেন না। তাই সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীরা শত অসুবিধা ও অভাব অভিযোগের মধ্যেও হাসি মুখে কাজ করেন। এটাই তাঁদের দুর্বলতা অথবা শক্তি।

# গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

**আবদুল সাত্তার**

গ্রন্থাগারিক, বাঙ্ময়চক আজাদ ক্লাব ও লাইব্রেরী

**গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যা :—**

গ্রন্থাগার পরিচালনার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েপ্রথমে আর্থিক সমস্যার কথা বলতে হয়। বর্তমান সরকার পুস্তক ও পত্র পত্রিকা বাবদ অর্থ সাহায্যে ৩০০০ টাকা, আসবাব পত্র বাবদ ৫০০ টাকা, বাঁধাই ও সংরক্ষণ বাবদ ৫০০ টাকা, বিবিধ খরচ বাবদ ১০০০ টাকা ও ৬০০ টাকা দেন। আসবাব পত্র বাবদ অর্থ সাহায্য বেশী করা দরকার এবং গৃহ নির্মাণ বাবদ অর্থ সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা খুবই দরকার। উক্ত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে বই সংরক্ষণ করার সমস্যা অত্যন্ত প্রকট ভাবে দেখা দেবে। কোন কোন গ্রন্থাগার উক্ত সমস্যায় ভুগছে।

**গ্রন্থাগারের কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব :—**

গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য যে নির্বাচিত কমিটি আছে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে গ্রামীন গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে। পাঠক ছাড়া গ্রন্থাগার তার সঙ্গে কার্যকরী কমিটির সদস্যদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে উক্ত সদস্যগণ এই সম্পর্কে কোন দায়িত্বই পালন করেন না। কারণ আজ ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও নৈতিকতার মানকে অবনত করে দেওয়ার চেষ্টা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের একার এই সমস্যার পক্ষে সমাধান সম্ভব নয়। চাই সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা।

**L. L. A এর দায়িত্ব :—**

গ্রন্থাগার কর্মীরা সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করছে কিনা তা দেখার জন্য পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা দরকার এবং গ্রন্থাগার গুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে কি কি অসুবিধা তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

**সদস্য পদ বা পাঠক গ্রহণে সমস্যা :—**

কোন কোন ক্ষেত্রে সদস্য পদ গ্রহণ করার জন্য আবেদন করলে, উক্ত আবেদন পত্রে কার্যকরী কমিটির সদস্যের সুপারিশ প্রয়োজন। অনেক সময় সম্পাদকের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করতে হয়। সম্পাদক ইচ্ছা করলে সদস্য করেন নতুবা করেন না। এই সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রণয়নের প্রয়োজন।

**গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনের সমস্যা :—**

সরকারী আদেশানুযায়ী ১লা তারিখে বেতন পাওয়ার নিয়ম। কিন্তু দেখা যায় বেশ কিছু গ্রন্থাগার কর্মীকে বেতনের জন্য সমস্যায় পড়তে হয়। অনেক সময় ইচ্ছাকৃত ভাবে সম্পাদক উইথড্রালে সই করেন না বা বেতনের টাকা তুলেন না। গ্রন্থাগার কর্মীদের হয়রানি করে। সম্পাদক টাকা পয়সা তছরুপ করে।

উক্ত ঘটনা গুলির জন্য অবশ্য কয়েকজন সম্পাদকের শাস্তিও হয়েছে। বেতনের এই অনিশ্চিত ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

**P. F, গ্রুপ ইনসুরেন্স, পি ট্যাক্স এর সমস্যা :—**

পি. এফ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট নিয়ম প্রণয়ন হয় নাই। সরকারী আদেশানুযায়ী সরাসরি কর্তৃপক্ষ পি. এফ. এর টাকা কেটে রাখবেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা এখনও কার্যকর হচ্ছে না। শুনেছি আমাদের গ্রুপ ইনসুরেন্স চালু হয়েছে। কিন্তু এখনও এই সম্পর্কে D. L. O বা D. S. E. O ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। পি ট্যাক্স জমা দিতে গিয়ে গ্রন্থাগার কর্মীদের হয়রাণি হতে হয়। পি ট্যাক্স এর টাকা সরাসরি কর্তৃপক্ষর কেটে নেওয়া উচিৎ। উক্ত সমস্যাগুলি দূরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত দরকার।

**বেতনের বৈষম্য :—**

জেলা গ্রন্থাগারিক, শহর গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে গ্রামীন গ্রন্থাগারিকদের যে বেতনের বৈষম্য আছে তাহা দূরীকরণের পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ। গ্রন্থাগার কর্মীদের ঘাতে টেকনিক্যাল কর্মী হিসাবে গ্রহণ করা হয় এই জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ। পরিশেষে বলা যায় সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের সরকারী কর্মচারী হিসাবে গ্রহণ করার পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ।

**গ্রন্থাগার কর্মীদের পদমর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে নিয়ম নির্ধারণ :—**

গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্ব সম্পর্কে বিশেষ করে গ্রামীন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও সাইকেল পিওনের পদমর্যাদা সম্পর্কে নিয়ম নির্ধারণ করা উচিৎ।

**গ্রন্থাগার ব্যবহারের সময় :—**

সরকারী নিয়মানুযায়ী সাধারণ গ্রন্থাগার ১১টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত যে কোন ৭ ঘণ্টা খুলা রাখতে হবে। কিন্তু সহরাঞ্চলে রাত্রে যেভাবে পাঠকগণ গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন সেই ভাবে গ্রামাঞ্চলে পাঠকগণ গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন না। কোন কোন গ্রন্থাগার অবশ্য করে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই করেন না। কোন একজন কর্মীর আশ্রয় স্থান ১০ কি. মি. দূরে সেইখানে সেই কর্মীর রাত্রে কাজ করা অসুবিধা এবং জীবনের নিরাপত্তারও অভাব আছে। কোথাও কোথাও অসুবিধাও ঘটেছে। ছুটির দিনের পরিবর্তন করা উচিৎ। কারণ আমাদের ছুটি দ্বিতীয় ও চতুর্থ মঙ্গলবার এবং প্রতি বুধবার কিন্তু অন্যান্য সমস্ত দপ্তরে ছুটির দিন শনিবার ও রবিবার। শনিবার ও রবিবার ছুটি সম্পর্কে সব জনসাধারণই ওয়াকিবহাল আছেন। কিন্তু আমাদের ছুটি সম্পর্কে খুব কম জনসাধারণই জানেন। এই জন্য পাঠকগণকে অসুবিধায় পড়তে হয়।

---

# সাধারণ গ্রন্থাগার : সমস্যা ও সমাধানের উপায়

শ্রীগোপাল প্রসাদ লাহা
মহেশপুর পল্লী গ্রন্থাগার, মহেশপুর
যশোহর-৭৩২১৪৮

সাধারণ গ্রন্থাগারে বর্তমানে যে সমস্যাগুলি দৃষ্ট হয় তা উল্লেখ করে সমাধানের ব্যবস্থাগুলি তুলে ধরছি। এখনও ভাবলে অবাক হতে হয় গ্রন্থাগার-গুলির যারা পরিচালক, প্রশাসক, ই, ও, এস, ই, তারা গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিককে গ্রাহ্য করেন না। তারা গ্রন্থাগারগুলিকে যেমন খুশি চালনা করতে চান। গ্রন্থাগারিক হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও (১) রিটার্ন পাঠাতে পারেন না (২) কোন খাতে কত অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে জানতে পারেন না (৩) গ্রন্থাগারের পাঠক বৃদ্ধিতে প্রশাসকের নিষেধ (৪) গত ৮৬-র বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে অংশ গ্রহণের জন্য BLA-এর Certificate দেখানো সত্ত্বেও রাহা খরচা পান না। (৫) পত্র-পত্রিকা নেওয়ার জন্য প্রশাসককে Requisition দেওয়া সত্ত্বেও প্রশাসক পত্র-পত্রিকা নিতে নারাজ। (৬) বার্ষিক হিসাব দাখিল করতে চান না (সদস্যদের নিয়ে মিটিং ডেকে) (৭) পঞ্চায়েত সমিতি হতে কিছু অর্থ গ্রন্থাগারের ঘরের জন্য মঞ্জুর হয়েছে ১৯৮৬ সালে। ১৯৮৭-এর মে মাস অতি-বাহিত হতে চলেছে তা খরচ করতে চান না। (৮) গ্রন্থাগার-এর ঘর ঝড়ে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মেরামতির কাজ হচ্ছে না। (৯) Self-custody-তে রাখার মত জায়গা নাই। তাই গ্রন্থাগার কক্ষে কোন নথিপত্র রাখা হয় না। (১০) ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বই পুঁথি অকালে নষ্ট হতে চলেছে, এমতাবস্থায় সরকার মঞ্জুরীকৃত অর্থের বইগুলি নিয়ে রাখা যাবে কী ভাবে। (১১) ঠিক সময়মত বেতন দান হয় না। (১২) Professional Tax কাটা হচ্ছে কিন্তু জমা দেওয়া হচ্ছে না।

সমাধান—(১) গ্রন্থাগারিক যেহেতু শিক্ষণ প্রাপ্ত, সর্বদাই পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করবে। (২) প্রতি জেলার গ্রন্থাগারগুলিতে সরকার মঞ্জুরী-কৃত অর্থের হিসাব ঠিক আছে কিনা, ঠিকমত খরচ হচ্ছে কিনা তদারকির জন্য একজন করে Account-tant রাখা, যেমন প্রতি ব্লকে সমবায় সমিতিগুলিতে হিসাব নিকাশ তদারকি করেন একজন কর্মী। যেমন Branch Post office কে সব সময় Daily Accounts পাঠাতে হয় Sub-P. O.-এ, আবার Branch P. O.-এর Inspection-এর জন্য আসেন (ক) একজন Overseer (খ) একজন ইন্সপেক্টর (গ) একজন সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট এরূপ লাইব্রেরীগুলির system থাকা উচিত।

(৩) গ্রন্থাগারগুলির কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকী-বহাল ন'ন এমন লোককে পরিদর্শনের জন্য পাঠানো

উচিত নয় বা ব্লকেও সেরকম কর্মীকে নিযুক্ত করা উচিত নয়।

(৪) যেখানে গ্রন্থাগারের নিজস্ব কক্ষ নেই সেখানে গ্রন্থাগারের নিজস্ব কক্ষের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত / পঞ্চায়েত সমিতি থেকে কক্ষ নির্মাণের জন্য অর্থ মঞ্জুরের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

(৫) গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন দানের ব্যাপারে গ্রন্থাগার সম্পাদক / প্রশাসকের উপর দায়িত্ব না দিয়ে জেলা গ্রন্থাগার কার্য্যালয় হতেই নিয়ন্ত্রণ করা কর্তব্য।

(৬) P. Tax কাটবে District Office এবং সেখান থেকে P. Tax কেটে নিয়ে বেতন-দানের ব্যবস্থা থাকবে। যেমন Dist Vaternery Officer তাঁর জেলা কার্য্যালয় হতেই তাঁর বিভাগীয় সমস্ত কর্মীকে বেতন ঠিকমত দেন।

---

## বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার : কয়েকটি সমস্যা

**শ্রীদন্তোষকুমার বণিক**

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা

রঙ্গনাথনের 'Library is a growing organism' সূত্র অনুযায়ী পুস্তক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মী সংখ্যাও বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। ইউ জি সি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়মিত অনুদানে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে নতুন পুস্তকাদি যেমন বেড়েছে, তেমনি কর্মী সংখ্যা।

১। ইউ জি সি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়মিত অনুদানে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রতিবছরই প্রচুর পরিমাণে পুস্তকাদি ক্রয় করা হলেও কখনও সমস্ত অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে ব্যয় করা সম্ভব হয় না। যাতে অর্থের অপচয় না হয় তার জন্য যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে পুস্তক ক্রয় করা প্রয়োজন। সমস্ত অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যয় করতেই হবে এমন মনোভাব থাকা উচিত নয়।

২। উপযুক্ত কর্মীর অভাবে পুস্তকগুলি পাঠকের কাছে পৌঁছতে প্রচুর সময় চলে যায়। এমন কি কিছু কিছু পুস্তক দীর্ঘকাল আলমারীবদ্ধও থাকে। এই সমস্যাটি থেকে রেহাই পেতে প্রয়োজনে কর্মী নিয়োগে সরকারী সম্মতির ব্যবস্থা থাকা দরকার।

৩। যে হারে নতুন পুস্তকাদি প্রতিবছর গ্রন্থাগারে আসে, গ্রন্থাগারের আয়তন সীমাবদ্ধ থাকায় অচিরেই স্থান সঙ্কুলানের অভাবে পুস্তকগুলি এমন ভাবে জমা হতে থাকে যার থেকে প্রয়োজনীয় পুস্তক খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না। যদিও পুস্তকগুলি সূচীকরণ করা হয়, তবুও স্থান অভাবে জমা হয়ে থাকার জন্য পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য পুস্তক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের আয়তন কিভাবে বাড়ানো যায় সে বিষয়ে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে।

৪। গ্রন্থাগারে পুস্তকের স্থান সঙ্কুলান হোক বা না হোক অনেক সময় উপরের দিকে না হলেও নীচের দিকে কর্মী নিয়োগ ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলে।

ফলে গ্রন্থাগারের যে অংশটুকু আপাতদৃষ্টিতে খালি আছে দেখা যায়, তা কিছু দিনের মধ্যেই নবাগত কর্মীদের দখল দিতে হয়। এই সমস্যার হাত থেকে রেহাই পেতে কর্মী নিয়োগে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

৫। টেকনিক্যাল কর্মী নিয়োগ কম হলেও অন্যান্য কর্মী নিয়োগ হয়েই চলেছে। ফলে যেখানে টেকনিক্যাল কর্মী দিয়ে কাজ করানো দরকার, সেখানে হয় সে কাজ বন্ধ থাকছে, নয়তো অন্যান্য কর্মীকে বিশেষ পারিশ্রমিক দিয়ে কাজ করাতে হচ্ছে এবং বিশেষ পারিশ্রমিকের দাবিদারের সংখ্যা বাড়ছে। এই রোগটিকে প্রশ্রয় না দিয়ে বিশেষ পারিশ্রমিক দিয়ে কাজ করানো বন্ধ করে প্রয়োজনে উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ করে কাজ করাতে হবে।

৬। উপরের পদে উন্নীত হওয়ার কোন উপায় না থাকায় দীর্ঘ দিন কাজ করতে করতে কর্মীদের কাজে একটা অনীহা আসা স্বাভাবিক। এই অস্থির অবস্থা প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারেই কমবেশী দেখা দিয়েছে। এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে এরূপ কর্মীদের উপরের পদে কিভাবে উন্নীত করা যায় তার চিন্তাভাবনা করে একটা উপায় বের করতে হবে।

৭। গ্রন্থাগারে এমন অনেক পুস্তক দেখা যায় যেগুলি কোন দিনই হয়তো পাঠকের ব্যবহারে লাগবে না। অথচ পুস্তকগুলি গ্রন্থাগারের মূল্যবান স্থান দখল করে রাখে। যদি একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন করা যায়, যেখানে সমস্ত বিশ্ব-বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের এই রকম পুস্তকগুলি সরিয়ে এনে জমা রাখা যাবে, তবে স্থান সঙ্কুলানের অনেকটা ব্যবস্থা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগার ব্যবহার অপরিহার্য্য। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনে সর্বপ্রকার সাহায্যের মধ্য দিয়েই বিশ্ব-বিদ্যালয় গ্রন্থাগার একটি বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণে উল্লেখিত সমস্যাগুলির সমাধান অবশ্য প্রয়োজন।

---

## বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পত্রিকা বিভাগের সমস্যা

শ্রীবিশ্বনাথ দাস
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সাধারণভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক ও কর্মীদের চাহিদা পূরণ করতে পত্রিকা সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু আর্থিক ও অন্যান্য কিছু অসুবিধার জন্য সমস্ত পত্রিকাই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যদিও ব্রাডফোর্ড-এর মতে কেবল-মাত্র A class পত্রিকাই সংগ্রহ করার কথা বলা হয়েছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় খুব জনপ্রিয় পত্রিকাও কালান্তরে বন্ধ হয়ে যায়। তাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পত্রিকা সংগ্রহ, পরিবেশন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যা দেখা দেয়।

**আর্থিক সমস্যা**—পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে পত্রিকা ক্রয়ের যে বাজেট তা দিয়ে বেশি

সংখ্যক 'A' class পত্রিকা ক্রয় করা সম্ভব হয় না। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা ক্রয়ের বাজেট একলক্ষ টাকারও কম। অথচ পত্রিকার চাঁদার হার আকাশচুম্বী বিশেষত বিদেশী পত্রিকার ক্ষেত্রে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় Journal of Economic Theory-র বাৎসরিক চাঁদা প্রায় ৪০০০ টাকা। সে হিসাবে বেশী পত্রিকা ক্রয় করার সমস্যা প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে উদ্ভব হয়। তাছাড়া বাজেট প্রতি বৎসর কিছুটা বাড়লেও চাঁদার হারও ক্রমাগতই ঊর্দ্ধমুখী। তাই নূতন কিছু ভালো পত্রিকা ক্রয় করা সম্ভব হয় না।

**সংগ্রহের সমস্যা**—পত্রিকা দুভাবে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। (১) সরবরাহকারী মারফৎ, (২) সরাসরি ক্রয়ের ব্যবস্থা।

**সরবরাহকারী মারফৎ সংগ্রহের সমস্যা**—সরবরাহকারীর মারফৎ পত্রিকা সংগ্রহ করতে হলে তাদের পুরো টাকা অগ্রিম প্রদান করতে হয়। যদি কোন কারণে উক্ত সংস্থা পত্রিকা প্রদান বন্ধ করেন তবে ঐ পত্রিকাগুলি উদ্ধার করা যেমন দুরূহ, তেমনি টাকা আদায় করাও সমস্যা। এমনি ঘটেছে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে: কোন এক পত্রিকা সরবরাহকারী সংস্থার কাছ থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয় লক্ষাধিক টাকা আদায় করতে পারে নি। তাছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠান পত্রিকা সরবরাহে অহেতুক দেরী করে থাকে।

**সরাসরি ক্রয়ের সমস্যা**—যদি কোন পত্রিকা পথিমধ্যে হারিয়ে যায় তবে তা উদ্ধার করতে অনেক ঝামেলা করতে হয়, অনেক সময় তা পাওয়াই যায় না। ঐগুলি পূরণের সমস্যা বড় হয়ে দেখা দেয়। তাছাড়া বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারে ব্যাংকের যোগাযোগের সমস্যা অনেক সময় দেখা দেয়।

**পরিষেবার সমস্যা**—পত্রিকা সাধারণত গ্রন্থাগারের বাইরে ইস্যু করা হয় না। কিন্তু শিক্ষক ব্যবহারকারীদের বাড়ীতে ইস্যু করতেই হয়। কিন্তু অনেক পত্রিকা সময় মতো ফেরৎ হয় না, তার ফলে বাঁধাইয়ের সমস্যা দেখা দেয়। শিক্ষক ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে আদায়ের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেলে গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে একটা মনোমালিন্য দেখা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তথ্য সরবরাহের সর্বাধুনিক ব্যবস্থা না থাকায় পাতা কাটার একটা ঝোঁক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দেখা যায়। এই পাতাকাটা সমস্যা গ্রন্থাগার কর্মীদের মাথা ব্যথার কারণ। সর্বাধুনিক ব্যবস্থা না থাকায় ব্যবহারকারীদের বিশেষত গবেষকদের প্রয়োজন উপযুক্তভাবে মেটানো সম্ভব হয় না।

**স্থান সমস্যা**—প্রতিটি পত্রিকা বাঁধাই করার পর তার সংরক্ষণের জন্য স্থান সমস্যা এক বিরাট সমস্যা। তাছাড়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পত্রিকাগুলি পুস্তক অপেক্ষা কম দামী কাগজে ছাপা হয়। কিছুদিন পরে ক্ষণভঙ্গুর হয়ে ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

**ভাষান্তর সমস্যা**—মাতৃভাষার মাধ্যমে বর্তমানে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ফলে পত্রিকার ভাষান্তরের প্রয়োজন রয়েছে। সে ব্যবস্থা না থাকায় গ্রন্থাগার কর্মীদের একটা বাড়তি সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

# বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

সাধনকুমার দত্ত

সিঙ্গিমারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কুচবিহার

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার বলতে এই রাজ্যের বেশির ভাগ বিদ্যালয়েরই গ্রন্থাগারের অবস্থা নিম্নলিখিত রূপ :

১। গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা খুবই কম এবং যে ধরণের পুস্তক থাকা আবশ্যক তা নেই।

২। গ্রন্থাগারে আসবাবপত্রের অভাব। যার জন্য পুস্তক সংরক্ষণের অসুবিধা।

৩। পাঠ কক্ষ নেই। থাকলেও পাঠকের বসার ব্যবস্থা নেই।

৪। উপযুক্ত পত্র পত্রিকার অভাব।

৫। অনেক স্থলে স্থায়ী পদে গ্রন্থাগারিক এখনও নিয়োগ করা হয়নি যার ফলে এখনও অনেক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের পদ শূন্য রয়েছে।

এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য যা প্রয়োজন তা হলো—

পুস্তক নির্বাচন করার সময় অবশ্যই গ্রন্থাগারিকের মতামুযায়ী করা ( তার পাঠক শ্রেণীর দিকে নজর রেখে )। প্রতি বৎসর আসবাব পত্র, পুস্তক, পত্র পত্রিকা ক্রয় করার জন্য আর্থিক মঞ্জুরীর ব্যবস্থা। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের এবং শিক্ষা কর্মীদের প্রয়োজনানুযায়ী পত্র পত্রিকা ক্রয় করার ব্যবস্থা রাখা। সর্বশেষে এখন পর্য্যন্ত যে সব উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন এবং গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগ হয়নি অবিলম্বে সেগুলির ব্যবস্থা করা।

আমাদের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের কিছু দাবি তুলে ধরছি।

দাবি :—

১। প্রতিটি উচ্চ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগের সাথে সাথে লাইব্রেরী অ্যাটেণ্ডাণ্ট নিয়োগ করতে হবে।

২। গ্রন্থাগারিকদের মূল বেতন কাঠামো গ্রন্থাগারিকের যোগ্যতা অনুযায়ী ধার্য্য করতে হবে।

৩। গ্রন্থাগারিকদের Academic Council এ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া এবং সদস্য পদে অংশ গ্রহণ করে ভোটাধিকার দান।

৪ ।প্রতিটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য যাতে সবেতন ছুটি এবং যাতায়াত ভাড়া পান তার ব্যবস্থা করা।

৫। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ছুটীর ব্যবস্থা করে পড়াশুনার সুযোগ করে দেওয়া।

৬। প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন।

# বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

শ্রীস্বপন চৌধুরী

সরশুনা উচ্চ বিদ্যালয়, কলিঃ-৬১

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার শিক্ষা জীবনে এক অপরিহার্য অঙ্গ। জীবনের শুরুতেই ছাত্রাবস্থায় ছাত্র ও ছাত্রীদের গ্রন্থাগারমুখী এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারের আধুনিক ব্যবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত হতে এবং পরিচয়ে সাহায্য করলে পরবর্তী জীবনে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে তারা গ্রন্থাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন সমস্যায় পড়বে না।

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এতকাল ছিল অত্যন্ত অবহেলিত। বহু বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার নেই। এই অবহেলিত অবস্থার মধ্যে একটু আশার আলো এই যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল, তা এ রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার অনুভব করেছেন। সরকার রাজ্যের সকল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপনের এবং প্রতি গ্রন্থাগারে একজন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বাস্তব সমস্যা আছে, যেগুলির অবসান না ঘটালে এই শ্রেণীর গ্রন্থাগারের পরিষেবার মানের উন্নতি হবে না। সমস্যাগুলির প্রকৃতি এবং তা সমাধানের উপায় নিয়ে দেওয়া হল :

**১। গ্রন্থাগার ব্যবহারে প্রতিবন্ধক :**

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার এবং উন্নতির পথে আমাদের পুরাতন চিন্তাধারা, এক বিশেষ প্রতিবন্ধক :—"ছাত্ররা পাঠ্যপুস্তক পড়বার সময় পায় না, তাদের আবার গ্রন্থাগার দিয়ে কি হবে?" ভাবটা এই রকম যে পাঠ্য তালিকার বাইরে কোন বই বা কিছু পড়বার প্রয়োজন নেই এবং পড়াটা অর্থ ও সময় অপচয় করা।

ক্লাস নোটের ওপর নির্ভরশীলতা এবং কোচিং প্রথা—স্বশিক্ষা তথা গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষার পথে আর একটি প্রতিবন্ধক।

এ যাবৎ যে সকল বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার গঠিত হয়েছে সেই সকল বিদ্যালয়গুলিতে না আছে ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র পাঠ কক্ষ, না আছে কোন লাইব্রেরী পিরিয়ড।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য রুটিনে কোন সময় নির্দেশ রাখা হয় না। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে রুটিন তৈরীর সময় এ বিষয়টা একেবারেই মাথায় রাখা হয় না। সেই জন্য বিভিন্ন ঘন্টায় ক্লাসের মধ্যেই ছাত্র ছাত্রীদের পুস্তক লেনদেন করতে হয়। সুতরাং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে রুটিনে গ্রন্থাগার ব্যবহার করার জন্য সময় রাখার নির্দেশ দিতে হবে।

**২। অর্থ সমস্যা**

বেশীরভাগ বিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপযোগী পুস্তকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। সাম্প্রতিক কালে জিনিষের দামের সাথে পাল্লা দিয়ে পাঠ্য পুস্তকের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। যে দেশের বেশীর ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে, সেই দেশের ছাত্র সমাজের শিক্ষাধারাকে অব্যাহত

রাখতে ছাত্র সংখ্যার আনুপাতিক হারে পুস্তকের সংখ্যা বাড়ানো আবশ্যিক। সেই জন্য সরকারকে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য নিয়মিত বার্ষিক অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে গ্রন্থাগারকে সুষ্ঠু ভাবে চালানো সম্ভব হবেনা। শুধু তাই নয়, প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য ন্যূনতম নির্দিষ্ট অনুদান ছাড়াও ছাত্র সংখ্যা ও শিক্ষক সংখ্যা যেখানে বেশী সেখানে অনুদানের হারও বেশী হওয়ার বিজ্ঞান সম্মত নীতির প্রবর্তন প্রয়োজন।

সাধারণ গ্রন্থাগারে পুস্তক বাঁধাই বাবদ অনুদানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সে রকম কোন ব্যবস্থা নাই। এদিকটাও সরকারের ভেবে দেখা উচিত।

সাধারণ গ্রন্থাগারের ন্যায় আসবাব পত্রের জন্যও অনুদানের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। অন্যথায় বই ও পত্র পত্রিকা নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

### ৩। কর্মী সমস্যা

গ্রন্থাগারে কোন সহকারী নিয়োগের ব্যবস্থা না থাকায় বর্তমানে গ্রন্থাগারিককে সকল কাজই নিজেকে করে নিতে হয়। ফলে পাঠকের সেবা, যেটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সেটিই অন্তরালে থেকে যায়। যদি কখনও কাজে আসতে না পারা যায়, তখন গ্রন্থাগার একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। তাতে ক্ষতি হয় সেই ছাত্র-ছাত্রীদের। যে চিন্তা ভাবনা নিয়ে সরকার এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন তার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য অন্ততঃ প্রয়োজন এক জন গ্রন্থাগার সহকারীর। এছাড়াও আর একটি সমস্যা তো আছেই। সেটা হল Provisional Routine এর সাহায্যে গ্রন্থাগারিককে দিয়ে ক্লাস করিয়ে নেওয়া।

### ৪। অন্যান্য সমস্যা

ক) বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকরা রাজ্য গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগদানের জন্য বিশেষ কোন সুযোগ লাভে বঞ্চিত। সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের ন্যায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদেরও সম্মেলনে যোগদানের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাওয়া উচিত।

খ) বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন কিন্তু গ্রন্থাগারিকদের জন্য সেই ধরণের কোন সুযোগ সুবিধা নেই। এই সব সুযোগ সুবিধা গ্রন্থাগারিকদের পাওয়া উচিৎ।

পরিশেষে আর একটি সমস্যার কথা আলোচনা করি। সরকার বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির জন্য অনুদান দেন এবং ছাত্রদের কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে গ্রন্থাগার ফি নেওয়া হয়। এই সমস্ত টাকা পয়সা এবং গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ টাকা অন্য খাতে ব্যয় করা হয় কিনা তা জানার উপায় নেই। গ্রন্থাগারের নামে তোলা এবং গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ টাকা পয়সা গ্রন্থাগারের জন্যই ব্যয় হওয়া উচিত। এজন্য সমস্ত বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার উপসমিতি গঠন করা প্রয়োজন, যেখানে গ্রন্থাগারিক হবেন আহ্বায়ক এবং প্রধান শিক্ষক হবেন সভাপতি। এই উপ-সমিতিতে ছাত্র ও শিক্ষক প্রতিনিধি থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। এ সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

উপরোক্ত সমস্যাগুলি সমাধানে সমস্ত বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের একত্র হয়ে এর সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। পরিষদের জেলা সংগঠনে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের নিজেদের নিয়োগ করতে হবে।

# বিভিন্ন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে প্রস্তাব

**প্রস্তাব—১**

**সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে প্রস্তাব**

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত ৪১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ণ ও সম্প্রসারণের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য পেশ করছে ঃ—

(ক) জেলাস্তরে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি সুসংহত করা, গ্রন্থাগারগুলির নিয়ামিত তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন সুনিশ্চিত করা, গ্রন্থাগার কর্মীদের চাকুরী সংক্রান্ত নথীপত্র সুরক্ষিত করা এবং রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকার, ও স্থানীয় (জেলা) গ্রন্থাগার প্রাধিকারের সিদ্ধান্ত সমূহ দ্রুত কার্যকর করার প্রয়োজনে অবিলম্বে প্রতি জেলায় ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি অফিসার নিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাঠামো প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

(খ) রাজ্য সরকার ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু ও কিশোরদের জন্য নিঃশুল্ক বা বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগ নিয়েছেন। রাজ্য সরকারের এই কর্মসূচী অভিনন্দন যোগ্য। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আদর্শ ও লক্ষ্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এবং সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে প্রকৃত অর্থে 'জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়'-এ রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে সর্বস্তরের মানুষের জন্য নিঃশুল্কে বা বিনা চাঁদার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগ নেওয়া উচিৎ।

(গ) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে রাজ্য ও জেলা স্তরে বিভিন্ন ধরণের আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতামূলক কার্যধারা প্রবর্তন; নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান ও বয়স্কশিক্ষা প্রকল্পের সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংযোগ স্থাপন; গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে নানাবিধ তথ্য পরিবেশন; গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরণের শ্রবণ-বীক্ষণ বস্তুর (অডিওভিসুয়াল) প্রয়োগ; অবক্ষয় ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ সংস্কৃতির আন্দোলনে গ্রন্থাগারগুলির সক্রিয় অংশ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে বাস্তবানুগ কর্মসূচী নির্ধারণে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ, স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার এবং গ্রন্থাগার পরিচালক মণ্ডলী সমূহকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।

(ঘ) গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে হলে যে সব কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন তা হল ঃ গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা, বিশেষ করে সদ্য-সাক্ষর, অল্পশিক্ষিত এবং দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষদের গ্রন্থাগারে আনা এবং এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থনির্বাচন নীতি নির্ধারণ করা; প্রতিটি সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশু ও কিশোর বিভাগ সংগঠিত করা; গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে আলোচনা চক্র, বিতর্ক সভা, সেমিনার, প্রদর্শনী প্রভৃতির আয়োজন করা; স্থানীয় জনগণের জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তথ্য পরিবেশনের কর্মসূচী গ্রহণ করা ইত্যাদি।

(ঙ) সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের নিম্নলিখিত সমস্যাসমূহের আশু সমাধান প্রয়োজন ঃ মাসের প্রথম দিনে নিয়মিত মাসিক বেতন প্রদান; অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা (পেনশন, গ্রাচুইটি ইত্যাদি) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবিলম্বে চালু করা এবং ইতিমধ্যে যারা অবসর গ্রহণ করেছেন তাদের অবিলম্বে এই সুযোগ দেওয়া; গ্রুপ ইনসুরেন্স চালু করা; অবিলম্বে কর্মীদের সার্ভিস বুক চালু করা ইত্যাদি।

**প্রস্তাব—২**

**বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার-কর্মীদের সম্পর্কে প্রস্তাব**

৪১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা সমূহ সমাধানে নিম্নলিখিত প্রস্তাব করছে ঃ

(ক) কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ক্রয়ের জন্য ইউ-জি-সি ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে অনুদান দেওয়া হয় তা একটি বিজ্ঞান সম্মত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

(খ) ছাত্র-শিক্ষক ও অন্যান্য ব্যবহারকারীদের সংখ্যা, গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ক্রয়ে বার্ষিক অনুদান, শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষণের স্তর ভেদ (পাস কোর্স/অনার্স/স্নাতকোত্তর শিক্ষণ এবং গবেষণা সুযোগ) পরিষেবার সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনা করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য একটি কর্মকাঠামো তৈরী করা প্রয়োজন।

(গ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে গ্রন্থাগারিক, উপগ্রন্থাগারিক ও সহগ্রন্থাগারিকদের

বেতন ক্রম একই নীতিতে সংশোধন করতে হবে এবং অবিলম্বে তা প্রকাশ করতে হবে।

(ঘ) কলেজ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সহ-গ্রন্থাগারিকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে যে অযৌক্তিক শিক্ষাগত যোগ্যতা (গ্রন্থাগার বিজ্ঞান এবং অন্য আর একটি বিষয়ে অর্থাৎ দুটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী) নির্ধারিত হয়েছে তা পরিবর্তন করে রগনাথন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পূর্বতন শিক্ষাগত যোগ্যতা (গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা অন্য কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী তৎসহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রী) পুনরায় প্রবর্তন করতে হবে।

(ঙ) বর্তমান ইউ জি সি স্কেলে পে ফিক্সেসনের সমস্যা অবিলম্বে সমাধান করতে হবে।

(চ) কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার সহকারী (লাইব্রেরি অ্যাসিস্টেন্ট) নিয়োগ কালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট ডিগ্রী আবশ্যিক শর্ত বলে ঘোষণা করতে হবে।

(ছ) গ্রন্থাগার কর্মীদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য "স্টাডি লীভ"-এর সুযোগ দিতে হবে।

(জ) কলেজ ও পলিটেকনিকের পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচনে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট/কোর্ট নির্বাচনে গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে সহ-গ্রন্থাগারিকদের একই কেন্দ্র থেকে নির্বাচনের সুযোগ দিতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও স্ট্যাটুটের সংশোধন করতে হবে।

(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য পরিষেবার বৈশিষ্ট্য ও কাজের দায়িত্বভার বিবেচনা করে অধিকতর সুপারভাইজরী স্টাফ (সহগ্রন্থাগারিক ও উপগ্রন্থাগারিক) নিয়োগের প্রশ্ন বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সহ-গ্রন্থাগারিকদের সদস্যপদ দানের ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় স্ট্যাটুটের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।

(ট) পলিটেকনিক ও মেডিকেল কলেজ গ্রন্থাগারসমূহে ইউ জি সি বেতনক্রম চালু করতে হবে।

## প্রস্তাব—৩

### বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও কর্মীদের সম্পর্কে প্রস্তাব

৪১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে ও সম্প্রসারণের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করছে ঃ—

(ক) যে অল্পসংখ্যক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়নি সে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

(খ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ক্রয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী যাতে বার্ষিক অনুদান পায় তার বন্দোবস্ত করতে হবে।

(গ) সরকারী বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ক্রয়ের জন্য বার্ষিক অনুদান প্রথা প্রবর্তন করতে হবে।

(ঘ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের যথাযথ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রতিটি বিদ্যালয় রুটিনে যাতে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ থাকে এবং গ্রন্থাগারিককে যেন পরিপূর্ণভাবে গ্রন্থাগারের কাজে নিয়োগ করা হয় সে উদ্দেশ্যে অবিলম্বে সরকারী নির্দেশনামা জারী করতে হবে।

(ঙ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণকালে শিক্ষকদের অনুরূপ পরীক্ষাকালীন ছুটির ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দেশনামা জারী করতে হবে।

**"গ্রন্থাগার" এ বিজ্ঞাপন দেবেন কেন ?**

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন এই জন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার অনুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকবৃন্দ পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

**বিজ্ঞাপনের হার**

| কোন পৃষ্ঠায় কতটা | সাধারণ সংখ্যা টাকা | বিশেষ সংখ্যা টাকা |
|---|---|---|
| পূর্ণ পৃষ্ঠা ৪র্থ মলাট— | ৫০০ | ৬০০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা ২য় ও ৩য় মলাট— | ৪৫০ | ৫৫০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ— | ২৫০ | ৩২৫ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা সাধারণ | ৪০০ | ৫০০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ | ২৫০ | ৩০০ |
| সিকি পৃষ্ঠা ঐ | ১৫০ | ২০০ |

পত্রিকার সাইজ ২৪×১৮ সি. এম.
ছাপা অংশের সাইজ ২০×১৮ সি. এম.
পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে যোগাযোগ করুনঃ

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা
**বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**
পি ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম-৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
পশ্চিমবঙ্গ
ফোনঃ ২৯-৮৪৬৬

চেক বা ড্রাফট "বেঙ্গল লাইব্রেরি এসোসিয়েশন" এই নামে হবে।



**পরিষদ প্রকাশিত বই**

Dr. Ranganathan—Library personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২·০০
Library Service In India To-Day. মূল্য—৩·০০

গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮২ মূল্য—৫·০০

৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা আলোচিত-প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাব-সমূহ— বাঁধাই মূল্য—৩৫·০০

৩৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন পঠিত প্রবন্ধাবলী, ১৯৮৪ মূল্য—৩·০০

ডঃ আদিত্য ওহদেদার-এর

**গ্রন্থবর্গীকরণ**

সুললিত ভাষায় দুরূহ বিষয়কে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

Annual subscription : Rs. 36·00
Single issue : Rs. 4·00

Licensed to post without per-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. No. WB/CC—145
Regd. No. RN-2674-47

Volume 37 : No. 12
July—Aug. 1987

পাওয়া যাচ্ছে

ভোমরা চট্টোপাধ্যায় ও অলকা সরকার সম্পাদিত

প্রবীলচন্দ্র বসু কৃত

**গ্রন্থকার নামা**

২য়-সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

**সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই : মূল্য কুড়ি টাকা**

যে কোন গ্রন্থাগারের বাংলা বই বর্গীকরণ করার উপযোগী লেখক সংখ্যার সারণি

* * *

ডঃ আদিত্য কুমার ওহদেদার-এর

**গ্রন্থবিদ্যা**

২য় সংস্করণ ১৯৮৬
শোভন সংস্করণ—পঁচিশ টাকা
সুলভ সংস্করণ—কুড়ি টাকা

**গ্রন্থবর্গীকরণ**

ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে সহজভাষায় দুরূহ বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
শোভন সংস্করণ—৪০·০০
সুলভ সংস্করণ —৩২·০০

The West Bengal Recognised Non-Government Educational Institution Employees (Death-cum-Retirement Benefit) Scheme 1981 এবং West Bengal Govt. Sponsored Library Employees' Service Rules একত্রে : মূল্য আট টাকা

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—700 073 at Ava Press, 6B, Guripara Road, Calcutta-700 015
Editor : Ramkrishna Saha.

12 MAR 1992

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ৪ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | শ্রাবণ ১৩৯৪

CALCUTTA

## সূচী


| | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| গ্রন্থাগার আন্দোলনের নতুন পরিস্থিতি ( সম্পাদকীয় ) | ১ |
| প্রমীল চন্দ্র বসু | |
| ইতস্ততঃ ( স্মৃতিচারণ ) | ৩ |
| ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী | |
| ভাষার অবগুণ্ঠন | ১১ |
| প্রীতি চৌধুরী | |
| বাংলা শিশু সাহিত্যের প্রবণতা | ১৬ |
| বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ | |
| গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রীর নিকট প্রদত্ত স্মারকলিপি | ২০ |
| ৪১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রতিবেদন | ২৪ |

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ৪ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৪, শ্রাবণ


## সম্পাদকীয়

### গ্রন্থাগার আন্দোলনের নতুন পরিস্থিতি

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের বিষয়ে সমস্ত স্তরের গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার সংগঠক ও গ্রন্থাগার দরদীদের মনে উৎসুক্য আছে। রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য যেমন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলন করছিলেন, আইনানুতিক সুসংবদ্ধ নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য তেমনি গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী সহ বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তরাও গ্রন্থাগার আইনের সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বভাবতই প্রথম ও দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নানা প্রয়াস নিয়েছিলেন পরিষদ ও কর্মী সমিতির সঙ্গে পরামর্শ করে। রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে আর্থিক বিনিয়োগও যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, পরিচালনার ক্ষেত্রে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের অংশ গ্রহণ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অগ্রগতি যতটা আশা করা গিয়েছিল নানা কারণে বিশেষ করে প্রশাসনের মন্থরগতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বহু কাজ সম্পন্ন করা যায় নি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে অসমাপ্ত কাজগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো জেলা স্তরে স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের আরুপ প্রতিষ্ঠা করা ও জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক নিয়োগ করা। আরো যে কাজ বাকী ছিলো তার মধ্যে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ ও স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারিকে সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের আইনগত প্রতিনিধিত্বের নিয়মাবলী প্রণয়ন করা। তালিকা দীর্ঘায়িত না করাই ভাল। জেলা আধিকারিক নিয়োজিত না হওয়ার ফলে স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের কাজে যে নানা অসুবিধা হচ্ছে, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীরা এতে অসুবিধা ভোগ করছেন তাতে সন্দেহ নেই।

তৃতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভায়ও রাষ্ট্রমন্ত্রী স্তরের গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী হলেও তিনি বিভাগের পুরো দায়িত্বে আছেন। স্বভাবতই আশা করা গিয়েছিল যে মন্ত্রী মহোদয় তাঁর নিজ বিষয়ের সমস্যাগুলি গভীর ভাবে অনুধাবন করবেন এবং সেগুলি সমাধানের জন্য সচেষ্ট হবেন। আরো আশা করা গিয়েছিল যে তিনি গ্রন্থাগার বিভাগ পরিচালনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মন্ত্রীসভায় গৃহীত নীতিগুলি এবং বিগত দশবছরে যে সমস্ত প্রথা ও প্রক্রিয়া গড়ে উঠেছে সেগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন এবং সেগুলি অনুসরণ করার প্রয়াস নেবেন। আমরা নিশ্চয়ই আশা করতে পারি যে বামফ্রন্টের ঘোষিত নীতি অনুসারে তিনি তার পূর্বসূরীদের মতোই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে কাজ করবেন।

বিগত ৬ মে তারিখে পরিষদ ও কর্মী সমিতি কর্তৃক আহুত সম্বর্ধনা সভায় তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে ভোটে যুক্তে তাদের জয় জনসাধারণের জয়। সেই সঙ্গে তিনি গণসংগঠনের প্রতি তার আস্থা জ্ঞাপন করেছিলেন।

আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে তিনি কর্মীদের সহযোগিতার ও নিয়মানুবর্তিতার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ঐ সভাতেই তার সহকর্মী মন্ত্রীরা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিষদ ও কর্মী সমিতির অকুণ্ঠ সহযোগিতা প্রাপ্তির বিষয় স্বীকার করেছিলেন এবং তাঁরাও আশা প্রকাশ করেছিলেন যে বর্তমান মন্ত্রীও তাদের অনুসৃত কর্মপন্থা যা তাঁদের যথেষ্ট ফলপ্রসূ বলে মনে হয়েছে তাকে অব্যাহত রাখবেন।

বিগত মে মাসের ৮ তারিখে বর্তমান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সভাতেও মন্ত্রী মহোদয় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সভা ডেকে তাদের পরামর্শক্রমে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনা করবেন। তাঁকে ঐ সভার বর্তমান সমস্যাগুলি অবহিত করার জন্য লিখিত ভাবে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল এবং সে স্মারকলিপির প্রত্যেকটি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু ঐ সভার পর তিনমাস অতিক্রান্ত হলেও রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের আর কোন সভা আহ্বান করা হয় নি। এর মধ্যে কলকাতায় সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীরা নিয়মিত বেতনের দাবীতে DLO'র অফিসে দু'দিন অবস্থান করেছিলেন সেখানে মন্ত্রীমহোদয় তো নয়ই তাঁর অধিকর্তাদের মধ্যে কেউই উপস্থিত হবার সৌজন্য দেখান নি। ১১-১২ আগষ্ট তারিখে পঃ বঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সদস্যরা সিদো-কানহু-ভহরে যে দু'দিন ব্যাপী অবস্থান করেছিলেন সেখানে বিভালয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস ও ত্রাণ ও পূর্বতন গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা ভাষণ দিলেও গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রীমহোদয় উপস্থিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও আসেন নি। এর ফলে স্বভাবতই গ্রন্থাগার কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

এছাড়া আরো অস্বস্তিকর বিষয় যা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা হলো মাঝে মাঝে মন্ত্রীমহোদয়ের নামে সংবাদপত্রে বিভ্রান্তিকর সংবাদের প্রকাশ ঘটছে। সেগুলির প্রতিবাদ আজো করা হয় নি। স্বভাবতই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যেহেতু রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করেছে এজন্য এ বিষয়ে মন্ত্রীমহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে ২৭ জুলাইয়ের এক ডেপুটেশনে। প্রদত্ত স্মারক-লিপিতেও আশু কর্তব্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে।

আরেকটি যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ মন্ত্রীমহোদয় রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের পরামর্শ ব্যতিরেকেই সম্পন্ন করেছেন তা হলো স্থানীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বে-সরকারী সদস্যদের অংশ গ্রহণ বন্ধ রাখা। আমাদের অভিমত এ ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিলো। সদস্যদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে জেনেও সরকার স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার পুনর্গঠন করার ব্যবস্থা সময়মত গ্রহণ করেন নি। এখন আইনের দোহাই পেড়ে আইনের মূল বক্তব্যটাই বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। এখন মাত্র দু'জন করে অফিসার প্রাধিকারিক-গুলিকে জিইয়ে রেখেছেন। জনসাধারণের অংশ গ্রহণের বিষয় গেল কোথায়?

রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদকে এড়িয়ে যাওয়ার আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো রাজ্য স্তরে বই মেলা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। যদিও SLC-র ক্ষমতা ও কর্তব্য সংক্রান্ত যে নিয়মা-বলী ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয়েছে তাতে মেলা সংগঠন করার জন্য কাউন্সিলের পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। এছাড়া সরকার গ্রন্থাগারগুলিকে পুস্তক নির্বাচনে সহায়তা করার জন্য যে নির্বাচিত পুস্তক তালিকা রচনা করার কমিটি পুনর্গঠন করেছেন তাতে তিনি পরিষদের পরামর্শ নেন নি। বামফ্রন্ট সরকার প্রশাসনে আসার পর থেকে বাংলা বইয়ের জন্য কেন্দ্রীয় ভাবে ও জেলা স্তরে যে সমস্ত বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে তা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও কর্মী সমিতির সহায়তাতেই সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মন্ত্রীমহোদয় গ্রন্থাগার বিষয়ক সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিত্ব মেলা কমিটিতে রাখার প্রয়োজনবোধ করেন নি। যদিও প্রকাশকদের সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। আরো কিছু কিছু সংবাদ আমাদের

[ শেষাংশ ১০ পৃষ্ঠায় ]

## ইতস্ততঃ

( স্মৃতিচারণ )

### চতুর্দশ পর্ব : লাহোরের স্মৃতি

প্রমীল চন্দ্র বসু

লাহোর রেল ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি শ্রীরতনচাঁদ মানচান্দা ( Ratan Chand Manchanda ) আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। স্মরণ থাকতে পারে লাহোর হেলি কলেজ অফ কমার্সের ( Hailey College of Commerce ) লাইব্রেরিয়ান শ্রী মানচান্দার সাথে ইতিপূর্বে কলকাতায় আমার পরিচয় হয়েছিল এবং লাহোরে গিয়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষা নেবার জন্যে তিনি আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন। তদবধি আমাদের উভয়ের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হত মধ্যে মধ্যে। লাহোরে আমার পৌঁছবার নির্দিষ্ট দিনের কথা তিনি পূর্বেই জানতেন। রেল ষ্টেশনে উপস্থিত থাকবেন সেকথা তিনি নিজেই আমাকে জানিয়েছিলেন। মানচান্দার একটি পায়ে ত্রুটি থাকায় তিনি ঐ পা-টি একটু টেনে চলতেন। তাঁর সঙ্গে আর এক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন ষ্টেশনে। তাঁরও একটি পায়ে ত্রুটি ছিল। সেজন্যে তিনিও খুঁড়িয়ে চলতেন। তাঁর নাম শ্রীসান্তারাম ভাটিয়া ( Santram Bhatia )। এ নামটি পূর্বেই আমার জানা ছিল বটে তবে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। তিনি ছিলেন লাহোর কোরম্যান ক্রিশ্চান কলেজ লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান। ওঁদের দুজনের বয়সের সম্ভবতঃ বেশী ব্যবধান ছিল না। উভয়েরই বয়স অনুমান তিনের কোঠার প্রথমদিকে। তবু দুজনেরই মাথার চুলে ইতিমধ্যেই পাক ধরে। এটা আমি লক্ষ্য করেছিলাম পরে। সম্ভবতঃ আবহাওয়ার জন্যেই এরকম হয়ে থাকে।

মানচান্দা ও ভাটিয়ার বয়স, পক্বকেশ এবং দেহের ত্রুটির দিক দিয়ে যেমন কিছু কিছু মিল ছিল তেমনি পাঞ্জাবের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ব্যাপারেও তাঁরা দুজন ছিলেন যেন যমজ ভ্রাতৃ, গ্রন্থাগার আন্দোলনের সব কাজে দুজনেরই অফুরন্ত উৎসাহ আর সে উৎসাহ ছিল আন্তরিকতায় ভরা। কর্মদক্ষতাও ছিল দুজনেরই যথেষ্ট। সে যুগে পাঞ্জাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়াসে এই দুজন ছিলেন পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক। কাজে নামলে বাধাও আসে। তাঁদেরও বিরুদ্ধবাদী লোক কিছু ছিলেন। সহযোগিতার পথ ছেড়ে কারও সাথে বিরোধিতা করার প্রয়োজনেও দুজনে এক সঙ্গেই চলতেন। তাঁদের এই দুজনের সাথে এঁটে উঠতে না পেরে তাঁদের কোন কোন বিরুদ্ধবাদী অসাক্ষাতে 'খোঁড়া যমজ ভাই' বলে তাঁদের উপহাস করতেন।

ভাটিয়ার সাথে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকায় মানচান্দা তাঁর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে মুখমণ্ডল মন্থণভাবে কামানো, ফর্সা, ছিপছিপে লম্বা, মধ্যবয়সী, সৌম্যমূর্তি এক ভদ্রলোক এসে ওঁদের সাথে যোগ দিলেন। দেখলাম ভাটিয়া এবং মানচান্দা উভয়েই তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। ওঁরা তাঁর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর নাম অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। তিনিও আমার সাথে দেখা করার জন্যই ষ্টেশনে এসেছিলেন। আরও শুনলাম উপস্থিত আমার গন্তব্যস্থল হবে তাঁরই বাসভবনে। পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এক মিটিংয়ে তখনই যেতে হবে তাঁকে। তাই অধ্যাপক দাশগুপ্ত আর অপেক্ষা করতে পারলেন না, তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। যাবার আগে ভাটিয়া এবং মানচান্দাকে পুনঃপুনঃ বলে গেলেন আমাকে সঙ্গে

নিয়ে তাঁর বাসায় পৌঁছে দেবার জন্যে, যেন আমার কোন অসুবিধা না হয়। আমাকে বললেন, মিটিং সেরে খুব শীঘ্রই তিনি বাসায় ফিরে যাবেন এবং সেখানে আবার দেখা ও কথাবার্তা হবে। অতি প্রসন্ন মুখ অধ্যাপক দাশগুপ্তকে দেখলেই মন স্বতঃই প্রফুল্ল হয় এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তারপর তাঁর কথাবার্তায় এবং চমৎকার অমায়িক ব্যবহারের সেই আকর্ষণ বৃদ্ধিই পায়। তিনি চলে যাবার পর ভাটিয়ার সাথে আমাকে একটা টাঙায় উঠিয়ে দিয়ে মানচান্দা চলে গেলেন তাঁর কলেজে—কারণ কলেজে প্রিন্সিপালের সাথে তাঁরও একটা জরুরী কাজ ছিল সেদিন, সকালের দিকে।

লাহোরের পুরাণো আনারকলি এলাকায় অধ্যাপক দাশগুপ্তের বাসা। একটা বড় রাস্তার উপরে খুব উঁচু এবং বাড়ীর বাইরেটা প্লাষ্টার না করা বড় বড় ঘরওয়ালা একটা দোতলা বাড়ীতে তিনি সপরিবারে বাস করতেন। শুধু সপরিবারে বললে বোধহয় সবটা পরিষ্কার করে বলা হয় না। তাঁদের ছিল বিরাট এক সংসার। অধ্যাপকের একান্ত নিজস্ব পরিজন ছাড়া তাঁর ভায়ের পরিজনেরাও তাঁর সাথে একসঙ্গে বাস করতেন সেখানে। শুধু তাই নয়, কিছু নিকট এবং দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও কেউ প্রায় স্থায়ীভাবে এবং কেউ বা অস্থায়ীভাবে বাস করতেন সে বাসায়। এমনকি কোন আত্মীয়তা অথবা কোন সম্পর্ক নেই তাঁদের সাথে এমন লোকেরও অস্থায়ী বাসস্থান ছিল তাঁর এই পুরণো আনারকলির বাসা। লাহোরে নবাগত অনেক বাঙালী প্রথমে এসে উঠতেন তাঁরই আশ্রয়ে। তিনি সেজন্য বিন্দুমাত্র বিরক্ত বোধ না করে সকলকে সদা হাস্যমুখে সাদরে গ্রহণ করতেন। এইরকম অপরিচিত এবং নবাগত আগন্তুকদের মধ্যে সেদিন আমিও তো ছিলাম একজন। তাঁর দরাজ মনের পরিচয় পেয়ে খুবই মুগ্ধ ও চমৎকৃত হয়েছিলাম আমি।

দাশগুপ্ত মশায় ছিলেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট এবং সম্ভবতঃ সিণ্ডিকেটেরও সদস্য ছিলেন তিনি। লাহোরের শিক্ষিত বাঙালী এবং অবাঙালী সকলেরই তিনি ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয়। ওখানকার বাঙালী সমাজের তিনি শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। কম বয়সী সকল বাঙালীর তিনি সার্বজনীন 'কাকামণি'। গুণমুগ্ধ স্থানীয় বাঙালীরা তাঁর নাম করতে হলে লাহোরের পি সি রায় (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়) বলে সগর্বে তাঁর উল্লেখ করতেন। পাঞ্জাবের শিক্ষা ও সংস্কৃতি-মূলক নানা সংস্থার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। সেই কারণে পাঞ্জাব লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের সাথেও তাঁর সংযোগ ছিল। আর সেই সূত্রেই ভাটিয়া এবং মানচান্দার সাথে পরিচয় ও যোগাযোগ। আমি লাহোরে আসছি তাঁদের কাছে এ খবর শুনে, আমি পৌঁছিলে আমাকে সোজা তাঁর বাসায় নিয়ে যাবার কথা তাঁদের তিনিই বলেছিলেন। শুধু বলেই ক্ষান্ত ছিলেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ে মিটিং-এ যাবার আগে স্টেশনে নিজে হাজির হয়েছিলেন।

ভাটিয়ার সাথে অধ্যাপক দাশগুপ্তের বাড়ীতে পৌঁছে দেখলাম আমার কথা বাড়ীর সকলেরই জানা আছে। বাড়ীর মেয়েরা আমাকে তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে স্নান ও জলযোগ সেরে বিশ্রাম নেবার কথা বললেন। দেখলাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্র অর্থাৎ মহর্ষির কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী চৌধুরাণী ও পাঞ্জাবের পরলোকগত রামভুজ দত্ত চৌধুরীর একমাত্র পুত্র প্রায় আমাদের কাছাকাছি বয়সী শ্রী দীপক চৌধুরী সে সময়ে দাশগুপ্ত মশায়ের বাড়ীতে প্রায় তাঁদের পরিবার ভুক্ত হয়ে বাস করছেন। তাঁর সাথে পরিচয়ও হল। মনে আছে ঐ মহল্লার নাম কেন পুরণো আনারকলি হয়েছে তার এক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা তিনি আমাকে দিয়েছিলেন সেদিন। বাড়ীর মেয়েদের তাগিদে স্নান ও জলযোগ পর্ব সেরে নিলাম আমি। অধ্যাপক দাশগুপ্ত বাসায় ফিরে এসেই আমার খোঁজ করলেন এবং আমার স্নান ও জলযোগ শেষ হয়েছে জেনে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। আমাকে বললেন, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিয়ান লালা লাভুরামের সাথে একটু আগে তাঁর দেখা হয়েছে এবং আমার সম্বন্ধে কথা হয়েছে। লাভুরাম তাঁকে বলেছেন পরদিনই অর্থাৎ ২রা অক্টোবর সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের

লাইব্রেরীতে আমাদের ক্লাস শুরু হবে। বিকেলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তিনি ঐ লাইব্রেরি আমাকে দেখিয়ে আনবেন। আরও বললেন, লাহোরে যতদিন ইচ্ছা আমি নিঃসঙ্কোচে তাঁর পরিবারভুক্ত হয়ে থাকতে পারি, সে বিষয়ে কোন বাধা নেই। ঐ দিন দুপুরের শেষে মানচান্দা ও ভাটিয়া একসঙ্গে অধ্যাপকের বাসায় এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে বললেন, আমাকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে তাঁর আর কষ্ট করে যাবার প্রয়োজন নেই। তাঁরাই আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে আনবেন। পথে ওঁরা দুজনে আমার প্রতি অধ্যাপক দাসগুপ্তের উদার ব্যবহারের কথা শুনে বললেন, লোকটি সত্যই মহৎ। শুধু আমার ক্ষেত্রেই নয়, সকলের প্রতিই তাঁর ব্যবহার উদার। তাঁরা আরও বললেন গতানুগতিক এবং ধরাবাঁধা পথ ছেড়ে একটা অনিশ্চিত পথে গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষার আমার উৎসাহের কথা তাঁদের কাছে শুনে আমার এই উদ্যমকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন এবং এটাকে তিনি সাধারণ বাঙালীর চারিত্রিক ব্যতিক্রম মনে করে আমার প্রতি বিশেষ প্রীত হয়েছেন।

বরোদা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে বলেছি যে সেখানকার প্রগতিশীল মহারাজা সয়াজীরাও গাইকোয়াড় নিজ রাজ্যে উন্নত প্রথায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে উইলিয়াম আলানসন বোর্ডেন (William Alanson Borden) নামে একজন আমেরিকান লাইব্রেরী বিশেষজ্ঞকে রাজ্যের লাইব্রেরী ডাইরেক্টর নিযুক্ত করে বরোদাতে এনেছিলেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীটিকে বৈজ্ঞানিক প্রথায় এবং উন্নত ব্যবস্থায় সংগঠিত করার এবং পরিচালনার উদ্দেশ্যে অনুরূপভাবে আসা ডন ডিকিনসন (Asa Don Dickinson) নামে অপর একজন আমেরিকান গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ করে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। ডিকিনসন সাহেব লাহোরে এসে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটিকে বৈজ্ঞানিক প্রথায় পুনর্বিন্যাস করেন এবং গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষালাভ ইচ্ছুক ব্যক্তিদের ঐ বিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এটা বোধহয় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে লাইব্রেরীয়ানশিপের যে কোর্স খোলা হয় সে কোর্স ছিল পাঞ্জাবের এই কোর্সের হুবহু প্রতিচ্ছবি। তবে পাঞ্জাবের কোর্সে জার্মান অথবা ফরাসী ভাষায় প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন বাধ্যতামূলক ছিল। কলকাতার কোর্সে তা ছিল না। সে সময়ে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর যিনি লাইব্রেরিয়ান ছিলেন সেই খাঁ বাহাদুর খলিফা মহম্মদ আসাদুল্লা ছিলেন ডিকিনসন সাহেবের লাহোরের লাইব্রেরিয়ানশিপ কোর্সে প্রথম ছাত্র দলের একজন। প্রধানতঃ প্রচারের অভাবে পাঞ্জাবের এই কোর্স দীর্ঘদিন পূর্বে প্রবর্তিত হলেও পাঞ্জাবের বাইরে বিশেষ কেউই এই কোর্সের বড় একটা খবর রাখতেন না। তাছাড়া এই বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের পর সন্তোষজনক অর্থাগমের সম্ভাবনা কম থাকায় এবং গ্রন্থাগারিকতার পদ মর্যাদা বা সামাজিক মর্যাদা বিশেষ না থাকায় এর প্রতি লোকের আকর্ষণ ও ছিল না। তখনকার দিনে অনেকে পরিহাস করে বলতেন অন্য কাজে অনুপযুক্ত লোকেদের জন্যেই গ্রন্থাগারিকতার কাজ। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব লাইব্রেরিয়ান লালা লাজপত রায় এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর ভূতপূর্ব লাইব্রেরিয়ান খাঁ বাহাদুর যখন গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করলেন তখন তাঁদের পরিচিত লোকেরা তাঁদের শিক্ষিত দুপ্তরী ( educated duftry ) আখ্যা দিয়ে উপহাস করতেন বলে শুনেছি। যাই হোক মোট কথা পেশা হিসাবে লাইব্রেরিয়ানের কাজ তখন অর্থকরীও ছিল না। এবং এই পেশার বিশেষ একটা মর্যাদাও ছিল না। তাই লোকে-এর প্রতি আকৃষ্টও হত না। আমার উদ্দেশ্য অবশ্য অন্যরকম ছিল। অর্থাগমের উপায় হিসাবে অথবা মর্যাদার লিপ্সায় আমি গ্রন্থাগার বিদ্যা শিখবার জন্যে আগ্রহী হই নি। সমাজ ও দেশ সেবার আদর্শ ও আগ্রহ থাকায় এই বিদ্যা শিক্ষার পর প্রধানতঃ দেশের শিক্ষা এবং অন্যান্য নানা গঠনমূলক কাজের ক্ষেত্রে সাধ্যমত সাহায্য ও আত্মনিয়োগ করে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে লোক সেবা ও দেশ সেবার

সুযোগ পাবার আকাঙ্খাই আমাকে এই বিভাগ প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তাই এই শিক্ষা সমাপনান্তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মে নিযুক্ত হবার প্রাক্কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য পরলোকগত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে রেজিস্ট্রার যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী মশায় আমাকে যখন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন। আমি কত টাকা বেতন প্রত্যাশা করি তখন আমি তাঁকেও আমার অর্থের লিপ্সা নেই এবং সেবার আকাঙ্খাই আমার লক্ষ্য অকপটে সেই জবাবই দিয়েছিলাম। সে সময়ে বেশী লোকের এ বিভাগ প্রতি আকর্ষণ না থাকায় প্রতি বৎসরের পরিবর্তে প্রতি এক বৎসর অন্তর অনধিক ২০ জন ন্যূনপক্ষে গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীকে পাঞ্জাবের গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষার এই কোর্সে ভর্তি করা হত। নিজের দেশে ফিরে যাবার আগে ডিকিনসন সাহেব তাঁর প্রথম ছাত্রদলের অন্যতম ছাত্র লালা লাভূরামকে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান পদে নিয়োগ করার জন্যে কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করেছিলেন। আমাদের ছাত্রাবস্থায় লালা লাভূরামই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান এবং তিনিই আমাদের গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষা দিতেন।

আমার পূর্বে আর কোন বাঙালী ভারতে অথবা ভারতের বাইরে কোথাও আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিদ্যা শিক্ষা করেন নি। শুধু আমাদের সময়ে এক সঙ্গে আমরা তিনজন বাঙালী ছাত্র পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কোর্সে সর্ব প্রথম ভর্তি হয়েছিলাম। এই তিনজনের মধ্যে একজন ছিলেন মিত্র পদবীধারী; পুরা নাম মনে নেই। তিনি ছিলেন লাহোরের এক প্রবাসী বঙ্গসন্তান এবং এম এ পাশ। তিনি স্থির সংকল্প নিয়ে এই কোর্সে ভর্তি হন নি। কারণ ভর্তি হবার পর কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি এই শিক্ষার সংস্রব ত্যাগ করেন। পরে আর কখন ও তাঁর কোন সন্ধান পাই নি। অপর একজন ছিলেন এলাহাবাদের প্রবাসী বাঙালী। তাঁর নাম ছিল ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বিবাহিত এবং সে সময়ে তিনি ছিলেন এলাহাবাদ ইউথ ক্রিশ্চান কলেজের একজন অধ্যাপক। বয়সে আমার চাইতে বোধ হয় বছর দুয়েকের বড়। বলা বাহুল্য তৃতীয় বাঙালী ছিলাম আমি। আমাদের ক্লাসের অন্য ছাত্রদের সম্বন্ধেও দু এক কথা যা মনে আছে বলি এই সূত্রে। একজন শিক্ষার্থী ছিলেন দিল্লীর মুসলমান। নাম আজ আর ঠিক মনে পড়ছে না, খুব সম্ভব, খলিলুর রহমান। সব কিছু শিখবার এবং বুঝবার জন্যে তাঁর উৎসাহ ছিল প্রচুর। খুবই কর্ম চঞ্চল ছিলেন তিনি। হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী থেকে শিক্ষালাভের জন্যে প্রেরিত হয়ে এসেছিলেন ৪০।৪২ বৎসর বয়স্ক একজন লাইব্রেরী কর্মী। তাঁর নাম ছিল জাফর হুসেন ( Zafar Hussain )। কোন প্রশ্নের 'হাঁ' সূচক জবাবে তিনি দক্ষিণ ভারতীয় কায়দায় মাথাটা একই সঙ্গে একবার ডাইনে এবং একবার বাঁয়ে উভয় দিকেই দোলাতেন। ভারতের অন্যত্র সে ইংগিত ছিল নেতিবাচক অর্থাৎ 'না' জ্ঞাপক।

আবার বিখ্যাত আমেরিকান লাইব্রেরিয়ান মেলভিল ডিউই-র 'ডিউই' নাম উচ্চারণে সম্ভবতঃ ইংরেজী 'D'-এর পরে 'e' এবং তৎপরে 'w' এর দিকে লক্ষ্য রেখে পাশ্চাত্যের ডিউই উচ্চারণ না করে তিনি বলতেন 'দেবী'। এই দুটো কারণে ক্লাসের অন্য সকলেরই বেশ কৌতুক বোধ করতেন এবং তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি ও ঠাট্টা তামাশা করতেন। তিনি কিন্তু সেজন্যে বিরক্ত অথবা অসন্তুষ্ট হতেন না। শেষের দিকে 'ডিউই' নামের উচ্চারণটা তিনি কিছু সামলে নিলেও সম্পূর্ণ রপ্ত করতে বা আয়ত্তে আনতে পারেন নি। একজন ছাত্র এসেছিলেন মীরাট থেকে। নাম সুরিয়াপ্রকাশ বা সূর্যপ্রকাশ। তাঁরও হাস্য উদ্রেককারী কি যেন একটা মুদ্রাদোষ ছিল, যার জন্য লালা লাভূরাম পর্যন্ত সময়ে সময়ে তাঁকে ঠাট্টা করতে ছাড়তেন না। ভূপেন ও আমি ছিলাম বাঙালী। ক্লাসের বাদ বাকী ছাত্র সকলেই পাঞ্জাবের লোক—হিন্দু, মুসলমান ও শিখ। দু'একজন পাঞ্জাবী ছাত্র ইংরাজী 'এস' (s) -এর হ্রস্ব উচ্চারণ করতে পারতেন না। তাঁরা ষ্টেশনের উচ্চারণে বলতেন 'শটেশন' স্কুলকে বলতেন 'ফুল'। এই অভ্যাস শুধু আমাদের ক্লাসের ২।১ জন ছাত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়। আমাদের ক্লাসের বাইরের অন্য অনেক পাঞ্জাবীরও যে এই অভ্যাস ছিল সে সময়ে সেটা

আমরা লক্ষ্য করেছিলাম। এবং এ নিয়ে ভূপেন ও আমি আলোচনাও করেছি। পাঞ্জাবী ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন লাহোরের তৎকালীন বিখ্যাত দয়াল সিং পাবলিক লাইব্রেরীর ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান। তিনি ছিলেন শিখ সম্প্রদায়ের লোক নাম যশবন্ত সিং। পরে তাঁর নাম বিভ্রাটের ফলে দীর্ঘ কাল তাঁর আর কোন সন্ধান পাইনি। অবশেষে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকারি ব্যবস্থায় আমরা একদল গ্রন্থাগারিক যখন আমেরিকায় যাই তখন নতুন দিল্লীতে এক অনুষ্ঠানে অকস্মাৎ কি ভাবে তাঁকে পুনরায় আবিষ্কার করেছিলাম সময় ও সুযোগ হলে পরে কোন সময়ে সে ঘটনার উল্লেখ করা যাবে। তখনকার পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার ( Legislative Council ) লাইব্রেরিয়ান হরিচাঁদ আখতার ছিলেন আমাদের অন্য একজন সহপাঠী। তিনি উর্দু ভাষার সুকবি ছিলেন। বয়স প্রায় চল্লিশ। অত্যন্ত রসিক প্রকৃতির লোক। প্রায়ই তিনি অনেক মজার মজার এবং হাস্যরসের কথা বলে ক্লাসটাকে মাতিয়ে রাখতেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সদ্য গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন একরকম ছাত্রও যেমন ছিলেন তেমনি আবার বহুদিন পূর্বে এম. এ অথবা ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছেন এরকম শিক্ষার্থীও ছিলেন। অনেকেই কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী প্রতিষ্ঠান অথবা অন্যবিধ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকাকালে ঐ সব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষালাভের জন্য। সে জন্য ২০।২২ বছর বয়সের নবীন যুবক থেকে আরম্ভ করে ৪০।৪২ বছর বয়সের কুড়িজন শিক্ষার্থী একই সাথে একই শ্রেণীতে শিক্ষা লাভ করতেন। কিন্তু বয়স, শিক্ষা, সম্প্রদায়, ধর্ম এই সকলের পার্থক্য কারও সাথে কারও কোন ব্যবধান সৃষ্টি করে নি। সকলেই মনের অনাবিল আনন্দে, পরস্পরের সাথে মন খুলে মেলা মেশা করতেন এবং সকলে মিলে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে কিছুদিনের জন্য যেন এক অস্থায়ী পরিবার গড়ে তুলেছিলেন। এঁদের অনেকের নাম ও তৎকালীন চেহারা আজও বেশ মনে আছে আমার। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পূর্বে, দেশ বিভাগের সময়ে এবং পরবর্তীকালে পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত বীভৎস, অমানুষিক এবং ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হত্যা ও দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে এঁদের অনেকেই কে যে কোথায় ছিটিয়ে ছড়িয়ে পড়েছেন অথবা নিহত হয়েছেন কেউ তা জানেন না। তাই তাঁদের সকলের আর সন্ধান পাওয়া যায় না। আর সেই সন্ধান না পাওয়া সহপাঠীদের স্মৃতি মনে উদয় হলে মন এখনও ব্যথায় ভারাক্রান্ত ও উদ্বেলিত হয়।

ক্লাস শুরু হলে লাইব্রেরীয়ান লালা লাভুরাম এক একদিন কয়েকজন ছাত্রকে একসঙ্গে তাঁর বাড়ীতে চায়ের আসরে নিমন্ত্রণ করে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতেন। আমাদের ক্লাস আরম্ভ হলে প্রথম দিনেই এলাহাবাদের ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আমার পরিচয় হল, অমৃতসরের স্বর্ণাঢ্য জালিয়ানওয়ালাবাগের তৎকালীন সর্বসময়ের সেক্রেটারি ছিলেন এক প্রৌঢ় বাঙালী, নাম ডাঃ ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়। তাঁদেরনাম একানব্বই দেশসেবার জন্যই তিনি এই পদে নির্বাচিত ও নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেক্রেটারি হিসেবে তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগ উদ্যানের মধ্যে বাসের জন্য কোয়ার্টার পেয়েছিলেন এবং সেখানেই সপরিবারে বাস করতেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায় এবং ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে সম্পর্কে ছিলেন মামাতো, পিসতুতো ভাই। তাই লাহোরে পড়তে এসে ভূপেন প্রথমে অমৃতসরে তাঁর বাসাতেই উঠেছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে প্রত্যহ প্রাতঃকালে লাহোরে এসে ক্লাস করা অসুবিধা বলে তিনি লাহোরে একটা সুবিধামত বাসস্থান খুঁজছিলেন থাকার জন্যে। অধ্যাপক দাশগুপ্তের বাড়াতে আমার আশ্রয়ের দ্বার উদারতার সাথে উন্মুক্ত থাকলেও দীর্ঘদিন সেখানে থাকতে আমি ইচ্ছুক ছিলাম না। তাই আমিও সুবিধামত একটা আস্তানার সন্ধানে ছিলাম। দুজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দু-একদিনের মধ্যেই একটা আশ্রয়ের সন্ধান পাওয়া গেল।

লাহোরে ভারত সরকারের মিলিটারি এ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে সে সময়ে পঞ্চানন চ্যাটার্জী নামে বছর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বয়সের এক বাঙালী ভদ্রলোক কাজ করতেন এবং সপরিবারে লাহোরে বাস করতেন। তাঁরা ৪।৫ ভাই ছিলেন। সকলেই একসঙ্গে বাস করতেন। পঞ্চাননবাবুই

ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। একটি বেকার ভাইয়ের যাতে জীবিকা অর্জনের উপায় হয় সেজন্য বেশ পরিচ্ছন্ন পরিবেশে একটা সুন্দর দোতলা বাড়ী ভাড়া নিয়ে 'তারিণী লজ' নাম দিয়ে পঞ্চাননবাবু লাহোরে একটা বোর্ডিং হাউস খুলেছিলেন। প্রথানতঃ লাহোরে সাময়িকভাবে আগত বাঙালীরা উঠতেন সেখানে। আবার মাসিক বন্দোবস্তে কয়েকজন বাঙালী আধাস্থায়ী ভাবেও থাকতেন সেখানে। সন্ধান পেয়ে ভূপেন ও আমি গেলাম সেখানে। বোর্ডিং হাউসটি ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী থেকে বেশী দূরে নয় আর আমাদের পছন্দও হল। কিন্তু আমার সাধ্যের তুলনায় খরচ বেশী।

পঞ্চাননবাবুর সাথে দেখা হল। বেশ উদার প্রকৃতির, বুদ্ধিমান, আলাপী এবং আমুদে লোক। বুদ্ধিমান বটে তবে ব্যবসার বুদ্ধি তাঁর বেশী ছিল কিনা সন্দেহ। তাঁর দূর সম্পর্কের এক পিসিমার শ্বশুরবাড়ী আমাদের গ্রামে। পারচয় সূত্রে সে তথা প্রকাশ পাওয়ায় তিনি আমাদের সস্তায় ঐ লজে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমরা উঠলে তারিণী লজে চলে এলাম। ইতিমধ্যে অধ্যাপক দাশগুপ্তের সাথে আমার মাধ্যমে ভূপেনেরও পারচয় হয়েছিল। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের বাড়ী থেকে আমি চলে এলেও আমরা লাহোরে থাকা কালে তিনি একাধিক দিন ভূপেন ও আমাকে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ করে তাঁর বাড়ীতে খাইয়েছিলেন। তাঁর মত মহৎ এবং সদাশয় ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা আমাদের পক্ষে নিঃসন্দেহে পরম সৌভাগ্যের কথা। এ কথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না যে অধ্যাপক দাশগুপ্তের আন্তরিকতা, অমায়িক ব্যবহার, প্রাণঢালা আদর যত্ন, অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষা এবং নিঃস্বার্থ পরোপকার প্রবৃত্তি আজকের এই স্বার্থসর্বস্ব জগতে অতি দুর্লভ।

পঞ্চাননবাবু তাঁর ভায়েদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলে তাঁর ভায়েরা তাঁকে 'বড়দা' বলে ডাকতেন। সেই সুবাদে তিনি লজেরও সকলের 'বড়দা' ছিলেন। লজের খুব কাছেই একটা বাসা বাড়াতে তিনি থাকতেন। আপিসের সময়টুকু ছাড়া প্রতিদিনের প্রায় অবশিষ্ট কাল, রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত তিনি লজেই থাকতেন এবং হৈ চৈ করে সেখানে একটা ঘরোয়া পরিবেশ গড়ে তুলতেন। তিনি লোকজনকে খাওয়াতে ভালোবাসতেন। দেখতাম লজে যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে কারও সাথে একটু ঘনিষ্ঠতা হলে তাঁকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। তিনি ভূপেন ও আমাকে ও একাধিক বার তাঁর বাড়ীতে চর্বচোষ্য লেহ্য পেয় ভোজ্য বস্তু দ্বারা আপ্যায়িত করেছিলেন। একান্ত দুঃখের বিষয় আমরা তারিণী লজে যাবার মাস চারেকের মধ্যে পারিবারিক কলহ এবং সাংসারিক অশান্তির জন্যে বিরক্ত হয়ে হঠাৎ একদিন স্বেচ্ছায় বদলি হয়ে লাহোর থেকে তিনি কোয়েটায় চলে গেলেন এবং সেখানে যাবার অতি অল্প দিনের মধ্যে কোয়েটার বিখ্যাত ভূমিকম্পে সপরিবারে নিহত এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় আমরা সমেত তাঁর পরিচিত সকলেই মনে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম।

আমাদেরও দুর্ভাগ্য পঞ্চানন বাবু কোয়েটায় চলে যাওয়ায় খুব অল্প সময়ের নোটিশে তারিণী লজ উঠে গেল। আমাদের তখনও মাস ছয়েক কাল লাহোরে থাকতে হবে। অবস্থাগতিকে তখন আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব কম খরচে সেখানে থাকা দরকার, চিরদিন সব অবস্থায় আমি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছি। কাজেই দুঃখ কষ্ট সহ্য করে থাকতে আমার কোন অসুবিধে অথবা আপত্তি ছিল না। কিন্তু মুস্কিল হল ভূপেনকে নিয়ে, অবশ্য তার মোটের উপর ভালই। দুঃখ কষ্ট সহ্য করার প্রয়োজনও ছিল না; আর তা সহ্য করা তার পক্ষে কষ্টকরও ছিল। কোন অসুবিধে হলে সে বালকের মত অসহায় বোধ করত নিজেকে। বয়সে আমার চাইতে কিছু বড় হলেও ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে বেশ অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। যতই অসুবিধা হোক সে আর মাস ছয়েকের জন্যে আমাকে ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে স্বতন্ত্রভাবে থাকতে কিছুতেই রাজি ছিল না। অগত্যা দুজনে সস্তায় কোথায় থাকতে পারি তার সন্ধান করতে লাগলাম।

লাহোরে আমরা প্রায় নবাগত বলা চলে। সস্তায় কোথায় থাকা খাওয়া সম্ভব সে সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ

কোন ধারণা ছিল না। তবু প্রয়োজনের তাড়নায় অনেক অনুসন্ধানের পর একজন সহপাঠীর মধ্যস্থতায় নোংরা এক বস্তির মধ্যে জীর্ণ ছোট এক দোতলা বাড়ীর দ্বিতলে একখানা ছোট ঘর মাসিক তিনটাকা ভাড়া বন্দোবস্তে আমরা সংগ্রহ করলাম। বাড়ীটি ছিল এক মুসলমান দর্জির। আমাদের এই ঘরখানা ছাড়া দোতলায় আরও একখানা ঘর ছিল। সেই ঘরে দর্জি তার পর্দানশীনা বিবিকে নিয়ে বাস করতো। দর্জির দোকান অবশ্য বস্তির বাইরে অন্যত্র ছিল। আমাদের ঘরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটি মাত্র দরজা এবং ঘরের অন্য একদিকে ছোট একটি জানালা। কিন্তু দর্জির স্ত্রীর আব্রুরক্ষার জন্য জানালাটি প্রায় পাকাপাকি ভাবে বন্ধ ছিল। কারণ জানালা খুললে দর্জির রান্নাঘরের ভিতরটা দেখা যেত। কাজেই দোতলার উপরে হলেও আমাদের ঘরটি আলোবাতাসহীন অন্ধকূপ বিশেষ ছিল। দিনের বেলাতেও আলো না জ্বাললে ঘরের ভিতরে প্রায় কিছুই দেখা যেত না। বাড়ীর নীচের তলাতেও দুখানা ঘর। সেখানে বাড়ীর আর এক অংশীদার কিঞ্চিৎ বিকৃত মস্তিষ্ক এক ছাগ পালক তার পরিবার বর্গ এবং বড় বড় দাড়িওয়ালা একপাল ছাগ সহ বাস করত। কাজেই এখানে আমরা একই বাড়ীতে দর্জি, পাগল ও ছাগলের সাথে বাস করতাম। এ ছাড়া চারিদিকের প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ ছিলেন ধোপা, কেউ ভিস্তি, কেউ রাজমিস্ত্রি আর কেউ বা দিন মজুর ইত্যাদি।

দর্জির এই ঘরে থাকাকালে আমরা কাছাকাছি শস্তাদরের একটা হোটেলে দু বেলা নগদ মূল্যে আহার পর্ব সেরে নিতাম। নোংরা পল্লীর মধ্যে থাকলেও হোটেলটি মোটা-মুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই ছিল। তাই আমাদের অপছন্দ ছিল না। হোটেলের মালিক ও আমাদের বেশ যত্ন করেই খেতে দিত। রাত্রে খাবার জন্যে হোটেলে যাতায়াতের পথে ২।৪জন পুরুষ প্রতিবেশীর সাথে দেখা হলেও বস্তির অন্য প্রতি-বেশীদের সাথে আমাদের বড় একটা দেখা হত না। কারণ পুরুষ প্রতিবেশীরা প্রায় প্রত্যেকে এবং মেয়েদের মধ্যেও কেউ কেউ প্রতিদিন ভোরবেলা যে যার নিজ নিজ কাজে বেরিয়ে যেত এবং বাসায় ফিরত দিনের শেষে অথবা রাত্রে। কাজেই দিনের বেলায় অবশিষ্ট স্ত্রী লোকদের পরস্পর কলহের এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কলরব ও হৈ চৈ-এর শব্দে বস্তি মধ্যে মধ্যে সরগরম থাকলেও অধিকাংশ সময়েই শান্ত ও নির্জীব হয়ে থাকতো। রাত্রে পুরুষেরা বাড়ী ফিরলে স্ত্রী-লোকদের দিনের বেলার অসমাপ্ত কলহের জের টেনে পুরুষদের মধ্যে কলহের, সঙ্গীত রসিকদের উচ্চ কণ্ঠে সঙ্গীত চর্চার এবং নেশায় উন্মত্তাবস্থায় গৃহে প্রত্যাগত লোকদের চীৎকারের সব রকম শব্দ একত্র মিলে নির্জীব বস্তিটিকে কলরবে এবং কোলাহলে মুখর ও জীবন্ত করে তুলতো। তখন বস্তিটি দিনের বেলার সম্পূর্ণ বিপরীত এক বাস্তব মূর্তি ধারণ করত। অনেক রাত্রে ধীরে ধীরে সমগ্র এলাকাটি আবার একেবারে ঝিমিয়ে পড়ত। এ যেন ছিল ছেলেবেলায় ঠাকুমার কাছে গল্পে শোনা কল্পনারাজ্যের রাক্ষসপুরীর এক বাস্তব প্রতিছবি।

আমাদের দর্বক্ষণের নিকটতম প্রতিবেশিনী ছিলেন বাড়িওয়ালা দর্জির স্ত্রী। তিনি আমাদের পাশের ঘরের প্রতিবেশিনী হলেও দৈবাৎ দু-একদিন তাঁর বোরখা ঢাকা মূর্তি সিঁড়ির পথে আবছায়ার মত ওঠা নামা করতে দেখা ছাড়া কোনদিন তাঁর সাথে আমাদের প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎ হয় নি। কথাবার্তা হওয়া তো দূরের কথা। তাঁকে আমরা একটা সচল, নীরব, ছায়ামূর্তি বলেই মনে করতাম। দোতলায় আমাদের দুজনের মৃদু কথোপকথন এবং একতলায় ছাগলের ব্যা ব্যা শব্দ ও তাদের মালিকের প্রলাপোক্তি ছাড়া বাড়ীতে অন্য কোন শব্দ শোনা যেত না সাধারণতঃ। তবে দর্জি রাত্রিকালে প্রায়ই মত্ত অবস্থায় ঘরে ফিরত এবং অনেক সময় স্ত্রীকে প্রহার করত। তখন প্রহারের শব্দে এবং স্ত্রী লোকটির আর্তনাদে আমাদের চিত্ত ব্যথিত হত সন্দেহ নেই কিন্তু পূর্ণ বয়স্ক ও সমর্থ দুজন যুবকের পক্ষেও দর্জির স্ত্রীর মতই অসহায় ও নিরুপায় ভাবে চিত্তের সেই যাতনা সহ্য করা ছাড়া আর কিছু করাও সম্ভব ছিল না। তবু আমাদের যৌবনদৃপ্ত মনোজগতে নিজেদের অত্যন্ত কাপুরুষ মনে হতে থাকায় অবশেষে আমরা দুজনে একদিন মনে সাহস সঞ্চয় করে দর্জিকে আমাদের অসুবিধের কথা

জানালাম। উত্তরে সে স্বচ্ছন্দে এবং অম্লানবদনে বলেছিল তার পারিবারিক ব্যাপারে আমাদের কোন বক্তব্য থাকতে পারে না। অসুবিধা মনে করলে পরের ব্যাপারে নাক না গলিয়ে অন্যায়াসে আমরা অন্যত্র যেতে পারি। একজন হৃদয়হীন অবুঝ ব্যক্তির কাছ থেকে ও রকম কঠোর জবাব শোনার পর সেই বিদেশ বিভূই-এ বান্ধবহীন অপরিচিত পরিবেশে আমাদের পক্ষে একমাত্র করণীয় যা ছিল অগত্যা লজ্জাজনক হলেও আমরা তাই করলাম অর্থাৎ সাহসিকতার সঙ্গে এবং সফলভাবে পশ্চাদপসরণ।

আমাদের বাড়ীওয়ালা দর্জির সাথে মাত্র একদিনই মন কষাকষির একটু উন্মেষ হওয়া ছাড়া নিরক্ষর অথবা প্রায় নিরক্ষর সুস্থপরিবেশ ও স্বাস্থ্যজ্ঞান বর্জিত দরিদ্র অধিবাসী অধ্যুষিত এই নোংরা বস্তিতে আমাদের বাসের অবশিষ্ট কাল আমরা একপ্রকার নিরাপদে এবং নির্ঝঞ্ঝাটেই কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু আরও অনেক ভালভাবে লাহোরে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হলেও ভূপেন সে পথে না গিয়ে একমাত্র আমার প্রতি প্রীতি ও অনুরাগের আকর্ষণে সে যে আমার সাথে তার ভাগ্য জড়িয়ে নিয়ে বস্তির জীবন যাপনের পথটাই বেছে নিয়েছিল সে কথা ভুলবার নয়। আজ সে আর ইহজগতে নেই তবু তার সেই বন্ধু প্রীতির কথা যখনই স্মরণ করি তখনই অব্যক্ত এক মর্মবেদনার বহিঃপ্রকাশে চক্ষু আমার সজল হয়ে ওঠে।

[ নববারাকপুর 'সাহিত্যিকা' ১৯।৯।৮৯ তারিখের অধিবেশনে পঠিত ]

( ক্রমশ : )

---

[ সম্পাদকীয় শেষ অংশ : ২ পৃষ্ঠারপর ]

কাছে আসছে যার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে মন্ত্রীমহোদয় রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ ও গণ সংগঠন সমূহকে এড়িয়ে চলার ক্ষেত্রে অধিক আগ্রহী। স্বভাবতই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে যে আমরা প্রাক ১৯৭৭ তে ফিরে যাচ্ছি কি না?

পরিষদের কার্য নির্বাহক কমিটি বইমেলা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে যে, যে সমস্ত কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্যদের ব্যক্তিগত ভাবে সদস্য করা হয়েছে তাঁরা যেন বই মেলার কমিটিতে অংশ গ্রহণ না করেন, কারণ আমাদের মতে এই বইমেলা কমিটির নীতি, আইন ও প্রথা বিরোধীভাবে গঠিত হয়েছে। আমরা জানি সদস্যরা পরিষদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন।

আমরা পুনর্বার মন্ত্রীমহোদয়কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের পরামর্শগ্রহণ করা নীতিগত ভাবে, আইনগতভাবে এবং প্রথাগত ভাবে বাধ্যতামূলক। এই সংস্থাকে এড়িয়ে যাওয়ার অর্থই হলো বে-আইনী কাজ-কর্মের ভিত্তি স্থাপন করা। ২২।৮।৮৭

# গ্রন্থযোগ

## ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী

মাঝে মাঝে গ্রন্থও হয়ে যায় ভেষজ। প্রাচীন গ্রীসে বলা হত : 'গ্রন্থাগার আত্মার আরোগ্য-নিকেতন'। মনের চিকিৎসায় রোগীকে সমাজ জীবনের পথে এগিয়ে দেওয়া, প্রতিষ্ঠা লাভে সাহায্য করা, আর ভাব বিনিময়ের রাজ্যে করে তোলা হয় স্বাধীন ও সক্ষম। ভাব বিনিময় প্রথমে সীমাবদ্ধ থাকে দু'পক্ষের মধ্যে। একদিকে রোগী, অন্যদিকে চিকিৎসক। তারপর যত সুস্থতার নিকটবর্তী হওয়া ততই ভাববিনিময়ে রাজ্যে নতুন নতুন পথ খুলে যায়। সকলেই ভাববিনিময়ের উন্মুখ। মূক-বধিরও যখন মনোব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন চিকিৎসকের কাছে আকারে ইঙ্গিতে যে কোন প্রকারেই হোক, ভাব প্রকাশে সক্ষম হয়। বেণরোগা বা ভয়ার্ত, আত্মকেন্দ্রিক বা অভিগর্বিত, সকলেরই এক আলাদা ধরণের ভাষা আছে। কখনো তা কণ্ঠপথে নির্গত—সরব, কখনো ইঙ্গিতময়—নীরব। প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র রীতি—প্রত্যেকেই একক, অনন্য।

দেহ থাকলেই ব্যাধি, মনেরও রেহাই মেলে না। আর এই ব্যাধির বিচিত্র সব চিকিৎসা পদ্ধতি। পঠনও এক চিকিৎসা পদ্ধতি। ফ্রান্সের পিনেল, ইংলণ্ডের টিউক, ইতালির চিয়াগুরি—তিনজনেই মিলিত কণ্ঠে বইপড়াকে মানুবিক চিকিৎসা পদ্ধতিরূপে অভিহিত করেছেন। যারা দেহের ব্যাধিতে ভুগছে তাদের কাছেও বই ওষুধ হয়ে উঠতে পারে, আবার যারা মনোরোগী তাদের কাছেও গ্রন্থ হয়ে যেতে পারে আজব ভেষজ। দেহ ও মনের সীমান্তরেখা কখনোই স্পষ্ট নয়—সর্বদাই সেখানে অনিয়ম, সর্বদাই সেখানে নীহারিকার অস্পষ্ট মায়া। তবে একটা জিনিস বেশ বোঝা যায়। একটি আক্রান্ত হলে আরেকটি রেহাই পায় না। কাজেই রোগীর মনের খবর জানলে অনেক কিছুই জানা হয়ে যায়। ব্যক্তিগতভাবে রোগী সম্পর্কে এই জ্ঞান চিকিৎসককে সরাসরি রোগ সনাক্তকরণে এবং নিরাময়ে সাহায্য করে।

প্রকৃতপক্ষে পাঠাভ্যাসও একরকমের যোগ—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগের মত পাঠযোগ। যোগের এ মার্গে অগ্রসর হলে নিজেকেই জানা যায়। তাই বলা হয়, আত্মানুসন্ধানের উপায় হল গ্রন্থপাঠ। নিজের মর্মকেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছুতে গেলে বইপড়াকে প্রয়োজন বলে স্বীকৃতি দিতে হয়, আবার অন্যের মর্মকেন্দ্রের সংবাদটিও বই পড়ার মধ্য দিয়েই হয়ে ওঠে উদ্ভাসিত। চিকিৎসার ক্ষেত্রে কবিতার ভূমিকা তো বহুদিন থেকেই স্বীকৃত। কবিদের সুতীব্র আবেগ-উচ্ছ্বাসের স্পর্শ পেয়ে রোগীও চাঙ্গা হয়ে ওঠে—ব্যাধি থেকে সরে যায় অনেক দূরে—কিংবা হয়ত ব্যাধিও হয়ে যায় পলাতক।

### পাঠ নির্ভর চিকিৎসা

ব্যাধিতরাই হাসপাতালে আসে। আর তাদের মধ্যে সীমাহীন বৈচিত্র্য—তাদের প্রয়োজনও অনন্ত। হাসপাতালের লাইব্রেরি এইসব প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা করে। কেউ বইয়ের মধ্যে ডুবে গিয়ে অসুখের কথা ভুলে থাকতে চায়, কেউ ওর মধ্যেই খুঁজে পায় ওষুধ। মানুষ যখন ব্যাধি কবলিত হয় তখন তাদের অনেক কিছুই হারিয়ে যেতে বসে। স্বাধীনতা, সম্ভ্রম, আত্মমর্যাদাবোধ সব ব্যাধির কাছে হয় অবনত এবং অবশেষে অবলুপ্ত। মনে বাসা বাঁধে ভয়। ফলে দেহমনের সুসংগত সুষমাটি নষ্ট হতে থাকে। বা বলা চলে, ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ব্যাধিত মানুষ হয়ে যায় আত্মসমর্পিত অন্য এক অসহায় জীব। তখন তার সমস্ত ইচ্ছা অনিচ্ছা জমা পড়ে যায় চিকিৎসকের জিম্মায়। এর মনোবৈজ্ঞানিক তাৎপর্য অনেক গভীর। হাসপাতালে ভর্তি হলেই সঙ্গে সঙ্গেই সকলের চিকিৎসা শুরু হয় না। এটা

ওচা পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের দরকার হয়। অন্যথায় রোগ নির্ণয় সম্ভব হয় না। এ সময় রোগীকে প্রতীক্ষা করতে হয়। এই নিঃসঙ্গ অখণ্ড অবসরের প্রহরে অনেকেই নিজের মধ্যে কেমন গুটিয়ে যায়, কিংবা হয়ে পড়ে নিঃস্পৃহ উদাসীন।

সংবেদনশীল চিকিৎসকের সান্নিধ্যে এইসব ব্যাধিত ব্যক্তি অন্তর্ভাবে নিজের মনকে সক্রিয় রাখতে পারেন। সতর্কতা বজায় রাখতে পারেন, কিংবা আগ্রহকেও তুলে নিয়ে যেতে পারেন তুঙ্গে। ব্যাধির কথা ভুলিয়ে, অন্য সব দুশ্চিন্তা ভুলিয়ে ব্যাধিতকে আর্তির অন্ধকার থেকে কোন এক উন্মুক্ত আলোর প্রাঙ্গণে পৌঁছে দিতে পারেন একমাত্র মনঃসমীক্ষণবিৎ। তবে সব ব্যাধিতের ক্ষেত্রেই এটি সম্ভব নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সম্ভব। কিন্তু কাদের ক্ষেত্রে?

১। সেইসব শিশুর ক্ষেত্রে যারা আহত, মানসিক বা দৈহিক দিক থেকে প্রতিবন্ধী, তাদের ক্ষেত্রে সম্ভব।

২। যারা দুর্ঘটনা বা সংঘর্ষে আহত হয়েছে, পরা চিকিৎসার জন্য প্রতীক্ষারত, তাদের ক্ষেত্রেও সম্ভব।

৩। যারা কাল-ব্যাধিতে আক্রান্ত, মৃত্যুই যাদের অনিবার্য পরিণতি, সেইসব ক্ষেত্রেও সম্ভব।

৪। যারা অবিরত আত্মহত্যার ইচ্ছাকেই ভিতরে ভিতরে লালন করে, যারা বৃদ্ধ, যারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে, তাদের ক্ষেত্রেও সম্ভব।

এদের ক্ষেত্রে পাঠ-নির্ভর চিকিৎসা ফলপ্রদ। এদের ক্ষেত্রেই নির্বাচিত গ্রন্থাদি সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভেষজ হিসেবে ভেলকি দেখায়। চিকিৎসক তখন অনেক কিছু করতে পারেন। তাঁদের আগ্রহের প্রদীপটিকে উস্কে দেওয়া থেকে শুরু করে ব্যাধির চিন্তা থেকে মনকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ, কিংবা ভাব বিনিময়ের দ্বারকে অবারিত করার কাজই তখন হয় চিকিৎসকের প্রধান কাজ। পরীরের বা মনের অবশিষ্ট সামর্থ্য তখন জাগিয়ে তুলতে হয়। তখন বই ছাড়াও খেলাধূলার উপকরণও হয়ে যায় ওষুধ।

## পাঠনির্ভর চিকিৎসার মূলনীতি

একালীন জীবন দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, আশংকা ও উৎকণ্ঠায় সংকুল। ফলে অধিকাংশই কোন-না-কোন জিজ্ঞাসায় অতিশয় কাতর। সকলেই উত্তর পাবার জন্য নিজেরই ব্যক্তিত্বের গভীরে তলিয়ে যায়। চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যে অবিরতই চলছে সংলাপের এক অলক্ষ্য স্রোত। চিকিৎসক চান রোগীকে জানতে, আর রোগী চান চিকিৎসকের হাত ধরে নিজের অজ্ঞাত মনোরোজ্যের চিত্রটি বিশদ করে তুলতে, নিরাময় হতে। কাজেই, পাঠনির্ভর চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই সংলাপের পথটিকে সর্বদাই প্রশস্ত রাখতে হয়। তাহলেই সম্ভব প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থের নিপুণ নির্বাচন।

সব গ্রন্থই সমান নয়। কোন কোন গ্রন্থ ক্ষতিকর। আবার বহু গ্রন্থই আমাদের অন্তর্দৃষ্টিকে অবারিত করে, পৌঁছে দেয় সুস্থ জীবন-চেতনার উজ্জ্বল এক প্রকোষ্ঠে। পাঠনির্ভর চিকিৎসায় চিকিৎসককে গ্রন্থের এই চরিত্র বুঝতে হয়, সৎ ও অসৎ হিসেবে গ্রন্থকে চিহ্নিত করার সামর্থ্য তাঁকে অর্জন করতে হয়—সাধারণ ক্ষেত্রে চিকিৎসককে যেমন জানতে হয় ওষুধের গুণধর্ম। গ্রন্থের দর্পণে ব্যাধিত আবিষ্কার করে নিজেকে। রোগ ও রোগীর ক্ষেত্রে যেমন প্রচুর বৈচিত্র্য—তেমনি গ্রন্থের ক্ষেত্রেও। ক্রোধ, বিরক্তি, দুঃখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি, ঈশ্বর-পৃথিবী-ভালবাসা—সবই গ্রন্থের রাজ্যে পরিকীর্ণ হয়ে রয়েছে। কোন্‌টি দরকার ব্যাধিতের, কোন্‌টির সাহায্যে তার মধ্যে তৈরি হবে আরাম—এ সব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব জেনেই নির্মিত হয় পাঠনির্ভর চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র।

মনোরোগীদের জন্য লাইব্রেরি চাই। সেখান থেকেই পরিকীর্ণ হবে পাঠযোগের প্রচেষ্টা। প্রকৃতপক্ষে এখানে চিকিৎসামূলক গ্রন্থপরিসেবা পৌঁছে দেন যে গ্রন্থাগারিক তাঁকে হতে হবে বিশেষ শিক্ষণে শুদ্ধ। ব্যক্তি হিসেবেও তাঁর মধ্যে কতকগুলি গুণের সমাবেশ প্রত্যাশিত। যেমন,

১. তিনি হবেন মনোরোগীর বিচিত্র মানসিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সম্যক অবধারণক্ষম, সহানুভূতিসম্পন্ন;

২. তিনি হবেন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, অন্যের অন্তরীণ আগ্রহকে উদ্দীপিত করতে সমর্থ, সর্বোপরি মানুষ সম্পর্কে সপ্রেম আগ্রহের অধিকারী;

৩. রোগীর প্রয়োজনের সঙ্গে চিকিৎসকদলের লক্ষ্যকে সফলভাবে সম্পর্কান্বিত করার ক্ষমতাও তাঁর থাকা চাই ;

৪. মানুষের প্রয়োজন এবং তদনুযায়ী পাঠ্য বিষয়ের উৎস সম্পর্কে সচেতনতাও তাঁর কাছ থেকে কাম্য।

প্রকৃতি পাঠনির্ভর চিকিৎসার ক্ষেত্রে উৎসাহী মানুষ চাই। পড়ায় মন ছড়ায়। মন ছড়ানোর উপায় হিসেবে পড়াকে কৌশলে প্রয়োগ করার কাজ সহজ নয়। এর জন্য নতুন নতুন রীতি উদ্ভাবনের প্রয়োজন আছে। গ্রন্থকে চিকিৎসার উপকরণ হিসেবে প্রয়োগ করতে গেলে অনেক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। ভাল বা মন্দ বলে কোন আচরণকে চিহ্নিত করা থেকে বিরত থাকাই এ ক্ষেত্রে শ্রেয়। মানুষের আচরণকে সমস্ত দিক থেকে বুঝে নেওয়াটাই আসল। যে সব রোগী অপরাধবোধের ধাক্কায় ধীরে ধীরে অসক্ত হয়ে পড়েছে, সমাজ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, কিংবা যাদের আচরণে নানা ধরনের অসঙ্গতির উদ্ভব হয়েছে, যৌন চেতনার জগতে নানা ধরনের অসুস্থতার প্রকোপ দেখা দিয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে চিকিৎসক অনুকূল অভিভাবন সমন্বিত গ্রন্থের ব্যবস্থাপত্র তৈরি করে দিয়ে কিংবা রোগীদের পাঠের জগতে নিয়ে এসে পুনর্বসতির আশ্বাসে গোটা ব্যক্তিত্বের মধ্যেই এক উজ্জ্বল আলোর প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারেন। এলিনোর ক্রান্সিস ব্রাউনের সুবিখ্যাত 'বিবলিওথেরাপি অ্যাণ্ড ইট্‌স ওয়ার্কিংস: অ্যাপলিকেশন্‌স' গ্রন্থের মূল কথাটি এখানে সূত্রাকারে পরিবেশিত হতে পারে :

১. মানসিক বা দৈহিক অসুস্থতায় পাঠযোগে নিরাময়ের ব্যাপারটি চিকিৎসার বিজ্ঞানরূপে পরিগণিত হতে পারে। বিজ্ঞানের লক্ষ্য সত্য।

২. ব্যক্তিত্বের মধ্যে যখন অসুস্থতা দেখা দেয়—তখন পারিবারিক ক্ষেত্রের মধ্যে, কর্মক্ষেত্রের মধ্যে বা সমাজ-জীবনের মধ্যে রেখে তাকে চিকিৎসা করতে গেলে উদ্ভব ঘটে পাঠযোগে চিকিৎসার শিল্প। সৌন্দর্যই এই শিল্পের লক্ষ্য।

## ব্যাধিবৈচিত্র্য ও পাঠযোগ

মনোরোগীর মেজাজ ও মর্জির মধ্যে অন্তহীন বৈচিত্র্য যেমন দেখা যায় ঠিক তেমনি দেখা যায় নিত্য পরিবর্তন-শীলতা। বলা বাহুল্য, এ বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনশীলতার মুখোমুখি হলে বিহ্বলতা এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার পরিমাণই বাড়ে। মানুষের জীবনে বিভিন্ন পরিস্থিতিতেই মানসিক দিক থেকে মানিয়ে নেবার প্রয়োজন ঘটে। মনের বা শরীরের সব রোগই নিরাময় হয় না। কিছু নিরাময় হয়, কিছু দুরারোগ্য, কিছু কিছু আরোগ্যের অতীত। সব কিছু জেনেই রোগীকে মানিয়ে নিতে হয় বা মানিয়ে নিতে তাকে সাহায্য করা হয়। শোকতাপ, বিবাহবিচ্ছেদ, বেকারত্ব' বার্ধক্যজনিত সমস্যা এ সব ক্ষেত্রে মানিয়ে নেওয়া চেষ্টাসাপেক্ষ হলেও কঠিন নয় তেমন। কিন্তু মনোরোগ চিকিৎসক সব ক্ষেত্রেই যে কাজটি করতে পারেন তা হল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করা, মৌন ভঙ্গ করিয়ে রোগীকে ভাববিনিময়ের রাজ্যে ফিরিয়ে আনা। একদা স্যার অব্রে লুই নামক একজন বিখ্যাত মনোরোগ চিকিৎসক বলেছিলেন, 'প্রত্যেক চিকিৎসককে অতি অবশ্যই জানতে হয় মানুষের স্বভাব।' রোগীর মনোরাজ্যের সংবাদ পেতে হলে প্রয়োজন নিবিড় মনোবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ। সর্বদা সর্বত্র এবং সর্বথা তাই চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যে একটি অলক্ষ্য সেতু রচনা হওয়া কাম্য। এখানে বরং চিকিৎসাসাধ্য তিনটি বিশেষ ধরনের ব্যাধিত মানবগোষ্ঠীর প্রয়োজন নিয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া যেতে পারে। প্রথমেই প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজন, তারপর নেশাগ্রস্তদের কথা আর সবশেষে চিত্তভ্রংশী বাতুল বা স্কিজোফ্রেনিকদের নিয়ে আলোকিত একটি দিগ্‌বলয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা যাক।

হাসপাতালের মত সাম্যবিধায়নী স্থান পৃথিবীতে বিরল। পক্ষাঘাত থেকে শুরু করে দৈহিক ব্যাধিতে আক্রান্ত বহু ধরনের শারীরিক অক্ষমতা নিয়ে এখানে রোগীরা ভর্তি হয়। অসুখের ভোগান্তি বা বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণা এখানে সহভোগীদের সঙ্গপ্রভাবে অনেকটা প্রশমিত হয়। সকল ব্যাধিতের মধ্যে গড়ে ওঠে এক অদ্ভুত ঐক্যবোধ। টমাস মান 'দ্য ম্যাজিক মাউনটেন' গ্রন্থে শারীরিক অক্ষমতার উপর সাহসের জয় সূচনা করে এক অপরূপ কথাচিত্র পরিবেশন

করেছেন। দশজন একত্র হলে ভাল্লা বুকেও সাহস জেগে ওঠে, মন সক্রিয় হয়ে ওঠে বহুধা বিচিত্র পথে। ব্যাধিতদের মধ্যে বন্ধুত্বের সেতু বেঁধে দেয় বই, আর সেই সূত্রে শুষ্ক বক্ষেও আত্মবিশ্বাসের উনপঞ্চাশ বায়ু এসে বাসা বাঁধে। বেশ কিছুদিন ধরে নিয়মমত এই পাঠযোগ চালিয়ে যেতে পারলে নিরাশক্তাবোধেও সকলে ঝলমল করে ওঠে। আর মুখবন্ধ পাঠে গড়ে ওঠে গল্প-উপন্যাসের চরিত্রাবলীর সঙ্গে এক অপরূপ সহিতত্ববোধ। বিশেষ করে কিশোরদের মধ্যে এর উপযোগিতা অসীম।

নেশাগ্রস্তদের প্রয়োজনের জগৎ বিচিত্র এবং সঙ্গতিহীন। এদের মধ্যে সকলে সাক্ষর নয়—আবার কেউ কেউ কবিতারও পাঠক। মুখবন্ধ পাঠে সঙ্গতিহীনতার মধ্যেও এনে দেয় কিছুটা ছন্দ। ব্যাধিত ব্যক্তি যতই আরোগ্যের পথে এগিয়ে যায় ততই গ্রন্থ-পছন্দের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিবর্তনের উন্নয়নী দৃষ্টান্ত। তখন ভিতরকার দ্বন্দ্ব অনেক প্রশমিত হয়। নেশাগ্রস্তদের অন্তর্জীবন চিত্রিত হয়েছে এমন তিনখানি বিখ্যাত গ্রন্থ এই সূত্রে উল্লেখ্য। প্রথম গ্রন্থখানি হল আর্থার মিলারের 'অল মাই সন্স', দ্বিতীয়টির লেখক উইলার্ড মট্‌লে, আর তাঁর বইয়ের নাম 'নক অন এনি ডোর', তৃতীয় গ্রন্থটিও মট্‌লের রচনা, তার নাম 'লেট নো ম্যান রাইট মাই এপিটাফ'। শরৎচন্দ্রের 'শুভদা'-ও এমন একখানি উপন্যাস যেখানে নেশাতুর মানুষের ছবিটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

চিত্তভ্রংশী বাতুল বা সিজোফ্রেনিকদের মধ্যে বহু ধরনের ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ মেলে। কেউ বুদ্ধিজীবী, কেউ বা হৃত্ত সৃষ্টি ক্ষমতার অধিকারী। সকলেই চিকিৎসাসাধ্য নয়। কেউ সমাজের মধ্যে নিজেকে একক ও অনন্ত বলে ভেবে নেয়, একটা অদ্ভুত ধরণের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার মধ্যে তখন সে বাস করতে থাকে। কিন্তু তবু তাদের বাতুল বলে কেউ অভিহিত করে না। কেউ কেউ সীমান্ত পেরিয়ে চলে যায়। এসব ক্ষেত্রে গ্রন্থ বিরাটভাবে সহায়ক হতে পারে, কিংবা হয়ে যেতে পারে মন্ত্র অর্থাৎ যার মননে আসে ত্রাণ। সাইমন ভি বোভেরি 'মেসোয়ার্স অব এ ডিস্টিক্টিভ ডক্টার' গ্রন্থে বয়ঃসন্ধিকালের বিক্ষুব্ধ মানসিকতা চিত্রিত। তিনি বলছেন, 'মায়ের সম্মতি ছাড়া আমাদের বাঁচবারও অধিকার ছিল না। একসঙ্গেই আমরা থাকতাম। তাঁকে কখনো অনুসরণ করিনি তবে তাঁর সবকিছু সইয়ে নিতে হয়েছিল।' মাদাম বোভেরি এ গ্রন্থে তাঁর সন্দেহ অনিশ্চয়তা সব কিছুকেই অকুণ্ঠচিত্তে কবুল করেছেন, তাকে উলটে-পালটে বিচার করেছেন। নিজেকে তাঁর মনে হত বিচ্ছিন্ন করেছেন। তবু একদিন প্রার্থনা করতে গিয়ে তিনি পথ পেলেন। বুঝলেন, গ্রন্থই মুক্তির সোপান, এবার সেই সোপানে আরোহণ করতে হবে। সাহিত্য হয়ে উঠল তাঁর জীবনের ধর্ম, তাকে ধারণ করেই জীবনকে তিনি সম্পূর্ণ পালটে ফেললেন। নীরবে নিভৃতে একাকীত্বের অন্ধকারে তিনি এতদিন গুমরে মর-ছিলেন, এবার গ্রন্থকে অবলম্বন করে আত্মিক অভিযানে বেড়িয়ে পড়লেন। দুঃখ কষ্ট বিষণ্ণতা সবকিছু এক অপার্থিব প্রশান্তির মধ্যে হারিয়ে গেল।

মনোরোগ চিকিৎসকও চিত্তভ্রংশী বাতুলদের এইভাবে ছায়াময় বিভ্রান্তির জগৎ থেকে আলোকিত জীবনবৃত্তের মধ্যে এনে ফেলতে পারেন। আত্মানুসন্ধান ও আত্মজ্ঞানের অধিকারী হয়ে চিত্তের ভ্রংশতা হবে নাশ। ব্যাধিত ও ব্যথিত আত্মা সুস্থ ও স্বস্থ হয়ে পাবে খুঁজে জীবনের নতুনতর অর্থ।

## পাঠযোগের ক্রমসম্প্রসারিত দিগন্ত

পাঠযোগে অন্তর্দৃষ্টি অবারিত হয়। জীবনের সম্মুখে খুলে যায় শত শত সীমান্ত। সেটি অতিক্রান্ত হলেই আনন্দময় অস্তিত্বের অধিকারে মানুষ হয়ে ওঠে ঋদ্ধি বৃদ্ধি ও শ্রীর অধিকারী। গ্রন্থ আমাদের তথ্য জানায়, আনন্দিত করে, আরাম দেয়, সর্বোপরি প্রাণিত করে। এইভাবে গ্রন্থই স্নায়বিক অসুস্থতা থেকে মুক্তি দেয়, সর্বপ্রকারের আতিশয্যমূলক জীবনচেতনা থেকে মানুষকে উদ্ধার করে। পাঠযোগে দুর্বাসার কোপন স্বভাবও বিগলিত হতে পারে, আবার উদ্ধত রাবণের মধ্যেও আসতে পারে শান্তির আরাম। গ্রন্থও হয়ে যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নাটকের নন্দিনীর মত। প্রতিশোধ স্পৃহায় যিনি উন্মত্তপ্রায় হঠাৎ

তিনিও গ্রন্থের সান্নিধ্যে এসে শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সাধনায় হয়ে যেতে পারেন নিমগ্নচিত্ত সাধক। যারা অপরাধপ্রবণ, যারা সমাজবিরোধী তারাও যথার্থ গ্রন্থপাঠের সুযোগ পেলে নিজেদের কর্মের স্বরূপ বুঝতে পারে তার উৎসকে আবিষ্কার করতে পারে, অবশেষে খুঁজে পেতে পারে সুস্থ জীবন-চেতনার ছন্দ। পাঠনির্ভর চিকিৎসায় ব্যবস্থাপত্রটি হবে নির্ভুল। তাহলেই দস্যু রত্নাকরের মহাকবি বাল্মীকিতে রূপান্তরণের ঘটনা প্রাচীন কাহিনীর প্রাচীর পেরিয়ে আমাদের এই জীবনেই হয়ে উঠবে সত্য।

মনোরোগ চিকিৎসক কখনও কখনও বৃদ্ধ ও অশক্তদের বাড়িতে যান। সেখানে পুরাতন দিনের স্মৃতিকথা রেকর্ড করে কিংবা সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্যের উৎস হিসেবে ঐ সব বৃদ্ধের বাক্যস্রোতকে অনর্গলিত করে দিতে পারলেও বৃদ্ধদের মধ্যে অসুস্থতার প্রভাব হ্রাস পায়। পাঠে কতরকমের অভিজ্ঞতা লাভ হয়। অথচ সব গ্রন্থ একই লোক পড়তে পারে না। কাজেই চিকিৎসক তাঁর পাঠের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন রোগীর কাছে, আর রোগীর অভিজ্ঞতাও তিনি শুনে যান অপরিসীম আগ্রহে। তাহলেও মনের ব্যাধি খোলা পথ বেয়ে উড়ে যেতে পারে অনেকখানি।

হাসপাতাল হল সামাজিক আরোগ্যনিকেতন। সেখানে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষপ্রাপ্ত নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসেবে গ্রন্থাগারিক বিভিন্ন রোগীর প্রয়োজন বুঝে বইকেই ব্যবস্থাপত্রে ওষুধের স্থলাভিষিক্ত করবেন। লাইব্রেরিয়ানকে লাইব্রেরির বিজ্ঞান জানতে হবে, চিকিৎসাশাস্ত্র জানতে হবে, বিশেষ করে মানুষের মনোব্যাধি সম্পর্কে হতে হবে তাঁকে বিশেষজ্ঞ, সর্বোপরি গ্রন্থলোক সম্পর্কে হতে হবে ওয়াকিবহাল। কিন্তু একই আধারে এত গুণ সম্ভব নয়। সেই কারণেই একটি মন্ত্রণাসমিতিকেই অনেকে কাম্য বলে মনে করেছেন। পাঠযোগের কার্যক্রমকে তখন তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। রোগীর পছন্দসত বই যেমন সরবরাহ করতে হবে, তেমনি রোগীকে ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী বই পড়তে হবে। আর তৃতীয় ক্ষেত্রে যৌথ পাঠের ব্যবস্থা।

এইভাবেই অসুস্থ মানুষ নিজেকে বৃহত্তর এক সমাজের অংশ বলে ভাবতে শিখবে, প্রকৃতির সঙ্গে নিজের এক নিগূঢ় যোগ আবিষ্কার করতে পারবে। সর্বোপরি সে দেখতে পাবে ভাবপ্রকাশের সার্থকতা সে উঠে গেছে অনেক উচ্চে।

সাধারণভাবে ব্যাপক অর্থে পাঠনির্ভর চিকিৎসা হল রোগীদের গ্রন্থ সরবরাহ করা। আর এ কাজের সহায়ক হলেন লাইব্রেরিয়ান। কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে পাঠনির্ভর চিকিৎসা হল ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী নির্বাচিত গ্রন্থপাঠ। আর এ মর্মে সর্বদাই চিকিৎসকের নির্দেশিত পথ অবলম্বন করেই গ্রন্থাগারিককে চলতে হয়। কারণ কোন্ বইয়ের কি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব রোগীর উপর পড়বে তা লাইব্রেরিয়ানের পক্ষে সব সময়েই বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। তবুও অসুস্থ ও আতুর মনে সুস্থতা ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার তাঁকেও নিতে হয়। অবচেতনার সকল অন্ধকার দূর করে চেতনার চিত্ত মন্দিরে তাঁকেও জ্বেলে দিতে হবে আশার প্রদীপ।

পাঠ-নির্দেশিকা

1. Brown, Eleanor Frances : Bibliotherapy and its widening applications. Metuchen, N. J., Scarecrow Press, 1975.

2. Coomaraswamy, S. Devi : 'Therapeutic aspects of a library service to hospital patients. Health and Welfare Libraries Quarterly, 1975, 2 ( 2, 3 & 4 ), 29-32.

3. Elser, Helen :" Bibliotherapy in Practice" Library Trends, Spring 1982, 30, 647-659.

4. Forest, D. V. : 'Poesis and the language of Schizophrenia.' Psychiatry, 18Feb. 1965, 28 (A)

5. Marshall, Margaret R : 'The Children's librarian and the handicapped child.' International Library Reivew, 1977, 9 (2), 183-196.

6. Rubin, R. J. Ed : Bibliotherapy Sourcebook. Oryx Press, London, Mansell, 1978.

# বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রবণতা

( ১৯৭১—১৯৮৫ )

প্রীতি চৌধুরী

## ভূমিকা

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। একটি শিশুর ভেতরে যে সম্ভাবনা সুপ্ত অবস্থায় থাকে উপযুক্ত পরিবেশে ও প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে সেই সম্ভাবনা প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। শিশুর মানসিক বিকাশে শিশু সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। জীবনের সূচনাতেই শিশুদের সামনে এমন একটি সাহিত্যসম্ভার তুলে ধরা বাঞ্ছনীয় যা তাদের মানসিক গঠনে সাহায্য করবে ও সমাজ সচেতন করে তুলতে সাহায্য করবে।

বাংলার শিশুসাহিত্যের প্রকাশনার গতি প্রকৃতি কতটা সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে সে সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করা হয়নি। প্রতি বছর যত বই প্রকাশিত হচ্ছে বা যত সাময়িকপত্র প্রকাশিত হচ্ছে তা কতখানি শিশুদের মনের সুকোমল বৃত্তিগুলি ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করছে, শিশুদের মানসিক গঠনে সহায়ক হচ্ছে, তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা ক্ষতিয়ে দেখা একান্ত প্রয়োজন। আলোচ্য প্রবন্ধে বিগত ১৫ বছরে প্রকাশিত শিশুসাহিত্যের প্রকাশনার প্রবণতা ও বর্তমানে শিশু পাঠকদের পাঠ প্রবণতা এই দুই-এর মধ্যে সামঞ্জস্য কতখানি আছে তা তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিচার করে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে।

আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে পৌঁছে গিয়ে বাংলা শিশু সাহিত্যের প্রকাশনার প্রবণতা যদি আমরা বিচার করে দেখতে চাই, তবে তার পুরাণো পটভূমিকাটুকু জানা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

আজ যে মহীরুহ আমরা দেখতে পাচ্ছি একদিন তা একটি ছোট্ট বীজের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছিল। কেমন করে বাংলার শিশুসাহিত্য সেই অঙ্কুর থেকে ক্রমবিকাশের ধারা বেয়ে আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছে গেল তা না জানলে বর্তমানের সাহিত্যকেও পুরোপুরি বিচার করে দেখা সম্ভব হবে না।

## বাংলা শিশু সাহিত্যের ধারা :

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা শিশু সাহিত্যের জন্ম। জন্মলগ্নেই যে সোনালি সম্ভাবনা নিয়ে বাংলা শিশু সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটেছিল যে কোন দেশের সাহিত্যেই তার তুলনা মেলা ভার।

শৈশবের সেই দিনগুলিতে সাহিত্যে ছিল না সংখ্যার প্রাচুর্য, মন ভোলানো, চোখ ভোলানো, রকমারি আয়োজন। কিন্তু যা ছিল সেটুকু খাঁটি, সরল, সুন্দর এবং স্বচ্ছন্দ। কল্পনাবিলাসী শিশুমনের স্বপ্নকেই যেন রূপ দিয়েছিল সে যুগের সাহিত্য। তাই আজ বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শিশু সাহিত্যের আনন্দের ভোজে আজও তারা সমান সমাদৃত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যাঁরা বাংলার শিশু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন তাঁরা হলেন প্রাতঃস্মরণীয় যোগীন্দ্রনাথ সরকার—আজকের দিনে যিনি আমাদের কাছে শুধুমাত্র একজন সাহিত্যিক নন, বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান, একটি শিশু বিদ্যালয়; রূপকথার রাজা দক্ষিণারঞ্জন, বিস্ময়কর প্রতিভা উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার রায় এবং ঠাকুরবাড়ীর রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ। বাংলা সাহিত্যের যে কোন বিভাগের মতই বাংলার শিশুসাহিত্য রবীন্দ্র প্রতিভা স্পর্শে ধন্য একথা অনস্বীকার্য। ১৮৮৫-১৯৪০ এই ষাট বছরে রবীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য যা রচনা করে গেছেন তা শুধু শিশু সাহিত্যের ভাণ্ডারই পূর্ণ করেনি শিশু সাহিত্যকে স্বরূপে বিকশিত করে

তুলেছেন। তাঁর শিশু কবিতাগুলি কাব্যরসের যে উৎস খুলে দিল তা সমগ্র শিশু সাহিত্যকে এক নতুন স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসূরী হিসাবে প্রায় একই সঙ্গে আবির্ভাব ঘটে বাংলা সাহিত্যের দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের। এঁরা হলেন সেই উজ্জ্বল যুগের আদিপুরুষ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও ছন্দের যাদুকর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মৌলিক কল্পনায়, রঙে রেখায় এই দুই শিশু সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে এক নতুন প্রাণের বন্যা বইয়ে দিলেন। উপেন্দ্রকিশোরই আমাদের শিশুদের উপযোগী রামায়ণ, মহাভারত প্রথম রচনা করেন। আমাদের শোনালেন বাংলাদেশের অমর ছড়ার গল্পরূপ টুনটুনির গল্প। উপেন্দ্রকিশোর ও অবনীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় অবদান শিশু সাহিত্যের রচনায় ও দেরই আঁকা ছবির ব্যবহার।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুখের ভাষাকে একেবারে সাহিত্যের আসরে এনে ছড়িয়ে দিলেন। কলমের মুখে তিনি যে ভাষার ছবি এঁকেছেন বিশ্বসাহিত্যে তা বিরল। কুলদা-রঞ্জনের পুরাণের গল্পে আমরা প্রাচীন ভারতের হৃদয়টুকু খুঁজে পেলাম। রবিনহুডের গল্পে মধুর হয়ে উঠল ছেলেবেলার স্বপ্ন। এছাড়াও সুখলতা রাও বিদেশী গল্পগুলিকে বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নিজের করে নিলেন। রবীন্দ্রযুগের আর এক অনন্য প্রতিভা সুকুমার রায়। সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' বাংলা সাহিত্যের একটি অনন্তম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। হাসি ও কৌতুকের মাধ্যমে তিনি সহজেই শিশুমন জয় করে নিয়েছিলেন। তাঁর লেখা ভাষা ও ভাব প্রকাশের ব্যঞ্জনায় বড়দেরও মুগ্ধ করে।

রবীন্দ্রযুগের শিশুসাহিত্যে যদিও মৌলিক রচনা অপেক্ষা বিদেশী সাহিত্য থেকে অনুবাদ বা অনুরচনাই সংখ্যায় বেশী, তবে তা আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধই করে তুলেছে, সাহিত্যকে ভারাক্রান্ত করে তোলেনি। এ সময়ে ইতিহাস, জীবনী, বিজ্ঞান, খেলা ইত্যাদি সব বিষয়ই সাহিত্যে স্থান পেয়েছে।

রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের শিশু সাহিত্যিকদের আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি—একদল যাঁরা একই সঙ্গে বড়দের ও ছোটদের জন্য লিখেছেন। আর এক দল যাঁরা শুধুমাত্র ছোটদের জন্যেই কলম ধরেছেন। শিশু ও কিশোরদের উপযোগী নানা ধরনের রচনায় এঁরা সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন।

এসময়ে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত কোষগ্রন্থ 'শিশুভারতী' স্থান আজও বাংলা শিশু সাহিত্যে অম্লান। বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য প্রতিভা—খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর রচিত 'ভোম্বল-সর্দার' বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে স্থান করে নিতে পারে।

ত্রিশের দশক থেকে বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প ও উপন্যাস রচনার সূত্রপাত করেন ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য। আজও তিনি অক্লান্ত ভাবে বাংলার শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করে তুলছেন। শিশুসাহিত্যে ব্যাপকভাবে হাস্যরসের আমদানী করেন শিবরাম চক্রবর্তী ও রবীন্দ্রলাল রায়। এ প্রসঙ্গে লীলা মজুমদার ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখযোগ্য। বাংলা শিশুসাহিত্যে প্রথম মৌলিক রোমাঞ্চকর কাহিনীর স্রষ্টা হেমেন্দ্রকুমার রায়। রহস্য, রোমাঞ্চ কাহিনী, বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প, অলৌকিক গল্প, ইতিহাস, জীবনী ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর লেখনী ছিল সতত স্পন্দনশীল। আজও তাঁর জনপ্রিয়তা এতটুকুও হ্রাস পায়নি। ধীরেন্দ্রলাল ধর বাংলা শিশু সাহিত্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য নাম যিনি ১৯৩৮ থেকে ১৯৬০ পর্য্যন্ত যুদ্ধ বিষয়ে বেশ কয়েকটি কিশোর উপন্যাস রচনা করেছেন। এ সব বইতে তিনি যুদ্ধের বীভৎসতা, ন্যায় নীতিহীনতা ও স্বার্থপরতার দিকটাই ফুটিয়ে তুলেছেন।

স্বাধীনতার পরবর্তী কালে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার প্রবণতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে সাহিত্যরস সমৃদ্ধ কিশোরদের উপযোগী বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদির প্রকাশনাও ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

আধুনিক বাংলা শিশু সাহিত্য এসেছে তার বিপুল সম্ভার নিয়ে। সমস্ত বিশ্বের সব অজানা বিষয় ও রহস্যের চাবিকাঠি হাতে নিয়ে শিশুর অন্তরে আনন্দের ও অজানার

হিল্লোল তুলে সাহিত্যের আসর ভরিয়ে তুলেছেন এযুগের সাহিত্যিকরা। কেউ আর পিছিয়ে নেই। নতুন যুগের দাবী মেটাতে এগিয়ে এসেছেন সাহিত্যের আসরে কারুশিল্পী, চিত্রশিল্পী, ক্রীড়ামোদী, বিজ্ঞানী, ভাষাবিদ এবং আরও অনেকে।

বিষয় বৈচিত্র্যে ভরিয়ে তুলেছেন শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডার। গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, ছড়া, জীবনী, বিজ্ঞান, ইতিহাস, খেলা, ভ্রমণ, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, প্রযুক্তিবিদ্যা এসবেরই প্রকাশ ঘটেছে বাংলার শিশু সাহিত্যে।

সাহিত্য সৃষ্টির জগতে জোয়ার-ভাঁটা সৃষ্টিরই স্বাভাবিক রীতি। ষাটের দশক থেকে বর্তমানে বাংলার শিশু সাহিত্যে ভাঁটার টান। ইদানীংকালে এই সাহিত্যের গতি কিছুটা শ্লথ। পুরানো সকলকেই নতুনভাবে প্রকাশের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। প্রকৃত অর্থে শিশু সাহিত্যিক হিসাবে যাঁদের নাম উল্লেখ করা যায় তাঁরা সংখ্যায় নিতান্তই নগণ্য। তাই বলে সাহিত্যের অগ্রগতি কিন্তু থেমে নেই। পূর্ববর্তী যুগে সম্ভাবনাময় প্রতিভার যে অভিনব সমাবেশ দেখা দিয়েছিল, বর্তমান যুগে আমরা এখনও তা সমপরিমাণে পাইনি। কিন্তু এযুগে শিশুসাহিত্যের ধারায় আরও পরিবর্তন এসেছে। শিশুসাহিত্যের অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য এগিয়ে এসেছেন সমাজের সব শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা। তাই বিষয় বৈচিত্র্যে এ যুগের সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এ যুগের শিশুসাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তার ভাষা। ভাষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুসাহিত্যের ভাষাও হয়ে উঠেছে অনেক বেশী প্রাঞ্জল, কাব্যিক ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

ষাটের দশকের সূচনা থেকে পৃথিবীর মহাকাশের জয়যাত্রা আজও পূর্ণগতিতে এগিয়ে চলেছে। তারই প্রতিফলন ঘটেছে এ যুগের সাহিত্যে। মহাকাশ গবেষণা অবলম্বন করে কল্পবিজ্ঞানের গল্প বা উপন্যাস রচনা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ে নানা ধরণের মূল্যবান বই শিশুদের উপযোগী করে লেখা হচ্ছে।

এ যুগের নামী সাহিত্যিকরা প্রায় সকলেই শিশুদের জন্য কলম ধরেছেন। শিশু সাহিত্যের আসরে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম—অনিল ভৌমিক, অজয় রায়, আনন্দ বাগচী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, গৌরী ধর্মপাল, দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন, নির্মলেন্দু গৌতম, নিরঞ্জন সিংহ, পরিচয় গুপ্ত, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, বিমল কর, বুদ্ধদেব গুহ, মল্লিল সেন, মধুমুখ চৌধুরী, মুরারীমোহন বীট, মতি নন্দী, রবিদাস সাহারায়, শিশির মজুমদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সলীল চট্টোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সমরেশ বসু, সমরেশ মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি।

ষাটের দশকের শেষভাগে আমরা পেয়েছি এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কিশোর সাহিত্যিক সুকুমার পুত্র সত্যজিৎ রায়কে। কল্পবিজ্ঞান ও রহস্য কাহিনী রচনা করে তিনি সহজেই শিশুদের মন জয় করে নিয়েছেন। তাঁর লেখায় পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধির দীপ্তির এক অসামান্য সমন্বয় ঘটেছে। তাঁর লেখা ছোটগল্পগুলিও অতুলনীয়। 'ফটিকচাঁদের' মত একটি উপন্যাসের জন্য যে কোন দেশের শিশুসাহিত্য গর্ববোধ করতে পারে। ইদানীং তিনি রূপকথা রচনায় মন দিয়েছেন সম্পূর্ণ এক নতুন আঙ্গিকে। পূর্বেকার তুলনায় এ যুগে রূপকথা রচনা কমই হচ্ছে। তবে রূপকথা রচয়িতা হিসাবে আমরা শৈলেন ঘোষ, নবনীতা দেবসেন ও কার্তিক ঘোষের নাম উল্লেখ করতে পারি।

বর্তমানে শিশু সাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন মস্কো ও বেজিং থেকে প্রকাশিত রুশ ও চীনা লিও সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ, প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকেও বেশ কিছু শিশু সাহিত্য নিয়মিত এদেশে আসছে। এই বইগুলি নিঃসন্দেহে আমাদের শিশু সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলছে।

**শিশু সাহিত্যে সাময়িক পত্র :**

বাংলা শিশু সাহিত্যের বিকাশের পথে সাময়িক পত্র পত্রিকার অবদানও কম নয়। আজ থেকে ১০০ বছর আগেও বিভিন্ন সাময়িক পত্রের মাধ্যমে শিশু সাহিত্য সৃষ্টির

চেষ্টা করেছেন সে যুগের মনীষীরা। বিভিন্ন সময়ে এক একটি সাময়িক পত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী। শুধুমাত্র শিশু সাহিত্য অবলম্বন করেই সাময়িক পত্রগুলি প্রকাশিত হতো। সেই ধারা আজও অব্যাহত আছে। বাণী বসু তাঁর 'শিশু গ্রন্থপঞ্জী' বইতে ১৮৭৮—১৯৬২ পর্যন্ত প্রায় দেড়শ' শিশুদের সাময়িকপত্রের সন্ধান দিয়েছেন। এই সংখ্যা থেকেও আমরা শিশু সাহিত্যের প্রকাশনায় সাময়িক পত্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অনায়াসে অনুমান করতে পারি।

প্রকৃত শিশুপাঠ্য পত্রিকা বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ সালে। পত্রিকাটি হলো কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'বালকবন্ধু'। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন সময় ছোটরা যেন আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি পত্রিকাটি সাজিয়েছিলেন ছবি ও ছড়া দিয়ে। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই পত্রিকাটির প্রদর্শিত ধারা আজও অনুসরণ করা হচ্ছে। তারপর একে একে বহু সাময়িক পত্র শিশুদের জন্য প্রকাশিত হতে থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পত্রিকা হলো—সখা, সাথী, প্রকৃতি, তোষিণী, শিশু ইত্যাদি। শিশু পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেযুগের প্রখ্যাত সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, কার্তিক দাশগুপ্ত ইত্যাদি। সখা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় প্রথম শিশুপাঠ্য মৌলিক উপন্যাস প্রমদাচরণ সেন রচিত "ভীমের কপাল।"

তারপর বাংলা শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে আবির্ভূত হলো উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সন্দেশ পত্রিকা। এই পত্রিকার কবিতা, গল্প, নাটক, পুরাণ, ধাঁধা, বিজ্ঞান, প্রবন্ধ এবং উপেন্দ্রকিশোরের ও পরবর্তীকালে সুকুমার রায়ের নিজের হাতে আঁকা রঙীন ছবি সহ এক বিচিত্র সুন্দর সাহিত্য সম্ভার মুহূর্তে শিশুদের মন জয় করে নিল।

সন্দেশের পরে একে একে প্রকাশিত হতে থাকে রংমশাল, মৌচাক, শিশুসাথী, খোকাখুকু, রামধনু, পাঠশালা, ছোটদের পাতভাড়ি, শুকতারা, এবং আরও অনেক পত্রিকা। এই পত্রিকাগুলি কেন্দ্র করে যে সাহিত্যিক গোষ্ঠী তৈরী হলো তাঁরাই বাংলার শিশু সাহিত্যের সমৃদ্ধি বাড়িয়ে তুলেছেন।

ষাটের দশক থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মুদ্রণ বাঁধাই-এর ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সুন্দর মলাট, ঝকঝকে ছাপা, ভাল বাঁধাই, সাদা কালো বা রঙিন ছবিতে পরিপূর্ণ। এই পত্রিকাগুলি সহজেই শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু রচনার অভিনবত্বের দিক থেকে আমরা যে খুব বেশীদূর এগিয়ে যেতে পেরেছি একথা বোধহয় নিঃসন্দেহে বলা যায় না। এ যুগের পত্রিকাগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো 'কমিকস' এর সংযোজন। এছাড়াও গত কয়েক দশকে বিষয় ভিত্তিক বেশ কিছু সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ে "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" ও "কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান" এবং খেলাধুলা বিষয়ে "খেলা" ও "খেলার আসর" নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। তাছাড়া সাধারণ সাময়িক পত্র পত্রিকা যা এখন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম—কিশোর ভারতী ( ১৯৬৭- ), আনন্দমেলা ( ১৯৭৪- ), কিশোর মন ( ১৯৮৪- ) ইত্যাদি।

পুরাণো দিনের সাময়িক পত্রের মধ্যে সন্দেশ, রামধনু ও শুকতারা আজও নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এই সাময়িক পত্রগুলিতে প্রকাশিত গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি থেকে বর্তমান বাংলা শিশু সাহিত্যের প্রবণতা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা যেতে পারে।

পরবর্তী অধ্যায়ে বর্তমান বাংলা শিশু সাহিত্যের প্রবণতা বিচার করে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে পরিসংখ্যানের মাধ্যমে। যে কোন দেশের সাহিত্যে যুগোপযোগী একটা পরিবর্তন আসবেই। দেশের সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের চিন্তাধারা, সর্বাঙ্গীন বিকাশের ধারা পরিবর্তিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে শিশু সাহিত্যের গতি-প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে।

( ক্রমশঃ )

## বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিগত ২৭-৭-৮৭ তারিখে গ্রন্থাগার পরিষেবা বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীসরল দেবের নিকট প্রদত্ত স্মারকলিপি

১। রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের ( S.L.C. ) ও স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের ( L. L. A. ) স্বাভাবিক ভূমিকা অস্বীকার করা হয়েছে।

রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার দরদীদের নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলনের ফলে ১৯৭৯ সালে রাজ্য গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ ও স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের মাধ্যমে কার্য্যকর হয়। রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিচালনা ও রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের এবং সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পরিচালনায় বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য গঠিত হয়েছে। পরিষদ স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারগুলি কর্তৃক রচিত স্কীমগুলি সহ গ্রন্থাগার পরিচালনার অন্যান্য নীতিনির্ধারণের জন্য দায়বদ্ধ। গ্রন্থাগার অধিকর্তা বার্ষিক হিসাব সহ সমস্ত গ্রন্থাগার ও স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের কার্যকলাপ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সরকারের কাছে এবং পরিষদের কাছে পেশ করতে বাধ্য। সরকার যদি কোন স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের কোন স্কীম বা সিদ্ধান্ত বাতিল করেন তবে সেগুলি পরিষদকে জানাতে বাধ্য থাকবেন। গ্রন্থাগার আইনের এই সমস্ত ধারাসমূহ প্রয়োগসূত্রে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক।

আমরা অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে সম্প্রতি গ্রন্থাগার অধিকারের পক্ষ থেকে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিবাচক ভূমিকাকে অস্বীকার করার একটা প্রচেষ্টা চলছে। এখন অনেক সিদ্ধান্তই রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের অনুমোদন ছাড়া গ্রহণ করা হচ্ছে। আমাদের মতে এই ধরনের কার্যকলাপ পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইনকে উপেক্ষা করার প্রচেষ্টা মাত্র।

বিগত চার মাসে নতুন সরকার কার্য্যভার গ্রহণ করার পর বিভাগীয় মন্ত্রীমহোদয়ের সঙ্গে মতবিনিময়ের জন্য ৮ই মে '৮৭ তারিখে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সভা আহুত হয়েছিল। যে সভায় কার্যতঃ কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলেও মন্ত্রীমহোদয় সদস্যদের সহৃদয়তার সঙ্গে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে পরিষদের সভা নিয়মিত আহ্বান করা হবে যাতে ৮ই মে তারিখের সভায় উল্লেখিত বিষয়সমূহ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। কিন্তু তার পর পরিষদের কোন সভা আহ্বান করা হয়নি।

বিভিন্ন জেলার স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার গুলির অবস্থাও, একই রকম। আইনানুসারে স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারগুলি নির্দিষ্ট জেলার নামে গঠিত এবং ঐ জেলার সীমানার মধ্যে কর্পোরেট সংস্থা যার পারস্পরিক উত্তরাধিকার ( ৯নং ধারা অনুসারে ) থাকবে। গ্রন্থাগার আইনে জেলার গ্রন্থাগার পরিষেবার পরিচালনা ও উন্নতিকল্পে প্রাধিকারগুলির জন্য দুপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাধ্যতামূলক ভূমিকা পালনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাধিকারগুলির পারস্পরিক উত্তরাধিকার থাকা সত্ত্বেও সেগুলিকে সময়মত পুনর্গঠন করার ব্যবস্থা না নিয়ে অচল রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাধিকারের ক্ষমতা কয়েকজন পদাধিকারী ( বিশেষ করে সরকারী অফিসারদের ) উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এতে আমরা ক্ষুব্ধ। এক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক নীতি ও রীতিগুলিকে অস্বীকার করা হয়েছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার পরিচালনার গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে বিসর্জন দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

লিপিবদ্ধ করছে এবং সরকারকে এই মর্মে অনুরোধ করছে যে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদসহ সমস্ত স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ অবিলম্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হোক্।

২। বিগত দশবছরের গ্রন্থাগার পরিষদের অগ্রগতির বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন।

বিগত দশবছরে বামফ্রন্টের শাসনাধীন পশ্চিমবাংলায় গ্রন্থাগার পরিষেবা উন্নয়নের জন্য আমরা গর্বিত। সাধারণ গ্রন্থাগার এখন আমাদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাজগতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে। জন-সাধারণ বিশেষ করে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা রাজ্য সরকারের এই ভূমিকা সপ্রশংসভাবে উপলব্ধি করছে। আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে এই অগ্রগতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য খবরের কাগজে মাঝে মাঝে কিছু সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। কখনো কখনো সংবাদে রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষেবা বিষয়ক মন্ত্রীর নাম জড়ানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ২০.৭.৮৭ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেই সংবাদের বিরোধীতা আজও করা হয়নি। আমরা আশা করব যে সরকার বিগত দশবছরের গ্রন্থাগার উন্নয়নের একটা তথ্য নিষ্ঠ মূল্যায়ন করবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত এরকম বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত হঠাৎ হঠাৎ অকারণ মন্তব্য করা বন্ধ করতে হবে নচেৎ গ্রন্থাগার উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উল্লেখিত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে মন্ত্রীমহোদয়ের মতে গ্রন্থাগার পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থের অপব্যবহার হয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে তবে ভিজিল্যান্সের মাধ্যমে এর তদন্ত হওয়া উচিত এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। অর্থ অপব্যবহারের অভিযোগের তদন্তও প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভিত্তিহীন অভিযোগ গ্রন্থাগার উন্নয়নের স্বার্থে বন্ধ রাখতে হবে।

৩। গ্রন্থাগার আধিকারিকদের নিয়োগ ও জেলা স্তরে পরিকাঠামোর উন্নয়ন, গ্রন্থাগার বিভাগের অধীনে আরো জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের পদের প্রবর্তন ও জেলা স্তরের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে আমরা সর্বতোভাবে সমর্থন করি। এগুলো শুধু গ্রন্থাগারগুলি সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যই প্রয়োজন তা নয়, গ্রন্থাগারগুলির পরিদর্শন ও সমন্বয়, অর্থের সুষ্ঠু বন্টন, কর্মী ও প্রাধিকারের নথিপত্রের ব্যবহার ও পরিচালনার জন্য পদগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে উল্লেখ করতে চাই যে বিভিন্ন জেলার গ্রন্থাগার আধিকারিকদের শূন্য পদগুলিতে নিয়োগ না করার অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণ আমাদের বোধগম্য নয়। রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন ছয়টি পদের জন্য লোক নির্বাচন করেছেন। আমরা অনুরোধ করি যে অবিলম্বে পদগুলিতে যেন নিয়োগ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। জেলা গ্রন্থাগারে স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের অফিস স্থানান্তর করার বিষয়টিও আমাদের বোধগম্য নয়। পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না করে এই ধরনের পদক্ষেপ অবস্থা আরো অনেক জটিল করে তুলবে এবং প্রাধিকারগুলির স্বাভাবিক কাজকর্মকে ব্যাহত করবে।

৪। রহড়া ও বাণীপুর শিক্ষণ কেন্দ্রে সরাসরি ভর্তির জন্য অতিরিক্ত আসন সম্পর্কে।

রহড়া, বাণীপুর এবং কালিম্পং-এর গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের কেন্দ্রগুলি পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারের বৃত্তিশিক্ষাহীন কর্মীদের শিক্ষণের জন্য সরকারী অর্থে পরিচালিত। সম্প্রতি রাজ্য সরকার রহড়া কেন্দ্রে ১৪জন এবং বাণীপুরে ৬ জন ছেলার ভর্তির সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু কিভাবে তাদের ভর্তি করা হলো? এই পাঠক্রমে ভর্তির জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরখাস্ত চাওয়া হয়নি। সংস্থাগুলির নোটিস্ বোর্ডে কোনক্রমে ঝোলানো বিজ্ঞাপন ছাত্র নির্বাচনের বিষয়টি গোপন করার প্রচেষ্টা মাত্র। এই বিষয় একদিকে যেমন গ্রন্থাগার কর্মীদের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করবে অপরদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যেও তা সৃষ্টি হবে। শিক্ষণ কেন্দ্রগুলি যেহেতু সরকারী অর্থ দ্বারা পরিচালিত সেহেতু ভর্তির ক্ষেত্রে কতগুলি রীতিনীতি মেনে চলার প্রয়োজন আছে।

৫। স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের পরিচালনার

নিয়মাবলী ও সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিচালনার জন্য সংশোধিত ম্যানেজমেন্ট রুলগুলি আটকে রাখা হয়েছে।

গ্রন্থাগার আইনের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলীর কিছু অংশ অভিজ্ঞতার আলোকে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ সংশোধন করেছেন। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এই পরিবর্তন করা হয়েছে। আবার স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যও কতগুলি নিয়মাবলী প্রণীত হয়েছে। এগুলি রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদে আলোচিত ও অনুমোদিত হয়েছে। সবশেষে রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকার, বিভাগ এবং বিভাগীয় মন্ত্রীর অনুমোদন লাভ করেছে। সরকারের আইন প্রণয়ন বিভাগও এর অনুমোদন দিয়াছেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এই নিয়মগুলিকে বিজ্ঞাপিত করা হয়নি। আমরা সরকারকে অবিলম্বে নিয়মাবলীগুলি বিতরণ করার অনুরোধ করছি।

৬। শহর গ্রন্থাগারে কর্মী নিয়োগ—

গত বছর ১১৪টি গ্রামীণ/প্রাথমিক গ্রন্থাগার নিয়ম কানুনের মধ্যেই যেমন নিজস্ব বাড়ী, বইয়ের সংখ্যা, সদস্য সংখ্যা, দৈনিক ইত্যা প্রভৃতি বিবেচনা করে তাদের শহর গ্রন্থাগারের স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সরকার ঐ গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মী নিয়োগের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। আমরা অবিলম্বে ঐ গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মী নিয়োগের অনুরোধ করি।

৭। রাজ্য পুস্তক মেলা কমিটি এবং পুস্তক নির্বাচন কমিটি—

'পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক মেলা' সংগঠিত করবার জন্য রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের পরামর্শক্রমে প্রতি বছর একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি, প্রকাশক সমিতির প্রতিনিধি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদেরও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রতিনিধি, সরকারী অফিসার ও বইমেলা সংক্রান্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়। রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের পরামর্শক্রমে রাজ্য সরকার ঐ কমিটির অনুমোদন দেন। অনুরূপভাবে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের পরামর্শক্রমে একটি পুস্তক নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি একটি পুস্তক নির্বাচন তালিকা প্রণয়ন করেন এবং সেই তালিকা বইমেলা ও জেলাস্তরের বইমেলা সংগঠিত হওয়ার আগেই প্রকাশিত হয়ে থাকে। রাজ্যস্তরের বইমেলা কমিটি জেলা স্তরের পুস্তক মেলার জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা করেন। এই বিষয়গুলি রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদে আলোচিত হয় নি। অবিলম্বে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সভা আহ্বান করে বিষয়গুলি আলোচনা করা হোক।

৮। GNLF-এর আন্দোলনের ফলে বাস্তুচ্যুত পার্বত্য অঞ্চলের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা—

পার্বত্য অঞ্চলের কিছু কর্মী নিজেদের গ্রন্থাগার ও এলাকা থেকে উৎখাত হয়েছেন। এঁরা বর্তমানে শিলিগুড়ি বা সন্নিহিত এলাকায় রয়েছেন। গ্রন্থাগার অধিকারের কাছে পুনঃ পুনঃ আবেদন সত্ত্বেও তাঁরা নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না। ফলে তাঁরা অনহায় অবস্থার মধ্যে রয়েছেন। তাঁদের বেতন দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করছি। দার্জিলিং জেলার গ্রন্থাগার কর্মীরা বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছেন না। এগুলি সমাধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করছি।

৯। সাধারণের গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কিত নোটিফিকেশন

রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন হলেও গ্রন্থাগারগুলিকে আইনের অন্তর্ভুক্তি করার বিষয় দীর্ঘদিন যাবৎ পড়ে আছে। একাজগুলি অবিলম্বে সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।

১০। স্পনসর্ড কর্মীদের দীর্ঘদিনের সমস্যাসমূহ—

সবশেষে গ্রন্থাগার কর্মী বেতন ও চাকুরী শর্তাবলী কিছু সমস্যা দীর্ঘদিন যাবৎ পড়ে আছে সে সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে স্মারকলিপি পেশ করেছি। এই সমস্যাগুলি অবিলম্বে সমাধান হওয়া প্রয়োজন।

ক) নিয়মিত মাসিক বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা

সম্প্রতি সমস্যাটি গভীরতর হয়েছে। কলকাতার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে প্রশাসনের দ্রুতগতি ও দক্ষতার অভাবে

কর্মীরা সময়মত বেতন পাচ্ছেন না। মেদিনীপুর, ২৪-পরগণা সহ অন্যান্য জেলায় ডাইরেক্টরেট থেকে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ পাওয়া যাচ্ছে না। বেতন দেওয়ার জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

খ) কর্মীদের পেনসনসহ অন্যান্য অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা :

যদিও সরকারের পক্ষ থেকে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য পেনসন ও অন্যান্য অবসরকালীন সুযোগ সুবিধার বিষয়ে আদেশ নামা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা রূপায়িত হয়নি। এর মধ্যে বহু কর্মী অবসর গ্রহণ করেছেন। অবিলম্বে পেনসন ও অন্যান্য অবসরকালীন সুযোগ সুবিধার বিষয়টি কার্যকর করা হোক্।

গ) জেনারেল প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রসঙ্গে

সরকারী ট্রেজারীতে G.P.F. এবং অর্থ জমা দেওয়ার কোন আদেশনামা আজও প্রকাশিত হয়নি। গ্রন্থাগার অধিকারকে বহু অনুরোধ করা সত্বেও আজও কোন আদেশ-নামা প্রকাশিত হয় নি। একাজ অবিলম্বে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করি।

ঘ) গ্রুপ ইনসিওরেন্স

অবিলম্বে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের গ্রুপ ইনসিওর্যান্সের স্কীম প্রবর্তনের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই।

ঙ) লাভিস বই

জেলা স্তরে কর্মীদের লাভিস বই তৈরীর ব্যাপারে আশু ব্যবস্থা নিতে হবে।

চ) কর্মীদের স্থায়ীকরণ

চাকুরীর শর্তাবলী অনুসারে প্রতিটি কর্মীর দুই বছরের চাকুরীর শেষে স্থায়ী হওয়ার কথা। সুতরাং তাদের স্থায়ী করার জন্য অবিলম্বে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

# ৪১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

## কোচবিহার : রবীন্দ্রভবন

### ২৭শে জুন, ১৯৮৭

### উদ্বোধন অধিবেশন

বিগত ২৭শে জুন, ১৯৮৭, বিকালে কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে ৪১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন হয়।

বৈকাল ৪ঘটিকায় প্রথমে সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযাথালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস মহাশয় শহীদ বেদীতে এবং রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। পরে সম্মেলনের উদ্বোধক শ্রীসরল দেব, বিশেষ অতিথি শ্রীমতী ছায়া বেরা, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীদীপক গোস্বামী, সম্পাদক শ্রীমনোজ রায় এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করেন। স্থানীয় কর্মীবৃন্দ পরিবেশিত উদ্বোধন সঙ্গীত দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীদীপক গোস্বামী তার ভাষণ শুরু করেন উপস্থিত সকলকে তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়ে। তিনি বলেন এই সম্মেলন এই জেলায় অনুষ্ঠিত হওয়ায় তারা গর্বিত। তিনি কোচবিহার জেলার ভৌগলিক বিবরণ দেন। তিনি বলেন এখানে শিক্ষিতের হার শতকরা ২২ জন, কৃষিজীবির সংখ্যা বেশী। তিনি নানা ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ দেন যেমন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন ইত্যাদি। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতির উপর সমালোচনা করেন এবং তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। পরিশেষে তিনি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীকৃষ্ণপদ মজুমদার বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে যেসব শুভেচ্ছাবার্তা আসছে সেগুলির উল্লেখ করেন। তিনি পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর বার্তাটি পড়ে শোনান। এছাড়া যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বার্তা এসেছে সেগুলি হল :—

কান্তি বিশ্বাস, শিক্ষাসচিব (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) পশ্চিমবঙ্গ, মহঃ আবদুল বারি, ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী মাদ্রাসা, বয়স্ক, প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা সংখ্যালঘু বিষয়ক হজ ও শরায়ক বিভাগ। শ্রীমতী ছায়া বেরা—ত্রাণ ও কল্যাণ দপ্তর, লাইব্রেরী অব কংগ্রেস, আমেরিকান লাইব্রেরী, এ্যাসোসিয়েশন, ব্রিটিশ লাইব্রেরী, দি লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, লণ্ডন। স্কুল লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, ইউ, কে। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অফ স্পেশাল লাইব্রেরীজ এণ্ড ইনফরমেশন সেন্টার, কলিকাতা। অন্ধ্রপ্রদেশ পাবলিক লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন। ইউনেসকো। অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য, উপাচার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অধ্যাপক রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, উপাচার্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। অধ্যাপক ডি কে দাশগুপ্ত, উপাচার্য বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ডঃ পি এস জি কুমার বিভাগীয় প্রধান গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়। কে জি বৈদ্য, বিভাগীয় প্রধান গ্রন্থাগার বিজ্ঞান; মহারাজা সয়াজীরাও বিশ্ববিদ্যালয় বরোদা।

এরপর সম্মেলনের উদ্বোধক গ্রন্থাগার বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীসরল দেব মহাশয় তাঁর ভাষণ শুরু করেন। বিভিন্ন সদস্য, সভাপতি ও প্রতিনিধিদের তিনি অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, "আমরা বরাবর শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এসেছি। গত বছরে এই খাতে

৪৩৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। এ বছরে সেটা বাড়িয়ে ৪৯০ কোটি টাকা করা হয়েছে। শিক্ষা চেতনা ও বিপ্লব আনে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৫ সালে আলবার্ট হলে যার শুভ সূচনা করেছিলেন তা আজ আপনাদের সকলের প্রচেষ্টায় মহীরুহে পরিণত হয়েছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে ব্যাপক প্রসার ঘটেছে তার মূলে বহু মানুষের ত্যাগ ও নিষ্ঠা রয়েছে। এই সম্মেলনে যোগদান করে আমি আনন্দিত ও গর্বিত। আমাদের কর্মচারীদের অনেক সমস্যা রয়েছে যেমন তারা সময়মত বেতন পান না, সার্ভিস বুক ঠিক নেই ইত্যাদি। এগুলি আমাকে সব সময় বেদনা দেয়। তাদের ডি এ, গ্রাচুইটি ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরাও অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কর্মীদের অসুবিধের কথা আমরা মনপ্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করছি।

তিনি বলেন, গ্রন্থাগারে অনেক পুস্তক থাকলেই সফল গ্রন্থাগার হয় না। লেনিনের মতে—গ্রন্থাগারের সাফল্য নির্ভর করে গ্রন্থাগারটি কিভাবে পাঠকদের সাহায্য করছে, গ্রন্থাগারের ব্যবহারের উপর। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে গ্রাম-শহরের গ্রন্থাগারের জন্য সব মিলিয়ে খরচ হচ্ছে বছরে ১০ কোটি টাকা। বামফ্রন্ট শিক্ষাকে গণমুখী করে তুলতে চায়। গ্রন্থাগার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সেটা কিভাবে করা যাবে তার জন্য আলোচনা করা দরকার। শিক্ষার রূপকার হচ্ছেন আপনারা। আজকে আপনারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদের সুচিন্তিত মতামত দরকার। শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী মানুষকে প্রয়াস নিতে হবে শিক্ষাকে জনমুখী করার জন্য।

তিনি বলেন, আমাদের দেশে নিরক্ষরতা দ্রুত বেড়েই চলেছে। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে বারবার বলছেন, কিন্তু তার জবাব আপনারা দিয়েছেন ব্যালট পেপারের মধ্য দিয়ে। এই সম্মেলন মিলিগুড়িতে হলে আরো ভাল হত। কেন্দ্রীয় সরকারের মদতে কাশিয়াং, কালিম্পং, দার্জিলিং জেলাতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চলছে। জি এন এল এফের আন্দোলনের প্রতিবাদে সম্মেলনেরও যথেষ্ট ভূমিকা আছে। বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে সংস্কৃতির বিনিময়ের দ্বারা আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে হবে। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে যদি জনপ্রিয় করে তুলতে হয় তাহলে শিক্ষার প্রয়োজন। তিনি বলেন, গ্রন্থাগার কর্মীরা শুধু বেতনভুক কর্মীই নন। নিরক্ষর মানুষের মুখে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দেবার দায়িত্ব তাদেরই। এইদিকে তাদের নিষ্ঠা সহকারে এগিয়ে আসতে হবে। এখনও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনের সুষ্ঠ পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। গ্রন্থাগার কর্মীদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণে জেলাস্তরে এই পরিকাঠামোর খুব প্রয়োজন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও এ বিষয়ে নজর দিচ্ছেন।

শ্রীসরল দেব আরো জানান যে, তিনি কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করেছেন, তাদের অসুবিধে দূর করার চেষ্টা করেছেন। এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে যেসব দিকপাল আছেন তাদের পরামর্শও তিনি চাইবেন। রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের মিটিং-এ এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগারে রেফারেন্স বই, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি রাখা যায় কিনা বিবেচনা করতে হবে। কিভাবে পরিষেবার মান আরো উন্নত করা যায় তা বিবেচনা করতে হবে। গ্রন্থাগারের প্রতি দেশের মানুষকে কিভাবে আরো আগ্রহান্বিত করে তোলা যায় সে দিকেও নজর দিতে হবে।

এই আলোচনাগুলো তিনি সকলের বিচার বিবেচনার জন্য রাখলেন। তিনি বলেন, আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার সাহায্যে আমরা সকল সমস্যা দূর করার প্রয়াস চালিয়ে যাব। গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়াসে সকলের সাহায্য চাই। তিনি সকলকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সম্মেলনের প্রধান অতিথি শ্রীমতি ছায়া বেরা

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, মন্ত্রী মণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ এবং প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বক্তব্য শুরু করেন।

এই অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য যারা আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছেন তাদের সকলের কাছে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন আগামী পাঁচ বছরের জন্যে গ্রন্থাগার বিভাগের দায়িত্ব যার উপর অর্পিত হয়েছে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ সকলেই শুনেছেন। সম্মেলনের আলোচ্য প্রবন্ধাদি এখনও পড়ার সুযোগ হয়নি। এইসব প্রবন্ধে অনেক তথ্য জানা যাবে। তিনি বলেন দেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হচ্ছে, কিন্তু নিরক্ষরতার সংখ্যা, দরিদ্রের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। বামফ্রন্ট সীমিত ক্ষমতার মধ্যে এইসব সমস্যার কিছুটা সমাধানের চেষ্টা করছেন। গত কয়েক বছরে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে—তা বামফ্রন্টের শিক্ষানীতির ফসল। গুটিকয়েক সামাজিক কর্মী সমাজ পরিবর্তন করতে পারে না। সমাজ পরিবর্তনের শর্ত হল নিরক্ষর মানুষ, ভূমিহীন কৃষক, আদিবাসী, বঞ্চিত অবহেলিত মানুষদের পিছনের সারি থেকে সামনের সারিতে আনার চেষ্টা করা। সকলেই ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার হতে পারে না। কিন্তু সকলকে সুস্থভাবে খেয়ে-দেয়ে ন্যূনতম শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাঁচতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা। এতদিন পর্যন্ত গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই ছিল মুষ্টিমেয়দের জন্য। গণতান্ত্রিক অধিকারবোধকে মানুষের মধ্যে জাগিয়ে দিতে হবে। দেশকে গড়তে গেলে প্রথমেই চাই শিক্ষা। সে শিক্ষা হবে মাতৃভাষায়। জোর করে ইংরাজি চাপিয়ে দিলে চলবে না। আমাদের দেশে যে শিশু-মৃত্যুর হার বেশী তার অন্যতম কারণই হল অশিক্ষা। গত দশ বছরে বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাকে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দিয়েছেন—হয়ত অনেকেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাবেন না, কিন্তু তারা তাদের দেশের কথা, দেশের ইতিহাস, দেশের ভূগোল তো জানতে পারবেন।

শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা হলে হবে না। গ্রন্থাগার যে শিক্ষা দিতে পারে তা কখনই কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিতে পারে না। প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা স্কুল কলেজের শিক্ষার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার জন্য ব্লক-ভিত্তিক, অঞ্চল ভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর এই সরকার জোর দিয়েছেন। বিদ্যালয়গুলিতে লাইব্রেরীয়ান নিয়োগ একটা বিরাট পদক্ষেপ।

তিনি বলেন, মেয়েদের ও মায়েদের শিক্ষায় গ্রন্থাগারের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। নিরক্ষরতা দূর করে বৃত্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে গ্রন্থাগারকে তথ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। এই রাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলন যেভাবে বিকশিত হয়েছে তা ভারতের অন্য কোন রাজ্যে তেমন ব্যাপকভাবে হয়নি। এক্ষেত্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সক্রিয় ভূমিকা প্রশংসার দাবী রাখে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, নির্বাচনী ইস্তেহারে কোন রাজ্যে গ্রন্থাগারের অগ্রগতির খতিয়ান দেখা যায় না। পশ্চিমবঙ্গই এর ব্যতিক্রম। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে শুধুমাত্র গ্রন্থাগার স্থাপন করলেই হবে না। কত পাঠক তৈরী করা গেছে, তারা কিভাবে এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন, কিভাবে আরো পাঠক সৃষ্টি করা যায়, কিভাবে পড়ার ইচ্ছা বাড়াতে হবে, বিচ্ছিন্নতাবাদ, ধর্মের কুসংস্কার ইত্যাদি থেকে কিভাবে মানুষকে মুক্ত করতে হবে তার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও গ্রন্থাগার শিক্ষা এই বিষয়গুলো নিয়ে একটি সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, এতদিন কোন বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে এ ব্যাপারে চেষ্টা করা হয়নি। জেলায় জেলায় যে বইমেলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এটা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক হয়েছে। ঐ সময় প্রায় সব গ্রন্থাগারই বই কেনার জন্য কিছু সরকারী অনুদান পেয়ে থাকেন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষক যারা গ্রহণ করেছেন, পাশ করার পর তাদের অর্জিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে কর্মক্ষেত্রে তারা কতটা কাজে লাগাচ্ছেন সে ব্যাপারে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য রাখতে বলেন। তিনি উল্লেখ করেন, শুধুমাত্র বইয়ের সংখ্যা নির্ণয় করে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করা যায় না। কত জনের হাতে সেই বই পৌছাল সেটা দেখতে

হবে। বই পাঠে বর্তমান প্রজন্মের অনীহা কেন এর কারণ খুঁজতে হবে। অনেক অসহায় মানুষ অশিক্ষার জন্য বিপথগামী হচ্ছেন। এইসব মানুষকে ভালবেসে গ্রন্থাগারে টানতে হবে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির জন্যও গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই অধিবেশন গ্রন্থাগার আন্দোলনকে নতুন পথে নিয়ে যাবে। এই আশা রেখে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সম্মেলনের বিশেষ অতিথি আদিবাসী ও উপজাতি কল্যাণ-বিষয়ক মন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়া :—তিনি সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন সরকারী উদ্যোগে যে সমস্ত গ্রন্থাগার হচ্ছে তার মধ্যে বেতনভুক কর্মীরা আছেন। কিন্তু এমন অনেক গ্রন্থাগার আছে যেখানে সরকারী কোন সাহায্য নেই। যারা সরকারীভাবে মাইনেপত্র ইত্যাদি পান না তারাও অনেকেই এখানে এসেছেন। গ্রামে গ্রামে অনেক লাইব্রেরী হয়েছে। অনেকে এখানে আসেন তাদের লাইব্রেরীর উন্নতির জন্য। অখ্যাত, অজ্ঞাত গ্রামীণ গ্রন্থাগারেরও সমাজে বহু অবদান আছে। শুধুমাত্র নামী গ্রন্থাগারই সমাজকে সাহায্য করে না, স্কুল কলেজ ছাড়ার পরও লেখাপড়ার সাথে যোগাযোগ রাখতে গ্রন্থাগারগুলি সাহায্য করে। সরকার এখন গ্রন্থাগারগুলিকে বিভিন্ন ভাবে বই দিয়ে, টাকা দিয়ে সাহায্য করছে। পাঠকের সুস্থ রুচি তৈরী করা গ্রন্থাগারিকের মুখ্য কর্তব্য। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে মানুষের সাংস্কৃতিক বোধকে উন্নত করতে হবে। লেখকদেরও এমন বই লিখতে হবে যাতে পাঠক সমাজের সুস্থপথে চিত্ত বিনোদন হয় এবং নানা তথ্যও পায়। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর ভাষণ শেষ করেন।

জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি শ্রীঅতীশ রায় এবং জেলা পরিষদের সভাপতি অখিল প্রামাণিক :—

বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ, সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁরা তাঁদের বক্তব্য রাখেন। এই সম্মেলন যখন শুরু হচ্ছে তখন এই শহরে বর্ষার মরশুম শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন জেলা থেকে বহুসংখ্যক প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছেন তার জন্য এই জেলা গর্ববোধ করছে। এই জেলায় একশতের অধিক সরকার-পোষিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। বিভিন্ন জেলাতে বইমেলার মধ্য দিয়ে যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে তা মনে রাখার মত। এখন দেখতে হবে কি কি পদ্ধতি নিলে নবীন পাঠক তৈরী করা যায় ও প্রবীণ পাঠকদের আরো বইমুখী করা যায়। বিভিন্ন স্তরের পাঠক সৃষ্টি করার জন্য কি কি সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় তা সকলে মিলে ঠিক করতে হবে। এই জেলায় লাইব্রেরীগুলিকে অনুদান দিয়ে বইয়ের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে এই আন্দোলনকে কিভাবে আরো বেশী শক্তিশালী করা যায় তা দেখতে হবে। এই আন্দোলনের ফলে শিক্ষার প্রসারের আন্দোলন আরো এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে এই আশা করে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস

সভাপতি মহাশয় তাঁর লিখিত বক্তব্য পাঠের পূর্বে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে আজ থেকে প্রায় ২৩ বছর আগে বহরমপুর সম্মেলনের পর তিনি আজ এই সম্মেলনে যোগদান করলেন। তিনকড়ি দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম গ্রন্থাগার আন্দোলনে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এরপর তিনি ৩১তম গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে তাঁর ভাষণটি পাঠ করে শোনান। [ আবাঢ় সংখ্যায় মুদ্রিত ]

পরিষদের সভাপতি প্রবীর রায়চৌধুরী

তিনি সকলকে আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার আগে কিছু প্রয়োজনীয় কথা বলেন। আগামীকালের আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বের কথা বলেন। পুস্তিকায় প্রকাশিত পরিষদের প্রতিবেদন আগামীকাল পঠিত হবে একথা তিনি জানান। এক বছর আগে রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্ম বার্ষিকীতে ৩০তম সম্মেলন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি বলেন ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের

ক্ষেত্রে রাখালবাবু একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। তিনি আগে এই পরিষদের কর্মসচিব ছিলেন। তিনি তাঁকে ধন্যবাদ জানান। তিনি মাননীয় মন্ত্রীদের ও উপস্থিত সকল প্রতিনিধিবৃন্দ ও অভ্যর্থনা সমিতির কর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এরপর সম্মেলনের সভাপতি উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

## প্রথম অধিবেশন

২৮শে জুন ১৯৮৭ : সময় সকাল ৯-৩০ মিনিট

তরুণ রায়—অধিবেশনের শুরুতে পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির সম্পাদক তরুণ রায় ৪১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাফল্য কামনা করে তার বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন জনশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কর্মীদের বিশেষ ভূমিকা আছে।

১৯৭৭ সালের পর পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিবছর সম্মেলন করেন এবং সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে সুপারিশ করেন। তাই এই সম্মেলনের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে এখনও হাজার হাজার মানুষ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত নন। একদিকে যেমন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের কর্মসূচী নিতে হবে, অপরদিকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সাধারণ মানুষ যাতে গ্রন্থাগার অভিমুখী হয় সেজন্য গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মী বন্ধুদের সচেষ্ট হতে হবে। শুধু দিকে দিকে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করলেই চলবে না। তার প্রয়োজনীয়তার কথা সাধারণের মধ্যে বুঝিয়ে দিতে হবে। তিনি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন।

এরপর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীঅরুণ রায় সম্মেলনের প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে প্রতিবেদনটি পাঠ করে শোনান। (প্রতিবেদন আষাঢ় সংখ্যায় মুদ্রিত)

### প্রথম আলোচ্য বিষয় :—

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা—পরিচালক : শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কে কিছু চিন্তা ভাবনা পথে প্রথম প্রবন্ধটি পেশ করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী।

সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযোগী শিক্ষণ ব্যবস্থা—দ্বিতীয় প্রবন্ধটি পেশ করেন ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারিক রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দিক নামক প্রবন্ধটি পেশ করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী রীতা চক্র।

চতুর্থ প্রবন্ধের লেখক শ্রীঅজয় ঘোষের প্রবন্ধটি পাঠ করেন শ্রীঅরুণ রায়।

প্রবন্ধ সমূহের উপর আলোচনায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা অংশ গ্রহণ করেন :

১। সত্যনারায়ণ রায় ( মুর্শিদাবাদ )—গ্রন্থাগারের হিসাবপত্র রাখা একটা বিরাট সমস্যা। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে এই বিষয়টির অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে পাঠকদের পাঠরুচির পরিবর্তন কিভাবে করতে হবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়া উচিৎ।

২। নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ( মেদিনীপুর )—বুক বাইণ্ডারদের শিক্ষণের সুযোগ দিতে হবে। সাইকেল পিওনদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। লক্ষ্মীনারায়ণ রায় ( বীরভূম )—ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা না থাকলে পাশ করার পর বিভিন্ন গ্রন্থাগারে গেলে কাজের অসুবিধে হয়। সার্টিফিকেট কোর্সে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ভিত্তিটা যেন ঠিক হয়। শিক্ষণের সাথে ব্যবহারিক কাজের যাতে সামঞ্জস্য সাধন হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। বি লিব সায়েন্স শিক্ষণ স্তরে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ পেপার থাকা প্রয়োজন।

৪। গীতা চট্টোপাধ্যায় ( যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় )—বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে যে সব কাজ জমে থাকে সে সব কাজ পাশ করার পর ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে করালে

তাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। নতুন শিক্ষণ প্রাপ্তদের ঝলারশিপ দিয়ে সার্ভে, গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি করানো যেতে পারে। শিক্ষাক্রমকে বাস্তবে কাজে লাগাতে হবে। গ্রন্থাগারগুলিকে তথ্যমূলক কাজের জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ করতে হবে।

৫। গৌতম চট্টোপাধ্যায় (বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) রহড়াতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এখানে প্রতি জেলার প্রার্থীদের শিক্ষণের বন্দোবস্ত থাকলে ভাল হয়।

৬। গৌতম মুখোপাধ্যায় (২৪ পরগণা)—শিক্ষান্তে ব্যবহারিক শিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষণাগার হিসাবে মডেল লাইব্রেরী থাকা দরকার। গ্রন্থাগার প্রশাসন ও পরিচালন পেপারে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু বিষয় সংযোজন করা প্রয়োজন।

৭। অশোক রায় (মাহেশ রামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পাঠক্রমের সঙ্গে ব্যবহারিক প্রয়োগের অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে পাশ করে লাইব্রেরীতে চাকরী পাওয়ার পর অথৈ জলে পড়ার মত অবস্থা হচ্ছে। শিক্ষণের সাথে বাস্তবের যোগ নেই। শিক্ষণের সময় বিভিন্ন লাইব্রেরীতে কিছু কিছু বিষয়ের হাতেনাতে কাজ করার বিষয়টি সিলেবাসের অন্তর্ভুক্তি করা দরকার।

৮। গণেশ নন্দী (চুঁচুড়া)—সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরীখে শিক্ষণ ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন করা দরকার। অডিও ভিস্যুয়াল জিনিষ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ট্রেনিং এর প্রয়োজন।

৯। আয়ুব হোসেন (মুর্শিদাবাদ)—বর্তমানে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষণের যে পাঠক্রম আছে তার পরিবর্তনের প্রয়োজন। গ্রামের গ্রন্থাগারে সার্টিফিকেট শিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীরা যাতে তাদের অর্জিত শিক্ষা কাজে লাগাতে পারেন তা দেখতে হবে। হাতে কলমে কাজের বিষয়টি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন মূল্যায়ন পদ্ধতিতেও গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক থাকলে শিক্ষার গতি দ্রুততর হবে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগের অভাব দেখা যায়।

১০। স্বপন কুমার দে (হাসিমহর)—আলোচ্য প্রবন্ধ গুলির বাস্তব প্রয়োগ ঘটালে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে ফলপ্রসূ হবে তথা সমাজের কল্যাণ সাধিত হবে।

১১। দেবেন্দ্রনাথ রায় (কুচবিহার)—গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সাইকেল ভিত্তিকদের সুযোগ দেওয়া উচিৎ।

১২। সত্যবান দাস (মুর্শিদাবাদ)—নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের কিছু সময় দিতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে শহর গ্রন্থাগারের সঙ্গে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সংযোগ প্রয়োজন। ৫০ বছর আগের শিক্ষণের ভাবনা আর বর্তমান ভাবনার মধ্যে বেশ প্রভেদ আছে। শিক্ষণের সাথে বাস্তবের অনেক ফারাক আছে।

১৩। অশোক মাঝি (হুগলী)—সাধারণ নিরক্ষর মানুষকে আমরা কি ভাবে গ্রন্থাগারাভিমুখী করতে পারি—শিক্ষণ ব্যবস্থায় তার জন্য গ্রন্থাগারের কি ভূমিকা হবে এই বিষয়টি শিক্ষণের পাঠক্রমে আনতে হবে।

১৪। শশাঙ্ক বাগচী (হুগলী)—সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দরকার। গ্রন্থাগার প্রশাসন ও পরিচালনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকারে। মিনিট বুক লেখা, অডিও ভিস্যুয়াল যন্ত্রপাতির প্রয়োগ রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাঠকের মন জানার ব্যবস্থা—ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষণে কিছু ধারণা থাকা দরকার।

১৫। সন্তোষ বসাক (২৪পরগনা) সমাজ শিক্ষা বিষয়টি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তি করা প্রয়োজন।

১৬। আবদুল মোমিন (২৪পরগনা)—গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে ব্যবহারিক দিকের উপর অধিক নজর দেওয়া উচিৎ।

১৭। কাজী গোলাম বারী (বর্ধমান)—গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে সংযোগ কি ভাবে রাখতে হবে তা শিক্ষণের মধ্যে তার অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন।

১৮। বিমল চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা)—মূল শিক্ষণ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে ব্যবহারিক দিকের

প্রয়োগ কম। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে শিক্ষাদান পদ্ধতির দিকে জোর দিতে হবে।

১৯। অমিত মুখোপাধ্যায় (২৪পরগণা)—সার্টিফিকেটও বি. লিব. পাশকরার পর চাকরীতে এসে দেখা যাচ্ছে পড়ার সাথে বাস্তবে কাজকর্মের কোন মিল নাই। হাতে কলমে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। বাস্তবের সাথে শিক্ষণের বিষয় বস্তুর সমন্বয় সাধন করতে হবে। পাঠকদের মানসিকতা বুঝতে হবে। কিভাবে পাঠক তৈরী করা যায় জানতে হবে।

দুপুর ১২টা পরিচালকের বক্তব্যের পর সভার কাজ শেষ হয়।

## দ্বিতীয় অধিবেশন

২৮শে জুন : বৈকাল ৩টা

আলোচ্য বিষয় : গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও কর্মীদের সমস্যা

পরিচালক : শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী

আলোচ্য বিষয়ের প্রথম প্রবন্ধ "সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা" নামক প্রবন্ধ পেশ করেন মাহেশ রামকৃষ্ণ লাইব্রেরীর শ্রীঅশোক কুমার রায়। দ্বিতীয় "সাধারণ গ্রন্থাগার : প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা" পাঠ করেন জলপাইগুড়ির শ্রীশঙ্কর সরকার। "সাধারণ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও তার প্রতিকার প্রসঙ্গে" বীরভূমের শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ রায় তার প্রবন্ধটি পাঠ করেন। চতুর্থ প্রবন্ধের লেখক কাঁচরাপাড়া টাউন লাইব্রেরীর শ্রীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় "সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা" সম্পর্কে প্রবন্ধটি পাঠ করেন। কোন্নগরের অসিত চট্টোপাধ্যায় ও অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের যৌথ উদ্যোগে রচিত "সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা প্রবন্ধটি পাঠ করেন শ্রীঅসিত চট্টোপাধ্যায়। "গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা" প্রবন্ধের লেখক মাহমুচক আজাদ ক্লাব ও লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রী আবদুল সাত্তার তার লেখাটি পাঠ করেন। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীসন্তোষ কুমার কনক রচিত "বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার : কয়েকটি সমস্যা" প্রবন্ধটি লেখক পাঠ করে শোনান। "বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পত্রিকা বিভাগের সমস্যা" প্রবন্ধের লেখক রবীন্দ্র ভারতীর শ্রীবিশ্বনাথ দাস লেখাটি পাঠ করেন। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের শ্রীমধুসূদন চন্দ্র তার লেখা প্রবন্ধ "বিভাগীয় গ্রন্থাগারের সমস্যা : তিনটি বিভাগীয় গ্রন্থাগারের সমস্যা" প্রবন্ধটি পেশ করেন।

পরের প্রবন্ধের লেখক শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

কোচবিহারের শ্রীসাধন কুমার দত্ত তাঁর লেখা "বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা" প্রবন্ধটি পাঠ করেন। অনুপস্থিত উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রীস্বপন চৌধুরী "বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা" প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

আলোচনা :

১। শ্রীরাধামাধব সরকার (মুর্শিদাবাদ)—আমাদের জেলার মূল সমস্যা অন্য জেলার মতই। সাধারণ লাইব্রেরীতে শিশু পাঠ্যের কোন প্রকল্প নেওয়া হয় নাই। জেলা গ্রন্থাগার বন্ধ আছে, খোলার ব্যবস্থা করা দরকার। সম্মেলনের পোষ্টার, চিঠি কিছুই সদস্যদের কাছে পৌছায় নি। এল, এল, এ-র সভা অনিয়মিত। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ হয়নি।

২। অশ্বিনী কুমার দত্ত (পশ্চিম দিনাজপুর)—সার্ভিস বুক ঠিক ভাবে চালু করতে হবে। লাইব্রেরী এ্যাটেণ্ডেন্ট নিয়োগের কথা দু'বছর আগে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু এখনও কিছু হল না।

৩। নীরেন্দ্রনাথ সিংহ (বাঁকুড়া) সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে নিতে হবে। ১৯৭৯ সালের পর গ্রন্থাগারের কাজ কর্ম বেড়েছে কিন্তু কর্মী সংখ্যা বাড়ানো হয় নি। বুধবার এবং মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ মঙ্গলবারের বদলে শনি রবিবার ছুটির দিন ধার্য্য করলে ভাল হয়। মাহিনা সংক্রান্ত ব্যাপার ক্রমশঃ জটিল হয়ে যাচ্ছে। এর প্রতিবিধান অবিলম্বে করতে হবে। গ্রন্থাগারিক দের টি এ দেবার কোন ব্যবস্থা নেই অথচ তাদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। তাদের

প্রমোশনের সুযোগ দিতে হবে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে সৌচাগারের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

৪। হেমন্ত গোস্বামী ( পুরুলিয়া ) পরিষদের তরফ থেকে প্রত্যেক জেলাতেই জেলা কমিটি আছে। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত কমিটির কোন মিটিং হয়নি। এখানে একটা 'স্যুভেনির' ছাপা হয়েছে, তাও পয়সা দিয়ে কিনতে হচ্ছে।

৫। মিহির রায় ( বীরভূম ) কর্মরত অবস্থায় যারা পঙ্গু হয়ে পড়বেন তাদের জন্য একটা সরকারী নির্দেশনামা আছে কিন্তু সেই নির্দেশনামা অনুযায়ী মত কোন কাজ হয় নি। কারণ এই জেলাতেই দুজন এই ধরণের গ্রন্থাগার কর্মী আছেন তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা তো নেওয়া হয়নি। ফলে তারা এখন অসহায় ভাবে দিন কাটাচ্ছেন। তাদের পরিবার যাতে কোন রকমে বাঁচতে পারে তার ব্যবস্থা করার তিনি দাবী জানান। জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে অনেক বৈষম্য আছে। মহকুমা গ্রন্থাগারে অন্তত পক্ষে আর একজন কর্মী বাড়ানো দরকার, কারণ সেখানে কাজের চাপ প্রচণ্ড বেশী।

৬। জয়ন্ত চৌধুরী ( নদীয়া ) লাইব্রেরী চালাতে গিয়ে অনেক সময় অনেক কামেলায় পড়তে হয়। লাইকেল পিওনদের শিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। অনেক জায়গায় লাইব্রেরি এ্যাটেণ্ডেন্ট নিয়োগ করা হয় নি। তথ্য দপ্তর থেকে দেওয়া টি ভি চালানোর জন্য কোন সময় বেঁধে দেওয়া হয় নি। ফলে নানান কামেলায় পড়তে হয়। বয়স্কদের বই ছোটদের দেওয়া নিয়ে নির্দিষ্ট নিয়ম থাকা উচিত।

৭। নিতাই ঘোষ ( কলিকাতা ) সরকারী আমলাদের ডিলেমির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালাতে হবে। সরকারী সব নির্দেশনামাকে রূপায়িত করতে হবে।

৮। কৃপানাথ ভট্টাচার্য্য ( মালদহ ) চাকুরীতে চাকরীর ধারাবাহিকতা থাকা চাই। ১৫ বছর চাকুরীর পর শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ানোর পর নতুন চাকরীতে এলে চাকুরীর ছেদ পড়ে। নিজের জমান ছুটি নিয়ে বা বিনা বেতনে পড়াশুনা করা যায় না। স্যাভিস কল এবং স্টাডি লীভের যথাযথ বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন।

৯। শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য ( মালদহ ) ডি এল ই ও বা ডি, এল ও না থাকায় এল এল এ অনেক সময় সিদ্ধান্ত নিতে অনেক দেরী করে। L. L. A-এর সিদ্ধান্তই অথচ চূড়ান্ত। এক্সটেনশন অফিসারেরা যদি প্রতি মাসে একদিনও গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন তাহলে অসুবিধেগুলো বুঝতে পারেন। বার্ষিক বাজেটের জন্য সরকারী ভাবে হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন।

১০। গীতা ভট্টাচার্য্য ( যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ) বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরি কমিটি গঠন করা দরকার। এই নির্বাচনের জন্য কমিটির প্রয়োজন। ইউ জি সি-র টাকা যাতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিক ভাবে খরচ হয় তা দেখতে হবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে একই রকম বেতনক্রম থাকে তা দেখতে হবে। কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকা দরকার।

১১। নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ( মেদিনীপুর ) বেতন দেবার পদ্ধতির পরিবর্তন দরকার। ৩।৪ মাস অন্তর বেতন পেলে অনেক অসুবিধের পড়তে হয়।

১২। অমিত মুখার্জী ( ২৪ পরগণা ) বর্তমান মাসের মাহিনা বর্তমান মাসেই দিতে হবে। প্রয়োজনে গ্রন্থাগার আইনের সংশোধন প্রয়োজন। এস এস এ কে দেখতে হবে যে গ্রন্থাগার পরিচালকরা ঠিকমত কাজ করছে কিনা—গ্রন্থাগারিকরা যাতে ঠিকমত কাজ করতে পারে। "তুখা মানুষ ওঠা ধর হাতিয়ার।" এই স্লোগানের যথার্থতা দরকার। পড়াশুনার জন্য যাতে ছুটি পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। সাইকেল পিওন এই নামের পরিবর্তন করা দরকার।

১৩। তপন সেন ( হাওড়া )—Secretary ও President একই সঙ্গে পদত্যাগের ফলে Librarian কে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়েছে। Joint Secretary পদমর্য্যাদা Librarian কে দেওয়া হয় না ফলে Secretary দ্বয়ের উপর নির্ভর করতে হয়। বছরের ছুটির একটা পূর্ণাঙ্গ তালিকা

তৈরী করার ব্যবস্থা করতে হবে বিল্ডিং গ্রাণ্ট এর সমস্যা রয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার জন্য পাঠ্য পুস্তকের তালিকার প্রয়োজন।

১৪। প্রবীর শর্মা (উত্তরবঙ্গ)—বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট সরকারী কোন নীতি নেই। বিদ্যালয়ের কাজ সেরে তারপর গ্রন্থাগারিকের কাজ করতে হয়। ফলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সময় দিতে পারা যায় না কারণ বিভিন্ন কাজে সব Energy শেষে হয়ে যায়। যাতে বিদ্যালয়ে পরিষেবার মান উন্নত করা যায় তার জন্য অনুরোধ জানান।

১৫। গোপাল সরকার (কোচবিহার)—১৯৭৭ সালের পর গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থার পরিবর্তন লক্ষণীয়। এখনও পর্যন্ত গ্রামীণ গ্রন্থাগারে কোথাও cycle peon আছে আবার কোথাও বা নেই।

১৬। সুখরঞ্জন দে (হুগলী)—গ্রন্থাগারিকরা সব সম্মেলনে আসতে পারেন কিন্তু cycle peon-রা সম্মেলনে যোগদান করবার সুযোগ পান না। cycle peon দের training-এর ব্যবস্থা করতে হবে। দারোয়ান ও Night guard একই ব্যক্তি হওয়ায় তাকে সারাদিনই কাজ করতে হয়।

১৭। অসীম সরকার (জলপাইগুড়ি)—বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের কাজের কোন সুস্পষ্ট নীতি নেই। তাদের ক্লাসও নিতে হয় খাতাও দেখতে হয়। আবার গ্রন্থাগারিকের কাজও করতে হয়। বিদ্যালয়ে একটা সহকারী (assistant) নিয়োগ করলে ভাল হয়।

১৮। কেশব চক্রবর্তী (নদীয়া)—গ্রন্থাগার কর্মীদেরও সরকারী কর্মীদের ন্যায় চিকিৎসার সুযোগ দিতে হবে। অনেক সময় সরকারী কর্মীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সাময়িকভাবে কোন ব্যক্তি উচ্চপদে কাজ করেন এবং সে সময় সে পদের scaleও পান। কিন্তু লাইব্রেরীতে তা করা হয় না। অনেক লাইব্রেরীতে গ্রন্থাগারিক নেই। cycle peon বা অন্য কেউ লাইব্রেরী চালাচ্ছেন কিন্তু তারা scale পাচ্ছেন না যেটা সরকারী কর্মীদের ক্ষেত্রে হচ্ছে। অনেক সময় গ্রন্থাগারিকদের Non-professional কাজও করতে হয়।

১৯। শশাঙ্ক বাগচী (হুগলী)—বহু আলোচনা সত্ত্বেও কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সমস্যার কোন সমাধান আজও হয়নি। কত টাকার বইপত্র কেনা হবে কলেজ গ্রন্থাগারিকরা তা জানেন না। এর জন্য অনেক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু কোন কাজ হয়নি। এরকম হলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি কি করে হবে? তাছাড়া কর্মী সমস্যা তো রয়েছেই। সেই কারণে সময়ে বই পত্র process করা হয় না। কিভাবে কলেজ গ্রন্থাগারের উন্নয়ন করা যায় তা expert-দের মতামত নিয়ে জানতে হবে। expert নিয়ে tariff তৈরী করে সরকারকে জানাতে হবে। গ্রন্থাগার খাতে কত আয় ব্যয় হয় গ্রন্থাগারিকরা তাও জানেন না।

২০। মদন মণ্ডল (মুর্শিদাবাদ)—কলেজ গ্রন্থাগারের সমস্যা অনেক রকম। পুস্তক নির্বাচনের ভারযোগ্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হয় না। ফলে দেখা যায় যে এমন অনেক বই আছে গ্রন্থাগারে ১০।১৫ বছর ধরে ব্যবহারই হচ্ছে না। আর যেসব reference বই কেনা হয় তা শিক্ষকরা নিজেদের প্রয়োজনে অনির্দিষ্ট কালের জন্য রেখে দেন। কলেজ লাইব্রেরীতে কে সর্বেসর্বা সে নিয়ে মতান্তর হয়। গ্রন্থাগার সহকারীদের দেয় মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সম্মেলনে যোগদানের জন্য কলেজ গ্রন্থাগারিকরা কোন T.A. পান না। পিওনদের যথাযোগ্য বেতন ও মর্য্যাদা দিতে হবে।

২১। আব্দুল মোমিন মিদ্দা (বর্ধমান) সাধারণ গ্রন্থাগারে অবসরকালীন সুযোগ সুবিধার প্রতি বন্ধীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। জেলায় কিছু কর্মী অবসর নিয়েছেন কিন্তু তাদের জন্য কোন সিদ্ধান্ত সরকারের কাছ থেকে আসেনি। আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘ সূত্রতার অবসান করা দরকার।

২২। চন্দন কুমার ছেত্রী (দার্জিলিং)—GNLF-এর হাঙ্গামার দার্জিলিং জেলার অনেক ক্ষতি হয়েছে। অনেক গ্রন্থাগার পুড়ে গেছে। DSEO অফিসে কিছু কাজ

হয় না। দল কাগজপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ন'মাস কোন attendance হয়নি। কমিটি DSEO অফিসে গিয়েও কোন লাভ হয়নি। যাদের ছ'মাস আগে নিয়োগ হয়েছে তারা এখনও কাজে যোগ দেন নি। উত্তরবঙ্গে একমাত্র training centre স্থাপনের প্রয়োজন আছে। দার্জিলিং জেলায় অবিলম্বে একজন D.L.O. নিয়োগের প্রয়োজন।

২৩। সোমনাথ মুখার্জী (হাওড়া)—স্বেচ্ছাসেবী গ্রন্থাগার ও সরকারী গ্রন্থাগার এই দুটি সংস্থা। স্বেচ্ছাসেবী গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আলোচনা না হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। ১৯৮৫ সালের অনুদান '৮৬তে গিয়ে পৌঁছায় বলে অভিযোগ করেন। ফলে বই কেনা ইত্যাদি ব্যাপারে খুব অসুবিধায় পড়তে হয়। পরিষদকে এই ধরণের গ্রন্থাগারের প্রতি নজর দিতে হবে।

২৪। অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় (হুগলী)—বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের দিকে নজর দিতে হবে কারণ বিদ্যালয় থেকেই তারা গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে শিখবে। Routine-এ শুধুমাত্র একটি ক্লাস থাকলেই চলবে না।

২৫। সফিউল হুক (মালদহ) জানতে চান যে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের কি সম্মেলনে আসার কোন অধিকার আছে কি না। গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা আছে। কাজকর্মের কোন সুস্পষ্ট নীতি নেই। ছুটির তালিকা সময়মত পাবার ব্যবস্থা করা দরকার।

২৬। সত্যনারায়ণ রায় (মুর্শিদাবাদ) সদস্যদের কাছ থেকে বই আদায় করা মুস্কিল। সম্মেলনের চিঠি তারা পাননি বলে অভিযোগ করেন। প্রথা বহির্ভূত এবং বয়স্ক শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন দরকার। সাধারণ গ্রন্থাগারে নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারিকদের কোন মতামত নেওয়া হয় না।

২৭। মৃদুল মিত্র (আলমসোল) গ্রন্থাগার ভবনের ছাদ নির্মাণের জন্য সরকার থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়েছে।

আলোচনা শেষে পরিচালক সভার কাজ শেষ করেন।

## সমাপ্তি অধিবেশন

২৯ জুন '৮৭। সকাল ৯-৩০

সভাপতি : শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী

শ্রীমহাদেব মুখার্জী (পুরুলিয়া) তিনি সকলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। শিক্ষাকে গণমুখী করার যে কর্মসূচী সরকার গ্রহণ করেছে তাকে সফল করার দায়িত্ব সকলেরই। নিরক্ষরতা একটা অভিশাপ। শিক্ষার প্রসার কাজের মধ্যে দিয়ে ঘটাতে হবে। এইজন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। এসাক্ষর জনসাধারণকে মাঝে মাঝে গ্রন্থাগারে আনিয়ে আলোচনা করতে হবে—তাহলে আলোলনের পথ সহজ হবে। এইজন্য বিভিন্ন রকম পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা ইত্যাদি রাখতে হবে। ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চল কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। সেই কুসংস্কার থেকে তাদের মুক্ত করতে গেলে গ্রন্থাগার কর্মীদেরও এগিয়ে আসতে হবে। আজকের দিনে ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িকতা বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে সেগুলি যাতে বাড়তে না পারে সেজন্য তার মূলে কুঠারাঘাত করতে হবে। তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থাগারকে সমুদ্রের সাথে তুলনা করেছেন। সাধারণের গ্রন্থাগার এই কথাটা যেন সার্থক করে তোলে।

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী—সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় দুটি (১) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ (২. বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সমস্যা উল্লেখ করে বলেন cycle peon যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে তাদের জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গত দুই বছর ধরে করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও সাধারণ গ্রন্থাগারের সমস্যা নিয়েও পরবর্তীকালে আলোচনা হবে।

## প্রস্তাবসমূহ

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সম্মেলনে পেশ করা হয় এবং আলোচনা হয়।

১। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিষয়ে—প্রস্তাবটি পেশ করেন শ্রীমঙ্গলপ্রসাদ সিংহ। প্রস্তাবটির সমর্থন করেন ডাঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। প্রস্তাবটির বিপক্ষে কেউ না থাকায় প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

## গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিষয়ে প্রস্তাব

২৭-২৯ জুন, তারিখে কোচবিহার শহরে অনুষ্ঠিত ৪১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থার আনুপূর্বিক পর্যালোচনার পর এই অভিমতে উপনীত হইল যে রাজ্যের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক তথা আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পরিপূরক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যথোচিত রূপায়ণ ও বিকাশের জন্য গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষণের উন্নয়ন সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্মেলন রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাইতেছে যে—

ক) কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ ও ব্যবহারিকতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা যেন পাঠক্রম নির্ধারণ করেন ;

খ) তত্ত্বগত পঠন পাঠনের সঙ্গে হাতে কলমে শিক্ষণের ভারসাম্য বজায় রাখেন ;

গ) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে দ্বিমুখী সংযোগের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করেন ;

ঘ) বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষণের বিষয়গত মান নির্ধারণ এবং আবশ্যিক, ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচন করেন ;

ঙ) মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহারিক কার্যকারিতা প্রজেক্ট ইত্যাদি পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষাও প্রয়োগ করেন ;

চ) শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত ও নিরক্ষর জনসাধারণের জন্য পরিষেবা ব্যবস্থা রূপায়ণের উপযোগী শিক্ষাক্রম গড়ে তোলেন ;

ছ) সর্বস্তরের মানুষের পরিষেবার উপযোগী তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার সুবিধার্থে প্যামফ্লেট, বুকলেট, খবরের কাগজের কাটিং সহ শ্রবণবীক্ষণ সাজ-সরঞ্জাম তথা অ-বই উপকরণ ( Non-book materials ) ব্যবহার এবং মৌখিক পরিষেবা দানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া শিক্ষণে যথোপযোগী ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করেন ;

জ) স্বল্পকালীন রিফ্রেসার ওয়ার্কশপ ইত্যাদি পাঠক্রমের ব্যবস্থা করেন ;

ঝ) শিক্ষা সমাপনান্তে ছাত্র ছাত্রীদের হাতে কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য Internship ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সচেষ্ট হন ;

ঞ) বাংলায় পাঠ্য উপকরণ সরবরাহের গুরুত্ব উপলব্ধি করে উপযোগী গ্রন্থাদি প্রকাশনে উদ্যোগী হন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হল।

২। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও কর্মীদের সম্পর্কে (প্রস্তাব আষাঢ় সংখ্যায় মুদ্রিত)—প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন শ্রীপ্রবীর দে। সমর্থন করেন শ্রীমতী শ্যামলী ব্যানার্জী। প্রস্তাবটির সমর্থনে শ্রীমতী ব্যানার্জীবলেন যে, গ্রন্থাগারে মাঝে মাঝে পরিদর্শকের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কারণ অনেক সময়েই কর্মীরা গ্রন্থাগারের কাজের প্রাধান্য না দিয়ে ব্যক্তিগত কাজকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। গ্রন্থাগার যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে সেটা দেখাও কর্মীদের কর্তব্য। পাঠকের মধ্যে সুরুচির ভাব জাগিয়ে তোলা, সুষ্ঠু সংস্কৃতিবোধ জাগিয়ে তোলা কর্মীদের দায়িত্ব। এই প্রস্তাবটিও সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হল।

৩। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও কর্মীদের সম্পর্কে (প্রস্তাব আষাঢ়-সংখ্যায় মুদ্রিত) প্রস্তাবটি দেন শ্রীঅরুণ রায়। এটিকে সমর্থন জানান শ্রীআব্দুল মোমিন মিঞা। প্রস্তাবটির বিপক্ষে কেউ না থাকায় এটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

৪। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও কর্মীদের সম্পর্কে প্রস্তাব। ( আষাঢ় সংখ্যায় মুদ্রিত ) প্রস্তাবটি পেশ করেন শ্রীমতী বাণী চক্রবর্তী। এটিকে সমর্থন জানিয়ে শ্রীঅসিতাভ দাস বলেন যে এখনও অনেক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিহীন আছে। সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রতি মানুষের যে শ্রদ্ধার অভাব সেটার কারণ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের প্রতি অবহেলা। কারণ ছাত্রাবস্থা থেকেই তাদের মধ্যে গ্রন্থাগার প্রীতি গড়ে তোলা দরকার। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার তাই অবিলম্বে উন্নতি করা প্রয়োজন।

অমিত ঘোষ ( হাওড়া )—অনেক সময় দেখা যায় অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি হয়ত গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে জানে না তাই যদি ছাত্রাবস্থা থেকেই গ্রন্থাগার ব্যবহার করা যায় তাহলে ভাল হয়। Librarian যাতে স্কুলে একটা ক্লাস নিতে পারে তা দেখতে হবে। তাহলে গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্বন্ধে ছাত্ররা সম্যক জ্ঞান লাভ করবে। এতে গ্রন্থাগার পরিষেবার মানও উন্নত হবে।

প্রস্তাবটি সকলের অনুমতিক্রমে গৃহীত হয়।

আনন্দ নারায়ণ গোস্বামী (বর্ধমান)—জেলাস্তরে একটা Refersher course এর ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান। প্রত্যেক জেলায় যে Library committee আছে তারাই তার উদ্যোক্তা হবেন।

কেশবলাল চক্রবর্তী (নদীয়া) অনেক সময় গ্রন্থাগারিকদের Non professional কাজ করতে বাধ্য হতে হয়। এর প্রতিবিধান দরকার। গ্রন্থাগার কর্মীদের চিকিৎসার সুযোগ দিতে হবে।

বিগত সম্মেলনে যে প্রস্তাবগুলো নেওয়া হয়েছিল সেটা কতটা কার্যকরী হয়েছে বাকি বিবরণী থেকে তা জানা যাবে।

অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মনোজ রায় সকলকে ধন্যবাদ জানান। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সম্প্রসারণ করার জন্য আপনারা কোচবিহারে এসেছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য প্রতিনিধিদের অনেক কষ্ট হয়েছে। এরজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রথমে মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু এখন তার ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। এই সম্প্রসারণেরই একটি অঙ্গ এই সম্মেলন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাদের কাজ কর্মের পরিচয় জানার সুযোগ তো এই সম্মেলনের মাধ্যমেই দেশের মানুষ জানতে পারবে। আগামী দিনে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তার ঘটবে। এই আশা রেখে তিনি সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

সম্মেলনের সভাপতি শ্রীরাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস বলেন তিনি সম্মেলনের একদিন আগেই এসে গিয়েছেন। তাঁর আসা যাওয়ার সব ব্যবস্থা অভ্যর্থনা সমিতি করেছেন এজন্য তিনি তাদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাথে যোগাযোগ তার অনেকদিন আগে থেকেই নেই। তিনি পূর্বেকার কথা স্মরণ করে বলেন যে ১৯৫৭ সালে এখানে যে অধিবেশন হয়েছিল—তখন উপস্থিত প্রতিনিধির সংখ্যা ২০০।২৫০ মত হত। কার্যকরী অধিবেশনে উপস্থিতির সংখ্যা ২০-২৫ জন। সেখানে এখন প্রায় ১০০০ প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছেন। আর অধিবেশন চলাকালীনও এই জনপ্রায় পূর্ণ থাকতেই দেখা গেছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই উন্নতি দেখে গর্ব হয়। তিনি বলেন প্রায় ৩০ বছর পর তিনি এই পরিষদের আয়োজিত সম্মেলনে যোগ দিলেন। তিনি সকলকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর কথা শেষ করেন।

**ধন্যবাদ জ্ঞাপন**

শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী ৪১তম সম্মেলনের শেষ পর্বে সকল ব্যক্তিকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন আমাদের ৪১ তম সম্মেলনের আজ শেষ দিন। এই সম্মেলন বাংলার বিভিন্ন জেলাতে অনুষ্ঠিত হয়। এই জেলা দেশের এমন এক জায়গায় অবস্থিত যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা সেরকম নেই। তথাপি এখানে যে এতবড় কর্মকাণ্ড সার্থক রূপলাভ করেছে সে জন্য তিনি জেলা স্কুলটিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। এই ধরণের সম্মেলনের আয়োজন করা যে কি কঠিন কাজ তা আপনারা জানেন। উত্তরবঙ্গে জিনিষপত্রের প্রচণ্ড দাম কিন্তু তবুও তারা মৃদুভাবে সব কাজ করেছেন সেই জন্য সম্পাদক, স্বেচ্ছাসেবক, সভাপতি সকলকেই ধন্যবাদ। যে সমস্ত বন্ধুরা সাংস্কৃতিক মঞ্চে অনুষ্ঠান করেছেন, যারা তার আয়োজন করেছেন, পৌরসভার সভাপতি, ইলেকট্রিসিয়ান, সকলকেই ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন আমরা দীর্ঘদিন পরে রাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস মহাশয়কে পেয়ে খুবই আনন্দিত, আশা করি এ সম্পর্ক আরো দীর্ঘস্থায়ী হবে।

তিনি গ্রন্থাগার বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী সরল দেব, প্রাক্তন গ্রন্থাগার বিভাগীয় মন্ত্রী ছায়া বেরা, উপজাতি কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়াকে আমন্ত্রণ গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি সমস্ত প্রতিনিধি, যাঁরা আলোচনা পরিচালনা করেছেন তাদের সকলকেই ধন্যবাদ জানান। পরিষদের সকল কর্মী বন্ধুদের এবং পরিশেষে রাজ্য সরকারকেও অভিনন্দন জানান।

তিনি আগামী ৪২ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আবার সকলে মিলিত হব এই আশা রেখে সভার অনুষ্ঠান সমাপ্তির ঘোষণা করেন।

# বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক পরীক্ষায় ( ১৯৮৬ ) উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মান অনুযায়ী নাম :—

| ক্রমিক সংখ্যা | ছাত্র-ছাত্রীদের নাম | |
|---|---|---|
| ১৮ | বিনয় দে | প্রাপ্ত শ্রেণী |
| ০৯ | অলকানন্দা রায় | প্রথম শ্রেণী |
| ১৪ | বন্দীকান্ত জানা | |
| ১৫ | সুভাষ চন্দ্র ওঝা | |
| ১৫ | দিলীপ কুমার মহান্তি | |
| ১১ | নিবেদিতা ভট্টাচার্য্য | |
| ২৪ | প্রশান্ত ত্রিপাঠী | |
| ০৭ | সুকান্ত পাইক | |
| ২২ | তাপস ভৌমিক | |
| ০৬ | নন্দিনী বক্সী | |
| ১১ | হৃদিপ্তা সেন | |
| ২৬ | মণিকা চক্রবর্তী | দ্বিতীয় শ্রেণী |
| ০৮ | ধী চট্টোপাধ্যায় | |
| ১০ | শংকর চট্টোপাধ্যায় | |
| ১৭ | সুকুমার দত্ত চৌধুরী | |
| ০২ | রঞ্জিতা ঘটক | |
| ১৬ | নির্মলেন্দু শাঁখারু | |
| ১২ | সমীর কুমার মণ্ডল | |
| ০১ | শশাংক শেখর মাইতি | |
| ০৫ | পূর্ণিমা চক্রবর্তী | |
| ২৩ | আশীষ কুমার চক্রবর্তী | |
| ১৩ | রবীন্দ্র নাথ পাল | |
| ১৯ | চরণদাস মণ্ডল | |
| ২০ | শ্রীনাথ বাস্কে | |
| ০৪ | আভা চট্টোপাধ্যায় | |

Annual subscription : Rs. 36.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. No RN--2674--47

Volume 37 : No 4

Aug-Sept 1987

পাওয়া যাচ্ছে

ভোমরা চট্টোপাধ্যায় ও অলকা সরকার সম্পাদিত

প্রশীল চন্দ্র বসু কৃত

# গ্রন্থকার নামা

২য় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই : মূল্য কুড়ি টাকা

যে কোন গ্রন্থাগারের বাংলা বই বর্গীকরণ করার উপযোগী লেখক সংখ্যার সারণি

• • •

আদিত্য কুমার ওহদেদার-এর

## গ্রন্থবিদ্যা

২য় সংস্করণ ১৯৮৪

শোভন সংস্করণ—পঁচিশ টাকা

সুলভ সংস্করণ—কুড়ি টাকা

## গ্রন্থবর্গীকরণ

ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী

শোভন সংস্করণ—চল্লিশ টাকা

ছাত্র সংস্করণ—বত্রিশ টাকা

• • •

The West Bengal Recognised Non-Government Educational Institution Employees (Death-cum-Retirement Benifit) scheme 1981 এবং West Bengal Govt. Sponsord Library Employees' Service Rules একত্রে : মূল্য আট টাকা

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—700 073 at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta—700 005
Editor : Ramkrishna Saha

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ৫ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৪, ভাদ্র

## সূচী


| | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| যুদ্ধ ও গ্রন্থাগার ( সম্পাদকীয় ) | ১ |
| প্রমীল চন্দ্র বসু | |
| ইতস্ততঃ ( স্মৃতিচারণ ) | |
| গৌতম গোস্বামী | |
| পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারের সূচীকরণের সমস্যা ও সমাধানের উপায় | |
| বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : | |
| কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী | ১২ |
| গ্রন্থাগার সংবাদ | ১৫ |
| পরিষদ কথা | ১৫ |
| ৪১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের তালিকা | ১৭ |
| Government Orders | 1-15 |

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ৫ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৪, ভাদ্র


## সম্পাদকীয়

### যুদ্ধ ও গ্রন্থাগার

বিগত পয়লা সেপ্টেম্বর কলকাতায় সমস্ত স্তরের গণ-সংগঠনসমূহ যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির স্বপক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের সূচনা করেছেন। বিগত কয়েক বছর যাবত শুধু ভারতবর্ষেই নয় সমগ্র বিশ্বে যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের সংগঠিত প্রচেষ্টা নজরে আসে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংস্থা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদও অন্যান্য বছরের মত এবার পয়লা সেপ্টেম্বরের মিছিলে সামিল হয়। উল্লেখযোগ্য যে, বিগত ৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনেও যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে তথা শান্তির স্বপক্ষে গ্রন্থাগার কর্মীদের অংশগ্রহণে অনেকের ভ্রূ কুঞ্চিত হতে পারে। কিন্তু গণতন্ত্রের পতাকাবাহী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের পক্ষ হতে যুদ্ধের প্রতিবাদ সংগঠিত করা সঠিক কাজ বলে মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। বিশেষ করে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে ভাষান্ধতা, ধর্মান্ধতা, জাতিবিদ্বেষ, প্রবল আত্ম-কেন্দ্রিকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, নাগরিক অধিকার হরণ প্রভৃতি জন বিরোধী ভাবধারা যে ভাবে ক্রমশঃ প্রকটিত হচ্ছে তাতে শঙ্কার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যুদ্ধ ঐ ধরণের ভাবধারাসমূহের উত্তুঙ্গ শিখর। এর বিরুদ্ধে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ক্রমশঃ একত্রিত হচ্ছে। সমগ্র দেশে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা থাকলে জনবিরোধী ভাবধারার বিরুদ্ধে লড়াই করা খানিকটা সহজ হত। কারণ সুস্থ সংস্কৃতিবোধ, ঐক্য সম্প্রীতি ও গণতান্ত্রিক ভাব-ধারার বিকাশে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনন্য।

কিছু ব্যক্তি যুদ্ধের সপক্ষে ব্যক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন যে ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে নূতনের জন্ম হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে অনেক বিজ্ঞান কারিগরি বিদ্যার উন্নতি ঘটে। তাছাড়া পৃথিবীতে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে যুদ্ধ হলে মোট জনসংখ্যার হ্রাস পেয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কিন্তু স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে যুদ্ধ সংগঠিত হলে শুধু বাদী প্রতিবাদী উভয় দেশের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ হ্রাস পায় না অন্যান্য দেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সমস্ত ধরনের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। দেশের যাবতীয় সম্পদ তখন যুদ্ধের প্রয়োজনে নিয়োজিত হয়।

কিন্তু সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্থ হয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জগত। অধিকাংশ মানুষের মানসিক স্থৈর্য্য ও ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এমন একটা উন্মাদনা যুদ্ধ প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে যা দেশের স্বাভাবিক চলার পথ থেকে সাধারণ মানুষ ক্রমশঃ বিচ্যুত হতে থাকে। এ ক্ষতি বিজয়ী ও বিজিত দেশের জনসাধারণের মধ্যে বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানীতে ও ইতালীতে যথাক্রমে নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদের এমন আবহাওয়া

সৃষ্টি করা হয়েছিল যার ফলে ইউরোপের বেশ কিছু দেশের জনসাধারণ প্রভাবিত হয়েছিল। নাৎসীবাদ জার্মানীর বিরাট জনসাধারণের মধ্যে 'জার্মান জাতিই শ্রেষ্ঠতম' এই ধারণার সৃষ্টি করতে পেরেছিল। সে প্রভাব আজও সম্পূর্ণ কেটেছে কি না সন্দেহ আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভাবাদর্শগত দিক হলো গণতন্ত্র বনাম ফ্যাসিবাদের লড়াই। ভাবাদর্শগত লড়াইয়ে যেখানে প্রতিটি শব্দ যুদ্ধাস্ত্রের ভূমিকা পালন করে সেখানে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অবশ্যই অগ্রগণ্য। ঠিক এই কারণেই গ্রন্থাগার সমূহের উপর আক্রমণ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে আক্রমণকারী দেশ কিছুমাত্র পিছিয়ে থাকে না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপের গ্রন্থাগারগুলিকে হিটলারের সেনাবাহিনী কি ভাবে ধ্বংস করেছিল। এ ধ্বংস বোমা, মেশিনগানের আক্রমণে যতটা হয়েছে তার চাইতে বেশি ক্ষতি হয়েছে গ্রন্থসম্পদ লুণ্ঠনের মাধ্যমে। ১৯৩৯ সালে চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের সময় সমস্ত বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়, তাদের গ্রন্থাগারগুলো লুঠ করা হয়। প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ লক্ষ বই জার্মানীর রক্ষামূলক হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। চেক দেশের ২১৩টি গ্রন্থাগারের ৭০ ভাগ সংগ্রহ ধ্বংস করা হয়। পোল্যাণ্ডের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়। গ্রন্থাগারগুলিকে ধ্বংস তো করা হয়ই তা ছাড়া সে দেশের জনসাধারণ কি পড়বে বা পড়বে না সেটা ঠিক করে দেয় জার্মান সেনাবাহিনী। সমস্ত ইংরাজী ও রুশী বই নষ্ট করা হয়, সেই সঙ্গে ৫৯ পৃষ্ঠার একটি বর্জনীয় বইয়ের তালিকা প্রকাশ করা হয়। ইউরোপের জার্মান আক্রান্ত সমস্ত দেশের গ্রন্থাগারগুলির উপর একই কায়দায় আক্রমণ নেমে আসে রুশীদেশের ২০ লক্ষ বই নষ্টকরা হয়। হিটলার বিজিত দেশের যাবতীয় শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি মূলক সম্পদ সমূহ বিজয়ী দেশগুলিতে নিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। কিয়েভ শহরের প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ গ্রন্থাগার-সমূহের সম্পদ সমূহ নষ্ট করা হয়। ১৯৪০ আলসাস ও লোরেনের সমস্ত বইয়ের জনসমক্ষে বহ্নুৎসব করা হয়।

ইউরোপে বই ধ্বংসের থেকেও ক্ষতিকারক দিকটি হলো 'ইনটেলেকটুয়াল ব্লাকআউট' তৈরী করা। কঠিন সেন্সরশিপের নিগড়ে সমস্ত সাহিত্যিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা বাঁধা পড়ে। বহু বই আটক করা হয়। ফরাসী প্রকাশক সমিতিকে অঙ্গীকার করতে বাধ্য করা হয় যে জার্মানদের বিরুদ্ধে তারা কোন বক্তব্য প্রকাশ করবে না। সুতরাং মানুষকে তাদের সহজাত ভাবধারা প্রকাশ ও পরিবেশন থেকে বঞ্চিত করা হয়।

উপরিউক্ত ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে যুদ্ধ যে মতবাদ বা আদর্শের কারণেই সংগঠিত হোক না কেন তা গ্রন্থাগার তথা তথ্য ব্যবস্থাকে আঘাত করে। অবশ্য আগামী দিনে যুদ্ধের প্রকৃতি হিসাবে যে ধরণের সমরাস্ত্রের উৎপাদন হচ্ছে তাতে গ্রন্থাগার শুধু নয় মানব সভ্যতা কয়েকবার ধ্বংস হতে পারে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং এরকম বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই একত্রিত হবেন। গ্রন্থাগারিকরা এর্থ নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম হবেন না।

# ইতস্ততঃ

( স্মৃতিচারণ )

## পঞ্চদশ পর্ব

[ লাহোরের স্মৃতি (২) ]

### প্রমীল চন্দ্র বসু

লাহোরের অন্যান্য কিছু কিছু স্মৃতি যা' এলোমেলো-ভাবে মনে উঁকি দিচ্ছে, তারই কিছু এবার উল্লেখ করছি। লাহোরে আমি মাস সাতেক ছিলাম। এখানে এই সময়ে আমি যাদের সাথে বেশী মিশেছি তার মধ্যে এলাহাবাদে প্রবাসী বাঙালী ও সেখানকার ইউ: ক্রীশ্চান কলেজের অধ্যাপক লাহোরে আমার সহপাঠি স্বর্গীয় ভূপেন্দ্র ব্যানার্জীর কথাই সর্বাগ্রে বলতে হয়। অবশ্য ইতিপূর্বে তার কথা কিছু বলেছি।

বেশ লম্বা চওড়া সুগম উদ্রেক করার মত ভাবিক্তি চেহারা ছিল ব্যানার্জীর অর্থাৎ ভূপেনের। আমরা একসঙ্গে রাস্তায় চলার কালে ওদেশের সাধারণ লোক আমাদের সামনে পড়লে তাদের অনেকে তার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তো এবং লম্বা সেলাম দিত। বলিষ্ঠ চেহারার জন্যে বাঙলার বাইরে বাঙালীর এই সম্মান দেখে নিজে ক্ষীণকায় বাঙালী হয়েও জাতীয় আত্ম মর্যাদায় আমি গর্ব বোধ করতাম। চেহারা বিশাল হলেও এক বিষয়ে ব্যানার্জী কিন্তু শিশুর মতই অসহায় ছিল। সে ক্ষিধে আদৌ সহ্য করতে পারত না। 'তারিণী লজে' রাত্রের খাবার তৈরী হতে কোনদিন দেরী হলে ক্ষিধের তাড়নায় সে, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যই বিছানায় শুয়ে শিশুর মত কাঁদতে থাকত। প্রথম প্রথম আমি মনে করতাম সে বুঝি তামাশা করছে। পরে যখন বুঝলাম, না সত্যই সে ক্ষুধায় কাতর তখন বিস্কুট চানাচুর এই সব টুকিটাকি কিছু খাবার জিনিস সরবরাহ করে শিশুর মতই তাকে শান্ত করতে হত। তার আর একটা আচরণও আমার কাছে অদ্ভুত মনে হত। সে খুবই শীতকাতুরে ছিল। তারিণী লজে থাকাকালে শীতের মধ্যে স্নানের জন্য প্রয়োজনে গরম জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। আমি অবশ্য প্রত্যহ সকালে হিমশীতল জলেই স্নান করতাম তা' দেখে সে অবাক হয়ে যেত। অবাক হবারই কথা। শীতের সেই সাত সকালে মাথায় বরফের মত ঠাণ্ডা জল ঢাললে মনে হত কে যেন করাত দিয়ে মাথাটা চিরে দিচ্ছে। তবে স্নানের পর শুকনো জামা কাপড় পরে যে তৃপ্তি পেতাম তা ছিল পরম উপভোগ্য। ভূপেন ঠাণ্ডা জলে স্নান তো কোন দিনই করে নি, গরম জল নিয়েও কচিৎ কদাচিৎ স্নান করেছে তাও আমার তাগিদে। গরম জলের পরদা বাঁচাবার জন্যে যে সে স্নান করতো না তা নয়। আসলে সে ছিল, পূর্বেই বলেছি, দারুণ শীতকাতুরে। স্নান করতে হলে বাথরুমের মধ্যে দরজা জানালা বন্ধ অবস্থায় থাকলেও অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য গাত্রাবরণ তো খুলে ফেলতে হবে। দারুণ শীতের মধ্যে সেই কিছুক্ষণের জন্যে নগ্ন গাত্রে থাকার যে কষ্ট সেটুকু কষ্ট স্বীকারে সে রাজী ছিল না। তার ভীষণ স্নান-ভীতি ছিল। ফলে প্রায় সারা শীত কালটাই সে অস্নাত ছিল। এই সূত্রে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল।

আমি ভারতের বাইরে ছাড়া নিজের দেশে সর্বত্র সবসময়ে সাধারণতঃ ধুতি পাঞ্জাবী ব্যবহার করেছি, সারা জীবন। এই জন্যে কত সময়ে কত অনুকূল, প্রতিকূল অথবা ঠাট্টা বিদ্রূপ সূচক মন্তব্য শুনেছি কত

লোকের কাছে। অক্টোবর মাসের একেবারে প্রথমে আমি যখন ধুতি পরা অবস্থায় লাহোরে উপস্থিত হলাম তখন সেখানকার অনেক বাঙালী হিতৈষী আমাকে বলেছিলেন, শীতকালে লাহোরে ধুতি ব্যবহার করা আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে না। ইতিপূর্বে প্রায় বৃদ্ধ বয়সে গান্ধীজি রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগ দিতে যখন বিলেতে গিয়েছিলেন তখন তিনি গায়ে শাল জড়িয়ে তাও বিলেতের শীত কাটিয়ে সুস্থ শরীরে দেশে ফিরেছিলেন, খবরের কাগজ মারফৎ সে খবর আমার জানা ছিল। আমি চিন্তা করলাম এত বেশী বয়সে গান্ধীজি কটিবস্ত্র পরিধান করে শুধু শালের আড়ালে যদি বিলেতের শীত কাটিয়ে উঠতে পারে। তবে যুবকপুত্রব আমি পূর্ণ ধুতি ব্যবহার করে লাহোরের শীত কি আর সহ্য করতে পারব না। দেখাই যাক না কি হয়। বলাবাহুল্য সারা শীতকাল শুধু ধুতিই ব্যবহার করেছিলাম আমি সেখানে। তবে ঠাণ্ডা লেগে যাতে বিদেশে অসুস্থ হয়ে না পড়ি সেজন্যে ঊর্ধাঙ্গের জন্যে একটা কোট ও একটা তুলোর বাণ্ডিল তৈরী করে নিয়েছিলাম। মধ্যে মধ্যে সেগুলো ব্যবহার করেছি। ভূপেন শীতকাতুরে, লোক। সে সর্বদা গরম স্যুট ব্যবহার করত। কচিৎ-কদাচিৎ ধুতি পরলে সে তার সাথে গরম ড্রয়ার বা অন্তর্বাস, গরম গেঞ্জি, সোয়েটার, মাফলার কোট এসবও ব্যবহার করত।

একদিন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর একটা বই-এর আলমারির দু-পিঠে আমরা ছাত্রের দল দু-ভাগে ভাগ হয়ে কাজ করছিলাম। ভূপেন, আমি এগুলেই ছিলাম। হঠাৎ অন্তরালের এক আলোচনা আমাদের কর্ণগোচর হল। আলোচনাসূত্রে তাঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকের স্বদেশ প্রেম, জাতীয়তা বোধ ইত্যাদি নিয়ে কথা বলছিলেন। শুনলাম তাঁদের অভিমত, এসব বিষয়ে বাঙালীই অগ্রগামী। আবার ভিন্ন প্রদেশে বসবাসকারী প্রবাসী বাঙালী অপেক্ষা খোদ বঙ্গভূমির বাঙালীরাই অধিকতর অগ্রসর। উদাহরণ হিসেবে তাঁরা বললেন, এই দেখনা ব্যানার্জী প্রবাসী বাঙালী, আর বোস বঙ্গভূমি বাঙালী। তাই বোস এত শীতের মধ্যেও নিজেদের পোষাক ধুতিই সর্বদা ব্যবহার করে। আর ব্যানার্জী বাঙালী হলেও প্রবাসী বাঙালী তাই সে বোসের মত সর্বদা ধুতি ব্যবহার করে না। ভিন্ন প্রদেশের সহপাঠীদের এই মন্তব্য স্বকর্ণে শোনার পর অতঃপর ব্যানার্জী ধুতির ব্যবহার কিছু বাড়িয়ে দিয়েছিল। দিন পালটে গেছে। আমার ভিন্ন প্রদেশের সহপাঠীদের এই মন্তব্য বঙ্গভূমিতে বসবাসকারী বাঙালী সম্বন্ধে নানা কারণে এখন আর প্রযোজ্য নয়। এই পরিবর্তনে দেশের ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে সেটা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু এটা ঘটেছে।

ছাত্রদের মধ্যে বোধহয় সব যুগেই কিছু চঞ্চল প্রকৃতির ও চপলমতি কৌতুকপ্রিয় ছাত্র থাকে। সে যুগেও ছিল। তাদের কেউ কেউ শিক্ষকদের আড়ালে তাঁদের নিয়ে ফাই নষ্টিও করে। ভূপেনের কাছে শুনেছিলাম এসহাবাদে তাদের কলেজের ছাত্ররাও তা করে থাকে। তারা অনেক সময়ে ক্লাসে কোন অধ্যাপক আসার আগে ইঙ্গিতে তাঁর উদ্দেশ্যে ব্ল্যাকবোর্ডে কিছু রসাত্মক মন্তব্য লিখে রাখে। অন্যান্য অধ্যাপক সম্পর্কে তারা কি লিখত তা আজ আর আমার মনে না থাকলেও ভূপেন সম্বন্ধে একদিন যা লিখেছিল তা বেশ মনে আছে। ভূপেন কিঞ্চিৎ স্থূলকায় হলেও শুনেছিলাম তার স্ত্রী ছিলেন ক্ষীণকায়া ছাত্রেরা সে খবর রাখত। একদিন ক্লাসে এসে ভূপেন দেখে ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা আছে 'Life is heavier than wife'।

ভূপেনের শ্বশুর ছিলেন, সিভিল সার্জেন। বিয়ের পর লক্ষ্ণৌতে শ্বশুরালয়ে এসে সে একদিন শ্বশুর মশায়ের বন্দুক নিয়ে কিছু দূরে নদীর ধারে পাখী শিকার করতে যায়। এক ঝোপের মধ্যে পাখীকে লক্ষ্য করে সে বন্দুক ছোড়ে। পাখী উড়ে যায়। ঝোপের আড়ালে কয়েকজন ঘেসুড়ে ঘাস কাটছিল; বন্দুকের গুলিতে তাদের একজন আহত হয়। স্থানীয় লোকের এসে খুব হৈ-চৈ আরম্ভ করে দেয়। খবর পেয়ে শ্বশুর মশাই ছুটে এলেন। পুলিশও এলো। নতুন জামাই, শ্বশুর বাড়ী এসে একি বিপত্তি। লজ্জায় আত্মগ্লানিতে ভূপেন তো সীতা দেবীর মত প্রার্থনা করছে,

মা বসুন্ধরা তুমি দু-ভাগ হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি। যা হোক প্রভাবশালী বন্ধুর মশাইয়ের দৌলতে সে যাত্রা অল্প দুর্ভোগের উপর দিয়েই তার বিপদ কেটে গেলে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, জীবনে আর কখনও সে বন্দুক স্পর্শ করবে না। কিন্তু স্ত্রীর কাছেই আবার শুনেছিলাম সে প্রতিজ্ঞা সে শেষ পর্য্যন্ত রাখতে পারে নি। অন্যান্য নেশার মত বন্দুকের বা শিকারের নেশার নাকি এমনি মহিমা।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানিকার ক্লাসে আমাদের ছুটি-ছাটা বড় একটা ছিল না। যতদূর মনে হয় সকাল আটটা থেকে বেলা এগারোটা পার্যন্ত গ্রন্থাগার বিদ্যার তত্ত্ববিষয়ক ( theoretical ) ক্লাস এবং বেলা একটা থেকে চারটা পর্য্যন্ত হাতে-কলমে কাজ করার ( practical ) ক্লাস হত। তারপরে আবার বিকালে একঘন্টা 'ভাষা' ( language ) বিষয়ক ক্লাস হত। রবিবারটা অবশ্য সাধারণতঃ ছুটি থাকত। সেদিন ছাড়া কখনও এক আধদিন অন্য ছুটি পেলে কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসতে ভালই লাগত। এমনি এক ছুটির দিনে সকালবেলা ডুপেনের সাথে আমি অমৃতসর শহরে বেড়াতে গেলাম। প্রথমেই আমরা গেলাম জালিয়ানওয়ালাবাগে। ঐ বাগের সেক্রেটারি ডাক্তার ধনীচরণ মুখার্জী সম্পর্কে যে ডুপেনের দাদা হতেন সেকথা পূর্বে বলেছি। আমাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি ঘুরে ঘুরে জালিয়ানওয়ালাবাগের সব কিছু দেখালেন। বাগের চতুর্দিক খুব উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। একদিকে বাগে প্রবেশের ও নির্গমনের জন্য মাত্র একটি অপ্রশস্ত পথ। তখন থেকে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে পরাধীন ভারতে প্রভু ইংরেজ সরকারের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের বিরাট এক প্রতিবাদ সভা আহুত হয় এই জালিয়ানওয়ালাবাগে। শত শত ভারতীয় এমন কি শিশুসহ বহু নারী উপস্থিত হয়েছিলেন এই প্রতিবাদ সভায়। আর প্রতিহিংসায় উন্মত্ত উদ্ধত ইংরেজ জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে ও নির্দেশে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী উদ্যানের সেই প্রবেশ ও নির্গমনের একমাত্র সঙ্কীর্ণ পথটি অবরোধ করে বাগে সমবেত নিরস্ত্র সেই বিশাল নিরপরাধ ও নিরস্ত্র জনগণের উপরে, নির্বিচারে অজস্র গুলি বর্ষণে অসংখ্য নারী পুরুষ ও শিশুকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল সেদিন। আগ্নেয় অস্ত্র থেকে নির্গতগুলি উদ্যানের অভ্যন্তরে প্রাচীর ভেদ করে অনেক ছিদ্রের সৃষ্টি করেছিল প্রাচীরের গায়ে। দেখলাম এতদিন পরেও লোহার পাতলা জালের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে সেই সব ছিদ্র ঢেকে সংরক্ষিত অবস্থায় আছে। আর দেখলাম বাগের মধ্যের মরণ ঝাঁপের সেই কূয়া। ঝাঁকে ঝাঁকে প্রক্ষিপ্ত ডায়ার বাহিনীর গুলির বর্ষণে আক্রান্ত অসংখ্য নারী পুরুষ ও শিশু আত্মরক্ষার আশায় ব্যাকুল ও নিরুপায় হয়ে উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত ঐ কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল সেদিন এবং তাদের অধিকাংশই সেখানে প্রাণত্যাগ করেছিল। সেই ভয়াবহ দৃশ্যের সাক্ষী হিসেবে কূপটি সংরক্ষিত আছে। এতদিন পরে উদ্যানের দৃশ্য দেখে এবং নরপশু জেনারেল ডায়ারের সেদিনের পৈশাচিক তাণ্ডব-লীলার পুরনো কাহিনী আবার নতুন করে ডাঃ মুখার্জীর মুখে শুনে আমাদের দেহের লোম কণ্টকিত হয়ে উঠেছিল। দেখা শেষ হলে ডাঃ মুখার্জীর অনুরোধে সেদিনকার মধ্যাহ্ন ভোজন আমরা তাঁর বাসাতেই সেরে নিলাম।

অতঃপর অমৃতসরের পবিত্র সরোবরের মধ্যস্থলে অবস্থিত শিখদের বিখ্যাত স্বর্ণমন্দির দেখে আমরা এক হোটেলে উপস্থিত হলাম। সেখানে যাবার কারণ, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ এক বাঙালী ভাক্তার সেখানে থাকতেন। কার্যোপলক্ষে তিনি প্রায়ই লাহোরে যেতেন এবং 'তারিণী লজে' উঠতেন। ঐ লজেই তাঁর সাথে আমাদের পরিচয়। অমৃতসরে যাবার জন্য এবং সেখানে যে হোটেলে তিনি থাকেন সেখানে তাঁর অতিথি হবার জন্যে তিনি আমাদের পুনঃপুনঃ সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। পরের দিন সকালেই লাহোরে আমাদের ক্লাসে উপস্থিত হতে হবে সে কথা শুনেও তিনি আমাদের কিছুতেই সে রাত্রে আসতে দিলেন না। অগত্যা রাত্রিটা ঐ হোটেলে কাটিয়ে পরের দিন খুব ভোরে আমরা লাহোরে যাবার জন্য রেল ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথে অর্বাচীন চপলতায় আমাদের বালকোচিত এক আচরণের কথা স্মরণ করলে লজ্জায়

আজও আমাদের অধোবদন হতে হয়। ঘটনাটা এখনও মনে আছে যখন লজ্জাবোধ করলেও সেটা উল্লেখই শুধু করি।

অতি প্রত্যুষে হোটেল থেকে আমরা তুজন অমৃতসর রেল ষ্টেশনাভিমুখে রওনা দিলাম। ঘন কুয়াশায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন। এক হাত দূরের বস্তুও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। পথ একান্ত নির্জন। কোনদিকে জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর দেখি বৃহৎ এক রাসভ বাহিনী কোন অভিভাবক বা পরিচালকের তত্ত্বাবধান ছাড়াই স্বাধীনভাবে মন্থর গতিতে দলবদ্ধ হয়ে পথ বেয়ে চলেছে। ভূপেনের মাথায় এক দুষ্ট বুদ্ধির উদয় হল। সে বললে "এত ভোরে এই শীতে ও কুয়াশার মধ্যে আমরা আর কষ্ট করে হেঁটে যাই কেন। রাস্তায় এখনও যখন লোক চলাচল শুরু হয়নি। তখন এস আমরা তুজনে সকলের অলক্ষ্যে তুটো বেওয়ারিশ গাধাটার পিঠে উঠে যতটা সম্ভব পথ আরামে এগিয়ে যাই।" এই কথা বলেই সে লাফ দিয়ে এক গর্দভ সন্তানের পৃষ্ঠদেশে উঠে বসল। তাতে গর্দভের আপত্তির কোন লক্ষণ প্রকাশ পেল না। ভারবাহী জীবটি পূর্বের মতই মন্থর গতিতে হেলে তুলে অগ্রসর হতে লাগল। গর্দভ পুঙ্গবের আচরণে উৎসাহিত বোধ করে ভূপেন আর এক গর্দভের পিঠে ওঠার জন্য আমাকে পুনঃপুনঃ আহ্বান জানাতে লাগল। লজ্জিত বোধ করলেও চোখের সামনে তার কৃতিত্ব ও সাফল্যের পরিচয়ে আমি উৎসাহিত হয়ে চারিদিকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আর এক রাসভের পৃষ্ঠদেশে আরোহন করলাম। আসলে গাধার পিঠে ওঠবার সাফল্যে এবং উৎসাহের আতিশয্যে ভূপেন ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড করে বসলো।

পূর্বোক্ত মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ ভদ্রলোক 'তারিণী লজে' থাকাকালে নিজ মনে প্রায়ই গান গাইতেন। একটি গানের একটি কলি—"রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, কাম গন্ধ নাহি তায়" তাঁর খুব প্রিয় ছিল। গানটির এই অংশ তিনি প্রায়ই জোরে জোরে গাইতেন। ভূপেনকে আমি কোনদিন প্রকাশ্যে বা জনান্তিকেও সঙ্গীত চর্চা করতে শুনি নি। আজ মনের উল্লাসে সে সহসা উচ্চকণ্ঠে গায়েন ঐ কলির ঐ অংশ গেয়ে উঠলো। হঠাৎ উচ্চগ্রামের গানে প্রেরণা লাভ করে অথবা উচ্চকণ্ঠের এই সঙ্গীতে তার প্রভুপরীর নির্ভেজাল প্রেমের প্রশস্তিতে উল্লসিত হয়ে ভূপেনের বাহক মন্থর গতি জীবটি হঠাৎ তার গতিবেগ বৃদ্ধি করে দিল। ভূপেন তাতে সন্তুষ্ট না থেকে তার গতিবেগ আরও দ্রুততর করার উদ্দেশ্যে নিজের ওষ্ঠাধর একত্র সংযোজন করে ফুৎকারে কাঁপিয়ে এমন এক বিকট শব্দের সৃষ্টি করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে জুতা দিয়ে রাসভ নন্দনের উদর দেশে সস্নেহে সজোরে এমন এক পদাঘাত করলো যে সেই নিরীহ জীবটি সম্ভবতঃ নিজেকে চরম অপমানিত বোধ করে চার পা তুলে প্রচণ্ড এক উল্লম্ফন দিলো। গর্দভের মাত্র গলদেশের সামান্য লোম অবলম্বনে বিপালাকায় ভূপেন আর নিজের দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরে চার হাত পা মেলে দিয়ে চিৎ হয়ে একেবারে 'পপাত ধরিণীতলে'। মাটিতে পড়ে সে আর নড়েও না চড়েও না। ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে আমি তাড়াতাড়ি আমার বাহন থেকে নেমে পড়ে তার কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে ধরে তুললাম এবং প্রাথমিক হাতুড়ে শুশ্রূষায় তাকে কিঞ্চিৎ চাঙ্গা করে তুললাম। মনে পড়িলো কোন বাঙালী কবি বিহার প্রদেশে এক্কাগাড়ী থেকে পড়ে গিয়ে গান রচনা করেছিলেন, "বিদেশে বিহারে চড়িনু এক্কা, হেরিনু মদিনা, মক্কা," ভূপেন এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে জামা কাপড়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে ফিসফিস করে বললে, 'কেউ দেখেনি তো'।

লাহোরে গ্রন্থাগার বিদ্যার শিক্ষা শেষ করে ভূপেন বিকানীরে ষ্টেট লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ানের পদে যোগদান করে। আরও কিছুদিন পরে সে এলাহাবাদ পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ানের পদ গ্রহণ করে নিজের জায়গা এলাহাবাদে ফিরে আসে। তার সাথে আমার চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। এক সময়ে প্রয়াগের হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষে আমার প্রণীত 'গ্রন্থকার নামা'র এবং হিন্দী সংস্করণ প্রকাশের অনুমতি চেয়ে সে আমাকে একটি চিঠি লেখে। আমি তাকে এ বিষয়ে পরে গ্রন্থাগার পরিষদের সাথে যোগাযোগ করতে বলি। তার অল্পদিন পরেই অকস্মাৎ সে পরলোক গমন করে।

[ ক্রমশঃ ]

# পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারের সূচীকরণের সমস্যা ও সমাধানের উপায়

গৌতম গোস্বামী

১ **ভূমিকা :** গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। গ্রন্থাগারের প্রধান লক্ষ্য হল পাঠক ও ব্যবহারকারীদের জন্য উন্নতমানের পরিষেবার আয়োজন করা, যাতে প্রতিটি পাঠক বা ব্যবহারকারী তাঁর প্রয়োজনীয় পাঠ্যসামগ্রী বা তথ্য সহজেই গ্রন্থাগার থেকে আহরণ করতে পারেন। গ্রন্থাগারের পরস্পরের কথা স্মরণে রেখে পরিষেবার মান উন্নত করতে হলে গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বই ও পত্র-পত্রিকা যথাযথভাবে বর্গীকৃত ও সূচীকৃত করে রাখা প্রয়োজন, যাতে একজন পাঠক বা ব্যবহারকারী ঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বা তথ্য পেতে পারেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "লাইব্রেরীকে ব্যবহার্য করতে গেলে লাইব্রেরীর সুস্পষ্ট ও সর্বাঙ্গসুন্দর হওয়া চাই। নইলে তার মধ্যে প্রবেশ চলে না। সে এমন একটা সহরের মত হয়ে ওঠে যার বাড়ির বিস্তর কিন্তু পথ ঘাট নেই"। সুস্পষ্ট ও সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ব্যবহারের যে পথঘাট-এর কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন তা হ'ল বর্গীকরণ ও সূচীকরণ। বর্গীকরণের উদ্দেশ্য হল গ্রন্থাগারের নানা ধরণের পাঠ্যসামগ্রী বিষয়ানুযায়ী সুবিন্যস্ত ভাবে রাখা, আর সূচীকরণের উদ্দেশ্য হল সে গুলির হদিশ পাঠকদের দেওয়া যে গ্রন্থাগারে কি কি বই অন্তর্ধরনের পাঠ্য ও শ্রবণ বীক্ষণ বস্তু (Audio Visual materials) গ্রন্থাগারে আছে। এখানে আলোচ্য বিষয় হল পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারের সূচীকরণের কিছু সমস্যা ও সমাধানের উপায় নিয়ে।

জাতীয় গ্রন্থাগার বা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বা বিশেষজ্ঞদের গ্রন্থাগারে যে ধরনের ব্যাপক ও সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম সূচীকরণ প্রচলিত তা একটি ছোট সাধারণ গ্রন্থাগারে অনুসৃত হওয়ার প্রয়োজন বা সম্ভাবনা আপাতত নেই। ছোট ছোট সাধারণ গ্রন্থাগারে সূচীকরণের নীতি নির্দ্ধারণ-কালে আমাদের যে কয়টি বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে তা হল :—

(ক) সাধারণ গ্রন্থাগারের পাঠকদের ব্যবহারিক সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে এই সূচী তৈরী করতে হবে।

(খ) এই সূচী প্রণয়ন যাতে ব্যয়বহুল না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

(গ) ছোট ছোট গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকই একমাত্র বৃত্তিকুশলী কর্মী অন্যান্য কাজের সঙ্গে এই কাজটিও যাতে সহজভাবে করতে পারেন সেদিক লক্ষ্য রাখতে হবে।

২ **মুখ্য বিবেচ্য বিষয় :** উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে, পশ্চিমবঙ্গের ছোট ছোট সাধারণ গ্রন্থাগার গুলির সমস্যা স্মরণে রেখে, যে তিনটি মূল বিষয় নিয়ে যে আলোচনা প্রয়োজন তা হল :

২১ সূচীর বাহ্যিক প্রকারভেদ এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য সূচীর বাহ্যিকরূপ।

২২ সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য সহজ সূচীকরণ পদ্ধতি।

২৩ বাংলা বইয়ের বিষয় শিরোনামার সমস্যা।

২১ **সূচীর বাহ্যিক প্রকারভেদ**

সূচীর তিনটি বাহ্যিক প্রকারভেদ সম্পর্কে আমরা অল্পবিস্তর পরিচিত। বই বা লেজার পদ্ধতিতে যে সূচী হয় তা ছাপানো বা টাইপ করা বা সাইক্লোস্টাইল করা বা হাতে লেখা হতে পারে। বই পদ্ধতিতে তৈরী সূচী ঘাটা অনেক সহজ-সরল। অধিকন্তু এই ধরণের সূচীর সাইক্লোস্টাইল বা ছাপা একাধিক কপি থাকলে লাইব্রেরির যে

কোন জায়গায় বসে এবং প্রয়োজনবোধে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এই সূচী দেখা যেতে পারে। কিন্তু এই সব গুণ থাকা সত্ত্বেও এর প্রধান ত্রুটিগুলি হল :

(ক) নূতন সংগৃহীত বইয়ের তথ্য যথাস্থানে সংযোজন দুঃসাধ্য ব্যাপার।

(খ) যে সব বই হারিয়ে গেছে এবং গ্রন্থাগার থেকে যে সব বইয়ের ব্যবহার প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে সে সব বইয়ের তথ্য প্রত্যাহৃত হলে সূচীর বাহ্যিক শোভা বিঘ্নিত হয়।

(গ) এই ধরণের সূচী নির্মাণ ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ।

এই সব কারণে পত্রিকার সূচী ( Card form ) এবং শীফ আকারে সূচী ( Sheaf form ) গ্রন্থাগারগুলিতে ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। উভয় ধরণের সূচীতে নূতন সংলেখ ( Entry ) সংযোজন বা প্রত্যাহার সহজে করা যেতে পারে। এর যে কোন একটি সাধারণ গ্রন্থাগারে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে ব্যবহারিক উপযোগিতার দিক থেকে এবং অন্যান্য ধরনের গ্রন্থাগারের সূচীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার প্রয়োজনে পত্রাকার সূচী গ্রহণ সমধনযোগ্য।

২২ **সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে উপযোগী সহজ সূচীকরণ পদ্ধতি,**

এখানে যে কয়টি বিষয়ে আলোচনা কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন তা হল :

২২১ একটি বইয়ের জন্য কয়টি সংলেখ তৈরী করা প্রয়োজন।

২২২ প্রতিটি সংলেখে কি কি তথ্য দেওয়া হবে।

২২৩ সংলেখ তৈরীর ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রচলিত কিছু নিয়ম।

২২১ **একটি বই এর জন্য কয়টি সংলেখ তৈরী করা প্রয়োজন**—সূচীকরণের নিয়মানুযায়ী গ্রন্থকার, গ্রন্থকারের সহযোগী ( যথা সম্পাদক, অনুবাদক, চিত্রকর ইত্যাদি ), বিষয়, গ্রন্থমালা ( Series ) এবং প্রয়োজন বোধে গ্রন্থের অংশবিশেষের জন্য সংলেখ ( Entry ) তৈরী করা উচিৎ। কিন্তু এত সব সংলেখ কি সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রয়োজন? অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে সাধারণ গ্রন্থাগারের অধিকাংশ পাঠকই গ্রন্থকারের নাম বা গ্রন্থের আখ্যা দিয়ে বই খোঁজেন। কখনো কখনো বা বিষয়ের অধীনেও খোজেন। এই অবস্থায় একটি বইয়ের জন্য ন্যূনতম যে তিনটি সংলেখ করলেই চলবে তা হল :

(ক) **প্রধান সংলেখ** ( Main Entry ) গ্রন্থকারের নামে, অর্থাৎ যিনি সংশ্লিষ্ট বইটি সৃষ্টির জন্য দায়ী। এই ক্ষেত্রে এক বা একাধিক ব্যক্তিগত লেখক, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা, সংকলন বা মৌলিক সম্পাদনার ক্ষেত্রে সংকলক বা সম্পাদক বা এই ধরনের গ্রন্থকার নির্ণয়ের সম্ভব না হলে আখ্যার অধীনে বা গ্রন্থকার-নাম বিহীন চিরায়ত সাহিত্যের ক্ষেত্রে ( Anonymous Classies ) একরূপী শিরোনামার Unifrom Heading ) অধীনে সংলেখ তৈরী করা প্রয়োজন।

খ) আখ্যা সংলেখ ( Title Entry ) : শুধু যে সব ক্ষেত্রে মূল বা প্রধান সংলেখটি ( Main Entry ) আখ্যার নামে করা হয়েছে সে সব ক্ষেত্র ছাড়া প্রতিটি বইয়ের আখ্যার নামে সংলেখ তৈরী করা প্রয়োজন।

গ) **বিষয় সংলেখ** ( Subject Entry ) : সামগ্রিক ভাবে বইয়ের বিষয়টি বিবেচনা করে বিষয় শিরোনামার অধীনে প্রতিটি বইয়ের জন্য বিষয় সংলেখ তৈরী করা প্রয়োজন। কখনো কখনো একাধিক বিষয় শিরোনামার অধীনে সংলেখ হতে পারে।

২২২ **প্রতিটি সংলেখে কি কি তথ্য দেওয়া হবে :—**

সূচীকরণের নিয়মানুযায়ী যাবতীয় তথ্য এই ধরণের সূচীতে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সূচীকরণ পদ্ধতি সহজ ও সরলীকরণ করার পক্ষে প্রধান যুক্তিগুলি হল—

ক) অধিকাংশ পাঠকের ক্ষেত্রে ঐ ধরণের বিস্তারিত তথ্য কোন কাজে লাগে না।

খ) বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত সূচী প্রণয়ন সময়ও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার।

গ) এই ধরণের সূচীর লক্ষ্য হল শুধু লেখক, আখ্যা

বা বিষয়ের অধীনে কি কি বই আছে তা বলে দেওয়া। বই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই।

এই ধরণের সহজ ও সরলীকৃত সূচীতে ( Simplified Catalogue ) যে সব তথ্য দেওয়া প্রয়োজন তা হল—

ক) গ্রন্থকার বা লেখকের নাম

খ) আখ্যা ( দুই বা তিনজন লেখক হলে আখ্যার সঙ্গে সব কয়টি নাম উল্লেখ করা যেতে পারে )।

গ) সংস্করণ—প্রকৃত অর্থে সংস্করণ হলেই এই সংক্রান্ত তথ্য দিতে হবে।

ঘ) প্রকাশ তারিখ—প্রথম প্রকাশের বৎসর বা কোন একটি সংস্করণের প্রকাশ বৎসরটি দিতে হবে। সর্বশেষ মুদ্রণের তারিখটি বন্ধনীর মধ্যে দিতে হবে।

৪। **বইয়ের আখ্যাপত্র**—মহাচীনের পথিক/ডাক্তার নর্মান বেথুনের জীবন কাহিনী/টেড অ্যালান ও সিডনি গর্ডন রচিত/দি ব্যালপেল, দি সোর্ড-এর বঙ্গানুবাদ/অনুবাদ/কল্যাণ চৌধুরী/কবিতাংশের অনুবাদ,সময় পেন/সুবর্ণরেখা/কলিকাতা ৯

আখ্যাপত্রের অপর পৃষ্ঠায়—প্রথম প্রকাশ ১৩৮৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৮৯

**সংলেখ**

ক) প্রধান সংলেখ—লেখকের অধীনে

অ্যালেন, টেড

মহাচীনের পথিক : ডাক্তার নর্মান বেথুনের জীবন কাহিনী, টেড অ্যালেন ও সিডনি গর্ডন রচিত। ১৩৮৬বঃ ( ১৩৮৯বঃ )।

খ) যুগ্ম লেখকের অধীনে সংলেখ :—

গর্ডন, সিডনি, যুগ্ম লেখক

অ্যালেন, টেড

মহাচীনের পথিক : ডাক্তার নর্মান বেথুনের জীবন কাহিনী, টেড অ্যালেন ও সিডনি গর্ডন রচিত।
১৩৮৬বঃ ( ১৩৮৯বঃ )।

গ) আখ্যা সংলেখ :—

মহাচীনের পথিক : ডাক্তার নর্মান বেথুনের জীবন কাহিনী

আলেন টেড

মহাচীনের পথিক : ডাক্তার নর্মান বেথুনের জীবন কাহিনী, টেড অ্যালেন ও সিডনি গর্ডন রচিত। ১৩৮৬ ব ( ১৩৮৯ব )।

ঘ) বিষয় সংলেখ :—

বেথুন, নর্মান—জীবনী

অ্যালেন, টেড

মহাচীনের পথিক : ডাক্তার নর্মান বেথুনের জীবন কাহিনী, টেড অ্যালেন ও সিডনি গর্ডন রচিত। ১৩৮৬ব ( ১৩৮৯ব )

অনুরূপভাবে যদি কোন বইয়ের লেখক তিনজন হয়, তবে প্রথমজনের নামে প্রধান সংলেখ এবং অপর দুজনের নামে অতিরিক্ত সংলেখ হবে। এছাড়া আখ্যা ও বিষয়েরও একটি করে অতিরিক্ত সংলেখ হবে।

যদি কোন বইয়ের লেখক তিনজনের বেশী হয়, তবে আখ্যা দিয়ে প্রধান সংলেখ হবে এবং প্রথম লেখকের নামে ও বিষয় দিয়ে অতিরিক্ত সংলেখ করতে হবে।

২। **সম্পাদক**

আখ্যাপত্র—পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা/অশোক মিত্র সম্পাদিত/দিল্লী/ম্যানেজার অফ পাবলিকেশন্স/১৯৬৯

অশোক মিত্র।

পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা। অশোক মিত্র সম্পাদিত। দিল্লী, ম্যানেজার অফ পাবলিকেশন্স, ১৯৬৯।

অতিরিক্ত সংলেখ—১। বিষয় ক) আখ্যা

৩। **সংকলক**

আখ্যাপত্র—আধুনিক বাংলা কবিতা/বুদ্ধদেব বসু সংকলিত/৩য় সংস্করণ/কলিকাতা/এম. সি. সরকার/১৯৫৯

বুদ্ধদেব বসু, সংকলক

আধুনিক বাংলা কবিতা।

৩য় সং কলিকাতা, এম. সি.

সরকার, ১৩৫৯।

অতিরিক্ত সংলেখ—১। বাংলা কবিতা—সংকলন

ক) আখ্যা

৩। **ছদ্মনাম**

আখ্যাপত্র—বজ্রজঁা / পরশুরাম / কলিকাতা / এম. সি. সরকার / ৩য় সংস্করণ / ১৩৮৯ / লেখকের আসল নাম রাজশেখর বসু।

পরশুরাম।

বজ্রজঁা। কলিকাতা,

এম. সি. সরকার, ১৩৮৮।

অতিরিক্ত সংলেখ—১। বাংলা উপন্যাস

ক) আখ্যা

এই ক্ষেত্রে বিষয় ও আখ্যা সংলেখ ব্যাতীত একটি রেফারেন্স সংলেখ করতে হইবে।

রাজশেখর বসু।

আরো দেখুন

পরশুরাম।

৫। **অ্যাডাপ্টর :**—অনেক ক্ষেত্রে অন্যভাষার রচনাকে বাংলা-ভাষায় অনুবাদ করা হয়। অনুবাদ রচনার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মূল রচনার কেবল অনুবাদ ছাড়াও অনুবাদকের নিজস্ব কিছু বক্তব্য থাকে, যাহা অনুবাদ রচনাকে সরলীকৃত বা সহজীকৃত করতে সাহায্য করে। এই ধরণের রচনাকে অ্যাডাপ্টেশন বলে। এই ক্ষেত্রে অনুবাদকের নামে মূল সংলেখ করা উচিৎ।

আখ্যাপত্র :—আরশির দেশে এ্যালিস। অজিত সেন। কলিকাতা। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড। ১৮৮০। এই গল্পগুলি লুইস ক্যারলের গল্প অবলম্বনে।

অজিত সেন।

আরশির দেশে এ্যালিস।

কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড,

১৮৮০।

লুইস ক্যারলের গল্প অবলম্বনে।

অতিরিক্ত সংলেখ—

১। বাংলা-ছোটগল্প

ক) ক্যারল, লুইস

খ) আখ্যা

৬। ক) **প্রতিষ্ঠান গত :** সরকারী

আখ্যাপত্র : পশ্চিমবঙ্গ সরকার। প্রচার বিভাগ। উন্নয়নের পথে পশ্চিমবঙ্গ। কলিকাতা।

পশ্চিমবঙ্গ। প্রচার বিভাগ।

উন্নয়নের পথে পশ্চিমবঙ্গ।

কলিকাতা [ তাঃ নাঃ ]

অতিরিক্ত সংলেখ : ১। পশ্চিমবঙ্গ-জাতীয় পরিকল্পনা

ক) আখ্যা

খ) **প্রতিষ্ঠান গত :** সংস্থা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল লাইব্রেরী

ডাইরেক্টরী। ২য় সং। কলিকাতা,

লেখক, ১৩৬৩।

৮। **ধর্মগ্রন্থ :**

আখ্যাপত্র : কালিকাপুরাণ। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। কলিকাতা। নবভারত। ১৩৮৪।

পুরাণ। কালিকাপুরাণ / বাংলা।

কালিকাপুরাণ। পঞ্চানন তর্করত্ন

সম্পাদিত। কলিকাতা, নবভারত, ১৩৮৪ বঃ।

অতিরিক্ত সংলেখ : ১। বিষয়

ক) পঞ্চানন তর্করত্ন, সম্পাদক।

খ) আখ্যা

এই ক্ষেত্রে একটি রেফারেন্স সংলেখ করিতে হইবে।

কালিকাপুরাণ।

দেখুন

পুরাণ / কালিকাপুরাণ / বাংলা।

## ২৩ বাংলা ভাষায় বিষয় শিরোনাম

বাংলা ভাষায় এখনো পর্যন্ত কোন নির্ভরযোগ্য বিষয় শিরোনামার তালিকা নেই। তাই এই বিষয় আমাদের যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। প্রয়াত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় রচিত "বাংলা গ্রন্থবর্গীকরণ", শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় রচিত "গ্রন্থাগার দর্পণ" এবং শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য রচিত বিষয় শিরোনাম গ্রন্থসমূহে যে সব বিষয় শিরোনামা ব্যবহার করা হয়েছে তার সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। এখানে একটি তালিকা দেওয়া হলো যার থেকে বিষয় শিরোনাম সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০১০ | গ্রন্থবিদ্যা/গ্রন্থপঞ্জী | ২০০ | ধর্মতত্ত্ব |
| ০২০ | গ্রন্থাগার বিজ্ঞান | ২২০ | খ্রীষ্টধর্ম |
| ০৩০ | কোষগ্রন্থ | ২৯৪'৩ | বৌদ্ধধর্ম |
| ০৫০ | পত্র-পত্রিকা | ২৯৫'৩ | জৈনধর্ম |
| ০৬০ | সমিতি ও সংস্থা | ২৯৪'৫ | হিন্দুধর্ম |
| ০৭০ | সংবাদপত্র | ২৯৫'৫৯২ | ব্রাহ্ম ধর্ম |
| ০৮০ | সাধারণ সংকলন | ২৯৪'৬ | শিখ ধর্ম |
| ০৯০ | দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ | ২৯৭ | ইসলাম ধর্ম |
| ১০০ | দর্শন | ৩০০ | সমাজবিজ্ঞান<br>সমাজবিদ্যা |
| ১১০ | অধিবিদ্যা/অধ্যাত্মবিদ্যা | ৩০১ | সমাজতত্ত্ব |
| ১৩০ | দেহ ও মন | ৩১০ | পরিসংখ্যান |
| ১৪০ | দার্শনিক মতবাদ | ৩২০ | রাষ্ট্রনীতি |
| ১৫০ | মনোবিজ্ঞান | ৩৩০ | অর্থনীতি |
| ১৬০ | তর্কবিজ্ঞান/তর্কশাস্ত্র | | [ ভারত—রাষ্ট্রনীতি |
| ১৭০ | নীতিধর্ম | | রাষ্ট্রনীতি—ভারত ] |
| ১৮১'৪ | ভারতীয় দর্শন | ৩৪০ | আইন |
| | | ৩৫০ | রাষ্ট্রশাসন |
| | | ৩৭০ | শিক্ষা |
| | | ৩৮০ | বাণিজ্য, পরিবহণ |
| | | ৩৯০ | সামাজিক রীতিনীতি |

ডিউই মতে ৪০০ হইতেছে Philology. এখানে য়ুরোপীয় প্রাচীনও আধুনিক ভাষার উপর যে স্থান দেওয়া হয়েছে, তাহার পরে প্রাচ্যদেশের স্থান অতি সামান্যই অবশিষ্ট থাকে। এখানে ৪০০ সংখ্যাকে নিম্নলিখিতভাবে করা হয়েছে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪০০ | ভাষা | ৬০০ | ব্যবহারিক বিজ্ঞান |
| ৪১০ | বাংলা ভাষা | ৬১০ | চিকিৎসাবিজ্ঞান/চিকিৎসাশাস্ত্র |
| ৪১১ | বাংলা অভিধান | ৬২০ | ইঞ্জিনিয়ারিং/যন্ত্রবিদ্যা |
| ৪১২ | বাংলা শব্দকোষ | ৬৩০ | কৃষি বিজ্ঞান |
| ৪১৩ | বাংলা ব্যাকরণ | ৬৪০ | গার্হস্থ্য বিজ্ঞান |
| ৪১৭ | বাংলা ছন্দ ; অলংকার | ৬৫০ | ব্যবসায় |
| ৫০০ | বিজ্ঞান | ৬৯০ | ব্যুৎপত্তিবিদ্যা |
| ৫১০ | গণিত/অঙ্কশাস্ত্র | ৭০০ | কলা ও শিল্প |
| ৫২০ | জ্যোতিষ | ৭১০ | শোভন শিল্প |
| ৫৩০ | পদার্থ বিজ্ঞান | ৭২০ | স্থাপত্য |
| ৫৪০ | রসায়ন | ৭৩০ | ভাস্কর্য |
| ৫৫০ | ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান | ৭৪০ | চিত্রকলা |
| ৫৬০ | জীবাশ্ম | ৭৭০ | আলোকচিত্র, ফোটোগ্রাফি |
| ৫৭০ | জীবতত্ত্ব/জীব-বিজ্ঞান | ৭৮০ | সংগীত |
| ৫৮০ | উদ্ভিদ বিজ্ঞান | ৭৯০ | বিনোদন |
| ৫৯০ | প্রাণী বিজ্ঞান | | |

ডিউই মতে ৮০০ হচ্ছে **Literature** : এখানে ভারতীয় বা প্রাচ্য সাহিত্যের স্থান অতি নগন্য। বাংলার স্থান হইতেছে ৮৯১'৪৪ ; অনেকে বাংলায় সেটি মানিয়া বাংলা সাহিত্যের গ্রন্থ রাখেন ৮৯১'৪৪ এর মধ্যে। এখানে তাহা করা হয় নি। এখানে নিম্নলিখিতভাবে করা হইয়াছে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৮০০ | সাহিত্য | ৯১০ | ইতিহাস ও ভূগোল, ভ্রমণ |
| ৮১০ | বাংলা সাহিত্য | ৯২০ | জীবনী |
| ৮১১ | বাংলা কবিতা | ৯৩০ | প্রাচীন ইতিহাস |
| ৮১২ | বাংলা নাটক | | |

[পরবর্তী অংশ ১৬ পাতায়]

# বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

## কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী

পরিষদ ভবন : ২৮. ৩. ৮৭

গত ২৮শে মার্চ, ১৯৮৭ বেলা ২ ঘটিকায় পরিষদ ভবনে কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। সভায় নিম্নলিখিত আলোচ্য সূচীর উপর আলোচনা হয়—

১। পূর্ব সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন
২। ১৯৮৭-৮৮ সালের আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন
৩। ১৯৮৭-৮৮ সালের অডিটর নিয়োগ
৪। রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতি
৫। জেলা সম্মেলন এবং তৎ সম্পর্কিত উদ্ভূত বিষয় সমূহ
৬। ৪১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন
৭। বিবিধ

সভায় ৩৩ জন কাউন্সিল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

১) সভায় ৩. ১০. ৮৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্য বিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হয়।

২) পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীগোপিকা প্রসাদ ঘোষ সভায় ১৯৮৭-৮৮ সালের ব্যয় বরাদ্দ বিবেচনার জন্য সভায় পেশ করেন। মোট আয় ২,৩১,০০০.০০ টাকা এবং মোট ব্যয় ৩,১৪,৬৫০.০০। বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদিত হয়।

৩) কর্মসচিব প্রস্তাব করেন যে, মেসার্স জর্জ রীড এণ্ড কোং-কে বর্তমান বছরের (১৯৮৭-৮৮) জন্য পরিষদের হিসাব পরীক্ষার কাজে নিয়োগ করা হোক। কর্মসচিবের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

৪) সভাপতি শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলেন যে—

ক) পঃ বঃ সরকার বর্তমান আর্থিক বছরে ('৮৬-৮৭) ১১৪টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার/প্রাইমারী ইউনিট গ্রন্থাগার শহর গ্রন্থাগারে উন্নীত করেছেন; ১০০টি নতুন গ্রামীণ/প্রাইমারী ইউনিট গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন; রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে; ক্রয়লভ্য বাংলা গ্রন্থের তালিকার সংশোধিত সংস্করণ (Rev. ed.) প্রকাশিত হয়েছে।

খ) শহর গ্রন্থাগারে কর্মী নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র চাওয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে নাম পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। প্রায় সব জেলার Local Library Authority'র সময় সীমা শেষ হয়েছে। নতুন Local Library Authority গঠন করার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ করা হবে।

গ) পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন এবং রুলস্ একসঙ্গে করে সরকারের তরফ থেকে একটি বই যাতে প্রকাশিত হয়, তার জন্য অনুরোধ করা হবে।

ঘ) রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ এবং লোকাল লাইব্রেরী অথরিটিতে সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হবে। সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের কর্মীদের অবসরকালীন সুযোগ সুবিধার জন্য এবং কর্মীদের বেতন যাতে ঠিক সময়ে পান তার চেষ্টা করতে হবে।

ঙ) শিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম-সচিব (বাজেট) রাজ্যের গ্রন্থাগার অধিকর্তা হিসাবে দায়িত্বভার নিয়েছেন। ৬ জন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক (DLO) পদে মনোনীত হয়েছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কাউকেই নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়নি। সরকার পোষিত গ্রন্থাগারগুলির অনুদান বৃদ্ধি পেয়েছে।

চ) কলিকাতা নগর গ্রন্থাগারের বাড়ী তৈরীর জমি এখনও পাওয়া যায় নি। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে পরিসংখ্যান মূলক তথ্য রাখার কাজের কোন অগ্রগতি হয় নি। এ ব্যাপারে চেষ্টা করতে হবে।

ছ) ১৫৩টা বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগের জন্য সরকারী নির্দেশ প্রকাশিত হয়েছে। সরকারী বিদ্যালয়ের

গ্রন্থাগারগুলিতে যাতে নিয়মিত পুস্তক ক্রয়ের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়, তার চেষ্টা করা হচ্ছে।

জ) কলেজ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক,উপ-গ্রন্থাগারিক, সহকারী গ্রন্থাগারিক নিয়োগের জন্য যে যোগ্যতা আছে (M.A.+M. Lib. Sc.) তা পরিবর্তন করে M. A.; M. Sc.;M. Com.+B. Lib. Sc. এখনও করা হয় নি। পরিষদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বেতন কমিটির রিপোর্টে গ্রন্থাগার সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। এ ব্যাপারে ন্যাশনাল লাইব্রেরি এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন একটি সভার আয়োজন করেছিলেন। পরিষদ ও অন্যান্য সংগঠন তাতে যোগ দিয়েছিলেন। ঐ সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে স্মারকপত্র দেওয়ার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

নিম্নলিখিত সদস্যগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন—

**শ্রীকণিভূষণ রায়** বলেন যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে যাতে পরিসংখ্যান রাখার ব্যবস্থা করা হয়, তার জন্য সরকারকে চিঠি দেওয়া প্রয়োজন।

**শ্রীকমলেশ ভট্টাচার্য** বলেন যে পঃ বঃ সরকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। জনগণের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে অনুভূতি জাগানোর জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে জেলায় জেলায় আলোচনা চক্র, সভা ইত্যাদি করা প্রয়োজন।

**সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়** বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা চালানো প্রয়োজন।

**শ্রীনির্মাল্য ভট্টাচার্য** বলেন যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারী উদ্যোগের সঙ্গে গণ উদ্যোগ একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং সাধারণ গ্রন্থাগারে পুরোপুরি নিঃশুল্ক ব্যবস্থা চালু করা হবে কিনা তা ভাবতে হবে।

**শ্রীপ্রবীর সে** বলেন যে কিছু কিছু সাধারণ গ্রন্থাগার আছে যাদের গ্রন্থাগার পরিষেবা খুব উন্নতমানের। কিন্তু যে সব গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার আইন মানতে ইচ্ছুক সেই গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে চিন্তা করা প্রয়োজন।

সভায় আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত হয় যে পরবর্তীকালে পরিষদের পক্ষ থেকে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে।

৫। কর্মসচিব জানান যে, কলকাতা জেলা বাদে বাকী সব জেলায় পরিষদের জেলা কমিটি রয়েছে। কিন্তু কয়েকটি জেলায় জেলা সম্মেলন হয় নি।

সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, যে সব জেলায় জেলা সম্মেলন হয়নি সেইসব জেলাকমিটিগুলিকে ৩০।৬।৮৭ তারিখের মধ্যে সম্মেলন করার জন্য অনুরোধ করা হবে। যদি জেলা কমিটিগুলি সম্মেলন না করে, তবে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন জেলায় সদস্যদের নিয়ে সভা ডেকে সম্মেলন করা হবে।

৬। কর্মসচিব জানান যে, পরিষদের কোচবিহার জেলা কমিটির সম্পাদক জানিয়েছেন যে, তাঁরা জুন মাসে ৪১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন কোচবিহার শহরে অনুষ্ঠানে ইচ্ছুক।

সভায় আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত হয় যে, শ্রীঅরুণ রায়, গোপিকা প্রসাদ ঘোষ ও রামকৃষ্ণ সাহা পরিষদের কোচবিহার জেলা কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে কার্যনির্বাহক সমিতিকে জানাবেন। এছাড়া সম্মেলন করার জন্য পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটিকে অনুরোধ করা হবে। সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাসকে অনুরোধ করা হবে। তিনি স্বীকৃত না হলে শ্রীঅরুণ দাশগুপ্তকে অনুরোধ করা হবে। শ্রীদাশগুপ্ত স্বীকৃত না হলে অধ্যাপক মুকুন্দলাল চক্রবর্তী কে অনুরোধ করা হবে। (খ) সম্মেলনে প্রথম সেমিনার পরিচালনার জন্য শ্রীমঙ্গল প্রসাদ সিংহ এবং দ্বিতীয় সেমিনার পরিচালনার জন্য শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরীর নাম প্রস্তাবিত ও গৃহীত হয়।

(৩) সম্মেলনের মুখ্য প্রতিবেদক হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণ সাহার নাম গৃহীত হয়।

৭। **বিবিধ :**

**কর্মসচিব** জানান যে পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি বহরমপুরে ( মুর্শিদাবাদ ) একটি নিজস্ব ভবন তৈরী করার কাজে অনেকটা এগিয়েছেন। সে জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা-কমিটিকে ২০০০.০০ ( দুই হাজার ) টাকা দেওয়া হয়েছে।

(খ) রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউন্সেশন আসবাবপত্র ও পুস্তক ক্রয় জন্য পরিষদকে ৩৬০০০.০০ ( ছত্রিশ হাজার ) টাকা অনুদান দিয়েছেন। এর জন্য পরিষদের তহবিল থেকে ২৪০০০.০০ ( চব্বিশ হাজার ) টাকা ম্যাচিং গ্র্যান্ট হিসাবে ব্যয় করতে হবে। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, পরিষদের কাউন্সিল ধন্যবাদের সঙ্গে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউন্সেশনের অনুদান গ্রহণ করছে। (গ) ডঃ আশিতা ওহদেদার লিখিত "গ্রন্থবর্গীকরণ" বইটি পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন লেখাগুলি নিয়ে একটি বই প্রকাশ করা হবে। (ঘ) কর্মসচিব ১৯৮৮ সালে IASLIC সম্মেলন পরিষদের তরফ থেকে কলকাতায় করার প্রস্তাব করেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, পরবর্তীকালে কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় এ ব্যাপারে আলোচনা করে স্থির করা হবে।

**আলোচনা**

**শ্রীগণেশ নন্দী**—বলেন যে, সরকার পোষিত নয় এমন সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি যাতে সরকারী অনুদান পায় সেদিকে পরিষদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নেওয়া হলো তা গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশ করা দরকার।

**শ্রীঅশোক রায়**—বলেন যে, পরিষদের জেলা কমিটি গুলিকে সদস্যদের দিয়ে বাৎসরিক চাঁদা তুলতে দেওয়া হোক উত্তরে কর্মসচিব জানান যে, পরবর্তীকালে এ বিষয়ে কার্যনির্বাহক সমিতিতে আলোচনা করা হবে।

**শ্রীসোমনাথ মুখোপাধ্যায়**—বলেন যে, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউন্সেশন থেকে বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলিকে যে অনুদান দেওয়া হয়, তা অনেক গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ জানতে পারে না। ফলে আবেদন করতে পারে না। এ ব্যাপারে যাতে গ্রন্থাগারগুলি জানতে পারে তার জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে কাউন্সেশনকে অনুরোধ করা হোক। উত্তরে কর্মসচিব জানান যে, এ ব্যাপারে যাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, তার জন্য কাউন্সেশনকে অনুরোধ করে চিঠি লেখা হবে।

**শ্রীস্বপন দেবনাথ**—(মুর্শিদাবাদ বলেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগারটি দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে আছে। গ্রন্থাগারটি খোলার জন্য পরিষদ থেকে সরকারকে অনুরোধ করা হোক। উত্তরে শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী বলেন যে, এ ব্যাপারে পরিষদ থেকে গ্রন্থাগারটি খোলার জন্য সরকারের কাছে বিভিন্ন সময়ে দাবী জানানো হয়েছে এবং আবার জানানো হবে।

**শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা**—বলেন যে, গত বৎসর কাউন্সিল সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে বিভিন্ন জেলায় কাউন্সিল সভা করা হবে। সে ব্যাপারে কি হলো তিনি জানতে চান। উত্তরে কর্মসচিব বলেন যে, এখন থেকে বিভিন্ন জেলায় কাউন্সিল সভা করার চেষ্টা করা হবে।

সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

# গ্রন্থাগার সংবাদ

**চব্বিশ পরগণা ( উত্তর )**

**কেশব পাঠাগার, গরিফা :** গত ২রা ও ৩রা জুন, '৮৭ ( মঙ্গল ও বুধবার ) : গ্রন্থাগারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গ্রন্থাগার আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ, রবীন্দ্র-নজরুল জন্ম জয়ন্তী ও কবি বিজয়কৃষ্ণ ঘোষের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

**পানিহাটী ক্লাব, পানিহাটী :** গত ১৬ই জুন ক্লাবের ত্রিষাত্তর তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাবের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্রনাথের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকীতে পঞ্চাশ বৎসরের অধিক পুরাতন গ্রন্থাগার হিসাবে এই ক্লাবকে মেট ৫০০০ টাকা বিশেষ অনুদান দিয়েছেন। ঐ সাধারণ সভায় বার্ষিক আয়-ব্যয় বিবরণী পেশ করা হয়।

**সজল পাঠাগার, প্রতাপগড় উত্তর দমদম :** গত ২৬শে জুলাই, ৮৭, পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীবৃপেন্দ্রনাথ নন্দী। সভায় গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির পক্ষে গ্রন্থাগার উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাব এবং রাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা আলোচিত হয়।

**মুর্শিদাবাদ :**

**বালিয়া নেতাজী সংঘ :** গত ১৫ই আগষ্ট, ৮৭ সংঘে স্বাধীনতা দিবস যথাযথ মর্যাদা সহকারে পালন করা হয়। গত ২৫শে আগষ্ট, ৮৭ সংঘের কার্যকরী সমিতির নির্বাচন হয়।

**হাওড়া**

**পল্লীশ্রী পাঠাগার :** গত ৩১শে আগষ্ট, ৮৭ পাঠাগার ভবনে এ বৎসরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয়।

# পরিষদ কথা

**বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা—১৪**

গত ৩০শে মে, ৮৭ পরিষদ ভবনে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীহিরণ কুমার দত্ত এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক শ্রীকণিভূষণ রায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, রবীন্দ্র সঙ্গীত গীতি আলেখ্য পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানের সমাপ্তিপর্বে প্রধান অতিথি শ্রীকণিভূষণ রায় রবীন্দ্র-নজরুলের চিন্তাধারাকে জনমানসে প্রসারিত করার জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে "রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চেতনা এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা।

**মালদহ জেলা শাখা :**

গত ৯ই জুন, ৮৭ কালিয়াচক গ্রামীণ গ্রন্থাগারে, পরিষদের মালদহ জেলা শাখার একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীধর্ম নারায়ণ দত্ত। সভায় আগামী রাজ্য সম্মেলন জেলায় অনুষ্ঠিত করার জন্য এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন দাবীর উপর আলোচনা হয়। বিভিন্ন কর্মী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

**হ. ওড়া জেলা শাখা :**

গত ৬ই জুন, ৮৭ হাওড়া জেলার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনে জেলা শাখার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীহরিনয় ঘোষ। উক্ত সভায় ১৯৮৭-৮৯ সালের জন্য জেলার কার্যকরী সমিতির নির্বাচন হয় এবং নির্বাচনে শ্রীহরিনয় ঘোষ সভাপতি ও শ্রীবিপুলানন্দ চক্রবর্তী সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন।

গত ২৬শে জুন, ৮৭ জেলার কার্যকরী সমিতির সভায় জেলার Local Libray Anthority তে শ্রীহরিনয় ঘোষ ও শ্রীসোমনাথ মুখোপাধ্যায়কে জেলার প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত করে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে প্রস্তাব করা হয়।

**আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সমন্বয় সমিতি খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা, উত্তর চব্বিশ পরগণা**

গত ৫ই ও ৬ই আগষ্ট, ৮৭ গোবরডাঙ্গা আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে চতুর্থ বার্ষিক গ্রন্থাগার উৎসব। গোবরডাঙ্গা পৌর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, সঙ্গীত, বসে আঁকো প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হয়। এছাড়া পরিবেশ দূষণ এবং সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের উপর আলোচনা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগে বিজয়ী প্রতিযোগিদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

**কর্মী সমিতি সংবাদ**

গত ২৯শে জুলাই, ৮৭. হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির হাওড়া জেলা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীআদিত্য প্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরী। সভায় ১০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত দাবীগুলি গৃহীত হয় (১) জেলা লাইব্রেরী অফিসার নিয়োগ, (২) পেনশন, গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ব্যবস্থা (৩) মাস ১লা বেতন দান (৪) লোকাল লাইব্রেরী অথরিটিতে কর্মীসমিতির প্রতিনিধি গ্রহণ (৫) সাভিস বুক প্রস্তুত করা।

**গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ৮৭** পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির হাওড়া জেলা শাখার উদ্যোগে হাওড়া জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিকের অফিসে মাস ১লা বেতন, অবসর গ্রহণকারীদের পেন্সন প্রদান, গ্র্যাচুইটি পি এফ প্রদান, L L A গঠন ও L L A তে কর্মীসমিতির প্রতিনিধি গ্রহণ প্রভৃতিদাবীর নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

[ ১১ পৃষ্ঠার পর ]

৮১৩ বাংলা উপন্যাস [ ৩ ভারত—ইতিহাস
৮১৪ বাংলা গদ্যরচনা, প্রবন্ধ
৮১৫ বক্তৃতা ভারত—ভ্রমণ/ভূগোল
৮১৬ পত্রাবলী ভারত—প্রাচীন সাহিত্য
৮১৭ বিদ্রূপ সাহিত্য ব্যক্তির নাম—জীবনী ]
৮১৮ অনুবাদ সাহিত্য

শিশু সাহিত্যের বিষয় শিরোনাম নিম্নলিখিতভাবে করা যেতে পারে।

বাংলা শিশু সাহিত্য
— কবিতা
— নাটক
— ছোটগল্প
— উপন্যাস
— প্রবন্ধ
— অনুবাদ।

# ৪১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের তালিকা

## কলিকাতা

অর্চনা শ্রীমানী, অজয় কুমার দাস, অনুশ্রী দাস, অপর্ণা বসু অমূল্য রতন চক্রবর্তী, অরুণ রায়, অসিতাভ দাস, আশিস নিয়োগী, কমলাকান্ত সাহা, কৃষ্ণপদ মজুমদার, কৃষ্ণচন্দ্র সাহা, গোপা চক্রবর্তী, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, গৌতম গোস্বামী, গীতা চট্টোপাধ্যায়, চিত্রা দত্ত, ডলি রায়, তপন দাস, তাপস ভট্টাচার্য, তাপস কুমার সরকার, ধনঞ্জয় দে, নারায়ণ চক্রবর্তী, নির্মাল্য রায়, নমিতা ভাদুড়ী, নিতাই চন্দ্র ঘোষ, নিতাই দেব, পুলক কর, পমি সেন, পাপড়ি সেনগুপ্তা, প্রবীর রায়চৌধুরী, প্রদীপ কুমার সরকার, বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনানী সেনগুপ্তা, বিমল চট্টোপাধ্যায়; বরুরী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ মুখার্জী, বীথি বসু, ভারতী বিশ্বাস, মঙ্গল প্রসাদ সিংহ, এম, এন, নাগরাজ, মধু মণ্ডল, মিতালী সেন ( বর্ধন ) মিনতি দত্ত, রীতা চন্দ্র, রাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস, শশাঙ্ক কুমার বাগচী, শুভা বসু, শ্যামল রায়, শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্পা চৌধুরী, সুব্রত দাস, সমীর কান্তি বণিক, সুভাষ চন্দ্র ঘোষ, সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা দাস, সন্ধ্যা বকসী, স্নিগ্ধা রায়, এস, সি, বিশ্বাস, স্মৃতিকণা ধর, স্বপন কান্তি দেবাচার্য্য, অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, তপন রায়, তরুণ চ্যাটার্জী।

## কোচবিহার

অক্ষয়কুমার বর্মন, অর্চনা বসু ( সাহা ), অজিত চন্দ্র বর্মন, অনিমেষ দাস, অপর্ণা বণিক, অপূর্ব রায়, অমল ওঁরাও, অমলকান্তি সাহা, অরুণকুমার শীল শর্মা, অসীম কুমার মিত্র, আশুতোষ পাল, উৎপল চক্রবর্তী, উত্তম কুমার ভৌমিক, এরশাদুল হক খন্দকার, কঙ্কন সরকার, কল্পনা চক্রবর্তী, কানাইলাল দে, কাঞ্চীশ গোস্বামী, কার্শানাথ ভট্টাচার্য, গোপা দত্ত রায়, গোপাল চন্দ্র পণ্ডিত, গোপাল চন্দ্র সাহা, গোপাল ভৌমিক, চন্দন কুমার রাহা, চন্দন গুহ, চন্দন সাহা চন্দ্রকান্ত সরকার, ছন্দা পাল, জেনাবুদ্দীন আহমেদ, জগদীশ চন্দ্র চক্রবর্তী, জিতেন্দ্রনাথ সরকার, জীবতোষ দাস, তপন কুমার পাল, তপন কুমার রায়, তমাল দে, তারাপদ চক্রবর্তী, থানেশ্বর রায়, দিবিজয় দে সরকার, দিলীপ কুমার মৈত্র, দিলীপ দে, দীপেন চন্দ, দুলাল চন্দ্র পাইন, দুলাল দাস, দেবব্রত ভট্টাচার্য, দেবাশিস গুহ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ রায়, ধীরেন্দ্র বর্মন, নগেন্দ্র নাথ বর্মন, নরেশ চন্দ্র সাহা, নারায়ণ চৌধুরী, নিতীশচন্দ্র সাহা, নির্মল কুমার চন্দ, নির্মল চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পরেশ চন্দ্র কর, প্রতহু দে সরকার, প্রদ্যোৎ বাগচী, প্রবীর পাল, প্রাণগোপাল দাস, ফুলরাণী চক্রবর্তী, বাদলচন্দ্র সরকার, বাদল ভদ্র, বাবুল ভট্টাচার্য, বিজয়কুমার দাস, বিজয় কুমার সরকার, বিজয় চন্দ্র মজুমদার, ব্যাধিকা প্রামানিক, বিপ্লব কুমার দেব, বিমল কুমার রায়, বিমল ব্যানার্জী, বিশ্বেশ্বর বর্মন, বীরেন্দ্রকুমার সাহা, ভবেশচন্দ্র দাস, ভাস্বতী নন্দী, মদনগোপাল সাহা, মনোরঞ্জন দে, মনোরঞ্জন পাল, মঞ্জু সেনগুপ্তা, সন্তোষ চন্দ্র সরকার, মানবেন্দ্র মজুমদার, মিহির কুমার সাহা, মায়া দেবী, মোহনলাল মণ্ডল, রঞ্জন কুমার বক্সী, রঞ্জিত কুমার দে, রঞ্জিত কুমার শর্মা, রমাকান্ত পাল, রমেন্দ্র মোহন সাহা, রমেশচন্দ্র দেবনাথ, রাখাল চন্দ্র অধিকারী, রাখা সাহা, রীতা সেন, শীতেশচন্দ্র ধর, শিবানী ভট্টাচার্য, শোভা নাথ, সত্যরঞ্জন দাশগুপ্ত, সমীর কুমার পাল, সাধন চন্দ্র দাস, সায়েদ আলি মিঞা, সুধাংশুশেখর রায়, সুবলচন্দ্র সাহা, সুবীর কুমার রায়, সুবীর দত্ত, সুব্রত রায়, সুরঞ্জিৎ সাহা, সুশীল চন্দ্র আচার্য, সুশীল দে, সুরণ কুমার শর্মা, হিমাংশু কুমার সরকার।

## চব্বিশ পরগণা

অহম ধনুভয় রাও, অজিত মিত্র, অঞ্জন ঘোষ, অনুপ কুমার শী, অনুপ কুমার সরকার, অভিজিৎ ঘোষ, অমলকৃষ্ণ বর্মন, অমলেশ দত্ত, অমিতকুমার নাগ, অমূল্য সমাদ্দার, অরুণ কুমার মুখার্জী, অলকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক কুমার গোমস্তা, অসিত কুমার মাল্লা. আনন্দ সেন, আব্দুর রজ্জাক আকুঞ্জী, আব্দুল মজিদ, আশীষ কুমার দাস, ( কাজী ) ইমামুদ্দীন, কমল কুমার পাল, কল্যাণী প্রামাণিক, কান্তি বরন মালাকার, কার্ত্তিক চন্দ্র রায়, কৃষ্ণগোপাল ঘোষ, কেকা পান্ডী, গেবসাস মণ্ডল, গোপাল চন্দ্র ঘোষ, গোপিকা প্রসাদ ঘোষ, গৌতম দাস, গৌতম মুখোপাধ্যায়, গৌতম কুমার দত্ত, গৌরাঙ্গ কর্মকার, চরন দাশগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন দাশ, জগন্নাথ প্রামাণিক, জ্ঞানশঙ্কর ঘোষ, জহর দাস, ঝলক কুমার ভূঁই, তপন সাহা, তমাল মুখোপাধ্যায়, তরুণাংশু কুমার নন্দী, তরুণকান্তি বসু, তরুণকুমার দত্ত, তরুণকুমার রথ, দীপক কুমার মণ্ডল, দীপক কুমার মাইতি, দীপেন্দ্র সান্তাল, দেবতোষ দালাল, দেবব্রত পাল, নন্দা ভৌমিক, নন্দিনী ভট্টাচার্য, নাসির আহমেদ খান, নির্ঝিনকান্তি চক্রবর্তী, নিমাই চন্দ্র ঘোষ, নির্মল কুমার মজুমদার, নৃপেন চন্দ্র নাথ ঘোষ, পঙ্কজ কুমার বিশ্বাস, পরেশ চন্দ্র মণ্ডল, পরেশ চন্দ্র সাহা, পার্থপ্রতিম সরকার, পৃথা দাশগুপ্ত, পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য, প্রণব সাউ, প্রবীর দে, প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বলাই বিশ্বাস, বলাই কৃষ্ণ দাঁ, বলাই চন্দ্র ঘোষ, বাণী চক্রবর্তী, বাণীব্রতী রায়, বাসুদেব ঘোষ, বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ ঘোষ, বিকাশ হোড়, বিজয় কৃষ্ণ সামন্ত, বিনয় চৌধুরী, বিমল প্রসাদ দাস, বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ দাস, বীরেন্দ্র নাথ কাঞ্জী, মদনমোহন নস্কর, মন্মথ ভট্টাচার্য, মনতোষ পাহাড়ী, মাখনলাল দাস, মানস গুহ রায়, মানস ঘোষ, মানস কুমার লোধি, ধুগলকিশোর সাহা, রঞ্জিত কুমার মিত্র, রতন চ্যাটার্জী, রফিকুল ইসলাম, রবিশংকর মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, রামপ্রসাদ দাস, রেখা সরকার, রেবা চক্রবর্তী, ললিতমোহন দাশ, শক্তিপ্রসাদ জানা, শিপ্রা চক্রবর্তী, শিবসুন্দর সামন্ত, শুভদেব ব্যানার্জী, শ্যামল ভট্টাচার্য, শ্যামল কুমার সাহা ( দক্ষিণ বারাসত ), শ্যামল কুমার সাহা ( বনগ্রাম ), শ্যামসুন্দর চৌধুরী, শংকর ঘরামী, সন্তোষ কুমার বসাক, সমীর কুমার বসু, সরোজ কুমার বিশ্বাস, সাধুচরণ গোলদার, সুকুমার মণ্ডল, সুখেন্দু সরকার, সুচেতা দত্ত, সুনীল কুমার মণ্ডল, সুপ্রিয় চক্রবর্তী, সূর্য্যকান্ত গিরি, সোমনাথ চৌধুরী, স্বপন বিশ্বাস, স্বপন কুমার দে, স্বপন কুমার মোদক, হরিদাস সাহা, অসিত কুমার পাত্র।

## জলপাইগুড়ি

অজিত রায়, অজিত কুমার ঘোষ, অরবিন্দ দাস, অরুণ কুমার ঘোষ, অরুণ কুমার ভট্টাচার্য, অরুণ কুমার ভৌমিক, অসিত ভট্টাচার্য, আজিজুর রহমান, কঙ্কন কুমার সরকার, কল্পনা কর্মকার, কল্যাণ দে, কানাইলাল সেন, কেদার ছাত্রী, গৌতম কুমার সরকার, জাহিরুল হক, তরুণ কুমার বিশ্বাস, তারাপদ সমাদ্দার, তিমিরবরণ সরকার, তোফাজ্জল হোসেন, দিলীপ কুমার দাস, দুলাল চক্রবর্তী, দুলাল দাস, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক, নির্মল চন্দ্র বর্মন, নীতিশ বসু, বাদলচন্দ্র কুণ্ডু, বাদল গুহ, ভাস্কর গুহ মজুমদার, মনোজিৎ মিত্র, মাখন অধিকারী, রণজিৎ কুমার মিত্র, রতন কুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ বর্মন, শৈলেন অধিকারী, শ্যামাপদ ব্যানার্জী, সমীর কুমার বর্দ্ধন, সুবীর সেনগুপ্ত, সুব্রত জোয়াদ্দার, সুভাষ চন্দ্র বণিক, সুশীল কুমার চাকী, সোমেন সরকার, হারাধন ব্রহ্ম।

## দার্জিলিং

অরুন কুমার মৈত্র, অসীম কুমার সেনগুপ্ত, অঞ্জু সিনহা, গোবিন্দ মল্লিক, চন্দ্র কুমার ছেত্রী, জীবেশ কুমার চক্রবর্তী, নন্দিতা সিনহা, নির্মল চন্দ্র রায়, প্রণব শর্মা, প্রণব কুমার বিশ্বাস, প্রভা বিশ্বাস, বীরেন্দ্র কুমার বোস, বীরেন্দ্র কুমার চন্দ্র, ভগতরাম রায়, ভূপাল তামাং, মধু কুমার মজের, মনোজ কুমার রায়, রতন বিশ্বাস, শংকর ভর, সঞ্জিৎ কুমার দাস, স্বপন বাগচী,

## নদীয়া

অখিল কুমার বিশ্বাস, অমল চন্দ্র রায়, অশোক কুমার

বিশ্বাস, অসিত কুমার চ্যাটার্জী, আবুল কাশেম, আবুল কাশেম, কানাই লাল ঘোষ, কুমারেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কেশব লাল চক্রবর্তী, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, চন্দন কুমার দত্ত, জয়ন্ত কুমার চৌধুরী, তপন কুমার বিশ্বাস, তপন ভট্টাচার্য, তরুণ সরকার, তাপস কুমার চ্যাটার্জী, তুষার কান্তি ঘোষ, দুলাল মণ্ডল, ধেবপ্রসাদ প্রামাণিক, দেবব্রত বসু, ধনঞ্জয় হালদার, ধনপতি কর্মকার, নীহার রঞ্জন মণ্ডল, প্রতিভা রঞ্জন সাহা, প্রবীর দে, বিশ্বনাথ রাহা, বিশ্বনাথ সরকার, বিষ্ণুপদ দেবনাথ, ভূপেন রায়, মনোতোষ কুমার সরকার, মাণিক কুণ্ডু, রঞ্জন কুমার বসু, রাজকুমার প্রামাণিক, রাধাগোবিন্দ নাথ, শিবশঙ্কর কুণ্ডু, সঞ্জিত দত্ত, সমীর কুমার দে, সুজিত কুমার দাস, স্নেহেন্দ্র কুমার বিশ্বাস, সৌমেন ব্যানার্জী।

## পশ্চিম দিনাজপুর

অচিন্ত্য কুমার দাস, অজয় কৃষ্ণ আচার্য্য, অনিতা চৌধুরী, অমল বিকাশ মহন্ত, অম্বিকা চরন চ্যাটার্জী, অশ্বিনী কুমার চক্রবর্তী, অসিত কুমার সরকার, অসিত কুমার সরকার, আশুতোষ পাল, আশুতোষ রায়, ইদ্রিস আলম, কঠেশ্বর রায়, কিতীশ চন্দ্র মণ্ডল, গোপাল প্রদাদ গাঙ্গুলী, জয়ন্ত কুমার সিকদার, জ্যোতিষ চন্দ্র গায়েন, জ্যো.তিষ চন্দ্র রায়, তপন কুমার রায়, তেজনাথ মাহাতো, নিতাই চন্দ্র লাহা, পরিতোষ চৌধুরী, পরেশনাথ কুণ্ডু, প্রবীর সেনগুপ্ত, প্রবোধ কুমার সিন্হা, বিদ্যুৎ কুমার ঘোষ, ভারতেন্দ্র চৌধুরী, মাণিক চন্দ্র চন্দ, রণজিৎ আচার্য্য, রণজিৎ কুমার সরকার, রবীন্দ্রনাথ গোস্বামী, রমানাথ বর্মন, রেবুল মজুমদার, শচীন্দ্র নাথ রায়, শুভব্রত চক্রবর্তী, শ্যামল খাসনবীশ, সমীর কুমার চক্রবর্তী, সাধন কুমার বসাক, সুবোধ চন্দ্র বা, সৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ।

## পুরুলিয়া

অর্দ্ধেন্দু শেখর পাল, অপরূপ চক্রবর্তী, অশেষ পাঠক, অসিতবরণ গাঙ্গুলী, আদর চন্দ্র মাহাত, আশুতোষ গর ই, গোপাল আচারি, চণ্ডী দাস, চিন্ময় কৈবর্ত, জাব্বার হোসেন, তাপস রক্ষিত, দুর্গাচরণ পৈতুণ্ডী, নিশিথ বরণ ভট্টাচার্য, নীলকান্ত মাহাতো, পরেশ চন্দ্র কুইরী, পার্থসারথি ব্যানার্জী, প্রবীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাস রঞ্জন কুইরী, প্রাণতোষ দাস, বাদল চন্দ্র গর্গাই, রামপদ খাণ্ডাস, ভীম চন্দ্র মাহান্তী, মনবোধ তন্তুবায়, মণিলাল মুর্মু, মহাদেব মুখার্জী, মহেন্দ্র নাথ মাহাতো, রসলাল মাইতি, রবীন্দ্রনাথ চট্টরাজ, শ্রীধর ব্যানার্জী, সতীশ মাহাতো, সাতকড়ি রায়, সুধাংশু গড়াই, সুনীল কুমার মাহাত, সুভাষ লায়েক, সুব্রত চন্দ্র কুইরী, সেক কসম, হরেকৃষ্ণ গোপ, হেমন্ত গোস্বামী।

## বর্ধমান

অদীপ চ্যাটার্জী, অনিল কুমার নাথ, অবনী নারায়ণ দাস, অমিতাভ চক্রবর্তী, অলোক সাহা, অশ্রুজিৎ চ্যাটার্জী, অসীম কুমার দে, আনন্দ নারায়ণ গোস্বামী, আব্দুল গনি কারিকর, আব্দুল মোমিন মিস্ত্রী, উজ্জ্বল দিকপতি, কালিঙ্কর মল্লিক, কিষাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিরাজ ভট্টাচার্য, গোলাম মোহিম, গোপীকৃষ্ণ রায়, গোপীনাথ সেনগুপ্ত, গোলাম কিবরিয়া, চিন্ময় মণ্ডল, জাকির্ন ইসলাম, তপন কুমার চক্রবর্তী, তপনালোক ব্যানার্জী, তরুণকুমার দে, তারাপদ চৌধুরী, দীপবন্ধু দাস, দিলীপ কুমার দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বরী, নন্ত মণ্ডল, নবকুমার মণ্ডল, নীলমণি সামন্ত, নৃসিংহপ্রসাদ গোস্বামী, নেপাল চন্দ্র মণ্ডল, পবিত্র কুমার হালদার, প্রসন্নকালী পাল, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, বিজয় কুমার প্রামাণিক, বিভাসিন্ধু রায়, বিরাজবিহারী দাস ঠাকুর, বৈদ্যনাথ চৌধুরী, ভরত চন্দ্র রায়, মতিলাল দেবনাথ, মনসুর আলি, মাণিক কুমার বসুয়া, মিত্রা লালা, মৃদুল কুমার মিত্র, মোসলেম মোল্লা, রতনলাল কর্মকার, রামতনু দত্ত, রামানন্দ সিং, রেজওয়ান হোসেন, শান্তিপদ ঘোষ, শচীন্দ্রনাথ ঘোষাল, শশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য, শান্তিচরণ মণ্ডল, শিবদাস দত্ত, শিবাজী কুমার দে, শিবানন্দ পাল, শেকালী গুহ, শুকদেব মুখোপাধ্যায়, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর কুমার সরকার, সরোজ কুমার কোঙার, সুকুমার মণ্ডল, সুখেন মুখোপাধ্যায়, সুনীল কুমার মণ্ডল, সুবর্ণ চক্রবর্তী, সুব্রত গোস্বামী, স্বপন কুমার সেন, সিতা সিংহ রায় ( ঘোষ ), হরনাথ ঘোষ।

## বাঁকুড়া

অর্দ্ধেন্দু ব্যানার্জী, অলোক কুমার চট্টোপাধ্যায়, উত্তম

কুমার রায়, করুণা কেতন ভট্টাচার্য্য, কালোবরণ কবিরাজ, খন্দকার নজরুল হক, গৌরীশঙ্কর দত্ত, চন্দন কুমার মুখোপাধ্যায়, জগন্নাথ বটব্যাল, জনপ্রিয় বাগ, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু দে, দীপক কুমার রায়, দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন কাপাড়ি, নরহরি মণ্ডল, নিখিল কর্মকার, নিমাই চন্দ্র নন্দী, নীরেন সিংহ, পশুপতি বাউরী, পান্নালাল চ্যাটার্জী, প্রফুল্ল কুমার দাস, প্রভাত কুমার মহান্তী, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন মণ্ডল, মুকুন্দপ বিশ্বাস, রঞ্জত কাপতী, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, রসিক কুমার দে, সুকুমার সামন্ত, হৃদয় কুমার পাইন, স্ফটিক চন্দ্র গোস্বামী, হিমাদ্রী ব্যানার্জী, হিমাংশু চক্রবর্তী।

## বীরভূম

অশোক কুমার চৌধুরী, উমাপদ মাঝি, ওহিদুল আলম, কাঞ্চন কুমার ঘোষ হাজরা, কাঞ্চন কুমার চ্যাটার্জী, কার্তিক চন্দ্র সরকার, গঙ্গাধর মণ্ডল, গৌতম ব্যানার্জী, তরুণ কুমার মুখার্জী, তরুণ রায়, দীপক কুমার মিত্র, দুধকুমার মাহাতো, নবকুমার সাহা, পঙ্কজ কুমার চক্রবর্তী, পরেশ নাথ ঘোষ, প্রদীপ কুমার দাস, বিমল ব্যানার্জী, বিনোদ কুমার ডোম, মানবেন্দ্র অধিকারী, মিহির কুমার রায়, রবীন্দ্রনাথ দাস, রবীন্দ্রনাথ সৌমণ্ডল, রূপলাল মণ্ডল, লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, শ্রীদাম দাস, সঞ্জীব কুমার দাস, সঞ্জীব দাস, সন্তোষ কুমার ঘোষাল, সন্তোষ ঘোষাল, সাত্যকী চৌধুরী, সিদ্ধেশ্বর সরকার, সুকুমার মুখোপাধ্যায়, সেখ খোদা বকস, সৌমেন্দু প্রকাশ ব্যানার্জী, হারাধন মুখার্জী।

## মালদহ

অনিল চন্দ্র সাহা, অরুণ কুমার পোদ্দার, অরুণ কৃষ্ণ রায়, অশ্বিনী কুমার মণ্ডল, অসিত কুমার দাসগুপ্ত, আবদুল সাত্তার, আমজেদ আলি, আশীষ কুমার সিংহ, কাজল কুমার মণ্ডল, গোলাম রাববানী, গোলাম হোসেন, গৌতম রায়, জয়দেব ঘোষ, জাহাঙ্গীর কবির, তড়িৎ কুমার মিত্র, দানেশ চন্দ্র মণ্ডল, দেবেশ কান্তি চক্রবর্তী, পরিতোষ চন্দ্র কর্মকার, প্রকাশ চন্দ্র সাহা, প্রফুল্ল চন্দ্র কর্মকার, প্রদ্যোত কুমার মিত্র, বিমল কৃষ্ণ গোস্বামী, বিফুসহায় সরকার, বেলাল আহাম্মেদ রাজী, ভুলু মুর্মু, মন্টু চন্দ্র ঘোষ, মহঃ মাইনুদ্দিন, মালা সান্তাল, মোঃ মাহবুবুল হক, মিতা ঘোষ, লবকুমার মণ্ডল, শম্ভুনাথ প্রামাণিক, শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ গুপ্ত, সমরেন্দ্রনাথ নন্দী, মোঃ সফিউল হক, সুজিতকুমার রায়, সুবলচন্দ্র বসাক, সুব্রত ভট্টাচার্য্য, সুব্রত কুমার দাস, রবীন্দ্রনাথ দাস, রামপদ ঘোষ।

## মেদিনীপুর

অর্দ্ধেন্দু শেখর কুইলি, অমিত কুমার কুইল্যা, অমিত দাস, অশোক কুমার মাজী, আরতি রাউৎ, কমল কুমার, গোস্বামী, কল্পনা ঘোষ, কালিপঙ্কর বর্মন, গজানন ওঝা, চন্দন কুমার মাজী, জহরলাল সিংহ, জীতেন্দ্র নাথ দাস, জীতেন্দ্র নাথ মান্না, তুর্ণা চক্রবর্তী, দুলাল চন্দ্র সীট, দুর্লভ চন্দ্র ঘোষ, নকুল চন্দ্র মাইতি, নলিনীকান্ত পাত্র, নিতাই চন্দ্র দাস, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, নীতিশ চন্দ্র পট্টনায়ক, নীহার রঞ্জন সরকার, পুলিন বিহারী সাহু, বাদল চন্দ্র মাজী, বাসুদেব কর, বাসুদেব মণ্ডল, বিকাশ রায়, বিভাধর মুহুরী, বিবেকানন্দ দাশ, বিমল কুমার মাইতি, ভবানী শঙ্কর পাণিগ্রাহী, মদন মোহন দাস, মধুসূদন প্রামানিক, মনাবা সেনগুপ্ত, মনোরঞ্জন দে, মন্মথ নাথ সিং মায়া সামন্ত, মুকুন্দপ কামলা, মৃত্যুঞ্জয় সিংহ, রতন কোটাল, রতন চন্দ্র দিণ্ডা, রণজিৎ কুমার দাস, রাধহরি কুণ্ডু, শ্যামল দাশ, সন্তোষ কুমার দাশ, সমারণ ভট্টাচার্য, সুকুমার কোটাল, সুপ্রীতরঞ্জন দে, সুশান্ত কুমার গাঙ্গুলী, স্বপন দত্ত, স্বপন কুমার মিত্র স্বপন কুমার সিন্হা, হরনাথ গোস্বামী।

## মুর্শিদাবাদ

অচিন্ত্য কুমার ভট্টাচার্য্য, অশোক কুমার ঘোষ, অসিত কুমার দাস, আইউব হোসেন, আতাউল হক, আবদুল বাসেত, মহঃ আবদুল শাহিদ, আঃ সামাদ, আমিরুল হক সরকার, আলেলান মুহুল, আশীষরঞ্জ ঘোষ, আহলান আলা, কিশোরী মোহন মণ্ডল, জামরুল হক, নজরুল ইসলাম, নজরুল শেখ, নবাবুদ্দিন আহমেদ নিখিল কুমার দাস, প্রণব বিশ্বাস, বাবলু

সাহা, মদন মণ্ডল, মলয় চক্রবর্তী, রবি জমাদার, রাধামাধব সরকার, শিবশঙ্কর চ্যাটার্জী, সজীব কুমার সরকার, সত্যনারায়ণ ঘোষ, সত্যনারায়ণ রায়, সত্যবান দাস, সত্যব্রত রায়, সতোন মুখার্জী, সীতারাম দাস, সুখেন্দু সরকার, সুপ্রকাশ দাস, সুবোধচন্দ্র মণ্ডল, সুশান্ত ঘোষ, সুশীল চন্দ্র চৌধুরী, হানিফ সরকার।

## হাওড়া

অজিত কর্মকার, অনিল কুমার দেয়াসী, অভয় চন্দ্র, অমিত কুমার ঘোষ, অলোক জানা, অসিত কুমার রায়, অহীন্দ্র মুখার্জী, আদিত্য প্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরী, আরতি দে, কমল কান্তি দাস পোদ্দার, তপন সেন, তরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, তরুণ ঘোষ, তুষার কান্তি কুণ্ডু চৌধুরী, দীপঙ্কর সাউ, পঙ্কজ কুমার মজুমদার, পরিতোষ দাস, পূর্ণ চন্দ্র সামন্ত প্রদ্যুৎ কুমার সরকার, বিপুলানন্দ চক্রবর্তী, বৃন্দাবন রায় ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহন লাল ঘোষ, রণজিৎ কুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী। শুভেন্দু মান্না, শৈলেন্দ্র নাথ মণ্ডল, সত্যব্রত ঘোষাল, সমিত ব্যানার্জী, সুনীল বেরা, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত বোস, স্নেহময় নন্দী, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বপন কুমার চন্দ্র।

## হুগলী

অখিলেন্দু চক্রবর্তী, অনঙ্গ ভট্টাচার্য, অনন্ত সান্তাল, অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, অমলেন্দু ব্যানার্জী, অমিত কুমার দত্ত, অমিতাভ চৌধুরী, অশোক কুমার রায়, অসিত কুমার ঘোষাল, অসিত চট্টোপাধ্যায়, অসিত মুখোপাধ্যায় অসীম চন্দ্র পাল, অসীম পাল, আনন্দময়ী দাশগুপ্ত, (দাশ), কমল কুমার পাল, কল্পনা মুখোপাধ্যায়, কাকলী সাঁতরা, কৃষ্ণা ঠাকুর, গণেশ নন্দী, চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য, চিত্তরঞ্জন দাস, চিন্তামনি কোলে, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, জয়দেব ধোলে, দিলীপ কুমার নন্দী, দীনবন্ধু ঘোষ, নিখিল বন্ধু গোস্বামী, নিত্যগোপাল গোস্বামী, নিমাইচন্দ্র মান্না, প্রদ্যোৎ কুমার দত্ত, প্রফুল্ল চন্দ্র শূর, প্রভাত কুমার দাস, প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্ত চ্যাটার্জী, বংশীধর দত্ত, বিজনবিহারী দাস, বিশ্বনাথ দাস, ভারত চন্দ্র পাল, মধুসূদন চন্দ্র, মিনতি ভট্টাচার্য, রুনা চট্টোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ দে, রামপদ পাল, রেখা দত্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, শঙ্কর চন্দ্র পাল, শম্ভু গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তনু কুমার বাগ, শিবনাথ কোলে, শিশির গলুই, শেখরনাথ সিংহ রায়, শ্যামল পাল, সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়, সমর কুমার রায়, সমীর কুমার গলুই, সুখরঞ্জন দে, সুশীল কুমার পাঁজা, সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

### ভ্রম সংশোধন

গ্রন্থাগার পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৯৪ সংখ্যা [ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ৪ ] মলাটে ভুবনেশ্বর চক্রবর্তীর লেখা প্রবন্ধটির নাম ভুলক্রমে 'ভাষার অবগুণ্ঠন' ছাপা হয়েছে। ওটা হবে 'পাঠযোগ'।

অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখিত।

—সম্পাদক

পাওয়া যাচ্ছে

ভোমরা চট্টোপাধ্যায় ও অলকা সরকার সম্পাদিত

প্রমীল চন্দ্র বসু কৃত

# গ্রন্থকার নামা

২য় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই : মূল্য কুড়ি টাকা

যে কোন গ্রন্থাগারের বাংলা বই বর্গীকরণ করার উপযোগী লেখক সংখ্যার সারণি

• • •

আদিত্যকুমার ওহদেদার-এর

## গ্রন্থবিদ্যা

৩য় সংস্করণ ১৯৮৪

শোভন সংস্করণ—পঁচিশ টাকা

সুলভ সংস্করণ—কুড়ি টাকা

## গ্রন্থবর্গীকরণ

ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী

শোভন সংস্করণ—চল্লিশ টাকা

ছাত্র সংস্করণ—বত্রিশ টাকা

• • •

The West Bengal Recognised Non-Government Educational Institution Employees (Death-cum-Retirement Benifit) scheme 1981 এবং West Bengal Govt. Sponsord Library Employees' Service Rules একত্রে : মূল্য আট টাকা

## ২০শে ডিসেম্বর

## = গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন =

## বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বান

"২০শে ডিসেম্বর" অবিভক্ত বঙ্গদেশ তথা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিবস। ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর অবিভক্ত বঙ্গদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। এই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাকে স্মরণে রেখে প্রতি বছর এই দিনটি গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে। এই বছরও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থপ্রেমী মানুষ, গ্রন্থাগার সংগঠক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে এই দিনটি যথাযথ মর্যাদা সহকারে উদযাপনের জন্য। গ্রন্থাগার দিবসকে কেন্দ্র করে পক্ষকাল ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান যথা, আলোচনা চক্র, প্রদর্শনী, বক্তৃতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পদযাত্রা, গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা ও গ্রন্থ সংখ্যা বৃদ্ধির বিশেষ অভিযান প্রভৃতি সংগঠিত করে জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য প্রচার করতে হবে। গ্রন্থাগার দিবসের মূল লক্ষ্য হবে গ্রন্থাগারের পরিষেবাকে জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারিত করা।

এই বছর গ্রন্থাগার দিবসে দুটি বিষয়ে আমরা গ্রন্থাগার কর্মী ও সংগঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিগত বছরগুলিতে এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় বিপুল সম্প্রসারণ ও বিকাশ ঘটেছে বামফ্রন্ট সরকারের আন্তরিক সহযোগিতায়। কিন্তু এই অগ্রগতি সত্ত্বেও আজো আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শিক্ষিত মানুষের একাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমাজের অবহেলিত সদ্য সাক্ষর বা অল্প শিক্ষিত মানুষের কাছে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে আজো নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সাক্ষরতা প্রসারের প্রশ্নটি এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন দেশের সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলন সার্থক হতে পারে না যদি সেই দেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষরতার অতল গহ্বরে তলিয়ে থাকে। দুঃখের বিষয় আর কয়েক বছরের মধ্যে সমগ্র পৃথিবী যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় সমৃদ্ধ একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করবে, তখন সমগ্র বিশ্বের অর্ধেকের অধিক নিরক্ষর মানুষের বাসস্থান হবে আমাদের ভারতবর্ষ। আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক শোষণের পরিণাম হল এই ব্যাপক নিরক্ষরতা। তাই সাক্ষরতা প্রসারের আন্দোলনে অংশগ্রহণ আমাদের সকলের সামাজিক কর্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষরতা আন্দোলনকে সার্থক করে তুলতে হলে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে এর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। এর সঙ্গে কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, জাত-পাতের বিদ্বেষ, রূপমণ্ডুকতা প্রভৃতি ক্ষতিকারক চিন্তাধারা থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্ত করার জন্য যে জন-বিজ্ঞান আন্দোলন শুরু হয়েছে তার সঙ্গেও গ্রন্থাগার আন্দোলনের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। মনে রাখা প্রয়োজন যে সাক্ষরতা আন্দোলন, জন-বিজ্ঞান আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনকে একসঙ্গে সুসংহতভাবে পরিচালনা করতে পারলে আমাদের রাজ্যে জন শিক্ষা আন্দোলনে নূতন দিগন্ত সূচিত হবে।

দ্বিতীয়, আর একটি বিষয়ে গ্রন্থানুরাগী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিগত দশ বছরে বামফ্রন্ট সরকারের সহযোগিতায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল : সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন ও পৃথক গ্রন্থাগার ডাইরেক্টরেট গঠন, গাঁয়ে-গঞ্জে সরকার-পোষিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, রাজ্য-বাজেটে গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বৃদ্ধি এবং গ্রন্থাগারের পরিষেবা উন্নয়নের জন্য বার্ষিক অনুদান বৃদ্ধি, রাজ্য

ও জেলা স্তরে গ্রন্থমেলার আয়োজন, শিশু ও কিশোরদের জন্য গ্রন্থাগার পরিষেবা গড়ে তোলার জন্য বিশেষ অনুদান প্রদান, গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার উন্নয়ন, গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও কর্মী সমিতির বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ ইত্যাদি। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে সম্প্রতি রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার বিভাগের কিছু পদক্ষেপের ফলে এই কর্মতৎপরতা কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে গঠিত রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় আলোচনা করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনীহা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও কর্মী সমিতির প্রতি উপেক্ষার মনোভাব, আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার পরিচালনার প্রয়াস, বিগত বছরগুলিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে অগ্রগতি ঘটেছে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কুৎসামূলক প্রচার প্রভৃতির ফলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি ও কর্মতৎপরতা বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে।

দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে এই রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। বিগত দশ বৎসরে রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার দীপ্তি ও কর্মতৎপরতা এই বিষয়ে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। তাই গ্রন্থাগারিক মহল ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীদের কাছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার দিবসে আহ্বান জানাচ্ছে সাম্প্রতিক এই ঘটনাবলী সম্পর্কে সতর্ক থাকতে এবং এই ধরণের অপপ্রয়াসের বিরোধিতা করতে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে আমাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে হবে।

২০শে ডিসেম্বর
গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে
কেন্দ্রীয় জনসভা
সময়—বিকাল ৪টা
দলে দলে যোগ দিন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে কর্মসচিব শ্রীঅরুণ রায় কর্তৃক প্রচারিত এবং ইম্প্রেসন সিণ্ডিকেট, কলি-৫ থেকে মুদ্রিত।

# GOVERNMENT OF WEST BENGAL
## EDUCATION DEPARTMENT
## BUDGET BRANCH.

Memo No. 260'6)-Edn(B)
1M-62/87 dated, Calcutta, the 4th September, 1987.

From : : Shri P. K. Ganguly, I.A.S,
Joint Secretary to the Govt. of the West Bengal.

To : : The 1) Director of Public Instruction, West Bengal.
2) Director of Technical Education, West Bengal.
3) Director of School Education, West Bengal ( Primary Wing).
4) Director of School Education, West Bengal ( Secondary Wing ).
5) Director of Library Services, West Bengal.
6) Director of Adult Education, West Bengal.

Sub Grant of interim relief to the employees of non-Govt. educational institutions with effect from 1.8 87.

---

The undersigned is directed, by order of the Governor, to say that the Governor is pleased to direct that all whole time approved teaching and non-teaching employees of recognised aided/sponsored educational institutions, except members of the Services to whom the University Grants Commission Scales of pay have been allowed, who are covered by the terms of reference of the Pay Commission. Constituted in Finance Department recolution no. 803-F, dt. 30.1 87, read with Resolution 2025-F, dt. 4.3.87, will get an interim relief @Rs. 50/- p.m. with effect from 1.8.87 pending receipt of the recommendation of the Pay Commission. The teaching and non-teaching employees of different institutions who will get the above benefit have been shown in the Annexure.

2. The amount of interim relief sanctioned in Part-I above will be taken into account for determining retirement benefits and it will not count for any other purposes i.e. for determining any allowance admissible on the basis of 'Pay' and 'emoluments'.

3. This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U/o No. Gr. P 2339 31, dt. 31.7.87.

4. All concerned have been informed.

Sd—P.K. Ganguly
Joint Secretary.

Memo No. 618(50)/L.S. Dated : Calcutta, the 9th September, 1987.

Copy forwarded for information and necessary action to the :-

1. The District Social Education Officer & District Library Officer, _____
P.O. _____ Dist. _____
2. Secretary, Bengal Library Association, P-134 C.I.T. Scheme 52, Cal-14.
W.B. Public Library Association,
3. Secretary/ _____ ___, P.O. _____, Dist. _____

Sd/ S. B. Sen
Dy. Director of Library Services
West Bengal.

S. C. B.
9. 9. 87

G.O. No. 260( )Edn(B), dated 4.9.87.

1. Approved non-teaching staff of non-Govt. and Sponsored Colleges.
2. Approved Teaching and non-teaching staff of Junior Technical Schools (Sponsored and non-Sponsored).
3. Approved Teaching and non-teaching staff of Training Institutions for Primary teachers ( including Govt. Sponsored Jr. Basic Trg. Institutions).
4. Approved Teaching and non-teaching staff of aided Primary schools and Primary Schools under the District School Boards.
5. Approved Teaching and non-teaching staff of non Govt. aided/Sponsored Secondary Schools ( High and Higher Secondary ) but excluding D.A. getting schools.
6. Approved employees of Libraries.
7. Approved Teaching and non-teaching staff of School Matters Training Centres.
8. Approved Teaching and non-teaching staff of Govt Sponsored Free Primary Schools, Junior Basic Schools Pre-Basic Schools, Pre-primary Schools Nursery Schools and Primary including Junior Basic Schools appointed in Municipalities under the Scheme of Free and Compulsory Primary Education Act, 1963.
9. Approved teaching and non-teaching staff of Jr. High Schools including erstwhile senior basic schools.
10. Approved teaching and non-teaching staff of Tolls and Madrash ( High and Junior high).

11. Approved staff of the Institutions of the handicapped (Sponsored and non-sponsored).

12. Approved staff of Day Students' Homes.

13. Approved Whole-time Ayahas of recognised Co-educational Schools.

14. Approved employees of District Schools Boards.

15. Approved teaching and non-teaching staff of Sponsored Polytechnics.

16. Approved staff of the taken over polytechnics including Regional Institute of Printing Technology who have not been absorbed as Government employees.

Sd-P.K. Ganguly
Joint Secretary
Govt. of West Bengal,
Education Department.

Government of West Bengal
Education Department
Social Education Branch.

No. 460-Edn. ( SE )
5L-85/87

Dated : Calcutta, the 1st August, 1987.

## NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by section 15A of the West Bengal Public Libraries Act, 1979, ( West Ben. Act XXXIX of 1979 ), the Governor is pleased hereby to give the following direction to the Local Library Authorities for all the districts of West Bengal :

## DIRECTION

The members of the Local Library Authorities whose term has since expired shall not be allowed to participate in any meeting of the Local Library Authorities to take part in decision-making thereof.

By order of the Governor,
Sd/-S.S. Chattopadhyay
Secy. to the Govt. of West Bengal.

# GOVERNMENT OF WEST BENGAL
## LABOUR DEPARTMENT

No. 346(50)-Emp. Date : 2. 7. 87

From : Shri K. Dasgupta, Assistant Secretary to the Govt. of West Bengal.

To : Education Department.

Subject : Collection of Employment Exchange Registration, Identity Cards from candidates at the time of appointment and submission of report of Employment to the Exchange.

---

The undersigned is directed to refer to Chief Secretary's Memorandum No. 735-Emp. dt. 2.8.83 and No. 107-Emp. dt. 18.1.86 copies enclosed for ready reference and to request that a report on compliance position of the directions in respect of the Department and offices under the Deptt./Directorates may kindly be furnished to the undersigned at a very early date.

Sd/-K. Dasgupta,
Assistant Secretary.

No. 596(50)LS Dated, Calcutta, the 20th August, 1987.

Copy forwarded for information and necessary action to the :-

1. District Magistrate, P.O. _____, Dist. _____
2. District Social Education Officer, _____
   P.O. _____, Dist. _____
3. Districts Library Officer, _____, P.O. _____
   Dist. _____
4. District Librarian, _____
   P.O. _____, Dist. _____
5. Secretary, _____
   P.O. _____, Dist. _____

Sd/Illegible
Dy. Director of Library Service, W.B.

(Enclosure may be seen reverse)

# Government of West Bengal
## Labour Department

No. 735 Emp.
3E-3-82

Dated, Calcutta, the 2nd August, 1983.

## MEMORANDUM

Instructions were issued from time to time, vide Labour Deptt. No. 5120(60)-L.W. dated 17.10.77 and subsequent memoranda, regarding the manner in which vacancies arising in State Govt. establishment, State Govt. Undertakings, Quasi Govt. establishments and Local Bodies are to be filled compulsorily through the Employment Exchanges with a view to providing equal opportunity to all in the State in the matter of employment.

2. It was also brought to the notice of all departments, vide Labour Deptt. Memo No. 921(60)-EMP, dated 12.7.82, that an employer shall furnish to the concerned Employment Exchange the results of selection within 15 days from the date of selection in terms of the provisions of the Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Amendment Rules, 1981.

3. It has, however, been brought to the notice of Govt. that the above instructions are not being scrupulously followed by the Employing Authorities under the State Govt. Moreover, in many cases the registrants of the Employment Exchanges do not surrender their registration identity cards even after obtaining gainful employment. This creates difficulties in the administration and functioning of the Employment Exchanges. After careful consideration of the matter the Governor has been pleased to decide as follows :-

4. All appointing authorities under the State Govt. shall collect the registration-identity cards of the registrants of the Employment Exchanges at the time of their initial appointment, irrespective of whether the candidates selected for appointment were sponsored by the Employment Exchanges or not and to send the same to the Employment Exchanges concerns.

5. An employer shall furnish to the concerned Employment Exchange the results of selection within 15 days from the date of selection, as per provision of the Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Amendment Rules 1981.

6. The above instructions shall also be followed by all public sector undertakings, Local Bodies etc. in the State and all Departments of Govt. should ensure strict compliance of these instructions by the Employment Authorities under their control.

Sd/- Illegible
CHIEF SECRETARY

No. 596(56)/ LS Dated, Calcutta, the 28th August, 1987.

Copy forwarded for information andnecessary action to the :-

1. District Magistrate, P.O. , Dist.
2. District Social Education Officer,
   P.O. , Dist.
3. District Library Officer,
   P.O. , Dist.
4. District Librarian, P. O.
   Dist.
   Secretary,
   P.O. Dist.

Sd Illegible
Dy. Director of Library Services, W.B.

Government of West Bengal
Education Department
S E. Branch.

No. 473-Edn. (SE)
5L-82/86

Dated : Calcutta, the 12th August, 1913.

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by section 23 of the West Bengal Public Librariest Act, 1979 (West Ben. Act XXXIX of 1979), the Governor is pleased here by to make the following rules :-

Rules

Chapter-I

Preliminary

1 Short Title—These rules may be called the West Bengal Public Libraries (Local Library Authority) Rules, 1987.

2. Office : The office of the Local Library Authority shall be situated at such place as may be declared by the Government from time to time.

3. Definitions--In these rules, unless there is anything repugnant in the subject of context—

(a) 'Act' means the West Bengal Public Libraries Act, 1979 (West Beg. Act XXXIX of 1979).

(b) "Authority"means the Local Library Authority canstituted under the Act.

(c) "Council" means the State Library Council constituted under the Act.

(d) Other words and expressions have the meanings respectively assigned to them in the Act.

## Chapter—II
## Meeting of the Local Library Authority

4. Ordinary Meeting—The Authority shall ordinarily meet once in every two months on such date as may be fixed in the previous meeting of the Authority or by the Chairman of the Authority.

5. Special or Emergent Meeting—The Authority may, if in the circumstances so require, meet at a special or anemergent meeting with the prior permission of the Chairman of the Authority to transact business of any general or special nature.

6. Requisitioned Meeting—The Member Secretary of the Authority shall upon a requisition in writing signed by not less than one-third of the members of the Authority, convene a requisitioned meeting for considering such matters as may be referred to in the written requisition.

7. Notice of Meetings—Not less than ten days' notice shall be given to the members of the Authority for holding every ordinary meeting :

Provided that in the case of a special, emergent or requisitioned meeting, the period of the notice shall not be less than three days.

8. Agenda--(1) The Member Secretary of the Authority shall send to each member on agenda for the meeting along with relevant communication from the Director or from Government in Education Department ( Library Service Branch), if any, in advance but not less than seven days before the meeting of the Authority for an ordinary meeting.

(2) Unless otherwise directed by the Chairman of the Authority, no matter other than that included in the agenda or the supplementary agenda, if any, shall be considered at the meeting.

9. Quorum—(1) One-third of the members of the Authority shall form a quorum for any meeting of the Authority.

(2) If there is no quorum within thirty minutes of the time appointed for the meeting, the meeting shall stand adjourned.

(3) No quorum shall be necessary for a meeting adjourned earlier for want of a quorum.

(4) Unless otherwise directed by the Chairman of the Authority no matter shall be considered at an adjourned meeting other than the matters left over at the meeting at which the adjournment took place.

10. Manner of taking decision—(1) All matters placed before a meeting shall be decided by consensus or by a majority of votes of the members present.

(2) The Chairman of the Authority shall have one vote and, in the event of an equality of votes, a second or casting vote.

11. Minutes of Meeting—The minutes of a meeting shall be recorded by the Member Secretary of the Authority who shall circulate the same to the members of the Authority in the subsequent meeting of the Authority for confirmation along with any relevant communication from the Director or from Government in Education Department ( Library Services Branch ).

12. President of Meeting—The Chairman of the Authority shall preside over the meetings of the Authority. In his absence, the members present at any meeting shall elect one from amongst themselves to be the President of the meeting.

13. Convenor of meetings—The Member Secretary of the Authority shall be the convenor of all meetings of the Authority.

14. Proceedings of the meeting—The Member Secretary shall draw the proceedings of such meeting of the Authority subject to the approval of the president of the meeting and send the said proceedings to the Director within 14 days from the date of the meeting.

15. List of membership of the Authority—The Member-Secretary shall maintain an uptodate list of members of the Authority along with their addresses in a register.

By order of the Governor,
Sd/-S.S. Chattopadhyay,
Dy. Secy. to the Govt.
of West Bengal.

No. 594(67) L. S. Dated : The 26th August, 1987.

Copy forwarded for information and necessary action to the :—

1. District Social Education Officer_____
   P.O. _____ , Dist. _____
2. District Library Officer, _____
   P.O. _____ , Dist. _____
3. District Magistrate, _____ , P.O. _____
   Dist. _____
4. District Librarian, _____

Dy. Director of Library Services
West Bengal.

Government of West Bengal
Education Department
Social Education Branch.

No. 474-Edn.(SE)
5L-88/86

Dated, Calcutta, the 12th August, 1987.

# NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 23 of the West Bengal Public Libraries Act. ( West Ben. Act XXXIX of 1979 ), the Governor, in consultation with the State Library Council, is pleased hereby to make the following amendments in the Public Library Management Rules, 1981, as subsequently amended (hereinafter referred to as the said rules) :—

## Amendments

In the said rules,—

(1) in rule 1, for the Words "Public Library", substitute the words "Sponsored Public Library",

(2) in rule 2,—

(a) for sub-rule (v), substitute the following sub-rule :—

"(V) "Librarian" means any person holding on whole-time basis, a post of Librarian sanctioned by the State Government for a sponsored Public Library ;

(b) for sub-rule (vi), substitute the following sub-rule :—

(vi) "employee" means any person employed, on whole-time basis, to a post sanctioned by the State Government for a sponsored public library ;

(c) for sub-rule (vii) substitute the following sub-rule :—

"(vii) other expressions have the meanings respectively assigned to them in the Act".;

(3) in rule 3,—

(a) for sub-rule (a), substitute the following sub-rule :—

"(a) Children Member—Any person not exceeding the age of sixteen year may become a member under this category."

(b) for snb-rule (b), substitute the following sub-rule :—

"(b) General Member—Any person above the age of sixteen years may become a member under this category" ;

(4) in rule 4,—

(a) for sub-rule (b), substitute the following sub-rules :—

"(b) The Director shall from time to time determine the maximum limit of annual membership fee payable monthly or quarterly or half-yearly or annually in advance for a member under the category of General Member".

(5) in rule 5,—

(a) for sub-rule (b), substitute the following sub-rule :—

"(b) A general Member, who has completed eighteen years of age and whose membership is at least sixty days old and who is a valid member on the date immediately before the date of the meeting in which the provisional voters' list is to be approved, is eligible to participate in the election of the Committee on the library" ;

(b) for sub-rule (c), substitute the following sub-rule :—

"(c) A General Member, who has completed eighteen years of age, is eligible to participate in the deliberations of the General Body Meeting if his membership fee is not in arrear on the date of meeting ;

(d) after sub-rule (f), insert the following sub-rules :—

"(g) There shall be maintained in a sponsored public library register of General Members on the basis of application in the prescribed form to be supplied by the library. Such membership shall have to be renewed every year on applications, and the rights and facilities of a General Member shall be the same as those specified in sub-rules (a) to (f) of this rule".

(6) in rule (6), in sub-rule (1),—

(a) in caluse (A), for sub-clause (d), substitute the following sub-rules :—

"(d) following persons to be elected on the basis of the stregnth of General Members on the date of issues of the election notice :—

(i) upto 500 members—8 persons to be elected from General Members ;

(ii) more than 500 but not exceeding 1000 members—10 persons to be elected from General Members ;

(iii) more than 1000 members—12 persons to be elected from General Members" ;

(b) in clause (B), for sub-clause (h), substitute the following sub-clause :—

"(h) following persons to be elected on the basis of the strength of General Members on the date of issue of the election notice :—

(i) upto 500 members—8 persons to be elected from General Members ;

(ii) more than 500 but not exceeding 1000 members—10 persons to be elected from General Members ;

(iii) more than 1000 members—12 persons to be elected from General Members".

(7) for rule 17, substitute the following rule :

"17. Employees of Sponsored Public Library.—

The employees of a sponsored public library as approved by the District Magistrate or the Director of school Education or the Director of Public Instruction or the local Library Authority or the Director of Library Services, shall be the employees of the Local Library Authority and the terms and conditions of service of such employees shall be such as may be determined by the State Government from time to time."

By order of the Governor,
Sd/- S, S. Chattopadhyay
Secy. to the Govt. of West Bengal

No. 595(65)LS Dated, Calcutta, the 28th August, 1987.

Copy forwarded for information and necessary action to the :-

1. District Magistrate_____
   P. O._____, Dist._____
2. District Social Education Officer,_____
   P.O._____, Dist._____
3. Districts Library Officer,_____, P.O._____
   Dist._____
4. District Librarian,_____
   P.O._____, Dist._____

Sd/Illegible
Dy. Director of Library Service, W,B,

Government of West Bengal
Directorate of Library Services
Writers' Buildings, Calcutta—1

Memo No. 598 ( 16 ) L.S. Dated : The 28th August, 1987.

From : The Dy. Director of Library Services,
West Bengal.

To The District Social Education officer, District Library Officer In-Charge/Ex-Officio Secretary of the Local Library Authority, _____
P. O. _____, Dist. _____

Reg. : Amendment of Public Library Management Rules and Local Library Authority Rules etc.

Please find copies of G. O. Nos. 473-Edn. ( SE ) dated 12th August, 1987, 474-Edn. ( SE ) dated 12th August, 1987 460-Edn. ( SE ) dated 1st August, 1987 and 346-EMP dated 2. 7. 87 along with its enclosure 735-EMP dt. 2. 8. 83 duly forwarded by the undersigned under Memo Nos. 594-( 67 )/L. S. dated 28. 8. 87, 595 ( 67) /L. S. dt. 28. 8. 87, 596 ( 56 )/L. S. dt. 28. 8. 87, and 597 ( 56 )/L. S. dt. 28. 8. 87 for information and necessary action.

Sd/-
Dy. Director of Library Services,
West Bengal.

No. 598 ( 35 )/L. S. Dated : Calcutta, the 28th Aug. , 1987.

Copy forwarded for information and necessary action to the :—

1. District Magistrate, _____, P. O. _____
District _____,
2. Librarian, District Library, _____
P. O. _____, Dist. _____
3. Secretary, _____
P. O. _____, Dist. _____

Sd/-
Dy. Director of Library Services,
West Bengal.

Government of West Bengal
Education Department
S. E. Branch

No. 623 Edn.(SE)
5L-66/86

Calcuttta, the 5th Nov. , 1986.

From : Shri P. K. Ganguly, I. A. S, ,
Jt. Secretary to the Govt. of West Bengal.

To : The Director of Library Services, West Bengal.

2. The Director, Pension, Provident Fund and Group Insurance, Purta Bhaban, Salt Lake, Calcutta—91.

Sub. West Bengal Recognised Non-Govt. Educational Institution Employees ( Death-cum-Retirement Benefit ), Scheme, 1981.

In connection of G. O. No. 64 (6)-Edn. (B) dt. 11. 3. 86, the undersigned is directed by order of the Governor to say that the Governor is pleased to direct that the District Library Officer of each District will act as ' Pension Sanctioning Authoriiy" in respect of the retired employees of sponsored/Non-Govt./aided libraries of respective districts.

This order issues with the concurrence of the Finance Deptt. vide their U. O. No. Gr. J/3090 dated 31. 10. 86.

The Accountant General, West Bengal and the Pay & Accounts officer, Calcutta Pay & Accounts Office have been informed.

Sd/-P. k. Ganguly,
Joint Secretary.

No. 358 1(22)L.S.

Dated : The 5th December, 1986.

1. Copy forwarded for information and necessary action to the District Social Education Officer who is also theDistrict Library Officer, P. O._____ Dist_____ .
2. General Secretary, Bengal Library Association, P-14, C, I, T, Scheme 52, Calcutta-14.
3. The General Secretary, West Bengal Public Library Employees' Association, P-134, C. I. T. Scheme 52, Cal-14.

Sd/-
Dy. Director of Library Services,
West Bengal.

No. 358/1/25\2/L.S Dated : Calcutta, the 5th December, 1986. Copy forwarded for information & necessary action to the :—

1. Accountant General, West Bengal, Treasury Buildings, Cal-1.
2. Pay & Accounts Officer, Calcutta Pay & Accounts Office, 81/2/2, Phears Lane, Calcutta—12.
3. Treasury Officer, _____,
   P. O. _____ , Dist. _____

Sd/-

scb.
5. 12. 86.

Dy. Director of Library Services,
West Bengal.

## Government of West Bengal

Education Department
S. E. Branch

No. 634-Edn. (S.E.)
5L-59/86

Dated : The 12th November, 1986.

From : Shri S. H. Bhattacharyya,
Deputy Secretary.

To The Director of Library Services, West Bengal.

Ref. D. D. L. S.'s U. O. No. 224/L. S. dt. 30. 7. 86.

In continuation of this Department's order No. 620-Edn. ( SE ) dated 9. 11. 82 the undersigned is directed to state that Govt. has since taken the following further decision in this matter :-

The offer of employment on compassionate ground to a son/daughter/wife/near relation of an employee of Govt. sponsored libraries ( now defined as Sponsored public libraries ), who dies in harness came into force w. e. f. 9. 11. 82. The same benefit may now be made applicable and also extended in respect of a son/unmarried daughter/ wife/near relation of an employee of sponsored public libraries, who is disabled permanently or otherwise incapaciated for life rendering his unfit to continue in service

provided the fact of disablement is certified by the Director of Health Services or by any medical officer authorities by the Director of Health Services for this purpose.

The certificate of disablement for an employees of sponsored public libraries will be issued by the same medical authorities as are authorities by the Director of Health Services, West Bengal in case of certificate of disablement for primary teacher in the Directorate of Health Services, West Bengal' s order No. HPA/G-505-79/ 103-P dt. 27. 2. 80. Accordingly, the Chief Medical Officer of the Districts exeept Calcutta and Howrah will issue such certificates of disablement after examining the employee of a sponsored public library through a Medical Board constituted by at least three medical officers of different branches. As regards Calcutta and Hawrah Districts, such cases of disablement may referred to the permanent Medical Board at Medical College Hospital, Calcutta.

Certificates issued by the authorities mentioned above will be regarded as if such certificates have been issued by the Director of Health Services, West Bengal.

In other words, the benefit of offer of employment on compassionate ground will also be available if instead of death in harness, an employee of sponsored public iibraries suffers permanent disablement rendering him incapable of continuing in Service. The wards to be appointed are to be treated as belonging to the exempted eategories and their names need not be obtained through employment exchange.

The benefit should not be granted to more than one ward of such employee.

The proposal for such appointment may be sent to the Director of Library Services, West Bengal for prior approval before letters of appointment are issued.

This order will take effect from 1.4.1986.

Sd/-S.H. Bhattacharyay,
Deputy Secretary.

No. 329/1(19)LS Dated : The 14th November, 1986.

Copy forwarded to the :-

1. District Social Education Officer, _____

P.O._____ , Dist._____

2. Secretary, Bengal Library Association, P-134, C.I.T. Scheme-52, Calcutta-14
3. Secretary, West Bengal Public Library Employees' Assn.,
P-134, C.I.T. Scheme-52, Calcutta-14

Sd/-
Dy. Director of Library Services,
West Bengal.

Annual subscription : Rs. 36.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. No RN-2674-47

Volume 37 : No 5

Aug-Sept 1987

২০শে ডিসেম্বর

# গ্রন্থাগার দিবস

পালন করুন

* গ্রন্থাগারের পরিচ্ছন্নতা বিধান * পাঠকদের সঙ্গে সংযোগ সাধন * সাক্ষরতা অভিযান * শিশু ও কিশোরদের গ্রন্থাগার পরিষেবা * সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান * আলোচনা চক্র প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—700 073 at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta—700 005
Editor : Ramkrishna Saha

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ৬ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৪, আশ্বিন

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সূচী


| | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম সংশোধন ( সম্পাদকীয় ) | ১ |
| প্রমীল চন্দ্র বসু | |
| ইতস্ততঃ ( স্মৃতিচারণ ) – ষোড়শ পর্ব | ৩ |
| সুশীল কুমার চট্টোপাধ্যায় | |
| অসময় সেবা শিক্ষায় মনোবিদ্যা | ৯ |
| Memorandum of the Bengal Library Association submitted to the Pay-Commission, West Bengal | I |

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিম্নলিখিত পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যাচ্ছে

বাঁধানো : প্রতি খণ্ড—৩৬·০০
মোলা : প্রতি সংখ্যা—৬·০০

১৯ বর্ষ (১৩৭১), ১৪ বর্ষ (১৩৭২),
১৭ বর্ষ (১৩৭৪), ১৮ বর্ষ (১৩৭৫),
১৯ বর্ষ (১৩৮১), ২২ বর্ষ (১৩৮১),
২৬ বর্ষ (১৩৮৩), ৩০ বর্ষ (১৩৭৭),

৩১ বর্ষ (১৩৮৮)
৩২ বর্ষ (১৩৮৯)
৩৩ বর্ষ (১৩৯০)
৩৪ বর্ষ (১৩৯১)

নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি অসম্পূর্ণ। যে যে সংখ্যাগুলি নেই বা কম আছে সেগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

১১ বর্ষ, ১৩৬৮ (বৈশাখ)
১২ বর্ষ, ১৩৬৯ (জ্যৈষ্ঠ)
১৩ বর্ষ, ১৩৭০ (ফাল্গুন-চৈত্র)
১৬ বর্ষ, ১৩৭৫ (অগ্রহায়ণ)
১৯ বর্ষ, ১৩৭৬ (জ্যৈষ্ঠ, ফাল্গুন)
২০ বর্ষ বর্ষ, ১৩৭৭ ( বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক)
২১ বর্ষ, ১৩৭৮ জ্যৈষ্ঠ, মাঘ)
২২ বর্ষ, ১৩৭৯ মাঘ, চৈত্র)
২৭ বর্ষ, ১৩৮৪ (পৌষ, ফাল্গুন)
২৮ বর্ষ, ১৩৮৫ (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ)

যদি কেউ সংখ্যা হিসাবে পত্রিকা সংগ্রহ করতে চান তাহলে ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি ফটো কপি করে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে পৃথক মূল্য প্রদেয়।
যদি কোন সদস্য উপরিউক্ত ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি পরিষদে দান করেন তবে সেগুলি সাদরে গৃহীত হবে।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার পত্রিকা

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ৬ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৪, আশ্বিন


## সম্পাদকীয়

### গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম সংশোধন

গতবছরের শেষভাগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বেতনক্রম সংশোধনের জন্য এক বেতন কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের বেতনক্রম সংশোধনের জন্যও একটি পৃথক বেতন কমিটি গঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বেতনক্রম সংশোধনের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে রাজ্যের কর্মচারীদের বেতন সংশোধন বিষয়টি অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার দরুণ বেতনক্রম সংশোধন করার বিষয়টি যত সহজ; রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে বেতন সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা তত সহজ নয়; কেন না অধিকাংশ রাজ্য সরকারই আর্থিক সঙ্কটে নিমজ্জিত। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার আন্দোলনের চাপে নতি স্বীকার না করা পর্যন্ত বেতন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা দানের বিষয়গুলিকে মেটানোর পরিবর্তে পিছিয়ে দেওয়ার অধিক আগ্রহী। উদাহরণ স্বরূপ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ধর্মঘটের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলন ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ধর্মঘটের চাপে পড়ে বেতনক্রম সংশোধন করার ব্যবস্থা হয়েছে; কিন্তু জটিলতার অজুহাতে গ্রন্থাগারিকদের বেতনসংশোধন না করে পৃথক একটি কমিটির উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। সে কমিটি কতদিনে তাদের কাজ সমাপ্ত করবেন এবং কবে সরকার সে সুপারিশ গ্রহণ করে নতুন বেতনক্রম কবে চালু করবেন তা আমাদের জানা নেই। সেদিক থেকে রাজ্য সরকার আগেই বেতন কমিশন ঘোষণা করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

স্বাধীনতা পাওয়ার আগে দেশের মানুষের ধারণা ছিল যে দেশ স্বাধীন হলে মানুষ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের হাত থেকে মুক্ত পাবে এবং সুখে সমৃদ্ধিতে বসবাস করতে পারবে। স্বাধীনতার পর দশ-বারো বছর অপেক্ষা করার পর মানুষ দেখলেন যে ঘটনা উল্টো স্রোতে বইছে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোতে ধনী আরো ধনী হয়েছে এবং হচ্ছে, গরীব আরো গরীব হয়েছে এবং হচ্ছে। জিনিষপত্রের দাম ক্রমশঃ ঊর্দ্ধমুখী হচ্ছে। ১৯৪৭ সালের ইংসেবে টাকার ক্রয় ক্ষমতা এখন ৯.৭৮ পয়সা। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর শাসনকালেই ১৯৮৫-৮৭ সালে টাকার মূল্য ১৫.১০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এই রকম অবস্থার কার্য-কারণ বিশ্লেষণে অর্থনীতিবিদরা পরোক্ষ কর, ঘাটতি বাজেট, বাজার নিয়ন্ত্রণ করার অক্ষমতা ও সদিচ্ছার অভাবকেই দায়ী করেছেন। সাধারণ মানুষ ক্রমশঃ নিষ্পেষিত হচ্ছেন। সংগঠিত অংশে শ্রমিক কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি এবং মাগগীভাতা যে হারে বাড়ছে জিনিষপত্রের দাম তার চাইতে দ্রুতগতিতে বাড়ছে অনেক বেশি হারে। আরেকটি মজার বিষয় হলো সমস্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারী 'ভারত সরকারের কাজে' নিয়োজিত

হলেও তাদের বেতন সংশোধনের দায়িত্ব কিন্তু ভারত সরকার গ্রহণ করেন না, এমন কি একটা জাতীয় বেতন নীতিও ঘোষণা করেন না। ফলে বিষয়টি বিভিন্ন রাজ্য সরকারের হাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁরা তাঁদের অর্থ-নৈতিক ক্ষমতা অনুযায়ী বেতন সংশোধন করেন। ফলে রাজ্যে রাজ্যে বেতনের সামঞ্জস্য থাকছে না এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে প্রভেদ থাকছে যা বিভেদ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট। আমরা অবশ্যই আশা করব কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির অর্থ-নৈতিক সংকট মোচনে এগিয়ে আসবেন এবং কেন্দ্র-রাজ্য বেতন বৈষম্য দূরীকরণে সচেষ্ট হবেন।

যেহেতু সমস্ত সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের মধ্যে গ্রন্থাগার কর্মীরাও রয়েছেন এজন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অন্যান্য বছরের মত বেতনক্রম সংশোধনের জন্য স্মারকলিপি দিয়েছেন অন্যান্য সরকারী আধা সরকারী বে-সরকারী কর্মচারী সংগঠনগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং গ্রন্থাগারিকদের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে আলোচনা করে। সরকারী বেতন কমিশনের কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হলো।

স্মারকলিপিতে সর্বনিম্ন বেতনক্রম স্থির হয়েছে ৮০০-১২৬৪ টাকা। পূর্বতন বেতন কমিশন নির্ধারিত বেতন ক্রমগুলির ১০-১১ নং স্তরটিকে ১৪০০-২৯৩৪ টাকা সুপারিশ করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে ঐ ফর্মুলার ভিত্তি কি? ভিত্তি হিসাবে যা গ্রহণ করা হয়েছে তা হ'ল বর্তমান বেতনক্রমের সঙ্গে ৬০৮ পয়েন্ট ভোগ্য পণ্যমূল্য সূচী (CPI) পর্যন্ত মাগগীভাতা সংযোগ করার পর শতকরা ২০ টাকা বেতন বৃদ্ধি (সর্বনিম্ন ৭৫ টাকা) করলে মোটামুটি এরকম একটা অঙ্ক দাঁড়ায়। সমস্ত ক্ষেত্রেই এই ফর্মুলা প্রয়োগ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমান প্রস্তাবসমূহ যদি বেতন কমিশন ও সরকার মেনে নিলে কর্মচারীরা কিছিৎ লাভবান হবেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বেতনক্রম সমূহের পর্যায়ক্রম পরিবর্তন করার প্রস্তাব পরিষদের পক্ষ থেকে করা হয় নি। যে সমস্ত অসঙ্গতি রয়েছে সেগুলি মেটানোর জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। বিগত বেতন কমিশনের সময় অর্জিত সুযোগগুলি সবটাই বজায় রাখা হয়েছে। আরো অনেক-গুলি বিষয় স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা গেল না।

সবশেষে যা উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হলো বেতনক্রম সংশোধন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে একটা রিলিফ মাত্র। মূল সমস্যার সমাধান এরকম অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে হয় না। কারণ জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে ও বাড়তেই থাকবে। এর মধ্যে ভোগ্য পণ্যমূল্যসূচী ৬০৮ পয়েন্ট থেকে ৭৪৮ পয়েন্ট এসে দাঁড়িয়েছে। যেদিন প্রথম সংশোধিত বেতনের টাকা হাতে আসবে সেদিন এটা কোন স্তরে থাকবে তা কেউ জানে না। যতদিন পর্যন্ত দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মূল্যবৃদ্ধিকে প্রতিহত করতে না পারবে ততদিন মূল্যবৃদ্ধি হতেই থাকবে। কর্মচারীদের কাছে মূল্যবৃদ্ধি রোধের একমাত্র গ্যারান্টি হলো আন্দোলনের মাধ্যমে ভিন্নতর অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করা যা পণ্যমূল্য স্থির রাখতে সক্ষম হবে।

# ইতস্ততঃ

( স্মৃতিচারণ )

## ষোড়শ পর্ব

[ লাহোরের স্মৃতি (২) ]

প্রমীল চন্দ্র বসু

লাহোরের 'তারিণী লজ' ছিল বাঙালীর বোর্ডিং হাউস। তাই বহিরাগত বাঙ্গালী ছাড়া স্থানীয় বাঙালীদের অনেকে আসতেন এখানে নানা কাজে ও নানা সূত্রে। সরকারের গোয়েন্দাবিভাগের দুজন বাঙালী কর্মচারীও আসতেন তাঁদের শিকারের সন্ধানে। সে যুগে পুলিশের বিশেষতঃ গোয়েন্দা পুলিশের বিরুদ্ধে আমার মনে বিশেষ বিরাগ ছিল। ওদের দুজনের সাথে কিছুটা জানাশোনা হবার পর ওরা নিজেদের এক কৃতিত্বের গল্প বলেছিলেন একদিন আমাদের কাছে। তাঁরা সন্দেহভাজন এক স্বদেশী যুবকের বাসস্থানে একদিন উপস্থিত হয়ে তাঁকে চুরি যাওয়া এক রিভলবার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ক'রছিলেন। ওঁদের পরিচয় জানা ছিল যুবকটির। ওঁরা লক্ষ্য করলেন প্রশ্নের জবাবের ফাঁকে ফাঁকে যুবকটি ছাদের এক কড়িকাঠের দিকে তাকাচ্ছিলেন। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে কড়িকাঠের ফাঁকে লুকিয়ে রাখা রিভলবারটি উদ্ধার করে যুবকটিকে গ্রেপ্তার করেছিলেন তাঁরা সেদিন। গল্প শুনে অচেনা এবং তার প্রকৃত চরিত্র জানা না থাকা সত্ত্বেও সেই স্বদেশী যুবকটির প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতিতে মন যেমন ভরে উঠেছিল, তেমনি ঐ গোয়েন্দা কর্মচারীদের কৃতিত্ব সত্ত্বেও তাদের প্রতি মনে প্রবল বিতৃষ্ণা জেগেছিল আমার। শুধু আমার নয় সে যুগে বোধহয় বাঙালী সকলেরই মন গৃহ ছাড়া এই সকল স্বদেশী দলের যুবকদের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধায় ভরা ছিল।

তখনকার দিনের বিখ্যাত যাদুকর পি. সি. সরকার এসেছিলেন একদিন তারিণী লজে এবং দেশ বিদেশে তাঁর যাদুবিদ্যা প্রদর্শনের চাঞ্চল্যকর বিবরণ দিয়েছিলেন আমাদের কাছে। রাজাবাবু নামে এক বাঙালী যাদুকর ও এসেছিলেন একদিন। আর এসেছিলেন তৎকালে সুপরিচিত খগানন্দ নামে এক হঠযোগী। তাঁর আসল নামটি এখন ভুলে গেছি। তবে তিনি ছিলেন বসিরহাট মহকুমার অধিবাসী। তিনি কয়েকদিন তারিণী লজে আমার ঘরেই ছিলেন। লাহোরে কাঁচ এবং লোহার পেরেক চিবিয়ে খাওয়া, আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া ইত্যাদি তাঁর নানা কসরতের খবর লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং ঐ কাগজে এ বিষয়ে বিতর্ক মূলক কতকগুলি চিঠি পত্রও প্রকাশিত হয়েছিল। শুনেছিলাম ট্রিবিউন পত্রিকার তৎকালীন বিখ্যাত বাঙালী সম্পাদক কালীনাথ রায়কে এ জন্যে পত্রিকার ট্রাষ্টিদের কাছে কিছু বিব্রত হতে হয়েছিল।

কলকাতা থেকে এসে লাহোরে মেডিকেল কলেজে সবে ভর্তি হয়েছে এমন একটি বাঙালী ছেলে একদিন 'তারিণী লজে' বেড়াতে এসেছিল। আমরা গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষা-লাভের জন্য এসেছি শুনে সে বললে কলকাতায় থাকতে আনন্দবাজার পত্রিকায় সে একটি খবর দেখেছিল যে বরোদা থেকেও একজন বাঙালী যুবক গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষা নিয়ে এসেছে। সেখান থেকে চলে আসার সময়ে বরোদা কোলে ক্লাবে ছেলেটিকে এক বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। আর বরোদা সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর বাংলা বইগুলির একটি ক্যাটালগ ছেলেটি তৈরী করে দিয়ে এসেছিল। লাহোর মেডিকেল কলেজের ঐ বাঙালী ছাত্রটি অবশ্য জানতে পারে নি যে তার উল্লেখিত বরোদার সেই বাঙালী যুবকটি তার

সামনেই উপবিষ্ট। ঐ ছাত্রটির কাছে শুনলাম ট্রিবিউন পত্রিকার খ্যাতনামা সম্পাদক হিসেবে কালীনাথ রায়, তখন সুপরিচিত ছিলেন সারা ভারতবর্ষে, কলকাতায় থাকতে আমরাও তাঁর নাম জানতাম।

ট্রিবিউন পত্রিকার সাথে বাঙালীর সম্পর্ক পত্রিকাটির জন্মলগ্ন থেকে। উনবিংশ শতকের আটের দশকে ট্রিবিউন যখন সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে লাহোরে আত্মপ্রকাশ করে তখন একজন বাঙালী এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তাঁর নাম ছিল শীতল চন্দ্র মুখার্জী। পরে অপর একজন বাঙালী ও এর সম্পাদকীয় বিভাগের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর নামটা শুনলেও এখন আর মনে পড়ছে না। এক সময়ে প্রখ্যাত বাঙালী বিপিন চন্দ্র পালও ট্রিবিউনের সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন। ঐ ছেলেটির সাথে কথায় কথায় কালীনাথ রায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় একটি 'আইডিয়া' ( idea ) বা পরিকল্পনা আমার মাথায় এল।

কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের বিপরীত দিকে কলেজ ষ্ট্রীটের উপরে যে বড় বাড়ীটার দোতলায় এখন কফি হাউস এবং একতলায় বড় বড় বই-এর দোকান সেই বাড়ীটি সে যুগে এ্যালবার্ট ইনষ্টিটিউট নামে পরিচিত ছিল। ঐ বাড়ীর দোতলায় এ্যালবার্ট হলে নানা ধরণের বড় বড় সভা হত। আর তিন তলায় একটা লাইব্রেরী ছিল। তিন তলার মধ্যভাগটা ফাঁকা ছিল। ফাঁকা জায়গায় চারদিকে ব্যালকনি ছিল। ব্যালকনিতে ও অন্যান্য দিকে বিনা চাঁদায় পাঠাগার ছিল। ঐ পাঠাগারে কলকাতার পত্রিকা ছাড়াও নানা প্রদেশের দৈনিক ও সাময়িক সংখ্যা পত্রিকা আসত। আবার আপার সার্কুলার রোডে ( বর্তমানে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোডে ) অবস্থিত রামমোহন লাইব্রেরীতেও বিনা চাঁদায় পাঠাগারে ভারতের অনেক প্রদেশের দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা আসত। আমি যখন মধ্য কলকাতার বাসিন্দা ছিলাম সে সময়ে প্রায় প্রত্যহ এই দু জায়গার কোন এক জায়গায় গিয়ে নানা প্রদেশের পত্র-পত্রিকা পাঠ করতাম। সে সময়ে এই অভ্যাসটা আমার নেশার মত হয়ে গিয়েছিল। কলকাতা ছেড়ে আসার পর কলকাতার দৈনিক পত্রিকাই আর নিয়মিত দেখার সুযোগ আমার ছিল না। সে জন্য আমার মন ছটফট করত। মেডিকেল কলেজের ছাত্রটির সাথে ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক কালীনাথ রায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় আমার মনে হল কলকাতায় সব কাগজ বিনিময় ব্যবস্থায় ট্রিবিউন অফিসে নিশ্চয়ই আসে। কালীনাথবাবুর সাথে দেখা করে প্রতোকদিন ঐ আপিসে বসে কলকাতার কাগজ দেখবার প্রস্তাব তাঁর কাছে করলে তিনি হয়ত সে ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

একদিন অপরাহ্নে ট্রিবিউন আপিসে গিয়ে কালীনাথবাবুর সাথে দেখা করলাম। রাশভারি, স্বল্পভাষী, অভিমান পরাশোর্দ্ধ লোকটি স্থির ভাবে মনোযোগ সহকারে আমার কথা শুনলেন। মৃদুস্বরে ২।৪টি প্রশ্নের পর বললেন, তিনি যে সময়ে আপিসে থাকবেন সে সময়ে তাঁর ঘরে এলে যে সব কাগজ আমার দরকার হবে তা বললে কাগজগুলি তিনি আনিয়ে দেবেন এবং আমি সেখানে বসে সে গুলি পাঠ করতে পারব। এই ব্যবস্থায় কয়েকদিন আমি তাঁর আপিসে গিয়েছিলাম কিন্তু কয়েকটি বাস্তব অসুবিধার জন্য ব্যবস্থাটা কার্যকর হওয়ার অন্তরায় ছিল। প্রথমতঃ ট্রিবিউনের কার্যালয় আমার বাসস্থান থেকে বেশ দূরে ছিল। দ্বিতীয়তঃ কালীনাথবাবুর নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে যাওয়া সব সময়ে আমার পক্ষে সুবিধাজনক ছিল না। তৃতীয়তঃ তাঁর স্বাস্থ্য সে সময়ে খুব ভাল ছিল না। সেই জন্য অনেক সময় তিনি নির্দিষ্ট সময়ে আপিসে আসতে পারতেন না। আমি যথা সময়ে গিয়ে তাঁকে না পেয়ে চলে আসতাম। এই অবস্থার মধ্যে কলকাতার অন্ততঃ আনন্দবাজার পত্রিকাটি কি উপায়ে নিয়মিত ভাবে পড়তে পারা যায় সে সম্বন্ধে চিন্তা করলাম। সে সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হবার পক্ষে আমার কি যেন একটা বাধা ছিল। যতদূর মনে পড়ে সম্ভবতঃ ৬ মাসের কম সময়ের জন্যে কাউকে ডাকযোগে ঐ পত্রিকার গ্রাহক করা হত না। আমি লাহোরে তখন থেকে আর ৬ মাস কাল থাকব না, কাজেই আমার গ্রাহক হওয়া সম্ভব নয় ভেবে আমার সাথে পূর্ব পরিচয় না থাকলেও আনন্দবাজার পত্রিকার ম্যানেজিং

তাইরেক্টার শ্রীসুরেশ চন্দ্র মজুমদারকে আমার অসুবিধার কথা এবং আনন্দবাজার কাগজ পড়ার ব্যগ্রতার কথা জানিয়ে, ছ মাসের কম সময়ের জন্য আমাকে গ্রাহক হবার বিশেষ অনুমতি দেবার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলাম। চিঠির জবাব দিলেন শ্রীমাখনলাল সেন। আনন্দবাজারে সে সময়ে তিনি ছিলেন বোধ হয় সুরেশবাবুর পরে সর্বময় কর্তা ব্যক্তি। তিনি জানালেন আমার অনুরোধ রাখা হবে। তবে আমি যেন সংবাদদাতা হিসেবে লাহোরের ভাল ভাল খবর আনন্দবাজারে পাঠাই, তাঁর প্রস্তাবমত কাজ ও ব্যবস্থা হয়েছিল। আমার প্রেরিত সংবাদ আনন্দবাজারে প্রকাশিত হত। মনে আছে আমার প্রেরিত একটা খবরের উপর কিছু সম্পাদকীয় মন্তব্য ও প্রকাশিত হয়েছিল একদিন জীবনের নানা পথে ঘোরা ফেরার মধ্যে এক সময়ে অল্পদিনের জন্য হলেও এই ভাবে সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা ও অর্জন করেছিলাম আমি এ জীবনে।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরিয়ানশিপ পরীক্ষায় পাশ করতে হলে অন্যান্য বিষয়ের সাথে হয় ফরাসী ভাষা নয় জার্মান ভাষার একটা পরীক্ষায় আবশ্যিক ভাবে পাশ করতে হত। পরবর্তীকালে যখন কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে ভারত সরকারের অনুমোদিত লাইব্রেরিয়ানশিপ কোর্স প্রবর্তিত হয় তখন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় হুবহু গ্রহণ করা হয় শুধু ভাষা শিক্ষার ও পাশের বাধ্য বাধকতা বর্জন করা হয়। যা হোক পাঞ্জাবে ভূপেন ব্যানার্জী ও আমি এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত জার্মান ভাষার পাঠ গ্রহণ করি ও পরীক্ষায় পাশ করি। আমরা দুজন ছাড়া আমাদের বাকী সহপাঠী সকলেই ফরাসী ভাষায় পাঠ গ্রহণ করেন ও পরীক্ষা দেন।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মান ভাষার এই ক্লাসে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বয়সের ছাত্র ছিলেন, আমাদের সহপাঠী। নানা বিষয়ে পাঠরত ছাত্র, নানা কর্মস্থানে কার্যরত ব্যক্তি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের, শিক্ষক, গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগারিক ইত্যাদি নানা শ্রেণীর ব্যক্তি আমাদের সহপাঠী ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত জার্মান ভাষার এই ক্লাসে। আবার বয়সে তরুণ শিক্ষার্থী থেকে মধ্য বয়সী পর্যন্ত ব্যক্তিরা একত্রে ছিলেন এই ক্লাসের ছাত্র। ক্লাস হত বোধহয় প্রতিদিন অথবা একদিন অন্তর বিকালের দিকে মাত্র একঘন্টা করে। কাজেই গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষার ক্লাসের ছাত্রদের মত এখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সে রকম একটা জমাট সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। তবু কয়েকজনের কথা এখনও মনে আছে। একজন ছিলেন পাঞ্জাব পাবলিক লাইব্রেরীর মধ্যবয়সী লাইব্রেরিয়ান লালা রামলাভায়া। পাঞ্জাবের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মানচান্দা ও ভাটিয়ার বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর অন্যতম, মানচান্দা ও ভাটিয়ার সাথে আমাদের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক আছে জেনেও রামলাভায়া আমাদের সঙ্গে বেশ ভাল সম্পর্ক বজায় রেখেই চলেছিলেন। আর একজন সহপাঠী ছিলেন লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজের লাইব্রেরিয়ান অবিনাশি রায় তালোয়ার। পক্ক কেশের বয়স না হলেও তাঁর চুলে তখন বেশ পাক ধরেছে। নির্বিরোধী প্রকৃতির লোক। গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত বিবদমান কোন গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না তিনি। এঁরা দুজনেই আজ বহুদিন পূর্বে পরলোক গমন করেছেন। আর একজন সহপাঠী ছিল আইন কলেজের অল্প বয়সী, অতি সুদর্শন এক কাশ্মীরি ছাত্র। তার নাম ছিল বুদ্ধি সিং পাল সকলে তাকে পণ্ডিত বলে ডাকত। পোশাক আশাকের যথেষ্ট পারিপাটা এবং কথা বার্তায় খুব চটপটে ও মিষ্টকে। তার ধারণা ছিল কোন অতীত কালে তার পূর্বপুরুষরা ছিলেন বাঙালী। কোন সময়ে তাদের কোন পূর্বপুরুষ বঙ্গভূমির বাস ত্যাগ করে কাশ্মীর চলে যান। তখন থেকে তারা কাশ্মীরবাসী। একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে। ভারতের তিনদিকের তিন ত্রিকপাল 'লাল, বাল, পালের কথা আমি জানি কিনা। অবশ্যই জানি বলায় সে সগর্বে বললে. তার দৃঢ়বিশ্বাস বিপিন চন্দ্র পাল ও তাদের পূর্বপুরুষ যিনি বঙ্গভূমি ত্যাগ করে কাশ্মীরে আসেন তাঁরা একই বংশ সম্ভূত। কথাটার মূলে কোন সত্য আছে কিনা জানি না। বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র স্বর্গীয় জানাঞ্জন পালকে কথাটা একবার বলেছিলাম তিনি এ বিষয়ে কোন আলোকপাত করতে পারেন নি।

কত রকমের উদ্ভট চিন্তা ও ধারণাও তো থাকে কত লোকের। এ হয়তো সেই ধরণেরই এক ধারণা!

জার্মান ক্লাসের সকলের মধ্যে সব চাইতে গভীর ভাবে মনে জাগ কেটে আছে যাঁর স্মৃতি ছিলেন আমাদের ঐ ক্লাসের একমাত্র অধ্যাপক লাহোর ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর বি, এ, কুরেশী, বছর চল্লিশেক বয়স, যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি সুন্দর কথাবার্তা, ব্যবহার এবং অধ্যাপনার রীতি-নীতি। জার্মানী থেকে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী এই মুসলমান ভদ্রলোক সেই সাম্প্রদায়িকতার যুগে ছিলেন সম্পূর্ণ রূপে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বর্জিত। শিখ হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র নিয়ে গঠিত আমাদের এই মিশ্র ক্লাসে পাঠ চর্চার প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি কঠোর ভাষে নিন্দা করতেন সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে এবং তীব্র ভাষায় সমালোচনা করতেন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারে রত নেতাদের। এ জন্য তাঁর প্রতি আমার অশেষ শ্রদ্ধা জন্মেছিল। আবার আমার এতগুলি সহপাঠীর মধ্যে তিনি যে আমাকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখেছিলেন সেটা জানতে পারি পাঠ শেষ করে লাহোর থেকে চলে আসার সময়। সে কথায় পরে আসছি। এখন তিনি জীবিত আছেন কিনা সন্দেহ তবু এখনও অনেক সময় তাঁর কথা মনে হয়।

রতনচাঁদ মানচান্দা ও সান্তরাম ভাটিয়ার কথা ইতিপূর্বে কিছু কিছু বলেছি। আমি লাহোরে থাকাকালে এঁরা দুজন সব সময়ে আমার খোঁজ খবর নিতেন। উপযাচক হয়ে বই পত্র ধার দিয়েছেন ও নানা ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। মানচান্দা ও ভাটিয়া দুজনেই উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। আমি লাহোর থেকে চলে আসার কিছু পরে মানচান্দা Student life বা ঐ রকম কি একটা নামে একটা সাময়িক পত্র প্রকাশ ও সম্পাদনা করতেন। তবে আর্থিক সঙ্কটের জন্য পত্রিকাটির অস্তিত্ব স্থায়ী হয় নি। কিছু দিনের মধ্যে অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। ভাটিয়া এবং মানচান্দার উদ্যোগে লাহোর থেকে Modern Librarian নামে পাঞ্জাব লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের মুখপত্র হিসাবে একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ হত। ভাটিয়া কিছুদিন Modern Librarian-এর সম্পাদক ছিলেন। পরে এসোসিয়েশনের সভ্যদের মধ্যে অন্তর্বিরোধের ফলে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অন্য একজনকে সম্পাদক নিযুক্ত করা হলে ভাটিয়া লাহোর থেকে Indian Librarian নামে আর একটি সাময়িক পত্র বার করেন। স্বাধীনতার প্রাক্কালে পাঞ্জাবে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়ে চরম দুর্ভোগের মধ্যে অসীম মনোবল সম্পন্ন পুরুষ ভাটিয়া প্রাণ হাতে নিয়ে লাহোর থেকে এক বস্ত্রে পূর্ব পাঞ্জাবে চলে আসেন। অতঃপর নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের পালা অতিক্রম করে সিমলা থেকে Indian Librarian-এর পুনঃ প্রকাশ শুরু করেন। তিনি এখন জলন্ধরের স্থায়ী বাসিন্দা এবং সেখান থেকেই Indian Librarian প্রকাশ করছেন। (এই প্রবন্ধের এই অংশ লিখিত ও সাহিত্যিকার অধিবেশনে পঠিত হবার প্রায় ছয় বছর পরে ১৯৮৬ সালে সান্তরাম ভাটিয়া ও পরলোক গমন করেছেন) লাহোরে আর এক ব্যক্তির সাথে নিঃসঙ্গ পরিচয় ছাড়া কোনদিন বাক্যালাপ হয় নি আমার। অথচ তার ভাবমূর্তি আমার স্মৃতি পটে আজও অতি উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছে। সে ছিল জমকালো শিরোস্ত্রাণ ও উর্দিপরিহিত পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির অভ্যন্তরে প্রবেশ ও বাহিরে আসার একমাত্র পথের সদা সতর্ক প্রহরী দীর্ঘদেহী বিশাল চক্ষু বিশিষ্ট এক পাঠান সন্তান। লাইব্রেরির প্রবেশ ও বহির্গমনের পথে প্রহরারত সদা জাগ্রত ও বিন্যস্ত এই কর্মীটি বহির্গামী প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি এমন ভাবে এক তীব্র তীক্ষ্ণ অন্ত র্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করত যে, মনে হত তার সেই দৃষ্টি যেন বহির্গামী ব্যক্তির পোষাক পরিচ্ছদ ভেদ করে দেহের অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছে সার্চলাইটের আলো জেলে দেখে নিচ্ছে লাইব্রেরির কোন সম্পত্তি সঙ্গোপনে ও বে-আইনি ভাবে পোষাকের অভ্যন্তরে থেকে লাইব্রেরির বাইরে চলে যাচ্ছে কিনা। বোধ হয় লাইব্রেরি থেকে বহির্গামী প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই রকম একটা অনুভূতি হত। কারণ এই নিয়ে অনেককেই সকৌতুক আলোচনা করতে শুনেছি। আর এ-ও দেখা যেত বহির্গমন কালে প্রায় প্রত্যেকে সম্ভবতঃ মনস্তাত্ত্বিক কারণে তার

দিকে সমস্ত দৃষ্টি মেলে দ্রুত তার পাশ কাটিয়ে চলে যেতেন।

ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে না এলে মানুষকে সব সময়ে ঠিকমত চেনা যায় না। তারিণী লজের আবাসিক এক বাঙালী ভদ্রলোক-কে লজের প্রায় সকলেই এই কারণে ভুল বুঝেছিলেন। মিঃ চ্যাটার্জী নামে ভারত সরকারের মিলিটারি এ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের অফিসার, ঐ ভদ্রলোক লজের উপর তলার এক ঘরে একাকী থাকতেন। ছিপছিপে দীর্ঘদেহী ঐ ভদ্র-লোক কিছু বই পত্র-পত্রিকা সঙ্গে নিয়ে প্রত্যহ আপিস থেকে আসতেন এবং আপিস যেতেন। লজে যতক্ষণ থাকতেন ঐ সব বই পত্রের মধ্যে ডুবে থাকতেন। কারও সাথে বড় একটা কথাবার্তা বলতেন না। সকলের ধারণা হয়েছিল নিজের পদমর্যাদা সম্বন্ধে তিনি অতিরিক্ত সচেতন এবং অহঙ্কারী অন্য সকলকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখেন। তাঁর সম্পর্কে লজে অনেক বিরূপ সমালোচনা শুনতাম। অনেক-দিন পরে, আমি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কর্মরত, একদিন শুনলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিট ও একাউন্টস অফিসারের শূন্যপদে নিযুক্ত হয়ে ভারত সরকারের অবদর প্রাপ্ত এক কর্মদক্ষ ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন। তাঁর নাম মিঃ কালীচরণ চ্যাটার্জী। একদিন লাইব্রেরীতে এলেন তিনি বইয়ের সন্ধানে। চাক্ষুষ দেখে তাঁকে চিনলাম তিনি তারিণী লজের সেই গম্ভীর প্রকৃতির পদুয়া ভদ্রলোক মিঃ চ্যাটার্জী। আমাকেও চিনলেন তিনি। দেখেই বললেন **The earth is round'**। বিপত্নীক কালীবাবুর ঘন ঘন আসতেন লাইব্রেরীতে বইয়ের সন্ধানে। শীঘ্রই ঘনিষ্ঠতা হল। তখন দেখলাম কত ভুল ধারণাই ছিল তারিণী লজের লোকদের তাঁর সম্বন্ধে। দেখলাম বেশ দিলখোলা লোক তিনি, একটু ও অহংকারী নন। আদৌ গম্ভীর প্রকৃতির লোকও নন তিনি পরিচিত মহলে অনর্গল কথা বলতেন। সাহিত্য চর্চা করতেন। নিজে ২/৩ খানা বই ও লিখেছিলেন এবং প্রকাশ করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থাকা কালে ইংরিজি পদ্যে তাঁর লেখা বোধহয় কোন রাজপুত বীরের অথবা মোঘল বাদশার এক জীবনী গ্রন্থ অল্প অল্প করে ছাপছিলেন। ছাপা অংশের প্রত্যেক কপি আমাকে দিয়েছিলেন। তবে সম্ভবতঃ সমস্তটা ছাপা শেষ হবার আগেই তিনি পরলোক গমন করেন। লাহোর সম্বন্ধে আর ২।১টা কথা বলে আমার লাহোরের স্মৃতিচারণ শেষ করি।

লাহোরে থাকাকালে খাদ্য সম্পর্কে আমার এক স্থায়ী রুচির পরিবর্তন ঘটেছিল। খাদ্য হিসেবে অন্য বহু বাঙালীর মত রুটি আমার একেবারেই পছন্দ ছিল না। কিন্তু রুটি তৈরী করার গুণেই বোধ হয় ওখানে থাকতে রুটি খেতে আমার ভালই লাগত এবং ও বিষয়ে আমার পূর্ব অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটে। তা ছাড়া লাহোরে পাঞ্জাবীরা দেখতাম প্রচুর দুধ এবং দুধ থেকে তৈরী লস্যি খেতেন, রাস্তার ধারে দোকানে। শীতকালের সকালে ও তাঁরা দেখতাম বড় বড় গ্লাস ভর্তি লস্যি খেতেন। এ অভ্যাস স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী সন্দেহ নেই। দেখাদেখি আমরাও প্রচুর লস্যি খেয়েছি এবং উপকৃত হয়েছি সন্দেহ নেই।

যে উদ্দেশ্যে আমার লাহোর আসা সে উদ্দেশ্য সম্পন্ন হবার সময় হয়ে এল, অর্থাৎ গ্রন্থাগার বিভাগ শিক্ষানবীশও শেষ হল। এবার ঘরে ফেরার পালা। পূর্বে উল্লেখ করেছি ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর বি এ কুরেশার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মেছিল। চলে আসার আগে একদিন তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম এবং স্মারক চিহ্ন হিসাবে একটা সার্টিফিকেট চাইলাম তাঁর কাছে। সহজে এবং সানন্দে সার্টিফিকেট দিলেন তিনি। কিন্তু সার্টিফিকেট উল্লেখিত গুণাবলীর কথা লক্ষ্য করে আমি বিশেষ লজ্জা ও সংকোচ বোধ করায় তিনি বললেন 'আমাকে বিশ্বাস কর, আমি যা লিখেছি তা আমি সত্য বলেই বিশ্বাস করি। কোন অতিশয়োক্তি করিনি আমি।' এত দৃঢ়তার সাথে তিনি কথাগুলি বললেন যে আমার পক্ষে তার প্রতিবাদ করা আর সম্ভব হল না। আমার প্রতি তাঁর গভীর স্নেহ এবং অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচয় পেয়ে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হলাম। মনে মনে এই সংকল্প নিলাম যে ডক্টর কুরেশী আমি বর্ণিত গুণের সত্যই অধিকারী হবার চেষ্টা আমি করবো এবং তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা যাতে না হয় সেইজন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকব। আমি লাহোর থেকে চলে আসার পূর্বে

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান লালা লাজপৎরাম একদিন অপরাহ্ণে আমাকে তাঁর বাড়ীতে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর বাড়ীতে গেলে আমাকে বিশেষ আপ্যায়ন করলেন এবং কথা প্রসঙ্গে বললেন, অল্প বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ানের পদের জন্য সম্প্রতি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। আমিও তো একটা দরখাস্ত দিতে পারি। আমি বললাম "বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ানের পদের জন্য আমার মত অর্বাচীন এবং অনভিজ্ঞ লোককে কখনই নেবে না।"

তিনি বললেন, "তা বলা যায় না। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ এখন ওখানকার উপাচার্য। তিনি প্রগতিশীল মনোভাব সম্পন্ন লোক গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি তাঁর আকর্ষণ থাকতে পারে। ঐ অঞ্চলে গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষণ প্রাপ্ত লোক না পাওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া তিনি বহুদিন কলকাতায় ছিলেন। তাঁর পরিচিত কলকাতার কোন প্রভাবশালী লোকের সুপারিশে কাজ হতে পারে।" তিনি আরও বললেন "আমি এ পর্যন্ত কোথাও কাকেও নিয়োগের জন্য সরাসরি সুপারিশ করিনি। তুমি দরখাস্ত করলে আমি তার উপরে সুপারিশ সূচক জোরালো মন্তব্য লিখে দেব।" ঐ পদে আমার নির্বাচন সম্ভব হবে না জেনেও তাঁর আগ্রহে আমি তাঁর সুপারিশ সহ একটা দরখাস্ত ডাকযোগে পাঠিয়ে দিলাম।

অতঃপর মানচান্দা, ভাটিয়া এবং অন্যান্য বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এবং অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষী সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের একান্ত ইচ্ছানুযায়ী লাহোর ত্যাগের দিন তাঁর বাড়ীতে আহার পর্ব সেরে আমি অবশেষে লাহোরের মায়া কাটিয়ে কলকাতার অভিমুখে রওনা দিলাম।

[ ক্রমশঃ ]

[ ২৬. ১০. ৮০ তারিখে সাহিত্যিকার অধিবেশনে পঠিত ]

# অনুলয় সেবা শিক্ষায় মনোবিদ্যা

**শ্রীসুশীল কুমার চট্টোপাধ্যায়**
অধ্যাপক
গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ
বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

অনুলয় সেবা গ্রন্থাগারের সকল কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু এবং গ্রন্থাগার বৃত্তির হৃদ্‌পিণ্ড। যে কারণে অনুলয় সেবা শিক্ষার গুরুত্ব গ্রন্থাগার বৃত্তির অন্য সকল রকম শিক্ষার তুলনায় অপরিসীম। এটাকে কেন্দ্র করেই গ্রন্থাগার বৃত্তির অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলি হয়ে ওঠে সক্রিয়, সজীব ও অর্থপূর্ণ।

এই অনুলয় সেবা শিক্ষা সার্থক ও কার্য্যকরী করা তখনি সম্ভব যখন রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক ও কর্মিবৃন্দ নিজেদের "পাঠক মনোবিদ্যা" সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে তুলতে পারবে।

বস্তুতঃ মনোবিদ্যা হচ্ছে মানসিক কর্মতৎপরতা গঠনের বিজ্ঞান। এই বিদ্যার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা বহুরকম বৃত্তি এমন কি গ্রন্থাগারিক বৃত্তির মধ্যেও প্রসারিত হতে পারে। উপযুক্তভাবে এই বিদ্যার তথ্য ও নীতিগুলির প্রয়োগ পাঠকদের পরিতৃপ্ত ও আরও বেশী সক্রিয় করতে সাহায্য করবে।

শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষায় 'ছাত্র মনোবিদ্যা' ও "শিশু-মনোবিদ্যা" একটি অবশ্য পাঠ্য বিষয়। কারণ এখানে শিক্ষকদের বৃত্তি হচ্ছে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া। তাই তাঁদের শিশুদের বা ছাত্রদের মনোবিদ্যা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার নচেৎ যাদের উদ্দেশ্যে তাঁদের শিক্ষাদান সেটা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। কিন্তু গ্রন্থাগার বৃত্তিতে অনুলয় সেবাদান শিক্ষায় "পাঠক মনোবিদ্যা" বিষয়টি অবশ্য পাঠ্য হবে কিনা সেটা এখন চিন্তা করা দরকার। অবশ্য শিক্ষক মহাশয়দের বৃত্তি শিক্ষাদান, কিন্তু সে ক্ষেত্রে রেফারেন্স গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি শিক্ষাদান নয়। তাঁর কাজ হল পাঠকদের পাঠ্যবিষয় সর্বতোভাবে সাহায্য করা। এ ধরণের যুক্তিতে অনুলয় সেবাদান শিক্ষায় 'পাঠক মনোবিদ্যা' বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত নাও হতে পারে। কিন্তু এটা ঠিক যে গ্রন্থাগার বৃত্তিতে অনুলয় সেবাদান শিক্ষায় গ্রন্থ সম্বন্ধে যেমন নানাবিধ জ্ঞান বা শিক্ষার প্রয়োজন সেরকম বিভিন্ন চরিত্রের পাঠকদের সম্বন্ধেও বটে।

মনোবিদ্যার সাহায্যে পাঠকদের আচরণগত সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। অসুবিধাগ্রস্ত পাঠকদের জানবার দিকে লক্ষ্য রেখে এই বিষয় অসুত, অস্বাভাবিক এবং বিরক্তিকর আচরণের দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারে।

সভ্যতার অগ্রগতির কোন স্তরে 'পাঠক' শব্দটি এসেছে সেটা নির্ণয় করা শক্ত। সভ্যতার উষাকালে পাঠকের রূপ ছিল শুধু শ্রোতা, কারণ তখন নথিভুক্ত শিক্ষণ বিষয় ছিল সামান্য। পাঠক তখন সীমাবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় পুরোহিত, পাত্রী, রাজন্যবর্গ এবং তাঁদের প্রিয়ভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে। কিন্তু জ্ঞানের জন্য তৃষ্ণা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং এই প্রবৃত্তিই কালক্রমে এক বৃহৎ শ্রেণীর পাঠকবর্গের সৃষ্টি করে। সাধারণ শিক্ষা এবং গবেষণা কার্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশে বহু গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়—যা মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পদ হিসাবে চিহ্নিত হয়। পাঠ শিক্ষিত মানুষের জীবনের মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে।

গ্রন্থ ও পাঠককে কেন্দ্র করে এই পাঠকার্য চলে। যে কোন গ্রন্থাগারের এ দুটি হচ্ছে অমূল্য সম্পদ। এ ক্ষেত্রে

পাঠকের চরিত্র বা মনোবিদ্যা সম্বন্ধে কিছু ধারণা না থাকলে কোন রেফারেন্স গ্রন্থাগারিকের পক্ষেই পাঠকদের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এখন আলোচনা করা দরকার এই 'পাঠকে' কতরকম চরিত্রের ও স্বভাবের মধ্যে দেখা যায় এবং সেক্ষেত্রে একজন রেফারেন্স গ্রন্থাগারিকের কি কি শিক্ষণীয় ও করণীয় আছে।

পাঠকদের শ্রেণীবিন্যাস করলে এক শ্রেণীর পাঠক খুব সহজেই দৃষ্ট হয়, যারা হচ্ছে লাজুক প্রকৃতির। তারা অন্য লোকের উপস্থিতিতে অস্বস্তি অনুভব করে। তারা প্রকাশ্যে কথা বলা পছন্দ করে না এবং দলীয় কাজে নেতৃত্ব নেওয়া অপছন্দ করে। তারা অজানা ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথন আরম্ভ করতে অসুবিধা অনুভব করে। ইতিবাচক ও নেতিবাচক আত্ম উপলব্ধির যুগপৎ জাগরণের ফলে এই বৈশিষ্ট্যগুলি তার মধ্যে দেখা যায়।

এই শ্রেণীর পাঠক রেফারেন্স গ্রন্থাগারিকের সাহায্য নিতে লজ্জা পায় আবার পুস্তক মঞ্চের নিকটে যেতেও ভয় পায়। এদের চোখই তাদের মনের কাহিনী প্রকাশ করে। একজন রেফারেন্স গ্রন্থাগারিকের উচিত খুব ঘরোয়া ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তাদের সহজতর করে তোলা। কারণ তাদের মনের ভেতর থেকে লজ্জার ভাবটা কাটিয়ে দিতে পারলে তারাই হবে সে গ্রন্থাগারের নিয়মিত পাঠক।

পাঠকদের শ্রেণীবিন্যাসে আর এক ধরণের পাঠক উপস্থিত হয় যাদের মধ্যে হীনতাভাব বা উন্নাসিকতা দেখতে পাওয়া যায়। ইংরেজীতে একেই বলে "ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স" এবং "সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্স।" অবশ্য "সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্স" বলে কিছু আছে কিনা সেটা তর্কের বিষয়। কারণ মনের সংকীর্ণতা থেকেই আসে মনের জটিলতা। সে ক্ষেত্রে কোন সংকীর্ণতাকেই কোনও সুপিরিওর আখ্যা দেওয়া যায় না। তবে মনে হয় এই বহুল প্রচলিত শব্দটি এসেছে পাঠকের নিজের সম্বন্ধে গর্ব বা উচ্চ ধারণা থেকে। তারা সাধারণতঃ অহঙ্কারী ও উন্নাসিক হয় এবং আত্মমূল্য অতিরঞ্জিত করে দেখে।

কিন্তু গ্রন্থাগার গৃহকে সাম্যের মূর্ত প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়। এই গ্রন্থাগারেরই কোন নির্দিষ্ট কক্ষে বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন ধর্মের এবং বিভিন্ন পেশার লোক একত্রে তাদের পাঠকার্য চালায়। এরূপক্ষেত্রে ঐ গর্বিত মনোভাবের পাঠকেরা এ ধরণের সমতা মেনে নিতে ঠিক চায় না। এখন এদের দৃঢ়ভাবে রেফারেন্সের পাঠকক্ষে ধরে রাখার জন্য রেফারেন্স কর্মীদের উচিত এদের সঙ্গে ধৈর্য ধরে সুমধুর ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা এবং এদের বোঝান যে, সহযোগিতার ভেতর দিয়েই পরস্পরের লাভ ও সুবিধা আনতে পারে।

আবার, পাঠকদের একশ্রেণী আছে যারা উদ্দীপক বস্তু সকল যেগুলি তাদের অহংকারবোধকে আঘাত করে সেগুলির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তারা প্রায়ই কোন লেখা বা বিজ্ঞাপনের মধ্যে অবমাননাকর শব্দ পাঠ করে; যদিও সে লেখাটি বা বিজ্ঞাপনটির মধ্যে সেরকম কোন উদ্দেশ্য নেই। তারা সাধারণভাবে খুব স্পর্শকাতর এবং তিলকে তাল করতে খুব ভালবাসে। তারা সব সময় তাদের মিথ্যা অহংকার নিয়ে অপরের সঙ্গে তুলনা করতে ভালবাসে। ক্ষুদ্র, অনিচ্ছাকৃত তুচ্ছ বিষয়গুলি তাদের পূর্ব হতেই কল্পিত পদমর্যাদার কাছে অবাঞ্ছিত আঘাত হিসাবে গণ্য হয়।

আবার, হীনতাভাবের পাঠকদের মন এমনি যে, রেফারেন্স গ্রন্থাগারিকের গম্ভীর মুখ দেখলে তারা মনে করে তাদের নগণ্যভাবে তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে রেফারেন্স গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য হচ্ছে বন্ধুত্বপূর্ণ অনুপ্রেরণা এলে তাদের সঙ্গে মেশা। এমনকি, কাজের ভীড়ের জন্য যদি পাঠকদের অপেক্ষা করতে হয় এরূপক্ষেত্রে ইশারা বা একপলক চাহনি দিয়ে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক তাদের অবজ্ঞা করেনি এবং তাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে সবিশেষ সচেতন। রেফারেন্স গ্রন্থাগারিকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা তাদের আপন করে নেওয়া এবং গ্রন্থাগারের প্রতি তাদের আকর্ষণ ও আস্থা জাগিয়ে তোলা।

এছাড়াও পাঠকদের মধ্যে আর একধরণের জটিলতা দেখা যায়—ইংরাজীতে একে বলে 'টাউংমেটিক্ কমপ্লেক্স'। এই 'টাউয়া' জড়িত আছে কিছু অভিজাত ধারণা এবং মানসিক ভাবাবেগের সঙ্গে। একে মানসিক ক্ষত হিসাবে বর্ণনা করা হয়। রেফারেন্স গ্রন্থাগারিকের সামান্য হাসি বা তামাশায় তারা তাদের মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে গ্রন্থাগারের মধ্যে এক অশোভন দৃশ্যের অবতারণা করে। এদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে রেফারেন্স গ্রন্থাগারিকের খুব সচেতন থাকা উচিত এবং এর জন্য তাঁদের আকর্ষণীয় চাহনি এবং মিষ্টি হাসির সময় অনুশীলন করতে হবে।

আবার কিছু পাঠক আছে যাদের স্বভাব ছিঁচকে চুরি করা। তারা বইয়ের পাতা কেটে নেওয়া এবং বই চুরির সমাজবিরোধী অভ্যাসে পোক্ত। তারা পাঠকের খোলস পরে অনেক সময়ে গ্রন্থাগারে আসে এবং পড়ার অজুহাতে বই নিয়ে তার শক্ত মলাটটা ছাড়িয়ে ফেলে তাদের চোরাচালানের পথকে সহজতর করে। এরা সম্পূর্ণ বিবেক বর্জিত হয়। গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য এদের খুঁজে বের করা এবং ঘৃণাসহকারে পরিহার করা। তাঁর উচিত পুস্তকমঞ্চ, পাঠকক্ষ এবং গ্রন্থাগারের অন্যান্য গমনাগমন স্থানে কঠোর সতর্কপ্রহরার ব্যবস্থা করা। এছাড়াও বহির্গমন পথে ব্যাপক তল্লাসী ও পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য।

আবার পাঠকদের আর এক শ্রেণী আছে যারা অন্যের জন্য কোন বিবেচনা করা প্রয়োজন বোধ করে না। এরা যদি নিজেদের বই নেওয়ার টিকিট আনতে ভুলে যায় তখন এরা তাক থেকে বইগুলি অন্যত্র লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করে যাতে অন্য কোন পাঠক ঐ বইগুলি নিতে বা ব্যবহার করতে না পারে। এভাবে গ্রন্থাগারের মধ্যে তারা অবাধ গতি বা মুক্ত মনের যে স্বাধীনতা পায় তার অপব্যবহার করে। সহৃদয় যুক্তির ভেতর দিয়ে এদের মনে সৃষ্টি করতে হবে সকলের স্বার্থের কথা ভাববার মত উদারতা। এক্ষেত্রে রেফারেন্স গ্রন্থাগারিকের উচিত বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধির ব্যবহার করা।

এছাড়াও আছে খুঁতখুতে স্বভাবের পাঠক। এরা স্বভাবে রুচিবাগীশ এবং সহজে সন্তুষ্ট বা সন্তুষ্ট হয় না। এদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করা দরকার এবং এদের প্রত্যেকের জন্য কার্ডে বিবরণ রাখার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

পাঠকদের শ্রেণীবিন্যাসে সবশেষে নিয়মমাফিক বা স্বাভাবিক পাঠক যারা সহজেই রেফারেন্স কর্মীদের সাহায্য গ্রহণ করে। কিন্তু বইয়ের তাকের কাছে এসে তারাও অনেক সময় অস্বাভাবিক হয়ে যায় এবং স্বার্থপর পাঠকদের মত বই সরিয়ে রাখার ইচ্ছাও তাদের মনে জেগে ওঠে। তাদের ঐ বিপক্ষে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য চাই রেফারেন্স কর্মীদের সতর্ক দৃষ্টি। তার জন্য দুপাশের বইয়ের তাকের মাঝখানে সরুপথগুলিতে নিঃসঙ্গ পাঠকের ওপর লক্ষ্য রাখতে তাঁদের উচিত ঐপথগুলিতে প্রায়ই ঘোরাফেরা করা।

আবার নিয়মিত স্বাভাবিক পাঠকদের দৃষ্টিকোণ থেকে এখন বলা হয় যে, তারা পরিষ্কার মন নিয়ে, জরুরী এবং অপরিহার্য্য নথির জন্য গ্রন্থাগারে রেফারেন্স কর্মীদের নিকট আসে। কিন্তু কালক্রমে তারা মানসিক অচলাবস্থার রুগী হয়ে পরে। রেফারেন্স কর্মীদের সৌজন্য চটপট্ উদ্যম, উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অভাবের এবং গ্রন্থাগারের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য তারা অস্বাভাবিক আচরণ দেখাতে বাধ্য হয়। এর জন্য রেফারেন্স কর্মীদের উচিত উক্ত ত্রুটি গুলির বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ সজাগ দৃষ্টি নিয়ে জলদি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে করে নিয়মিত স্বাভাবিক পাঠকেরা মনস্তাত্ত্বিক বিশৃঙ্খলার বলি না হয়ে পড়ে।

এখন উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এখা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, গ্রন্থাগারবৃত্তিতে অনুলয় সেবাদান শিক্ষায় 'পাঠক মনোবিদ্যা' আবশ্যকীয় শিক্ষামূলক বিষয় না হলেও একেবারে অনাবশ্যকও বলা যায়-না। তবে এটা ঠিক কোনবিষয়ের ওপর কেবলমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞানই কোন বৃত্তি শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা তখনই সফল হয় যখন

দেখা যায় ঐ সকল বৃত্তি শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত শিক্ষার্থীরা তাদের বৃত্তি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার মনোভাব পোষণ করছে। একইভাবে গ্রন্থাগারবৃত্তিতে অনুন্নত সেবাদান শিক্ষার ক্ষেত্রেও ঐ কথাগুলি এসে যায়। পাঠকেরা যারা জ্ঞানের সমুদ্রের গভীরে অবগাহন করতে চায় তাদের সকলকে যথাযথভাবে পরিচালনা করা এবং উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত নথি বা তথ্য সরবরাহ করে সাহায্য করা উচিত। সত্যিকারের দরদ, শ্রদ্ধা ও আস্থা ব্যতীত গ্রন্থাগারবৃত্তিতে অনুন্নত সেবাদান শিক্ষায় "পাঠক মনোবিদ্যা" সম্বন্ধে শিক্ষাই বল এবং গ্রন্থসম্বন্ধে জ্ঞানই বল এসবের সকল অর্থই দাঁড়ায় শূন্য। পাঠকদের জগতে মনস্তাত্ত্বিক গোয়েন্দাগিরির কাজ মূলতঃ রেফারেন্স গ্রন্থাগারিকের। 'এক্ষেত্রে পাঠক মনোবিদ্যা' সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান কাজ করে শক্তিশালী বাতি হিসাবে যা তাঁর পাঠকের সঙ্গে আচরণের পথকে আলোকিত করে।

নির্দেশিকা :—


১। RANGANATHAN ( S. R. )
Reference Service 2nd.ed. Bombay, Asia Publishing Home, 1961.

২। KATZ ( W- A. )
Introdnction to Refernce Work : Vol II Reference Service, N. Y. Mc Graw Hill Book Company, 1969

৩। ALLPORT ( G. W. )
Personality : A Psychological Interpretation N. Y: Henry Holt and Company, 1937

৪। ROBACK ( A. A. )
Psychology of Character. N. Y. Harcourt, Brace and Company, 1967



## বিজ্ঞপ্তি

**বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম, ৪২ ; কলিকাতা-৭০০০১৪

**ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব, ১৯৮৭**

আগামী মার্চ, ১৯৮৮-এর প্রথম সপ্তাহে পরিষদের ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব আয়োজন করা হচ্ছে। পরিষদের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এবং সদস্যদের এ বিষয়ে পরিষদ অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তাপস ভট্টাচার্য
আহ্বায়ক
ছাত্র সংযোগ উপসমিতি

২৪।১১।৮৭

Memorandum Submitted to the West Bengal Pay Commission, 1987 on the pay scales and other financial benefits of library workers working in different categories of libraries, by the Bengal Library Association.

---

**1. Importance of Library Service**

Modern world has already accepted that a well organised library and information service is an essential necessity for social, economic and cultural development of the community. Modern library is now interpreted as a "Learning Resource Centre", where various kinds of print, non-print, audio-visual and reprcgraphic materials are procured, processed and organised for use of various kinds of clientele far various purposes.

One of the essential functions of education is to help in the arousing, develcping and full blossoming of faculties, apparent or latent, dormant or potential, of individuals who, in their turn, will contribute to social development and progress. This process of development of the self is a continuous one and it spreads over the whole life of the individuals. Formal education as imparted in schools, colleges and Universities can be acquired by individuals for only a limited period in the early part of life. Moreover, most of the persons in our country today cannot afford to pass through the stages of formal education. Again, those who go in for formal education most of them cannot even afford to pass through all the stages. But, all these people, highly educated and specialists, literates, neo-literates and illiterates, are required to play their roles in the socio-economic development of the country. But the problem lies in keeping the people informed and alert throughout their lives, so that they play effective roles in individual and social life. It is the library and information service which alone can play the most vital role to keep the people regularly fed with knowledge and information and to help them retain whatever they have acquired in different stages of formal education. Besides, it should be kept in mind that in decision making process in developmental affairs ( social, economic, cultural, educational etc. ) as well as in scientific and technological developments the role of library and information service is crucial and vital.
The Bengal Library Association feels that as in cases of various other essential

needs of human life, such as, food, clothing, shelter, education, etc. people should have an equally full right to have access to knowledge or information that they may need for proper living. To keep this flow of knowledge and information uninterrupted, to alert the citizens for making the foundations of democracy sound and to help in the develoment of a courageous and liberal minded people, to eradicate illiteracy and to ensure spread of adult education programmes, to help retain what has already been acquired in the formal steges of education, to supplements the inadequacy of formal education, to save education and culture for decadence and degeneration, to fight obscurantism and other derogatory ideas, to accelerate the socio-economic development of the country, and above all to bring the expensive aspects of acquiring knowledge and information within the reach of the common peopie, we have nowhere else but to look up to the library and information service.

Unless the social importance of the library and information service as visualised above is appreciated in its proper perspective, one cannot realize the role of library personnnel in giving proper shape to such library and information service and the pay and status due to them for effective rendering of such service.

## 2. Library Personnel And Library Service

Library and information personnel and their felow workers, by whatever names they are called, are essentially responsible for building, maintaining and running the library and information service. They are, therefore, responsible for selecting, acquiring, processing (Accessioning, Cataloguing, Classifying, Indexing, Displaying etc.) and storing such documents and information effectively and comprehensively so that either the documents may be quickly available for use or the required information may expeditiously be disseminated to different kinds of users who visit libraries and information centres for various purposes. They have to organise such type of service not only to meet current needs but also to organise in anticipation to be of use in times of need. To organise this service in an effective manner, the profession of librarianship has been steadily, developed during the last century. As library service is a professional service, the professional staff form the topmost cadre of Librarian to the lowest cadre of Library Assistant play vital roles and other auxillary staff, such as, Library Sorter, Library Attendant, Library peon etc. and non-professionals collaborate with them for effective management of this service. The overall quality and usefulness of library and information service largely depend upon the effeciency, technical know-how and co-operative spirit of working of the entire library and information personnel.

## 3. Categorisation of Library Personnel

The basic principle of management science demands that in order to attain

the optimum results from the working of a band of workers engaged in an organisation, it is essential that at the initial stage itself, the band of workers, here the library personnel, should be categorised in different groups on scientific lines. Unscientific categorisation cannot but result in loss and wastage due to inefficient functioning.

Generally, in a modern library, there are broadly the following three groups of library personnel :—

### 3. 1 Professional personnel

There may be different levels of professional personnel—from the topmost level of highly skilled professional-cum-managerial personnel to the lowest level of professional assistants. In this context we should precisely state what we mean by professional personnel. Professional personnel are those who are required to have some professional education in library and information science, whatever may be the level of education, for performance of professional jobs. Professional jobs, in this context, are those jobs for successful execution of which specialized knowledge of library and information science is essential. Higher cadres of professional people are required to perform supervisiory-cum-managerial and technical-cum-administrative duties, while the junior cadres of professional people may have to do different kinds of professional jobs for organizing efficient service to the satisfaction of users.

### 3. 2 Auxiliary staff

Auxiliary staff are those who may not be required to have any regular specialized training in library and information science, but their nature of jobs may demand some amount of skill and experience acquired during the course of work. Examples of this category of staff are Library Attendants, Library Sotters, Library Peons and Cycle Peons ( in Rural/Area/Primary Unit Libraries ).
They perform duties in circulation and reference counters, stacks, reading rooms etc. and fetch documents from the shelves on receipt of requisitions from users and restore those to appropriate places as soon as those are returned. Performing these jobs will require some sort of skill and experience and as such they are required to be treated differently from the other staff.

### 3. 3 Non-Professional Staff

There is another category of staff in some of the libraries who are known as non-professional staff. This category includes Clerical Staff ( Clerk, Typist, Asstt.-cum-Typist, Accountant, Cashier, etc.) Technical and skilled staff ( Photographer, Projectionist, Binder, Driver, etc. ) Group D Staff ( Peon, Mali, Darwan, Night Watchman, Sweeper, Cleaner, etc. ). Because of the similarity in the

pattern of services rendered by them, staff under this category are required to be treated at par with other Govt. employees of similar cadres.

4. **Grouping of Libraries According to the Nature of Clientele Served**

In determining pay scales of library personnel, it will be wise to group them according to nature of clientele served. Accordingly, libraries in West Bengal which are State Govt. controlled or sponsored or aided may be grouped under the following heads according to nature of clientele served :-

4. 1 **Public Libraries**

This group includes all state Govt. controlled or sponsored or aided public libraries. These libraries are responsible for organising lending. reading reference and information service to all sections of the people, starting form a specialized user to a neo-literate and even illiterate in case of information service. There are following types of libraries under this group :—

i) *State Central Library* at the apex-to co-ordinate and guide the public library system at the state level and to provide centralised services to libraries, besides its own reading, reference and information services.

ii) *District Libraries* at the District Head Quarters ( 2 in case of some districts ) —to cordinate and guide the public library system at the district level as well as to provide lending, reading. reference and information services to the people of the town/city where those are situated.

iii) *Sub-divisional and Town Libraries*, situated at sub-divisional and municipal towns—to provide lending, reading, reference and information service to the people of the town where those are situated.

iv) *Rural, Area and Primary Unit Libraries* These are situated at rural blocks ( in case of Rural and Area Libraries ) and municipal wards of big towns ( in case of Primary Unit Libraries ). They provide lending, reading, reference and information services to the people of the area where those are situated.

4. 2 **School Libraries**

This group includes school libraries attached to State Govt. controlled or sponsored or aided Higher Secondary Schools. They provide lending, reading and reference services to students and teachers of the schools.

4. 3 **College Libraries**

This group includes libraries attached to different colleges which are either State Govt. controlled, .or sponsored or aided. There are also some specia-

lized colleges, such as medical and dental colleges, agricultural and veterinary colleges', engineering colleges and polytechnics. All these college libraries provide lending, reading and reference services to students and teachers. Some of them are well equipped to render services to researchers.

4 4 **Departmental-cum-Specialized libraries**

These libraries are attached to different departments, agencies and organisations of the State Govt. They serve specialist clientele who require library services, for administrative, planning and technical purposes They provide lending, reading, reference and information services.

5. **Need For Creation Of West Bengal Library Service Cadre**

The library and information service is a professional service. Professional education in Library Information Science and expertise knowledge in library management and operation are essential conditions for efficient and effective library and information service. The total work will involve engaging a large number of professional persons with different levels of library and information science education and experience for rendering different types of services. An efficient working of the entire system will require creation and development of *West Bengal Library Service Cadre*, like other professional Service Cadres.

The Bengal Library Association, therefore, request the Pay Commission to recommend for creation of West Bengal Library Service Cadre. To start with West Bengal Library Service Cadre could be introduced with the library professionals working in different libraries under direct control of different departments of State Govt. Gradually the library professionals working in State Govt. sponsored libraries could be brought within the purview of the West Bengal Library Service Cadre. If this cadre is introduced it will have the following advantages :

a) It will eliminate and avoid different anomalous and confusing situation as regards recruitment qualifications, selection procedure, designations, pay scales, promotion, etc.

b) It will ensure flow of better quality of professionals for different levels of professional jobs.

c) It will bring confidence and sense of selfprestige among the professionals which will be ultimately reflected in better quality of Library and Information Service.

d) It will open some avenues of promotion to the library staff. It may be mentioned here that in most of the libraries attached to different departments of the State Govt., there is a single cadre post of librarian without any avenues of promotion.

e) It will achieve mobility of staff which is essential for better quality of library service,

f) In case the West Bengal Library Service Cadre is introduced, the selection of cadre will have to be done by a Central Selection Board. The central selection will ensure better quality of selection, as well as uniformity in selection procedure. Incidentally, it may be mentioned that the Govt. of Tripura has introduced Library Service Cadre in Tripura. As a result library professionals working in different types of libraries, such as, school, college public and departmental libraries under the State Govt.. have now better avenues of promotion. We, therefore, urge upon the Commission to recommend to the State Govt. for introduction of West Bengal Library Service Cadre.

6. **Avenue of Promotion and Stagnation Benefit**

Promotion is a means of giving incentive to the employees and is at the same time economical in the sense that the benefit of experience which is of vital importance to any organisation is available without any extra cost. The Bengal Library Association, therefore, holds the view that there should be more than one scope of promotion in the service career of an employee which generally ranges from 30 to 35 years. At present there are a huge number of library staff working in different categories of libraries who have little scope for promotion. While implementing the recommendations of the last Pay Commission, the State Govt. has introduced a promotional Policy by which an employee is entitled to get one promotion in whole service life after completion of 18 years of continuous service provided he has not availed any promotion during that period. The Bengal Library Association suggests that an employee in a pay scale should avail atleast two promotions in the service career to the next higher scale, one after completion of 10 years of service and another after completion of 18 years of service. The employee should also avail three increaments for three consecutive years if he/she has reached the maximum of the pay scale and has deen stagnating.

7. **Certain Anomalus Position Arising Out Of The Recommendations Of The Last Pay Commission**

Due to some defective and unjustifiable recommendations by the last Pay Commission, certain anomalous positions cropped up as regards pay scales of certain categories of library personnel working in Govt, controlled, sponsored and aided organisations. The Bengal Library Association urges upon the present Pay Commission to look into these anomalus positions so that those may not occur in the new recommendations. These anomalus positions are stated below under different categories of libraries.

7. 1 **Public Libraries**

a) *Librarian and Assistant Librarians of the State Central Library* :

The State Central Library is the apex library of the Public Library System in West Bengal. It plays a vital role in the public library system of our state. Its

Importance has been well recognised in the West Bengal Public Libraries Act, 1979. The Librarian of this library is topmost Librarian of a network of 2500 public libraries which are under the purview of this Act. But as per ROPA rules, 1981 he has been offered the scale of Rs. 700 to 1,300. This is highly unjustifed in consideration to the status of the library and responsibility of the cadre. The position of Assistant Librarians of the State Central Library are also distressing. They were offered two scales basing on qualifications : (a) 440-1170 with higher initial at Rs. 560 (for Master Degree with Degree or Diploma in Library Science) (b) Rs. 425-1,050 with higher Initial at Rs. 530 (for Graduates and degree or Diploma in Library Science). These scales are not at all commensurating to their responsibilities and qualifications. That their scales are unjutified are demonstrated by the fact that two of them have availed the Pay scale of Rs. 700-1,600 on the basis of a verdict by the court.

b) *District Librarians* :

The District Librarians play very important roles in the district library system and also in the functioning of the Local Library Authorities under the West Bengal Public Libraries Act, 1979. They are expected to pay the role of leader of the District Library system. But unfortunately they have been offered two poor pay scales on the basis of their personal qualifications as mentioned above. These scales are highly irrational in consideration to their responsibilities, qualifications and status. Incedentally, it may be mentioned that though the Calcutta Metropolitan Library is a District Library for Calcutta, its Librarian was offered higher pay scales than other District Librarians. While it was a right step in case of Calcutta Metropolitan Library, the same principle was not adopted in case of Librarians of other District Libraries, whether Govt. controlled or sponsored . This type of differential treatment should be abolished.

c) *Pay Scales of Sub-divisional / Town Librarians*

The recruitment qualifications of Librarians of Town Libraries are Graduation plus Degree or Diploma in Library Science from a University. The pay scale offered to them is Rs. 425-1,050, with higher initial at Rs. 530. This scale is lower than the pay scale of trained Graduate teachers having B, Ed. or B. T. Many of them have Master Degree plus Degree or Diploma in Library Science. But they are not offered any higher pay scale, though School Librarians having same qualifications (i. e. Master Degree plus Degree or Diploma in Library Science ) enjoy higher pay scales than the School Librarians having Graduation plus Degree or Diploma in Library Science from a University. This anomalus position should be resolved.

d) *Pay scales of Library Assistants and Librarians of Rural/Area/Primary Unit Librarians*

Here the anomalus positions are as follows :—

i) While the Library Assistants in the State Central Library, the Calcutta Metropolitan Library and the District Libraries ( both govt. controlled and sponsored ) can enjoy the pay scale of Rs. 425—895 provided they are Graduate plus Degree or Diploma in Library Science from a University, the Library Assistant working in Sub-Divisional/Town Libraries and Librarians of Rural/Area/Primary Unit Libraries having same qualifications (Graduation plus Degree or Diploma in Library Science from a University ) can not enjoy the pay scale of Rs. 425—895. This differential treatment should be abolished.

ii) The pay scale offered to Library Assistants having Graduation plus Degree or Diploma in Library Science from a University is lower than the Graduate trained teachers having qualifications of graduation plus B. Ed. or B. T. degree.

iii) Most of the Librarians of Rural/Primary Unit/Area Libraries and Library Assistants in Town Libraries enjoy the pay scale of Rs. 300—685. Their prescribed qualification is SF/Matriculation pass, The Govt. order has stipulated that they must have certificate in Library Science from a recognised Institution. They have to perform administrative and professional responsibilities. Librarians of Rural/Area/Primary Unit Libraries are also either Ex-Officio Secretary or Joint Secretary of the Managing Committees of the Libraries under Public Library Management Rules framed under the W. B. Public Libraries Act. They have to keep the proceedings of the meetings of the Managing Committee. They are also responsible for maintenance of library accounts and property. Library Assistant in a Sub-Divisional/Town Library is the only professional staff other than the Librarian. As a result he has to perform many professional jobs. Inspite of these responsibilities, Librarians of Rural/Primary Unit/Area Libraries and Library Assistants of Sub-divisional/Town Libraries have been offered the pay scale of Rs. 300—685 which is the pay scale of Lower Division Clerk of the Govt. controlled and sponsored organisation in which case the prescribed qualification is only S.F, Pass. This anomalus position should be resolved. Moreover persons having Degree/Diploma in Library Science in this category should not be deprived of the benefit enjoyed by Library Assistants having same qualifications in the State Central Library, the Calcutta Metropolitan Library and the District Libraries.

**7. 2** *Govt. Departmental Libraries*

a) There are some specialized libraries attached to different Govt. departments and agencies. They serve the specialist clientele who use these libraries for

administrative, planning and technical purposes. The pay scales that have been offered to most of these departmental libraries are :—a) Rs. 425-695 for Graduates with Degrees or Diploma in Library Science from a University b) for others Rs. 300-685. These pay scales are not only commensurating to their qualifications, responsibilities (both Professional and Administrative) and status, they are even lower than the pay scales of Librarans in Town/Sub-divisional libraries and School Libraries. Moreover most of these Librarians in Govt. departmental libraries are in one cadre post. As a result they have no avenues for promotion.

b) Library professionals working in different Govt. departmental libraries have been grouped arbitrarily without following norms. For example, the Librarian of the Industrial Library who uses to enjoy the higher or equivalent pay scale with Librarians of the Calcutta Information Centre Library and the 24-Parganas District Library as per recommendations of 1960-51 Pay Committee, 1960-61 Pay Committee, 1971 Pay Commission was offered lower pay scale as per recommentations of the 2nd Pay Commission, 1981 than the Librarians of the Calcutta Information Centre and the 24 Parganas court library. There are some more cases. These librarians should be scientifically categorised basing on certain norms, such as, nature of clientele served, nature of services rendered, strength of staff, strength of collection.

7. 3 *The West Bengal Secretariat Library*

It has a unique position among the Govt. Departmental Libraries. Though it is under the Home Department, it feeds the need of govt. officials and staff attached to different departments. They require the services of this library for administrative, planning and technical purposes. The pay scales that have been offered to the professional staff of this library are not atall commensurating with their qualifications, responsibilities and experiences. Moreover, there is no scientific staff structure in this library. Next to the post of Librarian, there are no posts of Assistant Librarians. There are four Senior Technical Assistants in this who in relality perform the duties of Assistant Librarians. It is, therefore, suggested that the cadre of Senior Technical Assistant in the West Bengal Secretariat Library be re-designated as Assistant Librarians. Again, for three cadres of Junior Technical Assistant, cataloguer, and Assistant to Librarians, there is an anomalous position. All of them can enjoy the pay scale of Rs. 425-895, provided they have Graduation plus Degree or Diploma in Library Science. They should be grouped together and commonly re-designated as Technical Assistants, so that all of them have scope for promotion to the next higher scale of Senior Technical Assistant (to be designated as Assistant Librarian). Those Assistant to Librarians who have less qualifications and

placed in the scale of Rs. 300-685. should have two options, either qualify for the proposed cadre of Technical Assistant by acquiring Graduation plus Degree or Diploma in Library Science or Option for promotion in general non-professional cadre. If this proposed staff structure is adopted in case of West Bengal Secretariat Library, In future there will be three professional cadres, namely, Librarian, Assistant Librarian and Technical Assistants.

7.4 *School Libraries*

Librarians working in govt. controlled and sponsored higher secondary schools have been offered following three scales basing on academic qualifications :

a) Librarians having Master Degree plus Degree or Diploma in Library Science from a University scale of Rs, 440—1,170 with higher initial at Rs. 560-.

b) Graduation with Degree or Diploma in Library Science Rs. 550-900.

c) SF/Matriculations pass with Certificate in Library Science Rs. 300-685.

These pay scales are not at par with teachers of schools having equivalent qualifications, i.e. pay scales enjoyed by teachers having Master degree plus B. Ed./ B.T. or Graduation plus B. Ed/B.T.

Librarian in an academic institution performs academic jobs. He supplements the class room teaching with textual and reference materials which are available in the library. For these reasons, the pay scales of Librarians, Deputy Librarians and Assistant Librarians of Colleges and Universities have been equated with the pay scales of College and University teachers. The same principle should have been followed in case of pay scales of Librarians of Govt. controlled and sponsored schools. As per qualifications they should be offered the pay scales of school teachers.

7. 5 *Pay Scales of Professional Staff in Medical Colleges, Polytechnics*

It may be mentioned that Librarians and Assistant Librarians of Govt. and non-govt. Colleges under the Education Department are enjoying the UGC pay scale which is equivalent to the pay scale of lecturer of those colleges, provided that they have the qualifications of either Master Degree in Library Science or Master Degree in any subject plus Degree or Diploma in Library Science from a University ( Vide Education Departments memo No. 2104-End (A) dated 19.12.1984). Further Librarians and Assistant Librarians in Govt. Colleges have been re-designated as Librarians and in case of a Govt. College having more than one posts of Librarians, the senior most incumbent shall be the In-charge of the library ( Vide Education Departments memo No. 608-End (A) dated 30th March. 1982 ). Further retirement age of Librarians and Assistant Librarians of Govt. Colleges was enhanced to sixty years (Vide Education De-

partments Memo No. 595-End (A) dated 10th June, 1986 ). By a recent circular Ministry of Human Resource Development has relaxed the qualifications for existing incumbents who have joined before 1972 so that they may get the benefit of the UGC pay scale. The Ministry of Human Resource Development has declared that the revised of pay scales of Librarians of Colleges and Universities will be announced very soon in the light of the revision of pay scales of college and University teachers. All these steps were taken in the interest of higher education and research.

But if we look into libraries attached to medical colleges and polytechnics the picture is highly distressing. Library professional, working in medical colleges and polytechnics have been deprived of all the above mentioned benefits. These libraries have rich specialized collections and very useful for teaching and research purpose. It may be mentioned here that the teaching personnel of medical colleges and polytechnics are enjoying the equivalent pay scales of teachers of Colleges and Universities. Only library professionals have been deprived of these benefits. The anomalous positions in medical colleges and polytechnics are as follows :-

a) *Medical Colleges*

As per ROPA Rules, 1981 the Librarians Assistant Librarians and Library Assistants of medical college are entitled to have following pay scales :—

i) Librarian/Assistant Librarian/Library Assistant in medical colleges, having Master Degree plus Degree or Diploma in Library Science Rs. 440-1,170 with higher Initial at Rs. 560.

ii) Librarian/Assistant Librarian/Library Assistant with Graduation and Degree or Diploma in Library Science Rs. 425-1,050 with higher initial at Rs. 530.

The Librarian and the Assistant Librarian lacking the above qualifications were allowed the revised pay scales of the respective grades in the NMTP cadre Group 'C'

In medical colleges the posts of library professionals have been created arbitarily. For example, the post of Library Assistant having same qualifications and pay scales as Librarians and Assistant Librarians. In fact, these Library Assistants are performing same duties as Librarians and Assistant Librarians. All these cadres should be grouped together and commonly designated as Librarians, as in the case of Librarians of Govt. Colleges. It may be mentioned here that Library Assistants in BE Colleges having same qualifications were redesignated as Libarians and they were placed in UGC pay scale. The Librarians, Assistant Librarians and Librarians and Library Assistants in medical and Dental Colleges should have equivalent pay scales of lecturers.

b) *Polytechnics*

Librarians of Polytechnics are enjoying two pay scales as mentioned above basing on qualifications. They have been deprived of the benefits of the UGC pay scales. It may be mentioned here that different govt. appointed committees for polytechnic education have recommended the pay scales of teachers for Librarians of Polytechnics.

7. 6 *Library Assistants*

For Library Assistants there are different qualifications and different pay scales. For example, Library Assistants working in the State Central Library, Calcutta Metropolitan Library, Dist. Libraries (Govt. controlled and Sponsored), Govt. colleges can enjoy the pay scale of Rs. 425-895, provided they have the qualifications of Graduation plus Degree or Diploma in Library Science. But the Library Assistants having same qualifications in non-Govt colleges and Town/Sub-Divisional Libraries and the Reading Room Assistants in Day Students' Homes etc. are not entitled to have the same pay scale. This type of differential treatment should be abolished.

7. 7 *Day Students' Home*

Day Students' Homes provide reading room services to the students of higher education. They have rich collection of textual and reference materials. Students can use these libraries for a longer period of time. But the staff of Day Students' Home are in extreme distressing conditions. They have no proper staff structure, no avenues for promotion. Pay scales of staff are not at all commensurating with their responsibilities.

7. 8 *Library Sorters, Library Attendants, Library Peons, Cycle Peons*

Library Sorters, Attendants and Peons play important roles at the service points in libraries. They actually locate books required by readers in different racks and shelves, and bring them for issue and restore them in proper places when those are returned. In this connection relevant recommendations of the Pay Commission, 1969-70 may be quoted here :

*"LIBRARY BEARERS"*

Library Bearers in the more important libraries like the Secretariat Library, the State Central Library and College Libraries should be treated differently from Class IV employees. They have to be literate and intelligent and it is they who locate books required by readers, in different racks and almirahs and bring them to the Service counter and they have also to replace such books in their proper places when done with.

It is recommended that Library Bearers in the secretariat Library, the State Central Library and College Libraries be designated as Library Attendants and allowed the revised scale of pay recommended for Record suppliers". Unfortunately this recommendation has not been implemented. This category of employees are required to be treated differently from other 'Group D' staff."

8. *Pay Scales Allowance Retirementage and Benefits Designation and Other Benefits : Certain Factors Required To Be Considered*

Before placing its suggestions regarding revision of pay scales, the Bengal Library Association like to place following points for consideration of the Pay Commission :—

8. 1 *Pay Scales*

a) The Commission should take into consideration of the recommendations of the 4th Pay Commission regarding revision of pay scales of Central Govt. employees. It is desirable that the parity be maintained with the pay scales structure of the central govt. employees.

b) While recommending new pay scales, the existing Dearness Pay and the Dearness Allowance upto 608 points of CPI be merged with basic pay.

c) As libraries are regarded as "learning resource centre", the library professionals responsible for organising those learning resource centres be treated at per with academic people. It is, therefore, expected that the revised pay scales of library professionals will be at per with teaching personnel of different levels. The same principle has been adopted by the University Grants Commission while recommending the pay scales of Librarians, Deputy Librarians and Assistant Librarians of Colleges.

d) As per ROPA Rules, 1981 (for Govt employees) and 372-Edn, 1981 (for non-govt. employees) and the subsequent govt. orders, there are provisions of different pay scales for the same cadre of library professionals, basing on levels of academic and professional education. For example :—

i) Librarians of District Librarians — 2 pay scales
ii) Departmental Librarians — 2 pay scales
iii) School Librarians — 3 pay scales
iv) Library Assistants — 2 pay scales etc.

Existing library staff are enjoying these pay scales basing on academic and professionals qualifications. While recommending new pay scales, the Pay Commission should take into consideration of this point. The Bengal Library Association's suggestions are based on 1988 pay structure.

8. 2 *Allowances*

As regards allowances, the Association is of the opinion that there must not be any diferential treatment between govt and non-govt. employees. Allemployees, whether working in govt. departments or organisations, or in govt sponsored or aided institutions should get allowances at the same rate. The Association's suggestions regarding allowances are as follows :

a) *Dearness Allowance*

After merger of DP and DA upto 603 points of CPI with pay scales the DA to be given to the govt. and non-govt. employees be at par with the rate of DA given to the Central Govt. employees.

b) *House Rent Allowance*

The existing differential treatment of House Rent between the Govt. and non-Govt. employees should be abolished. The Govt. employees as well as the employees of sponsored or aided Institutions should get the HRA at the same rate wherever they work.

c) *Medical Allowance*

i) The existing rate of Medical Allowance should be Increased,

ii) Employees of sponsored or aided organisations be given facilities for free treatment in Govt. hospitals, as availed by the employees of the State Govt.

d) *Hill Allowance*

The existing rate is inadequate and it should be increased.

8. 3 *Other Benefits*

The employees of the govt. sponsored or aided institutions should get the benefits of group Insurance, House Building Loan, Study Leave, etc. as enjoyed by the employees of the State Govt.

8. 4 *Retirement age*

The retirement age should be uniform for all categories of employees. It should be 60 for all.

8. 5 *Abolition of double-barrelled designations*

Double-barrelled designations indicating different responsibilities, such as, Librarian-cum-Museum Curator ( Roads & Building Research Institute under P.W. ( Roads ) Dept. ), Librarian-cum-Senior Technical Assistant (Under Panchayat and C. D. Department ), Duftry-cum-Binder and Darwan-cum-Nightguard ( in Sub-Divisional/Town Libraries, etc.) should be abolished.

8. 6 *Death-cum Retirement Benefit*

The Death-cum-Retirement Benefit scheme of the employees of non govt, sponsored/aided institution, including sponsored or aided libraries, should be at par with the employees of the State Government in all respects. All benefits that will be accrued to the employees of the State Govt. on the basis of the recommendations of the present Pay Commission should also be available to all employees of the Sponsored or Aided organisations.

## 9. RECOMMENDATIONS OF THE BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

9. 1 *Recommendations of the Bengal Library Association Regarding Pay scales of Librarians, Assistant Librarians and Library Assistants of Medical Colleges and Librarians of Polytechnics.*

a) *Medical Colleges ( including Dental College and School of Tropical Medicine.*

The Bengal Library Association recommends

i) Librarians, Assistant Librarians and Library Assistants having Masters Degree in Library Science or Masters Degree in any subject with Degree or Diploma in Library Science from a University be given the pay scale of Lecturers as given to the Librarians/Assistant Librarians of Colleges under the Education Department.

ii) In view of the fact that the UGC has made relaxation of qualifications for existing librarians and Assistant Librarians, we urge upon the Pay Commission to recommend the same pay scale, as mentioned above for Librarians Assistant Librarians and Library Assistant Medical Colleges having qualifications of Graduation plus Degree or Diploma in Library Science from a University.

iii) The Pay Commission is requested to recommend that as and when the pay scales of Librarians, Assistant Librarians of colleges will be revised by the UGC, the same benefits be given to the Librarians, Assistant Librarians and Library Assistants of medical colleges.

iv) The Pay Commission is requested to recommend the re-designation of the cadres of Librarian, Assistant Librarian and Library Assistant In Medical Colleges to common designation of 'Librarian', as has been done in case of Librarians and Assistant Librarians of Government Colleges. In case of more than one Librarian in a Medical College, the senior most of them be declared as Librarian in charge, as has been done in case of Government colleges.

v) The Commission is requested to recommend that the future recruitment must be according to UGC recommended qualifications. i.e. *either* Masters Degree in any subject plus Degree or Diploma in Library Science from a University, *or* Masters Degree in Library Science.

B) *Polytechnics*

The Bengal Library Association recommends :

i) Librarians or Assistant Librarians of Polytechnics having Masters Degree in Library Science or Masters Degree in any subject with Degree or Diploma in Library Science from a University be given the pay scale of lecturers as given to the Librarians/Assistant librarians of colleges under the Education Department.

ii) In view of the fact that the UGC has made relaxations of qualifications for existing Librarians and Assistant librarians, the Bengal Library Association urge upon the Pay Commission to recommend the same pay scale, as mentioned above, for Librarians and Assistant librarians of Polytechnics having qualifications Graduation plus Degree or Diploma in Library Science.

iii) The Commission is requested to recommend that as and when the pay scales of Librarians and Assistant Librarians will be revised by the UGC, the same benefits be given to the Librarians and Assistant librarians of Polytechnics.

Iv) The Commission is requested to recommend that the future recruitment must be according to UGC recommended qualifications, i. e. *either* Masters Degree in Library Science *or* Masters Degree in any subject plus Degree or Diploma in any subject plus Degree or Diploma in Library Science from a University.

9. 2 *Recommendations of the Bengal Library Association regarding Library Auxiliary Staff, such Library Sorters, Library Attendants, Library Peons, Cycle Peons.* (in Rural/Area/Primary Unit Libraries)

a) The Bengal Library Association is of the opinion that Library Sorters, Library Attendants, Library Peons, Cycle Peons (in Rural/Primary Unit/Area Libraries) play important roles at the service points (i.e. in the Circulation Counter and in the Reading Room). So they should be treated as skilled employee. They should be given the revised pay scales of Rs. 830-18/8-974-20/8-1134-/25/ 9-1359 (25 years)

b) All these cadres should be commonly designated as 'Library Attendants'. The Pay commission is requested to recommend in this regard.

**9. 3** *Recommendations of the Bengal Library Association regarding other non-professional staff in different libraries and Day students' Homes.*

Besides professional and auxiliary staff, there are other non-professional staff in some of the libraries. They belong to different cadres, such as Head Clerk, Office Assistant, U.D. & L.D. Clerk, Typist, Cashier, Projectionist in State Central Library) Binder, Duftry-cum-Binder, Peon, Darwan, Night Guard, Cleaner, Farash, Sweeper, Mali, Driver etc. The Bengal Library Association suggests that their pay scales be appropriately revised by the Pay Commission. As their recruitment qualifications and duties are identical in other Government and sponsored organisations, their cases should be taken as common cadres and revisions be done appropriately. The Bengal Library Association supports the proposals made by the co-ordination Committee of the State Government Employees Association in this regard.

The non-professional staff of Day students' Homes, such as Head Clerk, Canteen Supervisor, Office Assistant, Typist, Cook, Canteen Attendant, Darwan, Farash, Mali, Night Watchman, Peon, N.R. Attendant and Sweeper are required to be treated in the same manner as mentioned above.

**9. 4** *Recommendations of the Bengal Library Association regarding revised pay scales of school librarians (Government controlled/sponsored/aided)*

| Name of post | Existing payscales | Suggested payscales |
|---|---|---|
| **Librarians of Schools (Government controlled/sponsored/ Aided)** | **1. For Masters Degree plus Degree or Diploma in Library Science Rs. 440-1170 with higher initial at Rs. 560/-.** | **1. For M.Lib.Sc. or Masters Degree in any subject plus Degree or Diploma in Library Science-Revised Pay Scale of Masters Degree plus B.Ed/BT pass school teachers.** |
| | **2. For Graduates plus Degree or Diploma in Library Science Rs. 550-900/-** | **2. For Hons. Graduate plus Degree Diploma in Library Science Revised pay scale of Hons. Graduate plus B.Ed./B.T. pass school teachers** |
| | **3. For Certificate holders-Rs. 300-685/-** | **3. For Graduates plus Degree or Diploma in Library Science-Revised pay scale of Graduate B.Ed./B.T. pass school teacher.** |
| | | **4. For certifioate holders Rs. 1275-40/4-1515-45/5-1740-50/5-1990-55/7-2375-60/4-2615/-** |

**9. 5 Recommendations of the Bengal Library Association regarding revised pay scales of library professionals working in state govt. controlled or sponsored or aided departments/organisations. (Other than colleges (general, medical, technical,) polytechnics & schools)**

| Level | Name of the post, indicating nature of management-Govt. controlled (G) Govt. sponsored (GS) Govt. Aided (GA) | Existing conditions & Observations | Suggested pay scale |
|---|---|---|---|
| 1. | Director of Library Services (G) | Topmost position in library service in the state.<br>**Existing pay scale**—Rs. 1600-2250<br>**Essential Qualifications**—Master of Library Science or Master Degree in a subject plus Degree or Diploma in library science plus experience.<br>Note—Pay scale not properly valued. | Revised pay scale of Director of Public Instructions |
| 2. a) | Deputy Director of Library services (DDLS) (G) | **Qualifications**—More or less same as above | Revised pay scale of Deputy Director of Public Instructions. |
| b) | Librarian, State Central Library (SCL) (G) | **Existing pay scale**—DDLS-Rs. 1100-1600, Librarian, SCL-Rs. 700-1300 Librarian, WBSL-Rs. 700-1300 | |
| c) | Librarian, W. B. Secretariat Library (WBSL) (G) | Note—Pay scales are not appropriate in relation to status and responsibilities of the posts. Not properly valued in last Pay Commission's report. These cadres should be grouped together and proper pay scales should be offered. | |

| Level | Name of post, indicating nature of Management | Existing conditions & observations | Pay scales suggested |
|---|---|---|---|
| 3. a) | **Librarians**<br>Calcutta Metropolitan Library (G) Uttarpara J.K. Public Library, (G), North Bengal State Library (G), Kalimpong & Banipur Central Libraries (G), Darjeeling & Taki Govt. Libraries (G), District Libraries (GS)<br>b) District Library Officers (G)<br>c) Asst. Librarians, State Central Library (G)<br>d) Librarian, Calcutta Information Centre (G)<br>e) Librarian, W.B. Legislative Assembly Library (G)<br>f) Librian-cum-Sr. Technical Asst., Panchayat & CD Dept (G)<br>g) Sr. Technical Asst., W. B. Sectt. Library (G) (To be designated as Asst. Librararian)<br>h) Librarian, Judges' Court Library (gazetted)<br>i) Librarian, Judges' Court Library (Non-gazetted)<br>(Centenary Library)<br>j) Librarian, 24 Parganas District Court Library (G)<br>k) Librarian, Industrial Library (G)<br>l) Librarian, Bangiya Sahitya Parishad Library (GA) | **Existing pay scales**<br>Librarian, Cal. Met. Library-Rs. 700-1300 ; Asst. Librarian, St. Cent. Library (2 out of 4) Rs. 700-1600 District Library officer-Rs 660-1600 District Librarian, W. B. legislative Assembly Library-Rs. 470-1230<br>Librarian Judges' Court Library (Gazetted & Non-Gazetted) Rs 470-1230, higher initial at Rs. 650<br>Librarian, Bangiya Sahitya Parishad Rs. 425-1050, higher initial at Rs. 530<br>Librarian, Industrial Library-Rs. 425-895<br>*For other posts (excluding above)*<br>a) For Master Degree holders plus Degree/Diploma in Library Sc—Rs. 440-1170 higher initial at Rs. 560<br>b) For graduates with Degree and Diploma in Library Science Rs. 425-1050, with higher initial at Rs. 530. | **Qualifications**-Vary, *Either* a) For Master Degree + B Lib./Dip Lib *or* graduate + B Lib/ Dip Lib.<br>**Note** : a) Pay scales have been under-valued by last Pay Commission in consideration to status of libraries and responsibilities of cadres. Should be grouped together and properly valued.<br>b) Librarian, Industrial Liby. was at par with other Libns. of this group prior to 1931 recommendations. Unjustly de-valued in 1981<br>c) Libn. Bangiya Sahitya Parishad Library, has been included considering importance of the library & service rendered.<br>d) Two pay scales have been suggested basing on existing qualifications. | Master Degree in Library Science *or* Masters Degree in any subject plus Degree or Dip-loma in Library Science-Revised scales of pay scales of Lecturer, Ie, Rs. 2200-4000<br>b) For graduates with Degree or Diploma in Library Science-Revised scale of Rs. 1520-50/4-1720-60/8-2200-70/7-2690-80/8-3130 |

Sec. 9.5 Continued

| Level | Name of the posts, indicating nature of management | Existing pay scales & observations | Pay scales suggested |
|---|---|---|---|
| 4. a) | Librarians, Departmental Libraries, attached to Govt. departments, agencies & organisations (G) | 1. For graduates plus Degree or Diploma in Library Science there are following two scales :— | 1. For graduates with Degree or Diploma in Library Science- Rs 1520-50/4-1720- |
| b) | Librarians, sub-divisional/Town Libraries & Libraries of equal status (G & GS) | i) Rs. 425-1050 with higher initial at Rs. 530. | 60/8-2200-70/7-2690-80/5-3330 (Revised scale) |
| c) | Asst. Librarians, Calcutta Metropolitan Library (G) | ii) Rs. 425-895. | |
| d) | Asst. Librarians' Central Librarians at Kalimpong & Banipur (G) | 2. Others (certificate holders) Rs. 300-685. | 2. *For other (certificate holders)* Rs. 1275-40/6-1515-45/5-1740-50/5-1990- |
| e) | Asst. Librarian, Judges' Court Library (G) | (All the posts mentioned in 4(a)-4(k) are in the scales mentioned in (1) or (2) above as per qualifications) | 55/7-2375-60/4-2615 |
| f) | Librarians, Govt. aided libraries of town library status (GA) | 3. Research Assistant, W. B. Legislative Assembly in the scale of Rs. 400-750 | |
| g) | Asst. Librarians, District Libraries (G & GS) | | |
| h) | Suptd. Reading Rooms, Day Students' Homes (GS) | | |
| i) | Asst. Librarian, Bangiya Sahitya Parishad Library (GA) | | |
| j) | Asst. Librarian, W. B. Legislative Assembly Library (G) | | |
| k) | Sr. Technical Asst, W. B. Legislative Assembly Library (G) | | |
| l) | Reserch Assistant, W. B. Legislative Assembly Library (G) | | |
| m) | Asst. Librarian, Mahajati Sadan Library (G) | | |

Section 9.5 Continued

| Level | Name of the post, indicating nature of management | Existing conditions & observations | Pay scales suggested |
|---|---|---|---|
| 5. | a) Library Assistants, State Central Library (G)<br>b) Library Assistants, Calcutta Metropolitan Library (G)<br>c) Library Assistants, District and Central Libraries (G&GS)<br>d) Library Assistants, Govt. Departmental Libraries (G)<br>e) Library Assistants, Govt. colleges (G)<br>f) Asst. Librarians, Govt. Departmental Libraries (G)<br>g) Jr. Technicl Asst, Cataloguer & Asst. to Librarian, W. B. Sectt. Library (G) To be commonly designated as Technical Assistants)<br>h) Technical Assistant, Uttarpara Joykrishna Public Library (G)<br>i) Librarian & Technical Asst. in govt. libraries in the scale of Rs. 380-910 (G)<br>j) Librarians Rural/Primary Unit /Area Libraries (GS)<br>k) Library Assistants, sponsored & Aided Colleges (GS & GA)<br>l) Library Asistants, Govt. Town/ Sub-Divisional Libraries (G& GS)<br>m) Reading Room Assistants, Day Students Homes (GS)<br>n) LibraryAssistants, Govt. aided libraries (GA)<br>o) Librarians or Library Assistants who were in the scale of Rs. 280-617, but promoted to the scale of Rs. 300-685 on completion of 18 years of service<br>p) Cataloguer, W. B. Legislative Assembly Library (G)<br>q) Library Asst., Mahajati Sadan Library. | 1. *For post in 5 (a) to 5(h) following two scales* :<br>a) Graduates plus Degree or Diploma in Library Science—Rs. 425-895<br>b) Certificate holders Rs. 300-685<br>2. *For the post in 5(l)*<br>Rs. 380-910<br>3. *For the posts in 5 (j)-5(q)*<br>Rs. 300-685 | 1. For graduates plus Degree or Diploma in Library Science<br>Rs. 1440—60/7-1790-60/9-2330-70/6-2750-75/5-3125<br>2. For Certificate holders<br>Rs. 1275-40/6-1515-45/5-1740-50/5-1990-55/7-2375-60/4-2615 |

9. 6 General recommendations for Library professionals holding the position of Librarians.

Considering administrative and technical responsibilities, the Bengal Library Association recommends that the Library professionals holding the position of Librarians at different levels be given six advance increments in the revised pay scale.

---

## বিজ্ঞপ্তি

**বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**

পি-১০৪, সি, আই, টি, স্কীম-৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪

## রক্তদান শিবির

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হাত সংযোগ উপসমিতির উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবসকে কেন্দ্র করে আগামী ২২শে ডিসেম্বর '৮৭ মঙ্গলবার বেলা ১২ টায় স্টুডেন্টস হেল্‌থ্‌ হোমের সহযোগিতায় একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পরিষদের সকল সদস্যকে ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে এবং রক্তদানে আগ্রহী সদস্যদের আগামী ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৭ এর মধ্যে পরিষদ অফিসে নাম নথিভুক্ত করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

**তাপস ভট্টাচার্য**
আহ্বায়ক
হাত সংযোগ উপসমিতি

২৪।১১।৮৭

## "গ্রন্থাগার" এ বিজ্ঞাপন দেবেন কেন?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন নেবেন এই জন্য যে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার অনুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকবৃন্দ পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

### বিজ্ঞাপনের হার

| কোন পৃষ্ঠায় কতটা | সাধারণ সংখ্যা টাকা | বিশেষ সংখ্যা টাকা |
|---|---|---|
| পূর্ণ পৃষ্ঠা ৪র্থ মলাট | ৫০০ | ৬০০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা ২য় ও ৩য় মলাট— | ৪৭০ | ৫৫০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ | ২৫০ | ৩২৫ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা সাধারণ | ৪০০ | ৫০০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ | ২৫০ | ৩০০ |
| সিকি পৃষ্ঠা ঐ | ১৫০ | ২০০ |

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি' এম.
ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৮ সি. এম
পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে যোগাযোগ করুন:

**সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা**
**বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**
পি ১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম-৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ২৯-৮৪৬৬

চেক বা ড্রাফট "বেঙ্গল লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন" এই নামে হবে।

## পরিষদ প্রকাশিত বই

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২'০০

Library Services In India To-Day. মূল্য—৩'০০

গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮১ মূল্য—৫'০০

৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা আলোচিত-প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ— বাঁধাই মূল্য—৩৫'০০

৩৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন পঠিত প্রবন্ধাবলী, ১৯৮৪ মূল্য—৩'০০

ডঃ আদিত্য ওহদেদার-এর

## গ্রন্থবর্গীকরণ

সুললিত ভাষায় দুরূহ বিষয়কে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

Annual subscription : Rs. 36.00 Licensed to post without pre-payment
Single issue Rs. 4.00 LICENCE No. WB/CC-Cl.—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. No RN-2674-57
Volume 37 : No 6 Sept-Oct. 1987

পাওয়া যাচ্ছে

(ভারতী লাইব্রেরী ও তালিকা সংকলক সমিতির তালিকাভুক্ত)

প্রবীন চন্দ্র বসু কৃত

# গ্রন্থকার নামা

২য়-সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY
1·2 MAR 1992

সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই : মূল্য কুড়ি টাকা

যে কোন গ্রন্থাগারের বাংলা বই বর্গীকরণ করার উপযোগী লেখক সংখ্যার সারণি

• • •

আদিত্যকুমার ওহদেদার-এর

## গ্রন্থবিদ্যা

৩য় সংস্করণ ১৯৮৪

শোভন সংস্করণ—পঁচিশ টাকা

সুলভ সংস্করণ—কুড়ি টাকা

## গ্রন্থবর্গীকরণ

ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী

শোভন সংস্করণ—চল্লিশ টাকা

ছাত্র সংস্করণ—বত্রিশ টাকা

• • •

The West Bengal Recognised Non-Government Educational Institution Employees (Death-cum-Retirement Benifit) scheme 1981 এবং West Bengal Govt. Sponsord Library Employees' Service Rules একত্রে : মূল্য আট টাকা

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—700 073 at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta—700 005
Editor : Ramkrishna Saha

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ৭ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৪, কার্ত্তিক

## সূচী


| | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| গ্রন্থাগার আন্দোলন ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ( সম্পাদকীয় ) | ১ |
| শ্রীমতী চন্দ্র বসু | |
| ইতস্ততঃ ( স্মৃতিচারণ )—সপ্তদশ পর্ব | |
| অর্জুন দাসগুপ্ত | |
| শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান কিছু সমস্যা ও সমাধানের উপায় | ৪ ৯ |
| গ্রন্থাগার সংবাদ | ১৪ |
| পরিষদ কথা | ১৫ |
| Memorandum submitted to the Pay-Committee regarding pay revision of University Library Staff | I |


CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

## 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিম্নলিখিত পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যাচ্ছে

বাঁধানো : প্রতি খণ্ড—৩৬·০০
খোলা : প্রতি সংখ্যা—৪·০০

১৪ বর্ষ (১৩৭১), ১৫ বর্ষ (১৩৭২), ১৪ বর্ষ (১৩৮১), ১৫ বর্ষ (১৩৮২),
১৭ বর্ষ (১৩৭৪), ১৮ বর্ষ (১৩৭৫), ২৬ বর্ষ (১৩৮৩), ৩০ বর্ষ ১৩৭৭),

৩১ বর্ষ (১৩৮৮)
৩২ বর্ষ (১৩৮৯)
৩৩ বর্ষ (১৩৯০)
৩৪ বর্ষ (১৩৯১)

নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি অসম্পূর্ণ। যে যে সংখ্যাগুলি নেই বা কম আছে সেগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

১১ বর্ষ, ১৩৬৮ (বৈশাখ)
১২ বর্ষ, ১৩৬৯ (জ্যৈষ্ঠ)
১৩ বর্ষ, ১৩৭০ (ফাল্গুন-চৈত্র)
১৬ বর্ষ, ১৩৭৫ (অগ্রহায়ণ)
১৯ বর্ষ, ১৩৭৬ (জ্যৈষ্ঠ, ফাল্গুন)

২০ বর্ষ বর্ষ, ১৩৭৭ (বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক)
২১ বর্ষ, ১৩৭৮ জ্যৈষ্ঠ, মাঘ)
২২ বর্ষ, ১৩৭৯ মাঘ, চৈত্র)
২৭ বর্ষ, ১৩৮৪ (পৌষ, ফাল্গুন)
২৮ বর্ষ, ১৩৮৫ (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ)

যদি কেউ সংখ্যা হিসাবে পত্রিকা সংগ্রহ করতে চান তাহলে ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি ফটো কপি করে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে পৃথক মূল্য প্রদেয়।

যদি কোন সদস্য উপরিউক্ত ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি পরিষদে দান করেন তবে সেগুলি সাদরে গৃহীত হবে।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার পত্রিকা

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ৭ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৪, কার্ত্তিক


## সম্পাদকীয়

## গ্রন্থাগার আন্দোলন ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী

কিছুদিন আগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হুগলী জেলা সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীদরল দেব মহাশয় তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন যে 'বিগত বছরগুলিতে স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারে ( LLA ) শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরই ছিল। তিনি আগামী দিনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নিয়ে LLA গঠন করতে চান—ফলে একটু সময় লাগবে।' মন্ত্রী মহোদয় রাজনৈতিক নেতা সুতরাং বিষয়টি অভ্যাসবশতঃ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে এও অনস্বীকার্য যে তিনি ইতিপূর্বে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না এবং মন্ত্রীত্ব ভারও বোঝা দিন হলো গ্রহণ করেননি। স্বভাবতই আমরা আশা করেছিলাম যে মন্ত্রী মহোদয় তাঁর দপ্তরের বিষয়গুলি গভীরভাবে অনুধাবন করবেন এবং গ্রন্থাগার দপ্তর পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংস্থাগুলির পরামর্শ নেবেন। কিন্তু বিষয়গুলি আশানুরূপ-ভাবে এগোল না। সেই সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল যে কিছু কিছু সংবাদপত্র সরকার আয়োজিত বই মেলায় পরিষদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিয়ে নানাভাবে পরিষদকে একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে চালাবার চেষ্টা করেছেন এবং গ্রন্থাগার দপ্তরকে রাজনৈতিক বিরোধের ক্ষেত্র হিসাবে প্রমাণ করার প্রয়াস পাচ্ছেন। স্বভাবতই পরিষদের বক্তব্য সকলের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা আছে।

পরিষদ কেন বই মেলায় অংশগ্রহণ করেছে না সে সম্পর্কে এর আগে বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। তবুও স্মরণ করা প্রয়োজন যে ইতিপূর্বে প্রকাশক, পরিষদ, কর্মী সমিতি ও সরকার চার পক্ষের প্রচেষ্টায় বই মেলা অনুষ্ঠিত হত। বিগত দুই বছরে সরকার নিজ উদ্যোগে বই মেলা সংগঠিত করলেও প্রকাশক সংস্থাসমূহ পরিষদ ও কর্মীদের সংঘোগিতা চেয়েছিলেন। এ বছর সরকার বই মেলা সংক্রান্ত বিষয়ে পরিষদের সহযোগিতা চাননি। সুতরাং পরিষদের সেখানে অংশগ্রহণের বা বর্জনের প্রশ্ন ওঠে না। সরকার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির কয়েকজন সদস্যকে পুষ্পস্তবকে মেলা কমিটিতে রেখেছেন। আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে মেলার পরিকল্পনা আহ্বায়ক রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের প্রস্তুত করার কথা কিন্তু বিষয়টি উক্ত সংস্থার অনুমোদন থাকলেই সংগঠিত হতে যাচ্ছে। স্বভাবতই সদস্যরা বিষয়টি আহ্বায়ক না হওয়ায় এর সঙ্গে সংযুক্ত হতে রাজি হননি। সুতরাং সংবাদপত্রগুলি জনসাধারণের কাছে অসত্য বক্তব্য প্রকাশ করে গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছেন। আমাদের ধারণা গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এতে বিভ্রান্ত হবেন না।

মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য সম্পর্কে আমরা বলতে চাই যে দেশের সরকার যেখানে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত এবং জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত এবং যাদের উপর দেশের সমস্ত সংস্থাসহ শিক্ষা ব্যবস্থা তথা গ্রন্থাগার সমূহের আইন করার পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে স্বভাবতই তাদের কর্মকাণ্ড রাজনীতি বর্জিত হবে তা আশা করা যায় না। অতীতের অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করা গেছে যে গ্রন্থাগার আইনের দাবীতে সমস্ত স্তরের গ্রন্থাগার কর্মী এবং গ্রন্থাগার প্রেমী দলমত নির্বিশেষে পরিষদের এবং কর্মী

সমিতির পতাকাতলে এসে পূর্ববর্তী সরকার সমূহের কাছে আবেদন, নিবেদন আন্দোলন প্রভৃতি সংগঠিত করলেও তখন গ্রন্থাগার আইন এ রাজ্যে প্রবর্তিত হয় নি। এমনকি স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবাংলার রূপকার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ও ঐ আইন প্রবর্তনের জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। ডঃ রঙ্গনাথন ১৯৫৮ সালে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জোরালো দাবী ডঃ রায়ের কাছে পেশ করেছিলেন আইনের একটি খসড়ার মাধ্যমে। পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের আমলেও এদিকে কোন অগ্রগতি হয় নি। এমনকি তৎকালীন পরিষদের সভাপতি শৈল মুখার্জীর (অর্থমন্ত্রী) সহযোগিতাতেও বরফ গলেনি। গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে তৎকালীন সরকারের কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করেনি এ কথা বলা যায় না। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ সহ সমস্ত ধরণের জনকল্যাণ মূলক কাজগুলিই সরকার তথা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভরশীল। সমিচ্ছা থাকলে যে ভাল কাজ করা যায় তার প্রমাণ মেলে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নে ও গ্রন্থাগার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের দিকে তাকালে। সুতরাং সরকারের সিদ্ধান্তে রাজনীতি থাকবে না এটা হয় না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় এটা নয়। প্রশ্ন ওঠে যে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্র হিসাবে মেনে নেওয়া হবে কিনা।

আমরা দেখেছি যে এ তাবৎকাল দলমত নির্বিশেষে দেশের মানুষ গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। বহু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পিছনে বহু মানুষের দান আছে। আবার গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সমৃদ্ধ করতে লক্ষ লক্ষ মানুষ বছর বছর সঞ্চিত অর্থের কাঠামোর মধ্যে থেকে অধিক সাহায্য করে থাকেন। এটা স্পষ্ট যে জনগণের সহযোগিতা ভিন্ন শুধু সরকারের অর্থ সাহায্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হতে পারে না। বিগত দিনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই ট্রাডিশন গ্রহণ করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখযোগ্য যে সাধারণ গ্রন্থাগারে জনসাধারণের দ্বার উন্মুক্ত। এখানে কোন রকম সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলের কর্মী দিয়ে এরকম ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করা যায় না। এর জন্য চাই জনসাধারণের উদ্যোগ গ্রহণ। জনসাধারণের উদ্যোগ যাতে ক্ষুণ্ন না হয় তার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংস্থাগুলিতে যথা SLC বা LLA বা Managing Committe তে সরকারী অফিসার, স্কুল-কলেজ-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি যেমন আছে তেমনি গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি, গ্রন্থাগারিকদের প্রতিনিধি, গ্রন্থাগার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ সহ গ্রন্থাগারের পরিচালন মণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়েছে। এখানে রাজনীতি প্রধান নিয়ামক নয়। জনসাধারণ, প্রশাসনের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কে ঔৎসুক্য ও আগ্রহ সৃষ্টি করাই গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। এর মধ্যে সঙ্কীর্ণ দলীয় রাজনীতি নিয়ে এলে বিষয়টির গরিমা ক্ষুণ্ন হতে বাধ্য। মনে রাখা প্রয়োজন যে কোন কোন এলাকায় গ্রন্থাগার সম্পর্কে উদাসীনতা লক্ষ করা গেলেও এলাকার বেশীর ভাগ মানুষ গ্রন্থাগারের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত। আবার বহু এলাকায় গ্রন্থাগার নিজ ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। খুব অল্প সংখ্যক মানুষ সেখানে যাতায়াত করেন। উভয় ক্ষেত্রেই অধিকাংশ মানুষকে গ্রন্থাগারের প্রাঙ্গণে নিয়ে আসতে গেলে সমস্ত স্তরের সংগঠনের ও মানুষের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। দলীয় স্বার্থ কিন্তু এদের উদ্দীপিত করতে পারবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সংবাদপত্রগুলির বক্তব্য সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত হলো যে গ্রন্থাগার বিষয়ক সংগঠনগুলির কেউই রাজনৈতিক সংগঠন নয় এবং দলীয় রাজনীতি নিয়ে চলে না। এখানে সব দলের কর্মী আছেন। হয়ত কোন সংগঠনে বিশেষ রাজনৈতিক দলের কেউ কেউ নেতৃত্বে থাকতে পারেন। কিন্তু কোনটাই কোন দলের সংগঠন হিসাবে কাজ করে না বা দলের মতাদর্শ নিয়ে পরিচালিত হয় না। সুতরাং রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করলে নিজেদের মুখেই চুণকালি মাখানোর সামিল হবে।

# ইতস্ততঃ

( স্মৃতিচারণ )

## সপ্তদশ পর্ব

[ লাহোরের স্মৃতি (২) ]

প্রবীণচন্দ্র বসু

[ ক'লকাতা প্রত্যাবর্তন—শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাথে পরিচয়—গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণ শিবির পরিচালন ]

লাহোর থেকে ফিরে আসার পথে দিল্লীতে কয়েকটা দিন কাটিয়ে, এবং দিল্লীর সরকারী ও বেসরকারি কয়েকটা লাইব্রেরী দেখে অবশেষে কলকাতায় পৌছলাম। দিল্লীতে দেখা লাইব্রেরীগুলির কোন কোনটার পরিচালন ব্যবস্থা কিছুটা উন্নত হলেও ওখানকার লাইব্রেরিয়ানদের মধ্যে চাকরি করার মনোবৃত্তি ছাড়া মানযোচিত গুণ এবং হৃদয়ের ঔদারতার কোন পরিচয় কিছু পাইনি—এইটুকুই মনে আছে।

বঙ্গদেশে সংঘবদ্ধভাবে আধুনিক গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালনের সেটা ছিল একেবারে শৈশবকাল। সাধারণ ভাবে সকল গ্রন্থাগারেরই অবস্থা, বিশেষতঃ আর্থিক অবস্থা, আদৌ ভাল ছিল না। কাজেই গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষা-লাভে ঐ বৃত্তির লোকের আর্থিক দিক যে আশাপ্রদ ছিলনা, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই বৃত্তির বিশেষ মান ও মর্যাদাও ছিল না। পূর্বেই বলেছি এই সকল কারণে আমার হিতৈষী আত্মীয় স্বজনের অনেকেই আমার বরোদা যাত্রার প্রাক্কালে আমাকে নিরুৎসাহ করেছিলেন। তবে আমার অগ্রজেরা অবশ্য কোনদিনই কোন ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন মত প্রকাশ করেন নি। এই সময়ে কয়েকজন অনাত্মীয় যেমন বাঁশবেড়িয়ার কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শ্রী তিনকড়ি দত্ত, ঐ পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ ইত্যাদি —আমাকে গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষা লাভে উৎসাহ দিয়েছিলেন। ওখন পর্যন্ত অন্য কোন বাঙালী এদেশে অথবা বিদেশে গ্রন্থাগারিকের বৃত্তির শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। তাই আমার বরোদা রওনা হবার পূর্বে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় প্রভৃতির উদ্যোগে এশিয়াটিক সোসাইটির হলে ঐ সোসাইটির তদানীন্তন সেক্রেটারী জন ভান মানেনের (John Van Manener) সভাপতিত্বে এক সভায় আমাকে সম্বর্ধনা জানানো এবং উৎসাহিত করা হয়। আমি নিজে অবশ্য এই বৃত্তিতে আর্থিক অথবা মান মর্যাদা লাভের বিষয়ে উদাসীন ছিলাম। তাই ঐ সকল বিষয়ে লাভ লোকসানের অঙ্ক না কষে নিজ মনে ধৃত আদর্শ পূরণের দুর্যোগ ও নিজ মানসিকতার উপযুক্ত কাজ এই পথে পাব এই কথা ভেবেই এই পথ বেছে নিয়েছিলাম। আমি লাহোর থেকে ফিরে এলে এই পথে আমার সাফল্য অথবা অকৃতকার্যতা—কি হয় তা দেখার জন্যে অনেকেই উদগ্রীব হয়ে রইলেন।

অন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের পদ লাভের চেষ্টা সম্পর্কে লাহোরের লালা লাজপত রায় আমাকে কি বলেছিলেন একদিন কথা প্রসঙ্গে কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়কে সে কথা বললাম। মুনীন্দ্রবাবুর বয়স তখন আমার বয়সের দ্বিগুণেরও বেশী। তবু আমার আপত্তি সত্ত্বেও তিনি তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত আমাকে আপনি বলেই সম্বোধন করেছেন। সব কথা শুনে তিনি বললেন, "চলুন আপনাকে একদিন শ্যামা প্রসাদবাবুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসি।"

শ্যামাপ্রসাদ বাবু তখন পর্যন্ত ডক্টরেট ডিগ্রী পান নি। পর পর দু দফায় ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক উপাচার্যের পদে আসীন থেকে ঐ পদত্যাগের পর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রী

দেওয়া হয়। তৎপূর্বে তিনি বেঙ্গল মহলে শ্যামাপ্রসাদ বাবু নামেই পরিচিত ছিলেন।

তরুণ বয়সে এবং যৌবনে মানুষের মন সাধারণতঃ উদার এবং বিশ্বমুখীন থাকে। ঐ বয়সে সহৃদয়তা বজায় এবং আত্মস্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন মন আদর্শ চরিত্রের লোকের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। অল্প বহু ব্যক্তির মত ঐ বয়সে আমারও মনে তৎকালীন দুজন বিখ্যাত জীবিত বঙ্গসন্তানের প্রতি গভীর ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু এবং শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এক সময়ে আমি কংগ্রেসের কাজ কর্মের সাথে জড়িত থাকায় সুভাষ চন্দ্রের অল্প অল্প সংস্পর্শে এসেছিলাম। কিন্তু নিজস্ব কতগুলি নীতি দৃঢ় ভাবে মেনে চলার অভ্যাসের জন্যে কোনদিন অযাচিত ভাবে তাঁর ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করিনি। তবে বরাবর তাঁর প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। আর শ্যামাপ্রসাদ বাবুর সাথে তখন পর্যন্ত আমার ব্যক্তিগত কোন পরিচয় হয়নি। মুনীন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর সাহায্যে আমার ব্যক্তিগত বৈষয়িক স্বার্থ সিদ্ধির আশা অপেক্ষা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ভাবে পরিচয়ের এবং তাঁর সংস্পর্শে আসার আশায় আমি উৎফুল্ল হয়েছিলাম। কারণ আমি তাঁকে দেশের একজন প্রকৃত কল্যাণকামী, বিশেষতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে গঠনমূলক কাজের এক কর্মযোগী ও বলিষ্ঠ নেতা বলে বিশ্বাস করতাম। আর সেজন্যে তাঁর প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল।

ইতিপূর্বে একটা কথা বলা হয়নি, লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষা লাভ কালে বঙ্গভূমির গ্রন্থাগারের কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নতির প্রয়োজন ও সম্ভাবনা আছে সে বিষয়ে কিছু কিছু চিন্তা ভাবনা করতাম। দেশের তদানীন্তন বিদেশী ইংরেজ সরকারের এ বিষয়ে প্রকৃত আগ্রহ বা উৎসাহ থাকবে না এ কথা ধরে নিয়েই আমার মনে হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং কলকাতা করপোরেশনের দেশীয় কর্তৃপক্ষ মহলে এ বিষয়ে আগ্রহের সৃষ্টি হলে ও সকল ক্ষেত্রে বোধ হয় কিছু কাজ হতে পারে। সেই ধারণামত আমি ঐ সকল ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের গঠন মূলক ভূমিকার উল্লেখ করে গ্রন্থাগারের উন্নতি বিধানের জন্যে করপোরেশনের পক্ষে তৎকালীন করপোরেশনে বিশেষ প্রভাবশালী সদস্য শ্রীচারু চন্দ্র বিশ্বাস ও শ্রী যতীন্দ্র নাথ বসুকে, কলেজের পক্ষে গ্রন্থাগারের প্রতি আগ্রহশীল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ কে. ভি. জাকেরিয়া (K. V. Jackaria) বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য ও তৎকালীন সেনেটের প্রভাবশালী সদস্য শ্রীদের প্রসন্ন সর্বাধিকারীকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য না হলেও সেখানকার অসাধারণ ক্ষমতাশালী সদস্য শ্রীশ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লাহোর থেকে চিঠি লিখেছিলাম। এঁদের মধ্যে মাত্র দের প্রসাদ সর্বাধিকারী মশায় এবং জাকেরিয়া সাহেব আমার চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন। জাকেরিয়া সাহেব তাঁর কলেজের লাইব্রেরীকে আধুনিক প্রথায় পুনর্গঠিত করতে খুবই আগ্রহী, কিন্তু সেজন্যে গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাবার কোন আশা নেই বলে জানিয়েছিলেন। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মশায় তাঁর চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উন্নতি সাধন এতান্ত প্রয়োজন বলে উল্লেখ করে এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নিশ্চেষ্টতার প্রতি দোষারোপ করেছিলেন। শ্যামা প্রসাদবাবুর চিঠির কোন উত্তর পাইনি। তাঁর বাড়ীর ঠিকানা জানা ছিলনা, তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। জানিনা সে চিঠি তিনি পেয়েছিলেন কিনা? তবে পরে দীর্ঘদিন তাঁর সান্নিধ্যে এলেও আমি কোনদিন সে চিঠির উল্লেখ তাঁর কাছে করিনি, তিনিও করেন নি।

একদিন সকালে মুনীন্দ্রবাবু অন্যত্র কোথাও নিজের কোন কাজে যাবার পথে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ৭৭নং আশুতোষ মুখার্জী রোডে স্যার আশুতোষ মুখার্জীর বাড়ীতে গেলেন শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করে দেবার উদ্দেশ্যে। কাঠের পা-দানি যুক্ত সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে আশুতোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদবাবুর বসবার ঘরের পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে এবং এক ফালি ছাদ পার হয়ে মুনীন্দ্রবাবু একটা ঘরের হাফ সুইং দরজা ঠেলে আমাকে নিয়ে শ্যামাপ্রসাদবাবুর বসবার ঘরে হাজির হলেন।

ঘরটি বেশ বড়। শ্যামাপ্রসাদবাবু ঘরেই ছিলেন সে সময়ে। অন্য কেউ সেখানে ছিলেন না। একটা মাঝারি সাইজের টেবিলের চারিদিকে কয়েকখানা চেয়ার সাজানো ছিল। প্রবেশ দ্বারের বিপরীত দিকে ঘরের ভিতরে টেবিলের সামনে রাখা কাঠের ফ্রেমে বেতের আসন বোনা একটা বেশ বড় চেয়ারে বসে বেতের বোনা পৃষ্ঠাসনে হেলান দিয়ে তিনি কিছু ফাইলপত্র দেখছিলেন। টেবিলের ডেস্কিকে তাঁর আসন সেইদিকে ঐ আসনের বাঁদিকে খুব পুরু গদি আঁটা একটা বড় সোফা ছিল। ঐ সোফাটাকে পরে দীর্ঘদিন সব সময় খালি পড়ে থাকতেই দেখেছি। তখনও কাউকে বসতে দেখিনি সেখানে। শুধু অনেকদিন পরে একদিন রাত্রে অবিভক্ত বাংলার তখনকার প্রিমিয়ার বা প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেবকে সেখানে শ্যামাপ্রসাদবাবুর পাশে বসতে দেখেছিলাম। শ্যামাপ্রসাদবাবু তখন অবিভক্ত বাংলাদেশের ফজলুল হক সাহেবের মন্ত্রীসভার সদস্য। বোধহয় অর্থমন্ত্রী ছিলেন। সামনের দেওয়ালে বিপরীত শ্যামাপ্রসাদের গা ঘেঁষে বসানো উঁচু বড় বড় আলমারী ভর্তি বই এবং টেবিলের উপরে টেলিফোন যন্ত্রটি ছাড়া ঘরটি অন্য আসবাব পত্রের বাহুল্য বর্জিত ছিল।

সময়টা ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাস। এর পূর্বে শ্যামাপ্রসাদবাবুকে আমি কখনও চাক্ষুষ দেখিনি। প্রথম দেখে কিছুটা বিস্মিতই হলাম। মোটামুটি লম্বা চওড়া চেহারার এই নামী লোকটির পোষাক ছিল একান্ত সাদা-সিধে। পরণে একখানা অতি সাধারণ ধুতি, গায়ে গেঞ্জী এবং পায়ে ছিল চটি জুতা। গায়ের রং ফর্সা নয়। বোধহয় শ্যামবর্ণ বলা চলে। শুনেছি গায়ের রং ময়লা ছিল বলে ছেলেবেলায় তাঁর ডাক নাম ছিল "ভুতু"। মাথার চুল পাতলা। বোধহয় বেজন্ত ললাট অধিকতর প্রশস্ত দেখাত। ওষ্ঠের ওপরে তাঁর পিতৃদেবের মত অত বৃহদাকারের না হলেও, দৃষ্টি আকর্ষণকারী বেশ বড় ভারিক্কি আকারের গোঁফের গুচ্ছ ছিল। খাড়া নাসিকার দু'পাশের চোখ দুটি শ্রোতার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলার সময় মনে হত যেন জ্বলজ্বল করছে। তাঁর বয়স তখন মাত্র তেত্রিশ বছর। কিন্তু সাধারণতঃ সদা প্রসন্ন হাস্যোজ্জ্বল মুখের অধিকারী শ্যামাপ্রসাদকে দেখলে একজন অত্যন্ত হাসিখুশী বেশ বয়স্ক প্রবীণ লোক বলেই মনে হত।

মুন্সীস্রবাবুকে শ্যামাপ্রসাদবাবু বসবার জন্যে আহ্বান জানালেও অন্যত্র তাঁর কাজের তাড়া আছে সেকথা উল্লেখ করে, না বসে, তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমার পরিচয় দিয়ে এবং আমার সম্পর্কে কিছু প্রশংসাসূচক মন্তব্য করে বললেন, "ছেলেটি নিজের চেষ্টা ও উৎসাহে বরোদা এবং লাহোর থেকে গ্রন্থাগার বিস্তার আধুনিক পদ্ধতির শিক্ষা নিয়ে সবে ফিরে এসেছেন। অন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের পদ সম্পর্কে ওঁর কিছু বক্তব্য আছে। উনি নিজেই সেকথা বলবেন আপনাকে। আমার বিশেষ তাড়া আছে তাই আমি এখন চললাম।" এই কথা বলে তিনি আমাকে সেখানে রেখে চলে গেলেন।

মুন্সীস্রবাবু চলে যাবার পর বোধহয় প্রথম পরিচয়ে আমাকে 'আপনি' বা 'তুমি' কি বলে সম্বোধন করবেন সে বিষয়ে মনে দ্বিধা থাকায় শ্যামাপ্রসাদবাবু ইংরেজীতেই বললেন 'সিট ডাউন' (sit down)। আমি সেদিন সেখানে থাকতে থাকতেই দেখলাম নানা বয়সের অনেক মানুষ তাঁর কাছে নানা দরকারে বা দরবারে এলেন এবং চলে গেলেন। সেদিন লক্ষ্য করলাম এবং পরেও দেখেছি, দীর্ঘদিন পরে তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে না নামা পর্যন্ত খ্যাতনামা অথবা অন্যান্য যাঁরা তাঁর কাছে আসতেন নানা কাজে তাঁদের প্রায় সকলের সাথেই শ্যামাপ্রসাদবাবু সাধারণতঃ চটপট কথাবার্তা সেরে নিতেন। কাজের কথাবার্তা শেষ হলে কারো আর সেখানে অযথা বসে থাকা সম্ভব হত না। তার ফলে কাজের কথাবার্তা ছাড়া অকারণ দীর্ঘ সময় তাঁর কাছে বসে মন্ত্রলিশি অথবা বৈঠকি আবহাওয়া সৃষ্টির সুযোগ বড় একটা পেতেন না কেউ।

শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাকে গ্রন্থাগার পরিচালনার আধুনিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্যের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমার বক্তব্য শোনার পর মনে হল এ বিষয়ে তাঁর মন

বোধহয় কিছু আকৃষ্ট হয়েছে। এ সম্বন্ধে অল্প পরিসরের দু' একখানা বই তাঁকে পড়তে দেবার জন্য তিনি আমাকে বললেন। অতঃপর অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ানের পদ সম্পর্কে আমার কি বক্তব্য আছে জানতে চাইলেন। লালা লাজপত রায়ের পরামর্শমত ঐ পদের জন্যে লাহোর থেকে আমি একটি দরখাস্ত পাঠিয়েছি সেকথা এবং ঐ বিষয়ে কলকাতায় চেষ্টা করার জন্যে লালা লাজপত রায় আমাকে যা বলেছিলেন সেকথা তাঁকে বললাম। দেখলাম ঐ পদটা যে খালি হয়েছে তিনি সে খবর রাখতেন। বললেন, "ওখানে শুধু লাইব্রেরিয়ানের পদই তো নয়, কয়েকজন অধ্যাপকের পদ খালির বিজ্ঞাপনও বেরিয়েছে। ওখানকার ভাইস চ্যান্সেলার অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের সাথে তাঁর আগেই কথা হয়েছে ঐ সব পদ সম্পর্কে। ওখানে প্রায় সব কটা পদের জন্যেই লোক ঠিক আছে। কোন পদেই কোন বাঙালী নেওয়া হবে না।" তখন আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা বললাম তাঁকে এবং তা করা হলে সেই সূত্রে আমাকে সুযোগ দেবার কথা জানালাম। তিনি বললেন, "এখনই তো সেরকম কোন পরিকল্পনা নেই। তবে কোন পরিকল্পনা হলে তোমার সুযোগ পাওয়া তো উচিত।" বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীটি ভাল করে দেখে সেখানে বেশী ব্যয়সাধ্য না হয় এরকম কি কি পরিবর্তন করা সঙ্গত এবং সম্ভব সে সম্পর্কে আমাকে রেজিষ্ট্রারের কাছে একটা রিপোর্ট দিতে বললেন তিনি।

তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন ডাঃ হাসান সারওয়ার্দি। ভাইস চ্যান্সেলার না হলেও শ্যামাপ্রসাদবাবু তখন সেনেট ও সিণ্ডিকেটের একজন অসাধারণ প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। যোগেশ চন্দ্র চক্রবর্তী মশায় ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার। তখনকার দিনের ভাইস চ্যান্সেলাররা বেতনভোগী ছিলেন না। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিতজন ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ অবৈতনিক ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত হতেন। খ্যাতিমান ব্যক্তি হওয়ার এবং বেতনভোগী না হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে আত্মনিয়োগ করায় সর্বসাধারণের চোখে তাঁদের যথেষ্ট মর্যাদা এবং সম্মান ছিল। ডাঃ হাসান সারওয়ার্দি ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের প্রধান মেডিকেল অফিসার। রেলওয়েতে নিজের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদনে সদা ব্যস্ত থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে অনন্যমনা হয়ে আত্মনিয়োগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে শ্যামাপ্রসাদবাবু সে সময়ে সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম খুঁটানুপুঙ্খরূপে দেখতেন। তাছাড়া বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ব্যক্তিদের স্বমতে নিয়ে আসার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। শুনেছিলাম এই কারণে হাসান সারওয়ার্দি সাহেব সব বিষয়েই শ্যামাপ্রসাদবাবুর মতানুসারে চলতেন, এবং হাসান সারওয়ার্দির কার্যকাল শেষ হলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত হয়েছিলেন।

তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। রেজিষ্ট্রার ছিলেন সর্বোচ্চ বেতনভুক কর্মচারী। ভাইস চ্যান্সেলাররা সর্বসময়ের বেতনভোগী পদের অধিকারী ছিলেন না। তাঁদের জীবিকা-অর্জনের কর্মক্ষেত্র অন্যত্র হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সব সময়ে অথবা দীর্ঘ সময় উপস্থিত থাকা সম্ভব হত না তাঁদের পক্ষে। ট্রেজারার, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলার এইসব পদের তখনও সৃষ্টি না হওয়ায় কার্যতঃ রেজিষ্ট্রার এর হাতেই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল। রেজিষ্ট্রার এর বেতনক্রম ছিল মাসিক ৬০০ টাকা থেকে শুরু করে ১০০০ (এক হাজার) টাকা পর্যন্ত। ঐ পদের জন্য অন্য কোন ভাতা বরাদ্দ ছিল না। বোধহয় ঐ একই বেতন ক্রমের আরও দুটি পদ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। একটি পদের নাম ইনসপেক্টর অফ কলেজেস অর্থাৎ কলেজ সমূহের পরিদর্শক। এবং অন্যটির নাম কনট্রোলার অফ একজামিনেশনস্ অর্থাৎ পরীক্ষা সমূহের নিয়ামক। কলেজ পরিদর্শকের কাজকর্ম প্রশাসনিক কাজ-কর্মের অঙ্গীভূত না হওয়ায় তিনি রেজিষ্ট্রারের অধীন ছিলেন না। রেজিষ্ট্রার ও কনট্রোলারের পদ দুটির অধিকারীদের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের প্রশ্নে কখনও কখনও প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিত। পদের অধিকারীদের প্রতিপত্তি

ও ক্ষমতার টানা পোড়েনের প্রভাবের উপর এই প্রতিযোগিতার পরিমাণ নির্ভরশীল ছিল। তবে সব সময়ে কার্যত না হলেও অন্তত নামে রেজিষ্ট্রারই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তরের কর্মচারী। রেজিষ্ট্রারের পরে ছিলেন মাত্র একজন সহকারী রেজিষ্ট্রার (Assistant Registrar)। আর কনট্রোলারের একজন সহকারী কনট্রোলার ছিলেন। রেজিষ্ট্রারের দপ্তরে একজন অডিটর এণ্ড একাউণ্টস অফিসার ছিলেন, আর একজন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছিলেন। উক্ত পদস্থ কর্মচারী বলতে মাত্র এই কয়জনই ছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী দেখে রিপোর্ট দেবার জন্য যে মৌখিক নির্দেশ দিয়েছিলেন তার বলে রেজিষ্ট্রার শ্রীযোগেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী আমাকে লাইব্রেরী দেখার ব্যবস্থা করে দেন। তদনুসারে আমি লাইব্রেরী পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে কয়েকদিনের মধ্যে প্রায় বিশ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট দিয়েছিলাম রেজিষ্ট্রার-এর কাছে।

ইতিপূর্বে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার জমিদার কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের নাম অনেকবার উল্লেখ করেছি। তিনি বঙ্গদেশের তথা সারা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। তিনি সে সময়ে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই উভয় পরিষদের সভাপতি। বাঁশবেড়িয়ার শ্রীতিনকড়ি দত্ত পেশায় ছিলেন ইষ্টার্ণ রেলের ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্টের একজন কর্মচারী। কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর উৎসাহ ছিল অদম্য। তিনি লিলুয়ার ই, আই, আর, ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট লাইব্রেরীর ছিলেন সেক্রেটারী; আবার সে সময়ে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদেরও তিনি ছিলেন সেক্রেটারী। লাইব্রেরী আন্দোলনে উৎসাহী ও কর্মতৎপর তিনকড়িবাবু মুনীন্দ্রবাবুর সহযোগী হয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে কাজকর্ম করতেন। যে সময়ের কথা বলছি তার কিছুদিন পূর্ব থেকে মুনীন্দ্রবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যে চেষ্টা করতে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশেষে তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হন কিন্তু সরকারী অনুমোদন না পাওয়ায় তা কার্যকরী হতে পারেনি। তথাপি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানশিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্গদেশের চাহিদা কি রকম তা যাচাই করার জন্যে এবং আমার সাহায্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক ঐ বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে মুণীন্দ্রবাবু ও তিনকড়িবাবু আমার সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত স্থির হল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পূর্ণ এবং সক্রিয় সহযোগিতায় প্রথমে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের নামে ও উদ্যোগে পরীক্ষামূলকভাবে বাঁশবেড়িয়ার পাবলিক লাইব্রেরীতে একপক্ষ কালের জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানশিক্ষার এক শিবির (Camp) খোলা হবে। এই পরীক্ষামূলক প্রয়াস সফল হলে পরে নিয়মিতভাবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নামে এবং ঐ পরিষদের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিজস্ব গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণ শিবির খোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। আর এই প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হলে যাতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে দুর্নামের ভাগী হতে না হয় প্রধানত সেই কারণেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পূর্ণ সহযোগিতায় পরিচালিত হলেও ক্ষুদ্রতর প্রতিষ্ঠান হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের নামেই, অর্থাৎ বেনামীতে ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

১৯৩৪ সালের জুন মাসে বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী গৃহে একপক্ষ কালের জন্যে প্রস্তাবিত শিক্ষা শিবির খোলা হয়। তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির (বর্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরি বা জাতীয় গ্রন্থাগার) লাইব্রেরিয়ান খাঁ বাহাদুর খালেকা মহম্মদ আসাদুল্লা শিক্ষা শিবিরের অবৈতনিক ডাইরেক্টর হিসাবে শিবিরের উদ্বোধন করেন। শিবিরের অবৈতনিক একমাত্র শিক্ষক হিসাবে আমার উপর শিবির পরিচালনার ও শিক্ষাদানের সমস্ত দায়িত্ব ও কার্যভার ন্যস্ত হয়। আসাদুল্লা সাহেব পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিকেনল সাহেবের গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষা কোর্সের প্রথম ছাত্র দলের অন্যতম ছিলেন। তাঁর সংগে পরামর্শক্রমে আমি শিক্ষণ শিবিরের পাঠক্রম ও রুটিন বা কর্মসূচী প্রণয়ন করলাম।

প্রতিদিন সকালে ৯টা অথবা আরও আগে থেকে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত গ্রন্থাগার বিভাগ বিভিন্ন বিভাগের তত্ত্বগত অথবা theoretical ক্লাশ নেবার দায়িত্ব ছিল আমার আবার অপরাহ্ণ ২টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত হাতে কলমে কাজের অর্থাৎ practical work-এর ক্লাশও নিতে হত আমাকে। তারপর বিকেল ৫টা থেকে ৬টা পর্য্যন্ত পাঠ্যাতিরিক্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতার ব্যবস্থা থাকতো। এই সকল বিশেষজ্ঞদের প্রায় সকলেই কলকাতা বা অন্যান্য স্থান থেকে এসে শিক্ষা শিবির বক্তৃতা দিয়ে চলে যেতেন। প্রধানতঃ মুন্সীবাবুর আহ্বানে সৌজন্য মূলক ব্যবস্থায় তাঁরা আসতেন বক্তৃতা দিতে।

বঙ্গদেশের প্রথম গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষন কেন্দ্র হিসাবে এই শিক্ষন কেন্দ্র তখন দেশে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। কলকাতার সংবাদ পত্রে এই শিক্ষন কেন্দ্র সম্পর্কে খবর বার হত। সে সময়ে এই শিক্ষন কেন্দ্র একটী নতুন ব্যাপার হওয়ায় কলকাতা এবং আশপাশের অনেক স্থান থেকে এ বিষয়ে উৎসাহী অনেক শিক্ষক এবং মুন্সীবাবুর আহ্বানে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রত্যহ কেন্দ্রটি পরিদর্শন করতে আসতেন।

অবিভক্ত বাংলা দেশের একদিকে আসানসোল এবং অন্যদিকে চাকা প্রভৃতি নানা জায়গা থেকে ন্যূনপক্ষে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ থেকে আরম্ভ করে এম. এ. পাশ পর্য্যন্ত শিক্ষার্থীরা এই শিক্ষা কেন্দ্রে যোগদান করেছিলেন গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে। কয়েকটি বড় বড় গ্রন্থাগার এবং সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেও ঐ সকল সংস্থার কর্মরত ব্যক্তিরা প্রেরিত হয়েছিলেন, এ শিক্ষা লাভের জন্যে। পরীক্ষা মূলক ভাবে অনুষ্ঠিত ও পরিচালিত এই কেন্দ্র সর্বতোমুখে বিশেষ ভাবে সাফল্য মণ্ডিত হয়েছিল, এবং সংশ্লিষ্ট সকলেই সেজন্যে আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলেন।

তখন গ্রীষ্মকাল। শিক্ষা কেন্দ্রে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা ছিল না। প্রচণ্ড গরমে শিক্ষা কেন্দ্র উদ্বোধনের প্রায় এক মাস পূর্ব থেকে উদ্যোগ আয়োজনের জন্য এবং শিক্ষণের কাজ শেষ হবার পর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের ব্যবস্থা ও অন্যান্য খুঁটিনাটি কাজের জন্য আরও একমাস কাল আমাকে প্রায় একক ভাবে এখানে কর্মব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। কাজটিকে আমি আমার শিক্ষার অঙ্গ হিসাবেই গ্রহণ করেছিলাম এবং অবিভক্ত বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার বিষয়ে শিক্ষাদানের এই প্রথম প্রয়াসটিকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্যে আমার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি রাখিনি। শেষ পর্য্যন্ত সকল প্রয়াস সম্পূর্ণ রূপে এবং সন্তোষজনক ভাবে সফল হওয়ায়, বলা বাহুল্য, আমি পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করেছিলাম এবং আমার আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছিল।

ক্রমশ

[ সাহিত্যিকার ২৪।৬।৮৬ তারিখের অধিবেশনে পঠিত ]

# শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান—

## কিছু সমস্যা ও সমাধানের উপায়

**অর্জুন দাসগুপ্ত**
গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আজ থেকে আট বছর আগে আমি যখন প্রথম ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগে কাজে যোগদান করি। তখন আমার কিছু বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তিরা আমায় বলেছিলেন—এই শিক্ষকতা বৃত্তি দেখবেন, বেশীদিন ভালো লাগবে না। দুই-তিন বছরের মধ্যেই একঘেয়েমী এসে যাবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা হয়তো হয়ে থাকবে। বিশেষ করে আমাদের যখন অনেকেই বহু বছর ধরে একই জিনিস একই ক্লাসে পড়াতে হয়—তখন একঘেয়েমী লাগাটা অবাস্তব নয়। আমার কিন্তু এখন পর্যন্ত তা মনে হয়নি। ভবিষ্যতেও ঠিক সেই মনোভাব আমার হবে বলে মনে হয় না। আমি মনে করি, এবং শুধু আমি কেন আমার মতো হয়তো আরও অনেক শিক্ষকেরাই মনে করেন, যে এর মধ্যেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে। নিত্য নতুন ছাত্রছাত্রীরা আসছেন। তাদের নতুন নতুন সমস্যা নিয়ে এবং আমরা সর্বদাই চেষ্টা ক'রছি তাদের নতুন কিছু তথ্য দেবার বা পুরোনো বিষয়গুলিকেই নতুন ভাবে ব্যক্ত করার। এতে নিশ্চয় একঘেয়েমীর ভাবটা বিদূরিত হয়। এই শিক্ষাদানের ব্যাপারটা সাধারণতঃ দু'ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। প্রথমতঃ শ্রেণীকক্ষের ভেতরে শিক্ষাদান এবং দ্বিতীয়তঃ শ্রেণী কক্ষের বাইরে শিক্ষা দান। আমার মতে যে কোনো শিক্ষককেই শুধুমাত্র ক্লাসে পড়িয়ে যাওয়াতেই কাজ সম্পূর্ণ হয় না। তাকে যে কোনো সময়, যে কোনো স্থানেই, ছাত্রছাত্রীর সমস্যার সমাধান করার চেষ্টায় নিজেকে ব্রতী হতে হবে। আমরা জানি যে শহরে জীবনে এবং এধরনের অনাবাসিক বিদ্যালয়গুলোতে আমরা সর্বদা তা ক'রে উঠতে পারিনা। তবু যতটা পারি তার ভেতরেই আমাদের ক'াপিয়ে প'ড়তে হবে। নিলিপ্ত ভাবে ব'সে থাকলে চলবে কেন? এ প্রবন্ধে আমার আলোচ্য বিষয় হলো—কি ভাবে শ্রেণীকক্ষের ভেতরে আমাদের শিক্ষাদানের পদ্ধতিগুলো আরো আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে পারি। নানান অসুবিধার ম'ধ্যে আমাদের অনেক সময় ক্লাস নিতে হয়। নানা চেষ্টা ক'রেও অনেক জায়গায় দেখা যায় শ্রেণীকক্ষের সুব্যবস্থা হয় না। আমাদের অনেক সময় এমন পরিস্থিতিতেও পড়াতে হয় যেখানে কোনো নির্দিষ্ট ক্লাস-ঘর পাইনা, টেবিলের ভগ্ন দশা, চেয়ারের হাতল থাকে না। আলো টিম্‌টিম্ করে জ্বলে, বোর্ডে ভালভাবে লেখা পড়ে না। বছরের পর বছর আমাদের হয়তো অনেক স্থানেই এমনি ভাবেই ক্লাস নিতে হয়। কর্তৃপক্ষ অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো একটু নির্লিপ্ত থাকেন। বি. লিব. ক্লাসে আমাদের প্রতিবছর নতুন নতুন থেকে একশো শিক্ষার্থী ভর্তি হন। নিয়ম মাফিক দুটি সেক্‌শনে তাদের ভাগ করা হয়, তবে অনেক দিনই দুটি সেক্‌শনকেই এক সঙ্গে পড়াতে হয়। অনেক সময় একটাই ক্লাস ঘর নির্দিষ্ট থাকে না। মাঝে মাঝে ঘর পরিবর্তন করতে হয়। আরও অসুবিধাজনক ব্যাপার হয় এগুলো সান্ধ্য ক্লাস হলে। তাতে পর্য্যাপ্ত আলোর অভাবতো থাকেই যা আগেই ব'লেছি। তাছাড়া সারা-দিনের কর্মব্যস্ততার পর আমরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ি এবং শিক্ষার্থীরা হয়তো ততোধিক ক্লান্ত হন। শেষ ক্লাস সাধারণতঃ রাত আটটা থেকে নয়টার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। তখন ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ী ফেরার তাড়া এসে পড়ে। বেশীর ভাগ দিনই শেষের ক্লাসটা সম্পূর্ণ পড়ানো হ'য়ে ওঠে না। অনেক ছাত্রছাত্রীরাই অনেক দূর থেকে আসেন, তাদের অবস্থাও অনুমেয়। অনেকের এই ক্লাস করে পথের অসুবিধা কাটিয়ে বাড়ী ফিরতে মধ্যরাত্রি হ'য়ে যায়। আবার অনেক সময়

যাতায়াতের মাধ্যমগুলো ঠিক না থাকায় সে রাস্তে নিজের বাড়ীতে ফিরতে পারেন না—অন্য কোনো ব্যবস্থা নিতে হয়। আমরা এক এক সময়ে যে সব অসুবিধার মধ্যে পড়ি। আমার জানা নেই এই যুগে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য বা পড়াবার জন্য এতটা অসুবিধা ভোগ করতে হয় কিনা। এই রকম পরিবেশে ক্লাস নেওয়া এবং ক্লাসগুলোকে আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে কি রকম সংগ্রাম প্রতিদিন করতে হয় তা ঠিক মতো বোঝানো যাবে না।

এবার আমাদের এইভাবে পড়ানোর সঙ্গে একটু ক্রিকেট খেলার উদাহরণ দিচ্ছি, যদিও তাদের উদ্দেশ্য এক প্রকৃতির নয়। একটি বাটসম্যান মাঠে নেমেই চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নেন মাঠের অবস্থা, পিচের অবস্থা এবং ফিল্ডারেরা কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো কি ভাবে বলটাকে মারবেন, যাতে ফিলডারের নাগাল এড়িয়ে বল বেরিয়ে যায় বাউণ্ডারি অভিমুখে। আমাদেরও প্রতিদিন ক্লাসে এসে ক্লাসের অবস্থাটা প্রথমে দেখে নিতে হয়—কোথায় আলো পড়ছে, কোথায় ব্ল্যাক বোর্ডটা রয়েছে, কোথায় কে ব'সে আছে, শিক্ষকের চেয়ে কতটা দূরে, প্রয়োজন মতো তাদের কাছে আনা যায় কিনা এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর বাইরের দূরত্বটা কমিয়ে আনার। আমরা এমন স্তরে বা এমন স্বরে কথা ব'লবোনা যা আমাদের ছেলে মেয়েদের নাগাল এড়িয়ে চ'লে যায়। আমাদের প্রচেষ্টা হবে যেন সহজেই আমাদের কথাগুলো আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ক্যাচ্ করে নেন। অর্থাৎ সেখানে আমরা ধরা না দেবার চেষ্টা না করে ধরা দিতেই চাই। সেইটাই আমাদের জয়। এটা দেখা যায় যে ছাত্রছাত্রীদের বসানোর ব্যবস্থাটা শিক্ষকের কাছ থেকে দূরত্বটা কমিয়ে আনার দিকে লক্ষ্য রেখেই করতে হবে—যাতে শিক্ষার্থীরা ক্লাসের পড়াশুনোর অংশ নিতে এবং মনোযোগী হতে পারেন। এটাও দেখা যায় যে ছাত্রছাত্রীদের বসানোর ব্যবস্থাটা যদি ইউ (U) আকারে করে নেওয়া যায় এবং শিক্ষক বসেন ঠিক 'ইউ' (U) এর যে শূন্য স্থানটি থাকে তার বিপরীত দিকে, তাতে ছাত্রছাত্রীরা সবচেয়ে বেশী ক্লাসের বিভিন্ন কাজ কর্মে অংশ নিতে পারেন। ছেলেমেয়েদের ক্লাসের ভেতরে সজাগ রাখা এবং ক্লাসের আলোচনার মধ্যে ভাগ নেওয়ার সুবিধা করা শিক্ষকদের অন্যতম কর্তব্য। তাতে নিঃসন্দেহে ক্লাস অনেক বেশী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

আর একটি ব্যাপার আমি ভীষণ ভাবে লক্ষ্য করেছি যে দাঁড়িয়ে পড়ানো আর ব'সে পড়ানোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। বিশেষ করে বড় আয়তনের ক্লাসে। যেমন ধরুন আমাদের বি. লিব. এর ক্লাসগুলোতে সারা বছরের মধ্যে দুই একদিন যদি কোনো কারণে ব'সে পড়াতে হয়েছে তখন ক্লাস নিয়ে তৃপ্তি পাইনি। সব ছাত্রছাত্রীদের চোখে দৃষ্টি পড়েনি, বুঝতে পারিনি তাদের মুখের হাবভাব, জানতে পারিনি তারা ঠিক বুঝলো কি-না। আবার দাঁড়ানোর মধ্যেও তারতম্য আছে। কোনো শিক্ষক যদি টেবিলের সামনে (অর্থাৎ ছাত্রদের দিকে) এসে পড়ান, তাহলেই বুঝতে পারা যায় তফাৎটা কোথায়। আবার অনেক সময় শিক্ষকদের চেয়ার এবং টেবিল একটি উঁচু তক্তার ওপরে রাখা হয়। সেখান থেকে নেমে এসে যদি ওদের সামনে এসে দাঁড়ানো যায়। তাতেও টের পেয়েছি যেন ওরা সেটাকে স্বাগত জানাচ্ছে এবং সেখার কাজে আরো বেশী উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখাচ্ছে।

ক্লাসের চেয়ার টেবিলের সুব্যবস্থার এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বাইরের দূরত্বটা কমিয়ে আনার সাথে সাথেই তাদের মনের দূরত্বটা কমানো একান্ত প্রয়োজন। বছরের প্রথম থেকেই একটি শিক্ষককে জানতে হবে, প্রতিটি ছাত্র ছাত্রীকে। তাদের নাম, তারা কোথা থেকে আসছে, কিভাবে আসছে, কতদূর পড়াশুনো করেছে - অর্থাৎ তাদের সুখ দুঃখ, সুবিধা অসুবিধা এসবের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। তারা যাতে মন খুলে সুবিধা অসুবিধার কথা জানাতে পারে। সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। বড় আয়তনের ক্লাসগুলোতে দ্রুত এসব জানা যায় না। তবে আমার মনে হয় ক্লাসের ভেতরে ও বাইরে নানা ভাবে ধীরে ধীরে এসব জেনে নেওয়া যায়। এবিষয় কিছু পরীক্ষা

নিরীক্ষা করে আমি ভালো ফল পেয়েছি। সেদিনই পড়ছিলাম কোনো এক বিদেশী শিক্ষক তার প্রথম দিনের ক্লাসের পরেই শিক্ষার্থীদের নিজের কাছে ডাকেন। তারা জনা তিরিশের এক একটি দল তাঁর কাছে যায়, তিনি ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে তাদের একটি ছবি চেয়ে নেন। ওদের নামের সামনে সেই ছবি লাগিয়ে নিজের কাছে রেখে দেন।

আমরা সবাই পড়াতে গিয়ে অনুভব করি যে একটি ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের বোধশক্তি থাকে। কেউ একটি কথা শোনামাত্র তার বিশেষ অর্থটি তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলেন। আবার কারো কারো পক্ষে তার অর্থ সহজে বোধগম্য হয়না। শিক্ষকদের কাছে প্রশ্ন হলো—ক্লাসের পড়ানোর মানটা তিনি কাদের জন্য করবেন সে বিষয় সচেতন হওয়া। যাঁরা অতি শীঘ্র বুঝতে পারেন তাদের জন্য না যারা সহজে ধরতে পারেন না তাদের বোঝাবার জন্য। অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন যে ক্লাসের পড়ানোর মানটা যদি সকলের সহজবোধ্য করার জন্য—নীচু স্তরে নামানো হয়, তাহলে মেধাবী ছাত্রদের পক্ষে তা এক ঘেয়ে হয়ে পড়ে। তাই তাদের মতে ক্লাসে পড়ানোটা একটু উঁচু স্তরের রেখে ক্লাসটাকে প্রাণবন্ত করা উচিত এবং যারা বোধশক্তিতে খানিকটা পিছিয়ে আছেন, অর্থাৎ বুঝতে একটু সময় লাগে তাদের জন্য ক্লাসের বাইরে আলাদা ভাবে ছোট ছোট গ্রুপের মতন করে ক্লাস নেওয়া দরকার হতে পারে। আমার মনে হয় এসব নির্ভর করে ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সাধারণ বোধ-শক্তির মান-এর ওপর। যদি দিন কয়েক ক্লাস নিয়ে শিক্ষক বুঝতে পারেন যে বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েই তাঁর পড়ানো বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তাহলে কোনো মতই গোটা কয়েক ছাত্রছাত্রীর জন্য বোঝাবার পদ্ধতিকে হাল্কা করা উচিৎ নয়। যে অল্প সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর বুঝতে অসুবিধা হবে তাদের অবশ্য আলাদা ভাবে নিয়ে ব'সতে হবে এবং তাদের তৈরী করতে হবে যাতে তারাও মোটামুটি ভাবে ক্লাসটাকে অনুসরণ করতে পারেন। আমি দেখেছি অনেক সময় অনেক ছেলেমেয়ে দেরীতে ভর্তি হন এবং ক্লাসে পিছিয়ে পড়েন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা ক্লাসের আলোচনায় অংশ নিতে পারেন না। তাদের নিয়ে অনেক সময়ই ক্লাসের একটু আগে বা পরে আলাদা ভাবে ব'সতে হয়েছে এবং তাতে নিঃসন্দেহে আমি ভালো ফল পেয়েছি।

এবার আমি আলোচনা করবো ক্লাসে পড়ানোর পদ্ধতি নিয়ে। নানান শিক্ষাবিদ ও বিষয় জনেরা ক্লাসের পড়ানোর বিষয় অনেক রকম আলোচনা করেছেন। আমি এখানে সে সবের মধ্যে যেতে চাইছি না। আমি আলোচনা করবো দুই ধরণের পদ্ধতি নিয়ে যা সাধারণতঃ সারা বিশ্বের শিক্ষকেরা অনুসরণ করেন। এর মধ্যে সব থেকে প্রচলিত পদ্ধতি হলো 'লেক্চার' ( lecture ) পদ্ধতি। বড় ক্লাসে এই পদ্ধতিটা খুবই ফলপ্রসূ—বিশেষ করে যখন একজন শিক্ষক অনেক ছাত্রছাত্রীদের সামনে কোনো একটি বিষয় পড়াচ্ছেন, এই লেক্চারের সাথে সাথে অনেকেই শ্রাব্য-দর্শন শিক্ষণ করণের ( auolivisual aids ) সাহায্য নেন। তাতে এই পদ্ধতিটা আরো বেশী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে: এর সাথে সাথে চলে প্রশ্নোত্তরের পালা।

শুধু একজন শিক্ষক ক্লাসে লেক্চার দিয়ে গেলে ক্লাস একঘেয়ে বা নিরস হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই মাঝে মাঝে শিক্ষক প্রশ্ন করেন এবং শিক্ষার্থীদের তরফ থেকে প্রশ্ন এবং উত্তর আসতে শুরু করে। এই পদ্ধতিতে দুটো জিনিসের ওপর বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখতে হয়। একটা হলো স্পষ্টতা এবং অন্যটা হলো আকর্ষণপূর্ণ কৌতূহল উদ্দীপক বক্তব্য। যা বলা হবে তা যেন ক্লাসের প্রত্যেকে শুনতে পান, যা দেখান হবে, তা যেন প্রত্যেকে দেখতে পান। পড়ানোকে আকর্ষণীয় করতে হলে গলার স্বরের ওঠা নামা ( modulation of tone ), কোনো শব্দের ওপর বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া, আবার কোনো শব্দ একটু হিস্ হিস্ ধ্বনিতে উচ্চারণ ( hissing sound ) করা, আবার কখনো বা হাত-পা নাড়িয়ে কোনো বিশেষ বস্তু বোঝানোর একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

অন্য যে পদ্ধতিটা আছে, যাকে 'ডিস্কাশন' ( discus-

sion ) পদ্ধতি বলা হয় সেটা ছোট ছোট ক্লাসে বেশী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই পদ্ধতিতে শুধু আলোচনা চালিয়ে গেলেই হয় না, এতে মুখের হাবভাব, হাত পা নাড়ানো, চোখের চাহনি ইত্যাদি থাকে আমরা ইংরাজীতে "Non verbal communication বা body language বলি তা অনেকটা প্রভাব বিস্তার করে। এই পদ্ধতিতে যেহেতু আলোচনার উপাদান অনমনীয় বা অদম্য হয়না—কারণ তাতে শিক্ষার্থীরাও অংশ গ্রহণ করেন—তাই শিক্ষকদের প্রয়োজন কিছু অবাধ শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্দেশ্য মেনে চলা। যেমন—

(১) বিষয় বস্তুর ওপর দক্ষতা।

(২) শিক্ষার্থীদের কোনো একটি প্রসঙ্গ বা বিষয় সংক্রান্ত মনোভাবের পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখা।

(৩) নৈতিক শক্তি বিকশিত করা।

(৪) সমস্যা সমাধানের দিকে নজর দেওয়া এবং সর্বোপরি—

(৫) যোগাযোগ পটুতা অর্জন করা।

তাহলে আমরা সবাই আশাকরি এ বিষয়ে এক মত হব যে অধ্যাপনা কেবল মাত্র একটি বিশেষ শিল্পকলা ( Art ) নয়। ভালো অধ্যাপক হতে হলে কিছু প্রণালী বা নীতির বশবর্তী হতে হবে। এই প্রণালী বা নীতিতে ব'লে দেবেনা ঠিক কতটা শিখতে হবে বা শেখাতে হবে। তবে এগুলি নির্দেশ করবে কোন ধরনের পদ্ধতি বিশেষ ভাবে ফলপ্রসূ হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের আরো দ্রুত ও স্থায়ী শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করবে।

(১) শিখতে চাওয়া ( want to learn ) :

যখন শিক্ষার্থী স্বতস্ফূর্ত হয়ে শিখতে চান তখন তারা খুব তাড়াতাড়ি শেখেন শিক্ষকদের এমন পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যাতে ছাত্রছাত্রীরা শিখতে চান বা শিক্ষাতে উৎসাহ বা আনন্দ পান। এই পরিবেশ নানান ভাবে আনা যেতে পারে। প্রথমত শিক্ষার পাঠক্রমকে এমন ভাবে তৈরী করা যাতে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের সাথে তার একটা নিবিড় সম্পর্ক থাকে। এছাড়া যখনি ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় ভালো ফল বা কাজের মাধ্যমে বোঝাতে পারেন যে তারা শিখেছেন, তখনি শিক্ষকদের উচিৎ তাদের বিশেষ ভাবে প্রশংসা এবং উৎসাহিত করা যাতে তারা আরও বেশী করে অনুপ্রাণিত হ'ন এবং আরও বেশী ওই বিষয়ে শিখতে বা জানতে চান। আবার অনেক সময় ক্লাসের মধ্যে চাপ এবং উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রেও শিক্ষকেরা ভাল ফল পান। যেমন মাঝে মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ পরীক্ষা নেওয়া এবং তাতে নম্বর বা গ্রেড দেওয়া। আমি নিজে এ বিষয়ে ফল পেয়েছি এবং এটাও দেখা গেছে যে সব ছেলেমেয়েরা ক্লাসের এই টেস্ট্‌গুলোতে ভালো ফল করতে পারেন নি। তারা চূড়ান্ত পরীক্ষায় বেশ ভালো ফল করেছেন।

(২) সামাজিক সম্পর্ক ( Social relationship ) :

ভালো শিক্ষা বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীদের সামাজিক সম্পর্কের উপর। এ বিষয় আমি এই প্রবন্ধে আগেই আলোচনা করেছি। উভয়েরই উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালোবাসা থাকা বাঞ্ছনীয়। একে অন্যকে জানা, ক্লাসের ভেতরে বাইরে সহজ ভাবে মেলা মেশার মধ্যে একে অন্যের সুবিধা অসুবিধার খোঁজ খবর নেওয়া খুবই প্রয়োজন।

(৩) পাঠক্রমের কাঠামো ( Structure ) :

শিক্ষক যা ক্লাসে পড়াবেন তার কাঠামোকে প্রতি বছর ক্লাস শুরুর আগে উচিৎ হবে নিপুণ ভাবে তৈরী করা এতে লক্ষ্য থাকবে পাঠক্রমের পরিকল্পনা, নকশা ইত্যাদি। এই পাঠক্রম সময় সময়ে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করার প্রয়োজনীয়তা র'য়েছে।

(৪) স্পষ্টতা ( clarity ) :

যে কোনো পদ্ধতিতেই পড়ানো হোক শিক্ষকেরা যে সব শব্দ বা বাক্য পড়াতে গিয়ে ব্যবহার করবেন তা সহজ এবং সরল হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি মনে হয় কোনো শব্দ দুরূহ বা কঠিন হ'য়ে থাকে তার অর্থ সহজ ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া একান্ত কাম্য।

(৫) সক্রিয় শিক্ষা ( Active learning ) :

শিক্ষাদান কোনো মতেই অসাড় বা অক্রিয় হতে পারে

না। যা পড়ানো হয়েছে সেটা শিক্ষার্থী গ্রহণ করতে পেরেছেন কি না তার পরীক্ষা নিরীক্ষা নতুন কিছু পড়ানোর সাথে সাথেই চ'লতে পারে। দ্বিতীয় অধ্যায় পড়ানোর সময় নানান ভাবে প্রথম অধ্যায়ের বিশেষ বিশেষ অংশ আলোচনা করা যেতে পারে এবং ঠিক এমনি পরবর্তী বিষয়-গুলি পড়াতে তার সাথে প্রথম দিকের অধ্যায়গুলির যোগা-যোগ স্থাপন করা একান্তই প্রয়োজন হতে পারে। আমি নিজে এ ধরনের পড়িয়ে ভালো ফল পেয়েছি ও পাচ্ছি।

অবশেষে একটি বিষয় তাহলে আমরা একমত নিশ্চয় হ'তে পারি যে শিক্ষকদের পাণ্ডিত্য বা পড়ানোর পদ্ধতির উপরেই সফল শিক্ষক হওয়া বা না হওয়া সর্বদা নির্ভর করে না। এর সাথে চাই আরো অনেক কিছু। যেমন—

(১) চাই ক্লাসের সুসংগঠিত ব্যবস্থা, আলো—বাতাস, আসবার পত্র, ভালো চেয়ার, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড, চক্, ডাষ্টার, এমনকি শ্রাব্য দর্শন শিক্ষোপকরণগুলির ( Audiovisual aids ) ক্লাসে লাগানো ও খোলা এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সকল প্রকার ব্যবস্থা।

(২) চাই পরিমিত সংখ্যার ছাত্র-ছাত্রী। যাতে প্রত্যেকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া শিক্ষকদের পক্ষে সম্ভবপর হয় এবং যাতে শিক্ষার্থীরা সকলেই ক্লাসের কাজ কর্মে সমান অংশ নিতে পারেন।

(৩) চাই সময়—সান্ধ্য এক বছরের কোর্সগুলি দেড় বছরের এবং সান্ধ্য দু-বছরের কোর্সগুলি তিন বছরের করা উচিৎ। কোনো মতেই এক বছরের কোর্সগুলিকে তিন চার মাসে কমিয়ে আনা উচিৎ নয়—তা যে কারণেই হোক। এর থেকে বরং আমার মতে যদি সেরকম প্রয়োজন এসে পড়ে তাহলে একটা সত্র বা সেশন বাদ দিয়ে পরবর্তী সেশন শুরু করা যায়। রাত আটটার ভেতর সান্ধ্য ক্লাসগুলির সমাপ্তি প্রয়োজন।

(৪) চাই শিক্ষকদের আলাদা বসার ব্যবস্থা। একই ঘরে যদি তিন চারজন শিক্ষক বসেন ও, তাহলে তাদের প্রত্যেকের জন্য চেয়ার, টেবিল, আলমারি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যাতে তাঁরা পড়াতে যাওয়ার আগে এবং পড়িয়ে এসে নিজেরা আবার পরবর্তী ক্লাসের জন্য তৈরী হতে পারেন এবং ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে এগিয়ে যেতে পারেন।

(৫) চাই বিভাগীয় ভালো লাইব্রেরী। এতে ছাত্র-ছাত্রীরাতো লাভবান হবেনই, শিক্ষকেরাও আলাদা ভাবে পড়াশুনো করতে পারেন। এই লাইব্রেরীতে শুধু মাত্র বই এবং পত্র-পত্রিকাই থাকবেনা তার সাথে থাকবে ম্যাপ্, এটলাস, গ্লোব, ক্যাসেটস, রেকর্ডস্ ইত্যাদির সংগ্রহ।

(৬) চাই ছোট ছোট সেমিনার ঘর। শিক্ষার্থীদের সবরকম সমস্যার সমাধান বড় বড় ক্লাসে হয় না। অনেক সময়ই শিক্ষকদের টিউটোরিয়াল এবং সেমিনার ঘরে ক্লাস নিতে হয়।

(৭) চাই নতুন নতুন শিক্ষাদানের সামগ্রী – যেমন films, slides, overhead projectors ইত্যাদি আনানোর জন্য আর্থিক অনুদান।

(৮) চাই বিভাগীয় ভালো ক্যান্টিন যাতে থাকবে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য খাওয়া দাওয়া এবং জল পানের ভালো ব্যবস্থা।

এই সবের প্রকৃত সমন্বয় হ'লেই শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাদান হ'য়ে উঠবে আকর্ষণীয় এবং প্রাণবন্ত যা আমাদের প্রত্যেকেরই কাম্য।

## গ্রন্থাগার সংবাদ

**বর্ধমান :**

**পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানকর :** বিগত ২৯শে সেপ্টেম্বর '৮৭ পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীকে শহর গ্রন্থাগাররূপে উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মাননীয় শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক শ্রী আর শ্রীকান্ত। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় বিধায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হালদার। প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী কৃষ্ণিচন্দ্র রায় এর গ্রন্থাগারে সভাপতি শ্রী মহম্মদ সিদ্দিকি প্রমুখ।

**হাওড়া :**

**সংস্কৃতি, চাকপোতা :** গত ১৫ই সেপ্টেম্বর, ৮৭ সংস্কৃতি ভবনে গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীনিমাই মান্না। বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রী অরুণ মান্না। বিভিন্ন সদস্য প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

## পরিষদ কথা

**বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, নদীয়া জেলা শাখা :** গত ২২শে সেপ্টেম্বর, ৮৭ নদীয়া জেলা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা ও জেলা শাখার নূতন কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, ঐ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে শ্রীগৌতম গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। সভার বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় সভাপতি ও রাজকুমার প্রামাণিক সম্পাদক নির্বাচিত হন।

**বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ হুগলী জেলা শাখা :** গত ২১শেসেপ্টেম্বর, '৮৭ চন্দননগরস্থ খালিসানী পাঠাগারে পরিষদের জেলা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি শ্রীকমল চট্টোপাধ্যায়। সভার উদ্বোধন করেন হুগলী জেলা সমাজশিক্ষাধিকারিক শ্রী রবীন্দ্র নাথ লাহিড়ী। সভার শুরুতে প্রয়াত গ্রন্থাগার কর্মী ও প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। জেলা শাখার সম্পাদক শ্রীঅশোক কুমার রায় বার্ষিক বিবরণী পেশ করার পর বিভিন্ন সদস্য ঐ বিবরণের উপর বক্তব্য রাখেন। পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা।

GILA ( Government of India Librarians Association ) GILA-এর ১৯৮৭-৮৮ সালে কার্যকরী সমিতির নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়। নির্বাচনে শ্রী এস. এস. মূর্তি সভাপতি ও শ্রী এস. এন. মেহতা সম্পাদক নির্বাচিত হন।

Memorandum submitted by the Bengal Library Association to the Pay Committee regarding revision of pay scales of library staff working in the universities of West Bengal and in W.B. Board of Secondary Education and Higher Secondary Council, West Bengal.

## 0. INTRODUCTION :

We understand that the Government of West Bengal has appointed a Pay Committee to revise the pay and allowances of the employees working in the universities, the West Bengal Board of Secondary Education and the Higher Secondary Council, West Bengal. The Bengal Library Association as a professional organization of Library personnel feels it necessary to place its views regarding pay scales, allowances and other benefits of the library staff working in the above mentioned institutions.

## 1. IMPORTANCE OF LIBRARY SERVICE IN HIGHER EDUCATION :

It is needless to mention the importance of library service in the educational institutions of a modern society. Its importance had been rightly appreciated by the University Education Commission ( Chairman : Dr. S. Radhakrishnan ), University Library Committee ( Chairman : Dr. S. R. Ranganathan ), Education Commission ( Chairman : Dr. D. S. Kothari ).

These Committees and Commissions have advocated for qualified and efficient library staff capable of rendering better standard of library services.

Besides above mentioned recommendations, certain developments in library sector are also influencing the University library services and demand a better deal for library staff. These factors are :—

(a) There is a huge proliferation and massive production of scientific, technological and humanistic literature during last few decades. As a result university libraries have developed huge collection of documents as they are required to acquire thousands of documents every year for study and research.

(b) Universities have to co-operate with other libraries to keep their services upto the mark and to provide documents required by the teachers, researchers and students.

(c) Recently new type of information systems and networks, both at national and international levels, are coming up. Universities are expected to participate with these programmes to make their services effective and efficient.

(d) New type of information technology such as computers, photo-copies, microfilm, microfiche etc. are increasingly being used in university libraries, besides other audiovisual materials.

Due to all these factors teachers, researchers and students need personalised service of higher quality, which can only be possible by a group of qualified, experienced and motivated trained personnel, having proper pay and status.

With the abovementioned observations in the background the Association requests the Committee to formulate the pay scales of library workers commensurate with academic and professional qualifications and nature of duties. This Association likes to suggest certain principles to the Committee in order to formulate the pay scales of the library workers under the perview of the Committee.

We understand that there is a scope for re-designating the existing professional posts and it would be correct step for the Commission to abolish existing multiplicity and anomalies of designations, along with the revision of their pay scales.

## 2. CATEGORIZATION OF UNIVERSITY LIBRARY PERSONNEL & SCIENTIFIC DESIGNATIONS :

Uptill now the universities are pursuing the policy of administration on the basis of age old practice and procedures, based on conventions and precedences. No modern scientific management procedure has been adopted for administration of university libraries. But to run an efficient library system, particularly in the days of computerization, some well defined objectives of the library and information system as well as suitable personnel skilled in modern library and information science education are needed. It has been pointed out earlier that there exists multiplicity of designations for the library staff. In order to avoid confusion and to fix up duties and responsibilities scientific categorization of staff with specified recruitment qualifications will be helpful. For the purpose of redesignation we suggest that all the library professionals should de denoted by one designation called "Librarian" and the different levels of Librarians be designated as Librarian 1, Librarian 2, Librarian 3 etc.

There are different categories of staff starting from topmost professional down to menial staff in a University Library. The last Pay Commission for the University employees recognized different Categories of employees for the universities. We, as a professional organisation, like to classify the university library staff under three basic categories. They are professional personnel, Auxilliary staff ( Semi-professional ) and Non-professional staff.

## 2. 1 Professional personnel

There may be different levels of professional personnel from the topmost level of highly skilled professional-cum-managerial one and to the lowest level of professional assistants. In this context we should precisely state what we mean by professional personnel. They are the persons who have undergone a systematic exposure of professional education in library and information service to perform their duties in libraries. The training in library and information service are either conducted by the universities or conducted by some organizations recognized by the Government. In our State there are four such organizations, recognised by the Government of West Bengal, conducting Certificate in Library Science course. They are-

( i ) The Bengal Library Association,

( ii ) Rahara Ramakrishna Mission Boys' Home District Library at Rahara, North 24-parganas.

( iii ) Janata College at Kalimpong, Darjeeling.

( iv ) Janata College at Banipur, 24 Parganas North.

The Universities, Documentation Research and Training Centre ( Bangalore ) ( Indian Statistical Institute ), Indian National Science Documentation Centre ( Delhi ) ( CSIR ) are carrying out Bachelor and Master degree level courses in library and Information Science.

Higher cadres of professional people are required to perform supervisory-cum-managerial and techical-cum-administrative duties, while the Junior echelon of professional people may have to do different kinds of professional jobs for organizing different services to the satisfaction of users.

### 2. 1. 1 Professional-Managerial Personnel

This group consists of the persons designated as Librarians, University Librarian, Chief Librarian, Deputy Librarians, Assistant Librarians, Associate Librarian in the Jadavpur University, Documentation officer, etc. who are assigned with planning, co-ordinating, programming, directing, motivating, supervising and other managerial jobs in the library. They are ranked as officers in different University Acts and statutes. These personnel are beyond the purview of this Committee, as their pay and allowances are recommended by the University Grants Commission. We suggest that they are to be redesignated as Librarian I, Librarian II and Librarian III.

In this connection we are to bring notice that the number of staff in these categories in each university are very few. The shortage of managerial level of staff leads to maladministration of staff and services.

We would, therefore, request the Pay Committee to make necessary recommendations

for increase of strength of Professional-cum-managerial staff, basing on number of total staff number of clientele served, nature of services, working hours of library, number of departmental libraries, annual acquisition and processing load, etc.

2. 1. 2 Professional– Supervisory personnel

This group consists of persons having designations as Assistant Librarian ( Jr. ), Associate Librarians ( JU ), Superintendent ( Library Service ) etc. Their range of activities fall between the Professional Assistant' s level and Managerial level. These are promotional posts. Persons having long experience in the lower professional cadres are promoted to such ranks. We recommend that their designations be changed to the Librarian-IV.

2. 1. 3 Professional-Operational personnel

There are two grades for professional people in this group with different designations. The lowest group people consists of Junior Library Assistants, Departmental Librarians ( JU ), Assistant Librarians Grade II ( JU ). This post is the base post in the professional cadres. At present recruitment ( professional ) qualification in this grade is graduate plus certificate in Library Science in all universities except in Jadavpur University. In case of Jadavpur University B. Lib Inf. Sc. has been fixed as recruitment qualification.

In our opinion their designation should be changed to Librarian Grade VI.

The Senior Library Assistants, Assistant Librarians I (JU), Senior Technical Assistants can be designated as Librarian Grade V, these are the promotional posts for the person who are working in Librarian Grade VI,

We suggest that the entry qualification for the Librarian Grade VI should be Graduate with certificate in Librarian Science in every university. For the candidates of B. Lib. I. Sc. three initial increments be awarded to them.

Note : In case of Professional-Managerial staff ( Librarian I, II, III ) we endorse the qualifications and pay scales recommended by U.G.C. In this case we have suggested only uniform designations. In case of Professional-supervisory level ( Librarian IV ) and Professionalo-perational staff ( Librarian V and VI ) we suggest uniform professional designations, uniform recruitment qualifications and principles of determining pay scales, considering nature and levels of professional duties they perform. In case of existing staff working in these cadres, we have also suggested relaxation of minimum qualifications considering their long experience of service.

2. 2 · Auxiliary staff ( Semi-professionals )

Auxiliary staff are those who may not be required to have any regular specialized

training in library and information science, but their nature of jobs may demand some amount of skill and experience acquired during the course of work. Examples are Library Sorter, Library Attendant, Library Peons, Library bearers etc.

They perform duties in circulation and reference counters stacks, reading rooms etc. and fetch documents from the shelves on requisition and restore them in their appropriate places as soon as these are returned. To perform these jobs they will require a sort of skill and experience and as such they are required to be treated differetely from the other staff.

2. 3 Non-professional

There is another category of staff in some of the libraries who are known as non-professional staff. These category includes clerical staff ( e. g. clerk, typist, Assistant cum-typist, Accountant, cashier, etc. ), Technical and skilled staff ( photographer, projectionist, Binder, etc. ). Group D staff or lower subordinate staff ( peon, Mali, Darwan, Night guard etc. ). Because of the similarity in the pattern of services rendered by them, staff under this category are required to be treated at par with other staffs working in different sections of the University.

2. 4 Suggestions regarding re-designations and recruitment qualifications

To make our suggestions regarding designations and recruitment qualifications clear, we like to put the whole thing in a tabular form :—

| Levels of professional Cadres | Existing designation | Existing Pay Scale | proposed designa-tion | Recruitment qualifications |
|---|---|---|---|---|
| Level I ( Professional -Managerial ) | Librarian Chief Librarian | Rs. 1600-2500 | Librarian -1 | As recommended by the UCC Direct recruitment. |
| Level II ( Professional -Managerial) | Deputy Librarian Librarian | Rs. 1200 1900 | Librarian -2 | -do- |
| Level III ( Professional -Managerial ) | Assistant Librarian Associate Librarian | Rs 700-1600 | Librarian -3 | -do- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Level IV ( Professional -Supervisory) | Supdt. ( in) Library Sc Associate Librarian (Jr) Assistant Librarian (Jr) | Rs. 600-1250 | Librarian -4 | Qualification same as Librarian 6. Promoted from Librarian 5. |
| level V ( Professional -Operational ) | Senior Library Asst. Asst. Librarian Grade I Departmental Librarian | Rs 550-1160 | Librarian -5 | Qualification Same as Librarian 6. Promoted from Librarian 6. |
| Level VI ( Professional -Operational ) | Junior Library Asst. Asst. Librarian Grade II Departmental Librarian | Rs. 450-1000 | Librarian -6 | Graduation plus Certificate in Library Science from W. B. Govt. recognised institutions. Three increments for persons having Bachelor Degree in Library& Information Science from a University. |

3. CONSTRUCTION OF PAY SCALES :

The revision of pay-Scales was made on the last occasion after merging the D. A., D. P., Interim relief and Interim Pay etc. The Association has prepared the suggestions following the same pattern as on the last occasion keeping it confined to professional and semi-professional ( auxiliery ) staff only. It may be stated here that the Central Pay Commission have constructed the Pay structure on 608 point. It is understood that the State Pay Commission are also going to construct the the Pay-scales on 608 point. The University employees are entitled to receive D. A. at per with the State Government employees in accordance with the rules in vogue in the Universities as well as the decision of the State Government in this regard. The Association therefore has constructed the Pay structures on 608 point ( 1960 = 100 ) after merging the D. A. and D. P, etc. It may be noted here that the minimum and maximum em-

ployments in different existing Pay-scaley of the University employees, ( Professional and semi-professionals ) as well as proposed pay scales and designations are mentioned below :

| Existing Pay scale | Existing cadres | Proposed Pay Scale | Proposed designations |
|---|---|---|---|
| Rs. 300-525 | Junior Library Attendant | Rs. 900 18 990-23-1220-30 1460-40-1540 | Junior Library Attendant. |
| Rs. 325-600 | Senior Library Attendant | Rs. 975-25-1100-30-1400 40-1640 50 1840. | Senior Library Attendant. |
| Rs. 350-700 | Junior Sorter | Rs. 1050-30-1200-35-1375-45-1650-55-2150. | Junior Sorter |
| Rs. 375-800 | Senior Sorter | Rs. 1125-40 1325-45-1595 55-2035 65 2425 | Senior Sorter |
| Rs. 450-1000 | Junion Library Assistant. Asst. Librarian 2, Deptl. Librarian | Rs. 1300-55-1520-60-1880-70 2440 80 3000 | • Librarian-6 |
| Rs. 550-1160 | Senior Library Assistant, Asst. Librarian 1, Deptl. Librarian. | Rs. 1500 65-1760-75-2285 85-2880-95-3450. | • Librarian-5 |
| Rs. 600-1250 | Superintendent ( in Library Sc. ) Association Librarian (Jr. Assistant Librarian (Jr.) | Rs. 1600-70-1880-80-2520-90 3160-100-3660. | • Librarian-4 |

• "These change of designations will come into effect if the designations of higher professional cadres in the library are also changed to Librarian I, 2,3.

For Librarian of the West Bengal Board of Secondary Education, we suggest the Pay scale of Rs. 1600-70-1880-2620-90-3150-100-3650. It is a specialized library with rich collection of documents on all aspects of education including educational planning. The placement of the existing Librarian of the Board of Secondary Education in the scale of Senior Assistant is not justifiable considering the nature of the library, nature of users, and types of services rendered.

The Association has arrived at the above scales of Pay by computing the basic pay of Rs. 300/— plus Dearness elements of Rs. 514/- at 608 point totalling to Rs. 814/- plus Tiffin allowance of Rs. 18/- plus Interim Relief of Rs. 50/- as recommended by the Pay Committee. All these factors taken together into consideration the figure stands at Rs. 882/-. After giving some allowances by way of adhoc increase, the basic initial pay comes to Rs. 900/- at the lowest point. The Association accepts that the differences, now existing in between the initials of each successive pay scales should more or less remain as they are at present. From this basis the Association worked out the proportionate growth of such differences by adding the Dearness Allowance at 608 point of C.P.I. and the Calculation has been applied to identify the initial of other scales. The basis of working out the initial of the lowest scale (i.e. proposed revised scale No. 1) has been stated earlier. The existing difference between the Pay scale of Superintendent (Library Science) (other similar posts) and Class III Officer of the University as also the difference at 608 point of CPI in respect of Dearness Elements have been taken into consideration at the time of constructing the proposed lowest scales. Again, it may be noticed that there has been a compelling necessity to make the span of the pay-scales this time much longer than the previous ones, in order to accommodate those employees in the proposed new scales who have been stagnating in the existing set up.

The end-point of the Pay-scales have been determined in such a way that the employees who have still been stagnanting even after receiving their stagnation increments in the existing scales of pay may reasonably enjoy at least three to four increments after fitment in the revised scales of pay.

## 4. BASIC ATTITUDE :

The Association at the time of constructing the proposed pay structures has taken into consideration the pay structures ( both unrevised and revised ) of the Central and the State Governments as well as those of the Universities and the demands of the State Government employees incorporated in the memorandum submitted to the Third Pay Commission by the State Co-ordination Committee. The Association has also noted the financial constraints through which the State Governments are running because of the inadequacy of

funds placed at the disposal of the State Governments by the Government at the Centre for fulfilling their financial commitments. The Association has noted that prices of all commodities have been spiralling unabated. The main reason behind this price-hike is the fiscal policy pursued by the Central Government during the last four decades. Moreso by executive orders issued by them from time to time. This price-rise has assumed such a great dimension that sufferings of the people have increased tremendously.

It is the natural expedation that the Central Government should come forward with adequate funds for the state Governments so that they may fulfil their financial obligations. The Central Government have never done so. On the contrary, the Association notes with regret that the Central Government have been trampling down even the statutory obligations required to be fulfilled by them in respect of recommendations of the Finance Commissions.

The manner in which the Central Government torpedoed the recommendation of the Eighth Finance Commission is known to everybody. All the state Governments are victims of the Central Government's decision, but the West Bengal Government is the worst sufferer in this respect. This is one to cite out of such innumerable examples.

Despite all such odds, the Left Front Government have been fulfilling the financial commitments for their own employees and the employees of similar other sectors like Universities. The Association has taken all these factors into account while constructing the pay-structures as well as other demands. However, there is no denying the fact that there is a gap between the pay-structures of the University employees and the State Employees. And the University Employees are somewhat on a better footing. Whereas the minimum pay of a State Government employee is Rs. 220/-, the pay of a University employee stands at Rs. 300/-. This difference has further widened by addition of dearness elements. The difference between the emoluments of a University employee and a State Government employee is Rs. 146/- at the bottom. The Association believes in the underlying meaning of the tenet 'equal pay for equal work' but not by surrendering the gains so far achieved. Here the Association would like to recallt hat on the recommendation of the P. B. Mukherjee Committee appointed by the State Government, the then Siddartha Ray Government in the State issued orders in 1976 by bringing down the then pay scales of the University employees at the level of the State Government employees. The then University employees all over the State had to resort to continuous strike for 35 days to scuttle the Government order. Ultimately the Government had to revoke the G.O. and as a sequal thereto, a Pay Commission was appointed in 1977. The Association, therefore, reasonably expects that utmost attempt should be made at all levels to wipe out the existing gap step by step by uplifting the wage structure of the State employees. In the background of the circumstances referred to hereinbefore, the Association has constructed the above pay-scales formulated the other demands as stated below ;

## 5. FITMENT FORMULA :

Experience shows that the senior employees derived very little financial benefit in comparison to the new entrants out of previous pay revisions. It may be referred to here that the Central Government have implemented a fitment formula by adding 20% of existing basic pay subject to a minimum of Rs. 75/-after which fitment has been made at the next higher stage of the revised pay. The similar fitment policy is going to be implemented in case of revision of pay-scales of the University Teachers also. The Association also expects that the pay-scales of the University Officers would be revised according to the scales of pay offered to the Teachers of the Universities and the same fitment policy would also be adopted in such cases. It is felt that fitment formula as enunciated by the Central Pay Commission is reasonable and as such this should be extended to the employees of the Universities so that the older employees may enjoy some substantial benefit. The Association has noted that the State Co-ordinating Committee have also demanded in such a manner. The Association, therefore, suggests that at least 20% of the existing Basic Pay subject to a minimum of Rs. 75/- should be increased while fitting in the revised scale of pay i. e. 20% increse in existing basic pay should be added, after which the employees should be placed at the next higher stage of the revised scale of pay. Some illustrations are being cited below for the purpose.

Illustration No. 1

| | | |
|---|---|---|
| 1. Existing scale of pay | | Rs. 300-6-324-8-364-10-434-13-525 |
| 2. Existing Basic pay | | Rs. 318-00 |
| 3. D. P. / D. A. at index average 608 | : | Rs. 549-00 |
| 4. Interim Relief ( Proposed) | | Rs. 50 00 |
| 5. Tiffin Allowance | : | Rs. 18-00 |
| 6. Existing emoluments | | Rs. 935-00 |
| 7. Add 20% of existing | : | Rs. 75-00 |
| | | Rs. 1010-00 |
| 8. Proposed Revised Scale of Pay | | Rs. 900-18-990-23- 1220-30-1460-40-1540 |
| 9. Pay to be fixed in the proposed scale | | Rs. 1013-00 |
| 10. Next increment | : | After one year. |

**Illustration No. 2**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Existing scale of pay | Rs. 600-35-670-40-870-45-1050-50-1250 |
| 2. | Existing Basic Pay | Rs 1250-00 |
| 3. | D.P./D.A. at index average 608 | : Rs. 1355-00 |
| 4. | Interim Relief ( Proposed) | : Rs. 50-00 |
| 5. | Tiffin Allowance | : Rs. 18-00 |
| | | Rs. 2673-00 |
| 7. | Add 20% of existing Basic pay | Rs 250-00 |
| | | Rs. 2923-00 |
| 8. | Proposed Revised Scale of Pay | : Rs. 1600 70-1890-802-520-90-3150-100-3650 |
| 9. | Pay to be fixed in the proposed scale. | Rs 2970-00 |
| 10. | Next increment | After one year. |

**Illustration No. 3**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Existing Scale of pay | Rs. 600-35-670-40-870-45-1050-50 1250-150. |
| 2. | Existing Scale of pay & after earning stagnation increment | Rs 1300-00 |
| 3. | D.P./D.A. at index average of 608 | : Rs. 1355-00 |
| 4- | Interim Relief ( Proposed ) | : Rs. 50-00 |
| 5. | Tiffin Allowance | : Rs. 18 00 |
| | | Rs. 2723-00 |
| 7. | Add 20% of the existing Basic Pay | : Rs. 260-00 |
| | | Rs. 2983-00 |
| 8. | Proposed Revised Scale of Pay | : Rs. 1600-70-1890-80 2520-90-3150 100 3650 |
| 9. | Pay to be fixed in the proposed scale | ; Rs. 3060-00 |
| 10. | Next incrment | : After one year. |

## 6. DATE OF EFFECT OF THE RECOMMENDATION :

The Association Proposes that the revised pay-scales be made effective from 1.2.87.

## 7. DEARNESS ALLOWANCE, HOUSE RENT ALLOWANCE & MEDICAL ALLOWANCE

The University employees are entitled to Dearness Allowance, House Rent Allowance, Medical Allowance at the Same rates and rules as may be sanctioned by the State Government for their own employees, in terms of the statutory provisions in this regard. The Association, therefore, do not want to suggest any criterion on this score, but simply add that the recommendations of the Third Pay Commission on these issues will be automatically binding on the University employees as per rules in vogue.

## 8. MEDICAL BENEFIT :

The Association suggest that the following medical benefits be extented to the non-teaching employees of the State-Aided Universities in addition to medical allowance drawn per month at the rate sanctioned by the State Government for their own employees.

1 ) In case of Hospitalisation of an employee, cost of medicine to the tune of Rs. 300/--at the maximum be granted for each such case of Hospitalisation. This benefit should be extended to the dependent family members which include parents, brothers and sisters also.

2 ) The cost of Spectacles to the tune of Rs. 80/-( maximum ) be re-imbursed to the University Employees at an interval of three years. This benefit be made admissible to the employees drawing pay upto Rs. 1500/-per month.

3 ) Bio-Medical appliances like Pace-Maker, Orthopaedic Belt, Hearing Aid, Artificial Limbs, Surgical Boots etc. which are required to make one physically fit for normal functioning should also be provided free of cost to the University employees.

4 ) Like the employees of the State government the University employees should have scope for free treatment in government hospitals.

## 9. 1 REGULATION REGARDING HOUSE RENT FOR TEACHERS, OFFICERS AND OTHER EMPLOYEES OCCUPYING FAMILY QUARTERS :

The Universities possess Family Quarters occupied by Teachers, Officers and Employees. There is no uniformity in rules for drawal of H. R. A. in respect of such Quarters. The Association suggests that a uniform rule be framed for the purpose. The

Association has consulted the Government rules in this regard and propose that the allottees of University Quarters be not allowed to draw House Rent Allowance.

9.2 TIFFIN ALLOWANCE :

The present system of payment of Tiffin Allowance should be discontinued and that amount should be added with the Basic Pay of the existing employees at the time of fixation of pay in the revised scale of pay.

9.3 STAGNATION INCREMENT :

The present procedure of earning three increments beyond the maximum of the scale of pay at the rate last drawn as increment by the employees before reaching the maximum as sanctioned under G.O. No. 2011(7)-Edn (U) dated 4.7.85 should continue.

9.4 RETIRNING AGE :

The present rules of Retirement age on superannuation as are in existence as per G.O. 711(6) Edn.(U) dated 24.4.79 will continue.

9.5 RETIREMENT BENEFIT :

The employees of the seven State-aided Universities Viz. Calcutta, Burdwan, Kalyani, North Bengal, Rabindra Bharati, Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya and Vidyasagar are enjoying the benefit of Contributery Provident Fund, Gratuity and Pension at the rates indicated below.

Employees ( Non-teaching staff, Teaching staff and Officers ) of the Universities others than Jadavpur University :

| | | |
|---|---|---|
| i) C.P.F. | : | 8.1/3% of the Basic Pay and Dearness Pay. |
| ii) Pension | : | 25% of the last 36 months average Basic pay and Dearness pay. |
| iii) Gratuity | : | 15 day's Pay ( Basic Pay+Dearness Pay ) for each completed year of service to a maximum of 15 months' Basic Pay and Dearness Pay or Rs. 9,600/-whichever is less. |

The Jadavpur University follows a separate scheme for the purpose which is also enumerated below.

In the Jadavpur University there are two separate schemes as under :—

Scheme No. 1

i ) C. P. F. : 8. 1/3% of Basic Pay and Dearness Pay

ii ) Gratuity : 15 days pay ( Basic Pay+Dearness Pay ) for each completed year of service multiplied by the number of years service without any ceilling.

iii ) Pension : Not entitled.

Scheme No. 2

i ) C. P. F. : a) Employees' Subscription 6¼% of Basic Pay + Dearness Pay.
b) Employer's contribution 6¼% to of Basic Pay + Dearness Pay.

ii ) Gratuity : Unlimited as Scheme No. 1.

iii ) Pension : 25% of the last 36 months ' average of Basic pay + Dearness pay.

In the Universities, the nomenclature of Gratuity is Additional contribution to Provident Fund, which may be recommended to rename as the Gratuity.

9. 6 Encashment of earned leave :

In addition to the retirement benefit stated above the non-teaching employees of the eight State Aided Universities are entitled to encashment of earned leave at the time of retirement at the following rates : —

a) The employees of Calcutta University, Jadavpur University, Bidhan Chandra Krishi Vidwavidyalaya, Burdwan and North Bengal University can accumulate the maximum amount of earned leave at their credit upto 180 days and may encash the earned leave at their credit subject to a maximum limit of 18 days at the time of retirement.

b) The employees of other Universities can accumulate the maximum number of earned leave at their credit upto 120 days and encash the earned leave at their credit at the time of retirement subject to a maximum limit of 120 days.

Besides, it may be pointed out here that the State Government have been improving the retirement benefits for their own employees including the non-Government Educational Institution employees ( other than University employees ) from time to time. But the retirement benefits of University employees ( Non-teaching staff, Teaching staff, Officers ) remained unchanged for a long time.

The Association would like to state that the employees of the State-aided Universities are pressing hard for a long time to bring about a uniformity and to improve the existing retirement benefits. The Chief Minister in his press statement dated 14.5.85 assured for sympathetic consideration of the matter.

The Association suggests that the following uniform Retirement benefits be introduced for all the employees of eight State-aided Universities.

i ) Pension 25% of the last pay drawn. Pay means that amount of last pay which may be declared by the State Govt. for calculating pension for its own employees.

ii ) C. P. F. 8. 33% of the Basic Pay and Dearness Pay ( if any ).

iii ) Gratuity : 15 days pay last drawn for each completed year of service to a maximum of 16½ months' pay or Rs. 30.000/-whichever is less in place of present Rs. 9. 600/-

For calculating Gratuity the maximum service to be counted is 33 years in place of 30 years as per present rules.

iv ) Encashment of earned leave : The Association suggests that the maximum limit of accumulation of earned leave be raised to 240 days and the employees be allowed to encash the earned leave at their credit subject to a maximum limit of 240 days.

v ) Dearness Relief : a) In addition to pension as stated above, the pensioner be eligible to get relief from time to time as and when the regular employees get their Dearness Allowance for rise of price index above 608 points. b) Existing pensioners or the employees who have retired or will retire prior to revision of scales of pay may be granted relief as per rules for the State Government employees upto 608 point of CPI. Relief above 608 point of CPI may be granted in the line suggested in (a) above.

vi ) Eligibility of pension : An employee shall be entitled to get pension provided he has completed at least ten years of qualifying service in place of present condition of 15 years' service. Other conditions will remain unchanged.

vii) Commutation : At present there is no provision to commute the pension for a lump sum payment. It is suggested that scheme of commutation of Pension as is admissible to the State Govt, employees should be extended to the University employees.

viii) Death Gratuity : When an employee who has completed five years qualifying service dies while in service, death gratuity be paid to the Nominee or to the surviving members of the deceased employee subject to a minimum of 12 times of the amount reckonable for pension and a maximum of 16 times of the amount reckonable for pension.

The death gratuity will be admissible at the rate of 15 days' of the emoluments last drawn for each completed year of service.

ix ) Family pension : Family pension be granted to the members of the Family of an employee who dies while in service after rendering at least one year's service. This benefit shall also be admissible in case of death of an employee after retirement at the rate of 15% of pay.

x ) Period during which family pension will be admissible : Subject to the following conditions, the family pension will be admissible :—

a ) in the case of widow/widower upto the death or re-marriage whichever is earlier :

b ) in the case of minor son until he attains the age of 18 years :

c ) in case of unmarried daughter until she attains the age of 21 years or marriage whichever is earlier :

d ) in the case of dependent parents upto the date of their death or re-marriage whichever is earlier ;

e ) family pension shall be payable to only one member of the family.

In the case of Jadavpur University option should be offered either for retaining the Old Scheme ( s ) as a whole or for accepting the new Scheme in its entirety with effect from the date of option.

9.7 Promotion Policy :

(A) The State Government have issued G. O. No- 2426 (6)-Edn (U) dated 17. 10. 85 and 1423-Edn (U) dates 7. 9. 87 regarding promotional benefit to be enjoyed by the employees of all the State-aided Universities. The Association feels that the Promotion Policy outlined therein should continue for employees of all the Universities with the modifications to be submitted latar on.

(B) The State Government have also issued another G. O. 2010 (7)-End (U) dated 4. 7. 85 in which it has been stated that the University employees who heve been continuing or to be continued in the University services without having any promotion or appointment in a higher scale of pay during their service period were placed or to be placed at the next higher scale of pay on their attainment of 18 years of service. The Association suggests that the above benefit of switching over to the next higher scale of pay after 18 years of service be replaced by the following :

An employee who has not got any promotion during 10 years of his service career will switch over to the next higher scale of pay. If such an employee does not get any promotion even after expiry of another eight years' service, he should be placed in the immediate next higher scale of pay. This will equally apply when an employee has got a promotion in the immediate next higher scale but got no further promotion within 18 years of his service career.

This benefit should be given to all the employees who start their service career on and from any proposed scale irrespective of normal scope of promotion, if there be any.

In all such cases as stated above the pay of the employee shall be fixed in the higher scale of pay at the stage next above the pay notionally arrived at by increasing his pay in respect of the lower post by one increment at the stage at which such pay has accrued [ vide Rule 11 (1) of the W. B. SR (ROPA) Rules, 1981 ]

If an employee promoted gets his normal promotion in the same scale or pay which he has been enjoying on completion of 10 years' satisfactory service, his pay at the time of promotion in the same scale of pay be fixed in terms of rule 42 (1) (i) of W. B. S. R. Pt. I.

If an employee to a promotional post brone in a scale of pay higher than the scale of pay he is enjoying having the benefit of switchover to next scale of pay on completion of 10 years' satisfactory service, his pay should fixed as per 11 (1) of W.B. S.R. (R.O.P.A.) Rules, 1981.

If an employee is promoted to a post borne in a lower scale of pay than what he is enjoying on completion of eighteen years' service he should be allowed to retain the higher scale, as personal to him and the fixation of pay will be made in terms of rule 42 (1) (i) of W.B.S.R. Part 1 in the same scale.

It will be found in some cases that the normal promotional posts are borne in a higher scale than the immediate next higher scale of pay to that of the posts from where the employee will get the promotion. In that case, if an employee is promoted to such a promotional post after having the benefit of switch over to next higher scale on completion of 10 years of service, he should be allowed the fixation benefit in terms of Rule 11 (1) of W.B.S.R. ( ROPA) Rules, 1981.

An employee may get normal promotion in a scale above the next immediate higher scale of pay from the scale where he has been appointed before 10 years of service. If the employee does not get next promotion even after completion of 18 years' total service including the period he spent in the post where he had been appointed, his pay should be refixed under rule 11 (1) of ROPA rules, 1981 in the same scale of pay of the promotional posts, when he completes 18 years of service. This will apply in case of the proposed scale of pay Nos. 1—8.

(C) An employee who has been appointed or will be appointed directly in the proposed scale No. 9 will switch over to the next higher scale of pay prescribed for the Class III Officers of the Universities, if such an employee has not got any promotion during 18 years of his service career after appointment.

In all such cases as at (B) & (C) above other than the promotional ones, the designations and nature of duties of incumbents concerned shall remain unaltered.

(D) Regarding fixation of pay on normal promotion before enjoying any benefit under the rules of 10 years or 18 years as stated above, the procedure as laid down in Rule 11 of ROPA Rules, 1981 be followed—

9.8 Leave Travel Concession

For improving the efficiency and to keep the employees mentally and physically fit, this benefit should be introduced for the University employees.

The Association suggests that the employees be allowed L.T.C. for journey of 3000 km. in any place of India on Second Class Railway Mail fare once in a block of four years.

9.9 House Building Advance

A central funding agency be created by the State Government to provide House Building Advance to the University employees. The Association suggests that (a) 50 times of Basic Pay or Rs. 1,500,000/- whichever is lessbe granted as House Building advance for construction or purchase of House, (b) 50 times of Basic Pay or Rs. 60,000/- whichever is less be sanctioned as advance for extension of existing house. The interest may be charged against the advance at the same rate as is applicable to the State Government employees.

CONCLUSION :

In the above paragraphs the Association has discussed all the issues to be considered by the Pay Committee and expressed Association's approach and views on them. The Association tried to protect the existing rights and privileges of the employees and at the same time to better the present service conditions while formulating the demands on various issues.

The Association, therefore, very much expects that it will not be difficult for the Pay Committee to accept the demands placed by the Association on the proceeding paragraphs.

The suggestion of the Association regarding placement of different categories of employees in the proposed revised scales of pay will be submitted later on.

## বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

### ( পে-কমিশনে প্রদত্ত স্মারকলিপির সংযোজনী )

*Memorandum submitted to the Pay Commission, West Bengal ( 1987 ) regarding fitment of staff in the revised pay scales, By the Bengal Library Association.*

( Supplementary note to the original memorandum submitted to the Pay Commission, West Bengal by the Bengal Library Association )

Principle regarding fitment.

It has been revealed that the senior employees get very little financial benefit in comparison to the new comers out of earlier pay revisions. In this connection it may be mentioned that the Central Government have implemented a fitment formula by adding 20% of the existing basic pay subject to a minimum of Rs. 75/- after which fitment has been made at the higher stage of the revised pay. We also understand that the similar fitment policy is going to be implemented in case of revision of pay scales of the University Teachers also. It is now agreed that fitment formula, as enunciated by the Central Pay Commission, is reasonable and as such this should be extended to the employees covering under the purview of the West Bengal Pay Commission so that existing older employees may enjoy some substantial benefit. The Association therefore, suggests that at least 20% of the existing Basic Pay subject to a minimum of Rs. 75.00 should be increased while fitting in the revised scale of pay, i.e. 20% increase in the existing Basic Pay should be added, after which the employees should be placed at the next higher stage of the revised scale of pay.

## "গ্রন্থাগার" এ বিজ্ঞাপন দেবেন কেন?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন নেবেন এই জন্য যে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার অনুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকবৃন্দ পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন

### বিজ্ঞাপনের হার

| কোন পৃষ্ঠায় কতটা | সাধারণ সংখ্যা | বিশেষ সংখ্যা |
|---|---|---|
| | টাকা | টাকা |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা ৪র্থ মলাট | ৫০০ | ৬০০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা ২য় ও ৩য় মলাট— | ৪৫০ | ৫৫০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ | ২৫০ | ৩২৫ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা সাধারণ | ৪০০ | ৫০০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ | ২৫০ | ৩০০ |
| সিকি পৃষ্ঠা ঐ | ১৫০ | ২০০ |

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.
ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৮ সি. এম

পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে যোগাযোগ করুন :


সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা
**বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ**
পি ১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম-৫২
কলিকাতা-৭০০০১৭
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ২৯-৮৪৬৬


চেক বা ড্রাফট "বেঙ্গল লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন" এই নামে হবে।

## পরিষদ প্রকাশিত বই

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২০০
Library Services In India To-Day. মূল্য—৩০০

গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮২ মূল্য—৫০০

৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা আলোচিত-প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ— বাঁধাই মূল্য—৩৫০০

৩৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন পঠিত প্রবন্ধাবলী, ১৯৮৪ মূল্য—৩০০

ডঃ আব্দিয়া ওহদেদার-এর

## গ্রন্থবর্গীকরণ

সুললিত ভাষায় দুরূহ বিষয়কে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

Annual subscription : Rs. 36.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. No: WB/CC-145
Regd. No. GN-2674

Volume 37 : No. 7

Oct.-Nov. 1987

পাওয়া যাচ্ছে

ডোমরা চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সরকার সম্পাদিত

প্রবীণ চন্দ্র দাস ও ৩

# গ্রন্থকার নামা

২য়-সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই : মূল্য কুড়ি টাকা

যে কোন গ্রন্থাগারের বাংলা বই বর্ণীকরণ করার উপযোগী-লেখক সংখ্যার সারণি

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
12 MAR 1992

আদিত্যকুমার গুহদেবায়-এর

## গ্রন্থবিদ্যা

৩য় সংস্করণ ১৯৮৪

শোভন সংস্করণ—পঁচিশ টাকা

সুলভ সংস্করণ—কুড়ি টাকা

## গ্রন্থবর্গীকরণ

ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী

শোভন সংস্করণ—চল্লিশ টাকা

ছাত্র-সংস্করণ—বত্রিশ টাকা

The West Bengal Recognised Non-Government Educational Institution Employees (Death-cum-Retirement Benifit) scheme 1981 এবং West Bengal Govt. Sponsord Library Employees' Service Rules একত্রে : মূল্য আট টাকা

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—700 073 at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta—700 005
Editor : Ramkrishna Saha

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ৮ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৪ অগ্রহায়ণ

## ॥ সূচীপত্র ॥

বৃত্তিমূলক সংগঠনরূপে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা (সম্পাদকীয়)

প্রমীলচন্দ্র বসু : ইতস্ততঃ (স্মৃতিচারণ)

প্রবোধ নিবাস ক্লন রাম্কিন ও গ্রন্থাগার

বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে পরিষদের স্মারকলিপি ১২

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের পরীক্ষার ছুটি সম্পর্কে পরিষদের স্মারকলিপি ১৩

বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত সরকারী আদেশনামা ১৪

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ৮ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪


## বৃত্তিমূলক সংগঠন রূপে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা

অবিভক্ত বঙ্গে এবং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকার যেমন এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে তেমনি এই সংগঠন বর্তমানেও সক্রিয়ভাবে তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে এবং গ্রন্থাগার বৃত্তির আদর্শ স্থানীয় সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ পর্যন্ত পরিষদের আদর্শ ও কর্মসূচীকে রূপায়িত করতে বহু সদস্যই স্বেচ্ছায় পরিষদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং পরিষদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচীকেও সফল করার জন্য তাঁরা যে পরিষদের পাশে এসে দাঁড়াবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, এই পরিষদ গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী এবং এটা পরিচালিত হয় সদস্যদের সম্মিলিত ইচ্ছায় এবং সদস্যদেরই স্বার্থরক্ষার জন্য। পরিষদের সাফল্যের ইতিহাসের সঙ্গে এর ব্যর্থতার দিকগুলিও মনে রাখা অবশ্য কর্তব্য। মনে রাখা প্রয়োজন, পরিষদের ছয় দশক ব্যাপী সুদীর্ঘ ইতিহাসের সবটাই যে সাফল্যের ইতিহাস তা অবশ্যই নয়, কোন সংগঠনের পক্ষেই সেটা বলা সম্ভব নয়। অনুকূল এবং প্রতিকূল পরিবেশে পরিষদের 'সুদীর্ঘ সংগ্রামে প্রত্যাশা পূরণে বিভিন্ন সময়ে পরিষদ নেতৃত্বের ব্যর্থতাও অনেক সময় দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাই বলে এই পরিষদ হতাশাগ্রস্ত হয়ে কখনো হাত গুটিয়ে বসে থাকে নি। আর তা হলে নিশ্চয়ই এই পরিষদ আজ এই অবস্থায় পৌঁছত না। আসলে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামই হচ্ছে যে কোন সংগঠনের বেঁচে থাকার এবং তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালনের মূলমন্ত্র এবং তার শক্তির উৎস।

সাম্প্রতিক কালে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণে পরিষদের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন সার্থক হয়ে ওঠে যখন ১৯৭৯ সালে বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করেন। ভারতবর্ষে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ রাজ্য পঞ্চম হলেও বামফ্রন্ট সরকারের জনমুখী শিক্ষা ও গ্রন্থাগার কর্মসূচী এবং গ্রন্থাগার উন্নয়ন খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের ফলে ভারতের অপর চারটি রাজ্য অর্থাৎ তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র থেকে এ রাজ্যে উন্নত মানের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুযোগ বেশী। কিন্তু এই সুযোগ ঠিকমতো কাজে লাগিয়ে আমরা যদি আমাদের রাজ্যে উন্নতমানের গ্রন্থাগার পরিষেবার আয়োজন না করতে পারি তবে আমাদের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাই আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে আমাদের লক্ষ্য পূরণের পথে বাধাবিঘ্ন দূর করার জন্য।

প্রকৃতপক্ষে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পরিবেশ অনুকূল হলেও আমরা লক্ষ্য করছি, বাধা নানা দিক থেকেই আসছে। গত দশ বছরে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় যেমন বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে তেমনি কিছু কিছু স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহলের অভিসন্ধিমূলক অপপ্রচারও চলেছে মাঝে মাঝেই এরই পাশাপাশি। এমন কি, কোন কোন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে গ্রন্থাগার আইন, গ্রন্থাগার স্থাপন ও পরিচালনা, গ্রন্থাগার বৃত্তি প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, বই মেলা এবং পুস্তক ক্রয় সংক্রান্ত নীতি সম্পর্কে ভিত্তিহীন, বিকৃত, অর্ধসত্য ও অসত্য

প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে এই অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, এইসব অপপ্রচারের মাধ্যমে এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত কাজকর্ম হয়েছে তাকে নস্যাৎ করা। তবু এটা কেউই অস্বীকার করতে পারছে না যে বামফ্রন্ট আমলে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, গ্রন্থাগারগুলিতে অনুদান বৃদ্ধি, বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, বে-সরকারী গ্রন্থাগারগুলিতে পুস্তক অনুদান, পঞ্চাশ বছরের পুরানো গ্রন্থাগারগুলিতে বিশেষ এক-কালীন অর্থ সাহায্য, কলকাতায় এবং জেলায় জেলায় বই মেলার অনুষ্ঠান, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রভৃতি কর্মসূচী রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে বৃহত্তর পদক্ষেপ। রাজ্য সরকার এই সকল কর্মসূচী প্রণয়নে এবং রূপায়ণের বিভিন্ন পর্যায়ে রাজ্য সরকার তথা এই সরকারের গ্রন্থাগার মন্ত্রক ও গ্রন্থাগার বিভাগ সর্বদাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির মতামত, পরামর্শ ও সাহায্য নিয়েছেন। এই সকল কর্মসূচীর রূপায়ণে এই দুটি সংস্থার অবদান কম নয়। এ ছাড়াও রাজ্যের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ, কলেজ গ্রন্থাগারগুলির অনুদান বৃদ্ধি, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে ইউ-জি-সি-র বেতনক্রম প্রদান ইত্যাদি নিশ্চয়ই এই সরকারের আমলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং এগুলির পিছনেও ছিল পরিষদের দীর্ঘদিনের নিরলস প্রচেষ্টা।

অবশ্য বামফ্রন্ট সরকারের গ্রন্থাগার উন্নয়নের এই সব কর্মসূচীর রূপায়ণ সবই যে সার্থকভাবে হয়েছে বা এগুলি সবই যে আদর্শ এবং দোষ ত্রুটিমুক্ত একথা আমরা কখনো বলি নাই। গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে গঠিত রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদে (State Library Council) গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় আলোচনা করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নেবার নির্দেশ আছে রাজ্যের গ্রন্থাগার আইনে। ১৯৮২ এবং ১৯৮৫ সালে এই আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনও করা হয়। এই আইনে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদে (SLC) এবং জেলা গ্রন্থাগার প্রাধিকার সমূহে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রতিনিধিত্ব থাকবে বলা হয়েছে। এই আইনের বৃত্তি-মূলক সংগঠনের প্রতিনিধিত্বই যে শুধু স্বীকৃত হয়েছে তাই নয় সমগ্র পদ্ধতিতেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

দুঃখের বিষয় হল, সম্প্রতি রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার বিভাগের কিছু পদক্ষেপের ফলে সেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মূলেই আঘাত হেনেছে। দেখা যাচ্ছে এই বিভাগ রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদে (SLC) গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়গুলি আলোচনা না করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই সকল কাজকর্মে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রতি শুধু এই বিভাগই নয় স্বয়ং মন্ত্রী মহোদয় পর্যন্ত উপেক্ষার মনোভাব দেখাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, এই দুটি সংস্থার বক্তব্য উপেক্ষা করে সম্প্রতি খেয়াল খুশীমতো বই মেলা কমিটি ও পুস্তক নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়েছে। জেলায় স্থানীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (LLA) গুলি ভেঙে দিয়ে দীর্ঘ সময়ব্যাপী সেগুলি আইনমাফিক পুনর্গঠন করা হচ্ছে না। এ সবের ফলে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তথা গ্রন্থাগার কর্মী ও জন-সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এখনও পর্যন্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের যে সকল দীর্ঘকালের সমস্যা রয়েছে তার সমাধান তো দূরের কথা, দীর্ঘকাল আন্দোলনের ফলে গ্রন্থাগার কর্মীদের যেসব সুযোগ সুবিধা আদায় হয়েছে আমলাতন্ত্র এই সুযোগে তা বানচাল করতে বসেছে। জেলায় LLA ভেঙে দিয়ে নতুন LLA গঠন না করার ফলে সেখানে গ্রন্থাগার দপ্তরের সব উন্নয়ন মূলক কাজ-কর্ম বন্ধ রয়েছে। যেমন, শূন্যপদে গ্রন্থাগারিকদের নিয়োগ হচ্ছে না বলে গ্রন্থাগারগুলি খোলা হচ্ছে না, জেলায় বই মেলা বন্ধ হয়ে গেছে ইত্যাদি।

অথচ পরিস্থিতি এ রকম হওয়ার আদৌ কথা ছিল না। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের গ্রন্থাগার মন্ত্রকের

নতুন মন্ত্রীকে দুই পরিষদের পক্ষ থেকেই মৌলালী যুবকেন্দ্র হার্দ্য সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল এবং রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার বিভাগকে যথারীতি সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। এই সহযোগিতার আশ্বাস শুধু মুখের কথা ছিল না। অতীতে বামফ্রন্ট সরকারের এই সব কার্যক্রমে সম্ভবত সর্বাধিক সহযোগিতা করে এসেছে এই দুটি গ্রন্থাগার পরিষদ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৮০ সাল থেকে প্রথমে রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও পরে ব্যবস্থাপনায় যে বই মেলাগুলি ইতোপূর্বে হয়েছে তাতে সর্বাধিক সহযোগিতা ছিল এই দুটি সংস্থার। বই মেলা যে আজ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র জনপ্রিয় হয়েছে, জেলায় জেলায়, এমন কি, মহকুমা শহরেও যে আজ বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, বইমেলা আজ একটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছে এর পেছনে এই দুটি সংস্থার অবদান কম নয়।

বর্তমান বই মেলা শুরু হবার বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই কলকাতা পাবলিশার্স গিল্ড এর উদ্যোগে কলকাতা ময়দানে অন্য একটি বই মেলাও অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এটি উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতির দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই মেলা আন্তর্জাতিক বইয়ের বাজার কলকাতায় নিয়ে আসে এবং এতে ইংরেজী বইয়েরই প্রাধান্য থাকে। কলকাতার পুস্তক প্রেমীরা অবশ্যই দেশ-বিদেশের বই কিনবার সুযোগ পান এই মেলা থেকে। সরকারী উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ বই মেলার উদ্দেশ্য, এই রাজ্যে প্রকাশিত পুস্তক তথা বাংলা বই জনসমক্ষে তুলে ধরা এবং তার বাজার সৃষ্টি করা। কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক নির্বাচনে এবং ক্রয়ে সাহায্য করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। বিশেষ করে ছোটখাট এবং অনামী প্রকাশকদের বইয়ের সন্ধান মফঃস্বলের গ্রন্থাগারগুলিও পান এই বই মেলাকে কেন্দ্র করেই। রাজ্য সরকার কর্তৃক সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচন ও গ্রন্থ নির্বাচক সহায়ক তালিকা প্রণয়নেও দুটি গ্রন্থাগার পরিষদেরই যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বরাবরই গ্রন্থাগারগুলির স্বাধিকার থাকা উচিত বলে মনে করে। এই পরিষদ সাধারণ গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচনের উপযোগী সহায়িকা প্রকাশ করেন ১৯৬২ সালে 'নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা' এই নামে। এর উদ্দেশ্য ছিল, গ্রন্থাগারগুলি যাতে রাজ্যে প্রকাশিত ভালো বইগুলির সন্ধান পান এবং বরাদ্দ টাকার সবটাই বিনোদনমূলক বইয়ের জন্য খরচ না করেন। এজন্যই বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাজ্য সরকারও গ্রন্থ নির্বাচন সহায়ক তালিকা প্রকাশ করেছেন। সঙ্গত কারণেই গ্রন্থাগার পরিষদের মত বৃত্তিকুশলী সংস্থার প্রতিনিধিরা এই পুস্তক তালিকা প্রণয়নের প্রথম থেকেই পুস্তক নির্বাচন সমিতিতে ছিলেন। সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার দপ্তর বর্তমানে এ সব কথা বিস্মৃত হয়েছেন।

বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবেলা অবশ্যই আমাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমেই করতে হবে। একমাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আমরা আমলাতান্ত্রিক টালবাহানার অবসান ঘটাতে পারব। বৃত্তিমূলক সংগঠন হিসাবে আমাদের কর্তব্য হবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি সুসংহত করা; গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, গ্রন্থাগার কর্মীদের চাকুরী সংক্রান্ত নবীপত্র সুরক্ষার ব্যবস্থা করা, গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যাসমূহের আশু সমাধান করা। এজন্য একদিকে আমরা যেমন গ্রন্থাগারগুলিকে জনমুখী করার কর্মসূচী নেব তেমনি দাবী করব গ্রন্থাগার বিভাগকে গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজকর্ম করতে হবে। অবিলম্বে সর্বত্র LLA পুনর্গঠন করতে হবে গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে। এছাড়া গ্রন্থাগারিকের শূন্যপদে অবিলম্বে কর্মী নিয়োগ করতে হবে কর্মীদের নিয়মিত মাসিক বেতন এবং অবসর প্রাপ্ত কর্মীদের পেনসন যথাসময়ে দিতে হবে। রাজ্যের সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মীর কাছে আমাদের আবেদন, আমাদের আত্মসন্তুষ্ট হওয়ার অবকাশ নাই। আমাদের আত্মমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে হবে; আমাদের সংগ্রামও অব্যাহত রাখতে হবে।

# ইতস্ততঃ

( স্মৃতিচারণ )

অষ্টাদশ পর্ব

**প্রবীলচন্দ্র বসু**

[বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার পুনর্গঠনের প্রাথমিক আয়োজন শুরু—হুগলী জেলার গ্রন্থাগার সমীক্ষা—সমগ্র জেলা ভ্রমণ-কালে লব্ধ নানা অভিজ্ঞতার কথা]

গ্রন্থাগারিকের শিক্ষাকেন্দ্রের কাজ তো শেষ চলো। অতঃপর কি করা যাবে? স্বাভাবিক ভাবে সে চিন্তা মনে এল। ইতিমধ্যে জানা গেল রাজসাহী গভর্ণমেণ্ট কলেজে ( বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত ) লাইব্রেরী-য়ানের পদ শূন্য হয়েছে এবং সেখানে লোক নেওয়া হবে। আমার হিতাকাঙ্ক্ষী কারো কারো পরামর্শে একটা আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান এবং প্রতিপত্তি-শালী জনৈক ভদ্রলোকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এক যুবক ঐ পদের প্রার্থী। তিনি তখন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে কর্মরত ছিলেন। নানা কারণে তিনিই ঐ পদের জন্য নির্বাচিত হবেন এ খবরও শোনা গেল। যথা সময়ে দেখা গেল শোনা কথাই ঠিক, তিনিই ঐ পদে নিযুক্ত হলেন। আমার মনে সেজন্য কোন ক্ষোভ বা আফসোস ছিল না। কারণ ঐ পদের জন্য আমি লালায়িত ছিলাম না। পছন্দমত অন্য কোন কাজ না পাওয়া পর্যন্ত সহজে ও কাজটা পেলে ভালই হয়, না পেলেও আক্ষেপের কিছু নেই—মাত্র এই রকম একটা মনোভাব ছিল আমার।

ঐ বছর অর্থাৎ ১৯৩৪ সালের আগষ্ট মাসে শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হলেন। ঐ পদে নিযুক্ত হবার পরেই ছাত্রদের এক সমাবেশে এবং অতঃপর সম্ভবতঃ সেনেটের প্রথম অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটির উন্নতি ও সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি গুরুত্বসহ উল্লেখ করেন। সে সময় আশুতোষ বিল্ডিং প্রধানতঃ ত্রিতল ছিল। চার তলার অল্প অংশেই ঘর ছিল। উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদবাবুর নেতৃত্বে সেনেটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এর বিভিন্ন তলার বিভিন্ন ঘরে ও যাতায়াতের বারান্দায় এবং সেনেট হলের সংলগ্ন ঘরে ছড়িয়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের সমগ্র লাইব্রেরী এবং আশুতোষ বিল্ডিং-এর একতলায় অবস্থিত পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট লেণ্ডিং লাইব্রেরীটি ঐ সকল জায়গা থেকে সরিয়ে এনে আশুতোষ বিল্ডিং এর চার তলায় কেন্দ্রীভূত করা হবে। সেই উদ্দেশ্যে সেখানে নির্মিত হবে প্রায় সাড়ে তিনশ' পাঠকের স্থান লাভ হয় এরকম খুব বড় ষ্ট্যাক রুম (Stack room) অথবা গ্রন্থগৃহ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজের জন্য পর্যাপ্ত স্থান। এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীকে সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী অর্থাৎ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হিসাবে পুনর্গঠিত করা হবে। রিডিং রুম অথবা পাঠগৃহের দেওয়ালে প্রাক-ঐতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের ইতিহাস অনেকগুলি প্যানেলে ফ্রেস্কো চিত্রণের সাহায্যে বর্ণনা করা হবে। লাইব্রেরীর এই সম্প্রসারণ ও গৃহাদি নির্মাণের জন্য তৎপরতা সহকারে মাসখানেকের মধ্যেই সরকারি অনুমোদন ও কর্পোরেশনের অনুমতি লাভ এবং প্রয়োজনীয় টাকার বরাদ্দ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে গৃহ নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া

হল বিখ্যাত কন্ট্রাক্টর মার্টিন বার্ণ কোম্পানীকে। দেওয়ালের ফ্রেস্কো চিত্রণের ভার পেলেন শান্তিনিকেতনের শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ।

বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নতুন আবাসস্থান গড়ার কাজকর্ম শুরু হয়ে গেছে, আমি বাইরে থেকেই দেখি। কিন্তু গ্রন্থাগার পুনর্গঠন সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের মনোভাব কি অথবা সে সম্বন্ধে তাঁরা তখন পর্যন্ত আদপেই কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কিনা তার কোন খবর শোনা যাচ্ছে না। শ্যামাপ্রসাদ বাবু ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হবার পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমি যখন দেখা করেছিলাম তখন কথা প্রসঙ্গে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে আমাকে কাজের সুযোগ দেবার কথা বলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে আধুনিক রূপ দেবার কোন প্রস্তাব সে সময়ে নেই। ও রকম কিছু হলে আমার তো সুযোগ পাওয়া উচিত—এ কথা পূর্বে বলেছি। এখন তিনি ভাইস-চ্যান্সেলর হয়েছেন, লাইব্রেরীর নতুন আবাসস্থল তৈরীও হচ্ছে, অতএব আমার সম্বন্ধে তাঁরা কিছু ভাবছেন কিনা তা' জানবার জন্য একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হলে তারপরে অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে—শুধু এই কথা জানালেন; আমার সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে কিছু আর বললেন না।

শ্যামাপ্রসাদ বাবুর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য যা পরে বরাবর লক্ষ্য করেছি তা এই সাক্ষাৎকারের মধ্যে স্পষ্ট ছিল। কোন বিষয়ে কারো সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত অনুকূল হবার সম্ভাবনা না থাকলে তিনি বৃথা স্তোকবাক্যে তাকে সংশয়ের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখতেন না। ইঙ্গিতে, কৌশলে অথবা হয়তো স্পষ্টতঃই সেকথা তাকে বুঝিয়ে দিতেন। আবার অনুকূল সিদ্ধান্তের সম্ভাবনাকে সরাসরি না জানিয়ে প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের কথা আমার জানা না থাকায় আমার সম্বন্ধে তাঁর প্রকৃত মনোভাব কি এবং সিদ্ধান্তই কি হবে তাঁর কথায় তা' স্পষ্ট বুঝতে পারি নি তখন তাই এই সময়ে সংশয় কণ্টকিত মন নিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কিত অন্য একটি সমাজ সেবামূলক বা বাস্তব বাদী লোকের ভাষায় বেগারখাটা কাজের ভার নিয়ে তাতেই আত্মনিয়োগ করলাম। দেশে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সার্বিক উন্নতি করতে হলে দেশের গ্রন্থাগারগুলির প্রকৃত অবস্থা কি তা প্রথমে জানা দরকার। তাই হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের কর্তৃপক্ষ হিসাবে মুনীন্দ্রবাবু ও তিনকড়ি দত্ত মশায় হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের মাধ্যমে ঐ জেলার গ্রন্থাগার সম্বন্ধে এক সমীক্ষার জন্যে এই সময় আগ্রহী হন। হুগলী জেলার গ্রন্থাগার সমীক্ষার অভিজ্ঞতা ও ফলাফল দেখে পরে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায় অনুরূপভাবে তাকে গ্রন্থাগার সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনার কথা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে বিবেচনা করা সহজ হবে ভেবে তাঁরা প্রথমে হুগলী জেলার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এই জেলার গ্রন্থাগার সম্পর্কে পরিদর্শন ও সমীক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে আমাকে আহ্বান করেন। বলা বাহুল্য সে সময়ে মুনীন্দ্র বাবু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ও তিনকড়িবাবু সম্পাদক মণ্ডলীতে ছিলেন। সে সময়ে হুগলী জেলার অনেক স্থানে বিশেষতঃ আরামবাগ মহকুমায় রাস্তাঘাটের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। জেলার বহুস্থান দুরধিগম্য ছিল। কাজেই কাজটি যে বেশ কষ্টসাধ্য ছিল তা সহজেই অনুমেয়। তা ছাড়া পরিষদের টাকা পয়সা নেই, তাই পর্যবেক্ষককে পারিশ্রমিক বাবদ টাকা দেবার সামর্থ্য পরিষদের ছিল না। দেশের সেই সময়কার পরিবেশে বিনা পারিশ্রমিকে এই রকম কাজ করা সমাজ সেবার অঙ্গ বলে বিবেচিত হত। দেশ তথা সমাজ সেবার প্রতি আমার অনুরাগ ছিল এবং সেইদিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হত। তাই বহু অসুবিধা কণ্টকিত হলেও আমি ঐ দায়িত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হলাম। শীতকালে পথঘাট শুকনো থাকায় গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত

করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে বিবেচনা করে শীতের প্রারম্ভে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার এই সমীক্ষার কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

## হুগলী জেলার গ্রন্থাগার সমীক্ষা

কালীঘাটের রাণী শঙ্করী লেনে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের বাড়ীতে রায় মহাশয়, শ্রী তিনকড়ি দত্ত এবং আমি এই তিনজনে একত্র বসে হুগলী জেলার গ্রন্থাগার সমীক্ষার একটি কর্মসূচী আমরা তৈরী করলাম। সমীক্ষার কাজের জন্য আমাকে কোন পারিশ্রমিক দেবার প্রশ্ন না থাকলেও পর্যটন কালে বিভিন্ন স্থানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করার এবং পর্যটনের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল। স্থির হল হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ পর্যটনের ব্যবস্থা করবে অথবা এর ব্যয় বহন করবে। পর্যটন কালে জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা ঐসব জায়গার স্থানীয় লোক ও প্রতিষ্ঠানকে করতে বলা হবে। মুনীন্দ্রবাবু হুগলী জেলার একজন সুপরিচিত, প্রভাবশালী এবং সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন। তাছাড়া তিনি হুগলী জেলা বোর্ডের সদস্য এবং স্কীম ব্যবস্থাপক সভার (তৎকালীন প্রাদেশিক আইন সভা) সদস্য ছিলেন। জেলার বিভিন্ন এলাকার বহুজনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। কাজেই তাঁর উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন স্থানে পর্যটকের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থার অসুবিধা হবার কথা নয়। তা ছাড়া তখনকার দিনে এই ধরণের কাজে স্থানীয়ভাবে সর্বত্র সহযোগিতার অভাবও বড় একটা হবে না বলেই অনুমান করা হল।

মুনীন্দ্রবাবু ও তিনকড়ি বাবু হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক হিসাবে ঐ জেলার বিভিন্ন লাইব্রেরি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে চিঠিপত্রে এবং ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ ক'রে জেলার সদর, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ এই তিন মহকুমার শহর ও গ্রাম অঞ্চলের মোটামুটিভাবে উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি পরিদর্শনের এবং পরিদর্শনকালে স্থানীয় লোকদের বাড়ীতে পরিদর্শকের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে রাখলেন। এ বিষয়ে স্থানীয়ভাবে সাড়া ও উৎসাহ ভালই পাওয়া গেল।

গ্রন্থাগার সমীক্ষার কাজের জন্য আমি প্রস্তুত হচ্ছি, আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণের কাজ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এবং সে সূত্রে আমার সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করা হচ্ছে কিনা তা জানার ঔৎসুক্যও মধ্যে মধ্যে মনে উঁকি দিচ্ছে।

মুনীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের একজন নিকট আত্মীয় ছিলেন। তিনি তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির (বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার) হেড ক্লার্ক ছিলেন। আবার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষও ছিলেন। সেই সূত্রে আমাদের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল। শ্যামাপ্রসাদবাবুদের বাড়িতে তাঁর খুব যাতায়াত ছিল। লাইব্রেরি সমীক্ষার কাজ শুরু করার আগেই তাঁর কাছে একদিন শুনলাম শ্যামাপ্রসাদবাবুর কথাবার্তায় তিনি নাকি জানতে পেরেছেন যে শ্যামাপ্রসাদবাবু আমার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন আছেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির সম্প্রসারণ ও উন্নতি বিধান সম্পর্কীয় কাজকর্মের সাথে আমাকে সংশ্লিষ্ট করার ইচ্ছেও তাঁর আছে। এই খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির সাথে আমার সংশ্রবের সম্ভাবনা সম্বন্ধে মনে যে অনিশ্চয়তা ছিল তা অনেকটা কেটে গেল। ঐ সময়ে লোক পরম্পরায় আরও শোনা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের আংশিক সময়ের (part time) অধ্যাপক শ্রীনীহাররঞ্জন রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষ ট্রাভলিং ফেলোশিপ নিয়ে বিলেতে যাবেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরিয়ানশিপে বিদ্যার শিক্ষালাভ করে ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরিয়ান পদে

নিযুক্ত হবেন। নীহারবাবু তখনও উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন নি।

হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সমীক্ষার কাজ পূর্ব নির্ধারিত সূচীমত ১৯৩৪ সালের ২৪শে নভেম্বর শুরু হয় এবং বিরতিহীনভাবে পুরো একমাসকাল চলে ডিসেম্বর মাসের ২৪ তারিখে শেষ হয়। বিশেষ শ্রমসাধ্য হলেও কাজটি বৈচিত্র্যময় ছিল। সুতরাং কাজে আনন্দের অভাব ছিল না। বহু রকমের অভিজ্ঞতাও লাভ করেছিলাম এই কাজের সূত্রে। মোট একত্রিশ দিনে ৫০টির বেশী গ্রাম ও শহর প্রদক্ষিণ এবং গ্রন্থাগার, স্কুল ও কলেজ নিয়ে মোট ৬৮টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে প্রত্যেকটি সম্বন্ধে যথাসম্ভব বত্রিশ দফায় তথ্য, পরিসংখ্যান ও অন্যান্য খবর সংগ্রহ করা হয়েছিল। বেশ কয়েকটি গঞ্জায় গ্রন্থাগারেরও সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। কয়েকটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার পরিদর্শনেরও সুযোগ হয়েছিল। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রতিদিনের কার্যসূচী নানা কর্মের ঠাস বুনানে পূর্ণ ছিল। এই কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল পর্যটন স্থলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় গ্রন্থাগার পরিচালনার পদ্ধতি হাতে-কলমে অর্থাৎ ডেমনষ্ট্রেশন দিয়ে দেখিয়ে ব্যাখ্যা করা, স্থানীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমস্যা ও ত্রুটি জেনে নিয়ে এবং দেখিয়ে দিয়ে তা সংশোধনের উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া; গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারকল্পে গ্রন্থাগারকর্মী, কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে আলোচনা করা এবং স্থানীয় ভাবে আয়োজিত জনসভায়, ও গ্রন্থাগার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ও শিক্ষকদের নিকট বক্তৃতা দেওয়া। কোন কোন দিন চার-পাঁচ জায়গায় বক্তৃতার আয়োজন থাকত।

এই কর্মোপলক্ষে কত ধরণের ও কত চরিত্রের লোকের সংস্পর্শে যে এসেছিলাম তার হিসাব নেই। বিভিন্ন স্তরের ও প্রকৃতির এই সকল লোকের মধ্যে ছিলেন জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ, জেলার হেলথ অফিসার, জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক, মহকুমা শাসক, আইনজীবি, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যবৃন্দ, সার্কেল অফিসার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপকবৃন্দ, সংবাদপত্রের প্রতিনিধি, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, জমিদার, কৃষিজীবি, ব্যবসায়ী, লাইব্রেরি ও নানা সভাসমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও সদস্যগণ— অর্থাৎ এক কথায় শহর ও পল্লী অঞ্চলের শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত সর্ব সমাজের সকল শ্রেণীর এবং সর্বস্তর ও সম্প্রদায়ের লোক। আলোচনায় তাঁদের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হত। অসাধারণ পরিশ্রমের মধ্যেও কাজের এই বৈচিত্র্য লেখককে সর্বদা সঞ্জীবিত ও প্রাণবন্ত রেখেছিল।

এই কর্মসূত্রে আতিথেয়তার যে বিচিত্র পরিচয় পেয়েছিলাম এবং যে সব শিক্ষাপ্রদ ও আনন্দদায়ক অপচ চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম তার কিছু কিছু আজও যা মনে আছে এবার ইতস্ততঃ তার উল্লেখ করছি। কর্মসূচী মত একদিন রাত্রে পাণ্ডুয়া নামক স্থানে পৌঁছলাম সেখানকার এক উৎসাহী যুবকের সঙ্গে। তিনি কলকাতায় কোন আপিসে কাজ করতেন কলকাতায় বাসা বাড়ীতে সপরিবারে বাস করতেন। মধ্যে মধ্যে দেশের বাড়ীতে যেতেন। সেখানে তাঁর এক প্রৌঢ়া নিঃসন্তান বিধবা পিসিমা বাস করতেন। পিসিমাকে তিনি কয়েকদিন আগেই ডাকযোগে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ঐ দিন রাত্রে একজন অতিথিকে নিয়ে তিনি বাড়ী যাবেন। কাজেই বাড়ীতে পৌঁছলে কোন অসুবিধে হবে না এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। শীতকালে পল্লীগ্রামে রাত্রি একটু সকাল সকালই গভীর হয়ে পড়ে। আটটা নাগাৎ বাড়ীতে পৌঁছে অনেক ডাকাডাকি করে ভদ্রলোক পিসিমার ঘুম ভাঙালেন। ঘুম ভেঙে উঠে হঠাৎ একজন অচেনা লোকসহ ভাতুষ্পুত্রকে দেখে তিনি প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গেলেন। পরক্ষণেই অবশ্য তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। নিয়ম-শৃঙ্খলা পালনে সে যুগের ডাকহরু, সে শহরেই হোক আর পল্লীগ্রামেই হোক অতুলনীয় ছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে

কোন কারণেই হোক পিসিমা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের চিঠি পান নি। যাই হোক অপ্রত্যাশিত ভাবে ভ্রাতুষ্পুত্রকে পেয়ে তিনি আহ্লাদে আট খানা হলেন। আমি তো তার উপরে ফাউ ছিলাম। বললেন "সেই কোন সাত সকালে খেয়ে রওনা হয়েছিস, হাতমুখ ধুয়ে দুটি মুড়কি আর নারকোলের নাড়ু খেয়ে নে। আমি শুভ ক্ষণে তোদের জন্যে খিচুড়ি রান্না করে আনছি। বেশী দেরী হবে না"। আমাদের জলযোগ সারা হলে কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাদের সামনে বসে থেকে ঘরে তৈরী সরের ঘি আর কাঁঠাল বীচি ও আলুভাজাসহ গরম গরম খিচুড়ি খাওয়ালেন পরম যত্নসহকারে। বললেন, "একখানা চিঠি যদি দিতিস তা হলে বিছানা ও লেপগুলো রোদ্দুরে দিয়ে রাখতাম।" আমাদের খাওয়া শেষ হলে মাচার উপর থেকে তিনি লেপ ও বিছানা নামিয়ে আমাদের দুজনের জন্যে দুটি স্বতন্ত্র শয্যা পেতে দিলেন। শীতের রাত্রে পরিতোষ সহকারে গরম গরম খিচুড়ি খেয়ে আরামে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। সে যুগের পাড়াগাঁয়ের প্রায় ঘরে ঘরে এই রকম স্নেহপরায়ণা বিধবা পিসিমা, মাসীমা, জ্যেঠিমারা সব ছিলেন। তাঁদের আন্তরিকতা ও স্নেহের কথা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরে এক সময় অন্ধকার ঘরে ঘুমের ঘোরে মনে হল কে যেন আমার পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ঠিক বুঝতে না পেরে পা সরিয়ে নিলাম। একটু পরে আবার একই অনুভূতি। ভাবলাম পিসিমা কি ঘুম পাড়াবার জন্য পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন! মাথার কাছে টর্চ ছিল। জ্বেলে দেখলাম—না কেউ তো নেই পায়ের দিকে। আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ পরে আবার একই কারণে ঘুম ভেঙ্গে গেল। শীতের প্রকোপে এবং আলস্য বশতঃ পায়ের মোজা না খুলেই শুয়ে পড়েছিলাম। এবার উঠে লেপ সরিয়ে দেখি পায়ের তলায় আমার নতুন মোজার খানিকটা অংশ একেবারে উধাও। ব্যাপার কি তা' ভাল করে বুঝবার আগেই একটা ছোট নেংটি ইঁদুর লেপের মধ্য থেকে লাফ দিয়ে নীচে পালিয়ে গেল। বুঝলাম পিসিমা যদি লেপটা রোদ্দুরে দেবার সুযোগ পেতেন তা হলে মূষিক প্রবর সে সময় তাঁর সুখশয্যা ছেড়ে যেতে বাধ্য হতেন এবং রাত্রিকালে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় ঠিক কোন রিপুর তাড়নায় জানি না,—আমার পায়ের নতুন মোজার এই ক্ষতিটা করার অবকাশ পেতেন না। ভাগ্য আমার। সব সুখ তো আর কপালে সহ্য হয় না সকলের।

সকালবেলা উঠে বাড়ীর চারিদিকে ঘুরে বেড়াবার সময় পিসিমার ভ্রাতুষ্পুত্র হঠাৎ আবিষ্কার করলেন তাঁর লেখা পোস্টকার্ডটি বাড়ীর সামনের দিকের বেড়ায় গোঁজা রয়েছে। চিঠি দুদিন আগে যথা সময়ে এসেছে। স্পষ্টতঃ বোঝা গেল দিনের আহার সেরে নিত্যকর্ম হিসাবে পিসিমা যখন পাড়ায় টহল দিতে বাড়ীর বাইরে গিয়েছিলেন তখন পিওন তাঁকে বাড়ীতে না পেয়ে চিঠিটা বেড়ায় গুঁজে রেখে গিয়েছিল।

ক্রমশঃ

# জন রাস্কিন ও গ্রন্থাগার

প্রবোধ বিশ্বাস

ইংরেজী সাহিত্যে জন রাস্কিন (১৮১৯-১৯০০ খ্রীঃ) একটি সর্বজনবিদিত নাম। আর্টের বিশিষ্ট সমালোচক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল সর্বজনগ্রাহ্য। সমালোচক হিসেবে অত্যন্ত কঠোর হলেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত হৃদয়বান ব্যক্তি। তাই তাঁর সহৃদয়তার উল্লেখ করে একজন জীবনীকার লিখেছেন : "Ruskin's generosity has been a lifelong characteristic. His liberality at times appears to have approached prodigality-gifts flowing forth in fifties, hundreds, and thousands of pounds...He has established and endowed museums, dwelling houses for the poor, and given much of his money and treasures to the St. George's and Oxford Schools of Art." বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যে কেবল মাত্র রুশ মনীষী টলষ্টয়ের সহৃদয় মনের সঙ্গে তাঁর মনের উদারতার তুলনা করা চলে। সে সময়ে রাস্কিনের সম্পত্তির মূল্য ছিল এক লক্ষ আশি হাজার পাউণ্ড। মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যয় করার পরে তাঁর খাতে মাত্র আঠারো হাজার পাউণ্ড অবশিষ্ট ছিল। তিনি এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে গ্রন্থাগার আর আর্টস্কুল স্থাপন করেছিলেন। তাছাড়া দরিদ্র মানুষের জন্য স্বাস্থ্যনিবাস করতেও তাঁর প্রচুর ব্যয় হয়েছিল। শোনা যায় এই ভাবে অর্থ ব্যয় করার ফলে তিনি পিতামাতার একমাত্র সন্তান হয়েও তাঁদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করতে তাঁর ব্যথার অন্ত ছিলনা। কেবলমাত্র তাঁর পিতামাতাই নন, তাঁর বহু হিতৈষী বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিই রাস্কিনের ধ্যান-ধারণাগুলিকে কার্যে পরিণত করার পক্ষে সায় দিতে সমর্থ হন নি। মিজস্ব ধ্যান-ধারণাগুলিকে কার্যে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে প্রভূত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছিলেন বলে অনেকেই তাঁকে 'পাগল' কিংবা 'অবিমৃষ্যকারী' বলে অভিহিত করেছিলেন। যাঁরা ছিলেন একটু উদারপ্রকৃতির কিংবা নীতিবান, তাঁরা রাস্কিনের অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক মতবাদগুলির তারিফ করলেও তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে সেগুলি আন্তরিকভাবে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেননি; এমনকি সেগুলি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করার জন্য অন্যকেও পরামর্শ দেননি।

গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে মনীষী রাস্কিনের মতামত ছিল পুরোপুরিই অভিজ্ঞতাপ্রসূত। তাই তিনি বলেছিলেন Every home is to be rich in sources of enjoyment; no other spot is to be happier or more attractive. The shelves are to be stored with books, choice though few, and..." গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁর অভিমতগুলি অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। ফলে সেগুলি হয়ে উঠেছিল সর্বজনগ্রাহ্যত। তিনি বহু বিদ্যালয়ের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত ছিলেন। গ্রন্থাগারের অপরিসীম গুরুত্বের বিষয়ে তিনি প্রায়ই মূল্যবান ভাষণ দিতেন।

মানুষের জীবন অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী—তাই যত বই পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিদিন প্রকাশিত হয় সেগুলির অধিকাংশই কারো পক্ষে পড়ে ওঠা বাস্তবত সম্ভব নয়। এর ফলে সঠিকভাবে নির্বাচন করে বই পড়তে হয়। রাস্কিন তাই সমগ্র গ্রন্থরাশিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে প্রথম ভাগে (শ্রেণী) পড়ে সেই সব বই যা প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্রেরই পর্যায়ভুক্ত কিন্তু বইয়ের

আদলে সুন্দর করে ছাপানো। এই ধরণের বইগুলি আমরা বাস্তবিকপক্ষে সবার সঙ্গে চীৎকার করে (দরবে) পড়তে পারিনা বলেই লিখতে বাধ্য হই—আর এইগুলি আমাদের কথার বাহক ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এর মধ্যে যত রকমের ভ্রমণ কাহিনী, সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর আলোচনা, জরুরী খবরাখবরের তালিকা এসবই আছে। এইগুলিকেই রাস্কিন 'book of the hour' বলে অভিহিত করেছেন কারণ এই গুলির আয়ু ক্ষণস্থায়ী কিংবা পরিমিত। পাঠকের স্মৃতিতে এইগুলি বেশী দিন স্থায়ী হয় না। আর এক ধরণের বইকে রাস্কিন 'book of all time' বলে অভিহিত করেছেন। যখন কোন লেখক কোন সত্য কিংবা সুন্দরকে উপলব্ধি করেন আর নিজের উপলব্ধিজাত সত্যকে আরও সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারেন যা তাঁর মতো করে আগে কেউ পারেন নি কিংবা বলেন নি তখন এই লেখকেরই লেখাকে রাস্কিন শেষোক্ত শ্রেণীতে অর্থাৎ 'book of all times' বলে উল্লেখ করেছেন। এই ধরণের সৃষ্টিই হলো রাস্কিনের মতে 'অমর সৃষ্টি' যা চিরকালের জন্য সৃষ্ট। সত্যি কথা বলতে কি, এই ধরণের অমূল্য সৃষ্টির পরিমাণ সব দেশেই অতি নগন্য আর এর আবেদন হয় সর্বজনীন।

রাস্কিন গ্রন্থ সম্বন্ধে যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার নামকরণ করেছিলেন—"of king's treasures"। তাঁর অভিমত ছিল যে 'মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু এবং সঙ্গী হলো গ্রন্থ—কারণ গ্রন্থের মধ্যেই সমস্ত বিশ্বের বড় বড় মনীষী, রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী এঁরা সবাই পাঠকদের সঙ্গে কথা বলার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন। আর একথা অবশ্য স্বীকার্য যে চিন্তার জগতে যে মহারাজা সে-ই মানুষের স্মৃতিতে চিরজীবী কিন্তু ভূসাম্রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজাকেও তাঁর মৃত্যুর পরে ভুলে যেতে আমাদের আদৌ দেরী হয়না।

রাস্কিনের সমসাময়িককালে তাঁর দেশের মানুষ বইয়ের জন্য আশানুরূপ অর্থ ব্যয় করতেন না বলে তিনি প্রায়ই দুঃখ করতেন। সেদেশে তিনি তাই বলেছিলেন যে 'আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ব্যক্তির গ্রন্থাগারে যত বই আছে তা বিক্রী করলে সেই পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে তার বাড়ীর মদের ঘরের ( wine cellars ) মদ বিক্রী করলে তার চেয়ে বেশী অর্থ পাওয়া যাবে। দুর্ভাগ্যের কথা উনিশ শতকের ইংরেজ মনীষী রাস্কিনের চোখ নিয়ে স্বাধীনতার প্রায় চার দশক পরেও তামাম ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দৈন্য দশার দিকে তাকালে মন ব্যথাতুর হয়ে ওঠে। আজকের দিনে পাশ্চাত্যের নানা দেশে বিশেষত রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সংস্কৃতিবান প্রায় সব গৃহস্থ বাড়ীতেই 'লাইব্রেরী' নামে একটি বস্তুর হদিশ পাওয়া যাবে আর গৃহস্থের খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি অনন্য করণীয় কাজের মতো লাইব্রেরী ঘরে বসে দৈনিক নিদেন পক্ষে অবসর সময়ের কয়েক ঘণ্টা পড়াশোনা করার রেওয়াজ আছে যা দৈনন্দিন কাজকর্মের অঙ্গ বিশেষ। আর আমাদের এ পোড়া দেশে কোন যথেষ্ট বিত্তবান ব্যক্তির বাড়ীতেও অধিকাংশ সময়ে লাইব্রেরীর অস্তিত্ব কদাচিৎ মেলে। তবে এদেশে ও সৌখিনতা আর 'status symbol' এর নমুনা হিসেবে কোন কোন বিত্তবান লোকের ঘরে লাইব্রেরী শোভা পায়। অন্যান্য উন্নত দেশগুলির তুলনায় এদেশে এখনও পড়াশোনার প্রবণতা খুব চোখে পড়েনা। এর ফলে আমরা অনেকেই বই কেনার জন্যে খুব একটা তাগিদ অনুভবও করিনা। দেশের অগণিত মানুষের পেটে দু-বেলা দুমুঠো অন্ন জোটেনা সেই দেশে—সেই দেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর সেই দেশে গৃহস্থের ঘরে লাইব্রেরীর চিন্তা বাতুলতা বলেই মনে হয়।

এদেশে যাঁদের সামর্থ্য আছে কিংবা পড়াশোনার প্রতি কিছু ঝোঁক আছে তাঁরা অনেকেই যাঁদের কাছে কিছু বইপত্র আছে তাঁদের কাছ থেকে বই চেয়ে এনে পড়েন আর অনেক সময়েই তা ফিরিয়ে দিতেও ভুলে যান। সাধারণ গ্রন্থাগার হিসেবে কিংবা সরকারী পরিচালনায় তামাম ভারতবর্ষে মুষ্টিমেয় যে সব গ্রন্থাগার আছে তাদের সত্য সংখ্যাও অকিঞ্চিৎকর। অর্থ নৈতিক কারণে

এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই খাওয়া-দাওয়া পোষাক-পরিচ্ছদের মতো বই পড়া আর জগতের আধুনিকতম চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে সংগতি বজায় রেখে চলাটা এখনও পর্যন্ত আমরা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করে নিতে পারিনি। পড়াশোনা আমাদের দেশে এখনও মূলতঃ কলেজ জীবন শেষ হওয়ার সংগে সংগেই শেষ হয়ে যায় কারণ ছকে বাঁধা পাঠ সাঙ্গ করেই কোন একটা যেমন তেমন রকমের চাকুরী জুটিয়ে নিতে পারলেই মই বেয়ে আমরা জীবনের বড় জিনিসের স্বাদ যেটুকু পেয়েছিলাম বইয়ের মধ্যে, তা ছুঁড়ে ফেলে দিই। বাকী জীবনটা নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে এককালে ছাত্রাবস্থায় যা পড়েছি তারই রোমন্থন চলে। এদেশে আজও অনেকেই ঘোড় দৌড়ের খেলায় ঘটি বাটি সব বিকিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন এমন বহু নজির খুঁজে পেলেও লাইব্রেরী তৈরী করে কিংবা বই কিনে সর্বস্বান্ত হয়েছেন এমন ঘটনার নিদর্শন নেই।

রাস্কিন মনে করতেন 'বই-ই হচ্ছে মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ "This is the best of me, for the rest, I ate and drank and slept, loved and hated, like another, my life was as the vapour and is not ; but these I saw and knew, this, if any thing of mine, is worth your memory."

অর্থাৎ বই-ই হচ্ছে মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ—তার অপরাংশটা সব লোকের সঙ্গে সমান—যে অংশে যে খেয়েছে ঘুমিয়েছে, ভাল বেসেছে, ঘৃণা করেছে। এ অংশটা বাষ্পাকার কিন্তু যে অংশে সে কিছু দেখেছে আর জেনেছে আর তা সব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে বা ব্যক্ত করেছে সেই অংশই মানুষের স্মৃতির দুয়ারে স্থায়িত্ব দাবী করতে পারে।

সহায়ক গ্রন্থ :

1) Mother, M. : John Ruskin : His life and Teaching. Land., 1898'

2) Earland, A : Ruskin and His Circle. London, n.d.

3) Harrison, F. : John Ruskin. London-1902.

4) Wingate, A. : Life of John Ruskin. London, 1910.

5) Cock, E. T. : The Life of John Ruskin. Vols I & II. Land., 1911.

6) Colling word, W. G. (ed) : The life and work of John Ruskin. Vols. 1 & II. London, 1893.

# বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের পরীক্ষার ছুটি সম্পর্কে পরিষদের স্মারকলিপি

To
Shri Kanti Biswas,
Minister-in-Charge of School Education,
Government of West Bengal,
Writers' Buildings,
Calcutta-700 001

11th May, 1987

Sub : Request for special leave during examination days for 'School Librarians Caps' appearing in library science examination.

Dear Sir,

I want to draw your kind attention to one problem of School Librarians who are appearing in library and information science examination. There are good number of School Librarians who are undergoing higher studies in library and information science in evening courses at Calcutta, Jadavpur and Rabindra Bharati Universities. Their cases have been duly forwarded by respective school authorities for admission. This additional qualification in professional subject will help school librarians to administer school libraries more efficiently and effectively. We shall be glad if they can avail special leave during examination days while appearing in the final examination. In this connection we like to state that school teachers can avail special leave during examination days (one week before the examination and during examination days). We would earnestly request you to look into the matter so that school librarians can avail themselves of similar facilities.

Thanking you,

Yours faithfully.
*Arun Roy*
General Secretary

# বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগপদ্ধতি সম্পর্কে পরিষদের স্মারকলিপি

*Ref. No.* 10043/87-88 *Date* 28.10.87.

To
Shri Kanti Biswas
Minister-in-Charge of School Education
Government of West Bengal
Writers' Buildings
Calcutta-700 001

Sub : Procedure for Recruitment of Teaching and non-teaching Staff of non-Govt. Recognised Secondary Schools

Dear Sir,

I want to draw your kind attention to a recent office memorandum of the Directorate of School Education regarding procedure of recruitment of teaching and non-teaching staff of non-Govt. recognised Secondary Schools, including Librarians.

We want to draw your kind attention to following points :—

(a) Under chart showing the allotment of marks for recruitment provision has been made for marking of B.Ed/B.T/PGBT/PGBT Diploma/Certificate in Library Science. This section should also include Degree or Diploma in Library Science from a University as the recruitment qualifications for a school Librarian is either Certificate in Library Science or Degree or Diploma in Library Science from a University.

(b) For interview of a teacher—15 marks
Oral Test on Content—7
Demonstration lesson—8

In case of interview of a Librarian those markings will not be appropriate. In case of Librarian of a School Library 15 marks should be allocated for oral test on subject content in Library and Information Science. This should be clearly specified.

(c) "For Librarian, the external expert will be Librarian of a Govt./-Govt. rec./Library/College/University with B. Lib Diploma":

This section should be amended as follows. For Librarian the external expert will be Librarian of Govt/Govt. Sponsored/Govt. recognised College/University/Public/Departmental/Special Library, including teacher of Library and Information Science, having Degree or Diploma in Library Science from a University.

We hope our suggestions will be considered.

Thanking you,

Yours sincerely,
(*Arun Ray*)
General Secretary

Ref. No. 10044
Copy to : Director of School Education

# বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত সরকারী আদেশনামা

GOVT. CIRCULAR
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Directorate of School Education
6, Bhabani Dutta Lane, Calcutta-73

## OFFICE MEMORANDUM

In exercise of the power conferred on the Director of School Education, West Bengal, by clauses (i) and (ii) of Sub-Rule (1) and by Clause (i) of Sub-Rule 28 of the Rules for Management of Recognised non-Government Institutions (Aided and Unaided) 1969 (Education Department Notification No. 1598-Edn (S) dated the 15-7-1969) as amended from time to time by the Education Department, the following directions are issued for compliance by recognised non-Government Secondary Schools including Madrasahs of Secondary type in connection with recruitment of teachers and non-teahing employees. This order cancels all other previous orders of this Directorate regarding procedures for recruitments of teaching and non-teaching staff of the non-Government Secondary Schools as stated above.

**PROCEDURE FOR RECRUITMENT OF TEACHING AND NON-TEACHING STAFF OF NON-GOVERMENT RECOGNISED SECONDARY SCHOOLS INCLUDING HEADMASTER/HEADMISTRESS/ ASSTT. HEADMASTER/ ASSTT. HEAD MISTRESS.**

### DIRECTIONS

1. Appointments of teachers and non-teaching employees in a non-Government recognised secondary schools will be made with prior permission of the Dist. Inspector of Schools (SE) of the respective district only against sanctioned posts, provided the school has no surplus teacher or non-teaching employee as the case may be in its staff.

2. The prior permission as mentioned will not be necessary in case of an appointment against a deputation vacancy and against a leave vacancy. In case of an appointment against a deputation vacancy or against a leave vacancy for a period of six months and above names of candidates should be received by advertisement in state level daily newspaper and by hanging notice in the notice board in the office of the Zilla Parishad and concerned Panchyat Samity or in case of the Municipality in the notice board of concerned Municipality instead of Panchayat-Samity office.

In case of a leave vacancy for less than six months advertisement may be made in the local newspaper and notice should be hung up in the notice board of Panchayat Samity/ Municipality.

While for an appointment against a deputation vacancy or a leave vacancy prior permission of the Dist. Inspector of Schools will not be required, the panel prepared for such appointment is to be got approved by the Dist. Inspector of Schools (SE) before appointment.

2. (a) The managing committee of a school, wherein appointment of a teacher or non-teaching employee against a permanent vacancy in a sanctiontd post is to be made, shall first enquire of the D. I. of Schools (S. E.), if there is any approved surplus staff to be absorbed in recognised schools or any

dependent member of a distressed family of an approved staff of any non-Government recognised secondary school, who died in harness after 1. 4. 81. If the D. I. of Schools (S.E) has such candidate (s) in his register, he shall send the name (s) to the school concerned within fortnight for appointment in the vacant post (s), if otherwise found suitable. If however the managing committee (finds any difficulties) to appoint such person (s) for absorption, they will intimate the D. I. of Schools (S. E) within 15 days of the receipt of the names, stating specific reasons for their decisions in writing to the D. I. of schools (S. E.) seeking his approval for the action of the managing committee. The D. I. committee. The D. I. of Schools (S. E.) will convey his decision in the matter within a month and his decision shall be final.

Such candidates shall be interviewed by the selection committee to be constituted for the purpose as prescribed in para 4 below and their assesments to be made on the procedure as laid down in para 7 below.

Note 1. "Dependent of a distressed family of an approved staff, who died in harness" means wife, husband, sons or unmarried daughters and in that order. No choice on the family will be entertained to change the said order. And "distressed family" means a family in which there is no earning member. Only one such dependent can be appointed from each such family. D.I. of Schools (S.E) will maintain a register wherein in the name (s) of such dependent (s) after being fully satisfied regarding their claims, will be entered.

(b) If the names of the candidates referred in para '2 (a)' above are not furnished by the D. I. of Schools (S.E) within fifteen days from the date of receipt of the intimation given by the managing committee, the school will request the Employment Exchange Authority by registered post to furnish names of the candidates specifying the time limit within which the names are expected to be submitted by the Employment Exchange and also mentioning qualification, academic and professional, required for particular post. The names of the candidates should be obtained from the local/national Employment Exchange(s).

Permission for advertisement in the State level Daily News Paper in case of staff other than the Headmaster/Headmistress/Assistant Headmaster/Assistant Headmistress will be given by the District Inspector of Schools after the receipt of a non-availability certificate from the Employment Exchange (s).

In case of appointment of Headmaster/Headmistress/Assistant Headmaster/Assistant Headmistress the school will advertise the post is the State Level Daily News Paper and simultaneously request Employment Exchange to furnish names within a specified period.

The existing approved teachers may apply for appointment to any post in response to the advertisement or register their names with the Employment Exchange for such appointment with the consent of their appointing authority.

The existing qualified and approved non-teaching staff may apply for appointment to a teaching post in response to the advertisement or register his/her name with the Employment Exchange for such appointment with the consent of his/her appointing authority.

The existing qualified and approved non-teaching staff of Secondary School may also apply for any post in the Institution where he/she serves as an approved non-teaching staff.

All such cases may be considered along with other candidates sponsored by Employment Exchange and/or received through open advertisement.

A record of receipt of all applications/names from the Employment Exchange or through advertisement or otherwise should be preserved and shall remain open to inspection

by the D. I. of School (S.E.) or any officer authorised by him.

3. (a) The upper age limit for entry into the service for a teacher or a non-teach-staff should be 35 years. The age limit is relaxable upto 40 yeras, for an experienced and highly qualified candidate, by the Director of School Education. For Headmaster/ Headmistress/Assistant Headmaster/Assistant Headmistress and in service teachers the upper age limit is relaxable up to 5 years for a candidate belonging to Schedule Caste or Secheduled Tribe, disabled defence personnel and up to 45 years for physically handicapped candidates and displaced persons vide G. O. No. 977-Edn(S) dtd. 26.8.86 & 978-Edn.(s) dtd. 20.8.86. Upper age limit for the post of Assistant Teacher is also relaxable for in service qualified clerks/Class-IV staff and Primary School Teachers vide G. O. No. 1531-Edn.(S) dtd. 7.10.85.

(b) Interview letters should be sent to the candidates under Registered Post and and record thereof should be maintained.

4. There shall be a Selection Committee for each recognised Non-Government Secondary School and for each appointment to hold interview for selection of teachers or non-teaching employees, to be appointed by the Managing Committee.

(a) The Selecton Committee for the existing recognised non-Government Secondary Schools shall consist of the following members :—

1. Headmaster/Headmistress of the school.
ii. Secretary of the Managing Committee of the School or Administrator.
iii. One teacher to be elected by the members of the teaching staff of the school in a meeting convened for the purpose by the Head of the institution.
iv. One nominee of the Panchayet Samity in the rural areas. In the areas other than those under the Panchayet effect to be submitted to the District Inspector of Schools (SE) with the papers to be submitted to him for approval of panel. If the Headmaster/Headmistress happens to be related to any of the candidates, he should be replaced by the Assistant Headmaster or Senior most Assistant Teacher who is not related to any body. If the Secretary happens or be related to any candidate, he should replaced by the President of the Managing Committee. If the Administrator happens to be related to any candidate he should be replaced by the nominee of the District Inspector of School (S.E). If Headmaster/Headmistress and Secretary happens to be the same person President of Committee shall be included as member of the Committee. The external expert should also be chosen from amongst the person not related to any candidates.

5. (a) The Selection Committee after holding interview of the candidates shall prepare a panel of three candidates eligible for appointment in order of merit. However, for the posts reserved for S. C. or S. T. or for subject like Physics, Chemistry or English three candidates may not be found suitable for preparing the panel of three candidates eligible for appointment. In such case the panel may be composed of less than three candidates.

(b) For selection and preparation of panel of candidates the Selection Committee shall assess only those qualifications of the candidates which are relevant to the post (s) and award marks to each candidate in the manner given in the chart below. Marks will also be awarded for experiences, extra curricular activities and performances in the interview in the manner prescribed in the chart below and submit the same to the Managing Committee of the school with their definite recommendations.

(c) The panel will be framed with average of marks awarded by the members of the Selection Committee. If any member of the

Selection Committee wants to keep his opinion reserved the average will be calculated on the basis of marks awarded by other members.

(d) The Managing Committee after due consideration shall forward the panel so prepared by the Selection Committee with all relevant papers to the District Inspector of School (SE) for approval and authorise the Secretary or Administrator to issue letter of appointment in order of the position in the panel after receiving the panel duly approved by the D. I. of Schools (SE). The D. I. of Schools (SE) will convey his dicision ordinarily within a fortnight from the date of receipt of the panel.

The panel will remain valid for one year with effect from the date of approval of the D. I. S. (SE) despite any of the empanelled candidate either does not join or leaves the post after serving a short period. Such candidate who do not join within months from receipt of appointment letter will be removed from the panel.

6. Mode of Selection

(a) Preliminary screening :—

When total number of applications received for one particular post is more than ten, a list of ten candidates to be interviewed, will be prepared after preliminary screening of all applications. This list will be prepared on the basis of merit and assessment will be made awarding marks on the results of different examination he/she passed as given in the chart below. This prelimnary screening will be done by a team consisting of the Secretary, Headmaster/Headmistress and the Teacher member of the staff elected in the Selection Committee in case of school having properly constituted Managing Committee/ Ad-hoc Committee of consisting of the Administrator, Headmaster/Headmistress and the teacher member of the staff elected in the Selection Committee where the school is under the Administrator. In case a selection to be made by a Selection Committee constituted as under para 4 (b) above the team as mentioned above will be constituted with the Secretary Organising Committee, one member of the Organising Committee and one Headmaster of the neighbouring High/Higher Secondary School both selected by the Organising Committee.

A record of preliminary screening should also be preserved and shall remain open to inspection by District Inspector of Schools

Samity, one member of the Managing Committee other than the representative of the teaching and non-teaching staff to be selected by the Managing Committee.

v. An external expert in the subject concerned to be selected by the Managing Committee. Lecturer/Professor of recognised College/University, in relevant subject and senior subject teacher of a recognised High/Higher Secondary School having at least 10 years teaching experience and with Hons. and/or Master Degree may be selected as external erpert.

(b) The Selection Committee for the newly organised schools which have received recognition from the West Bengal Board of Secondary Education, subject to the condition that all teachers and non-teaching employees will be appointed as per procedure laid down by the Director of School Education shall consist of the following :

i. Dist. Inspector of Schools, (S.E.) or his nominee.

ii. Secretary of the Organising Committee.

(Organising Committee means—Committee formed by the sponsoring authority & approved by the West Bengal Board of Secondary Education.)

iii. One nominee of the Panchayet Samity in the rural areas/one nominee

of the Municipality Notified areas authority in the urban areas.

Headmaster/Headmistress of a neighbouring recognised High/Higher Secondary School to be selected by the Organising Committee.

v. An external expert as laid down in the para 4 (a) above to be selected by the Organising Committee.

4 (c) In case of a school having properly constituted Managing Committe, the Managing Committee shall appoint a President of the Selection Committee from among the members of the Selection Committee other than the external expert. While in case of a school under the Management of an Administrator or a Selection Committee constituted under provision of para 4 (b) above any one of the members other than the external expert will act as the President of the Selection Committee, to be Selected by the members. The President shall not have any casting vote.

(i) In case selection of Headmaster/Headmistress position at (I) of para 4 (a) above will be filled up by the outgoing Headmaster/Headmistress otherwise the position will remain vacant. Teacher-in-charge or officiating Headmaster shall not be included in the Selection Committee.

ii. In case of selection of Headmaster/Headmistress/Asst. Headmaster/Assistant Headmistress an external expert will mean Principal of a Degree College, in-Charge of a College having requisite qualification/ Principal of a Higher Secondary school having at least 10 years experience as Head of the institution within the same administrative sub-division/Principal of a Government Polytechnic.

iii. For selection of Physical Education teacher external expert will be Lecturer of Physical Training College, qualified approved Assistant Teacher of Physical Education with at least five years teaching experience as approved teacher of a Government/Government sponsored/Non-Government recognised Secondary School.

iv. For teacher in Work Education expert will be Lecturer of a P.G.B.T. College/ B.T. College/Lecturer of University having Work Education subject/qualified approved Asst. teacher of Work Education with at least five years teaching experience as approved teacher of a Government/Non-Government/ Government Sponsored recognised Secondary School.

v. For Librarian the external expert will be Librarian of a Government/Government Sponsored Library/College/University with B. Lib. Diploma.

None of the aforesaid member who is related to any of the candidates to be interviewed for selection shall be included in the Selection Committee and a certificate to the (SE) or any officer authorised by him.

7. Any candidate having any grievance about the Selection may appeal to D. I. E. (SE) whose decision shall be final in the matter.

8. Chart showing the allotment of marks for recruitment of Headmaster/Headmistress/ Asstt. Headmaster/Asstt. Headmistress and Asstt. teachers.

For posts requiring Graduate degree marks of Hons/Post graduate degree should not be taken into consideration.

IV. Experience (teaching in recognised educational Institutions Secondary for the candidates for the Post of Asstt. teacher and Asstt. Headmaster/Asstt. Headmistress one mark to be awarded for two complete years of approved service as Headmaster/Headmistress not exceeding 5 marks and one mark to be awarded for two complete years of approved service as Asstt. Headmaster/Asstt. Headmistress not excee-

ding 3 marks in addition to the marks approved service as Asstt. Teacher as mentioned above.

V. Extra curricular activities—5
(Drama, Dance, Music, Sports, Neddlework, First aid from St. John Ambulance, Red Cross Society, Bratachari, Recitation Debate, Social Service. Non Formal Education/ Adult Education. Marks should be awarded against Certificate issued by institution/organisation) recognised by the State Govt. for the said purpose.

VI. Interview : 15
a) Demonstration lesson— 8
b) Oral Test on Content— 7

9. a) Recruitment of Clerk/Class—IV Staff. External expert shall be Headmaster/Headmistress of a recognised High/Higher Secondary School including Government Schools.

b) Minimum qualification for clerk is S.F./H.S. and minimum qualification for class IV staff is class VIII pass or its equivalent.

c) Chart showing allotment of marks for recruitment of clerks :—

Total marks : 50
I. 1st Div. 15
2nd Div. 10
3rd Div. 6
Comp/P 4
II. Higher qualification— 5
B. A./B. Sc, B. Com./M. Sc./M. com
III. Other qualification 10
Knowledge of Type writing tested through a test—4
IV. Hand writing 5
V. Viva Voce [Test-written or Viva] 5
VI. Experience 5
(One mark for 2 complete years of experience in recognised Educational Institution not exceeding 5

c) Chart showing allotment of marks for Recruitment of Class IV staff.

Total marks 25
1. Viva Voce 15
Reading 5, Writing 5
General Knowledge-5
II. Extra curricular activities 5
(Sports & Games and other activities including cycling) Marks to be awarded on the basis of certificate from the recognised institution/organisation).
III Experience—5 (Marks should be awarded on the basis of certificate from recognised institution. One mark for two complete years of experience not exceeding 5)

10. Recruitment of Librarian—
Marks for academic qualification will be same as allotted for recruitment of teachers.

11. The reservations rules for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in terms of Act of 1976 should be strictly adhered to.

12. The appointment letter should be sent through Registered Post. While giving appointment to a teacher of another school the Managing Committee should see that the teacher has duly been released by the Managing Committee of the school where he was serving.

13. In regard to the interpretation and/or explanation of any term and/or expression opinion of the Director of School Education is final.

Sd/-Illegible
Director of School Education,
West Bengal

# বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪ সি, আই টি, স্কীম ৫২
কলিকাতা—৭০০০১৪

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী, '৮৮ বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে শচীদেবী স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হবে।

স্মারক বক্তৃতা দেবেন গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের বিশিষ্ট অধ্যাপক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, বক্তৃতার বিষয়বস্তু-পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ ও সূচীকরণ।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনার / আপনাদের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

ভবদীয়—
শ্রীঅরুণ রায়
কর্মসচিব

১০. ১. ৮৮

---

# বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্সে ( গ্রীষ্মকালীন ) ভর্তির জন্য আবেদন পত্র ( মূল্য ২টাকা ) পরিষদ ভবন, পি-১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২, কলিকাতা—১৪ ( অপরাহ্ণ ৩-৮ টা ) ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৮৮ থেকে ৬ই ফেব্রুয়ারী '৮৮ ( রবিবার ও ছুটির দিন বাতীত ) পর্যন্ত পাওয়া যাবে। ন্যূনতম যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ৫ বছরের অভিজ্ঞ পূর্ণসময়ের বেতনভুক গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সহকারীর জন্য এস. এক. পাশ। **কোন প্রার্থী অন্য কোন কোর্সের ছাত্র হলে তার আবেদন বিবেচনা করা হবে না।** মোট আসন সংখ্যা ৬০। জেলাভিত্তিক আসন। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার ফলের উপর ভিত্তি করে প্রার্থীদের ইন্টারভিউ ডাকা হবে। কোন লিখিত পরীক্ষা হবে না। আবেদন কারীর মধ্যে যারা মৌখিক পরীক্ষায় বিবেচিত হবেন তাদের ডাক যোগে জানানো হবে। ডাকে পোষ্টাল অর্ডার ( বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের নামে ) ও ৭০ পঃ ডাকটিকিট যুক্ত ঠিকানা লেখা খাম ( ২৭ × ১১ সি. এম ) পাঠান। মানি অর্ডার নেওয়া হবে না। ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮।

অরুণ রায়
কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরি ষদ

১০. ১. ৮৮

Annual subscription : Rs. 36·00
Single issue : Rs. 4·00

Licensed to post without per-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. No. WB/CC—145
Regd. No. RN-2674-47
Nov.—December 1987

পাওয়া যাচ্ছে

## ভোমরা চট্টোপাধ্যায় ও অলকা সরকার সম্পাদিত

প্রফুল্লচন্দ্র বসু কৃত

# গ্রন্থকার নামা

২য়-সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই : মূল্য কুড়ি টাকা

যে কোন গ্রন্থাগারের বাংলা পুঁথি বর্গীকরণ করার উপযোগী লেখক সংখ্যার সারণি

* * *

: জাহিদা কুমার ওয়েসেলার-এর

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY
12 MAR 1992

### গ্রন্থবিস্তা

: য় সংস্করণ ১৯৮৪
শোভন সংস্করণ—পঁচিশ টাকা
সুলভ সংস্করণ—কুড়ি টাকা

### গ্রন্থবর্গীকরণ

ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে সহজভাষায় দুরূহ বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
শোভন সংস্করণ—৪০·০০
ছাত্র সংস্করণ —৩২·০০

* * *

The West Bengal Recognised Non-Government Educational Institution Employees (Death-cum-Retirement Benefit) Scheme 1981 এবং West Bengal Govt. Sponsored Library Employees' Service Rules একত্রে : মূল্য আট টাকা

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—700 073 at Ava Press, 6B, Guripara Road, Calcutta-700 015
Editor : Ramkrishna Saha.

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ৯ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৪, পৌষ

## সূচী

| | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে ( সম্পাদকীয় ) | ১ |
| **শ্রীশীল চন্দ্র বসু** | |
| ইতস্ততঃ ( স্মৃতিচারণ )—অষ্টাদশ পর্বের শেষাংশ | |
| **অনুপ কুমার সরকার** | |
| সাধারণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সংগ্রহ | ৮ |
| গ্রন্থাগার সংবাদ | ১৪ |
| কর্মী সমিতি সংবাদ | ১৪ |
| শোক সংবাদ | ১৬, ১৯ |
| চিঠিপত্র | ১৬ |
| পঃ বঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি : ২২তম বার্ষিক সম্মেলন | ১৭ |

## "গ্রন্থাগার" এ বিজ্ঞাপন দেবেন কেন?

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন নেবেন এই জন্য যে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার অনুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকবৃন্দ পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

### বিজ্ঞাপনের হার

| কোন পৃষ্ঠায় কতটা | সাধারণ সংখ্যা | বিশেষ সংখ্যা |
|---|---|---|
| | টাকা | টাকা |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা ৪র্থ মলাট | ৫০০ | ৬০০ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা ২য় ও ৩য় মলাট— | ৪৫০ | ৫৫০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ | ২৫০ | ৩২৫ |
| পূর্ণ পৃষ্ঠা সাধারণ | ৪০০ | ৫০০ |
| অর্ধ পৃষ্ঠা ঐ | ২৫০ | ৩০০ |
| সিকি পৃষ্ঠা ঐ | ১৫০ | ২০০ |

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি· এম.
ছাপা অংশের সাইজ ১০ × ১৮ সি· এম

পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে যোগাযোগ করুন:

**সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা**

## বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পারষদ

পি ১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম-৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

পশ্চিমবঙ্গ

ফোন : ২৯-৮৪৩৬

চেক বা ড্রাফট "বেঙ্গল লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন" এই নামে হবে।

## পরিষদ প্রকাশিত বই

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—১·০০

Library Services In India To-Day. মূল্য—৩·০০

গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮২ মূল্য—৫·০০

৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা আলোচিত-প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ— বাঁধাই মূল্য—৩৫·০০

৩৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন পঠিত প্রবন্ধাবলী, ১৯৮৪ মূল্য—৩·০০

ডঃ আলিডা ওগডেন-এর

## গ্রন্থবর্গীকরণ

সুললিত ভাষায় দুরূহ বিষয়কে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ৯ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৪, পৌষ


## সম্পাদকীয়

### বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর যে শুধু সাধারণ গ্রন্থাগারেরই উন্নতি ঘটেছে তা নয় তার প্রভাব বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার কর্মী ও ব্যবহারকারীদের উপর লক্ষ করা যাচ্ছে। এটা অনস্বীকার্য যে সাধারণ গ্রন্থাগার এককভাবে সমাজের যাবতীয় তথ্য সরবরাহের দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয়। সাধারণ গ্রন্থাগারের পাশাপাশি বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার যদি সর্বাত্মকভাবে বিকশিত না হয় তবে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে।

পশ্চিমবাংলার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি যেমন জনসাধারণের শ্রম ও অর্থ সাহায্যে পুষ্ট হয়েছে তেমনি তাবৎ শিক্ষার সংস্থাসমূহও বিশেষ করে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়গুলি সাধারণ মানুষের ঐকান্তিক আগ্রহ ও পরিশ্রম, সম্পত্তি-দান ও আর্থিক সাহায্য নিয়ে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। বিদ্যালয়ের অঙ্গ হিসাবে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিও লক্ষ করা যায়। প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে কোন না কোন ভাবে একটা গ্রন্থাগার রয়েছে। কোথাও বা একটা দুটো আলমারিতে কিছু বই দীর্ঘদিন যাবৎ অবহেলিত পর্যায়ে রয়েছে, আবার কোথাও একজন দুইজন কর্মীদের অধীনে গ্রন্থাগার পরিচালিত হচ্ছে। আরও লক্ষ করা গেছে যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারগুলি মৃত অবস্থায় রয়েছে। বিদ্যালয় শিক্ষার ছাত্রজীবনে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা 'রচনা বইয়ের' মধ্যে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। যেখানে মোটামুটি ধরণের একটা গ্রন্থাগার আছে সেখানে কোন শিক্ষককে দশ-পনেরো টাকার ভাতার বিনিময়ে গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া আছে। ফলে সপ্তাহে ২৪টা ক্লাশ নেওয়ার পরে ক্লান্ত শিক্ষক মহাশয় গ্রন্থাগার সংগঠিত করে ছাত্রদের গ্রন্থাগারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দেবেন এরকম আশা করা অনুচিত। এরকম অবস্থার মধ্যে পঞ্চাশের দশকের শেষে একটা ক্ষীণ আলো দেখা গেল। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত হিসাবে গ্রন্থাগারের স্থায়িত্ব সরকারী আদেশনামায় পাওয়া গেল। গ্রন্থাগারিকের নিয়োগ শর্ত হলো গ্র্যাজুয়েট ডিপ্ লিব্.। সরকারী বিদ্যালয়েও গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টি হলো। বিষয়টা যখন সবে দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছে অমন সময় ১৯৬২ সালে ভারত চীন সংঘর্ষের অজুহাতে সমস্ত বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ বন্ধ হয়ে গেল। তারপর দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে সরকারের কোন প্রয়াস নজরে আসে না। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আবেদন নিবেদন যে কর্ণে বর্ষিত হয়েছে তা বধির ছিল ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত। শিক্ষক আন্দোলনের নেতৃবর্গও যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আবশ্যিকতা সঠিকভাবে অনুধাবন

অনুধাবন করে কার্যক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেন কিনা এ বিষয়ে নানা সন্দেহ বর্তমান।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের ক্ষমতায় আসার পর অধ্যাপক পার্থ দে মহাশয়ের সঙ্গে পরিষদের দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির হয় যে সরকার বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার গুলিকে উজ্জীবিত করবেন এবং বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের অধীনে গ্রন্থাগারগুলির কাজ চালানো হবে। তবে যেহেতু সরকারের আর্থিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ সেজন্য বিষয়টি ধাপে ধাপে অগ্রসর হবে। সেই মর্মে রাজ্য সরকার প্রতি বৎসর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করার ব্যবস্থা নিয়েছেন। এজন্য সরকার অবশ্যই সবার ধন্যবাদ পেতে পারেন।

কিন্তু বর্তমান অবস্থা হলো প্রতি জেলায় প্রতি বৎসর কিছু কিছু গ্রন্থাগারিক নিয়োজিত হচ্ছেন। গ্রন্থাগারিক নিয়োগে তিন রকম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে এবং তিন রকম বেতনের ব্যবস্থা হয়েছে। কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে নাম নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আর গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা যাচ্ছে না। তবে সমস্যা হচ্ছে কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে যে সমস্ত নাম বিদ্যালয়ে পাঠানো হচ্ছে তাদের মধ্যে অনেকেই ইন্টারভিউতে আসছেন না অর্থাৎ বহু পুরাতন সমস্ত নাম পাঠানো হচ্ছে। শিক্ষকদের মতই গ্রন্থাগারিকদের নিয়োগ পদ্ধতি স্থির হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পরীক্ষার ফল অনুসারে নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এ সম্পর্কিত স্মারকলিপি গ্রন্থাগার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তবে নিয়োগ পদ্ধতির কিছু কিছু অংশ গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে প্রয়োগে অসুবিধা হচ্ছে। পরিষদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আরো একটি বিষয় লক্ষ করা যাচ্ছে যে কিছু সার্টিফিকেট পাশ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক পরবর্তীকালে বি লিব. এল. সি পাশ করেছেন তাদের কাউকে কাউকে গ্র্যাজুয়েট+বি লিব এল সি স্তরের বেতন দেওয়া হচ্ছে না। কোন কোন জেলার ডি আই বিষয়টি সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন। পরিষদ মনে করে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে যে আদেশনামা প্রচলিত আছে তা গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে কোন বিরোধ আসে নি। বহু গ্রন্থাগারিক উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চতর বেতন পেয়েছেন। তবুও পরিষদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো গ্রন্থাগারিকদের বিভালয়ের এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য করা হয়েছে। কিন্তু বহু বিদ্যালয়ে লক্ষ্য করা গেছে গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগারের কাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে ক্লাশে পড়ানোর কাজে পাঠানো হয়, পরীক্ষার কাজে লাগানো হয়, এমনকি খাতা দেখার কাজে লাগানো হয়। বহু গ্রন্থাগারিক স্বেচ্ছায় বা বাধ্যতামূলক যেভাবেই হোক না কেন গ্রন্থাগারের বাইরের কাজ করতে বাধ্য হন। এ ব্যবস্থা অভিপ্রেত নয়। পরিষদ এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও ফল কিছু হয়নি। কারণ সরকারী আদেশনামায় এ ব্যবস্থা পরিবর্তন করা যাবে না।

শিক্ষা আন্দোলনের সংগঠনসমূহের সঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী পরিষদের যৌথ আন্দোলনের ফলেই এ ব্যবস্থা দূরীকরণ করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারিকদের প্রতি পরিষদের আবেদন যে গ্রন্থাগার যত ছোটই হোক না কেন ছাত্রদের মধ্যে পাঠস্পৃহা জাগ্রত করার বিষয়ে তাকে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নচেৎ অর্জিত অধিকার চিরকাল বজায় রাখা যাবে না।

## ইতস্ততঃ

( স্মৃতিচারণ )

### অষ্টাদশ পর্বের শেষাংশ

[ লাহোরের স্মৃতি (২) ]

**প্রমীল চন্দ্র বসু**

ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে হুগলী জেলার সে যুগের মানুষ সাধারণতঃ অতিথি বৎসল ছিলেন। শহরেই হোক আর পল্লীগ্রামেই হোক এই সময়ে গ্রন্থাগার সমীক্ষার উদ্দেশ্যে যখন যেখানে গিয়েছি সর্বত্র আতিথেয়তায় আন্তরিকতায় অভিভূত হয়েছি। এক গ্রামে ( যতদূর মনে হয় ) হরেন্দ্র কুমার সুর নামে এক গ্রাম্য হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের বাড়ীতে আমার আতিথ্য গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। খুব সকালে সেখানে পৌঁছে দেখি জরুরি আহ্বানে ডাক্তারবাবু ইতিপূর্বে একটু দূরে রোগী দেখতে গিয়েছেন। বাড়ীতে পদার্পণ করেই বুঝতে পারলাম ডাক্তারবাবুর আর্থিক অবস্থা খুব একটা সচ্ছল নয়; অত্যন্ত সাধারণ অবস্থার লোক তিনি। কিন্তু বাড়ীর পরিবেশ বেশ পরিচ্ছন্ন। গৃহকর্তা সে সময়ে বাড়ীতে না থাকলেও তাঁর বিধবা মা, স্ত্রী এবং ৭।৮ বছর বয়সের একটি ছোট মেয়ের অভ্যর্থনায় এবং যত্ন ও আতিথ্যে মুগ্ধ হলাম। প্রত্যুষে তাঁদের বাড়ী পৌঁছবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাত মুখ ধোওয়ার জন্য গরম জল, ঘরে তৈরী কাঠকয়লার গুঁড়া মাজন এবং পরিষ্কার একখানি গামছা হাতে হাতে জোগান পেলাম। হাতমুখ ধোওয়া শেষ হওয়া মাত্র নানারকম ভাজা মশলার গুঁড়ার সংমিশ্রণ করে তৈরী বেশ মুখরোচক 'গোটা' এবং খাঁটি সর্ষের তেল দিয়ে মাখা একবাটি মুড়ি, ঘরে ভাজা গরম গরম বেগুনি এবং বড় এক গ্লাস ভর্তি সুস্বাদু খেজুর রস পেলাম, প্রাতঃকালীন জলযোগ সেরে নেবার জন্যে। ইতিমধ্যে পাড়ার ছেলেরা এসে গেছে। আমার জলযোগ পর্ব শেষ হলে তারা পরম উৎসাহে আমাকে সাদরে তাঁদের লাইব্রেরিতে নিয়ে গেল। ডাক্তারবাবু লাইব্রেরির প্রেসিডেন্ট। আমরা লাইব্রেরিতে থাকতে থাকতেই তিনি এসে গেলেন। সেখানকার কাজ সেরে বাড়ী ফিরলে আবার মেয়েটি এনে হাজির করল ঘরের গরুর একবাটি গরম দুধ। উল্লেখ করা যেতে পারে তখনকার দিনে পল্লীগ্রামে চা খাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। আমিও কোনদিন চা খাওয়ায় অভ্যস্ত ছিলাম না। অতঃপর আমার আপত্তি সত্ত্বেও ছোট্ট মেয়েটি আমাকে তাদের উঠানে রোদ্দুরে পিঁড়িতে বসিয়ে আমার সর্বাঙ্গে সর্ষের তেল মাখিয়ে দিল স্নান করার আগে। মধ্যাহ্নে ডাক্তারবাবু ও আমি এক সঙ্গেই আহারে বসলাম। আহার্যবস্তুর আয়োজন খুব বেশি না হলেও যা ছিল তার প্রত্যেকটির রান্না খুবই সুন্দর এবং পরিপাটি। ডাক্তার বাবুর মা সযত্নে আমাদের সামনে বসে থেকে আমাকে বিদেশ থেকে আসা ঘরের ছেলের মত যত্নের সাথে খাওয়াতে লাগলেন। আর ডাক্তার বাবুর স্ত্রী দীর্ঘ ঘোমটায় মুখ ঢেকে আহার্য পরিবেশন করছিলেন। আহার শেষ হতেই একঘটি গরম জল, কয়েকটা খড়কে কাঠি আর গামছা নিয়ে হাজির হল ছোট মেয়েটি এবং ঘটি থেকে আমার হাতে জল ঢেলে দিল। অনুসন্ধানে জানলাম বাড়ীতে উপস্থিত অতিথির খাওয়া শেষ না হওয়ায় মেয়েটি নিজে তখনও পর্যন্ত আহার করে নি। এখনও সে কথা যখন মনে করি তখন ভাবি অতিথি সেবার এই আদর্শ এবং শিক্ষার মূল্যবোধ দ্রুত অপসৃয়মান, আমাদের এই দেশের পূর্বকালের অতিথি সেবার সেই আদর্শ, আনন্দ, আয়োজন এবং তার পশ্চাতের মূল বস্তু আন্তরিকতা আর কোনদিন ফিরে আসবে কি এখানে! আবার মনে পড়ে শেওড়াফুলির বাসিন্দা ধনী জমিদার নির্মলচন্দ্র মহাশয়ের বাড়ীর আতিথেয়তার কথা। নির্মলবাবুর মস্তবড় প্রাসাদোপম বাড়ী। সে

বাড়ীর প্রবেশ পথের দুই পাশে খুব উঁচু দুটো থাম; তার একটাতে বাংলায় এবং আর একটায় ইংরেজীতে লেখা আছে "রাজবাটী"। নির্মলবাবুর বয়স তখন অনুমান পঞ্চাশের ঘরে। বৈদ্যবাটি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। সন্ধ্যাবেলা আমার সেখানে পৌঁছুবার কথা; কিন্তু ঘটনাচক্রে এবং কর্ম ব্যস্ততার জন্যে পৌঁছতে রাত্রি প্রায় দশটা হয়ে গেল। শীতের রাত্রি। সন্ধ্যা থেকে দীর্ঘ সময় আমার জন্যে অপেক্ষা করে অবশেষে সবে আহার শেষ করে উঠেছেন নির্মলবাবু, এমন সময়ে আমি উপস্থিত হলাম। নীচে ভৃত্যবর্গকে বলা ছিল; আমি পৌঁছানো মাত্র তারা পরম সমাদরে আমাকে উপরে নিয়ে গেল। রাত্রি হয়ে যাওয়ায় আর বিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে গরম জলে হাত মুখ ধুয়ে আহারে বসার ব্যবস্থার জন্যে আহ্বান জানালেন গৃহকর্তা। আহার্য বস্তু হিসাবে পোলোয়া থেকে আরম্ভ করে আমিষ, নিরামিষ এবং মিষ্টান্নের কতরকম পদ যে রান্না হয়েছে তার হিসাব আজ আর আমার মনে নেই। দোতলার ঘরের মেঝেতে সারি সারি বসানো অনেকগুলি মাটির মালসায় তুষের আগুনের উপরে পৃথক পৃথক পাত্রে ঐ সকল আহার্য বস্তুগুলি সাজিয়ে রাখা আছে যাতে সেগুলি শীতে ঠাণ্ডা হয়ে না যায় এবং গরম থাকে। সম্ভবতঃ বাড়ীতে একটু বেশী পর্দা প্রথার প্রচলন। অন্তরালে মেয়েদের অবস্থিতি উপলব্ধি করলেও সামনে কাউকে আসতে দেখলাম না। নির্মলবাবু এবং তাঁর পুত্রেরা আমার খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সকলেই আমার সামনে উপস্থিত থেকে খাওয়ার তদারকি করলেন। আহারান্তে নানা কারুকার্য খচিত প্রকাণ্ড এক পালঙ্কে অতি কোমল এবং আরামপ্রদ দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করে পরমানন্দকে স্মরণ করতে করতে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হলাম।

পরদিন তারকেশ্বরে বাবা তারকনাথের এস্টেটের অতিথিশালায় এক রাত্রি ছিলাম। তখন রিসিভারের তত্ত্বাবধানে ছিল ঐ এস্টেট। সেখানে পারিবারিক আতিথেয়তা ছিল না বটে কিন্তু অতিথিসেবার সুবন্দোবস্ত ছিল। বিকালে সেখানে পৌঁছিলে আমার জলখাবারের ব্যবস্থা করার পর ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করলেন শীতের রাত্রে ভাত, রুটি এবং লুচির মধ্যে কোনটা আমার পছন্দ-যা আমার ইচ্ছা তাই দেবার ব্যবস্থা হবে। ভাত খেতে অভ্যাস, তেতো বাঙালী আমি, অবশ্য ভাতের কথাই বলেছিলাম। সকল ব্যবস্থাটাই ভাল ছিল। শুনলাম শুধু আমার জন্যে নয়, সকল অতিথি সম্পর্কেই এরকম চালাও ব্যবস্থা।

চন্দননগরে ছিলাম প্রবর্তক সঙ্ঘের অতিথি। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধাভাজন মতিলাল রায়, সন্ধ্যার পরে সমবেত প্রার্থনা ও উপদেশ দানের নিত্যকর্ম সেরে নিয়ে আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ লাইব্রেরী আন্দোলন এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করলেন। তারপর কোন বিষয়ে আমার যেন কোনরকম অসুবিধা না হয় সেজন্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে দৃষ্টি রাখার কথা বলার জন্য সঙ্ঘের কর্মাধ্যক্ষ অরুণবাবুকে ( বোধ হয় পুরা নাম অরুণ চন্দ্র দত্ত ) পুনঃ পুনঃ নির্দেশ দিলেন। এই ভ্রমনকালের কত জায়গায় আরও কত ধরণের কথা উকি দিচ্ছে মনে। তার আরও দু-একটার কথা উল্লেখ করে এই পর্বের শেষ করি।

তাঁত শিল্পের জন্য বিখ্যাত ধনিয়াখালিতে উপস্থিত হলাম একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে। রাত্রে সেখানকার ডাক-বাংলোয় আমার থাকার কথা। ডাকবাংলোর চৌকিদারের বাড়ী অনেক দূরে। আমার জন্যে সে অপেক্ষা করছিল। তার কাছে শুনলাম বাড়ীতে তার স্ত্রী বিশেষ অসুস্থ। বাড়ীতে কাচ্চাবাচ্চা আছে কয়েকটি। তাই সে তখন বাড়ী চলে যাবার জন্য খুবই ব্যগ্র। রাত্রে খাবার মত কোন খাদ্যবস্তু পাওয়া যায় এমন কোন দোকানপাট নিকটে আছে কিনা তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম বেশ খানিকটা দূরে তার বাড়ী যাবার পথে একটা ছোট-খাট মুদিখানা আছে। সেখানে হয়ত মুড়ি পাওয়া যেতে পারে। চৌকিদারের মনের অবস্থা বুঝে রাত্রে আমার খাবার ব্যবস্থা করার জন্য তাকে আর কিছু না বলে

তার সাথে আমি রওনা হলাম দরজার তালা দিয়ে। ডাকবাংলোর চতুর্দিকে বড় বড় গাছ ছাড়া, মানুষের উচ্চতা ছাড়িয়ে আরও উর্ধে উঠেছে এমন সব অনেক বুনো আগাছার জঙ্গলে সমস্ত জায়গাটা বহুদূর পর্যন্ত ভর্তি। আশেপাশে অথবা কাছে পিঠে মনুষ্যবাসের নাম গন্ধ নেই। এখানে পৌঁছে ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের খাতায় নাম লিখতে গিয়ে দেখেছিলাম কচিৎ কদাচিৎ সেখানে কেউ এসে এক আধবেলা থাকেন। রাত্রিবাস কেউ করেছেন এমন কোন প্রমাণ পেলাম না। চৌকিদারের সাথে দোকানে পৌঁছে দেখলাম ভাগ্য ভাল—সেখানে মুড়ি আছে। রাত্রে কেউ আমার নাম ধরে ডাকলেও আমি যেন সাড়া না দিই এবং কোন কারণেই দরজা খুলে যেন বাইরে না আসি সে বিষয়ে আমাকে বারবার সতর্ক করে দিয়ে চৌকিদার তার বাড়ী চলে গেল। আমি ডাকবাংলোয় ফিরে এলাম। তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। চৌকিদার হ্যারিকেন একটা রেখে গেছে বটে কিন্তু তাতে কেরোসিন অতি সামান্যই ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সেটি কয়েকবার দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে নিভে গেল। সঙ্গে রাখা মোমবাতি খুঁজে পেলাম না। একখানা বই পড়ছিলাম। অগত্যা পড়া বন্ধ করে টর্চ জেলে বিছানা পেতে এবং অন্ধকারে বসে মুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লাম। ভিতরে সর্বত্র ঘুটঘুটে অন্ধকার, কোথাও জনপ্রাণীর কোন সাড়াশব্দ নেই। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, শীতকাল তাই রক্ষা, নইলে গরমকাল হলে চতুর্দিক যেরকম ঘন জঙ্গল এবং দরজা জানালার যেরকম ভগ্নাবস্থা তাতে সাপের ভয়ে টর্চ জেলে রেখে হয়তো বসে থেকে সারা রাত্রি কাটাতে হতো। পথের ক্লান্তিতে শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়লাম। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, বাইরে গাছের নীচে পড়ে থাকা শুকনো পাতার উপর দিয়ে পায়ে চলার খস্‌খস্‌ শব্দে। চৌকিদারের সাবধান বাণী মনে পড়ে গেল। ভাবলাম পদ শব্দের পর এইবার বোধহয় চৌকিদারের ইঙ্গিতে বলা সেই 'নিশির ডাক' আসবে। কিন্তু না, কোন ডাক এলো না। পায়ের শব্দও মিলিয়ে গেল দূরে। ভাবলাম যাক এ যাত্রা নিশির হাত থেকে বেঁচে গেলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার পায়ের শব্দ। তারপর আবার তা' ক্রমে ক্রমে দূরে সরে গেল। অনেকবারই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হল। মানসিক অবস্থিতে ঘুম আর আসছে না। ভাবলাম 'নিশি' আশেপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বোধহয় সময় এবং সুযোগ বুঝে নাম ধরে ডাক দেবেন। কোনদিকে একটুও ফাঁক না রেখে গায়ের লেপটায় আপাদমস্তক মুড়ে, চোখ বন্ধ করে, নিঃশব্দে শুয়ে রইলাম। ভাবলাম নিশি এবার আর কোনমতে আমার নাগাল পাবেন না।

ভোরে কিছু দেরী হলে উঠে দেখলাম, কয়েকটা শূয়োর ডাকবাংলোর পাশে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন নিশির পায়ের শব্দের আসল রহস্যটা বুঝলাম। ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড ঘটে গেছে। সেটাও বলি। ভোর রাত্রের দিকে এক সময়ে কিছু দূর থেকে স্পষ্ট অথচ করুণ এক কান্নার শব্দে শিউরে উঠেছিলাম। কঁকিয়ে কঁকিয়ে সেই একটানা কান্নার শব্দের যেন আর বিরাম নেই। ডাক বাংলোর কিছু দূরে কয়েকটা তালগাছ দেখেছিলাম সন্ধ্যেবেলা। মনে হোলো শব্দটা ঐ তালগাছের দিক থেকেই আসছে। তাহলে সত্যিই এটা কি পেত্নীর কান্না। তা যদি না হবে তবে অত উঁচু গাছ থেকে এত ভোরের মিহিগলায় কে আর কাঁদবে? সে বয়সে যুক্তি দিয়ে ভূত প্রেতে বিশ্বাস না করলেও জনমানবশূন্য ঐ জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার ঘরে একা শুয়ে এই করুণ কান্নার শব্দে বোধহয় অবচেতন মনে লুকিয়ে থাকা ছেলেবেলাকার ভূতের ভয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। কি করব বুঝতে না পেরে লেপটাকে গায়ে আরো ভালোভাবে জড়িয়ে আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে এক সময় অস্পষ্টভাবে মনে পড়লো কবে কতদিন আগে আর একবার যেন ঠিক এইরকম এক কান্না শুনেছিলাম এক জায়গায়। ভীতি বিহ্বল চিত্তে স্মৃতিমন্থন করতে করতে সহসা এক পুরোনো ঘটনার কথা মনে পড়লো।

অনেকদিন আগে কিশোর বয়সে কোন প্রয়োজনে

একদিন অতি প্রত্যুষে জনশূন্য এক মাঠের মধ্য দিয়ে আমার একা যাবার প্রয়োজন হয়েছিল। মনে পড়লো রাত্রের আঁধারও তখনও সম্পূর্ণ সরেনি। মাঠের মধ্যে কিছু দূরে এক তালগাছ থেকে ভেসে আসা এইরকম এক কান্নাকে সেদিনও প্রথমে পেত্নীর কান্না ভেবেই আমি আতঙ্কিত হয়েছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই ভোরের অস্পষ্ট আলোয় এক মা শকুনিকে উড়ে এসে ঐ তালগাছের মাথায় বসতে এবং তার বাচ্চাদের কিছু খাওয়াতে দেখি। আরও দেখলাম কান্নার শব্দও সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। বুঝলাম শকুন বাচ্চারা ক্ষিধের জ্বালায় অথবা মায়ের অভাবে ঐ ভাবে কাঁদছিল। আর সেই কান্নাকে আমি সেদিনও পেত্নীর কান্না বলেই মনে করেছিলাম, আজও যে ঐ রকম কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সে সম্বন্ধে মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। এবং মন থেকে ভয়টা দূর হয়ে গেল।

হুগলী জেলায় ভ্রমণকালে কতভাবে এবং কতরকম যানবাহনে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে নানা জায়গায় তার কিছু ঠিকানা নেই। কোথাও ধান ক্ষেতের অবারিত মাঠের মধ্যে আলের উপর দিয়ে কয়েক মাইলের দীর্ঘপথ পদব্রজে; কখন বা কোথাও গো যানে, কোথাও বাসে, ট্রেনে, নৌকায়, ষ্টীম লঞ্চে অথবা সাইকেলে যাওয়া আসা করেছি। অন্য যানের অভাবে একদিন পাল্কিতে যাচ্ছিলাম কিছু দীর্ঘ পথ। পাল্কির বেহারাদের সুরসংযোগে গান, ও হাঁক ডাক শুনে গাঁয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এবং মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা টেনে বৌ ঝিরা দেখি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধারে নববিবাহিত বরবধূ দেখার আশায় ও আগ্রহে। ঐ সব স্থানে কচিৎ কখনও পাল্কি চলে। যে সব পাল্কি কালেভদ্রে চলে তারা সাধারণতঃ নব বিবাহিত বরবধূই বহন করে। বর অপেক্ষা বধূ দেখার আগ্রহটাই বেশী। বরবধূ দেখতে এসে টোপরহীন শুধু বর দেখে সকলে যে হতাশ হচ্ছিল তাদের মুখ দেখে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। মনে আছে এক সময়ে ছোট একদল সাহসী বালক এগিয়ে এসে বেহারাদের জিজ্ঞাসা করেছিল 'কনে কোথায়? কনের পাল্কী পেছনে আসছে নাকি?' বেহারারা রহস্য করে উত্তর দিয়েছিল—"কনেকে ডাকাতে নিয়ে গিয়েছে।" সে কথা শুনে বিস্ফারিত নেত্রে তারা ফিরে গেল বটে কিন্তু ব্যাপারটির নিষ্পত্তি দেখানেই হয় নি। পরবর্তী কয়েকদিন ঐ অঞ্চলে কয়েকটি গ্রামে ভ্রমণকালে লোকের মুখে মুখে শুনতে পেলাম কিভাবে পথ থেকে পালবাহারা এক নব বধূকে ডাকাত দল অপহরণ করেছে তার চাঞ্চল্যকর কাহিনী। সেই কল্পিতা, অপহৃতা নববধূর বিয়ে-না-করা স্বামী যে তাদের সামনেই সশরীরে হাজির রয়েছে সে সব লোকের কারো মনে সে সন্দেহ একবারও জাগেনি।

আর একদিন কোন এক গ্রামে উপস্থিত হলে পূর্ব ব্যবস্থামত গ্রামের কিছু লোক আমাকে তাঁদের অনাড়ম্বর ক্ষুদ্র গ্রাম্য লাইব্রেরীতে নিয়ে গেলেন। যাবার পথে আরও কিছু লোক আমাদের সঙ্গ নিলেন। লক্ষ্য করলাম, তার মধ্যে রুক্ষ চেহারার মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক যেন সকলের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলছিলেন। লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম এবং আলোচনাদি সেরে আমরা যখন প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করছি তখন দেখা গেল ঐ ভদ্রলোক "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'র একখণ্ড গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠে মগ্ন আছেন। লাইব্রেরীর সেক্রেটারী তখন ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন "এখন লাইব্রেরী বন্ধ করে আমরা সকলে চলে যাব।" অসহায় দৃষ্টি মেলে ভদ্রলোক সেক্রেটারিকে একান্ত সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—একদিনের জন্যে বইটি তিনি নিতে পারেন কিনা। উপস্থিত প্রায় সকলের চোখে মুখে কৌতুক মিশ্রিত একটা চাপা হাসির লক্ষণ দেখা গেল। ব্যাপারটা আমি ঠিক অনুমান করতে পারলাম না। মনে হল সেক্রেটারি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ও সন্দিগ্ধভাবে তাঁর অনুরোধ রাখতে সম্মত হলেন। পরে শুনলাম—ভদ্রলোকের অবস্থা বেশ সচ্ছল। লেখাপড়াও মোটামুটি জানেন। কিন্তু তাঁর মেজাজ বড় রুক্ষ এবং প্রকৃতি খিটখিটে। তিনি শুধু

যে কোনদিন লাইব্রেরীর দরজা মাড়ান না তাই নয়, তিনি লাইব্রেরীর একজন প্রচণ্ড সমালোচক ও প্রবল বিরোধীপক্ষও বটে। সব জানার পর আমি সেক্রেটারিকে বললাম, বইটা তাঁকে পড়তে দিয়ে তিনি ভালই করেছেন। আমার ধারণা অন্য বহুলোকের মত তিনিও তাঁর নিজের মনে কোন বিষয়ে পাঠের আকাঙ্ক্ষা যে সুপ্ত আছে সে খবর রাখতেন না। আজ দৈবক্রমে তাঁর রুচিমত বই হাতে পড়ায় সম্ভবতঃ তাঁর সেই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার জাগরণের সাড়া লেগেছে। মনে হয়, অতঃপর তিনি লাইব্রেরীর নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক হবেন। পরে জেনেছিলাম আমার অনুমানই ঠিক ছিল। পরবর্তীকালে তিনি লাইব্রেরীর একজন অত্যুৎসাহী সভ্য ও পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন এবং আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্যদানে লাইব্রেরীকে পুষ্ট করেছিলেন। এইরকম নানা অভিজ্ঞতায় ভরা আমার হুগলী জেলা ভ্রমণের দিনগুলো একদিন শেষ হল।

একত্রিশ দিনের একটানা ভ্রমণে হুগলী জেলার অনেক লাইব্রেরী পরিদর্শন এবং তাদের অবস্থা সমীক্ষার পর রিপোর্ট তৈরী হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে ঐ জেলার রাজবলহাটে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য সভায় উদ্যোক্তাদের অনুরোধে ঐ রিপোর্ট সেখানে উপস্থিত করা হয়েছিল। ঐ সভায় বিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বিশিষ্ট অধ্যাপক ও সাংবাদিক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষাবিদ অনাথনাথ বসু প্রভৃতি বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছিল। সভায় রিপোর্টটি বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। এই সভা উপলক্ষে এঁদের অনেকে একটা রাত্রি সেখানে বাস করেছিলেন। আমিও ছিলাম তাঁদের সাথে। অপরাহ্নে মাঠের মধ্যে একসঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে ঐ সব জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের অনেকের সাথে ব্যক্তিগত পরিচয়ের এবং পরে সেই পরিচয় স্থায়ী হবার সুযোগ হয়েছিল আমার। রাজবলহাটের উল্লেখ সূত্রে বলা যেতে পারে যে, হুগলী জেলা পরিভ্রমণকালে এই রাজবলহাটে শ্রীমহাভারত ভেরালি নামে এক যুবক কর্তৃক পরিচালিত একটি অতি উৎকৃষ্ট গ্রামীণ গ্রন্থাগার দেখেছিলাম। অতি সুন্দর ঐ রকম গ্রাম্য গ্রন্থাগার আমি আর কোথাও দেখিনি।

হুগলী জেলার সরজমিনে গ্রন্থাগারের এই বিশদ সমীক্ষা অবিভক্ত বঙ্গদেশে তো বটেই, সম্ভবতঃ সর্বভারতে এই ধরণের সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার সমীক্ষার গৌরব দাবী করতে পারে। এই সমীক্ষার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অনতিকাল পরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক কলকাতায়, হাওড়া শহরে এবং এখনকার বাংলাদেশের অন্তর্গত কুমিল্লায় গ্রন্থাগার সমীক্ষার আয়োজন এবং ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই প্রয়াসকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি বিশেষ ধাপ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

[ ক্রমশঃ ]

[ সাহিত্যিকার ১৫।২।৮১ তারিখের অধিবেশনে পঠিত ]

# সাধারণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থসংগ্রহ

অনুপ কুমার সরকার

১। **ভূমিকা :** 'সাধারণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থসংগ্রহ' এই বিষয়ের উপর আলোচনা করার পূর্বে সাধারণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক ধারণা করে নেওয়া প্রয়োজন। Unesco Manifesto for Public Library অনুযায়ী, A Public library **'is open for free use on equal terms to all members of the community, regardless of occupation, creed, class or race'.** পেশা, ধর্মমত, শ্রেণী বা জাতিভেদ ব্যতিরেকে সমাজের সকল মানুষের জন্য একই শর্তে ব্যবহারের সুযোগ সম্বলিত নিঃশুল্ক গ্রন্থাগারকে সাধারণ গ্রন্থাগার বলে। সংজ্ঞাটি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ব্যবহারকারীদের ব্যাপকতার কারণে সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন ব্যক্তি সাধারণ গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারী হতে পারেন। এমনকি একজন নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। পাঠকের নানাধরণের চাহিদা মেটানোর জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারকে নানাবিধ পাঠ্য-সম্ভারের আয়োজন রাখতে হয়। ফলে সাধারণ গ্রন্থাগারের সংগ্রহ হয় মূলতঃ পাঠকের প্রয়োজন ভিত্তিক। সাধারণ গ্রন্থাগারে বিশেষতঃ ছোট গ্রন্থাগারে কি ধরণের বই থাকবে সে সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের যে উক্তি স্মরণযোগ্য তা হল, "ছোট লাইব্রেরী বলতে আমি বুঝি, তাতে সকল বিভাগের বই থাকবে, কিন্তু একেবারে চোখা চোখা বই। বিপুলায়তন গণনার বেদীতে একটি বইও থাকবে না, প্রত্যেক বই থাকবে নিজের বিশিষ্ট মহিমা নিয়ে।" উক্তিটি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সাধারণ গ্রন্থাগারের গুণ বা শ্রেষ্ঠত্ব গ্রন্থাদির সংখ্যা দিয়ে বিচার হবে না। কত ভাল, প্রয়োজন ভিত্তিক বা ব্যবহারোপযোগী বই আছে তা দিয়ে বিচার হবে না, বিচার হবে ঐ গ্রন্থরাজি কত বেশী ব্যবহার হয় তা দিয়ে। ফলে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সীমিত আর্থিক ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন ভিত্তিক গ্রন্থ সংগ্রহ করার নীতিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

২। **গ্রন্থসংগ্রহের প্রকারভেদ :** গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সংগ্রহ দুভাবে হতে পারে, (ক) দান হিসেবে ও (খ) ক্রয়ের মাধ্যমে। যে কোন ধরণের গ্রন্থই দান হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। দান হিসাবে প্রাপ্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করা উচিত, তবে তা অবশ্যই প্রয়োজন ভিত্তিক হবে, কারণ অপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করে গ্রন্থাগারের স্থান পূরণ করলে পরবর্তীকালে প্রয়োজন ভিত্তিক গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য স্থান সংকুলান করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া ক্রয় ক্ষেত্রে যে গুণগতমান গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে, তা দান হিসাবে প্রাপ্ত গ্রন্থের ক্ষেত্রেও বিবেচিত হওয়া উচিত।

৩। **অর্থ সংস্থান ও ব্যয়ের পদ্ধতি :** সাধারণ গ্রন্থাগারে বেশীর ভাগ পাঠকই চিত্ত বিনোদনমূলক বা অবসর বিনোদনে উপযোগী গ্রন্থপাঠে আগ্রহী। এই উদ্দেশ্যে পাঠক সমাজ মাঝে মাঝে এমন সমস্ত গ্রন্থের দাবী করেন যা সামাজিক অবক্ষয়কে আমাদের চোখের সামনে হাজির করে। গ্রন্থ নির্বাচনের প্রাক্কালে এই বিষয়ে সচেতন হওয়া একান্ত আবশ্যক। যদিও সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম দায়িত্ব সুস্থপথে পাঠকের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করা। তবে সেই সাথে গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়মুখী গ্রন্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে সর্বসাধারণের অর্থেই সাধারণ গ্রন্থাগারের ব্যয় নির্বাহ হয়ে থাকে। এখানে জনস্বার্থ ই সর্বাগ্রে বিবেচ্য; জনস্বার্থের পরিপন্থী এমন কোন গ্রন্থই সংগ্রহ করা উচিত নয়। আবার গ্রন্থাদি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগারকে শুধুমাত্র বর্তমান ব্যবহারকারী ( current users )-দের কথা বিবেচনা করলেই চলবে না। ভবিষ্যৎ বা কাম্য ব্যবহারকারী

((Future or Anticipated users)-দের কথাও বিবেচনা করতে হবে। প্রশ্ন আসে এইসব গ্রন্থাদি ক্রয়ের জন্য অর্থসংস্থান কিভাবে হবে? বা প্রাপ্ত অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হবে? পূর্বেই বলেছি, যে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক ক্ষমতা সীমিত। সুতরাং এই সীমিত সংস্থান বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করা প্রয়োজন। একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক এই রাজ্যে 'সাধারণ গ্রন্থাগার আইন' প্রবর্তিত হওয়ার পর রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিতে আর্থিক অনুদানের বিষয়টি নিয়মিত করা হয়েছে। সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী অনুদানের একটি অংশ গ্রন্থাদি ক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট। এই বরাদ্দকৃত অর্থের কত অংশ কোন বিষয়ের গ্রন্থক্রয়ের জন্য ব্যয়িত হবে মূলতঃ এটাই নির্ধারণের বিষয়। সরকারী নির্দেশনামায় এটা পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা কতভাগ বিষয়ানুগ গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য ব্যয় করতে হবে। ঐ অংশের গ্রন্থ নির্বাচনের জন্য 'নির্বাচিত পুস্তক তালিকা' ( পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক সংকলিত ) ব্যবহার করতে হবে। রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় এ যাবৎ এরূপ বেশ কয়েকটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। ঐ তালিকার চিত্ত বিনোদনমূলক গ্রন্থ ব্যতীত বিভিন্ন বিষয় এবং শিশু ও কিশোরদের উপযোগী গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে ঐ বরাদ্দের কত অংশ কোন বিষয়ের জন্য ব্যয়িত হবে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা না থাকায় এটা সুস্পষ্ট যে গ্রন্থ নির্বাচনে গ্রন্থাগারের চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের উপর ব্যয়ের অনুপাত স্থির করতে হবে। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন্ কর্তৃক প্রচারিত পুস্তক সংগ্রহনীতিতে এরূপ বিষয়ানুগ গ্রন্থক্রয়ের কথা বলা হয়েছে। গ্রন্থাদি ক্রয়ের জন্য সর্বমোট অনুদানের শতকরা ২০-২৫ ভাগ অর্থ পত্র-পত্রিকা ক্রয়ের জন্য ব্যয় করা যেতে পারে। এই পত্র-পত্রিকা নির্বাচনে দৈনিক সংবাদপত্র ছাড়াও সুস্থ ও চিত্তবিনোদন মূলক পত্রিকা, শিশু ও কিশোরদের উপযোগী পত্রিকা ( যেমন আনন্দমেলা, শুকতারা, কিশোরভারতী ইত্যাদি ) বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা ( যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান, সায়েন্স টু-ডে ), জীবন ও জীবিকার সাথে জড়িত পত্রিকা ( যেমন Competition Master, Employment News ) প্রভৃতি বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। অবশিষ্ট অনুদান ব্যয়িত হবে গ্রন্থাগারের নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী গ্রন্থক্রয়ে। এই অর্থ যেমন সুস্থ চিত্ত বিনোদনমূলক গ্রন্থ ক্রয়ে ব্যয়িত হবে, তেমনি বিজ্ঞান দর্শন, ধর্ম, অর্থনীতি, ইতিহাস, সর্বোপরি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য- ( Classical Literture ) যেমন রবীন্দ্রনাথ, প্রেমচন্দ শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, গোর্কি, টলস্টয়, সেক্সপীয়র সমরসেট ম্যম, প্রভৃতি লেখকের, সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার ( যেমন শিল্পাঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্পপ্রসার উপযোগী, গ্রামাঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থা প্রসার উপযোগী ) জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ের গ্রন্থ ক্রয়ে ব্যয়িত হবে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর ব্যয়ের অনুপাত অবশ্যই গ্রন্থাগারের পাঠকের চাহিদার দ্বারা নির্ধারণ করলে ভাল হয়। আবার শুধুমাত্র পাঠকের 'প্রয়োজনভিত্তিক' বা 'চাহিদাভিত্তিক' এই নীতিতে গ্রন্থাগারের আহরণ ভেদে ( যেমন জেলা গ্রন্থাগার, মহকুমা বা শহর গ্রন্থাগার, গ্রামাণ/প্রাথমিক/এ্যরা লাইব্রেরী) নমনীয় হওয়া প্রয়োজন। ছোট লাইব্রেরীর তুলনায় বড় লাইব্রেরীতে এই নীতি কিছুটা শিথিল করা যেতে পারে। এখানে একথা পুনরায় স্মরণ করা দরকার যে, জাতীয় সংস্থাতর পক্ষে ক্ষতিকারক, জাতিভেদ সাম্প্রদায়িক বা অপসংস্কৃতমূলক গ্রন্থ কখনই নির্বাচন করা বা সংগ্রহ করা উচিত হবে না।

৪ সাহায্যকারী গ্রন্থাদি বা সূত্র ( Tools or Source ) : সাধারণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাদি নির্বাচনে যে সকল সহায়ক বা সূত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে সেগুলিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ৪১. প্রামাণিক বা পুঁথিগত সূত্র (Documentary Source )। ৪২ প্রতিষ্ঠানগত সূত্র ( Institutional Source ) ৪৩. ব্যক্তি সূত্র ( Human Source )

৪১. প্রামাণিক বা পুঁথিগত সূত্র ( Documentary Source) কে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন,

৪১১ গ্রন্থপঞ্জি বিষয়ক ( Bibliographical ) : বিভিন্ন গ্রন্থপঞ্জী পুস্তক নির্বাচনে বিশেষ সহায়ক বলে বিবেচিত হতে পারে। যেমন,

ক) **নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা**, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। ১৯৬২।

—বিভিন্ন বিষয়মুখী গ্রন্থ নির্বাচনে ও গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে ভারসাম্যযুক্ত করার জন্য বিশেষ উপযোগী।

খ) **বাংলা শিশু সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী** বাণী বসু সংকলিত। ১৯৬৫।

—১৮১৮ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে প্রকাশিত শিশু সাহিত্যের তালিকা। শিশু ও কিশোরোপযোগী গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা নির্বাচনে বিশেষ উপযোগী।

গ) **বাংলা গ্রন্থপঞ্জী**; ক্রয়লভ্য বাংলা গ্রন্থের বিষয়ানুগ তালিকা। সম্পাদক : সুনীল কুমার রায়। ১৯৮০। ২য় সং ১৯৮৬।

শ্রাবণ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত ক্রয়লভ্য পুস্তকের বিষয়ানুগ তালিকা। এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী, শিশু ও কিশোর সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী ও নন্দ সাক্ষরদের উপযোগী গ্রন্থের তালিকা সংযোজিত হয়েছে।

ঘ) **জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী**; বাংলা বিভাগ। ১৯৭৯-৮১ সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরী। ১৯৮৫।

—১৯৭৯ সাল থেকে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বাংলা গ্রন্থের বিষয়ানুগ তালিকা। বাংলা ভাষায় লেখা বিভিন্ন বিষয়ের উপর গ্রন্থ নির্বাচনে বিশেষ সহায়ক।

**Indian National Bibliography** : Central Reference Library, Calcutta, 1957—

—ভারতের ১৪টি ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের বিষয়ানুগ মাসিক ( বার্ষিক হিসাবে পঞ্জীভূত) তালিকা। ১৯৪৪ সালের পুস্তক ও সংবাদপত্র সরবরাহ আইন ( ১৯৫৩ সালে সংশোধিত ) অনুযায়ী জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক সংগৃহীত গ্রন্থ ( সংগীত, স্বরলিপি, ( Musical Score ), ম্যাপ, পত্রিকা, সংবাদপত্র ব্যতীত ) এর বর্গানুক্রমিক তালিকা ( Classified list )। বিষয়ানুগ গ্রন্থনির্বাচনে বিশেষ উপযোগী।

ঙ) **National Bibliography of Indian Literature** (1901-1953) 4v. New Delhi Sahitya Academi. 1962-76

১৯০১ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ইংরাজী ভাষা সহ ভারতী সংবিধানের অষ্টম Sbhedule-এ বর্ণিত ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা, ভাষা, জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী সহ মানব বিদ্যার গ্রন্থসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চ) **বাংলা সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী** : ( ১৯৪৭-১৯৬৯ ) শামসুল হক। ঢাকা পাকিস্তান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ১৯৭৩।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত সাহিত্য বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, লোক-সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিধান, প্রভৃতি ৫২টি বিষয়ের উপর বিষয়ানুগ গ্রন্থপঞ্জী।

ছ) **বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী** : ১৯৭৩। ঢাকা, ১৯৭৫। গ্রন্থস্বত্ব আইনে বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারে জমাকৃত বাংলাদেশে প্রকাশিত বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ ( পাঠ্য পুস্তক, মানচিত্র, জাতীয় সংসদের বিতর্ক ও ধারাবিবরণী, প্রথম সংখ্যা ছাড়া সাময়িকী এবং খবরের কাজ ) এর বর্গানুক্রমিক তালিকা ( Classified list )

৪১২. **পুস্তক পর্যালোচনা বা সমালোচনা** ( Review of books published in different newspapers and journals ) :

বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকা নিয়মিতভাবে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশ করে থাকে। ঐ সমালোচনা পুস্তক নির্বাচনে বিশেষ সহায়ক। পাঠকের সুবিধার জন্য দৈনিক সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে কয়েকটি সংবাদপত্রের নাম, সপ্তাহের কি বারে পুস্তক সমালোচনা থাকে এবং সমালোচনার জন্য ঐ সংবাদপত্রে ব্যবহৃত শিরোনাম, পত্রিকার ক্ষেত্রে কয়েকটি পত্রিকার নাম, প্রকাশনার পর্যায় ( Periodicity) এবং যে শিরোনামে পুস্তক সমালোচনা হয়ে থাকে তা দেওয়া হল।

৪১২.১. দৈনিক সংবাদপত্র

| সংবাদপত্রের নাম | সপ্তাহের যে বারে পুস্তক সমালোচনা থাকে | পুস্তক সমালোচনার জন্য ব্যবহৃত শিরোনাম |
|---|---|---|
| আজকাল | বৃহস্পতিবার | বই ও বই-এর জগৎ |
| আনন্দবাজার পত্রিকা | সোমবার | পুস্তক পরিচয় |
| বর্তমান | বুধবার | বই পাতা |
| বসুমতী | মঙ্গলবার | গ্রন্থ আলোচনা/সমালোচনা |
| যুগান্তর | মঙ্গলবার | গ্রন্থবার্তা |
| Amrita Bazar Patrika | Sunday | Books |
| The Statesman | Sunday | Literary |
| The Telegraph | Sunday | Books |

৪১১.২. পত্র-পত্রিকা

| পত্রিকার নাম | প্রকাশনার পর্যায় | শিরোনাম |
|---|---|---|
| কলেজ ষ্ট্রিট | সাপ্তাহিক | পুস্তক আলোচনা |
| চতুরঙ্গ | মাসিক | গ্রন্থসমালোচনা |
| জ্ঞান-বিজ্ঞান | পাক্ষিক | বইপত্র |
| দেশ | সাপ্তাহিক | গ্রন্থলোক |
| পরিচয় | মাসিক | পুস্তক পরিচয় |
| বুধমানস | ত্রৈমাসিক | বইপত্র |
| সমতট | ত্রৈমাসিক | পুস্তক পরিচয় |
| সংস্কৃতি ও সমাজ | ত্রৈমাসিক | পুস্তক পরিচিতি |

৪১৩. **প্রকাশকদের ক্যাটালগ** (Publishers'Catalogue) প্রকাশকদের প্রকাশিত পুস্তক তালিকা পুস্তক নির্বাচনে কিছু পরিমাণে সাহায্য করে থাকে। ঐ তালিকায় ক্রয়লভ্য পুস্তক, তার সর্বশেষ মূল্য, সংস্করণ প্রভৃতি পাওয়া যায়। অনেক সময় স্বতন্ত্র প্রকাশক বিষয়ানুগ পুস্তক তালিকা প্রকাশ করে থাকে। এটিও পুস্তক নির্বাচনে সাহায্য করে থাকে। তবে বহুক্ষেত্রে প্রকাশের সন উল্লেখ থাকে না।

৪১৪. **অন্যান্য :** যেমন 'দেশ' 'সাহিত্য সংখ্যায়' প্রদত্ত এক বৎসরের প্রকাশিত সুগ্রন্থের তালিকা পুস্তক নির্বাচনে বিশেষ সহায়ক বলে বিবেচিত হয়।

এতদ্ব্যতীত পুস্তক প্রদর্শনী, বইমেলা, সাধারণ গ্রন্থাগার গুলির পক্ষে পুস্তক নির্বাচন ও ক্রয়ের জন্য উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচিত হয়। বই মেলার মাধ্যমে গ্রন্থ ও গ্রন্থ ব্যবহারকারীর মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ ঘটে। ফলে গ্রন্থের ভালমন্দ যাচাই করা সম্ভব হয়, অনেক নূতন ও পুরাতন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

৪২. **প্রতিষ্ঠানগত ( Institutional Source ) :** কোন নির্দিষ্ট সাধারণ গ্রন্থাগারের নির্বাচিত গ্রন্থতালিকা ( যেমন শহর গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে জেলা গ্রন্থাগারের তালিকা ) পুস্তক নির্বাচনে সহায়ক হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এতদ্ব্যতীত আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার সুযোগের সদ্ব্যবহার

গ্রন্থাদি নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করে। যেমন মূল্যবান রেফারেন্স বই নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলি যদি আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে পারে, তবে সে ক্ষেত্রে এক গ্রন্থাগারে সংগৃহীত রেফারেন্স বই ঐ স্থানের অপর গ্রন্থাগার সংগ্রহ না করলেও চলে যায়।

৪৩. **ব্যক্তি সূত্র** ( Human Source ) : গ্রন্থ নির্বাচনে ব্যক্তি সূত্রের গুরুত্ব কম নয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তি বলতে গ্রন্থাগারের সদস্য বা পাঠক, গ্রন্থাগারের কর্মী বা পরিচালনা সমিতির সদস্যদের বুঝায়। এ ছাড়াও প্রয়োজনে বিদগ্ধজনের মতামতও গ্রহণ করা যেতে পারে। ডঃ এস. আর রঙ্গনাথনের তৃতীয় সূত্র ( প্রতিটি পাঠকের জন্য বই ) সফল করার জন্য পুস্তক নির্বাচনে পাঠক বা ব্যবহারকারীদের মতামতের গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। নির্দিষ্ট পত্রকে (Slip) [ পরে দেখানো আছে ] পাঠক তার পছন্দকে ব্যক্ত করতে পারেন। তাঁর পছন্দকৃত গ্রন্থটি যদি সুগ্রন্থ হয়, তবে পুস্তক নির্বাচনী সমিতি বা পরিচালন সমিতি অনায়াসেই সে গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য অনুমোদন করতে পারে।

৫। তথ্য আহরণের পদ্ধতি : পুস্তক নির্বাচনের জন্য পূর্বে ( ৪৩এ ) উল্লেখিত পত্রক বা Slip-এ নিম্নে দেখানো বয়ান ( Proforma ) ব্যবহার করা যেতে পারে। ৫″ × ৩″ কার্ড বা Slip-এ বয়ানটি মুদ্রিত করে নিলে ভাল হয়।

---

গ্রন্থাগারের নাম
ঠিকানা
গ্রন্থ নির্বাচন পত্রক

মাননীয় গ্রন্থাগারিক,

মহাশয়,

আমি পত্রকের ২য় পৃষ্ঠায় উল্লেখিত গ্রন্থটি গ্রন্থাগারে সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

তাং—

পাঠক/ব্যক্তির স্বাক্ষর
সদস্য সংখ্যা.....

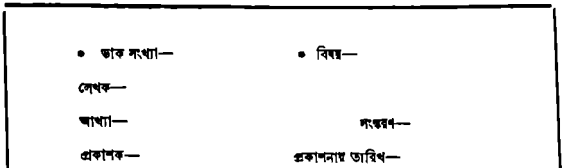


গ্রন্থ নির্বাচনে এরূপ মুদ্রিত পত্রক বা কার্ড ব্যবহারের সুবিধা হল যে, এগুলি লেখকের নাম অনুযায়ী বা বিষয়ানুযায়ী বা ডাক সংখ্যা বা অন্য কোন পদ্ধতি অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা যায়। ফলে ভবিষ্যতে পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনে একই গ্রন্থ একাধিকবার ক্রয়ের সম্ভাবনা থেকে সাবধান হওয়া যায়। আবার ডাক সংখ্যা ( Call No ) থাকার ফলে ক্রয় হওয়ার পর গ্রন্থটি মকে প্রেরণ করা হলে এই কার্ড মক তালিকা পুস্তক ( Shelf List Card ) হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬। **তালিকা প্রস্তুতকরণ (Preparation of List) :** পুস্তক নির্বাচনের পর পুস্তক নির্বাচন উপসমিতি বা পরিচালন সমিতির অনুমোদনের জন্য পেশ করার পূর্বে একটি তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এই তালিকা নিম্নলিখিত স্তম্ভ ( Column ) অনুযায়ী বিভক্ত করলে ভাল হয়।

১। ক্রমিক সংখ্যা ২। লেখকের নাম ৩। আখ্যা ৪। সংস্করণ ৫। প্রকাশক ৬। প্রকাশনার তারিখ ৭। মূল্য ৮। সূত্র [ গ্রন্থপঞ্জী/গ্রন্থসমালোচনা/পাঠক ] ৯। মন্তব্য।

এই তালিকার সাথে তালিকাভুক্ত গ্রন্থের একটি বিষয় ভিত্তিক সারণি ( Table ) সংযোজন করলে ভাল হয়। যেমন,

| | সাহিত্য | দর্শন | ধর্ম | বিজ্ঞান | খেলাধুলা | চিত্তবিনোদন মূলক | অন্যান্য | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্বে সংগৃহীত | | | | | | | | |
| নির্বাচিত | | | | | | | | |
| অনুমোদিত | | | | | | | | |

এরূপ সারণি ব্যবহার করলে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গ্রন্থের সংগ্রহকে ভারসাম্যযুক্ত ( Balanced ) করা সম্ভব। 'পূর্বে সংগৃহীত' গ্রন্থের পরিসংখ্যান থাকলে নূতন গ্রন্থ নির্বাচন ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হয়। তালিকার শেষে পরিচালন সমিতি মতামত বা কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর দেওয়ার জন্য স্থান নির্দিষ্ট রাখা প্রয়োজন।

# গ্রন্থাগার সংবাদ

সংকলন : অনুপ কুমার সরকার

**চব্বিশ পরগণা ( উত্তর )**

**সঙ্ঘম পাঠাগার, প্রতাপগড়, নিমতা :** গত ১৫ই নভেম্বর, '৮৭ সঙ্ঘম পাঠাগারের উদ্যোগে 'যুদ্ধ ও শান্তি' এই বিষয়ে একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীপ্রবীর দে। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সম্পাদক শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার ফলাফল, পারমাণবিক বোমার আবিষ্কার এবং হিরোশীমা নাগাসাকির ধ্বংসলীলার উল্লেখ করে বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক যুদ্ধের বড়যন্ত্রের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

**জলপাইগুড়ি :**

**পাণ্ডাপাড়া পাঠাগার ও সাংস্কৃতিক সংঘ :** গত ৫ই নভেম্বর, '৮৭ পাঠাগারের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন ১নং খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী। উল্লেখ্য যে ভবনটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংস্থার সম্পাদক শ্রীননী মুখুটি।

[ উৎস : জলপাইগুড়ি ১লা ডিসেম্বর '৮৭ ]

**বাঁকুড়া**

**জয়পুর গ্রামীণ গ্রন্থাগার :** গত ২১শে নভেম্বর, '৮৭ জয়পুর গ্রামীণ গ্রন্থাগারের নূতন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন জয়পুর অঞ্চল উন্নয়ন আধিকারিক মহাশয়। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন জয়পুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নীহারেন্দু নন্দী, সলদা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনিলচরণ বিশ্বাস এবং বাঁকুড়া জেলা স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের সদস্য সলিল মুখোপাধ্যায়।

# কর্মীসমিতি সংবাদ

সংকলন : অনুপ কুমার সরকার

**কোচবিহার :** গত ২৫শে নভেম্বর, '৮৭ কোচবিহারে বেড়ে শতাধিক গ্রন্থাগার কর্মী জেলা শাসকের কাছে তাঁদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন। দাবী-দাওয়ার মধ্যে ছিল জেলায় গ্রন্থাগার আধিকারিক নিয়োগ, নিয়মিত বেতন দান ইত্যাদি। ডেপুটেশনের আগে সুকান্ত মঞ্চে একটি সভায় বক্তব্য রাখেন পঃ বঃ সাধারণের কর্মী সমিতির সহ-সভাপতি বীরেন চন্দ এবং সদস্য অরুণ ঘোষ। সভা থেকে বিজয় সরকারকে সভাপতি ও রঞ্জন বক্সীকে সম্পাদক করে একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়। সভা পরিচালনা করেন বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

[ উৎস : গণশক্তি ১৪ ই ডিসেম্বর '৮৭ ]

**জলপাইগুড়ি :** গত ২৪শে নভেম্বর, '৮৭ রাজ্য-ব্যাপী কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগারিকরা বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে, জেলা শাসকের অফিসে মিছিল সহকারে দাবীপত্র পেশ করেন। দাবীগুলির মধ্যে অন্যতম হল, অবিলম্বে 'জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক সভা' আহ্বান করা। জেলা বইমেলা সহ জেলার বকেয়া কার্য সমাধানের ব্যবস্থা করা। এই ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে কল্যাণ দে এবং পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পক্ষে নীতিশ বোস ও অরুণ ঘোষ। [ উৎস : জলপাইগুড়ি ১.১২.৮৭ ]

**নদীয়া :** গত ২৫শে আগষ্ট, '৮৭ ভ্যামপুর সাধারণ পাঠাগারে ( গ্রামীণ ) পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, নদীয়া জেলা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে মোট ৫১ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। জেলা শাখার সম্পাদক মদন মল্লিক বার্ষিক প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। আলোচনার শেষে ঐ প্রতিবেদন গৃহীত হয়। এছাড়া ১২ই জুলাই কমিটির সাথে যুক্ত হওয়ার বিষয়ে প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন শ্যামপুর সাধারণ পাঠাগারের বিধায়ক প্রকাশচন্দ্র হরিনারায়ণ ভক্ত।

**বর্ধমান :** গত ২৪শে নভেম্বর, '৮৭ পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বর্ধমান জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে গ্রন্থাগার কর্মীদের কয়েকটি প্রধান দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে জেলা শাসক ও জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। স্থানীয় উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারে কর্মীরা সমবেত হয়ে মিছিল সহকারে প্রথমে জেলা শাসক এবং পরে জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। স্মারকলিপি পাঠ করেন কর্মী সমিতির জেলা শাখার সভাপতি শ্রীধনপতি সামন্ত। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্ধমান জেলা শাখার সম্পাদক আব্দুল মোমিন মিন্টা, শিবানন্দ পাল।

**বীরভূম :** গত ২৪শে নভেম্বর, '৮৭ পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি, বীরভূম জেলা শাখার পক্ষ থেকে গ্রন্থাগার কর্মীরা তাঁদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে জেলা সমাজশিক্ষাধিকারিকের দপ্তরের সামনে অবস্থান কর্মসূচী পালন করেন। শিক্ষাকে রাজ্য তালিকাভুক্ত করা, কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০% শিক্ষা খাতে ব্যয় করা, শূন্যপদ গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য যুক্ত বেতন কাঠামো চালু করা প্রভৃতির দাবীতে অবস্থান চলে। অবস্থান শেষে জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের একটি মিছিল সিউড়ী শহর পরিক্রমা করে।

**হাওড়া :** গত ২৪শে নভেম্বর, '৮৭ পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির হাওড়া জেলার উদ্যোগে হাওড়া জেলা শাসকের নিকট বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার থেকে ব্যানার ও ফেস্টুন সহ মিছিল করে জেলা শাসকের অফিসে যাওয়া হয়। ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দেন আদিত্য প্রসাদ বসু চৌধুরী, অশোক কুমার হাজ, অনিল মেহারী, (পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি।) সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, বিপুলানন্দ চক্রবর্তী (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)। মিছিলে হাওড়া জেলার বিভিন্ন গ্রান্তের গ্রন্থাগারিকরা যোগদান করেন। মাননীয় জেলা শাসক মহাশয় গ্রন্থাগারিকদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে সমস্যার আশু সমাধানের আশ্বাস দেন।


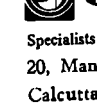

**Gutenbergs**

Specialists in Library Equipments
20, Manindra Mitra Row, (Sealdah)
Calcutta-700009 Phone : 35-7133
35 5708

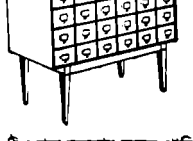

ক্যাটালগ ক্যাবিনেট ও গ্রন্থাগারের অন্যান্য দ্রব্যাদি আমরাই সঠিকভাবে সরবরাহ করতে পারি।

## শোক সংবাদ

### পাতুরী নাগভূষণ

গত ২৪শে জুলাই, ১৯৮৭ অন্ধ্রপ্রদেশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের অন্যতম সংগঠক পাতুরী নাগভূষণ বিজয়ওয়াদাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০। অন্ধ্রপ্রদেশ লাইব্রেরী আন্দোলনে তিনি ছিলেন অবিসংবাদিত নেতা এবং ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন। গ্রন্থাগার বৃত্তিতে তাঁর অবদান বহুমুখী। অন্ধ্রপ্রদেশ বুক ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন মুখ্য সংগঠক এবং অন্ধ্রপ্রদেশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের অন্যতম মুখপত্র 'গ্রন্থালয়' সর্বস্বমুর সম্পাদক ছিলেন। তিনি রাজ্যে 'ভ্রাম্যমান 'গ্রন্থাগার সেবা ব্যবস্থা ( Boat Service ) প্রবর্তন করে সারা ভারতে বিশেষ পরিচিত লাভ করেন। পাতুরী নাগভূষণের মৃত্যুতে দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক অন্যতম স্থপতিকে হারালো। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রয়াত পাতুরীর জন্য শোক জ্ঞাপন করছে এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

## চিঠিপত্র

[ গত জুন মাসে কুচবিহারে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে লাটাগুড়ির ( জলপাইগুড়ি ) গ্রন্থাগার কর্মী শ্রীপ্রণব চক্রবর্তীর গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ আসে। সম্মেলনের প্রতিনিধিরা শ্রীচক্রবর্তীর সুচিকিৎসার জন্য ৭৩০০০ টাকা সংগ্রহ করে পরিষদের মারফৎ পাঠিয়ে দেন। শ্রীচক্রবর্তী সেই অর্থের প্রাপ্তি স্বীকার করে যে পত্র দিয়েছেন তা নীচে মুদ্রিত হলো—সম্পাদক ]

সুপ্রভেষু

অরুণবাবু,

প্রথমেই আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন। আমার চিকিৎসার জন্য বিগত গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলনে সংগৃহীত ৭৩০০০ ( সাতত্তর তিরিশ টাকা ) আমি জেলা সভাপতি শ্রী কল্যাণ সেন-র কাছ থেকে গ্রহণ করেছি। আমি ধন্য। গ্রন্থাগার কর্মী বন্ধুদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবেন।

আমি মোটামুটি আছি। আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ আমার এই অসুস্থ ও বিপর্যস্ত জীবন থেকে নিশ্চয়ই আবার সুস্থ ও সুন্দর জীবনে ফিরে আসতে সাহায্য করবে। এই আশা রেখেই শেষ করছি।

নমস্কারান্তে—
শ্রীপ্রণব চক্রবর্তী
লাটাগুড়ি—জলপাইগুড়ি

# ২২ তম বার্ষিক সম্মেলন

## পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি

গত ১২ই ও ১৩ই ডিসেম্বর '৮৭ পুরুলিয়া শহরে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে 'যুগল টুডুমঞ্চে' পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ২২তম বার্ষিক সম্মেলন বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

১২ই ডিসেম্বর বেলা ৪টায় সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন সভাপতি বিশ্বনাথ কোলে। পরে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করা হয়।

অপরাহ্ণ ৫টায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পঃবঙ্গের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পুরুলিয়া জেলা বামফ্রন্টের অন্যতম আহ্বায়ক শ্রীনকুল মাহাতো, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীঅরুণ রায় ও সমিতির রাজ্য সম্পাদক শ্রীতরুণ রায়। মঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য বাসুদেব আচারিয়া। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম নেতা রামকৃষ্ণ সাহা। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ও জেলা পরিষদের সভাপতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে সন্ধ্যা ৭টায় প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হয়। শ্রীবিশ্বনাথ কোলে, মদন মল্লিক, দীনবন্ধু ঘোষ, অশোক দাস, ব্রজদুলাল গোস্বামীকে নিয়ে সভাপতি মণ্ডলী গঠন করা হয়। রিপোর্ট কমিটি গঠিত হয় শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ব্যানার্জী, শিবানন্দ পাল, মৃত্যুঞ্জয় সিংহ ও অশোক দত্তকে নিয়ে।

সাধারণ সম্পাদক ১৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। ২ দিনে প্রায় ৬ ঘন্টা ব্যাপী আলোচনা চলে। ২৭ জন প্রতিনিধি সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে মোট ২৬৭ জন কর্মী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এমনকি উত্তরবঙ্গ দার্জিলিং জেলা থেকেও একাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

এই সম্মেলনকে উপলক্ষ্য করে পুরুলিয়া শহরের সাধারণ মানুষ তথা গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে প্রভূত সাড়া লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে সকল শ্রেণীর মানুষের যে আগ্রহ বাড়ছে এই সম্মেলনে তা পরিষ্কার ভাবে ফুটে ওঠে।

### আলোচনা ঃ

**কেকা পাত্তি** সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সমর্থন করে বলেন যে, যে সমস্ত কর্মী অবসর গ্রহণ করেছেন তাদের পাওনা অর্থ অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

**দুর্গা ধাত্রা** (দার্জিলিং) বলেন ঐ জেলায় যে সমস্ত কর্মী প্রতিনিধি জি.এন.এল.এফ-এর অনামাজিক কাজের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

**প্রদ্যোৎ দত্ত** (হুগলী) উল্লেখ করেন বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কর্মী পদগুলি শূন্য থাকার ফলে গ্রন্থাগারের কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না অবিলম্বে জেলা গ্রন্থাগার প্রাধিকার গঠন করে সেই কাজে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

**চন্দ্রশেখর বিশ্বাস,** (নদীয়া) বলেন যে আয় ব্যয় এর হিসাব বাংলা ভাষায় করা প্রয়োজন, এবং বেতন প্রথার বৈষম্য দূর করা দরকার।

**প্রাণিক পাল,** (মেদিনীপুর) প্রতিবেদন সমর্থন করে বলেন অবিলম্বে D.L.O. নিয়োগ হওয়া উচিৎ। সমিতির জন্য মহকুমা কমিটি গঠন বড় বড় জেলাগুলির ক্ষেত্রে গঠন হওয়া একান্ত দরকার।

**অমিত ঘোষ,** ( হাওড়া ) প্রতিবেদন সমর্থন করে বলেন সমিতির আর্থিক অবস্থা দূর করা উচিৎ। সমিতির বাৎসরিক চাঁদা ২৪.০০ হওয়া উচিৎ। Earned Leave কতদিন পাওয়া ইত্যাদি।

**কাজী ইমামুদ্দিন,** ( ২৪-পরগণা ) প্রতিবেদন সমর্থন করে বলেন বইমেলা এবং বইক্রয় বিষয়ে মূল পদ্ধতি চালু হওয়া দরকার। অবিলম্বে L.L.A. গঠন হওয়া দরকার। মাস পয়লা মাহিনার বিষয়ে কি হয়েছে?

**জ্যোতির্ময় নাগ** ( বীরভূম ) প্রতিবেদন সমর্থন করে বলেন Up grade লাইব্রেরীতে যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মীদের নিয়োগ করা দরকার।

দু'দিন ব্যাপী সম্মেলনের আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদিত হয়।

শান্তিস্থায়িকতা, জাতপাত ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাস ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির স্বপক্ষে বিভিন্ন প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়।

অবিলম্বে গ্রন্থাগার কর্মী প্রতিনিধি সহ জেলা গ্রন্থাগার-অধিকারগুলি গঠন করার দাবী জানিয়ে সম্মেলনে নিম্নে বর্ণিত ১৬ দফা দাবী সনদ গৃহীত হয়।

অতঃপর পুরুলিয়ার সাংস্কৃতিক কর্মীদের গণ সংগীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে, কর্মী প্রতিনিধিদের শ্লোগানে মুখরিত ২২তম সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির রাজ্য সম্মেলন সফলভাবে শেষ হয়।

## দাবীপত্র

মাননীয়, সরল দেব, রাষ্ট্রমন্ত্রী
শিক্ষা (গ্রন্থাগার) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

মহাশয়,

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পক্ষে রাজ্যের স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দের ন্যায়সঙ্গত নিম্নলিখিত জরুরী বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং অবিলম্বে সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাইতেছি। বিগত আগষ্ট '৮৭ মাসে আপনার নিকট সমিতির পক্ষে এ বিষয়ে স্মারকলিপি পেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু অদ্যাবধি সমস্যাগুলি সমাধানে কোন প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই বরং রাজ্য গ্রন্থ মেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীদের ভূমিকাকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। আগামী এক মাসের মধ্যে সমস্যাগুলি সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত না হইলে সমিতির পক্ষে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না। আশা করি, বিলম্বে হইলেও আপনি বিষয়গুলি সহানুভূতির সাথে পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে বাধিত করিবেন।

• রাজ্যের গ্রন্থাগার উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখিতে ও অসমাপ্ত কাজগুলি ত্বরান্বিত করিতে অবিলম্বে সমিতির পক্ষে কর্মী প্রতিনিধি সহ জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যকগুলি গঠন করিতে হইবে।

• গ্রন্থাগার আইনে স্বীকৃত স্টেট লাইব্রেরী কাউন্সিলের ভূমিকাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে।

• রাজ্য ও জেলা স্তরে স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রন্থাগার প্রশাসন চালু করিতে হইবে।

• গ্রাচ্ট-ইন এড্ গ্রন্থার জটিল বর্তমান বেতন প্রথার অবসান ঘটিয়ে সরাসরি মুঠ বেতন দান পদ্ধতি চালু করিতে হইবে।

• অর্দ্ধাহারে দিন গুজরাণকারী অবসর প্রাপ্ত স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দের পেনশনের ব্যবস্থা অবিলম্বে কার্য্যকরি করিতে হইবে।

• অবিলম্বে ১১০টি শহর গ্রন্থাগারের শূন্য গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য পদে লোক নিয়োগ করিতে হইবে।

• "গ্রুপ ইন্সিওরেন্স"-এর বিষয়ে রাজ্য সরকারের বর্তমান পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।

• গ্রামীণ/প্রাইমারী ইউনিট লাইব্রেরীগুলি টাউন লাইব্রেরী হিসাবে উন্নীত হলে উক্ত গ্রন্থাগারের বৃত্তিগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন গ্রন্থাগারিককে টাউন লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক পদে পদোন্নতির সুযোগ দিতে হবে। এবং যাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে অথচ বৃত্তিগত যোগ্যতা নেই তাঁদের ক্ষেত্রেও বৃত্তিগত শিক্ষণের সুযোগ সাপেক্ষে গ্রন্থাগারিক পদে উন্নীত করতে এবং আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট কর্মীদের ক্ষেত্রে যাঁদের কার্যকাল ১৫ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে তাঁদেরকেও তারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক হিসাবে গণ্য করতে হবে। সে ক্ষেত্রে উক্ত পদে কোন নতুন প্রার্থীকে নিয়োগ করা চলবে না। এবং ইতিমধ্যে যে সকল গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক বন্ধুদের গ্রন্থাগার সহকারী হিসাবে রি-ডেজিগনেট করা হয়েছে অবিলম্বে উক্ত আদেশ প্রত্যাহার করতে হবে।

• ন্যূনতম যোগ্যতাসম্পন্ন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মীদের গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। এবং কোন গ্রামীণ/প্রাইমারী ইউনিট লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকের পদোন্নতি বা স্থানান্তর ঘটলে সে ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন উক্ত গ্রন্থাগারের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মীকে বৃত্তি শিক্ষা সাপেক্ষে ঐ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদে উন্নীত করতে হবে।

• দীর্ঘদিন পূর্বে ঘোষিত ৪র্থ শ্রেণীর কর্মীবৃন্দের 'পদবী' পরিবর্তনের বিষয়ে সরকারী নির্দেশ প্রকাশ করিতে হইবে।

• সরকারী গ্রন্থাগারগুলির কর্মীবৃন্দের পদোন্নতি ও আর্থিক অসংগতিগুলো দূর করিতে হইবে।

• সরকারী গ্রন্থাগার, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির শূন্য পদে 'শর্তসর্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করিতে হইবে।

• জেলা গ্রন্থাগারগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করিতে হইবে। এবং ওয়ার্ক লোডের ভিত্তিতে অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলিতে নতুন পদ সৃষ্টি করিতে হইবে।

• রাজ্য ও জেলা গ্রন্থাগারগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে সমিতির ভূমিকাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হইবে।

• রাজ্যে নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

• শিক্ষাকে পুনরায় রাজ্য তালিকা ভুক্ত, শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০% ভাগ বরাদ্দ ও শিক্ষার স্বার্থে রাজ্যের হাতে অধিক আর্থিক ও অধিক ক্ষমতা দিতে হইবে।

ভবদীয়
সাধারণ সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি
রেজিঃ নং—এল ৮৯৮০
পি-১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম-৫২, কলিকাতা—৭০০০১৪

## শোক সংবাদ

আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে পঃ বঙ্গের তিনজন গ্রন্থাগারিকের জীবনাবসান ঘটেছে।

১ **বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**—বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের প্রাক্তন উপ-গ্রন্থাগারিক।

২ **জগদীশ চন্দ্র সাহা**—জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন সহ-গ্রন্থাগারিক ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক।

৩ **শৈলেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**—চারুচন্দ্র কলেজের সহ-গ্রন্থাগারিক।

# বিজ্ঞপ্তি

## বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্সের জন্য অবৈতনিক শিক্ষকের পদে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদন পত্র পরিষদ কার্যালয়ে ১৫ই মার্চ, ১৯৮৮ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। আবেদন পত্রে নাম, ঠিকানা, বয়স, বৃত্তিগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার বিশদ বিবরণ এবং বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ করতে হবে।

১। শিক্ষক পদের জন্য ন্যূনতম আবশ্যিক যোগ্যতাবলী :—

ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা।

খ) কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারের দায়িত্বশীল পদে কমপক্ষে দুই বৎসর কাজ করার অভিজ্ঞতা অথবা দুই বৎসর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণের অভিজ্ঞতা।

২। শিক্ষক পদের জন্য ইপ্সিত যোগ্যতাবলী :—

ক) বৃত্তিগত বিষয়ে প্রবন্ধাদি রচনা প্রকাশের অভিজ্ঞতা।

খ) গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগের অভিজ্ঞতা।

গ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য পত্র গ্রহণের সন ও তারিখ।

ঘ) অন্য কোন গ্রন্থাগার বৃত্তি সংক্রান্ত সংগঠনের সদস্য কিনা।

সম্পাদক

গ্রন্থাগার শিক্ষণ উপসমিতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিম্নলিখিত পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যাচ্ছে

বাঁধানো : প্রতি খণ্ড—৩৬·০০
খোলা : প্রতি সংখ্যা—৪·০০

১৮ বর্ষ (১৩৭১), ১৫ বর্ষ (১৩৭১), ১৪ বর্ষ (১৩৮১), ১৫ বর্ষ (১৩৮২),
১৭ বর্ষ (১৩৭৪), ১৮ বর্ষ (১৩৭৫), ১৬ বর্ষ (১৩৮৩), ৩০ বর্ষ ১৩৭৭),

৩১ বর্ষ (১৩৮৮)
৩২ বর্ষ (১৩৮৯)
৩৩ বর্ষ (১৩৯০)
৩৪ বর্ষ (১৩৯১)

নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি অসম্পূর্ণ যে যে সংখ্যাগুলি নেই বা কম আছে সেগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

১১ বর্ষ, ১৩৬৮ (বৈশাখ)
১২ বর্ষ, ১৩৬৯ (জ্যৈষ্ঠ)
১৩ বর্ষ, ১৩৭০ (ফাল্গুন-চৈত্র)
১৬ বর্ষ, ১৩৭৫ (অগ্রহায়ণ)
১৯ বর্ষ, ১৩৭৬ (জ্যৈষ্ঠ, ফাল্গুন)
২০ বর্ষ বর্ষ, ১৩৭৭ ( বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক)
২১ বর্ষ, ১৩৭৮ (জ্যৈষ্ঠ, মাঘ)
২২ বর্ষ, ১৩৭৯ মাঘ, চৈত্র)
২৭ বর্ষ, ১৩৮৪ (পৌষ, ফাল্গুন)
২৮ বর্ষ, ১৩৮৫ (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ)

যদি কেউ সংখ্যা হিসাবে পত্রিকা সংগ্রহ করতে চান তাহলে ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি ফটো কপি করে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে পৃথক মূল্য প্রদেয়।

যদি কোন সদস্য উপরিউক্ত ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি পরিষদে দান করেন তবে সেগুলি সাদরে গৃহীত হবে।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার পত্রিকা

Annual subscription : Rs. 36.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. No RN--2674--47

Volume 37 : No 9 Dec-Jan. 1988

পাওয়া যাচ্ছে

তোমরা চট্টোপাধ্যায় ও অনকা সরকার সম্পাদিত

প্রমীল চন্দ্র বসু কৃত

# গ্রন্থকার নামা

২য় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

12 MAR 1988

সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই : মূল্য কুড়ি টাকা

যে কোন গ্রন্থাগারের বাংলা বই বর্গীকরণ করার উপযোগী লেখক সংখ্যার সারণিক

• • •

আদিত্যকুমার ওহদেদার-এর

## গ্রন্থবিদ্যা

৩য় সংস্করণ ১৯৮৪

শোভন সংস্করণ—পঁচিশ টাকা

সুলভ সংস্করণ—কুড়ি টাকা

## গ্রন্থবর্গীকরণ

ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী

শোভন সংস্করণ—চল্লিশ টাকা

ছাত্র সংস্করণ—বত্রিশ টাকা

• • •

The West Bengal Recognised Non-Government Educational Institution Employees (Death-cum-Retirement Benifit) scheme 1981 এবং West Bengal Govt. Sponsord Library Employees' Service Rules একত্রে : মূল্য আট টাকা

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—700 073 at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta—700 005
Editor : Ramkrishna Saha

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ১০ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | মাঘ ১৩৯৪

## ॥ সূচীপত্র ॥

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির সমস্যার একদিক ( সম্পাদকীয় )

প্রমীলচন্দ্র বসু
ইতস্ততঃ ( স্মৃতিচারণ )

নন্দ দুলাল বসাক ও বিনোদ বিহারী লাল
সুসংগঠিত জাতীয় কৃষি তথ্যব্যবস্থা

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক ও গ্রন্থাগার

অজয় রঞ্জন চক্রবর্তী
গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম সম্পর্কে ইউ জি সি র সুপারিশ ১৯

গ্রন্থাগার দিবসের কেন্দ্রীয় সভা ২৫

গ্রন্থাগার দিবসের প্রস্তাব ২৭

অন্যান্য জেলায় গ্রন্থাগার দিবসের সভা ২৮

গ্রন্থাগার সংবাদ ৩০

পরিষদ কথা ৩১

১৯৮৭ সালের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল ৩৩

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৬-৮৭ সালের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের মেধানুসারে তালিকা ৩৫

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ১০ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | মাঘ ১৩৯৪


## সম্পাদকীয়

### কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির সমস্যার একদিক

বিগত কয়েক বছর যাবৎ দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের বিষয়গুলি স্থিতাবস্থায় রয়েছে। গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম সংশোধন, নিয়োগ যোগ্যতার জটিলতা, অন্তর্বর্তীকালীন সাহায্য, মেহরোত্রা কমিশনের সুপারিশ, গ্রন্থাগারিকদের জন্য রিফ্রেসার কোর্স প্রবর্তন, স্টাফ প্যাটার্ন প্রভৃতি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হলেও সমাধান খুবই ধীর গতিতে এগোচ্ছে। বিগত ১৫ বছর যাবৎ গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদার বিষয়টি আলোচনা ও সমালোচনার সুরে রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় আইনে গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদার বিভিন্নতা দেখা যায়। আইনের ব্যাখ্যাও বিভিন্নভাবে মেলে। ফলে সার্বিকভাবে সমতা আনার প্রচেষ্টা থাকলেও ব্যাখ্যার বিভিন্নতার নিরাকরনের জটিলতা নজরে আসে। উপরিউক্ত বিষয়গুলির কিছু অংশ রাজ্যের একিয়ারভুক্ত আবার বৃহত্তর কতকগুলি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অন্তর্ভুক্ত।

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক, উপ ও সহ-গ্রন্থাগারিকদের নিয়োগ যোগ্যতা নির্ধারণ, বেতন কাঠামোর সুপারিশ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ বলে।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরিবেশে গ্রন্থাগারগুলির অবস্থান, পরিচালন ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণন কমিশন যে পর্যন্ত বলেছেন পরবর্তীকালে কোঠারী কমিশন তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। রঙ্গনাথন কমিটির সুপারিশ এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলেও তার প্রয়োগে আন্তরিকতা নজরে আসে না। মেহরোত্রা কমিটির বেতনক্রম সংশোধনের প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা উল্লেখ করেছেন কিছু গোলমেলে বক্তব্যের মাধ্যমে। তবে কমিটি উল্লেখ করেছেন যে শিক্ষা ব্যবস্থায় অনীম গুরুত্ব থাকলেও গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা বা কর্মধারার যথোচিত উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। গ্রন্থাগার সূত্রে আলো বাতাসের অভাব, পুস্তক সংকলনের ব্যবস্থাপনার অভাব ইত্যাদি বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ রিপোর্টে গ্রন্থাগারকদের কাছ থেকে বিস্তৃত পরিষেবা আশা করা হয়েছে। তিনি গ্রন্থাগারকে আকর্ষণীয় করে তুলবেন, উন্নতভাবে গ্রন্থাগারকে সংগঠিত করবেন, বিভিন্ন ধরণের পাঠ দান দেবেন। তিনি শিক্ষক ও ছাত্রদের মূল্যবান guidance দেওয়ার জন্য নিজের জ্ঞানের পরিসীমা বাড়াবেন। এছাড়া আরো যে একটি বিষয় মেহরোত্রা কমিটি নানাভাবে উল্লেখ করেছেন তা'ল আধুনিকীকরণের দিকটি। এজন্য গ্রন্থাগারিকদের আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সুশিক্ষিত হতে বলেছেন। এতদ্ভেন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগগুলিকে সাবার মূল সংগঠন করতে বলেছেন। আরকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গ্রন্থাগারিকদের মূল্যায়নের

দিক। দু'ভাবে মূল্যায়ন করা হবে। (১) আত্ম-মূল্যায়ন (২) পর-মূল্যায়ন। পর-মূল্যায়নও দু'ভাবে হবে। (ক) ছাত্র ও শিক্ষকরা মূল্যায়ন করবেন (খ) অধ্যক্ষ দ্বারা বার্ষিক মূল্যায়ন হবে। এছাড়া গ্রন্থাগারিকদের প্রমোশন পদ্ধতি সম্পর্কেও কমিটি কিছু সুপারিশ করেছেন।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো যেসব কাজ করতে বা চাপা দিতে অজস্র কমিশন নিয়োজিত হয়েছে। কমিশন কমিটির সংখ্যা হয়ত কয়েক হাজার হয়ে গেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ভূরি ভূরি কমিশন ও কমিটির সুপারিশ থাকলেও দেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষরতার আবর্তে রয়েছেন। ড্রপ আউটের সংখ্যাও উদ্বেগজনক, সুতরাং সুপারিশ থাকলেই যে সেগুলি বাস্তবে রূপায়িত হবে এরকম অভিজ্ঞতা কমই দেখা যায়।

প্রথমে ধরা থাকে বেতনক্রমের বিষয়টি। বিগত আগষ্ট মাসে সারাদেশে হাজার হাজার অধ্যাপক, গ্রন্থাগারিক আন্দোলন করলেন, ধর্মঘটের ভোরও হয়ে গেল। মানবসম্পদ মন্ত্রী চুক্তি করলেন কিন্তু ছয় মাস অতীত হতে চলেছে সেগুলি পালন করার কোন লক্ষণ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দেখা যাচ্ছে না। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাড়া অন্যান্য সেক্টরের বেতনক্রম সংশোধনের জন্য ১৫ বছর কাউকে অপেক্ষা করতে হয়েছে কিনা তা গবেষণার বিষয়। আন্দোলনের প্রাক্কালে এবং বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক গ্রন্থাগারিকদের নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় কিছু সংবাদপত্রও তাতে ইন্ধন যুগিয়েছে। নানা দিক থেকে অভিযোগ উঠেছে যে নয়া শিক্ষানীতির মাধ্যমে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জনমুখী দিকগুলিকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে। মেহরোত্রা কমিটির সুপারিশের মাধ্যমে কলেজে তিনটি বেতনক্রম ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সাতটি বেতনক্রম প্রবর্তনের প্রচেষ্টায় শিক্ষক-গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে এবং শিক্ষকদের অর্জিত অধিকারের দিকগুলি সঙ্কুচিত হবে।

কিছুদিন আগে U. G. C. গ্রন্থাগারিকদের নিয়োগ যোগ্যতা নির্ধারণ করেছিলেন যে কোন বিষয়ের মাষ্টার্স ডিগ্রী তৎসহ এম. লিব. এস সি। এই যোগ্যতার বিষয় নিয়ে সারা দেশের গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এ বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানান। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো মেহরোত্রা কমিটি বিষয়টি সামগ্রিকভাবে বিবেচনা না করে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে সমাধান করতে বলেছেন। সমস্ত মেঘের মধ্যে সামান্য আলোর রেখা হলো যে UGC একটি Expert কমিটি গঠন করেছেন এবং তাঁরা একটি মাষ্টার ডিগ্রীর পক্ষে মত দিয়েছেন এবং মন্ত্রক কমিশনেও নাকি এটা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু বিগত জুন মাসে বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের মতামত দিলেও আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসেন নি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা মেহরোত্রা কমিটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা হলো মূল্যায়নের পদ্ধতি। গ্রন্থাগার-গুলির কর্মধারা সঠিক ভাবে মূল্যায়ন করার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে এবং আমরাও তাতে একমত। কিন্তু মূল্যায়ন কিভাবে হবে এবং কিসের ভিত্তিতে হবে? কলেজগুলিও সম্পদ সংগ্রহ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে যে অনুদান দেওয়া হয় তা অনিয়মিত, অপ্রতুল এবং কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসারে করা হয় না। এক্ষেত্রেও গ্রন্থাগারিকের কোন ভূমিকা নেই। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা নগণ্য। কিন্তু গ্রন্থাগারের বিফলতার জন্য শুধু গ্রন্থাগারিকদের দায়ী করার প্রচেষ্টা সমর্থনযোগ্য নয়। ছাত্র-শিক্ষক দিয়ে গ্রন্থাগারিকদের মূল্যায়ন কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। যে কোন মূল্যায়নের পূর্বে গ্রন্থাগার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। সেক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক-ছাত্র-শিক্ষক-অধ্যক্ষ দ্বারা গ্রন্থাগার কমিটি গঠন করা আবশ্যক। সেই কমিটিই গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার-কর্মীর কাজকর্মের মূল্যায়ন করতে পারবেন। ছাত্রদের

( পরবর্তী অংশ ৩২ পৃষ্ঠায় )

# ইতস্ততঃ

( স্মৃতিচারণ )

উনবিংশ পর্ব

## গ্রন্থাগারিক

( একজন অস্থায়ী কর্মী হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ )

বরোদা ও লাহোর থেকে গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষা নিয়ে আমি কলকাতায় ফিরে আসার পর দীর্ঘ একবছর কাল চলে গেছে। এতদিনে অন্তত নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের মত প্রয়োজনীয় অর্থোপার্জন করতে এবং স্বনির্ভর হতে না পারার এবং সে দিক দিয়ে বেকার থাকার মানসিক ভাবে আমার বিচলিত হবার কথা। তা যে হইনি তার কারণ ইতিমধ্যে অবিভক্ত বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে পর পর দুটি নতুন বিষয় বিনা পারিশ্রমিকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই কাজে সম্পূর্ণ মগ্ন থাকার অন্য কোন চিন্তা মনে উঁকি দিয়ে অন্তত প্রাধান্য লাভ করতে পারে নি। কাজ দুটার একটা হল হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়াতে অবিভক্ত বঙ্গদেশের সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার-বিদ্যাশিক্ষণ কেন্দ্রের সংগঠন ও পরিচালন; দ্বিতীয়টি হল হুগলী জেলার গ্রন্থাগারের সমীক্ষাকরণ। দুটা কাজই সফল ও সুসম্পন্ন হওয়ায় মন কিছুদিন সাফল্যের আনন্দে পূর্ণ ছিল। অতঃপর নিজের জীবিকার্জনের বাস্তব প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি দেবার আবশ্যকতা বোধ করলাম।

পূর্বে বলেছি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুনর্গঠন বা সম্প্রসারণের কাজে আমার যোগ দেবার সম্ভাবনার কথা ইতিপূর্বে শ্রীনবীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জেনেছিলাম। একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সেখানকার গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের জন্যে নির্মীয়মান নতুন আবাসস্থান সম্পূর্ণতার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে দেখে এলাম। মূলনাথ গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের কাজে কবে এবং কি ভাবে আমার সংযুক্তির সম্ভাবনা তা বোধহয় একমাত্র ভাইস-চ্যান্সেলর শ্যামাপ্রসাদ বাবু ভিন্ন অন্য কারও সঠিকভাবে জানা নেই। স্মরণ থাকতে পারে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর সাথে আমি লাহোর থেকে ফিরে আসার পরে বহুদিন পূর্বে দেখা করেছিলাম। ইতিমধ্যে তিনি উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন। তারপরে তাঁর সাথে আমি বোধহয় একবার ছাড়া আর দেখা করি নি। তবে মধ্যে মধ্যে তাঁর সাথে আমার দূর থেকে দেখা যে হয়নি এমন নয় কিন্তু কোন কথা হয় নি। সে সময়ে আমি ভবানীপুরে তাঁদের বাড়ী থেকে অনতিদূরে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে আমার মধ্যম অগ্রজের বাসা বাড়ীতে থাকতাম। স্যার আশুতোষের জামাতা, পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সে সময়ে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন এবং আমাদের বাসার কাছে ঐ প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে বাস করতেন। প্রায় প্রতিদিন বেলা দশটা নাগাদ শ্যামাপ্রসাদ বাবু নিজে হাইকোর্ট যাবার পথে নিজগাড়ীতে প্রমথ বাবুর বাড়ীতে এসে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হাইকোর্টে যেতেন। তাঁর এই যাতায়াতের পথে মধ্যে মধ্যে তাঁর সাথে আমার দেখা হত। আবার বাল্যকাল থেকে প্রত্যুষে উঠে প্রাতর্ভ্রমণ করা আমার অভ্যাস ছিল। এই সময়ে প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে ভবানীপুর থেকে হেঁটে আমি গড়ের মাঠে বেড়াতে যেতাম। শ্যামাপ্রসাদবাবুও মধ্যে মধ্যে গাড়ীতে গড়ের মাঠে এসে সেখানে মাঠের মধ্যে কিছুক্ষণ হেঁটে

বেড়াতেন। সেখানেও মধ্যে মধ্যে তাঁর সাথে দেখা হয়েছে। তাঁর হাইকোর্টে যাবার পথেই লোক আর সঙ্গের ঘাটেই লোক তাঁর সাথে দেখা হলে আমি দূর থেকে তাঁকে নমস্কার করেছি। কিন্তু কোনদিন কোন কথা হয়নি। আমার নমস্কারের প্রত্যুত্তরে তিনি সব সময়ে স্মিত হাস্যোজ্জ্বল মুখে প্রতিনমস্কার করেছেন। তাঁর সেই প্রসন্ন হাস্যোজ্জ্বল মূর্তি আমার বড় ভাল লাগত। আজও সে মূর্তি আমার অন্তরে উজ্জ্বল হয়ে জেগে রয়েছে। এই সময়ে তাঁর সাথে একবার দেখা করার কথা চিন্তা করছিলাম। কিন্তু এক অসুবিধা উপস্থিত হল।

শ্যামাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠপুত্র এই সময়ে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হওয়ায় শ্যামাপ্রসাদবাবু বাড়ীর তেতলার মাঝখানে বালকপুত্রের রোগশয্যার পাশে সর্বদা থাকতেন। বাড়ীর বার হতেন না। এমন কি বাড়ীর নেতলার তাঁর বসবার ঘরেও সম্ভবতঃ বড় একটা আসতেন না। শুনেছি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে না পারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের মিটিং তাঁর বাড়ীতেই হত। কাজেই এই সময়ে তাঁর সাথে দেখা করা সম্ভব ছিল না। তবে তাঁদের বাড়ীর সামনের ট্রাম রাস্তার বাড়ীর বিপরীত দিকের ফুটপাথ দিয়ে বিকেল বেলা যাবার সময়ে কোন কোন দিন দেখেছি বাড়ীর তেতলার বারান্দার রেলিং ধরে বিষণ্ণ ও চিন্তিত মুখে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। সে দৃশ্য দেখে ব্যথিত অন্তরে তাঁর পুত্রের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছি মনে মনে।

কালীপ্রসাদ রায়চৌধুরী নামে আমাদের গ্রামের এক ভদ্রলোক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কাজ করতেন। স্কুলে ছাত্রজীবনে তিনি শ্যামাপ্রসাদবাবুর সহপাঠী ছিলেন। কালীবাবু একদিন আমাদের বাসায় এসে বললেন যে উপাচার্য অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। তিনি কালীবাবুকে কেন ঐ খবর দেবার কথা বলেছেন চিন্তা করে বুঝলাম কালীবাবু স্কুলে তাঁর সহপাঠী ছিলেন তাই কালীবাবুর বাড়ী যে টালীতে সে কথা তিনি জানতেন। আর আমার সাথে প্রথম দিনের পরিচয়ের সময় আমার বাড়ীও যে টালীতে সে খবর তিনি জেনেছিলেন এবং মনে রেখেছিলেন। তাই কালীবাবুর মারফৎ আমাকে দেখা করার কথা জানিয়েছিলেন। পরদিন সকালেই আমি শ্যামাপ্রসাদবাবুর বাড়ীতেই তাঁর সাথে দেখা করলাম। তাঁর বাড়ীতে পরিচিত অপরিচিত সকলের জন্যই দরজা সর্বদা অবারিত ছিল: দেখা করার কোন অসুবিধা ছিল না।

শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাকে বললেন, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের নতুন গৃহ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। স্থানাভাবের জন্য লাইব্রেরীর বইপত্র যাবতাঁয় বিল্ডিং-এর বিভিন্ন তলায়, সেনেট হাউসের কোণের ঘরে এবং আশুতোষ বিল্ডিং-এর নানা জায়গায় আছে। এবার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা এই বিরাট গ্রন্থসংগ্রহের সমস্তই আশুতোষ বিল্ডিং এর নবনির্মিত চারতলায় সরিয়ে আনতে হবে। সুশৃঙ্খল ভাবে এই কাজ করার একটি পরিকল্পনা তৈরী করে দেবার কথা তিনি আমাকে বললেন। পরিকল্পনা যাতে অযথা ব্যয়বহুল না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য আমাকে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দিলেন। পরে বরাবরই দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন কাজে যাতে অযথা কোন ব্যয় না হয় সে বিষয়ে তিনি সর্বদা সচেতন থাকতেন।

গ্রন্থাগার বিদ্যার আমরা যে শিক্ষালাভ করেছিলাম সে শিক্ষার প্রধানতঃ গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালন বিষয়েই আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। লাইব্রেরীকে স্থানান্তর করার উপায় অথবা পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা ছিল না সে শিক্ষায়। এর জন্য যে কোন পরিকল্পনা তৈরী করতে হলে তা প্রধানতঃ নিজের ধারণা এবং সাধারণ বুদ্ধির উপর নির্ভর করেই করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর তখনকার যে অবস্থা এবং পরিস্থিতি তাতে কাজটা বেশ দুরূহ এবং জটিল ছিল। দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা সেই বিশাল লাইব্রেরীর বই-এর সংখ্যা কত তা কারও জানা নেই। একটা আনুমানিক হিসাব করাও কঠিন। অনেক বই ক্যাটালগ বা গ্রন্থ-

সূচীর অন্তর্ভুক্ত নেই। গ্রন্থসূচী যা ছিল তা এত অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিযুক্ত যে তার থেকে সমগ্র বই-এর কোন হিসাব পাবার উপায় নেই। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বাড়ী থেকে আন্তঃভোষ বিল্ডিং-এর চারতলায় বই সরিয়ে আনার সমস্যাও অনেক। অসাবধান ভাবে নাড়াচাড়া করলে অনেক পুরনো দামী বই ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা। একবাড়ী থেকে বই অন্য বাড়ী আনার মধ্যে এবং উপর তলা থেকে নামিয়ে নীচের তলায় নিয়ে এসে আবার উপর তলায় তুলতে সতর্ক ব্যবস্থা না থাকলে মাঝপথে বই খোয়া যেতে পারে। আবার বিষয় হিসেবে বই পরপর সাজানো নেই। কোথাও অলমারীতে কোথাও বা গুদামাকারে রাখা বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়ে থাকা এই সকল বই সুষ্ঠুভাবে সরিয়ে এনে নতুন ভারগায় তাদের ঠিকমত জায়গায় সাজিয়ে রাখার সমস্যা বেশ জটিল। কারণ কোন্ বিষয়ে কত বই আছে তার সঠিক কোন হিসাব না থাকায় নতুন গ্রন্থাগারে গ্রন্থগৃহের কাঠের মুক্ত তাকের উপর প্রত্যেক বিষয়ে যত বই শ্রেণীবিন্যাসে আছে পূর্বাহ্নে যথাস্থানে তাদের জন্য স্থান চিহ্নিত করে রেখে এবং আরও অন্ততঃ বেশ কয়েক বছরে সেখানে যত বই যোগ হবার সম্ভাবনা তা ঠিক করে নিয়ে তাদের জন্যও স্থান নির্দিষ্ট করে রেখে তবে বই সরানোর কাজ আরম্ভ করা দরকার। হিসাবে ভুল হলে পরে সমস্ত অবস্থার বিপর্যয় ঘটবে।

স্থির মস্তিষ্কে সমস্ত সমস্যা এবং তাদের সমাধানের সম্ভাব্য উপায়ের কথা চিন্তা করে আমি এক কর্মপদ্ধতি স্থির করে নিলাম। অতঃপর পুস্তকাদি স্থানান্তরকরণের এক পরিকল্পনা তৈরী করলাম। খাতা, কাগজ, কলম এবং একটা মাপের ফিতে নিয়ে গ্রন্থাগারের দুজন কর্মীসহ সাজিয়ে রাখা বিভিন্ন বিষয়ের বইগুলির কাছে গিয়ে আমি বিষয় হিসাবে বইগুলি এক লাইনে সাজিয়ে রাখলে প্রত্যেক বিষয়ের লাইনের দৈর্ঘ্য কত হবে ফিতার সাহায্যে তার মাপ নিয়ে লিপিবদ্ধ করলাম। তারপরে গুদামাকারে রাখা বইয়ের গুদামের মাপ নিয়ে ঐ সব বই লাইনে সাজিয়ে রাখলে লাইনের দৈর্ঘ্য কত হবে কতকটা আন্দাজে তা ঠিক করে বিষয় হিসাবে ঐ বই-এর লাইনের দৈর্ঘ্য ঠিক করে নিলাম। এবং একই বিষয়ে সমস্ত বইয়ের লাইনের দৈর্ঘ্যের মাপ ঠিক করে নিয়ে খাতায় লিপিবদ্ধ করলাম। তার সঙ্গে বিষয়টির গুরুত্ব হিসেবে পরবর্তী কয়েক বছরে ঐ সকল বিষয়ে আনুমানিক কত বই যোগ হতে পারে তার আনুমানিক একটা হিসাব করে সেই সকল বই লাইনে সাজিয়ে রাখলে লাইনের দৈর্ঘ্য কত হবে স্থির করে নিলাম। এই ভাবে গ্রন্থগৃহের তাকে কোন বিষয়ের বই-এর জন্যে তাকের মোট কতটা স্থান দরকার হবে তা ঠিক করে নিয়ে বইয়ের তাকে তাদের জন্যে পূর্বাহ্নে চিহ্নিত করা হবে বলে স্থির করলাম।

বই সরানোর পরিকল্পনা ও পদ্ধতি খুব সংক্ষেপে বললে মোটামুটি এই রকম স্থির করেছিলাম। প্রত্যেক বিষয়ের সাধারণ মাপের বই-এর দশখানি করে একত্রে বেঁধে এক একটা বাণ্ডিল করা হবে এবং বাণ্ডিলগুলিকে ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হবে। বৃহদাকারের ভারী বই-এর পাঁচখানির অথবা প্রয়োজনে আরও কম সংখ্যক বই-এর এক একটি বাণ্ডিল বেঁধে অনুরূপ ভাবে ক্রমিক সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করা হবে। এই সকল বাণ্ডিলের সংখ্যার হিসাব খাতায় রাখলে তা থেকে কোন বিষয়ে কত বই বাণ্ডিলে বাঁধা হল তার হিসাব পাওয়া যাবে।

বই-এর বাণ্ডিল গুলি ঝাঁকায় ভর্তি করে কোন ঝাঁকায় কত নম্বর বাণ্ডিল থেকে কত নম্বর বাণ্ডিল পর্যন্ত ভর্তি করা হল তার একটা তালিকা এবং হিসাব গ্রন্থ পাঠাবার স্থানে রাখা হবে এবং একজন বিচক্ষণ ও দায়িত্বশীল কর্মীর স্বাক্ষরিত তার একটা কপি প্রত্যেক ঝাঁকার সাথে পাঠানো হবে যাতে নতুন গ্রন্থগৃহের দ্বার-দেশে ঝাঁকা পৌঁছলে সেখানে ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বশীল অপর এক কর্মী তা মিলিয়ে নিয়ে বাণ্ডিল খুলে গ্রন্থ তাকে চিহ্নিত যথাস্থানে সাজিয়ে রাখার জন্যে বইগুলি গ্রন্থগৃহের মধ্যে পাঠাতে পারেন। দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে বেশ

কিছু সংখ্যক কাঁকা মুটের সাহায্যে chain system বা relay system-এ কাঁকাগুলি পাঠানো হবে এবং সারিবদ্ধ ভাবে বাহকদের গমনপথের বাঁকে বা মোড়ে মোড়ে এক একজন নির্ভরযোগ্য কর্মী প্রহরী সতর্কভাবে প্রহরারত থাকবেন। তাহলে বই সরাবার সময়ে মাঝপথ থেকে কোন বই উধাও হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদবাবু সমগ্র পরিকল্পনা ও কার্য পদ্ধতির খুঁটিনাটি বিশদভাবে দেখবার এবং আলোচনা করার পর মনে হল পরিকল্পনা ও কার্য পদ্ধতি তাঁর মনঃপূত হয়েছে। তিনি শুধু বললেন কাঁকা মুটে সবই তো অবাঙালী। লেখাপড়া জানা বহু বাঙালী ছেলে চাকুরির জন্য আমার কাছে আসে। এই বই বাহকের কাজে তাদের নিযুক্ত করলে ক্ষতি কি? সে ক্ষেত্রে ঐ সকল ছেলে মর্যাদাহানির আশঙ্কায় এই কাজ করতে হয়ত আগ্রহী হবে না এবং কাজের গতি কিছু মন্থর হবে আমি এই কথা বলায় তিনি বললেন তাঁর ধারণা দলবদ্ধ ভাবে সমশ্রেণীর কিছু ছেলে একত্রে কাজ করলে তাদের কাজ করতে আপত্তির সম্ভাবনা কম হবে এবং তাদের মধ্যে শ্রমের মর্যাদা বোধ জাগ্রত হবে। তাছাড়া কাজে কিছু মন্থরগতি হলেও এই সুযোগে কিছু বেকার বাঙালী ছেলের তবু কিছু রোজগার তো হবে। এই কথার পর আর কিছু বলার ছিল না। ঐ ভাবেই কাজ হবে স্থির হল।

তখন শ্যামাপ্রসাদ বাবু বললেন "সমগ্র পরিকল্পনার আনুষ্ঠানিক দায়িত্বভার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির উপরে দেওয়া উচিৎ। সে ভার কার উপরে দেওয়া যেতে পারে?" আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কাউকে চিনি না। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক কোন শ্রেণীর ব্যক্তির উপরে এই দায়িত্বভার দেওয়া তাঁর ইচ্ছা তাও আমি জানি না। তাই আমি শুধু বললাম "সে আমি কি বলব? আমি বিশেষ কাউকে চিনি না, আপনি যাকে উপযুক্ত মনে করবেন তাঁকেই দেবেন।" তখন আবার তিনি বললেন "শৈলেন বাবুকে ভার দিলে কেমন হয়?" বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ মিত্র কে আমি তখন চিনতাম না তাঁর সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না। সে কথা জানিয়ে বললাম "আপনি যেমন ভাল বুঝবেন তাই করবেন।" বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি স্থানান্তর করার পরিকল্পনা প্রণয়ন সূত্রে কয়েকদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করায় আমি লক্ষ্য করেছিলাম প্রতিদিন অপরাহ্নে উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ বাবু হাইকোর্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসামাত্র একজন জঁদরেল রাশভারি গোছের চেহারার ভদ্রলোক তাঁর কাছে আসতেন এবং প্রায় সকল সময়ে তাঁর সঙ্গে থাকতেন। প্রথমে আমি তাঁকে চিনতাম না। পরে চেনেছিলাম তিনি শোই গ্রাজুয়েট বিভাগের সেক্রেটারি শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ। তিনি শ্যামাপ্রসাদবাবুর বিশেষ আস্থাভাজন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মশায় সতীশবাবুর বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পরে শুনেছিলাম সতীশবাবুই লাইব্রেরী স্থানান্তরকরণের আনুষ্ঠানিক দায়িত্বভার শৈলেনবাবুকে দেবার কথা শ্যামাপ্রসাদবাবুকে বলেছিলেন। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান পরলোকগত বিখ্যাত হরিনাথ দে মশায় ছিলেন শৈলেনবাবুর মাতুল। দেখেছিলাম লাইব্রেরীর ব্যাপারে শৈলেনবাবুর মতামতের গুরুত্বের প্রশ্নে সতীশবাবু অনেক সময়ে সন্তবতঃ ঠাট্টাচ্ছলে সেকথা উল্লেখ করতেন। যাইহোক শৈলেনবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত। তাই গ্রন্থাগার স্থানান্তর করণের আনুষ্ঠানিক দায়িত্বভার যথাসময়ে তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল।

গ্রন্থাগার স্থানান্তরের সময় যে সকল মুদ্রিত ফরম ও কাগজপত্র দরকার হবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে তা ছাপার জন্য শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাকে একটা লিষ্ট করে রেজিষ্ট্রারের কাছে দিতে বললেন। স্থানান্তরের তোড়-জোড় এবং ব্যবস্থাদি ঠিক হয়ে গেল যখন তখন এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। তখন একদিন রেজিষ্ট্রার, সতীশ-বাবু, প্রমথবাবু, শৈলেনবাবু ইত্যাদির উপস্থিতিতে শ্যামা-

প্রসাদবাবু বললেন এখন কবে থেকে কাজ শুরু করা যাবে। আমার নিজেই বললেন "১৯শে এপ্রিল ফ্রাইডে আছে। দিনটা তো ভালই। ঐ দিন থেকে কাজ শুরু হোক।" আমাকে বললেন "তুমি ইতিমধ্যে শৈলেনবাবুর সাথে বসে কাজের পদ্ধতি ইত্যাদি ঠিক করে নাও। তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্ম গরমের ছুটির জন্য মে ও জুন দুমাস বন্ধ থাকতো। ঠিক করা হল ১৯শে এপ্রিল থেকে বই-এর বাণ্ডিল বাঁধার কাজ আরম্ভ করা হবে। এপ্রিল মাসের বাকী কদিনে শুধু বই-এর বাণ্ডিল বাঁধার কাজ কিছুটা এগিয়ে গেলে গ্রীষ্মের বন্ধের মধ্যে নিরিবিলিতে বই সরান ও বাণ্ডিল বাঁধার কাজ একসঙ্গে চলবে। ইতিমধ্যে ঝাঁকায় বই বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে কিছু লেখাপড়া জানা কিছু সংখ্যক বেকার ছেলেকে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিযুক্ত করা হবে। দেখা গেল শ্যামাপ্রসাদবাবুর অনুমানই ঠিক। অল্পশিক্ষিত অনেক বাঙালী ছেলে ছাড়াও ভাল রকম শিক্ষিত বাঙালী যুবকেরও অভাব ছিল না এই কাজে আগ্রহ সহকারে যোগ দেবার জন্যে। যতদূর মনে পড়ে মাখন লাল চন্দ নামে একজন বি. এ., বি. টি. বেকার ভদ্রলোকও এই কাজে যোগ দিয়েছিলেন। পুস্তক বহনরত এই সকল যুবকের ছবিসহ যুবকদের বেকারত্বের সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেন বলে সংবাদপত্রে মন্তব্যও ছাপা হয়েছিল।

ইতিমধ্যে রেজিষ্ট্রার একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিলে আমি কত টাকা মাহিনা পাবার আশা রাখি। আমি বলেছিলাম, সে সম্বন্ধে আমি কিছু চিন্তা করিনি। কাজ করাতেই আমার আনন্দ। কর্তৃপক্ষ তাঁদের সুবিবেচনায় যা দেবেন তাই নেব। সত্যই আমি এ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কিছু চিন্তা করি নি। পরের দিন তিনি আবার বললেন, আপনি কত টাকা মাহিনা চান, যা হোক কিছু বলুন, উপাচার্য জানতে চান। ভেবে বলব বলায় বললেন, কাল বলবেন। আমি চিন্তা করলাম আমার নিজের প্রয়োজনে আর কত দরকার হবে। অনুসন্ধানে জানলাম তখনকার পত্তা গণ্ডার দিনে রেজিষ্ট্রারের বেতনক্রম ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ বেতনক্রম। সে বেতনক্রম ছিল ৫০০ টাকা—৫০—৮০০ এবং ২০০ টাকার একটা ভাতা। কন্ট্রোলারেরও বোধ হয় ঐ বেতনক্রমই ছিল। অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কন্ট্রোলার এবং অডিট অফিসারের বেতনক্রম ২৫০ টাকা—২৫—৫০০ টাকা, লাইব্রেরিয়ান এবং অল্প কয়েকজন সিনিয়র অ্যাসিষ্ট্যাণ্টের বেতনক্রম ১০০ টাকা—১০—২৫০ টাকা। অন্য অ্যাসিষ্ট্যাণ্টদের ৬০ টাকা—৫—১৫০ এবং ৪০ টাকা—৫—১২০ টাকা। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের কয়েকটি পদের বেতনক্রম ২০ টাকা—½—২৫ টাকা এবং কয়েকটির ১৫ টাকা ½—২০ টাকা। আমি চিন্তা করলাম আমার একার জন্যে কত টাকার আর প্রয়োজন হবে। লাইব্রেরিয়ানের প্রারম্ভিক বেতন যেখানে ১০০ টাকা সেখানে আমারও মাসে ১০০ টাকা হলেই হবে। আর একটা মনে করেও আমার আনন্দ হয়েছিল। কয়েক বছর পূর্বে যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু স্বরাজ্যদলের প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁরা ঐ দলের মুখপত্র হিসাবে একটি দৈনিক ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশের ইচ্ছা করেছিলেন। সেই সংবাদপত্রের সম্পাদকের স্থায়িত্ব গ্রহণের জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহরু বিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এক পত্র লেখেন এবং তাঁকে কত বেতন দিতে হবে তা তাঁকেই বলতে বলেছিলেন, ("you name your own salary"), রামানন্দবাবুর কোন লেখায় আমি এই ঘটনার কথা পড়েছিলাম। সেটা একটা বড় ব্যাপার হলেও আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তি নিজের জন্য কত বেতন চাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যে সেটা আমার কাছেই জানতে চান আমার পক্ষে তো সেটাই গৌরবের কথা। যাই হোক পরদিন রেজিষ্ট্রার পুনরায় বেতনের কথা উত্থাপন করলে আমি তাঁকে বলেছিলাম আমাকে প্রারম্ভিক বেতন হিসাবে মাসিক ১০০ টাকা দিলেই হবে।

শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাকে বললেন তাহলে ১৯শে

এপ্রিল থেকেই কাজ শুরু করে দাও। জনাত্তিকে বললেন, এইসব লেখাপড়া জানা ছেলেরা যারা এই কাজে যুক্ত হবে তাদের কাজকর্ম ভালভাবে লক্ষ্য করে যাদের কাজ সন্তোষজনক মনে হবে তাদের নামের একটা লিস্ট ( list ) করে রেখ। পরে স্থায়ী কর্মী নিয়োগের প্রয়োজন হলে ঐ তালিকা থেকে নাম বেছে নিলে হবে। আমার নিজের কর্মে নিয়োগের কোন নিয়োগ পত্র নেই। মাহিনা পত্র কি হবে জানা নেই ; শুধু মুখের কথায় ১৯৩৫ সালের ১২শে এপ্রিল আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে নিযুক্ত হলাম। পরে আমাকে ১লা এপ্রিল থেকে হাজিরা খাতায় নাম সই করতে বলা হয়েছিল কারণ ১২শে এপ্রিলের আগে থেকেই গ্রন্থাগার স্থানান্তর করণের কার্যসূত্রে আমাকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে হয়েছিল। আরও জানলাম গ্রন্থাগার স্থানান্তরকরণ সম্পর্কে সিণ্ডিকেট ১লা এপ্রিল থেকে মাসিক ৭৫ টাকা বেতনে আমাকে একজন অস্থায়ী কর্মী হিসাবে ( temporary assistant ) নিযুক্ত করেছেন। প্রারম্ভিক বেতন আমি ১০০ টাকা বলে-ছিলাম সেখানে ৭৫ টাকা দেওয়ায় আমি একটু ক্ষুণ্ণই হয়েছিলাম—কিন্তু সেটা টাকার পরিমাণ কম হওয়ার জন্যে নয়—আমার চাওয়াটার পূর্ণ মর্যাদা না দেওয়ার জন্যে। তখন তো জানতাম না কয়েক মাসের মধ্যেই ৭৫ টাকার জায়গায় ১০০ টাকা করে দেবার ইচ্ছা শ্যামাপ্রসাদবাবুর মনে ছিল। যথা সময়ে সেটা জানতে পারি।

এই ভাবে নানা পথ ঘুরে অবশেষে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলাম।

[ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ]

# সুসংগঠিত জাতীয় কৃষি তথ্যব্যবস্থা

**নন্দ দুলাল বসাক ও বিনোদ বিহারী দাস**

## কৃষি তথ্যাদি এবং ভারত

এ দেশে এখনও কৃষি শিল্প জাতীর অর্থনীতির ভিতকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন তাই আজও আমাদের জাতীয় উন্নয়নে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। শস্যের উৎপাদন নির্ভর করে মূলতঃ আবহাওয়া, জমি, সার, সেচ-ব্যবস্থা, বিক্রির সন্তাব্যতা এবং সুব্যবস্থা, পোকা-মাকড়ের আক্রমণ ইত্যাদির ওপর। এ ছাড়াও দেশের কৃষি উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে থাকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এ সব সত্ত্বেও দেশের কৃষক সমাজ, কৃষি বৈজ্ঞানিক এবং প্রসারণ কর্মীদের অনলস প্রচেষ্টায় এই শিল্প উন্নয়নের বর্তমান স্তরে পৌছতে পেরেছে। খুব সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে, গবেষণালব্ধ নয়া প্রযুক্তিগত তথ্য এবং সাধারণ স্তরের কৃষি কর্মীদের মধ্যে আজও রয়েছে অব্যাহত এক বিশাল ব্যবধান। এই একই ধরণের ইনফরমেশন গ্যাপ (তথ্য-ব্যবধান) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কৃষি বৈজ্ঞানিকদের নিজেদের মধ্যেও বিরাজমান। তাই গবেষণা-লব্ধ কৃষি তথ্যাদির স্রোত—আরো বেশী ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য গবেষণাগার হতে শস্যক্ষেত্রে এবং আরো নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে গবেষণাগার হতে গবেষণাগারে ছড়িয়ে দিতে হবে।

সাধারণতঃ বই, পত্র-পত্রিকা, সংবাদপত্র, সরকারী প্রকাশনা, সেমিনার পঠিত প্রবন্ধাদির সংকলন, কারিগরী

বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট প্রভৃতিতে কৃষিবিজ্ঞান এবং তৎসংক্রান্ত তথ্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই বিক্ষিপ্ত তথ্যাদি গবেষকদের কাছে ঠিকমত পৌঁছায় না। তাই সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারিক এবং তথ্য বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব হল বিক্ষিপ্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে ব্যবহারকারীদের উপযোগী আকারে নতুন মোড়কে উপস্থাপিত করা। ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, প্রসারণ কর্মী, কৃষি নীতি নির্ধারক কৃষি-শিল্পবিদ, এবং কৃষক সম্প্রদায় কৃষি তথ্যাদি ব্যবহার করেন।

## কৃষি গবেষণা ও সরকার :

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই ভারতের কৃষি এবং পশুপালন সংক্রান্ত গবেষণা, উন্নয়ন, সুপরিচালনা এবং সংগঠনের উদ্দেশ্যে ইম্পেরীয়াল কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানের নাম বদলে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ বা সংক্ষেপে আই. সি. এ. আর. রাখা হয়। এর পর ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪) ভারতের প্রতিটি রাজ্যে অন্ততঃ একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করে। ইতি মধ্যে পন্থনগরে দেশের প্রথম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৬০ সাল হতে কাজ শুরু করে দেয়। ১৯৭৬-এর ভারতীয় কৃষি কমিশন নতুন নতুন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র গড়ে তোলা, আই. সি. এ. আর. ইন্সটিট্যুট স্থাপন এবং দেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সহযোগিতায় বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প রূপায়ণ সহ নানা ধরণের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সুপারিশ করে। এ পর্যন্ত দেশে মোট বাইশটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমানে মোট প্রায় চল্লিশটিরও বেশী গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং প্রসারণ কেন্দ্র আই. সি. এ. আর. কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৫৫ সাল কেন্দ্রীয় খাদ্য এবং কৃষি মন্ত্রকের অধীন এক্সটেনশন ডাইরেক্টরেট গঠিত হয়। এই ডাইরেক্টরেট কর্তৃক নিম্ন স্তরের কৃষি কর্মীদের জন্য জেলা ভিত্তিক একগ' প্রশিক্ষণের কেন্দ্র পরিচালিত হয়। এর পর গ্রাম সেবিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য আরো প্রায় পঞ্চাশটি হোম সায়েন্স কেন্দ্র স্থাপিত হয়। রাজ্য স্তরের কৃষি-তথ্য-কেন্দ্রগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করার এবং তাদের বিভিন্ন রকম তথ্যপূর্ণ পাঠ্যবস্তু সরবরাহ করার দায়িত্ব এই ডাইরেক্টরেটের কৃষি-তথ্য বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়।

## আন্তর্জাতিক কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তথ্য ব্যবস্থা (AGRIS) :

AGRIS হল বর্তমান দুনিয়ার এক অগ্রণী কৃষি তথ্য সেবা ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক 'ইনপুট সেন্টার'। এই আন্তর্জাতিক বিবলিওগ্রাফিক ডাটাবেসটীর আওতায় আসে কৃষি, বন, পশু, মৎস্য এবং মানব-পুষ্টি বিজ্ঞান। এটি অনেকগুলি দেশের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় গড়ে ওঠা একটি বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি সহযোগী রাষ্ট্র নিজ নিজ দেশের জাতীয় স্তরের কেন্দ্র হতে তথ্যাদি সংগ্রহ, সূচীকরণ, বর্ণীকরণ করে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সেগুলি AGRIS সরবরাহ করে থাকে। ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে AGRIS এর আওতাধীন সহযোগি রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল ১১৫টি। এর মধ্যে ৯৫টি রাষ্ট্র নিয়মিত এই ডাটাবেস-এ তথ্য সরবরাহ করে এ' কে সমৃদ্ধ করছে AGRIS-Data Base ভারতের অবদান ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ভারত AGRIS -Data Base-এ ১৯৭৮, ১৯৭৯, এবং ১৯৮০ সালে যথাক্রমে ৩,৭০০টী, ৩,৭৬৬টী, এবং ৪,৭৮৬টী, তথ্য সরবরাহ করেছে। ভারত নয়াদিল্লীতে অবস্থিত কৃষি গবেষণা তথ্য কেন্দ্র (Agricultural Research Information Centre-ARIC)-এর মাধ্যমে AGRIS-এর সাথে সবরকম যোগাযোগ রক্ষা করে। সাধারণতঃ কম্পুটারে পাঠযোগ্য ম্যাগনেটিক টেপ এবং AGRINDEX ছাপা গ্রন্থপঞ্জী AGRIS-থেকে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। প্রাপ্তি তথ্যাদির জন্য ৬,৮০০টী পত্র-পত্রিকা নিয়মিত খুঁটিনাটি রূপে পরীক্ষা করা হয়।

## ভারতীয় কৃষি গ্রন্থাগারগুলির বিকাশ :

এ দেশের কৃষিগ্রন্থাগারগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোন না কোন কৃষি ভিত্তির প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত রয়েছে। এগুলি মূলতঃ কৃষি বিজ্ঞানের গবেষক, শিক্ষক এবং ছাত্রদেরকে তথ্যাদি ও গ্রন্থাদি সরবরাহ করে। একই সাথে কৃষি কর্মি এবং কৃষক সাধারণের তথ্যস্পৃহার কথাও ভাবা উচিত। কৃষিগ্রন্থাগার বলতে কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কৃষি এবং পশু বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের (ICAR) সমস্ত প্রতিষ্ঠান, অনুসন্ধান কেন্দ্র এবং পরীক্ষাগার সংলগ্ন সমস্ত বিশেষ গ্রন্থাগারগুলিকেই বোঝায়। এছাড়া ভারতীয় কৃষক-সার সমবায় প্রতিষ্ঠান (IFFCO), এবং এরকম আরো কিছু প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলিকে কৃষি-শিল্প গ্রন্থাগার হিসেবে গন্য করা যায়। রাজ্যস্তরের অর্থনৈতিক এবং পরিসংখ্যান নির্দেশনালয়, খাদ্য বিভাগ, প্রসারণ নির্দেশনালয়, ইত্যাদি সংলগ্ন গ্রন্থাগারগুলিকে সরকারী বিভাগীয় গ্রন্থাগার আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান সারা ভারতে প্রায় ১৭৫টী কৃষি গ্রন্থাগার, রয়েছে—এর মধ্যে ২২টী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ৭৫টী কৃষি মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ২২টী পশুবিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ৩৯টি ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের গবেষণাগার সংলগ্ন গ্রন্থাগার, এবং ১৪টি কৃষি শিল্প ও সরকারী বিভাগীয় গ্রন্থাগার। এ'গুলি ছাড়াও, বন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (দেরাদুন) এবং জাতীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের (হায়দ্রাবাদ) গ্রন্থাগারগুলির কৃষি ও তৎসংক্রান্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করার কিছুটা প্রবণতা আছে। ক্রমশ: বিভিন্ন রাজ্য কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র গ্রন্থাগারগুলিও গড়ে উঠছে এমনকি মহকুমা স্তরেও অদূর ভবিষ্যতে কৃষি গ্রন্থাগার গড়ে উঠবে।

## কিছু উল্লেখযোগ্য ভারতীয় কৃষি গ্রন্থাগার :

জি. বি. পন্থ কৃষি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় ১৯৬১তে। এর আছে ১০ লক্ষেরও বেশী গ্রন্থের সংগ্রহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের পাঠকরাই মূলতঃ এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। "ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল ইনডেক্স" হল এর বিখ্যাত মাসিক প্রকাশন।

পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার দেশের কৃষি গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে অন্যতম। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬২তে। এর সংগ্রহে ২০৮, ১১১টি গ্রন্থ আছে এবং সেই সাথে সারা বছরে ১,৮৪৩টি পত্র-পত্রিকা এই গ্রন্থাগার নিয়মিত সংগ্রহ করে।

কৃষি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় (বাঙ্গালোর) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৪তে। ১১০,০০০টি প্রকাশনা এর সংগ্রহে রয়েছে এবং বছরে ১১৪৪টি পত্রিকা সংগ্রহ করে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক এবং প্রশাসন কর্মীদের তথ্যের প্রয়োজন মেটাতে এই গ্রন্থাগারকে আধুনিক পদ্ধতিতে সংগঠিত করা হচ্ছে।

ভারতীয় পশুবিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ইজতনগর) ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি দেশের কৃষি বিজ্ঞান সংক্রান্ত পুরানো গবেষণাগারগুলির মধ্যে অন্যতম। এর গ্রন্থাগার বর্তমানে পশু বিজ্ঞানের পুরানো গ্রন্থাদি এবং পত্র-পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রহের অধিকারী। ৬৪,০০০ গ্রন্থ-এর বর্তমান সংগ্রহে আছে।

জাতীয় দুগ্ধশালা গবেষণা প্রতিষ্ঠান (কারনাল) এ' বিষয়ে গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের মূল কেন্দ্র। এর সুসংগৃহীত গ্রন্থ সংগ্রহ রয়েছে। বছরে ৭৫০টি পত্র-পত্রিকা নিয়মিত সংগ্রহ করে।

## ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ (ICAR) গ্রন্থাগারের ভূমিকা :

ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ (ICAR) তার বহুমুখী কর্মসূচীর সাথে সাথে দেশের বিভিন্ন কৃষি গ্রন্থাগারগুলি উন্নয়নে যথেষ্ট সহযোগিতা করে। আধুনিক কৃষি গবেষণার প্রয়োজন মেটাতে 'এ' ধরণের সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে

আই. সি. এ. আর. আর্থিক সাহায্যও দিয়ে থাকে। আই. সি. এ. আর. প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারগুলির এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়নমূলক কর্মপন্থা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি আই. সি. এ. আর. গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়েছে। এছাড়াও কৃষি গ্রন্থাগারিকতার উন্নয়নের জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষি গ্রন্থাগার সম্মেলন এবং কর্মশালা সংগঠনের জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে আই. সি. এ. আর.। প্রায় সমস্ত আই. সি. এ. আর. প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলি এবং কিছু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কেবলমাত্র নিজস্ব ব্যবহারকারীদের উপযোগী সীমিত সূচীকরণ, সারসংক্ষেপকরণ, কারেন্ট অ্যাওয়ারনেস, গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন এবং অনুবাদ পরিষেবা দিয়ে থাকে। আই. সি. এ. আর. সদর দপ্তর হ'তে প্রকাশিত "ডকুমেন্টেশন অফ এগ্রিকালচার" এবং ডকুমেন্টেশন অফ অ্যানিম্যাল হাজবেণ্ড্রী" দেশের ৬১১টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষি মহাবিদ্যালয়, পশুপালন মহাবিদ্যালয় এবং কিছু গবেষকের / পাঠকের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিও নিজ নিজ বিষয়ে নিয়মিত সারায়ন ও পত্রিকাপঞ্জী প্রকাশ করে। তাই আই. সি. এ. আর. গ্রন্থাগার কৃষি গ্রন্থাগার গুচ্ছের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে।

## ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (IARI) গ্রন্থাগার :

ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্সটিট্যুট [ বৃটিশ আমলে ছিল ইম্পেরিয়াল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্সটিট্যুট নামে পরিচিত ] ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বিহারের পুসায় প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরে ১৯৩৪-এ নয়াদিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়। এটি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক কার্যকলাপগুলি হোলো—ক) কৃষি এবং আনুষঙ্গিক বিজ্ঞানে মৌলিক তথ্য ফলিত গবেষণা : খ) কৃষি বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরস উপাধি দান এবং গ) উপদেষ্টার ভূমিকা, পরামর্শদান এবং প্রসারণ কাজ। এসব ছাড়াও বিভিন্ন প্রদেশে রাজ্য সরকার এবং আই. সি. এ. আর.-এর যুগ্ম সহযোগিতার সমবায় ভিত্তিক প্রকল্প হাতে নেয়। বিশ্বের কৃষি তথা জীবন বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে অন্যতম এই আই. এ. আর. আই. গ্রন্থাগার। এ'টি দেশ-বিদেশের সবরকম কৃষি তথ্যাদির পরিগ্রহণ, সংগঠন এবং সঞ্চালন কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে কাজ। গত ৮০ বছর যাবৎ বৈজ্ঞানিকদের সেবা করে আসছে এই গ্রন্থাগার। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যবস্তুর সংস্থান কেন্দ্র হিসেবে এ'টি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। বর্তমানে এখানে প্রায় এক লক্ষ তথ্যাদির সূচী কার্ড আকারে রয়েছে। জাতীয় স্তরের সমস্ত শ্রেণীর কৃষি বিশেষজ্ঞদের তথ্য এবং প্রতিলিপি সেবা এই গ্রন্থাগার নিয়মিত দিয়ে থাকে।

আই. এ. আর. আই. গ্রন্থাগার কৃষি এবং আনুষঙ্গিক বিজ্ঞানে দেশের সবচেয়ে পুরানো গ্রন্থসংগ্রহের অধিকারী। এর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসংগ্রহটিকে বিশেষ সংরক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বনে ফিংবা অণুচিত্রলিপিকরণ পদ্ধতিতে সংরক্ষণের এক প্রকল্প রূপায়িত করা হচ্ছে। এর বর্তমান গ্রন্থসংগ্রহ প্রায় তিন লক্ষ। বাৎসরিকগ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকা পরিগ্রহণ যথাক্রমে ৩,৫০০ এবং ৪,৮০০টি। ১৯৪৪ সাল হ'তে এরা বিশ্বসাহিত্যে ভারতীয় কৃষি বৈজ্ঞানিকদের অবদানের উপর একটি সূচী নিয়মিত র'খছে।

## ক্রমসংগঠিত কৃষি গ্রন্থাগার তথ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে :

একদিকে কৃষিতথ্যের উৎস-গ্রন্থাদির নিয়ত সংখ্যা-বৃদ্ধি ঘটছে। অবস্থায় আন্তঃ-গ্রন্থাগার সংগ্রহের সমবায়-ভিত্তিক ব্যবহারের উপযোগিতা সম্যক উপলব্ধি করতে হবে। এ'পন্থা অবলম্বন করলে সীমিত বাজেটেই গ্রন্থ-

সংগ্রহে সম্পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব।

আই. সি. এ. আর. প্রতিষ্ঠান এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির সুসংগঠিত গ্রন্থাগার সমূহ দেশের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। প্রথমে কিছু গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন করতে হবে এবং এক্সচেঞ্জ ব্যবস্থাকে সংগঠিত করতে হবে। তবেই ঐ গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে Resource Sharing ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

জাতীয় স্তরে কৃষি গ্রন্থাগার/তথ্য ব্যবস্থা সংগঠনে সার্থক সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে আঞ্চলিক কৃষি তথ্যকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। এর কাজ হবে আঞ্চলিক স্তরে লভ্য উৎস-গ্রন্থাদির পূর্ণ কিংবা সর্বোচ্চ ব্যবহারে সাহায্য করা এবং আঞ্চলিক স্তরে সমবায়ভিত্তিক পত্রিগ্রহণের সমন্বয় হিসেবেও এটি কাজ করবে। চলনসই এবং পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী তৈরী করা; স্থানীয় ভাবে লভ্য প্রতিলিপি করণ ব্যবস্থাদির পূর্ণ সদ্ব্যবহার; তার-যোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে অঞ্চলে আগত এবং অঞ্চল হ'তে নির্গত তথ্যাদির সম্প্রচার এবং যাইচিং; ইত্যাদি—এই সব সেবা ব্যবস্থার সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি। বহুমুখী এই উৎস-গ্রন্থ সংগ্রহকে ভিত্তি করে কেন্দ্রের গ্রন্থাগারিক এবং তথ্যবিজ্ঞানীগণ নতুন সংযোজন তালিকা, পত্রিকাদির সূচীপত্র, সংবাদ কণা, ইত্যাদি প্রকাশের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের সেবা দিয়ে থাকে।

একটি তথ্য ব্যবস্থা কার্যকরী রাখতে গেলে একটি সুসংগঠিত কেন্দ্র বা গ্রন্থাগারকে সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করতেই হবে। ভারতে একটি সুসংহত কৃষি গ্রন্থাগার এবং তথ্য ব্যবস্থা সংগঠনের দায়িত্ব আই. এ. আর. আই. গ্রন্থাগারকে কাঁধে নিতে হবে। এর কাজ হবে সব রকম সম্ভাব্য উপায়ে দেশের কৃষি গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করা এবং নানা পদ্ধতিতে তাদের মধ্যে উৎস-গ্রন্থের আদান প্রদান ব্যবস্থায় উপযুক্ত সমন্বয় সাধন করে সমস্ত ব্যক্তিকে জাতীয় স্তরে তথ্য সেবা দেওয়া। এই সব উদ্দেশ্যের সফল বাস্তবায়নের জন্য কিছু জাতীয় স্তরের সেবা চালু করতে হবে —১) সমবায় ভিত্তিক আন্তঃগ্রন্থাগার ঋণ সেবা, সমবায় ভিত্তিক প্রতিলিপি করণ সেবা, বাছাই তথ্য সঞ্চালন (SDI), সূচীকরণ, পত্র-পত্রিকার নয়া সংখ্যাগুলির সূচী-পত্র বিতরণ (Current Content), গ্রন্থপঞ্জীকরণ, অনুবাদ সেবা এবং খবরের কাগজ হ'তে তথ্যসেবা (Press clippings); ২) সম্মেলন এবং কর্মশালার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকতা এবং তথ্যসেবা (বিশেষ করে কৃষিবিজ্ঞান) সংক্রান্ত শিক্ষাদান। এ ছাড়াও জাতীয় স্তরে সার্থক পরিসেবা দিতে হলে প্রয়োজন কিছু জাতীয় স্তরের কর্ম পরিকল্পনার—১) সারা ভারতের কৃষি গ্রন্থাগারগুলিতে লভ্য পত্র-পত্রিকাদির ইউনিয়ন ক্যাটালগ বা বা যৌথ-সূচী প্রণয়ন; ৩) কৃষি অনুসন্ধান কেন্দ্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধাদির সুসংহত তালিকা প্রণয়ন; ৪) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিতে চলতে থাকা গবেষণা প্রকল্পগুলির তালিকা প্রণয়ন; ৫) কৃষি এবং তৎসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ, গবেষক এবং শিক্ষক-দের ডাইরেক্টরী প্রণয়ন; ৬) সম্প্রসারণ কর্মে নিযুক্ত কর্মীদের ডাইরেক্টরী প্রণয়ন; ৭) কৃষি প্রশাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের ডাইরেক্টরী প্রণয়ন।

ছাত্র, গবেষক এবং অন্যান্য আগ্রহী পাঠকদের উন্নত কৃষি গ্রন্থাগার এবং তথ্য সেবা দিতে হলে কৃষি বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকার উপর সুনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। তাই কৃষি তথ্যাদির জন্য জাতীয় "ডাটা ব্যাঙ্ক" সংগঠনের একান্ত প্রয়োজন। পরম্পরাগত বিজ্ঞান অনুসন্ধানকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণালব্ধ তথ্যাদির দ্রুত সঞ্চালনের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা হলো। সবশেষে বলা যায় কৃষি গবেষণা প্রসূত যৌলিক তথ্যাদির সত্যিকারের ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে হলে তা কৃষি ক্ষেত্রে করতে হবে। এই কারণে কৃষি উৎপাদন উন্নয়নের জন্য এই তথ্যাদি সাধারণ কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এর জন্য সরকারী কৃষি-তথ্য আধিকারিক, গণ-মাধ্যম এবং সাধারণ-গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

**তথ্যসূত্র :**


1. Banerjee (S R) : Need for Indian Agricultural Libraries and Information System. (In Perspective in Library and Information Seience. VI. 1982. P 258—67.)

2. —and Moitra (S) Agricultural Libraries in India. (In Handbook of Libraries, Archives and Information centres in India. VI. 1984/85. P 30-40.)

3. —.— : National Agricultural Research Information System. (In IASLIC Spl. Publ. no. 17. 1979. P 193-200.)

4. Bose (P C) : Information suport for agricultural extension in India. (In All India Seminar on Agricultural Library and Information Service, 4-7 Feb 1985, Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya (W.B.) ( mimeographed ) )

5. Chotelal : Indian Agricultural Research Institute Library. (In Handbook of Libraries, archives and information centres in India. VI. 1984/85. P 30-40.)

6. Despande (S P) and Deshmukh (G R) : Role of agricultural Libraries in dissemination of agricultural information. (Herald of Library Science. V. 24, no. 1-2. 1985. P 18-21.)

7. Devraj (S) and Anuradha (N) : Agricultural Library and Information Network in India. In IASLIC Spl. Publ. no, 17. 1979. P 155-92.)

8. Rama Tirth : AGRIS : International Information System for the Agricultural Scieces and Technology. (In Perspectives in Library and Information Science VI. 1982.)

9. —— : Agricultural Information System in India (Presidential address). (In All India Seminar on Agricultural Library and Information Services, 4-7 February, 1985, Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya (W.B.) ( mimeographed ) )

## সারণি ১ : দেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তালিকা

[ Universities Yearbook 1985-86 অনুযায়ী ]

| বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম | প্রতিষ্ঠার সাল | গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংগ্রহ | গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বাজেটের অবস্থা ( লাখ টাকায় ) |
|---|---|---|---|
| অন্ধ্রপ্রদেশ কৃষি | ১৯৬৪ | ১,৪২,০০০ + ৫০০ P | ১১·০২ |
| অসম কৃষি | ১৯৬১ | ৬৯,১৯৩ + ৫৩৭ P | ১৬·৫৪ |
| বিধানচন্দ্র কৃষি ( প. বঙ্গ ) | ১৯৭৪ | ৯০,০০০ + ১,০০০ P | ৮·০০ |
| বিরসা কৃষি ( বিহার ) | ১৯৮০ | — | — |
| চন্দ্রশেখর আজাদ কৃষি ও প্রযুক্তি ( উ. প্র. ) | ১৯৭৫ | ৭১,৩৮৬ + ৬৫,৫৭৫ P | ২·০৫ |
| জি. বি. পন্থ কৃষি ও প্রযুক্তি ( উ. প্র. ) | ১৯৬০ | ২,৫৪,৯২৯ + ১,৭৪২ P | ২৫·৭০ |
| গুজরাত কৃষি | ১৯৭২ | ১,১২,৬৩১ + ২৪,২৯০ P | ৭·০০ |
| হরিয়ানা কৃষি | ১৯৭০ | ১,২০,৯১৪ + ৫০,২৭৫ P | — |
| হিমাচল প্রদেশ কৃষি | ১৯৭৮ | ৪৪,০২৫ + ১৬,৪৬৩ P | ৭.৩০ |
| ** ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান প্রতিষ্ঠান ( দিল্লী ) | ১৯৫৮ | ৩,০০,০০০ | — |
| * ভারতীয় পশুবিজ্ঞান ,, ,, ( ইজতনগর ) | ১৮৮৯ | ১,৫০,০০০ | — |
| জওহরলাল নেহেরু কৃষি | ১৯৬৪ | ১,৩২,৬৯৮ + ৪৯,০০০ | — |
| কেরল কৃষি | ১৯৭১ | ৭৭,৭৪০ + ৬৮১ P | ১২·০০ |
| কোঙ্কন কৃষি ( মহারাষ্ট্র ) | ১৯৭২ | ৩২,১০১ + ১৩৩৯৫ P | ৩.২০ |
| মহাত্মা ফুলে কৃষি ,, | ১৯৬৮ | ৩৫,৬৭১ + ১৫,০০০ P | ৫·০৫ |
| মারাঠওয়াড়া কৃষি ,, | ১৯৫৮ | ২,২৬,১৫৬ + ১,১১০ P | ১৯·৬৪ |
| নরেন্দ্রদেব কৃষি (উ. প্র.) | ১৯৭৫ | ২৭,৯২৬ + ৩৭৫ P | ২·০০ |
| উড়িষ্যা কৃষি ও প্রযুক্তি | ১৯৬২ | ১২২,৫৪৯ | ৫.০০ |
| পাঞ্জাব কৃষি | ১৯৬২ | ২,১২,০৭২ | — |
| পাঞ্জাব রাও কৃষি ( মহারাষ্ট্র ) | ১৯৬৯ | ৭৬,০০০ | ৬·৫০ |
| রাজেন্দ্র কৃষি ( বিহার ) | ১৯৭০ | ৭৮,২৪১ | ৮·০৫ |
| তামিলনাড়ু কৃষি | ১৯৭১ | ১২০৮৫৩ + ১১০৪ P | ১৬·১১ |
| কৃষি বিজ্ঞান বিঃ ( কর্ণাটক ) | ১৯৬৭ | ২৬,০০০ + ১০,০০০ P | ১১·৫০ |

* এছাড়াও স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষাক্রম আছে আগ্রা, কৃষি বিজ্ঞানে এলাহাবাদ, বেনারস হিন্দু, বুন্দেলখণ্ড, মীরাট ও রোহিলখণ্ড, গোরখপুর, আন্নামালাই, গুরুনানকদেব, মোহনলাল সুখাড়িয়া, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে।

** বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গণ্য।

P) পত্র-পত্রিকার পুরোনো খণ্ড।

# প্রকাশক ও গ্রন্থাগার

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

পুস্তক প্রকাশ (production) ; পুস্তক বিলি (distribution) এবং পুস্তক পাঠ (consumption)। এই তিনটি বিষয় হ'লো অর্থনীতির মূল বিষয়। সমাজতত্ত্বের (sociology) অন্তর্গত। এ প্রবন্ধে আমি কেবল প্রথম বিষয়টি সম্বন্ধে বলবো।

প্রথমেই বলে রাখি পুস্তকের ইতিহাস ও পুস্তক প্রকাশের ইতিহাস এক নয়। বই ছাপায় বলুন আর বই না ছাপাই বলুন এ দুটি হলো একটি উপায় যার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে সাহিত্যকে সুবিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু বইই তথ্যবাহী একমাত্র বস্তু নয়। থিয়েটার, রেডিও বা দূরদর্শনের দ্বারা সাহিত্যের বিষয় বস্তুকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এও এক ধরণের পুস্তক প্রকাশ বলতে পারেন। অবশ্য এ ধরণের প্রকাশের দ্বারা যারা পড়তে জানে না তারাই উপকৃত হয় বেশী এবং দূরদর্শনের সাহায্যে সাহিত্যের প্রকাশ নিরক্ষরদের উপর কার্যকরী বেশী এ কথা কেউই অস্বীকার করবে না।

"প্রকাশ" বলতে কি বোঝায়? Publish কথাটির উৎপত্তি ল্যাতিন কথা Publicare থেকে। এ-কথাটার যথাযথ মানে হলো একটি ব্যক্তিগত বিষয়কে বা বস্তুকে সকলের প্রয়োজনে প্রচার করা। অর্থাৎ যে কেউ, বস্তুটিকে বা বিষয়টিকে উপভোগ করতে পারে।

পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে সত্য কথা বলতে গেলে অনুভূতিতে বেশ ঘা লাগে। কারণ একখানি বই প্রকাশ করা মানেই হ'লো বইখানিকে "বাজারের মাল" করা অর্থাৎ কিছু পয়সা খরচ করলেই যে কেউ বইখানিকে কিছুক্ষণের জন্য উপভোগ করতে পারে। বইখানির জন্ম লেখকের গর্ভে। কিন্তু যখন বইখানি লেখকের সাথে বাঁধন কেটে বার হলো বইখানি হলো প্রকাশকের। প্রকাশক তখন পয়ের ছেলেকে "বাজারের মাল" করে ব্যবসা শুরু করলো অর্থাৎ Plato'র কথায় publicare corpus—কতকটা যেন বেশ্যার মত। ঠিক এইরূপ অবস্থা হয় কোন একটি মূর্ত্তিকে কোন public place-এ স্থাপন করলে। মূর্ত্তিটি হয় সকলের জন্য। বেশ ঘা লাগে অনুভূতিতে কিন্তু কথাটা সত্য।

সুতরাং একখানি বই প্রকাশ করার মানেই হ'লো তা অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। একখানি বইয়ের সত্যিকারের জীবন্ত অস্তিত্ব শুরু হয় যখন সৃষ্টি সৃষ্টিকর্ত্তার হাতছাড়া হয়ে জীবনের সংস্পর্শে আসে। সৃষ্টিকর্ত্তা নিজের সৃষ্ট বস্তুকে উপভোগ করতে পারেন না, কারণ তিনি নিজেকে নিজের সৃষ্টি থেকে আর ভিন্ন করে দেখতে পারেন না। বইখানি হয় অন্যের উপভোগের বস্তু। তবে আর বই লিখে শতকরা ১০ বা ১৫ টাকা পাওয়াই কি লেখকের উদ্দেশ্য? একটা কথা এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে লেখকের অনুমতি ভিন্ন তার লেখার পরিপূর্ণ বা পরিমার্জন করা যায় না। সে অধিকার কোন প্রকাশকের থাকে না।

বইখানির জন্ম হয় সত্যি। সুতরাং একজন ধাত্রীর (Accoucheur—আকুস্তার) প্রয়োজন। ধাত্রীটি হলেন প্রকাশক। প্রকাশক না থাকলে হয়তো বইখানি জীবন্মৃত হয়ে থাকত—পাঠকের হাতে পড়তো না—জীবনের সংস্পর্শে আসত না।

এই কাজটাই হলো প্রকাশকের আসল কাজ। অবশ্য প্রকাশকের আরও অন্য কাজ আছে। তবে এই রূপকটা সম্পূর্ণ করতে গেলে বলতে হয় বইখানির জন্মের পূর্ব্বে প্রকাশক বইখানির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশ দেবে—

এবং তার ব্যবস্থা করবে। প্রয়োজন হলে "গর্ভস্রাবেরও ব্যবস্থা করবে।

## পুস্তক প্রকাশের ইতিহাস

পুস্তক প্রকাশের ইতিহাসে প্রকাশক এসেছে অনেক পরে। আধুনিক যুগে বললেও চলে। পুরাতন যুগেও বই লেখা হতো এবং সে সব বই জনসাধারণের কাছে প্রচারও করা হতো। অনেক সময় লেখক ছিলেন নিজেই প্রচারক। যেসব স্থানে জনসাধারণের সমাগম হতো, লেখক নিজে গিয়ে নিজেই নিজের বই প্রচার করতেন। বইয়ের কিছু কিছু অংশ সকলকে পড়ে শোনাতেন। ছাপাখানার জন্ম হ'বার পরও লেখক এ-কাজ করতেন কারণ এভাবে একখানি বইয়ের প্রচার কার্য্য ছিল সবচেয়ে সোজা। জাপানী পত্র-পত্রিকার পূর্ব-পুরুষ Yomiuri'র প্রচার এই ভাবেই হ'তো। লেখক লেখার পর তা নিজেই ছাপতেন এবং নিজেই লেখা থেকে কিছু কিছু অংশ সকলকে পড়ে শোনাতেন। আমাদের দেশে বিশেষ করে ট্রেনে যাতায়াতের পথে আজও এ ধরণের প্রচার দেখা যায়।

পুরাকালে এ ধরণের বই বিক্রি করবার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। এই ব্যক্তিরা ঠেলাগাড়ীতে করে বই নিয়ে যেখানে বহুলোকের সমাগম হয় সেই সব স্থানে গিয়ে বই বিক্রি করতো। এইভাবে জনসাধারণের কাছে বহু বইয়ের প্রচার হ'তো। এও এক ধরণের পুস্তক প্রকাশ।

কিন্তু সত্যকারের পুস্তক প্রকাশ শুরু হ'লো যখন বই ও পুঁথির প্রচলন হ'লো। ৪র্থ শতাব্দীতে Ethesose-এ পুঁথির কারখানা খোলা হ'লো। এই কারখানায় পুঁথি লেখা হ'তো ও নকল করা হ'তো। কয়েকজন ব্যবসাদার এ-ধরণের কারখানা খোলে। নকল করা পুঁথিগুলি দোকানে পাঠান হ'তো বিক্রি করবার জন্যে। সে যুগেও বইয়ের দোকান ছিল। একখানি পুঁথির ১০০ খানি কপির অধিক আর কোথাও করা হয়েছিল সে সংবাদ পাওয়া যায় না। তবে পুস্তক প্রকাশ করার ধারণা যে সে-যুগেও ছিল সে-কথা সত্য।

পুস্তক প্রকাশের ধারণা এবং পুস্তক প্রচারের মাধ্যম-গুলির আবিষ্কারের প্রায় ১,৫০০ বছর পূর্ব্বেও ছিল। ছাপাখানার জন্ম হওয়ার পর বেশী জোর দেওয়া হ'তো, ছাপা বইকে জনসাধারণের কাছে প্রচারের উপর। প্রথম দিকে মুদ্রক ও প্রকাশকের মধ্যে কোন বিভেদ ছিল না। মুদ্রকই ছিল প্রকাশক। Caxton Press থেকে ছেপে বার হয় Chaucer, Gower, Malory' এই সব লেখকের বই। Caxton Pressই এইসব পুরাতন লেখককে নবজীবন দেয়।

England-এ প্রথম বইয়ের দোকান খোলে Wynkyn de Worde, Fleet St. এ।

১৫শ শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশে বইয়ের বাজার বেশ জমজমা হয়ে ওঠে। এ সময়ের নামকরা মুদ্রক প্রকাশক হ'লো জার্মানীতে Anton Koberger। এর ছিল ১৬টি বইয়ের দোকান। রোমে Aldo Manuzo (মানুৎসিও), ১৬শ শতাব্দীতে ফ্রান্সে Estienne। Netherlands ছিল সারা বিশ্বের বইয়ের বাজার। আমাদের দেশেও মুদ্রক বা প্রকাশকের মধ্যে কোন বিভেদ ছিল না। শ্রীরামপুরের ছাপাখানা থেকে কত বই প্রকাশিত হয়েছে তা সকলেই জানেন।

কিন্তু বই ছেপে তা প্রকাশ করা ক্রমশঃ জটিল হতে থাকল। ফলে মুদ্রক ও প্রকাশকের কাজ ক্রমশঃ আলাদা হয়ে যেতে থাকে। মুদ্রাকরের পক্ষে বই ছাপা ও বই প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে উঠলো না কারণ পুস্তক প্রকাশের technique ও পুস্তক ছাপার technique-এর সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ থাকা সম্ভব হ'লো না। সুতরাং মুদ্রক হলেন একজন এবং প্রকাশক হলেন অন্যজন। ঠিক এই কারণে France-এ Librarie কথাটা বিলুপ্ত হ'লো এবং ইংলণ্ডেও Library কথাটা বজায় রইল গ্রন্থাগারকে বোঝাবার জন্যে। Germany-তে চলিত হ'লো Buch-landler কথাটা। এখন এক ইংলণ্ড ব্যতীত এবং যেসব

দেশ ইংলণ্ডের অধীনে ছিল সে সব দেশে Library বলতে গ্রন্থাগারকেই বোঝায়। অন্যস্থানে Library বা Librairie বলতে বোঝায় বইয়ের দোকান। Bibliotheque বলতে বোঝায় গ্রন্থাগার। এ-সময় Book-seller কথাটাও প্রচলিত হয়।

পুস্তক মুদ্রকের কার্যক্ষেত্র ও পুস্তক প্রকাশকের কার্যক্ষেত্রের মধ্যে একটা সীমারেখা যথার্থ করা সম্ভব হ'লো না ১৬১৮ সাল পর্য্যন্ত। এ-সময় এ-দুটি ব্যবসাকে একই গোষ্ঠিতে ফেলা হ'তো। ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ঐ দুটি-ব্যবসায় ঐ অবস্থাতেই ছিল। নৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে কার দায়িত্ব কতটা তা ঠিক করা সম্ভব ছিল না। বেশীর ভাগ দায়িত্বটা পড়তো মুদ্রাকরের উপর। প্রথম মুদ্রণ ও প্রকাশনকে আলাদা করে দেখা হতে থাকে ১৯০০ সাল থেকে। এ সময় থেকে পুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব গিয়ে পড়ে প্রকাশকের উপর। এই সময়ে আইন হ'লো যে কোন বই প্রকাশ হোক না কেন সেই বইয়ে পুস্তক প্রকাশকের নাম থাকতে হবে। এ-ধরণের আইন হয় প্রথম ফ্রান্সে। এই আইনের মূল কথা হ'লো "Any publication must have a responsible publisher"। এখন আমরা বুঝতে পারছি এই তৃতীয় ব্যক্তির আইন অনুযায়ী অস্তিত্ব হ'লো অনেক পরে। এ-আইন এখন, সম্ভবতঃ রুশদেশ বাদে আর সব দেশেই চালু হয়েছে। রুশ দেশে প্রকাশকরা রাষ্ট্রভুক্ত সুতরাং সেখানে পুস্তক প্রকাশকরা পুস্তক প্রকাশের জন্য দায়ী নয়।

এ অবস্থা আসার পূর্বেও যে প্রকাশকের অস্তিত্ব ছিল না সেকথা ঠিক নয়। কিন্তু নীতিগত বা আইনগত দায়িত্ব প্রকাশকের ছিল না। বইয়ের দোকান ও ছাপাখানার মাঝখানে থাকত একজন যার কাজ ছিল ছাপবার মত বই জোগাড় করে ছাপাখানার উপর ছাপার ভার দেওয়া এবং বইয়ের দোকানে বই বিক্রির ভার দেওয়া। এর ফলে পুস্তক প্রকাশের কাজটা ক্রমশঃ গিয়ে পড়লো বণিকদের হাতে।

এই সময় থেকেই সাহিত্য জনসাধারণের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়। সমাজের মধ্যে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের স্থান ক্রমশঃ উপরে উঠতে থাকায়, তারাও তাদের পড়বার মত বইয়ের দাবী করতে থাকল। এ সময় থেকে পাঠের রুচিরও পরিবর্তন হতে থাকল। ফলে জনসাধারণের রুচি ও পাঠের প্রয়োজন অনুসারে পুস্তক প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দিল। প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকল। সুতরাং Capitalist-রা যে পুস্তক ব্যবসায় আর পুস্তকের কাজটা দখল করে বসবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! ইংলণ্ডে Richardson-এর দ্বারা প্রকাশিত Pamela পুস্তকখানি একটি সুন্দর উদাহরণ। এই পুস্তক ১৭৪০ সালে প্রকাশিত হয়।

## প্রকাশকের কাজ

প্রকাশকের কাজ হচ্ছে কোন বই প্রকাশ করবে তা ঠিক করা, বইখানিকে প্রস্তুত করা এবং তা জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা। প্রকাশক একদিক থেকে প্রকাশক এবং অন্যদিক থেকে প্রচারক বা পরিবেশক। এই ৩টি কাজই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই ৩টি কাজকে একসঙ্গে বিচার করে দেখলে তবেই বোঝা যাবে প্রকাশকের কাজ কি।

বড় বড় নামকরা প্রকাশকরা সাধারণতঃ এই ৩টি কাজকে ৩টি বিভাগের উপর ন্যস্ত করে থাকে। কিন্তু মনে রাখতে হ'বে পুস্তক প্রকাশকে ব্যক্তিগত রূপ দিতে হবে। ব্যক্তিগত দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না।

পুস্তক প্রকাশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে একটি ব্যক্তিগত বিষয়কে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা। সুতরাং প্রকাশকের যে ৩টি কাজের কথা বলেছি সে ৩টি কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিকে সমষ্টির সঙ্গে সংযুক্ত করা।

প্রকাশক যখন ঠিক করছে কোন বই প্রকাশ করবে তখন তাকে ঠিক করতে হয় কাদের জন্যে বইখানি ছাপা হবে। সুতরাং যাদের জন্যে বইখানি ছাপা হবে, বইখানিকে তাদের উপযোগী করে নিতে হবে। প্রকাশকের

জানা প্রয়োজন জনসাধারণ কি ধরণের বই চায় এবং জনসাধারণকে যা দেওয়া হবে তার মূল্য কতটা, ও জনসাধারণের পাঠের রুচি কিরূপ। প্রকাশক নিজেকে নিম্নে প্রশ্ন করবেন "বইখানা বিক্রি করা যাবে তো? বইখানি কি ভালো? বই অর্থাৎ চলবার মত বই?"

প্রকাশক লেখককে বিচার করবে পাঠকের মাধ্যমে এবং পাঠককে বিচার করবে লেখকের মাধ্যমে। ঠিক এই কারণে অনেক লেখক প্রকাশকের "পোষা" লেখক হয়ে যান। কোন লেখকের একখানি বই প্রকাশিত হ'লো। প্রকাশক দেখল বইখানি বাজারে যেন চালু হ'লো তখন প্রকাশক খুঁজে সেই লেখকের বই ছাপার জন্য আর বিশেষ চিন্তা করতে হবে না। বাজারে মার খাবার ভয় নেই। ফলে এই ধরণের লেখকদের প্রকাশক পুষে রেখে দেন এবং এই ধরণের লেখকরাই জনসাধারণের কাছে বা পাঠক গোষ্ঠীর কাছে প্রকাশকের সুনামের কারণ হয়ে দাঁড়ান। প্রকাশকের ব্যক্তিত্বের কাছে লেখক নিজের ব্যক্তিত্বের কিছুটা হারিয়ে ফেলেন। ফলে পাঠক গোষ্ঠীর কাছে লেখক অপেক্ষা প্রকাশক বেশী জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। জনসাধারণের ধারণা হয়ে যায় "অমুক প্রকাশকের ছাপা বই সুতরাং তা ভালো হবেই।" গ্রন্থাগারিকরাও অনেক সময় পুস্তক সংকলনের ক্ষেত্রে প্রকাশককে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

জনসমষ্টির রুচির উপর Subfrom-এর উপর। কোন লেখকের প্রতি হঠাৎ আকর্ষণ, বা পাঠকের habits এবং fashion, এসব বিষয়ের উপর প্রকাশককে নজর রাখতে হয়। যেমন ধরুন Byronism, (Child Harold) Wertherism (Leiden des jungen Werthero-Goethe) ইত্যাদি। এইসব শেষোক্ত কারণে কোন একজন লেখক হঠাৎ পাঠক সমাজের আকর্ষণের কারণ হয়ে দাঁড়ান।

এখন আমরা বেশ বুঝতে পারছি কোন বই যখন প্রকাশক প্রকাশ করে তখন তার মনে আনুমানিক পাঠক গোষ্ঠীর একটা ধারণা থাকে এবং প্রকাশক কয়েকজন লেখককে পুষে রাখে যাদের লেখা জনসমষ্টিকে আকর্ষণ করতে পারবে। সুতরাং উপরে লিখিত প্রকাশকের তিনটি কাজ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে এই দুইটি সমষ্টির উপর: পাঠক সমষ্টি ও লেখক সমষ্টি।

প্রকাশক কোন বই প্রকাশ করবে তা ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের কাগজ, বইয়ের বাঁধাই, আকার ইত্যাদি দৈহিক গঠন ঠিক করে ফেলে। ঠিক করা বাকি থাকে একখানি বইয়ের কত সংখ্যা ছাপা হবে। সংখ্যা কম হলে খরচায় পোষাবে না। আর বেশী হলে সব সংখ্যা বিক্রি হবে না। বাড়তি সংখ্যাগুলি stock-clearance হিসাবে কমদামে বিক্রি করলেও খরচ উঠবে না। তবে একটা কথা জেনে রাখা প্রয়োজন যে কোন বইই ছাপা হোক না কেন তার কিছু সংখ্যা বিক্রি হবেই কারণ "বই পাগল" অনেক থাকে।

পুস্তকের নামকরণ, মলাটের বা BooK-jacket-এর ছবি, লেখকের পরিচয়, দু-চারটি কথায় বইয়ের বিষয়বস্তুর বর্ণনা, এ-সব বিষয়ের উপর প্রকাশকের নজর থাকা দরকার। এইসব বিষয় বইয়ের প্রচারের ক্ষেত্রে কাজে লাগে।

এখন বাকি থাকে পুস্তক পরিবেশনের কাজ। একখানি বই প্রকাশিত হ'লো, কাদের জন্যে বইখানি প্রকাশ করা হলো তাও ঠিক করা থাকে কিন্তু তাদের কাছে প্রকাশের সংবাদটা পৌঁছান দরকার। তা না হলে বই বিক্রি হবে না। সুতরাং বইখানির প্রচারের কাজ চালাতে হবে। প্রচারের খরচ বড় কম নয়। একখানি বইয়ের দামের প্রায় অর্দ্ধেক।

## প্রকাশক ও গ্রন্থাগারিক

কোন প্রকাশকের কি বই প্রকাশিত হয়েছে সে বইয়ের খোঁজ গ্রন্থাগারিককে রাখতে হবে। কার কোন বইয়ের চাহিদা আসার পূর্বেই অন্ততঃ জনসাধারণের গ্রন্থাগারে সে বইখানি আসা চাই। তা না হলে গ্রন্থাগারিক চাহিদা পূরণ করতে পারবেন না। সুতরাং

গ্রন্থাগারিকদের প্রকাশকের প্রচারের মাধ্যমগুলির সঙ্গে পরিচয় থাকা প্রয়োজন।

প্রকাশকের প্রচারের সর্বপ্রথম মাধ্যম হচ্ছে পুস্তক তালিকা। পুস্তক তালিকায় বইগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আমাদের দেশে এ ধরণের পুস্তক তালিকা বিরল। যা দু-একখানি আছে তা সময়ে প্রকাশিত হয় না। দেশ বিদেশে এ ধরণের পুস্তক তালিকা ঠিক সময়ে তার হয়। প্রতি সপ্তাহে; ১৫ দিন অন্তর, বা প্রতিমাসে। নানা পত্রিকায় নতুন বইয়ের বিজ্ঞাপন। পুস্তকের সমালোচনা মাসিক, সাপ্তাহিক বা দৈনিক পত্রে, আকর্ষিত সমালোচনা। কিন্তু সেসব পত্র-পত্রিকার সমালোচনা বার হবে সেসব পত্রিকার যথেষ্ট প্রচার থাকা চাই।

জনসাধারণের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে এইসব মাধ্যমগুলিকে নিয়মিতভাবে দেখতে হবে তবেই তিনি পুস্তক পরিবেশনের ক্ষেত্রে প্রকাশককে কিছুটা সাহায্য করতে পারবেন। আজকাল পুস্তকের মূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন বই কিনে পড়ে এমন পাঠক খুব কম। পাঠের জন্য, বিশেষ করে সাহিত্য পাঠের জন্য গ্রন্থাগারের উপরেই পাঠক নির্ভর করে থাকে।

—•—

# গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম সম্পর্কে ইউ জি সির সুপারিশ

**অজয়রঞ্জন চক্রবর্তী**

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকদের বেতনক্রম পুনর্বিন্যাস করার জন্য ইউ জি সি (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন) ১৯৮৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির প্রধান হন রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর. সি. মেহরোত্রা। পরবর্তীকালে ১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসে এই কমিটির উপর গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম পুনর্বিন্যাসের দায়িত্বও দেওয়া হয়। এই দুই বিষয় নিয়ে মেহরোত্রা কমিটির রিপোর্ট দুটি পৃথক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে (Part A) শিক্ষকদের বেতনক্রম ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়েছে। মেহরোত্রা কমিটি ইউ জি সির কাছে দ্বিতীয় খণ্ডটি (Part-B) জমা দিয়েছেন ৯. ৮. ১৯৮৬ তারিখে। এই খণ্ডে গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম, পদোন্নতি, যোগ্যতা ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। মেহরোত্রা কমিটির রিপোর্টে কী কী সুপারিশ করা হয়েছে তা নিয়ে গ্রন্থাগারিকদের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। এই প্রতিবেদনের পরবর্তী অংশে সুপারিশের মুখ্য অংশ তুলে ধরা হয়েছে।

## রিপোর্টের ভূমিকা :

মেহরোত্রা কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগারিকদের সংগঠনের কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আলোচনার মাধ্যমে কমিটি যে সকল বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন তা হল—

ক) ১৯৮০ সালে বেতনক্রম নির্ধারণের সময় কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের বেতন-

ক্রমের সমতার প্রয়োজন স্বীকার করেছিলেন। এই সমতা বজায় রাখা দরকার।

খ) গ্রন্থাগারিকদের ন্যূনতম যোগ্যতা শিক্ষকদের মত হওয়া উচিত। শিক্ষকদের একটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী হলেই চলে। সুতরাং গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ে (গ্রন্থাগার বিজ্ঞান এবং অন্য একটি বিষয়) স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর প্রয়োজন থাকা উচিত নয়।

গ) কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মত যোগ্যতা শিথিল করা উচিত।

ঘ) শিক্ষকদের মত গ্রন্থাগারিকদেরও পদোন্নতি, যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য ট্রেনিং, স্টাডি লিভ, ফেলোশিপ ইত্যাদির সুযোগ থাকা উচিত।

ঙ) এদেশে এম লিব এস সি ডিগ্রীর মান যথেষ্ট নয়, ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক ও কলেজের গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগের জন্য জাতীয় স্তরে পরীক্ষা নেওয়া প্রয়োজন।

চ) কম্পিউটার ও ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থার সাহায্যে গ্রন্থাগারগুলির আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। এই বিষয়ে কর্মীদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা দরকার।

## গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা ও কার্যাবলী :

মেহরোত্রা কমিটির রিপোর্টে শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও গুরুত্বের কথা বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। কমিটির মতে এই গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, দূরবর্তী শিক্ষা ইত্যাদি কার্যসূচীর জন্য। কমিটি পূর্ববর্তী শিক্ষাকমিশনের রিপোর্টগুলির কথাও উল্লেখ করেছেন। যেখানে গ্রন্থাগারের ও গ্রন্থাগারিকদের গুরুত্বের কথা বারবার বলা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মেহরোত্রা কমিটির মতে গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও গ্রন্থাগারিকদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা দরকার।

ছাত্র ও শিক্ষককে গ্রন্থাগার থেকে কী কী সুবিধা দেওয়া উচিত এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কমিটি মন্তব্য করেছেন যে, গ্রন্থাগারিক সর্বদা চেষ্টা করবেন নিজের জ্ঞানের পরিসীমা বাড়াতে। গ্রন্থাগার সংক্রান্ত যে সকল নতুন কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতির সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে গ্রন্থাগারিক অবশ্যই অবহিত হবেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের যোগ্যতা বাড়াবার জন্য কর্তৃপক্ষ সুযোগ দেবেন। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পড়ানো হয়, সেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত 'সামার স্কুল' চালু করা। এই 'সামার স্কুলে' কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের আধুনিক কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত করা হবে। মূল উদ্দেশ্য হবে ছাত্র ও শিক্ষকদের আরও সফলভাবে সেবা করা।

শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের সমতা প্রসঙ্গে কমিটির সুপারিশ উল্লেখযোগ্য। প্রাসঙ্গিক অংশ রিপোর্ট থেকে তুলে ধরা হল—"It is undeniable that a librarian, although he is not a formal member of the teaching faculty, performs academic functions, and sustain and enriches the academic process. While a teacher may have specialised in a particular branch, the librarian is required to have a wide overall acquaintance with various disciplines in order to be able to bring the scholars face to face with knowledge in diverse areas .....evidently he must be trained for this purpose. It follows that the emoluments of the duly qualified librarians should match those of the teachers and that they should have about the same promotional opportunities as have been recommended for the teacher."—P. 28-29

কমিটির রিপোর্টের প্রথম খণ্ডে (Part-A) ভবিষ্যতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য জাতীয় স্তরে পরীক্ষা নেবার কথা বলা হয়েছে। গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সুপারিশ করা হয়েছে। কমিটির মতে এর ফলে উপযুক্ত

প্রার্থী নিয়োগ করা যাবে।

কমিটি সুপারিশ করেছেন যে গ্রন্থাগারিকের পদোন্নতি অতিরিক্ত যোগ্যতা অর্জনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে কমিটির সুপারিশ রিপোর্ট থেকে তুলে দেওয়া হল—"The promotion of librarians should be linked with the acquisition of additional qualifications. In the context of the rapid developments in modern technology in management of libraries, it becomes essential that libraries be given opportunities, like duty leave etc., for improving their competence. They should also be enabled to attend summer schools workshops and seminar's and satisfactory performance in these summer schools may be taken into account for promotion while the progress in information science and technology demands a substantial increase in the technical competence of librarians, their academic (i. e. subject) competence and general awareness have also to be upgraded continuously."—P. 31

কমিটির রিপোর্টে গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে যে সুপারিশ করা হয়েছে তাতে তিনটি দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে—

ক) গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত আধুনিক কারিগরী বিদ্যা সম্পর্কে ট্রেনিং।

খ) বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থাগারিকদের সম্যক জ্ঞান।

গ) বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো।

কমিটির রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ সমস্যা সম্পর্কেও বলা হয়েছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ছাড়া বিভাগীয় গ্রন্থাগার আছে। কমিটি সুপারিশ করেছেন যে, বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অধীন হবে।

## বেতনক্রম সম্পর্কে সুপারিশ

মেধরোত্রা কমিটির সুপারিশের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিক্ষকদের বেতনক্রমের সঙ্গে সমতার নীতি স্বীকার করা) "The committee noted that the principle of parity has been established in the matter of scales of pay between university and college teachers and librarians" P. 42)

শিক্ষকদের ক্ষেত্রে যেমন বর্তমান কাঠামোর মধ্যে বেতনক্রম সুপারিশ করা হয়েছে, গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রেও সেই একই নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ কমিটির রিপোর্টে যে বেতনক্রমের উল্লেখ করা হয়েছে তা চূড়ান্ত নয়। রিপোর্টে সুপারিশ করা বেতনক্রম চতুর্থ বেতন কমিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে যে বেতনক্রমে দাঁড়ায় সেই বেতনক্রমকেই চূড়ান্ত বলে ধরে নিতে হবে। কমিটির ভাষায়—"These pay scales may, therefore, be treated a notional and would have to be converted in the light of the recommendations of the Fourth Pay Commission." The committee recommends that while converting these scales, it should be ensured that the librarians.....in universities and colleges are not put to any financial disadvantage and envisaged parity is maintained" P. 24.

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারিকদের যে বেতনক্রম সুপারিশ করা হয়েছে তা নীচে দেওয়া হল—

| বিশ্ববিদ্যালয় | বর্তমান কাঠামোর মধ্যে সুপারিশ করা বেতনক্রম |
|---|---|
| ১। সরকারী গ্রন্থাগারিক/ ডকুমেনটেশন অফিসার | টাঃ ৭০০—১৬০০ |
| ২। ঐ (সিনিয়র গ্রেড) | ১২০০—১৯০০ |

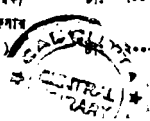

| | | |
|---|---|---|
| ৩। | ঐ ( সিলেকশন গ্রেড ) | টাঃ ২০০০—২২৫০ |
| ৪। | উপ গ্রন্থাগারিক | টাঃ ১৫০০—২২৫০ |
| ৫। | গ্রন্থাগারিক | টাঃ ১৮০০ – ৩০০০ |

কলেজ

| | | |
|---|---|---|
| ১। | গ্রন্থাগারিক | টাঃ ৭০০—১৬০০ |
| ২। | ঐ : সিনিয়র স্কেল ) | টাঃ ১২০০—১৫০০ |
| ৩। | ঐ ( সিলেকশন গ্রেড ) | টাঃ ১০০০—১২৫০ |

পূর্বেই বলা হয়েছে, সুপারিশ করা বেতনক্রম চূড়ান্ত নয়। চতুর্থ বেতন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই বেতনক্রম যা দাঁড়াবে চূড়ান্ত বেতনক্রম তাই হবে।

## গ্রন্থাগারিকদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা

গ্রন্থাগারিকদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে কমিটি মন্তব্য করেছেন যে, বর্তমানে অনেক গ্রন্থাগারিকই গ্রন্থাগারগুলিকে আধুনিকভাবে চালাবার যোগ্য বা শিক্ষণপ্রাপ্ত নন। এছাড়া গ্রন্থাগারিকেরা দৈনন্দিন কাজের উপর বেশী জোর দেন, পড়াশুনার পর ততটা জোর দেন না। সেই জন্য কমিটি মনে করেন—"Among the qualifications prescribed for librarians, academic (subject) excellence should figure prominently"—P. 45. সাধারণভাবে এই মন্তব্য করলেও বেতরোত্রা কমিটি গ্রন্থাগারিকদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে কিছু বলেন নি। বরং বলেছেন যে, এইজন্য ইউ জি সির উচিত নতুন আর একটি কমিটি নিয়োগ করা। প্রস্তাবিত এই কমিটি কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পর্কেই মত দেবেন না, তাঁরা সম্পর্কিত আরও কয়েকটি বিষয়ে মতামত দেবেন। যেমন—

ক) সারা ভারত ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারিক মনোনয়ন, এইজন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নির্ধারণ করা।

খ) উচ্চতর পদে প্রমোশনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা স্থির করা।

গ) বৃত্তিগত মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষণের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি।

বেতরোত্রা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে অন্ধ্র আর একটি এক্সপার্ট কমিটি গ্রন্থাগারিকদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য গঠিত হয়। এই কমিটির রিপোর্ট ৯.৭.৮৮ তারিখে ইউ জি সিতে জমা দেওয়া হয়। বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারিকদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পর্কে এই কমিটির সুপারিশ হল—

### সহকারী গ্রন্থাগারিক ( বিশ্ববিদ্যালয় ) / কলেজ গ্রন্থাগারিক / ডকুমেনটেশন অফিসার

ক) ইউ জি সি বা ইউ জি সি দ্বারা নিযুক্ত কোন সংস্থা দ্বারা পরিচালিত সর্বভারতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।

খ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান / তথ্যবিজ্ঞান / ডকুমেনটেশনে মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা সমতুল বৃত্তমূলক ডিগ্রিতে কমপক্ষে শতকরা ৫৫ নম্বর। এছাড়া বাকি সকল পরীক্ষায় ভাল ফল থাকা প্রয়োজন।

বা

বিজ্ঞান / কলা / বাণিজ্যে মাষ্টার্স ডিগ্রিতে কমপক্ষে শতকরা ৫৫ নম্বর এবং বি. লিব. এস. সির বা সমতুল পরীক্ষায় কমপক্ষে শতকরা ৫৫ নম্বর। এছাড়া বাকি সকল পরীক্ষায় ভাল নম্বর থাকা প্রয়োজন।

### সহকারী গ্রন্থাগারিক ( সিনিয়র স্কেল )

একজন সহকারী গ্রন্থাগারিক সিনিয়র স্কেলের জন্য তখনই বিবেচ্য হবেন যখন তিনি সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে ৮ বছর কাজ করেছেন বা ১০২০টা বেসিকে পৌঁছেছেন। এছাড়া তাঁর নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা দরকার—

ক) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান / তথ্যবিজ্ঞান / ডকুমেনটেশনে মাষ্টার্স ডিগ্রী বা পুঁথি সংরক্ষণ/আর্কাইভস-এ মাস্টার্স ডিগ্রী বা প্রতিষ্ঠানে পঠনীয় কোন বিষয়ে মাষ্টার্স ডিগ্রী।

খ) পাঁচ সপ্তাহের দুটি রিফ্রেশার্স কোর্সে যোগদানের অভিজ্ঞতা।

গ) কাজের দক্ষতা সম্পর্কে রিপোর্ট।

সহকারী গ্রন্থাগারিকের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট ১৩০০ টাকার পর বন্ধ হয়ে যাবে যদি না তিনি কোন বিষয়ে মাষ্টার্স ডিগ্রী না করতে পারেন।

## সহকারী গ্রন্থাগারিক ( সিলেকশন গ্রেড )

সহকারী গ্রন্থাগারিক ( বিশ্ববিদ্যালয় ) / কলেজের গ্রন্থাগারিক / ডকুমেনটেশন অফিসার ( সিনিয়র স্কেল ) সিলেকশন গ্রেডে প্রমোশন পেতে পারেন যদি—

ক) তিনি ১২০০—১৯০০ স্কেলে ১৯০০ টাকা মূল বেতনে পৌঁছে থাকেন।

খ) তিনি পাঁচ সপ্তাহের দুটি রিফ্রেশার্স কোর্সে যোগ দিয়ে থাকেন (১২০০—১৯০০ স্কেল পাবার পর)

গ) সিলেকশন কমিটি যদি অনুমোদন করেন।

## উপগ্রন্থাগারিক (বিশ্ববিদ্যালয়)

উপগ্রন্থাগারিকের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হল—

ক) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান / তথ্যবিজ্ঞান / ডকুমেনটেশনে কম-পক্ষে শতকরা ৫৫ নম্বর সহ মাষ্টার্স ডিগ্রী। এবং বাকি সকল পরীক্ষায় ভাল ফল।

খ) আর্কাইভস / পুঁথি সংরক্ষণ / কম্পিউটার বিষয়ে এক বছরের বিশেষ ট্রেনিং।

গ) সহকারী গ্রন্থাগারিক ( বিশ্ববিদ্যালয় ) / কলেজের গ্রন্থাগারিক হিসাবে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা।

ঘ) প্রকাশনা ও বৃত্তিগত দায়িত্ব পালন।

এছাড়াও বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা হিসাবে সম্পর্কিত বিষয়ে এম. ফিল বা পি. এইচ. ডি ডিগ্রীর কথা বলা হয়েছে।

## গ্রন্থাগারিক ( বিশ্ববিদ্যালয় )

গ্রন্থাগারিকের ক্ষেত্রে যে যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে তা হল—

ক) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান / তথ্য বিজ্ঞান / ডকুমেনটেশনে মাষ্টার্স ডিগ্রী কমপক্ষে শতকরা ৫৫ নম্বর সহ)।

খ) আর্কাইভস / পুঁথি সংরক্ষণ / কম্পিউটার বিষয়ে ১ বছরের বিশেষ ট্রেনিং।

গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপগ্রন্থাগারিক হিসাবে ৮ বছর বা কলেজের গ্রন্থাগারিক হিসাবে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা।

ঘ) গ্রন্থ প্রকাশনা

এ ছাড়া সম্পর্কিত বিষয়ে এম. ফিল বা পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীর কথা বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এক্সপার্ট কমিটি কেবলমাত্র গ্রন্থাগারিকদের যোগ্যতা সম্পর্কেই মন্তব্য করেনি। একটি সাবকমিটি নিযুক্ত করে গ্রন্থাগারিকদের মান উন্নয়নের জন্য কি ধরণের বিশেষ শিক্ষণ চালু করা যেতে পারে তা স্থির করেছেন। নির্বাচিত ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়—এই তালিকায় স্থান পেয়েছে।

এক্সপার্ট কমিটির সুপারিশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল গ্রন্থাগারিকদের কাজে মূল্যায়ন। সাবকমিটি এই মূল্যায়ন সহজ করার জন্য একটি কাঠামো তৈরী করে দিয়েছেন।

এখন শুধু দেখার যে, রিপোর্টের সুপারিশগুলির কতটা, কবে এবং কিভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে।

—: • :—

# গ্রন্থাগার দিবসের কেন্দ্রীয় সভা

বিগত ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৭, রবিবার ভারতসভা হলে গ্রন্থাগার দিবসের কেন্দ্রীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরীর সভাপতিত্বে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস ও গ্রন্থাগার দিবসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে শ্রীরায়চৌধুরী বলেন যে মূলতঃ স্বেচ্ছাসেবী উৎসাহী মানুষের প্রচেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলেও বর্তমান গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই সংগঠন সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী ৩০ বছরকালে কিছু কিছু প্রচেষ্টা চালাতে থাকলেও ১৯৮৬ সাল পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ যখন একটা রাজনৈতিক অঙ্গীকারে আমাদের দীর্ঘদিনের দাবী, গ্রন্থাগার আইনের দাবী অন্তর্ভুক্ত হল। তারও পরবর্তী কয়েকবছরের ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি ঘটেছে; কিন্তু যেহেতু গ্রন্থাগার দিবস আত্মবিশ্লেষণের, সমীক্ষার দিন আমাদের স্মরণ করতেই হবে যে সাধারণের জন্য অবাধ নিঃশুল্ক গ্রন্থাগারব্যবস্থার জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের সেদাবী কিন্তু এখনও রূপপ্রাপ্ত হয়নি। এখনও পর্যন্ত গ্রন্থাগার মধ্যবিত্ত বা শিক্ষিত মানুষের চিত্তবিনোদনের কেন্দ্র হিসেবে রয়ে গেছে—সর্বসাধারণের জীবনের প্রয়োজনীয় সঙ্গী হয়ে উঠতে পারেনি।

নয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির উল্লেখ করে তিনি বলেন যে শিক্ষার আলো ব্যাপকতম সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার পরিবর্তে সেখানে মুষ্টিমেয় উচ্চকোটি বিত্তবানদের জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ে আরও বিদ্যালয়ের কথা বলা হচ্ছে; কেন্দ্রীয় নীতির ফলে সাক্ষরতা আন্দোলনের কর্মীদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে এবং স্বভাবতঃই গ্রন্থাগার-গুলিরও দায়িত্ব বাড়ছে। সামাজিক জীব হিসাবে, গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে মানুষের শিক্ষার অধিকারকে বাঁচিয়ে রাখবার যে দায়িত্ব গ্রন্থাগারের রয়েছে, সেটা এক সামাজিক ঋণ এবং এ ঋণ শোধ করতেই হবে। নিরক্ষরতা এবং অজ্ঞানতার আর এক বিষময় ফসল ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, বিদ্বেষ, যেগুলিকে উস্কানী দেবার, জিইয়ে রাখবার জন্যে বিজ্ঞানবিমুখ ধ্যান-ধারণার প্রচার চলছে এবং এই বিজ্ঞানবিমুখতার বিরুদ্ধে লড়তে হবে—কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ নয়, ধর্মান্ধতার বা অবৈজ্ঞানিক মানসিকতার বিরুদ্ধে সামাজিক-রাজনৈতিক-বৈজ্ঞানিক চেতনার জন্য লড়াইয়ে গ্রন্থাগারকে বিরাট ভূমিকা পালন করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিরাট অগ্রগতি হয়েছে; কিন্তু আজ সেই অগ্রগতিকে অস্বীকার করার, নস্যাৎ করার একটা চেষ্টা বিভিন্ন মহলে চলছে, যার সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। গণসংগঠনগুলিকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করবার যে নীতি বামফ্রন্ট অনুসরণ করে এসেছেন, তার ফলে বর্তমান গ্রন্থাগার নীতি ও ব্যবস্থার বর্তমান গ্রন্থাগার পরিষদ বা সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে; কিন্তু রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক ভূমিকা আমাদেরকে ব্যথিত করেছে। কারণ দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হচ্ছে যে রাজ্য গ্রন্থাগার কমিটিকে (SLC) বহুক্ষেত্রে উপেক্ষা করা হচ্ছে। ১১৪টি গ্রামীণ / প্রাইমারী ইউনিট গ্রন্থাগারকে সদর গ্রন্থাগারে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত যথাযথ কার্যকর করা হয় নি, প্রয়াত সলিল চাকলাদারের পরিবারের কাউকে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুর কারণে (Dieing in harness) ও গত এক বছরেও

চাকরি দেওয়া যায় নি এবং গত দশ বছরে যা হয়নি, শিক্ষণের ক্ষেত্রে নীতিবিগর্হিত কাজ হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে আমরাই প্রথম গ্রন্থমেলার প্রস্তাব দিয়েছিলাম; পার্থবাবুর আমলে শুরু হয়ে তা এখন সারা পশ্চিমবঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিসাবে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু বর্তমান বছরে এই মেলা সম্পর্কে গ্রন্থাগার আইন অনুসারে যাঁরা পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত করবেন, সেই SLC-তে আলোচনাই হল না। সবচেয়ে বড় কথা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতিকে সাংগঠনিকভাবে বর্জন করা হলো; পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারকর্মী এবং দরদী উৎসাহীকে যে দুটি সংগঠনে সংঘবদ্ধ তাঁদেরকে বাদ দেওয়াকে আমরা সমগ্র গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষের মর্যাদার আঘাত বলে মনে করি —আপনারা বিবেচনা করুন, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, সংগঠনের প্রতি বিন্দুমাত্র মমত্ববোধসম্পন্ন কোন মানুষ কি এতে থাকতে পারেন? তাই আমরা মেলা থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিয়েছি এবং বিশ্বাস করি আপনারাও এই দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করে নিজেদের সিদ্ধান্ত নেবেন।

সমবেত গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন যে একদিকে সংগঠন দুটিকে অবহেলা, অন্যদিকে SLC কে পাশ কাটিয়ে, গণতান্ত্রিক প্রথার কাজের প্রক্রিয়াকে এড়াবার চেষ্টার মধ্য দিয়ে আমরা আশঙ্কা করছি, এতদিনের আন্দোলনের যে ফল আমরা আদায় করতে পেরেছি, তাকে অস্বীকার করার অপচেষ্টা চলছে। LLA তে কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব বাতিল করার কথা বলা হচ্ছিল, আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি, এখন শুনছি বিভিন্ন জেলার বেলার কর্মী প্রতিনিধি হিসাবে আনার জন্য লোক খোঁজা হচ্ছে—সংগঠন নয়, ব্যক্তি খুঁজে বার করার এই ব্যবস্থা—গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বাইরে এসব কি যাদু সম্ভব? তিনি বলেন, নানাভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে রুদ্ধ করার চেষ্টা চলছে, নানা কুৎসা ও মিথ্যা কথা বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছাপা হচ্ছে, অর্জিত অধিকারের উপর আক্রমণ আসবে, সেগুলিকে সংগঠিতভাবে প্রতিহত করে অধিকার রক্ষা করতে হবে; কিন্তু পাশাপাশি নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে, নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে, আরও বেশী পরিষেবা বাড়িয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে নিজেদেরকে—এগিয়ে যেতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এ যেন কেটে যাবে কিন্তু সতর্ক করে দেন এই বলে যে আমরা যেন কর্তব্যে পিছিয়ে না পড়ি।

এরপর গ্রন্থাগার দিবসের প্রস্তাব পেশ করেন পরিষদের কর্মসচিব শ্রীঅরুণ রায়। ( অন্যত্র মুদ্রিত )

প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির সম্পাদক শ্রীতরুণ রায় বলেন, শিক্ষানীতি পরিচালিত হয় শ্রেণীস্বার্থে আর তাই কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতিতে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা দূর করার প্রচেষ্টা থাকে না—কারণ অশিক্ষা-অজ্ঞতাই ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদিকে জন্ম দেয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শিক্ষাখাতে বাজেটবরাদ্দের জন্যই শিক্ষার প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক; তাই এই শিক্ষানীতির পরিপূরক হিসাবে এ রাজ্যের গ্রন্থাগারকে আরও জনমুখী হতে হবে, ব্যাপকতর সাধারণ মানুষের কাছে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দিতে হবে।

জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পক্ষে শ্রীঅশিস নিয়োগী বলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে দাঁড়িয়ে শপথ করিয়ে দিতে চাই যে পরিষদের ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস, গ্রন্থাগার কর্মীদের অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বর্তমান অবস্থায় আসতে হয়েছে; আজ যাঁরা পরিষদ বা কর্মীসমিতিকে বাদ দিয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালাতে চাইছেন, তাঁদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে বামফ্রন্ট সরকার যখন ছিল না, তখনও গ্রন্থাগার আন্দোলন ছিল—তিল তিল করে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনই পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দিকনির্দেশ করছে, করবে। মন্ত্রী যদি ভোলেনও, ঐক্যবদ্ধ গ্রন্থাগার

আন্দোলনের দফা দিয়ে আমাদেরকে তাঁকে সেকথা মনে করিয়ে দেবার দায়িত্ব নিতে হবে।

কর্মীসমিতির ২৪-পরগণা জেলার অন্যতম নেতা কাজী ইমামুদ্দিন আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন এবং গ্রন্থাগার দিবসের বাণী গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দেবার এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের উপেক্ষার প্রতিবাদে বই-মেলায় অংশগ্রহণ না করবার জন্য সভলের নিকট আবেদন জানান।

সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি এসপ্লানেড ইস্টের কেন্দ্রীয় সমাবেশে আমন্ত্রিত হয়েও মন্ত্রীর অনুপস্থিতি বা নৈরাশ্য-মূলক বার্তা না পাঠানোর কথা উল্লেখ করে বলেন, আমরা ওঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছি, সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছি, কিন্তু তাতে কোন সাড়া পড়েছে বলে মনে হয় না; তাতেই ভাববার সময় হয়েছে সহযোগিতার আর কোন জায়গা আছে কিনা। এখন বোঝাবার সময় হয়েছে যে আমাদের বাদ দিয়ে কিছু করা যাবে না এবং তার সূত্রপাত হোক গ্রন্থমেলার মধ্য দিয়ে।

কর্মীসমিতির পক্ষে শ্রীবরাই বিশ্বাস বলেন যে কর্মীদের মধ্যে ভাঙন ধরাবার চক্র চেষ্টা চলছে, পাশাপাশি আমলা-তান্ত্রিক আক্রমণ আসছে যার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম নেতা শ্রীপ্রবীর সেন বলেন যে গ্রন্থাগার দিবসে নিরক্ষরতা দূরীকরণে এবং জন-বিজ্ঞান আন্দোলনে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আমাদের মনে করতে এবং বুঝতে হবে। তিনি বলেন, ভাবতে কষ্ট হয় যে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার, যা কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সারা দেশের শিক্ষা আন্দোলনের সূচীমুখ হিসাবে কাজ করে, যা অন্যান্য রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও রক্তের ফসল, সেই সরকারের গ্রন্থমেলা আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাদেরকে বাদ দিয়ে, যারা গ্রন্থমেলার জন্ম দিয়েছে, অবশ্যই সরকার বা বামফ্রন্টের সংযোগে।

'গ্রন্থাগার' সম্পাদক শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা বিগত এক দশকের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির ইতিহাস তুলে ধরে বলেন যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার প্রথম পরি-কল্পিতভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্টদের নিয়ে আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা হয় এবং সেখান থেকে যে ১০ দফা পরিকল্পনা গৃহীত হয় গ্রন্থাগার আইন পাশ, SLC ও LLA গঠন এবং সেগুলিতে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীদের সংযোজন এবং গ্রন্থমেলার অনুষ্ঠান তারই ফলশ্রুতি। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে গ্রন্থমেলার প্রস্তুতি হিসাবে প্রচুর পরিশ্রমের মাধ্যমে নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা ও ক্রয়লভ্য বাংলা গ্রন্থের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল, যার ফলে গ্রন্থাগারগুলি সামগ্রিকভাবে উপকৃত হয়েছেন; গ্রন্থমেলা পরবর্তীকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে—গ্রন্থাগার বৃত্তি সংশ্লিষ্ট মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনার বিভিন্ন জেলায় গ্রন্থমেলা ছড়িয়েছে। কিন্তু আজ গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র প্রকাশকদের যোগাযোগে কলকাতায় যে বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে গ্রন্থাগারগুলি কতটুকু উপকৃত হবেন, বই-কেনার পদ্ধতি কি হবে বা অনুদানের পরিমাণ কি, সব অনিশ্চিত। এর প্রতিবাদ প্রয়োজন। আমরা চাই আইন অনুযায়ী পরিচালনা হোক, জেলা গ্রন্থাগার আধি-কারিকের পদগুলি পূরণ করা হোক এবং LLA গুলিতে আইন অনুযায়ী কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হোক।

এরপর সভাপতি মহাশয় প্রস্তাবের উপর সভার মতামত জানতে চান। প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

# গ্রন্থাগার দিবসের প্রস্তাব

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক আহূত এই জনসভা বিগত দশ বছরে এই রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে সে কথা স্মরণে রেখে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে আরো জনমুখী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে গ্রন্থাগার কর্মী ও সংগঠকদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে। ১৯৮৭ সালের গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আহূত এই জনসভা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মী ও সংগঠকদের বিবেচনার জন্য এই উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য ও কর্মসূচী পেশ করেছে তা হল :—

(১) এই সভা গভীর ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে স্বাধীনতা লাভের ৪০ বছর পরেও দেশের জনসাধারণের ব্যাপক নিরক্ষরতা অবসানের বিশেষ কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সম্প্রতি ভারত সরকার ঘোষিত নয়া শিক্ষানীতিতে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও জনশিক্ষা প্রসারের কর্মসূচীকে যথাযথ গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। এই সভা মনে করে যে কোন দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন সার্থক হতে পারেনা যদি সেই দেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষরতার অতল গহ্বরে তলিয়ে থাকেন। দুঃখের বিষয় আর কয়েক বছরের মধ্যে সমগ্র পৃথিবী যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সমৃদ্ধ একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করবে তখন সমগ্র বিশ্বের অর্দ্ধেকের অধিক নিরক্ষর মানুষের বাসস্থান হবে আমাদের ভারতবর্ষ। এই অবস্থা দূরীকরণে সম্প্রতি রাজ্যসরকার ও বিভিন্ন গণসংগঠনের যে সাক্ষরতা আন্দোলন শুরু হয়েছে তাতে অংশগ্রহণ গ্রন্থাগারিকদের সামাজিক কর্তব্য। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সাক্ষরতা আন্দোলনের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য স্থানীয় সাক্ষরতা প্রসার কেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং নব সাক্ষর ও অল্পশিক্ষিত ব্যক্তির অর্জিত শিক্ষার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য তাঁদের উপযোগী বই ও পত্র-পত্রিকা সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে সংগ্রহের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। এই সভা আরো মনে করে যে কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, জাত-পাতের বিদ্বেষ, কুসংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান বিরুদ্ধ চিন্তাধারা থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করার জন্য যে জন বিজ্ঞান আন্দোলন শুরু হয়েছে তার সঙ্গেও গ্রন্থাগার আন্দোলনের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। সরকার দৃঢ় ব্রত এই যে সাক্ষরতা আন্দোলন, জন-বিজ্ঞান আন্দোলন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুসংহত ভাবে পরিচালনা করতে পারলে এই রাজ্যের জনশিক্ষা আন্দোলনে নূতন দিগন্ত সূচিত হবে॥

(২) গ্রন্থাগারের পরিষেবাকে প্রসারিত করা এবং গ্রন্থাগারকে আরো জনমুখী করে তোলার জন্য যে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে এই সভা মনে করে তা হল :—

(ক) গ্রন্থাগারের সদস্য এবং পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি, গ্রন্থাগারের জন্য গ্রন্থ ও অর্থ অনুদান সংগ্রহ, পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি ও পাঠরুচির মানোন্নয়ন, শিশু ও কিশোরদের জন্য গ্রন্থাগার পরিষেবা সংগঠিত করা, গ্রন্থাগার গুলিকে তথ্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা, প্রভৃতি বিষয়ে কর্মসূচী গ্রহণ।

(খ) সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক চেতনার বিকাশ এবং সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা চক্র, বক্তৃতা, বিতর্ক, প্রদর্শনী, পদযাত্রা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন করা এবং এই উদ্দেশ্যে নানা ধরণের শ্রাব্য দৃশ্য উপকরণের ( Audio-visual material ) ব্যবহার।

(গ) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে প্রকৃত অর্থে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গড়ে তোলার জন্য নিঃশুল্ক বা বিনা

চালার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগ গ্রহণ।

(৩) গ্রন্থাগার দিবসের এই সভা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, সম্প্রতি রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার বিভাগের কিছু কিছু পদক্ষেপের ফলে গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকার ঘোষিত নীতি এবং এযাবৎ কাল পর্যন্ত অনুসৃত কর্মতৎপরতা কিছুটা পরিমাণে ব্যাহত হচ্ছে। গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে গঠিত রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় আলোচনা করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনীহা বশতঃ গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রতি ঔদাসীন্য মনোভাব, আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার পরিচালনার প্রয়াস, প্রভৃতির মাধ্যমে এই মনোভাব ব্যক্ত হচ্ছে। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে এই রাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। বিগত দশ বছরে বামফ্রন্ট সরকারের গ্রন্থাগার নীতি ও কর্মতৎপরতা এই বিষয়ে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। এই সভা তাই একদিকে যেমন রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার বিভাগকে এই দৃষ্টি ভঙ্গী পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে, অপরদিকে গ্রন্থাগার কর্মীদের এই ধরণের অপপ্রয়াস সম্পর্কে সতর্ক থাকতে ও প্রতিহত করতে আহ্বান জানাচ্ছে।

প্রতিবেদক : অজয়কুমার ঘোষ

# অন্যান্য জেলায় গ্রন্থাগার দিবসের সভা

## কোচবিহার :

### হরিমোহন পাঠাগার ( রুরাল লাইব্রেরী ), শালমারা

গত ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৮৭ (রবিবার) গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে পাঠাগার ভবনে বৃক্ষরোপণ উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দিনহাটা ২নং ব্লক আধিকারিক শ্রী মনমোহন ঘোষ, প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন কোচবিহার জেলার সমাজভিত্তিক বনসৃজন বিভাগের আধিকারিক শ্রীগৌরীশঙ্কর বিশ্বাস। এছাড়া ও বক্তব্য রাখেন সাহেবগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক বিবেকানন্দ সিংহ রায় এবং পরিষদের জেলা শাখার পক্ষে শ্রীপ্রবীর পাল ও সুধাংশু রায়। বিভিন্ন বক্তা ওঁদের বক্তব্যে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য সুস্থ সমাজ গঠনে গ্রন্থাগারে ভূমিকা এবং সামাজিক বনসৃজনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, নৃত্যনাট্য, হাস্য-কৌতুক প্রভৃতি পরিবেশন করা হয়।

## চব্বিশ পরগণা (উত্তর)

### সভূম পাঠাগার, প্রতাপগড়

নিমতা ২০ শে ডিসেম্বর, ১৯৮৭ গ্রন্থাগার দিবসকে কেন্দ্র করে গত ১৯শে-২১শে ডিসেম্বর ৮৭ পাঠাগারে একটি পুস্তক প্রদর্শনী ও ভারতে শ্রমিক আন্দোলন শীর্ষক একটি পোষ্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সংঘের সভাপতি শ্রীরতন ঘোষ। অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে পরিষদে আবেদন, পরিষদের সভাপতি প্রেরিত শুভেচ্ছা, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী প্রেরিত শুভেচ্ছা পাঠ করা হয়। গ্রন্থাগার ভূমিকা এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীমনীষ ঘোষ এবং গোবিন্দপ্রসাদ ঘোষ।

## মালদহ :

### এনায়েতপুর ইউনিয়ন লাইব্রেরী ও ক্লাব

গত ২০শে ডিসেম্বর, '৮৭ গ্রন্থাগার দিবস ও গ্রন্থাগারের

পঞ্চদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা বৎসর উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গ্রন্থাগার দিবসের উপর প্রবন্ধ পাঠ প্রভৃতি আলোচনা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী রায়। সভার শেষে আশুতার ঘোষেন। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত আলোচনা করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক ডাঃ রঞ্জনকুমার। পরিষদের জেলা শাখার সম্পাদক শ্রীসুভেন্দু পাল ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির সম্পাদক শ্রীগৌতম রায়। গ্রন্থাগার আন্দোলনে পরিষদ ও কর্মীসমিতির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক প্রতুল চন্দ্র কর্মকার।

### নবারুণ সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার, পাঁচপোতা

গত ১লা জানুয়ারী '৮৮ জেলার গাজোল ব্লকের অন্তর্গত মাতইল নবারুণ সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার-এ গ্রন্থাগার দিবস -এর অনুষ্ঠান পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গাজোল উন্নয়ন আধিকারিক মহাশয়। অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগার বিষয়ক আলোচনা ছাড়াও, ঐ বিষয়ে পোষ্টার প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীদিলীপ মিত্র ও গ্রন্থাগারিক পার্থিবা ব্যানার্জী বক্তব্য রাখেন।

### বামনগ্রাম মডার্ণ ক্লাব এ্যাণ্ড লাইব্রেরী

গত ২৩শে ডিসেম্বর '৮৭ গ্রন্থাগার দিবসকে কেন্দ্র করে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গ্রন্থাগার দিবসের অনুষ্ঠান ছাড়াও সাধারণ মানুষের কাছে গ্রন্থাগারকে পৌঁছে দেবার জন্য একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনসাধারণের উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

### গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন কমিটি, কালিয়াচক, মালদহ

গত ১৯-২১শে ডিসেম্বর, '৮৭ কালিয়াচক থানার সকল গ্রন্থাগার কর্মীদের সমবেত প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগার দিবসের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই উপলক্ষে আলোচনা সভা, পুস্তক ও পোষ্টার প্রদর্শনী, গ্রন্থাগার বিষয়ক প্রবন্ধ বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। অনুষ্ঠানে উদ্‌যাপন কমিটির পক্ষে সম্পাদক আবদুস সাত্তার পরিষদের পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির সম্পাদক স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সকল প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীসোমশংকর সিংহরায়।

## হাওড়া:

### সংস্কৃতি, চাকপোতা, আমতা

গত ২৭শে ডিসেম্বর, '৮৭ সংস্কৃতি গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস অনুষ্ঠান পালনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীনিমাই মাজা। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে গ্রন্থাগার দিবসের ইতিহাস তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এবং জনজীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা আলোচনা করেন।

## হুগলী:

### বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলী জেলা শাখা

গত ৬ই জানুয়ারী, '৮৮ তারিখে বৈদ্যবাটী ইয়ং এসোসিয়েশন টাউন লাইব্রেরীতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হুগলী জেলা শাখার উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস-এর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবীরেন্দ্র নাথ দত্ত। অনুষ্ঠানে পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি, হুগলী জেলা শাখার সম্পাদক শ্রীমনস ভট্টাচার্য রাজ্যের গ্রন্থাগার উন্নয়নে সবরকম ডিলেমীর বিরুদ্ধে পরিষদ ও কর্মীসমিতির যৌথ সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব রাখেন। প্রস্তাবের সমর্থন করতে গিয়ে নরসিংহ দত্ত কলেজের উপাধ্যক্ষ শ্রীপরেশ নাথ সিংহ মহাশয় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত শিক্ষানীতির ক্ষতিকারক দিক, সাক্ষরতা প্রসারে স্থানীয় সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

আলোচনা করেন। অধ্যাপক নির্মল মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। এছাড়া স্থানীয় সংগ্রহ অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারের ভূমিকা, বইমেলা প্রভৃতি আলোচনা করেন। পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅধ্যক্ষ সারা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষার সর্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পথকে প্রশস্ত করা এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বিকশিত করার জন্য সরকার ছাড়া সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া রাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মাধ্যমে যে গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জিত হয়েছে, প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সেই অধিকার যথা যথভাবে সম্প্রসারিত সম্পর্কে সচেতন থাকতে বলেন।

সভাপতি তাঁর ভাষণে যোজনা থেকে সপ্তম যোজনা শিক্ষা বাবদে যে সংযোজন করার যে প্রয়াস তার মূল উদ্দেশ্য নিয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণে পরিষদ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকার কথা আলোচনা করেন।

সঙ্কলনে : অনুপ সরকার

---

# গ্রন্থাগার সংবাদ

## বর্দ্ধমান

### দাঁইহাট-শহর জীতেন্দ্রনাথ মিত্র স্মৃতি পাঠাগার

গত ১৯ই ডিসেম্বর '৮৭ গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের সভাপতি ডাঃ হরমোহন সিংহ। অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীতরু মুখার্জী গ্রন্থাগারের বার্ষিক বিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব ও অন্যান্য পরিসংখ্যান পেশ করেন।

## হাওড়া

### ছাত্রবন্ধু, রামরাজাতলা স্টেশন রোড

গত ১৭ই জানুয়ারী '৮৮ গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সম্পাদকের বিবৃতি, আয়ব্যয়ের হিসাব প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোচনার পর নূতন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। ঐ নূতন কার্যকরী কমিটিতে সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে দীপক কুমার ভট্টাচার্য ও কাজলী মুখার্জী।

## বাঙ্গীলপুর 'রবিতীর্থ গ্রামীণ গ্রন্থাগার

গত ৪ঠা জানুয়ারী '৮৮ গ্রন্থাগারের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে গ্রামজীবনের বিকাশে গ্রন্থাগারের ভূমিকা এই বিষয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট কবি শ্রীনিমাই যাত্রা। এছাড়াও গ্রন্থাগারের সম্পাদক বিভূপদ ঘোষ ছাড়া আরও বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তব্য রাখেন।

### সংস্কৃতি, চাকপোতা, আমতা

গত ২০শে ডিসেম্বর '৮৭ গ্রন্থাগারের নূতন পরিচালন সমিতি গঠিত হয়েছে। ঐ পরিচালন সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে শ্রীনিমাই যাত্রা ও অরুণ যাত্রা।

সঙ্কলনে : অনুপ সরকার

# পরিষদ কথা

## কোচবিহার

গত ২৪শে জানুয়ারী, '৮৮ পরিষদের কোচবিহার জেলা শাখার উদ্যোগে জেলার বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়-এর গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়ে এক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন শ্রীনীলেন চন্দ। সভায় মার্চ মাসের মধ্যে সদস্যভুক্তিকরণ, ঐ মাসের প্রথম সপ্তাহে সাধারণ সভা করা প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

## চব্বিশ পরগণা ( উত্তর )

### ব্লক গ্রন্থাগার সম্মেলন : সন্দেশখালি, মিনাখা

গত ১০ই নভেম্বর, '৮৭ সন্দেশখালি ১নং ও ২নং এবং মিনাখা ব্লক গ্রন্থাগার সম্মেলন বসিরহাট মহকুমার সরহার নগরে (আগরহাটি এক পি স্কুল) অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐ সম্মেলনের ব্লক গ্রন্থাগার সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়েছে। ঐ কমিটিতে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে পবন কুমার মণ্ডল, সোমনাথ চৌধুরী গুরুধার মণ্ডল।

## জলপাইগুড়ি

গত ৯ই আগষ্ট, '৮৭ আলিপুর দুয়ারস্থ গ্রন্থাগারে এক অনুষ্ঠানে জলীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জলপাইগুড়ি জেলা শাখার কর্মকর্তা নির্বাচন হয়েছে। পদাধিকারী ব্যক্তিগণ হলেন, ১। কল্যাণ দে, সভাপতি, ২। মনোজিৎ মৈত্র, সহ সভাপতি, ৩। নীতিশ বোস, সহ সভাপতি, ৪। বাদল গুহ সম্পাদক, ৫। সতীর বর্মন, সহ সম্পাদক, ৬। দুলাল দাস, সহ সম্পাদক, ৭। বিশ্বজিৎ ঘোষ কোষাধ্যক্ষ।

## নদীয়া

গত ৮ই ডিসেম্বর, '৮৭ পরিষদের নদীয়া জেলা শাখার কার্যকরী সমিতির বর্ধিত সভা কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের নদীয়া জেলা শাখার সভাপতি শ্রীবিনয় ভূষণ চট্টোপাধ্যায়। জেলা সংগঠনকে শক্তিশালী করবার জন্য কি করণীয় এই বিষয়ে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য বিশ্লেষণ করে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা হল— ১) জেলার মহকুমার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা এবং এই উদ্দেশ্যে কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী ( সদর গ্রন্থাগার )-কে অফিস হিসাবে ব্যবহার করা; ২। অঞ্চল ভিত্তিক Sub-Committee গঠন করা এবং জেলা কমিটির সাথে তার নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা। ঐ জেলা কমিটি এ বিষয়ে সহায়তা করবে; ৩। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে যোগাযোগ করা এবং সমাধানে সেমিনারের ব্যবস্থা করা; ৪। 'গ্রন্থাগার দিবস' যথাযথ ভাবে পালন করা; ৫। জেলা সংগঠনের আর্থিক দুর্বলতা কাটানোর জন্য প্রতি সদস্যের কাছ থেকে ন্যূনতম পাঁচ টাকা সাহায্য গ্রহণের ব্যবস্থা করা; এবং সর্বোপরি প্রতি ৬ মাস অন্তর কার্যকরী কমিটির সভা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে করার ব্যবস্থা করা দরকার।

## মেদিনীপুর

গত ১০ই জানুয়ারী, '৮৮ মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারে পরিষদের মেদিনীপুর জেলা শাখার Ad-Hoc কমিটি নির্বাচন হয়। ঐ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য উপস্থিত

ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা ও শ্রীগৌতম চ্যাটার্জী। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে যে Ad-Hoc কমিটি গঠিত হয়েছে তার সদস্যরা হলেন মঃ আজাহারুদ্দিন—সভাপতি, দিলীপ রায় —সম্পাদক, এবং দুর্গাপদ মান্না, মৃত্যুঞ্জয় সিন্হা, অরুণ বসাক, শ্যামল দাস, সন্তোষ দাস, বিভব দে, বিশ্বনাথ সাঁতরা, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, দেবাশিস ব্যানার্জী, গৌতম পত্তি—সদস্য।

## হুগলী

আগামী ১৯শে ও ২০শে ফেব্রুয়ারী, '৮৮ খালিশানী মহাবিদ্যালয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। বর্ধীয় গ্রন্থাগার পরিষদে ১০ম জেলা সম্মেলন থেকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আগামী মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এই প্রশিক্ষণ কর্ম আবার অনুষ্ঠিত হবে।

সংকলন : **অনুপ কুমার সরকার**

—•—

( ২ পৃষ্ঠার পর )

## সম্পাদকীয়

মূল্যায়নে কলেজ পরিষেবা বিস্তৃত হবে এবং গ্রন্থাগারিকদের মোটিভেশনের দিকও বাস্তবায়িত হবে।

তবে যেহেতোত্রা কমিটির যে সুপারিশ উল্লেখযোগ্য তা হলো গ্রন্থাগারিকদের রিক্রেসার কোর্সের মাধ্যমে পুনঃ শিক্ষিত করার বিষয়টি। এতদিন পর্যন্ত কলেজ গ্রন্থাগারিকদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে বহুভাবে। কিন্তু গ্রন্থাগারিকদের সে শিক্ষা গ্রহণ কিভাবে হবে তার কোন ব্যবস্থা হয় নি। গ্রন্থাগারিকদের সবেতন ছুটি, গ্রন্থাগারিকের অনুপস্থিতিতে গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যবস্থা সম্পর্কে UGC বা রাজ্য সরকারের কোন সার্কুলার নেই। ফলে খুব কম গ্রন্থাগারিকরাই নিজেকে উচ্চশিক্ষিত করতোলার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হলো অবিলম্বে গ্রন্থাগার সহকারী স্তর পর্যন্ত উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শোনা যাচ্ছে যে বিশেষজ্ঞ কমিটি এ সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন। সারা ভারতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভাগগুলিতে গ্রন্থাগারিকদের আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে সুশিক্ষিত করা হবে।

আরেকটি বিষয় যা রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন তা হলো কলেজ গ্রন্থাগারিকদের অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা প্রদানের বিষয়টি। গত বৎসর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনক্রম সংশোধন সাপেক্ষে ৫০ টাকা অন্তর্বর্তকালীন ভাতা প্রদানের বিষয়টি ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু গ্রন্থাগারিকদের নাম সে তালিকায় ছিল না। ফলে এখনও তাঁরা ঐ ভাতা পাচ্ছেন না। পরিষদ এ সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে যথাবিহিত অবহিত করেছেন। আমরা মনে করি রাজ্য সরকারের অবিলম্বে এ সম্পর্কে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

# ১৯৮৭ সালের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল

## প্রথম শ্রেণী ( মেধানুসারে )

| ক্রমিক নং | পরীক্ষার রোল নং | নাম |
|---|---|---|
| ১ | ১১ এন | গোপা বসু ( বিশ্বাস ) |
| ২ | ১১৮ | প্রমথেশ মণ্ডল |
| ৩ | ৩৯ | সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায় |
| ৪ | ১৫৪ | তরুণ কুমার মণ্ডল |
| ৫ | ৭ | দেবারতি চক্রবর্তী |
| ৬ | ১১৭ | প্রদীপ চক্রবর্তী |
| ৭ | ১৫ | কবিতা সেন |
| ৮ | ৫২ | অনুপ সাহা |
| ৯ | ২৮ | কপিল পাড়ুই |
| ১০ | ৩৩ | ক্রুতি মাইতি |
| ১১ | ১২ | গৌরী চ্যাটার্জী |
| ১২ | ২০ | মৌসুমী রায় |
| ১৩ | ১৫২ | তাপস কুমার চট্টোপাধ্যায় |
| ১৪ | ১২১ | রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ১৫ | ১৩ | ইন্দ্রাণী সেন |
| ১৬ | ১৪৮ এন | পার্থ দে |
| ১৭ | ১৩২ | সলীম কবিরাজ ঠাকুর |
| ১৮ | ৩৭ | সুতা ভট্টাচার্য |
| ১৯ | ৯ | এলাক্ষী দাস ( নন্দন ) |
| ২০ | ১৩১ | শান্তনু রায় |
| ২১ | ৩০ | সবিতা মেহতা |
| ২২ | ২১ | নন্দিতা মুখোপাধ্যায় (চট্টোপাধ্যায়) |
| ২৩ | ৪৪ | অজয় দাস |
| ২৪ | ১১৫ | পরীক্ষিৎ মণ্ডল |
| ২৫ | ১৪৩ | সুব্রত দাশ |
| ২৬ | ৯০ | জগন্নাথ দত্ত |
| ২৭ | ১৭ | মনস্বিতা ঘোষ |
| ২৮ | ১১১ | মলয় দাস |
| ২৯ | ২৬ | ঋতুবর্ণা সেনগুপ্ত |
| ৩০ | ৫১ | অনুপ চক্রবর্তী |
| ৩১ | ১৮ | মিলি সেন |
| ৩২ | ৪০ এন | সুরঞ্জনা গুণ |
| ৩৩ | ১ | অঞ্জনা চট্টোপাধ্যায় |
| ৩৪ | ১২৭ | সবাসাচী সেন |
| ৩৫ | ৫৮ | সুভদ্রা মুখোপাধ্যায় |
| ৩৬ | ৪৯ | অমিয় কুমার দত্ত |
| ৩৭ | ১০৩ | মুহম্মদ আতাউল্লাহ |
| ৩৮ | ১৫৫ | তরুণ কুমার প্রামাণিক |
| ৩৯ | ৬৫ | বিভূতি কুমার সাহা |
| ৪০ | ৯৭ | কালীপদ মান্না |
| ৪১ | ১১৪ | নিতাইচাঁদ দিকপতি |
| ৪২ | ২৫ | রিন্টু দে |
| ৪৩ | ৩২ | শম্পা বিশ্বাস |
| ৪৪ | ৯৪ | জয়ন্তকুমার ঘোষাল |
| ৪৫ | ২৮ | শম্পা দত্ত |
| ৪৬ | ২২ | শিরালী মিত্র |
| ৪৭ | ৪ এন | বনানী গঙ্গোপাধ্যায় |
| ৪৮ | ৯০ | গুরু প্রসাদ দত্ত |

| | | |
|---|---|---|
| ৪৯ | ১২২ | রবীন্দ্রনাথ হাইত |
| ৫০ | ১০৪ | মহম্মদ মাহুদ হুলাল |
| ৫১ | ৬৬ | বিজয় কুমার ঘোষ |
| ৫২ | ৫৬ | সোমা ভট্টাচার্য |
| ৫৩ | ১৪ | ভয়া পাল |
| ৫৪ | ৮৪ | গদাধর ঘোষ |
| ৫৫ | ৮৫ | গয়ানাথ মণ্ডল |
| ৫৬ | ২ | অজু সেনাপতি |
| ৫৭ | ৩ | অনুরাধা চৌধুরী |
| ৫৮ | ৫ | ছায়া জোয়ারদার ( বিশ্বাস ) |
| ৫৯ | ১৪৪ | সুকলাল অধিকারী |
| ৬০ | ২৯ | সবাণী দে |
| ৬১ | ১০৭ | মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় |
| ৬২ | ১৯ | মৌসুমী মুখার্জী |
| ৬৩ | ৬৩ | বংশীবদন জানা |
| ৬৪ | ৬ | চিন্ময়ী মৈত্র |
| ৬৫ | ১৫৩ | তাপস কুমার গোস্বামী |
| ৬৬ | ৭২ | বীরেশ্বর দাস |
| ৬৭ | ১৪০ | সুবল চন্দ্র প্রামাণিক |
| ৬৮ | ৪২ | স্বর্ণময়ী ভট্টাচার্য |
| ৬৯ | ৫৭ | অশোক কুমার বিশ্বাস |
| ৭০ | ১৫০ | তপন কুমার বসু |
| ৭১ | ৭৭ | চঞ্চল ব্যানার্জী |
| ৭২ | ৮৯ | গঙ্গাধর কুণ্ডু |
| ৭৩ | ২০ | রমা চক্রবর্তী |

## দ্বিতীয় শ্রেণী

( পরীক্ষার রোল নম্বরের ক্রমানুসারে )

| | | |
|---|---|---|
| ১ | ১০ | গার্গী কর |
| ২ | ২৪ | রঞ্জনা ভট্টাচার্য |
| ৩ | ২৭ | রুমা সেন |
| ৪ | ৩১ | সেতু গুণ্ঠাকুরতা |
| ৫ | ৩৪ | সীমা রায় |
| ৬ | ৩৫ | স্মিতা বিশ্বাস |
| ৭ | ৪৩ | উমা লাহা |
| ৮ | ৪৫ | অজয় কুমার দাস |
| ৯ | ৪৭ | অমিতাভ মৈত্র |
| ১০ | ৪৮ | অমিতাভ মুখার্জী |
| ১১ | ৫০ | অনিলকুমার নন্দী |
| ১২ | ৫৩ | অনুপম কুমার সেন |
| ১৩ | ৫৫ | অরুণ কুমার দাস অধিকারী |
| ১৪ | ৫৬ | অশেষ কুমার সরকার |
| ১৫ | ৫৮ | অশোক কুমার দাস |
| ১৬ | ৫৯ | অশোক কুমার পাল |
| ১৭ | ৬০ | অসিতবরণ সাহা |
| ১৮ | ৬১ | অতনু বোস |
| ১৯ | ৬২ | অতনু চক্রবর্তী |
| ২০ | ৬৪ | ভূমেন্দ্রনাথ দাস |
| ২১ | ৬৭ | বিকাশ ব্যানার্জী |
| ২২ | ৬৮ | বিকাশ ঘোষ |
| ২৩ | ৬৯ | বিকাশ চন্দ্র সাউ |
| ২৪ | ৭০ | বিমলকৃষ্ণ মজুমদার |
| ২৫ | ৭১ | বিপ্লব দে |
| ২৬ | ৭৩ | বিষ্ণুপদ সরকার |
| ২৭ | ৭৪ | বিশ্বজিৎ ঘোষ |
| ২৮ | ৭৫ | বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় |
| ২৯ | ৭৮ | দেবাশীষ মল্লিক |
| ৩০ | ৭৯ | দিলীপ কুমার দে |
| ৩১ | ৮০ | দীপক কুমার চক্রবর্তী |
| ৩২ | ৮৭ | গৌর অধিকারী |
| ৩৩ | ৮৮ | গৌতম মিত্র |
| ৩৪ | ৯১ | ফারাপ চন্দ্র গায়েন |
| ৩৫ | ৯২ | হরেকৃষ্ণ ঘোষাল |
| ৩৬ | ৯৯ | কেদারনাথ দাস |
| ৩৭ | ১০৫ | মহম্মদ মতিউর রহমান |

| | | |
|---|---|---|
| ৩৮ | ১০৬ | মহম্মদ মতিউর রহমান |
| ৩৯ | ১০৮ | মাধবেন্দ্র সিন্‌হা |
| ৪০ | ১০৯ | মহাদেব রাণা |
| ৪১ | ১১৩ | মৃণালকান্তি মাইতো |
| ৪২ | ১২৩ | রঞ্জত ব্রহ্ম |
| ৪৩ | ১২৪ | রাম নন্দী |
| ৪৪ | ১২৬ | সব্যসাচী চৌধুরী |
| ৪৫ | ১২৮ | সন্দীপ কর |
| ৪৬ | ১৩৪ | শ্যামল কুমার প্রামাণিক |
| ৪৭ | ১৩৫ | শ্যামল কুমার সাহা |
| ৪৮ | ১৩৬ | শ্যামাপদ দে |
| ৪৯ | ১৩৭ | শেখ আবদুস সাবুর মণ্ডল |
| ৫০ | ১৩৮ | শেখ কামাল উদ্দিন |
| ৫১ | ১৩৯ | সুমিত্রা চট্টোপাধ্যায় |
| ৫২ | ১৪১ | সুবীর মুখার্জী |
| ৫৩ | ১৪২ | সুবীর সিকদার |
| ৫৪ | ১৪৫ | সুমন কুমার রায় |
| ৫৫ | ১৪৬ | সুনীল কুমার প্রামাণিক |
| ৫৬ | ১৪৭ | সুরেন্দ্রনাথ বর্মণ |
| ৫৭ | ১৪৯ | স্বপন পাল |
| ৫৮ | ১৫১ | তপন কুমার পাল |
| ৫৯ | ১৫৬ এন | হিল্লোল মুখার্জী |
| ৬০ | ১৫৭ এন | মানিকলাল সাহা |
| ৬১ | ১৫৯ এন | শুভাশীষ রায় |
| ৬২ | ১৬০ এন | তপন কুমার মণ্ডল |
| ৬৩ | ১৬১ এন | মকবুল হোসেন মোল্লাহ |
| ৬৪ | ১৬২ এন | আলতাব হোসেন মোল্লাহ |

---

# যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৬-৮৭ সালের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের মেধানুসারে তালিকা

**প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ** ( গুনানুসারে )

১। সংযুক্তা বাসু
২। মধুছন্দা রায়চৌধুরী
৩। চিন্ময় চ্যাটার্জী
৪। রত্নিপ্রভ চক্রবর্তী
৫। ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য
৬। শর্মিলা চট্টোপাধ্যায়
৭। কৃষ্ণকলি দাশগুপ্তা ( সেন )
৮। চন্দনা দে
৯। সুমিতা চৌধুরী
১০। বনানী গঙ্গোপাধ্যায়
১১। বিপদ ভঞ্জন কর
১২। মুনমুন চৌধুরী
১৩। লালিমা মজুমদার
১৪। দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫। জাফির আখতার
১৬। দিলীপ কুমার প্রধান
১৭। বিদ্যুৎ কুমার মল্লিক
১৮। শিপ্রা মজুমদার
১৯। গৌতম রায়
২০। প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী
২১। অমৃতাধা দত্ত ( ঘোষ )
২২। গীতা পান্ডি
২৩। সুকুমার কলা
২৪। গোপা বসু মল্লিক
২৫। অতুল চন্দ্র জানা

## দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ( বর্ণানুক্রমিক ভাবে )

১। অরুণেশ সরকার
২। অভিজিৎ রায়
৩। অলোক কুমার বিশ্বাস
৪। অসিত কুমার ঘোষ
৫। আফজল হোসেন
৬। আবদুল রব মোল্লা
৭। ইন্দ্রাণী গুহরায় ( ঘোষ দস্তিদার )
৮। কল্যাণ কুমার সরকার
৯। কিরণময় দত্ত
১০। কৌশিক চক্রবর্তী
১১। গৌতম মুখোপাধ্যায়
১২। গৌরী রাউত
১৩। চিত্রা ভট্টাচার্য্য
১৪। জীবন নস্কর
১৫। জ্যোতিময় চন্দ্র রায়
১৬। তুলি দাশগুপ্ত
১৭। তাপস কুমার চক্রবর্তী
১৮। দিলিপ কুমার ঘোষ
১৯। নন্দা ভৌমিক
২০। নীতা ঘোষ
২১। নীলরতন দত্ত
২২। নীলাদ্রি পাকড়াশী
২৩। নেপাল ভট্টাচার্য্য
২৪। প্রশান্ত বোস
২৫। বিজন মুখোপাধ্যায়
২৬। বেবা ভট্টাচার্য্য ( কর )
২৭। লীনা দাস ( সমাদ্দার )
২৮। শরৎ চন্দ্র পাল
২৯। শর্মিলা দাস
৩০। শাহনু কোলে
৩১। শিপ্রা চৌধুরী
৩২। শিপ্রা দত্ত
৩৩। শিবপ্রসাদ ঘোষ
৩৪। শিবপ্রসাদ চ্যাটার্জ্জী
৩৫। শ্রীপর্ণা সেনগুপ্ত
৩৬। শেখর মুখোপাধ্যায়
৩৭। শ্বেতা বাগচী
৩৮। সজল চক্রবর্তী
৩৯। স্বপন কুমার ভট্টাচার্য্য
৪০। সাধন কুমার দাস
৪১। সুষমা সাহা
৪২। সুবীর কুমার দাস
৪৩। সুভাষ কুমার নন্দী
৪৪। সুচিত্রা চক্রবর্তী
৪৫। সুমিত্রা সামন্ত
৪৬। শুভেন্দু নারায়ণ পাল
৪৭। শুভেন্দু বিকাশ কর
৪৮। সুব্রত রায়

## বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি. আই. টি. রোড, স্কীম ৫২, কলিকাতা-৬

### বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের সাধারণ সদস্য ও প্রতিষ্ঠানগত সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে আগামী ৩১শে মার্চ, '৮৮ পর নূতন বৎসরের চাঁদা দিয়ে সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ করা প্রয়োজন। কারণ ঐ তারিখের পর সদস্যপদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। যথাসময়ে চাঁদা দেওয়া না হলে পরিষদের পরিচালক ব্যবস্থায় ও পত্র-পত্রিকা প্রেরণ অসুবিধা হয়। এ সম্পর্কে সদস্যদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

অরুণ রায়
কর্মসচিব

তাং মাঘ, ১৩৯৪

## শোক সংবাদ

### প্রয়াত অমিয় চট্টোপাধ্যায়

বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও নেতা পরিষদের আজীবন সদস্য এবং ২৪ পরগণা জেলার স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের প্রাক্তন সদস্য ও পৌর কমিশনার শ্রীঅমিয় চট্টোপাধ্যায় গত ১৮ই ডিসেম্বর, '৮৭ সকাল সাড়ে দশটায় বেলঘরিয়াস্থ নিজ বাস ভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে।

Annual subscription : Rs. 36.00
Single issue : Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. No. WB/CC—145
Regd. No. RN-2674-74

Volume 37 : No. 10

January-February 1988

All payments should be sent to :

The General Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence for publication should be addressed to :
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700 014
Phone : 29-8466

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-700 073 at Oceania Publishing House, 10, Kalimuddin Lane, Calcutta-700 006
Editor : Ramkrishna Saha.

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ১১ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৪, ফাল্গুন

## সূচীপত্র

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারের এক বছর (- সম্পাদকীয় )
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
বাজারমুখী গ্রন্থাগার
প্রীতি চৌধুরী
বাংলা শিশু সাহিত্যের [illegible] ( ১ম পর্ব ) ৬
অসিতাভ দাশ
সূচী : কিছু কথা ১৮
Excerpts of the Mehrotra Committee report regarding revision of pay scales of College and University librarians. 1

[illegible]

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিম্নলিখিত পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যাচ্ছে

বাঁধানো : প্রতি খণ্ড—৩৬'০০
খোলা : প্রতি সংখ্যা—৪'০০

১৬ বর্ষ (১৩৭১), ১৫ বর্ষ (১৩৭২),
১৭ বর্ষ (১৩৭৩), ১৮ বর্ষ (১৩৭৪),
১৪ বর্ষ (১৩৮১), ১৫ বর্ষ (১৩৮২),
১৬ বর্ষ (১৩৮৩), ১৯ বর্ষ (১৩৭৭),

৩১ বর্ষ (১৩৮৮)
৩২ বর্ষ (১৩৮৯)
৩৩ বর্ষ (১৩৯০)
৩৪ বর্ষ (১৩৯১)

নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি অসম্পূর্ণ। যে যে সংখ্যাগুলি নেই বা কম আছে সেগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল:

১১ বর্ষ, ১৩৬৮ (বৈশাখ)
১২ বর্ষ, ১৩৬৯ (জ্যৈষ্ঠ)
১৩ বর্ষ, ১৩৭০ (ফাল্গুন-চৈত্র)
১৬ বর্ষ, ১৩৭৫ (অগ্রহায়ণ)
১৯ বর্ষ, ১৩৭৬ (জ্যৈষ্ঠ, ফাল্গুন)
২০ বর্ষ বর্ষ, ১৩৭৭ (বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক)
২১ বর্ষ, ১৩৭৮ জ্যৈষ্ঠ, মাঘ।
২২ বর্ষ, ১৩৭৯ মাঘ, চৈত্র)
২৭ বর্ষ, ১৩৮৪ (পৌষ, ফাল্গুন)
২৮ বর্ষ, ১৩৮৫ (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ)

যদি কেউ সংখ্যা হিসাবে পত্রিকা সংগ্রহ করতে চান তাহলে ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি ফটো কপি করে দেওয়া হবে সেক্ষেত্রে পৃথক মূল্য প্রদেয়।
যদি কোন সদস্য উপরিউক্ত ফুরিয়ে যাওয়া সংখ্যাগুলি পরিবর্তে দান করেন তবে সেগুলি সাদরে গৃহীত হবে।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার পত্রিকা

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ১১ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৪, ফাল্গুন


## সম্পাদকীয়

### পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারের এক বছর

বিগত মার্চ মাসে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর এক বছর কেটে গেছে। সুতরাং বিগত বছরের কাজের মূল্যায়ন করার সময় হয়েছে। গ্রন্থাগার পত্রিকার কয়েকটি সম্পাদকীয়তে, ৪০ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রতিবেদনে, পরিষদের সাধারণ সভার প্রাক্কালে প্রেরিত বার্ষিক প্রতিবেদনে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষদের বক্তব্য উল্লেখ করা করা হয়েছে। মার্চ মাসের শেষে অবস্থাটা যথা পূর্বং তথা পরং বলতে পারলেও হয়ত খুশী হওয়া যেতে পারতো, কিন্তু বলতে হচ্ছে অবস্থা অনেক অবনতি হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণই যথেষ্ট।

কলকাতা জেলার গ্রন্থাগারগুলি বিগত বছরের আর্থিক অনুদানের অংশ বিশেষ মাত্র পেয়েছেন। নানারকম আবেদন নিবেদন, প্রতিবাদ, অবস্থান সত্ত্বেও সরকারী আমলারা অচল, অটল, অনড়। ডাইরেকটার মহাশয় যিনি কলকাতা LLA-এর চেয়ারম্যান তিনি কর্মীদের তাঁর কাছে যাওয়ার উদ্ভাত আহ্বান জানালেও অনুদান কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লকারের মধ্যে শায়িত। গ্রন্থাগারের কাছে সেগুলো আজও পৌঁছায়নি। এ বলে এর দোষ ও বলে ওর দোষ। দায়ত্ব নেবার কেউ নেই। মন্ত্রী অধিকর্তা, উপ-অধিকর্তা নিশ্চুপ। দায়িত্ব নেবার সংস্কৃতিকে শীতঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। মন্ত্রীমশাই সিংহাসনে আরোহণ করার পর বোধ হয় খেয়াল হয়েছে যে তিনি শত্রু (?) বেষ্টিত। কু-লোকে বলে চার পাঁচ জন আমলা তাঁরা প্রত্যেকেই নাকি মন্ত্রী মহাশয়ের মনে এরকম ধারণা সৃষ্টি করার বিষয়ে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। অতুৎসাহী দুর্মুখ দুই-একজন উপ-অধিকর্তা মহাশয়ের সাম্প্রতিক ব্যবহারে শিশু হয়ে শাপ শাপান্ত করছে।

জেলার LLA-গুলিকে ভেঙ্গে দেওয়ার পর পুনর্গঠন করার আগ্রহে মন্ত্রীমহোদয় সদাই মুখরিত হলেও কার্যে বস্তাবন্দে লঘুক্রিয়া। বিগত বছরে SLC-র সভা হয়েছে দুটি, একটি ছিল মন্ত্রী মহোদয়ের জ্ঞান তৃষ্ণা মেটানোর সভা। আরেকটি বে-আইনী বই মেলাকে আইনানুগ করার প্রচেষ্টার সভা। সভার সিদ্ধান্ত ছিল আগামী ডিসেম্বর মাসে আরেকটি সভায় সামগ্রিক বিষয় বিস্তারিত আলোচনা হবে। ডিসেম্বর পেরিয়ে মার্চ মাসও শেষ হতে চল। আর SLC-বসলো না। SLC-র যে সমস্ত উপ-সমিতিগুলি ছিল তারও একটারও সভাও মন্ত্রী মহোদয়ের কার্যকালের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় নি। এমন কি বিগত বছরের বাজেটও SLC-র সভায় পেশ করা হয় নি। এ বছরের বাজেটও রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদে আলোচিত হয় নি। শ্রীমতা ছায়া বেরার আমলে গ্রন্থাগার উন্নয়নের অর্থ SLC এবং উপ-সমিতির অনুমোদন নিয়ে ব্যয় করার যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল বর্তমানে আমলা চক্র সুযোগ বুঝে বিস্মৃত হয়েছেন। এমন কি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও কলকাতা মেট্রোপলিটান গ্রন্থাগার দু'টি মুহ ভাবে পরিচালনা করার জন্য যে দু'টি পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হয়েছিল দু'জন গ্রন্থাগারিকই সুযোগ বুঝে নিশ্চুপ রয়েছেন। দুএকবার মৌখিক তাগাদায় কোন ফল হয়নি। বিগত কয়েক বছরে এই দুটি গ্রন্থাগারের বই কেনার জন্য পরিচালন কমিটির যে অনুমোদন নেওয়া হত এখনও

পর্যন্ত তার কোন ইঙ্গিত আমরা পাই নি। আশঙ্কা হচ্ছে দু-একটি পছন্দ সই পুস্তক বিক্রেতার কাছ থেকে অজস্র নোট বই কিনে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি ভর্তি করা হবে। বিগত বছর বাংলা সুলভ্য গ্রন্থের তালিকা প্রকাশিত হলেও বিক্রীর জন্য বাজারে ছাড়া হচ্ছে না। সমস্ত উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হতে বসেছে।

গত বছর শ্রীমতী ছায়া বেরার আমলে উল্টাডাঙ্গায় যে ৫৭ কাঠা জমি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নামে কেনা হয়েছে তা একই অবস্থায় রয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে এবারও কন্ট্রাকশনের টাকা ফেরৎ যাবে। শুধু এটাকাই বা কেন? শোনা যাচ্ছে দু'কোটি টাকা এবার খরচ করা যাবে না বা ফেরৎ যাবে। আমাদের আশঙ্কা অন্য জায়গায়। SLC-র আর্থিক উপ-সমিতির সভা না ডাকার কারণ হচ্ছে কল্পিত কিছু গ্রন্থাগারকে ও সংস্থাকে নানাভাবে টাকা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে।

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি কাউণ্ডেশন রাজ্যের শিশু গ্রন্থাগারগুলিকে বা শিশুবিভাগগুলিকে আর্থিক সহায়তা দানের জন্য একটি স্কীম করেছিলেন। তাঁরা সেই দরখাস্তগুলিকে অনুমোদন দেবেন যেগুলির অনুমোদন গ্রন্থাগার অধিকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হবে। কিন্তু সেগুলি গ্রন্থাগার অধিকর্তার দপ্তর থেকে সংশ্লেষে কাউণ্ডেশনের অফিসে পৌঁছেছে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে।

যে ১১৪টি গ্রন্থাগার শহর গ্রন্থাগারের সমতুল পর্যায়ে উন্নীত হ'লো সেগুলিতে গ্রন্থাগারিক পাঠানোর কোন উদ্যোগ গ্রন্থাগার অধিকার নিয়েছেন বলে শোনা যায় নি।

দীর্ঘদিন যাবৎ পাঁচজন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের পদে লোক নির্বাচিত হয়ে রয়েছেন। কিন্তু তাদের নিয়োগ পত্রগুলি ছাড়া হচ্ছে না। কারণ অজ্ঞাত, কোন সদুত্তর মেলে না। এ সবের নীট ফল হচ্ছে—জেলায় কাজ-কর্ম প্রায় বন্ধ হতে বসেছে, একদিকে পূর্ণাঙ্গ LLA নেই, গ্রন্থাগারিকরা ঠিকমত বেতন পাচ্ছেন না, গ্রন্থাগার গুলিতে ঠিকমত অনুদান যাচ্ছে না। এমন কি জেলাগুলি থেকে সমস্যাগুলির সমাধান চেয়ে যে চিঠি গ্রন্থাগার অধিকারে আসছে তার জবাব পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না।

পরিষদ থেকে মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাত প্রার্থনা করে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে মাসাধিক কাল হলো, সাক্ষাত তো দূরের কথা চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করা হয়নি।

সম্প্রতি দুরভিসন্ধিমূলক একটি ঘটনার কথা জানা গেছে। গ্রন্থাগার অধিকারের পক্ষ থেকে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহায়তায় একটি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনার কথা শোনা যাচ্ছে। সম্পূর্ণ ঘটনাটি গোপন রাখা হয়েছে। SLC-তে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে আমরা জানি না। খবরের কাগজে কোন বিজ্ঞাপন নজরে আসেনি। শোনা যাচ্ছে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বাইরের দু'একজন বিশেষ ব্যক্তিদের শিক্ষক হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হ'লেও রসিদ এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি এরকম কিছু অভিযোগ এসেছে। ছাত্র নির্বাচন কি ভাবে হ'ল তার সম্পর্কেও কিছু জানা যায়নি। সিলেবাস কি প্রকার কোন স্তরে তার আলোচনা হয়নি। প্রশ্ন হ'ল রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের কোন অনুমোদন ব্যতিরেকেই কি করে এই প্রশিক্ষণ হচ্ছে। এমন কি বামফ্রন্টের নীতির প্রতিও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো হচ্ছে।

এমনিতেই রাজ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্লাশগুলিতে যে পরিমাণ ছাত্র ভর্তি হয় সেই পরিমাণ পদ প্রতিবৎসর সৃষ্টি হয় না। এজন্য এক একজন ছাত্রকে ৩।৪ বছর পর্যন্ত বসে থাকতে হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'লো রাজ্য সরকারের একটা বিভাগ সংবাদপত্রে ছাত্রভর্তির বিজ্ঞাপন প্রকাশ ব্যতিরেকেই ছাত্র নির্বাচন করছেন। এ অবস্থায় আমাদের আশঙ্কা নির্বাচনে পক্ষপাতিত্বই শুধু হ'বে না, আমলাদের কোন নিকটাত্মীয়কে বা বিশেষ অনুগ্রহভাজন হবার সুবাদে কাউকে যদি ছাত্র হিসাবে দেখতে পাওয়া যায় তাতে বিস্মিত হবো না। মন্ত্রী মহোদয়ের সমর্থন ব্যতিরেকে এ ধরণের কাজ সম্ভব হয়েছে বলে আমরা মনে করি না।

আমরা দাবী করি অবিলম্বে সমস্ত জেলায় স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার গঠন করা হোক; অবিলম্বে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সভা আহ্বান করা হোক। রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন পরিকল্পনা করা চলবে না। গ্রন্থাগার আইনের এবং তৎ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর প্রতিটি ধারা মেনে চলতে হবে।

আমরা মনে করি না যে দাবী করলেই এরা সেগুলি মেনে নেবে। এ জন্য বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার অনুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন করতে হবে।

# বাজারমুখী গ্রন্থাগার

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
হালদারপাড়া, চন্দননগর

এ প্রবন্ধ শুরু করার আগে কয়েকটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন।

এ প্রবন্ধে গ্রন্থাগার বলতে জনসাধারণের গ্রন্থাগার অর্থাৎ যে গ্রন্থাগারে জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী বই রাখা হয় জনসাধারণের মধ্যে বই বিলি করবার জন্যে। কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্যে বিশেষ বই রাখা হয় না। যেমন—স্কুল বা কলেজের গ্রন্থাগার।

বাজারমুখী কথাটা সম্ভবতঃ পাঠকের কাছে একটু অদ্ভুত বলে মনে হবে। কারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে বাজারমুখী কথাটা মনে হয় আজ পর্যন্ত ব্যবহার হয়নি। বাজারমুখী কথাটার ইংরেজী হচ্ছে marketing oriented.

আমি এ প্রবন্ধে দেখাবার চেষ্টা করবো আধুনিক জনসাধারণের গ্রন্থাগারকে আধুনিক সমাজের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী বাজারমুখী হতে হবে। তা না হলে আধুনিক জনসাধারণের গ্রন্থাগারের পক্ষে তার অর্থ নৈতিক অবস্থাকে বজায় রেখে, নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হবে না।

গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের ইতিহাস বিচার করে দেখলে দেখা যাবে—এক এক যুগে গ্রন্থাগারের ব্যক্তিগত চরিত্র ছিল এক এক ধরণের। প্রথম যুগে ছিল সে-চরিত্র ধর্মমুখী; দ্বিতীয় যুগে কৃষ্টিমুখী। ১৯ শতকের শেষের দিক থেকে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে বাজারমুখী।

এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হবে গ্রন্থাগারের এই শেষোক্ত চরিত্র। কারণ গ্রন্থাগারকে সমাজের চরিত্রে রূপায়িত হতে হবে। তা না হলে সমাজের অঙ্গ হিসাবে গ্রন্থাগারের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আধুনিক সমাজের ব্যক্তিগত চরিত্র কিরূপ। সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের নিয়েই সমাজের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। সমাজের চরিত্র যুগে যুগে পরিবর্তিত হচ্ছে। যখন সমাজের মধ্যে বৈচিত্র্য ছিল, তখন সমাজের চরিত্র ছিল বৈচিত্র্যময়। অর্থাৎ যখন সমাজের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তি বলতে পারত—"I am as I do myself" অর্থাৎ আমি আমাকে যেমনভাবে তৈরি করেছি আমি সেইরূপ। তা বলে কেউ যেন মনে না করেন সে ব্যক্তি সমাজ বহির্ভূত। তা নয়। সমাজের মধ্যে থেকেও, সামাজিক হয়ে ব্যক্তি তার Identity বজায় রাখবার সুযোগ পেতেন। ফলে সমাজের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকত।

গ্রন্থাগারের কাজ হচ্ছে সাহিত্য নিয়ে। সাহিত্য যত দিন জনসাধারণের হয়নি ততদিন জনসাধারণের গ্রন্থাগার গড়ে ওঠেনি। গ্রন্থাগার ছিল বহু, কিন্তু প্রতিটি গ্রন্থাগার ছিল ব্যক্তিগত। সাহিত্য যে যুগ থেকে জনসাধারণের হ'লো, সে যুগ থেকেই জনসাধারণের গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। বিশদভাবে এ বিষয়গুলি এ প্রবন্ধে বলা সম্ভব নয়। তবে সুযোগ পেলে এসব বিষয়ে অন্যান্য প্রবন্ধ লিখব।

এমন একটা যুগ ছিল সে সময়ে যে কোন বিষয়ের বইকেই সাহিত্য বলে গণ্য করা হ'তো। কিন্তু প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতির ফলে শ্রম বিভাগের প্রয়োজন হওয়ায়, বিশেষত তার প্রয়োজন দেখা দেওয়ায়, নানা ধরণের বই লেখা শুরু হ'লো। ফলে এসব বইকে আর সাহিত্য বলে গণ্য করা হ'লো না। সাহিত্যের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল। সাহিত্য পাঠের মধ্যে আর বাধ্যবাধকতা থাকলো না। সাহিত্য পাঠ হয়ে দাঁড়াল চিত্ত বিনোদনের বস্তু। এই অবস্থাটার চূড়ান্ত বিকাশ হয় ১৮০০ শতাব্দীতে।

এই সময়েই সৃষ্টি হ'লো ২টি—জার্মান কথা : Volkgeist ও Zeitgeist অর্থাৎ National mind or spirit এবং mind or spirit of the time।

গ্রন্থাগার যখন জনসাধারণের ছিল না তখন গ্রন্থাগারের যে একটা সামাজিক ভিত্তি ছিল সে ধারণা করা সহজ ছিল না। কিন্তু সাহিত্য যখন জনসাধারণের নাগালের মধ্যে এল তখন গ্রন্থাগারের যে একটা সামাজিক ভিত্তি আছে তা বেশ বোঝা গেল। এ ভিত্তির মধ্যে সেটা একেবারে আধুনিক সেটা হ'লো Zeitgeist অর্থাৎ আধুনিক সমাজের লোকগত ব্যক্তিত্ব। এবার প্রশ্ন উঠবে লোকগত ব্যক্তিত্ব বলতে কি বোঝায়, এবং এই ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করেই জনসাধারণের গ্রন্থাগারের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলতে হবে। সমাজ অন্তর্গত সমুদয় ব্যক্তিকে নিয়ে সমাজের ব্যক্তিত্ব। এক সময়ে, পূর্বেই বলেছি—সমাজের ব্যক্তিত্বের মধ্যে বৈচিত্র্য ছিল। কেন সে কথাও বলেছি। কিন্তু আধুনিক যুগের সমাজের চরিত্রকে সমাজ অন্তর্ভুক্ত একজনের চরিত্র বিচার করলেই চিনতে পারা যায়। অর্থাৎ "আমিই সমাজ", "আমিই সমাজের প্রতিচ্ছবি। অর্থাৎ "আমি এখন আমি নই, আমি অন্য। অন্যে বাজারে এখন আমাকে যে ভাবে চায় আমি সেইরূপ। কারণ ব্যক্তিত্বের বাজারে আমাকে অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের মত বিক্রি করতে হবে। তা না করতে পারলে আমি Ballast অর্থাৎ rejected মাল বলে গণ্য হবে।

স্কুল কলেজ আমাদের পণ্যদ্রব্যের মত অর্থাৎ বাজারে একটা ক্রয়মূল্যে বিক্রি করা যাবে—এই ধরণের বস্তুর মত প্রস্তুত করছে। স্কুল থেকেই ছাত্রদের মাথায় এত বেশী বিষয় superficially ঢোকান হচ্ছে যে তাদের পক্ষে আর অন্য কিছু করা সম্ভব নয়—ফলে তাদের যে জ্ঞান হয় তা কেবল ভাসা ভাসা। তারা বিষয়ের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না বা নিজস্ব চিন্তা ধারা গড়ে তুলতে পারে না। কারণ সে হ'চ্ছে "তুমি যেমন চাও—আমি তেমনি।"

এতদূর যা বললাম তা হ'লো :—

১। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মানুষটি "ব্যক্তিত্ব বিবর্জিত" অর্থাৎ depersonalised personality.

২। ব্যক্তিত্ব বিবর্জিত ব্যক্তিদের নিয়েই সমাজ। সুতরাং আধুনিক যুগে সমাজের ব্যক্তিত্ব হ'লো ব্যক্তিত্ব বিবর্জিত।

৩। ব্যক্তিত্ব বিবর্জিত সমাজের ব্যক্তিত্ব বিবর্জিত মানুষের জন্য গ্রন্থাগারকে ব্যক্তিত্ব বিবর্জিত হয়ে কাজ করতে হবে।

৪। প্রকাশক না থাকলে লেখক থাকে না। বই প্রকাশ করতে গেলে যারা বই পড়বে তাদের জন্যে আনন্দের জন্য "( Publicare Corpus" দোজা কথায় বেকারবৃত্তি ) প্রকাশ করতে হবে। সুতরাং লেখককেও পাঠকের কথা লিখতে হবে—অর্থাৎ তাকেও "কাকে কি বলতে" হবে। সুতরাং তাদেরও লক্ষ্য রাখতে হবে তারা "কাজের কি বলবে।" ফলে দাঁড়ায় এই depersonalised personality হিসাবে লেখককেও বই লিখতে হবে ব্যক্তিত্ব বিবর্জিত পাঠকের জন্য। তা না হ'লে প্রকাশক বই প্রকাশ করবে না, কারণ যে বই গভীর চিন্তাধারা যুক্ত হলে তা বাজারে বিক্রয় করতে পারবে না। সে-বইগুলোও ballast হিসাবে গণ্য হবে।

আধুনিক গ্রন্থাগারকে লেখক—প্রকাশক—পাঠক এই চক্রের অন্তর্গত হয়ে কাজ করতে হবে।

সুতরাং যতদিন গ্রন্থাগার জনসাধারণের হয়নি ততদিন গ্রন্থাগারকে ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা সম্ভব হ'তো কিন্তু আধুনিক যুগে আর সে উপায় নেই। এখন গ্রন্থাগারকে গড়ে তুলতে হবে বাজারমুখী করে। এমন সব বই গ্রন্থাগারে রাখতে হবে যা ব্যক্তিত্ব বিবর্জিত পাঠকেরা চাইবে। অর্থাৎ সোজা কথায় যে সব বইয়ের velocity থাকবে। অর্থাৎ যে সব বইয়ের হাত পরিবর্তন হবে কেবল সেই সব বই-ই রাখতে হবে গ্রন্থাগারে। "গ্রন্থাগারে ভালো বই রাখব' পাঠের জ্ঞান উন্নয়ন করতে হবে। পাঠকের শিক্ষার উন্নতি করতে হবে।" এসব হ'লো পুরোপুরি "ছেঁদো কথা।" আগে

সমাজের চরিত্রের উন্নতি হ'ক। সমাজের চরিত্রের মধ্যে বৈচিত্র্য আসুক, মানুষের জীবনে শান্তি আসুক, নিজস্ব চিন্তাধারা গড়ে তোলবার সুযোগ আসুক তবেই গ্রন্থাগারের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে তবেই গ্রন্থাগারে "ভালো বই" রাখা সম্ভব হবে, "পাঠের মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

উপরন্তু গ্রন্থাগার চেষ্টা করলেও "ভালো বই" পাবে কোথা থেকে? প্রকাশক, বিক্রেতা, এবং তার বই বিক্রয়ের বস্তু; লেখক ও বিক্রেতা এবং সে নিজেও বাজারমুখী বিক্রয়ের বস্তু কারণ তার লেখা বই মানেই সে নিজেকে প্রকাশ করছে প্রকাশকের মাধ্যমে, প্রকাশক যে ধরণের বই চায় সেই ধরণের বই তাকে লিখতে তবে। পাঠক তার পছন্দমত বই পড়বে, কিন্তু তার পছন্দটা নির্ভর করবে অন্যের পছন্দের উপর। কোন লেখকের বই, কোন প্রকাশকের বই, এ দুটোই তার পছন্দকে পরিচালিত করবে। বইয়ের use value কতটা পাঠক তা বিচার করবে না। সে দেখবে বইখানার রূপ, মলাটের উপর ছবি, বইখানার brand। সুতরাং বইখানা কতদূর কাজের বই সে দিক থেকে বইখানির বিচার না করে সে দেখবে বইখানা বাজারে কেমন চালু, কত সংস্করণ হয়েছে, অর্থাৎ বইখানা best seller কিনা। "Best seller" কথাটা এখন বই খানার কার্যকরী মূল্য নির্ধারণ করবে এবং এ কথাটা একটা Brand হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

তাহলে আমরা বেশ বুঝতে পারছি এক সময়ে গ্রন্থাগারের কাজ ছিল productive অর্থাৎ গ্রন্থাগারে পুস্তক সংকলন ও পুস্তক বিলির সাহায্যে ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তির ব্যক্তিগত ক্ষমতাকে উজ্জীবিত করে, ব্যক্তিকে productive করে তুলতে পারতো, কারণ সে সময়ের মানুষের, নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বজায় ছিল। তার চিন্তা করবার স্বাধীনতা ছিল। সে স্বাধীনতা আধুনিক সমাজের মানুষের আর নেই। সুতরাং গ্রন্থাগারে স্বাধীন চিন্তাধারাপূর্ণ বই রাখলে তা পাঠকের কাছে আদরণীয় হওয়া সম্ভব নয়। সে সব বই গ্রন্থাগারে রেখে গ্রন্থাগারকে জীবন্ত করে রাখা সম্ভব হবে না। উপরন্তু, পূর্বে আমি যে কথা বলেছি গ্রন্থাগারের অর্থ নৈতিকতা ব্যাহত হবে।

আজকাল রাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় এবং অর্থে বহু জনসাধারণের গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। প্রত্যেক গ্রন্থাগারে একটি করে পরিষদ আছে। পরিষদের ব্যক্তিরা পাঠকদের মধ্যে থেকে ভোটের দ্বারা মনোনীত হয়। কিন্তু এই পরিষদীয় ব্যক্তিদের জেনে রাখা প্রয়োজন তাদের উপরে তার দেওয়া হয়েছে, আধুনিক যুগের গ্রন্থাগারের পরিচালনায়।

বই কেনা হবে। কিন্তু কাদের জন্য কি বই কেনা হবে, যে তার থাকা প্রয়োজন গ্রন্থাগারিকের উপর কারণ কোন বই বাজারে চলবে আর কোন বই বাজারে চলবে না, তা গ্রন্থাগারিক ব্যতীত পরিষদীয় ব্যক্তিদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এদিক থেকে গ্রন্থাগারিককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। বই কেনা হবে, কত টাকার বই কেনা হবে তা পরিষদ ঠিক করুক, তাতে কোন আপত্তি থাকার কারণ নেই। কিন্তু কি বই কেনা হবে, এবং কাদের জন্য বই কেনা হবে সে তার সম্পূর্ণভাবে গ্রন্থাগারিকের। কারণ যতক্ষণ তিনি গ্রন্থাগারিক ততক্ষণ তিনি de-personalised personality। বইয়ের ভালো মন্দ তিনি নিজস্ব ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী বিচার করবেন না। পুস্তক নির্বাচনের জন্যে তাকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হবে সমাজের ব্যক্তিত্বের উপর।

তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, যুগ যুগ ধরে গ্রন্থাগার নিয়ন্ত্রণী সমাজ চরিত্রের বিরুদ্ধে কাজ করে আসছে। পুস্তক বিলির মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা উজ্জীবিত করে তাকে সৃষ্টিমুখী করে তোলবার চেষ্টা করে এসেছে। সে প্রয়াস জনসাধারণের গ্রন্থাগারকে আজও করতে হবে, সমাজের মধ্যে পরিবর্তন আনবার জন্যে, সমাজের মধ্যে বৈচিত্র্য আনবার জন্য, সমাজের মানুষকে সৃষ্টিমুখী করবার জন্যে।

তা করবার উপায় কি কিছু আছে? গ্রন্থাগারের তো উপায়ের মধ্যে বই এবং বই বিলির মাধ্যম। কিন্তু আমি পূর্বেই বলেছি বই হ'লো বাজারে চলবার মত পণ্য দ্রব্য, যারা পড়বে তারাও বাজারের পণ্যদ্রব্য। সুতরাং গ্রন্থাগারিকের পক্ষে দৈনন্দিন কাজ চালানো ছাড়া আর কিছু করবার উপায় নেই।

সমাজের চরিত্রের পরিবর্তন নিয়ত হচ্ছে, সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠের রুচিও পরিবর্ত্তিত হবে আশা করা যায়। আসুন আমরা সেই যুগের জন্য আশা করে থাক।

# বাংলা শিশু সাহিত্যের গ্রবণতা

( ১৯৭১—১৯৮৫ )

## দ্বিতীয় পর্ব

শ্রীতি চৌধুরী

[পূর্বানুবৃত্তি : গ্রন্থাগার পত্রিকার ( বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ৪ ) শ্রাবণ, ১৩৯৪ সংখ্যায় "বাংলা শিশু সাহিত্যের প্রবণতা ১৯৭১-১৯৮৫," প্রবন্ধের প্রথম অংশ প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে বিগত ১৫ বছরে প্রকাশিত শিশু সাহিত্যের প্রকাশনার প্রবণতা ও বর্তমানে শিশুপাঠকদের পাঠপ্রবণতা এই দুই এর মধ্যে সামঞ্জস্য কতখানি আছে তা তথ্যভিত্তিক সমীক্ষার মাধ্যমে বিচার করে দেখা হয়েছে। বর্তমানের বাংলা শিশু সাহিত্যের পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে আগে তার পটভূমিকাটুকু জানা প্রয়োজন। প্রবন্ধের প্রথমাংশে বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মের উষালগ্নেই যে সম্ভাবনা নিয়ে বাংলা শিশুসাহিত্যের আবির্ভাব ঘটেছিল সাহিত্যের ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। বিংশ শতাব্দীতেও সে ধারা অব্যাহত ছিল। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে বাংলা শিশুসাহিত্যের তেমন সৃজনশীল প্রতিভার অভিনব সমাবেশ দেখা না গেলেও সাহিত্যের অগ্রগতি কিন্তু থেমে নেই। বিষয় বৈচিত্র্যে বাংলার শিশুসাহিত্য পূর্ণ হয়ে আছে।

বাংলা শিশুসাহিত্য বিকাশের পথে সাময়িকপত্রের ভূমিকাও কম নয়। বিভিন্ন সময়ে এক একটি সাময়িকপত্রকে কেন্দ্র করে এক একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল যারা এই সাহিত্যের সমৃদ্ধির দিনে দিনে বাড়িয়ে তুলেছেন। ষাটের দশকে এসেও সাময়িকপত্রের বিষয়বস্তুতে তেমন কোন অভিনবত্ব দেখা যায়নি তবে বাইরের চেহারার উন্নতি ঘটেছে। এ যুগের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো কমিক্স্।

যে কোন দেশের সাহিত্যে যুগোপযোগী একটা পরিবর্তন আসবেই। দেশের সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি শিশুদের চিন্তাধারা ও শিশুসাহিত্যকেও প্রভাবিত করে। শিশুসাহিত্যের গতি প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। নিবন্ধের বর্তমান অংশে সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণ করে বর্তমান শিশুসাহিত্যর প্রকাশনার এই পরিবর্তনের গতিপথটুকু নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে।]

### ১. প্রকাশনা—তথ্য সংগ্রহ

যে কোন সমীক্ষার প্রথম ও প্রধান উপাদান তথ্য। যে কোন একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে তথ্য সংগ্রহ করাই সমীক্ষার সর্বপ্রথম কাজ। এই সংগ্রহের কাজ করা হয় প্রধানতঃ দুটি উপায়ে—প্রত্যক্ষ সংগ্রহ ও পরোক্ষ সংগ্রহ।

#### ১১ প্রত্যক্ষ সংগ্রহ—গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা

এই সমীক্ষার জন্য সংগৃহীত তথ্যের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে বই ও পত্র-পত্রিকা থেকে।

#### ১২ গ্রন্থাদি সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যসংগ্রহ

প্রতি বছরে প্রকাশিত গ্রন্থাদির নাম জানার জন্য পূর্বতন বা বর্তমান গ্রন্থপঞ্জিগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জীগুলি থেকে বই এর নাম সংগ্রহ করার পর যতদূর সম্ভব মূলবইগুলি প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

#### ১৩ গ্রন্থ নির্বাচন—গ্রন্থপঞ্জী ও গ্রন্থতালিকার সহায়তা

গ্রন্থ নির্বাচনের জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থপঞ্জীগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে—

(ক) ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী। ১৯৭১-১৯৮৪।

(খ) বাংলা গ্রন্থপঞ্জী, পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯৭১—১৯৮৫।

(গ) বিভিন্ন প্রকাশকের গ্রন্থতালিকা যেমন—আনন্দ পাবলিশার্স, দেব সাহিত্য কুটির, নিউ বেঙ্গল প্রেস, নির্মল বুক এজেন্সী, পত্রভারতী, শিশুসাহিত্য সংসদ, বৈদ্যা প্রবাশনী ইত্যাদি।

(ঘ) সম্মিলিত গ্রন্থপঞ্জী পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য প্রকাশক সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত, ১ম খণ্ড ( ১৯৮২ ), ২য় খণ্ড ( ১৯৮৪ )

(ঙ) ক্যালকাটা বুক ক্লাব ( ২৯ জানুয়ারী—৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ ), পাবলিশার্স এ্যাণ্ড বুক সেলার্স গিল্ড কর্তৃক প্রকাশিত।

(চ) সাপ্তাহিক দেশ ও সাহিত্যসংখ্যা দেশে প্রকাশিত পুস্তক তালিকা।

### ২ গ্রন্থাদি পরীক্ষা—প্রতিষ্ঠানের সহায়তা

বই ও পত্রপত্রিকার সংগ্রহ দেখার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের সময় শুধুমাত্র সেইসব প্রতিষ্ঠানই বিবেচনা করা হয়েছে যাদের শিশু সাহিত্যের সংগ্রহ সমস্ত শিশুসাহিত্যের প্রকাশনার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

বই ও পত্র-পত্রিকা দেখার জন্য যে সব প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেওয়া হয়েছে সেগুলি হলো—

(ক) গ্রন্থাগার : কয়েকটি সুপরিচিত সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগ।

(খ) প্রকাশক : বিভিন্ন প্রকাশক সংস্থার প্রকাশিত শিশুগ্রন্থ সংগ্রহ।

(গ) কয়েকটি নির্বাচিত গ্রন্থবিপনীর শিশুগ্রন্থ সংগ্রহ।

(ঘ) ব্যক্তিগত সংগ্রহ : ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের শিশু-গ্রন্থ সংগ্রহ। অনেক সময় দেখা গেছে গ্রন্থপঞ্জী বা গ্রন্থ-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এমন অনেক বই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত আছে সেসমস্ত বইও সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

### ২২ পরোক্ষ সংগ্রহ গ্রন্থ

যে সব বই প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহের জন্য পাওয়া যায়নি সে সব বই এর ক্ষেত্রে সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থপঞ্জী থেকে।

### ৩ তথ্য সংগ্রহ—সাময়িক পত্র

সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিয়মিতভাবে প্রচুর সংখ্যক সাময়িক পত্র শিশুদের জন্য প্রকাশিত হয়। তাছাড়া বড়দের জন্য প্রকাশিত সাময়িকপত্রেও অনেকসময় শিশুবিভাগ থাকে। এদের মধ্য থেকে বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় ৪টি শিশু সাময়িকপত্র বেছে নেওয়া হয়েছে। এগুলি হলো—আনন্দমেলা, কিশোরভারতী, শুকতারা ও সন্দেশ।

সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে সমস্ত তথ্যই সংগ্রহ করা হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ঐ চারটি সাময়িকপত্রের বিভিন্ন সংখ্যা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

### ৪ বিষয় বিভাগ—গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র

বই বা সাময়িকপত্রের বিষয় নির্বাচনের জন্য কোন প্রামাণ্য বর্গীকরণ সূচীর সাহায্য নেওয়া হয়নি। কারণ সাধারণতঃ বর্গীকরণ পদ্ধতিতে শিশুসাহিত্যকে বিষয়ানুসারে কোন ভাগ করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে যে বাংলা গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশিত হয়েছে সেখানে শিশু-সাহিত্যকে মোটামুটি বিষয়ানুসারে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেই ভাগগুলি অনুসরণ করে সমস্ত শিশু-সাহিত্যকে নিম্নলিখিত ভাবে বিষয়ানুসারে ভাগ করা হয়েছে।

(১) সাধারণ জ্ঞান
(২) বিজ্ঞান ও ব্যবহারিকজ্ঞান
(৩) খেলাধুলা
(৪) শিকার কাহিনী
(৫) ঐতিহ্য
(৬) ধাঁধা
(৭) শিশুসাহিত্য সংকলন
(৮) কবিতা/ছড়া
(৯) নাটক

(১০) পৌরাণিক গল্প/মহাকাব্য
(১১) গল্পসংকলন
(১২) উপন্যাস
(১৩) অনুবাদ সাহিত্য
(১৪) ভ্রমণ/অভিযান
(১৫) জীবনী
(১৬) ইতিহাস।

সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে শিশুসাহিত্য সংকলন বিভাগটি বাদ গেছে। একটি নতুন বিষয়ের সংযোজন হয়েছে। সেটি হলো কমিকস্।

### ৪ গল্প, উপন্যাস ও অনুবাদের উপবিভাগ

যেহেতু গল্প, উপন্যাস ও অনুবাদের বই এর ক্ষেত্রে একাধিক বিষয়ের ওপরে প্রকাশনার একটা প্রবণতা দেখা যায়, সেই কারণে গল্প, উপন্যাস ও অনুবাদের বই আরও কতগুলি উপবিভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে গল্প ও উপন্যাসের সংখ্যাই সর্বাধিক। ডিউইর (Dewey) মূল বিভাগকে মনে রেখে গল্প, উপন্যাস ও অনুবাদের (গল্প ও উপন্যাস) নিম্নলিখিত কয়েকটি উপবিভাগ করা হয়েছে :

(ক) সাধারণ
(খ) অলৌকিক
(গ) রহস্য
(ঘ) রূপকথা
(ঙ) বিজ্ঞান ভিত্তিক
(চ) হাস্যরস
(ছ) রোমাঞ্চকর অভিযান
(জ) ঐতিহাসিক

এখানে সাধারণ বলতে সেইসব বই বোঝানো হয়েছে যে সব বই কোন বিশেষ বিভাগের পর্যায়ে পড়ে না।

### ৫ অন্যান্য বিষয়ের উপবিভাগ

গল্প, উপন্যাস ও অনুবাদ ছাড়া অন্যান্য বিষয় এভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়নি। তার প্রধান কারণ অন্যান্য বিভাগে প্রকাশনার সংখ্যা এত কম যে আরও বিশ্লেষণের সুযোগ সেখানে নেই।

### ৬ সমীক্ষার সময় নির্বাচন :

এই সমীক্ষার জন্য সময় নির্বাচন করা হয়েছে সত্তর দশক থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। গত পনেরো বছরে (১৯৭১-৮৫) প্রকাশিত বই বিষয়ানুসারে বিশ্লেষণ করে একটি প্রজন্মকালে সৃষ্ট বাংলা শিশুসাহিত্যের গতি প্রকৃতি ও প্রবণতা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও মোটামুটিভাবে কুড়ি বছরে একটি প্রজন্মকালের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়, তবুও আশা করা যায় গত পনেরো বছরের সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে বর্তমান প্রজন্মের সাহিত্য পাঠের প্রবণতা ও প্রকাশনার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে একটা প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র পাওয়া যাবে।

সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে পনেরো বছরের পরিবর্তে দশবছরের (১৯৭৬-১৯৮৫) প্রকাশিত সংখ্যাগুলি এই সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে যেহেতু প্রতিটি সংখ্যা পৃথক পৃথক ভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন সেক্ষেত্রে তা সময় সাপেক্ষ, ফলে পূর্বতন পাঁচ বছরের সংখ্যাগুলি এই সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

### ৭ বিষয় প্রবণতা—তথ্য বিশ্লেষণ :

বই ও সাময়িকপত্র উভয় ক্ষেত্রেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করার পর সমগ্র শিশু সাহিত্যকে বিষয়ানুসারে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে প্রতি যুগ বর্ষ বা প্রতি বছরের হিসাবে বই এর ক্ষেত্রে যেহেতু সময়সীমা ধরা হয়েছে পনেরো বছর অতএব শেষের একটি বছরের (১৯৮৫) ক্ষেত্রে যুগ বর্ষ ধরা সম্ভব হয়নি। সাময়িক পত্রের ক্ষেত্রে প্রতি বছর পৃথক পৃথক ভাবে ধরা হয়েছে। এভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোন্ বিষয়ে কত বই প্রকাশিত হয়েছে বা সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে কোন্ বিষয়ে কত রচনা প্রকাশিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। এই বিশ্লেষণ পরিসংখ্যান তালিকা ও লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। যার ভেতর দিয়ে বিগত পনেরো বছরে শিশুসাহিত্য প্রকাশনার প্রবণতার একটি সুস্পষ্ট ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

### ৮ পাঠরুচি—তথ্যসংগ্রহ ও তথ্যবিশ্লেষণ

শিশু ও কিশোরপাঠকদের পাঠ প্রবণতা বিশ্লেষণ করে দেখার জন্য এক শ'জন ছাত্র ও একশ' জন ছাত্রী নির্বাচন করা হয়েছে। এই ছাত্রছাত্রীদের একটি নির্ধারিত প্রশ্নমালা দেওয়া হয়েছে এবং এদের কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও ছাত্রছাত্রীদের অভিমত সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে ছাত্র-ছাত্রীরা যা মতামত প্রকাশ করেছে তা বিশ্লেষণ করে কিশোর পাঠকদের রুচি ও পাঠ প্রবণতা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠকদের বয়সসীমা ধরা হয়েছে দশ বছর থেকে চোদ্দ বছরের মধ্যে।

### ৯ উপসংহার

এভাবে প্রকাশনার প্রবণতা ও পাঠরুচি প্রবণতা বিশ্লেষণ করে প্রকাশনা ও পাঠ প্রবণতার মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনা করে দেখা হয়েছে।

আমাদের এই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য প্রকাশনার মঙ্গে পাঠপ্রবণতার গতির তুলনা করে দেখা। শিশু পাঠকদের পাঠরুচি প্রবণতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিশু সাহিত্য প্রকাশনা এগিয়ে যেতে পেরেছে কিনা তারই মূল্যায়ন। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে শিশুসাহিত্যের বিষয় বিশ্লেষণ ও শিশু পাঠকদের পাঠরুচি বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। তারপর তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য কতটা সিদ্ধ হয়েছে তা বিচার করে দেখা হয়েছে।

## তৃতীয় অধ্যায়
## সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণ
### প্রকাশিত গ্রন্থের বিষয় বিশ্লেষণ

### ১ বিষয় ভিত্তিক সমীক্ষা

স্বাভাবিকভাবে মনে করা যেতে পারে যে বিষয়ে বই এর চাহিদা যত বেশী সেই বিষয়ে বই এর প্রকাশনাও তত বেশী হবে। অতএব বিভিন্ন বিষয়ে বই এর প্রকাশনার সংখ্যা বিষয়টির চাহিদা বা পাঠকদের পাঠপ্রবণতার মান নির্ণয় করে। সংগৃহীত তথ্যাদি থেকে বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশিত বই এর একটি সমীক্ষা পরিসংখ্যানের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। (লেখচিত্র ১ দ্রষ্টব্য)।

প্রকাশনার শতকরা হার হিসাবে সর্বোচ্চ প্রকাশনার ক্রম পর্যায় অনুসারে বিষয়গুলিকে বিচার করে দেখলে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশনার প্রবণতা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কতগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি।

সেই সঙ্গে বিষয়টির চাহিদা সম্পর্কেও একটা মুস্পষ্ট ধারণা করে নিতে পারি। নীচে সমীক্ষার সংগৃহীত তথ্যাদি থেকে প্রতিটি বিষয়ের প্রকাশনার প্রবণতা বিচার করে দেখা হলো।

### ১.১ সাধারণ জ্ঞান

সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রকাশনার ক্ষেত্রে সত্তরের দশকে তেমন উৎসাহ দেখা যায়নি। কিন্তু আশির দশকের সূচনা থেকেই সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রকাশনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে চলেছে। ১৯৭১—১৯৮০ পর্যন্ত দশ বছরে সাধারণ জ্ঞানের ওপর বই প্রকাশিত হয়েছে শতকরা মাত্র ২ ভাগ। ১৯৮১—১৯৮৫ পর্যন্ত তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪ ভাগ। পূর্বেকার তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশী পরিমাণে সাধারণ জ্ঞানের ওপর বই প্রকাশিত হচ্ছে যদিও তা মোট প্রকাশনার তুলনায় তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে সাধারণ জ্ঞানের ওপর বই পড়ার প্রবণতা যে কিছুটা বেড়েছে প্রকাশনার জগতে তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি।

### ১.২ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞান

সাধারণ জ্ঞানের মত বিজ্ঞানের বই প্রকাশনার ক্ষেত্রেও সত্তরের দশক তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু আশির দশকে বিজ্ঞানের প্রকাশনা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ১৯৭১ সাল থেকেই বিজ্ঞানের বই এর প্রকাশনা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। ১৯৭১-১৯৭৬ পর্যন্ত বিজ্ঞানের বই এর প্রকাশনার হার মাত্র শতকরা ২.৮ ভাগ। ১৯৭৭-১৯৮৩ পর্যন্ত তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৭'৩ ভাগ। ১৯৮৩-১৯৮৫ পর্যন্ত প্রকাশনার হার শতকরা ১১ ভাগ। ১৯৮৫ সালে মোট প্রকাশনার শতকরা ১৪ ভাগ বই বিজ্ঞান বিষয়ে।

বাংলা শিশু সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি (১৯৭১—৮৫) : বই

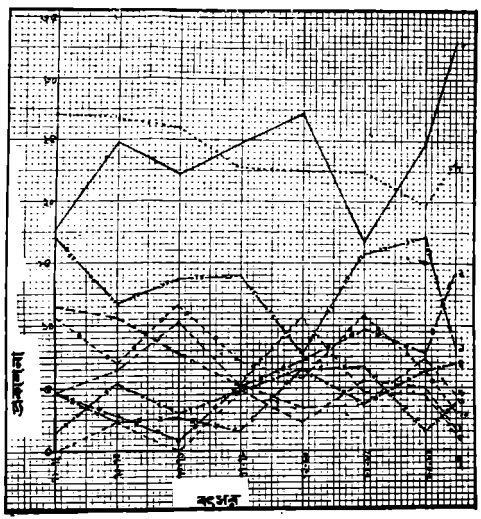


লেখচিত্র—১

অন্যান্য সব বিষয়কে পেছনে ফেলে বিজ্ঞানের বই এর প্রকাশনা গল্প উপন্যাসের পরেই নিজের স্থান করে নিয়েছে। প্রকাশনার সংখ্যা থেকে আমরা সহজেই শিশুদের মধ্যে বিজ্ঞানের ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তার উপলব্ধি করতে পারি।

### ১.৩ খেলাধুলা/শিকারকাহিনী ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদ

খেলাধুলা ও আমোদ প্রমোদের জনপ্রিয়তা সর্বকালীন। তবে প্রকাশনার ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন সঠিকভাবে নির্ণয় করা যাচ্ছে না। গত ১৫ বছর সব সময়েই খেলাধুলার ওপর কিছু না কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু প্রকাশনার প্রবণতা কোন নির্দিষ্ট ধারা মেনে চলছে না। ১৯৭১-১৯৭৬ পর্য্যন্ত প্রকাশনার পরিমাণ শতকরা ২.৮ ভাগ। ১৯৭৭-১৯৮২ পর্য্যন্ত তা বেড়ে হয়েছে শতকরা ৪.৯ ভাগ। ১৯৮৩-১৯৮৫ পর্য্যন্ত আবার তা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২.৭ ভাগ। গত দশ বছরে শিশুসাহিত্য প্রকাশনার জগতে নতুন সংযোজন ম্যাজিক ও ধাঁধার বই। পূর্বে ম্যাজিক ও ধাঁধা মোটামুটি সাময়িক পত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন প্রায় প্রতিবছরই কিছু সংখ্যক ধাঁধা ও ম্যাজিকের বই প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশনার পরিমাণও ক্রমে বাড়ছে।

### ১'৪ শিশু সাহিত্য সংকলন

সাহিত্য সংকলনের প্রকাশনা কোন ধরাবাঁধা নিয়ম মেনে চলছে না। কখনও প্রকাশনা বাড়ছে আবার কখনও কমছে। তবে ১৯৮৩-১৯৮৫ সালের মধ্যে গল্প সংকলনের প্রকাশনা পরিমাণে কিছু বেড়েছে।

### ১'৫ কবিতা/ছড়া ও নাটক

কবিতার বই প্রকাশনার ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট গতি অনুধাবন করা যায় না। তবে প্রতি বছরেই বেশ কিছু কবিতার বই প্রকাশিত হচ্ছে। কখনও পরিমাণে বেশী বা কখনও কম। ১৯৭১-১৯৭৬ পর্যন্ত প্রকাশিত বই এর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৭ ভাগ। ১৯৭৭-১৯৮২ পর্যন্ত প্রকাশিত কবিতার বই এর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৮ ভাগ। আবার ১৯৮৩-১৯৮৫ পর্যন্ত তা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা মাত্র ৩ ভাগ।

নাটকের প্রকাশনা গত ১৫ বছরে বেশ নিরাশা ব্যঞ্জক। প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা সব সময়েই বেশ অল্প।

### ১'৬ পৌরাণিক গল্প/মহাকাব্য

১৯৭১—১৯৭৬ পর্যন্ত পৌরাণিক গল্প ও মহাকাব্যের প্রকাশনা ক্রমশঃ বেড়েছে। ১৯৭১ সালে প্রকাশনার হার ছিল শতকরা ৪.৭ ভাগ। ১৯৭৬ সালে তা বেড়ে হয়েছে শতকরা ১০.২ ভাগ। কিন্তু ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত প্রকাশনার হার ক্রমশঃ কমে গেছে। গড়ে শতকরা মাত্র ৪ ভাগ। ১৯৮৩-৮৪তে প্রকাশনা আবার কিছুটা বেড়েছে (৭. ৩ ভাগ)। কিন্তু ১৯৮৫তে আবার তা কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা মাত্র ৪. ৫ ভাগ। অতএব পৌরাণিক গল্প ও মহাকাব্যের ক্ষেত্রে প্রকাশনার প্রবণতা সম্পর্কে আমরা কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি না। তবে এটুকু বলা যেতে পারে গত পনেরো বছরে পৌরাণিক কাহিনী ও মহাকাব্যের চাহিদা সব সময়েই বর্তমান আছে। যদিও বর্তমানে পৌরাণিক গল্প বা মহাকাব্যের প্রকাশনা দশবছর পূর্বেকার তুলনায় কিছুটা নিম্নমুখী।

### ১'৭ গল্প সংকলন

এই সমীক্ষায় আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৭১-১৯৭৬ পর্যন্ত গল্প সংকলনের প্রকাশনাই সবচেয়ে বেশী। প্রায় প্রতি বছরই সমস্ত প্রকাশনার শতকরা ২৭৬ ভাগ হারে গল্প সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু ১৯৭৭-১৯৮৫ পর্যন্ত গল্প সংকলনের প্রকাশনার হার কমে গেছে (শতকরা ২২.৫) এবং প্রতি বছরেই গল্প সংকলনের প্রকাশনা দ্বিতীয় স্থানে আছে। অতএব আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি বর্তমানে গল্প সংকলনের প্রকাশনার প্রবণতা কিছুটা নিম্নমুখী (লেখচিত্র-১ দ্রষ্টব্য)। ১৯৮৫ সালে প্রকাশনা কিছুটা বাড়লেও (শতকরা ২৩.৩ ভাগ) দশবছর পূর্বেকার তুলনায় তা বেশ কম।

### ১'৮ উপন্যাস

উপন্যাসের ক্ষেত্রে চিত্রটি গল্প সংকলনের বিপরীত। ১৯৭১-১৯৭৬ পর্যন্ত প্রকাশনার জগতে উপন্যাসের স্থান ছিল দ্বিতীয় (শতকরা প্রায় ২২ ভাগ)। কিন্তু ১৯৭৭ থেকে উপন্যাসের প্রকাশনা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৯৭৭-১৯৮৫ পর্যন্ত উপন্যাসের প্রকাশনা প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। ১৯৮১-১৯৮২ সালে উপন্যাসের প্রকাশনা কিছুটা কম হলেও ১৯৮৫ সালে সমগ্র প্রকাশনার শতকরা ৩০ ভাগ উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। গত নয় বছরে উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে গড়ে প্রায় শতকরা ২৭.৫ ভাগ। লেখচিত্র ১ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি গত পনেরো বছরে (১৯৮১-১৯৮২ সাল বাদ দিলে) উপন্যাসের প্রকাশনা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে এবং বেশ দ্রুতগতিতে।

### ১'৯ অনুবাদ

অনুবাদের বই প্রকাশনা গত পনেরো বছরে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। মাঝে মাঝে প্রকাশনা কিছুটা কমেছে পরে আবার তা বেড়ে গেছে (লেখচিত্র—১ দ্রষ্টব্য)। তবে ১৯৮৫ সালে অনুবাদের প্রকাশনার হার বেশ কম। (শতকরা মাত্র ৮. ৩ ভাগ)। ১৯৭১ সালে প্রকাশনার হার ছিল শতকরা ১৭ ভাগ। অর্থাৎ বর্তমানের দ্বিগুণ। প্রকাশনার এই গতি প্রকৃতি থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি অনুবাদের বই এর চাহিদায় বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ফলে প্রকাশনার প্রবণতার ক্ষেত্রেও বিশেষ কোন তারতম্য লক্ষ্য করা যায় না। ১৯৭৯-১৯৮০ এবং ১৯৮৫ সালে প্রকাশনা পরিমাণে বেশ কমে গেলেও অন্যান্য বছরে মোটামুটি একই হারে অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

### ১·১০ ভ্রমণ/অভিযান

ভ্রমণ ও অভিযানের প্রকাশনার কোন উল্লেখযোগ্য প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। গত ১৫ বছরে ভ্রমণ ও অভিযানের ওপর তেমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বই বিশেষ প্রকাশিত হয়নি।

### ১·১১ জীবনী

জীবনী সাহিত্যের প্রকাশনা ক্রমশঃ নিম্নমুখী হয়ে চলেছে। আগে যে হারে জীবনী প্রকাশিত হতো এখন আর তা হয় না। জীবনীর চাহিদা বর্তমানে অনেক কম। ১৯৭১-১৯৭৬ পর্যন্ত জীবনী প্রকাশনার হার শতকরা ৭·৮ ভাগ। কিন্তু ১৯৭৭-১৯৮২ পর্যন্ত প্রকাশনার হার কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা মাত্র ৫.৭ ভাগ। ১৯৮৪-৮৫ সালে আরও কমে গিয়ে হয়েছে মাত্র শতকরা ৩. ৮ ভাগ। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি পনেরো বছর আগে যে পরিমাণ জীবনী প্রকাশিত হতো এখন তার অর্ধেক পরিমাণ জীবনী প্রকাশিত হচ্ছে।

### ১·১২ ইতিহাস

গত পনেরো বছরে ইতিহাসের ওপর তেমন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বই প্রকাশিত হয়নি। ইতিহাসের বই যা প্রকাশিত হয় তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্কুলের পাঠ্যবই এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

### উপন্যাস ও গল্প সংগ্রহের (মৌলিক ও অনুবাদ) বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ

গল্প, উপন্যাস ও অনুবাদ বিষয়ে সংগৃহীত তথ্য পরিসংখ্যানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি গল্প ও উপন্যাসের বিভিন্ন উপবিভাগের মধ্যে বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে

উপন্যাস ও গল্পসংগ্রহ : ( মৌলিক ও অনুবাদ : গতি প্রকৃতি : বই ( ১৯৭১-৮৫ )

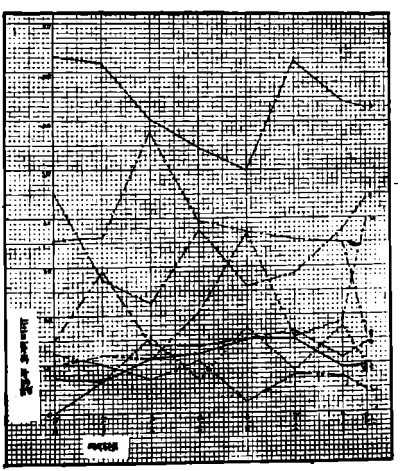


লেখচিত্র—২

প্রকাশনার তারতম্য ঘটেছে। (লেখচিত্র—২ দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশনার হার তুলনামূলকভাবে বিচার করলে আমরা কতগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি।

### ১'১৩ সাধারণ উপন্যাস ও গল্প

বিশেষ কোন বিষয়ভুক্ত করা যায়না এরূপ গল্প ও উপন্যাস (যা আমরা সাধারণ নামে অভিহিত করেছি) প্রকাশনার ক্ষেত্রে একটা সমতা আমরা দেখতে পাচ্ছি। গত পনেরো বছরে সব সময়েই দেখা যাচ্ছে সাধারণ গল্প ও উপন্যাস সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী প্রকাশিত হচ্ছে। এবং প্রতি বছরই সাধারণ গল্প, উপন্যাসের প্রকাশনার সংখ্যা অন্যান্য বিষয়ের গল্প, উপন্যাসের প্রকাশনার তুলনায় অনেক বেশী। প্রতি বছরই গড়ে প্রায় ৩২ শতাংশ সাধারণ গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে। কোন কোন বছরে প্রকাশনার হার কিছুটা কমে গেলেও সাধারণ গল্প উপন্যাসই সর্বোচ্চস্থানে রয়েছে। (লেখচিত্র—২ দ্রষ্টব্য)।

### ১'১৪ অলৌকিক

অলৌকিক বা ভৌতিক গল্পের প্রতি আমাদের একটা সহজাত আকর্ষণ আছে। ফলে সব সময়েই কিছু না কিছু অলৌকিক গল্প, উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে। গত পনেরো বছরে অলৌকিক গল্প, উপন্যাসের প্রকাশনা বিশেষত্ব হলো প্রায় একই হারে দুবছর পর পর প্রকাশনা বেড়েছে অথবা কমেছে। (লেখচিত্র—২ দ্রষ্টব্য)।

### ১'১৫ রহস্য

রহস্য গল্পের আকর্ষণ শিশু বা বয়স্ক কোন পাঠকই এড়িয়ে যেতে পারে না। কিশোর বয়সের কৌতূহলী মন রহস্য গল্প পাঠের মধ্যে এক সহজ আনন্দ লাভ করে। ফলে রহস্য গল্প প্রকাশের চাহিদা সব সময়েই বর্তমান। গত পনেরো বছরে রহস্য গল্পের প্রকাশনা বিচার করে দেখা যাচ্ছে বর্তমানে রহস্যগল্প উপন্যাসের প্রকাশনা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই বৃদ্ধির কোন নির্দিষ্ট গতি নির্ধারণ করা যায় না। কোন কোন বছরে প্রকাশনা বেড়েছে, আবার পরবর্তী পর্যায়ে প্রকাশনার হার কমে গিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে। পরে আবার তা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালে যেখানে মাত্র ৫ শতাংশ রহস্য কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে সেখানে ১৯৮৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২০ শতাংশ পৌঁছে গেছে। (লেখচিত্র—২ দ্রষ্টব্য)।

রূপকথার প্রকাশনার হার মোটামুটি সমান। ১৯৭৫-১৯৭৬ সালে রূপকথার প্রকাশনা কিছু বৃদ্ধি পেয়েছিল।

### ১'১৬ রূপকথা

শৈশব ও কৈশোরের কল্পনার জগতে রূপকথা একটা বড় স্থান অধিকার করে আছে। রূপকথার আবেদন চিরন্তন। তারই প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি গত পনেরো বছরে প্রকাশিত রূপকথার গতি প্রকৃতি পর্যালোচনা করে। প্রকাশনার সর্বোচ্চ ক্রমানুসারে বেশীর ভাগ সময়েই রূপকথার স্থান সাধারণ গল্প উপন্যাসের পরেই। (লেখচিত্র—২ দ্রষ্টব্য)। ১৯৮৫ সালে রূপকথার প্রকাশনা অপেক্ষাকৃত কম। ১৯৭৫-১৯৭৬ পর্যায়টি বাদ দিলে অন্যান্য সব পর্যায়ে রূপকথা প্রকাশনায় হার মোটামুটি সমান। ১৯৭৫-৭৬ সালে রূপকথা প্রকাশনা কিছু বৃদ্ধি হয়েছিল।

### ১'১৭ বিজ্ঞান ভিত্তিক

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞানের ওপরে বই এর প্রকাশনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প বা উপন্যাস রচনায় সেরকম কোন প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। গত পনেরো বছরে কখনই খুব বেশী সংখ্যায় বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। হয়তো মাঝে মাঝে প্রকাশনা কিছুটা বেড়েছে কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আবার তা কমে গেছে। ইদানীং কল্পবিজ্ঞানের কথা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। এ সম্পর্কে নানা আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু প্রকাশনার জগতে তার কোন বিশেষ প্রতিফলন এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

### ১'১৮ হাস্যরস

হাসির গল্প সহজেই শিশুদের আকর্ষণ করে। হাসির গল্পের প্রকাশনায় বিশেষ কোন তারতম্য গত ১৫ বছরে লক্ষ্য করা যায়নি। প্রতি বছরই মোটামুটি একই হারে হাস্যরসাত্মক গল্প বা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। হাসির গল্পের চাহিদা মোটামুটি ভাবে এখনও একই পর্যায়ে আছে।

### ১.১৯ রোমাঞ্চকর অভিযান

রূপকথার মতই দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর অভিযানের প্রতি কৈশোরের আকর্ষণ কম নয়। কোন একটি বিশেষ বয়সে সব কিশোরই মনে মনে দুর্গম পথের যাত্রী হয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। কিশোর মনের সেই স্বপ্নের বাস্তব প্রতিচ্ছবি সে দেখতে পায় রোমাঞ্চকর অভিযানের ওপর লেখা গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়', খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'তোপসে সর্দার', কিংবা সত্যজিৎ রায়ের 'ফটিক চাঁদ' এদের কোন দেশ কালের গণ্ডীতে বাঁধা যায় না। রোমাঞ্চকর অভিযানের আবেদন শাশ্বত। তাই আমরা দেখতে পাই ১৯৭১-৭২ সালে রোমাঞ্চকর অভিযানের ওপর বই প্রকাশের যে প্রবণতা ছিল ১৯৮৫ সালেও সেই প্রবণতা অব্যাহত গতিতে চলেছে। মাঝে মাঝে প্রকাশনার হার কিছুটা কমে গেলেও মোটের ওপর প্রকাশনার পরিমাণ কোন সময়েই বিশেষ কম নয়। প্রায় প্রতি বছরই রোমাঞ্চকর অভিযান প্রকাশনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। রূপকথা ও রোমাঞ্চকর অভিযানের প্রকাশনা প্রায় সমান্তরাল ভাবে চলেছে।

### ১.২০ ঐতিহাসিক

ঐতিহাসিক গল্প বা উপন্যাসের জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ কমছে। পনেরো বছরে ধীরে ধীরে ঐতিহাসিক রচনার হার ক্রমশঃ কমে এসেছে।

## চতুর্থ অধ্যায়

## সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণ

### চারটি সাময়িকপত্রে প্রকাশিত শিশু সাহিত্যের বিষয় বিশ্লেষণ

সাময়িকপত্রে প্রকাশিত শিশু সাহিত্য :

ছোটদের উপযোগী সব কটি সাময়িকপত্র এই সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। চারটি নির্বাচিত সাময়িকপত্রে গত দশ বছরে ( ১৯৭৬-১৯৮৫ ) কত লেখা প্রকাশিত হয়েছে সব লেখা বিষয়ানুসারে ভাগ করে প্রথমে পত্রিকা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। পরে সব কটি পত্রিকার লেখা একসঙ্গে নিয়ে বিষয় বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে।

প্রকাশনার সর্বোচ্চ হার অনুসারে বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন বিষয়ে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সাময়িকপত্র প্রকাশিত রচনার গতি ও প্রকৃতির বিশেষ কোন তারতম্য হয়নি। মোটামুটি একইভাবে বিভিন্ন বিষয়ে লেখা প্রকাশ করা হয়েছে। গত দশ বছরে সব কটি পত্রিকাতেই সংখ্যার ক্রমানুসারে পর পর স্থান পেয়েছে (১) গল্প (২) কবিতা (৩) খেলাধুলা (৪) সাধারণ জ্ঞান (৫) বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞান।

সবকটি সাময়িকপত্রই এই বর্তমানে আয়তনে বেড়েছে। অর্থাৎ আরও বেশী সংখ্যক রচনা প্রকাশিত হচ্ছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে আয়তন বৃদ্ধির প্রধান কারণ খেলাধুলা, সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ে আরও বেশী পরিমাণে লেখা বর্তমানে সাময়িক পত্রিকাগুলিতে ছাপা হচ্ছে। এই তিনটি বিষয়ে রচনা প্রকাশের প্রবণতা ক্রমশঃ বাড়ছে। (লেখচিত্র—৩ দ্রষ্টব্য )

সমীক্ষার সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সাময়িকপত্রে বিভিন্ন বিষয়ে রচনা প্রকাশের প্রবণতা এখন আমরা বিচার করে দেখবো।

### ১.১ সাধারণ জ্ঞান

বিভিন্ন সাময়িক পত্রে সাধারণ জ্ঞানের ওপর রচনার প্রকাশ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। গত দশ বছরে প্রকাশনার সংখ্যা বিচার করলে সাধারণ জ্ঞানের ওপর রচনা প্রকাশের একটা ক্রমবর্দ্ধমান প্রবণতা প্রতিটি সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। বই এর প্রকাশনার ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি বর্তমানে সাধারণ জ্ঞানের ওপর বই প্রকাশের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। অতএব এই সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে আমরা স্বচ্ছন্দে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বর্তমানে সাধারণ জ্ঞানের চাহিদা পাঠকদের মধ্যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

### ১.২ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞান

সাময়িক পত্রগুলিতে ১৯৭৬ সালে যে পরিমাণ বিজ্ঞান বিষয়ে লেখা ছাপা হয়েছিল ১৯৮৫ সালে তা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ( লেখচিত্র—৩ দ্রষ্টব্য )। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। এ যুগেঃ শিশুরাও অনেক বেশী বিজ্ঞান

বাংলা শিশু সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি : সমসাময়িক পত্র ( ১৯৭১-৮৫ )

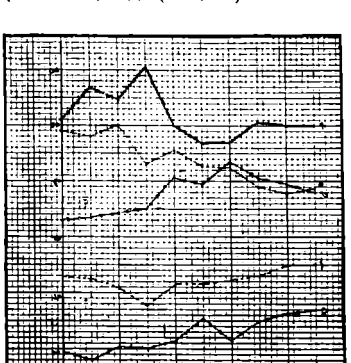

১ সাধারণ জ্ঞান
২ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞান
৩ আমোদ প্রমোদ/খেলাধূলা
৪ কমিক্স্
৫ কবিতা/ছড়া/নাটক
৬ পৌরাণিক কাহিনী
৭ গল্প
৮ উপন্যাস
৯ অনুবাদ
১০ ভ্রমণ/অভিযান/জীবনী/ইতিহাস

লেখচিত্র—৩

সচেতন। তাই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাময়িক পত্রগুলিও বিভিন্ন ধরণের বিজ্ঞান বিষয়ে প্রচুর লেখা নিয়মিত প্রকাশ করছে। বই প্রকাশনার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের বই প্রকাশের চাহিদা বেড়েছে। সাময়িকপত্র ও বই উভয় ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান বিষয়ের রচনা প্রকাশের প্রবণতা অতি দ্রুত বেড়ে চলেছে।

### ১.৩ খেলাধুলা ও আমোদ প্রমোদ/ধাঁধা/ম্যাজিক

খেলাধূলার ওপর সব সময়েই সাময়িক পত্রগুলিতে কিছু রচনা প্রকাশিত হতো। বর্তমানে প্রকাশিত রচনা সংখ্যার ক্রমশঃ বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে গত দুই বছরের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে গল্প ও কবিতার পরেই খেলাধূলার ওপরেই সর্বাধিক রচনা সাময়িক পত্রগুলিতে প্রকাশিত হচ্ছে। এবং এই প্রবণতা ক্রমবর্দ্ধমান। ধাঁধা ও ম্যাজিকের ওপরে রচনার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। পাঠকদের যথেষ্ট চাহিদা আছে বলেই এ ধরণের রচনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এ সিদ্ধান্ত আমরা সচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারি।

### ১৪ কমিক্স্

বর্তমানে শিশু ও কিশোর পাঠক মহলে কমিক্স্ খুবই জনপ্রিয়। স্বভাবতই সাময়িকপত্র গুলিতেও তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেক প্রকাশকই চাইছেন যতদূর সম্ভব রঙীন বা সাদা কালো কমিক্স্ ছাপিয়ে পত্রিকার জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে তুলতে। ১০ বছর পূর্বেকার তুলনায় এখন প্রায় সব পত্রিকাতেই কমিক্স্এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ( লেখচিত্র—৩ দ্রষ্টব্য )।

### ১.৫ কবিতা/নাটক

সাময়িক পত্রগুলিতে কবিতা একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। সাময়িক পত্রের প্রতি সংখ্যাতেই বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়। তবে গত দশ বছরে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা ক্রমশঃ নিম্নমুখী। কবিতা প্রকাশের প্রবণতা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। (লেখচিত্র ৩ দ্রষ্টব্য)। এ থেকে মনে হয় পাঠকদের মধ্যে কবিতা বা ছড়ার জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। ফলে সাময়িক পত্রের প্রকাশনায় তার প্রতিফলন ঘটছে। সাময়িক পত্রগুলিকে নাটকের প্রকাশনা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক।

### ১.৬ পৌরাণিক কাহিনী/মহাকাব্য

গত দশ বছরে সাময়িক পত্রগুলিতে মহাকাব্য ও পৌরাণিক কাহিনীর ওপরে রচনা অত্যন্ত কম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এ যুগের পাঠকরা হয়তো আর তেমনভাবে মহাকাব্য ও পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয় না। সম্ভাব্য আর একটি কারণ হতে পারে যে এ যুগের সাহিত্যিকেরা মহাকাব্য ও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে শিশুপাঠ্য সাহিত্য রচনায় আর তেমন মনোযোগী নন। ফলে আগেকার যুগের মত শিশুপাঠ্য পৌরাণিক কাহিনী, রামায়ণ, মহাভারত বা ইলিয়াড, ওডিসির গল্প আর সাময়িক পত্রগুলিতে প্রকাশিত হচ্ছে না।

### ১.৭ গল্প

যে কোন ছোটদের সাময়িক পত্রে গল্পই সংখ্যায় বেশী প্রকাশিত হয়। সমীক্ষার বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাচ্ছি, গল্পের প্রকাশনায় মোটামুটি একই হার (শতকরা ৫০) অব্যাহত আছে। মাঝে মাঝে কোন বছরে গল্পের প্রকাশনা কিছুটা বাড়লেও গত দশ বছরে সাময়িক পত্রে গল্প প্রকাশের শতকরা হারে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। (লেখচিত্র ৩ দ্রষ্টব্য) তবে ১৯৭৬-১৯৭৯ পর্যন্ত প্রকাশনা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, আশির দশকে এসে তা ক্রমশঃ নিম্নমুখী হয়ে চলেছে।

### ১.৮ উপন্যাস

সাময়িক পত্রে উপন্যাস সাধারণতঃ ছাপা হয় ধারাবাহিকভাবে। ফলে কোন সাময়িক পত্রেই বেশী পরিমাণ উপন্যাস প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে দশ বছরে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সাময়িক পত্রগুলিতে বর্তমানে বেশী সংখ্যক উপন্যাস প্রকাশের একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

### ১.৯ অনুবাদ

যদিও প্রতি বছরই শিশু সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অনুবাদের বই প্রকাশিত হচ্ছে, সাময়িক পত্রে কিন্তু তেমন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অনুবাদ গল্প বা উপন্যাস প্রকাশিত হয় না। গত দশ বছরে সাময়িক পত্রে অনুবাদ প্রকাশের প্রবণতায় বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেনি।

### ১.১০ ভ্রমণ/অভিযান/জীবনী/ইতিহাস

সাময়িক পত্রে ভ্রমণ, অভিযান, জীবনী ও ইতিহাস বিষয়ে রচনা প্রকাশে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। সেই পুরানো ট্র্যাডিশন এখনও চলেছে—প্রতি সংখ্যায় একটি ভ্রমণ কাহিনী বা অভিযান কিংবা কোন ঐতিহাসিক ঘটনা প্রকাশিত হবে। মোটামুটি প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই ধারাবাহিকভাবে বা সম্পূর্ণ জীবনী প্রকাশিত হবে। তবে ইদানীংকালে ঐতিহাসিক ঘটনা বা জীবনী প্রকাশের প্রবণতা ক্রমশঃ কমে আসছে। তবে ভ্রমণ কাহিনী বা অভিযান কাহিনীর প্রকাশের প্রবণতা আজও সাময়িক পত্রগুলিতে বর্তমান।

### ১.১১ গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনার সামঞ্জস্য

এই সমীক্ষায় আমরা গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশিত রচনার পরিমাণ বিশ্লেষণ করে দেখেছি। এখন আমরা তুলনা করে দেখবো উভয়ক্ষেত্রের প্রকাশনায় কোন সামঞ্জস্য আছে কিনা।

সাধারণ জ্ঞানের বিষয়ে প্রকাশনায় আমরা উভয় ক্ষেত্রেই একটা ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি। বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রকাশনাও বর্তমানে

উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। খেলাধূলা ও আমোদ প্রমোদের ওপর বই প্রকাশের প্রবণতা বৃদ্ধি পেলেও খুব উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খেলাধূলার ওপর বই নিয়মিত প্রকাশিত হয় না। সেদিক থেকে সাময়িক পত্র অনেক এগিয়ে এসেছে। সাময়িক পত্রগুলিতে নিয়মিতভাবে প্রচুর সংখ্যক খেলাধূলা, ম্যাজিক, বাঁধা ইত্যাদি বিষয়ে রচনা প্রকাশিত হয়। কবিতা প্রকাশের প্রবণতা বই ও সাময়িক পত্রে এখন ক্রমশঃ নিম্নমুখী।

সমস্ত বাংলা সাহিত্যের জগতেই নাটকের বিভাগ অত্যন্ত দুর্বল। ভাল বাংলা নাটক এত কম লেখা হয় যা সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবেই আনা যায় না। শিশু সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম নয়। শিশুপাঠ্যে নাটকের বই খুব কমই প্রকাশিত হয়। প্রায় কোন সাময়িক পত্রেই শিশুপাঠ্য নাটক নিয়মিত প্রকাশিত হয় না। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে বেশীর ভাগ বছরেই একটাও শিশুদের জন্য নাটক সাময়িক পত্রগুলিতে প্রকাশিত হয় নি। কেন ভাল নাটক কিংবা কোন নাটকই লেখা হয় না তার কারণ বিশ্লেষণ করতে হলে আরও গবেষণার প্রয়োজন। পৌরাণিক গল্প বা মহাকাব্য বিষয়ে বই প্রকাশের প্রবণতা কোন নির্দিষ্ট গতি মেনে চলছে না। যদিও বর্তমানে প্রকাশনা কিছুটা নিম্নমুখী। কিন্তু সাময়িক পত্রের ক্ষেত্রে স্পষ্টই পৌরাণিক কাহিনী মহাকাব্য বিষয়ে রচনা প্রকাশের প্রবণতা ক্রমশঃ কমে আসছে। গল্প প্রকাশনার ক্ষেত্রে বই ও সাময়িক পত্রে যথেষ্ট সামঞ্জস্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। উভয় ক্ষেত্রেই আশির দশকে এসে গল্পের প্রকাশনার প্রবণতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে উপন্যাস প্রকাশের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুবাদের বই প্রকাশের প্রবণতায় কোন তারতম্য আমরা নির্ধারণ করতে পারছি না। সব সময়েই বেশ কিছু অনুবাদের বই প্রকাশিত হচ্ছে। সাময়িক পত্রেও অনুবাদ রচনা প্রকাশের প্রবণতায় বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। মোটামুটিভাবে একই হারে অনুবাদ রচনা প্রকাশিত হচ্ছে। ভ্রমণ, আত্মজীবনী ও ইতিহাস বিষয়ের প্রকাশনায় বই ও সাময়িক পত্র উভয়ক্ষেত্রেই বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। অপরপক্ষে এই বিষয়গুলির প্রকাশনার প্রবণতা ক্রমশঃ কমছে।

সমীক্ষার ফলাফল থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি প্রকাশনার জগতে মোটামুটি শিশু সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে বই ও সাময়িক পত্র প্রকাশে যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে।

(ক্রমশঃ)

Specialists in Library Equipments
20, Manindra Mitra Row, (Sealdah)
Calcutta-700009 Phone : 35-7133
35-5708

ক্যাটালগ, ক্যাবিনেট ও গ্রন্থাগারের অন্যান্য দ্রব্যাদি আমরাই সঠিকভাবে সরবরাহ করতে পারি।

# সূচী ঃ কিছু কথা

অসিতাভ দাশ

মানুষ যুগে যুগে তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা যুক্তি লিপিবদ্ধ করে রাখছে মানুষের মানসিক ক্ষুধা মেটাবার জন্য। লেখার প্রথম আধার ছিল পোড়ামাটির ফলকে, যা মানুষের বিশেষ প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছিল। যুগে যুগে লেখন সামগ্রী, লেখন পদ্ধতি, বর্ণলিপি, ভাষা, বিচিত্র পথে অগ্রগতি লাভ করে আধুনিক যুগে সেই জ্ঞান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মুদ্রণের সাহায্যে। সৃষ্টি হয়েছে বই, পত্র-পত্রিকা, পুঁথি, মানচিত্র প্রভৃতি উপকরণের। এই উপকরণ বা উপাদানগুলির যথাযোগ্য সংরক্ষণ বা ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হয়েছে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের। গ্রন্থাগারিকের মুখ্য কর্তব্য পাঠকের হাতে ঠিক সময়ে ঠিক বইটি তুলে দেওয়া। কেননা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রথম নীতি হল "বই ব্যবহারের জন্য।" বই ঠিক সময়ে পাঠকের হাতে তুলে না দেওয়ার অর্থ পাঠকের সময়, উৎসাহ ও অর্থের অপচয়। সুতরাং গ্রন্থাগারের সম্পদ কি আছে আর কি নেই, তা পাঠককে সঠিকভাবে জানাবার জন্যে ক্যাটালগ বা সূচী সৃষ্টি হয়েছে। এই সূচী সুসংবদ্ধ উপায়ে গ্রন্থাগারের সম্পদ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে পাঠককে তথ্য পরিবেশন করে থাকে। যে গ্রন্থাগারে বই এবং অন্যান্য নথির সূচীকরণ করা নেই, সেই গ্রন্থাগারে পাঠক পথহারা পথিকের মত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। সুতরাং পাঠকের কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারের সম্পদ সম্বন্ধে যে কোন ধরণের কৌতূহল মেটাতে সূচীকরণের ভূমিকা অনস্বীকার্য!

## ১। সূচীর সংজ্ঞা

"ক্যাটালগ" শব্দটি গ্রীক শব্দ "ক্যাটালোগোস" (Katalogos) থেকে উৎপত্তি হয়েছে। Kata শব্দের অর্থ হচ্ছে অনুসারে বা অনুযায়ী। logos শব্দের অর্থ হচ্ছে রীতি, পদ্ধতি বা বিধান। সুতরাং ক্যাটালগ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশেষ রীতি, পদ্ধতি বা বিধান অনুসারে প্রস্তুত কোনও কাজ বা রেকর্ড। ক্যাটালগ বা সূচী বলতে সাধারণতঃ বোঝান হয় একটি তালিকা যাতে সংরক্ষিত সমস্ত নথির বিস্তারিত বিবরণ সুসংবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

সূচী বা তালিকা বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে—গ্রন্থাগারের, পুস্তক বিক্রেতার, প্রকাশকের, গহনা বিক্রেতার প্রভৃতি। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় গ্রন্থাগারের সূচী বা ক্যাটালগ। সাধারণভাবে গ্রন্থাগারের সূচীর অর্থ কোনও বিশেষ একটি গ্রন্থাগারের বিধিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত গ্রন্থ ও অন্যান্য উপাদানের পাঠকের ব্যবহারযোগ্য একটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রস্তুত তথ্য নির্দেশিকা।

সি এ কাটার বলেছেন যে, ক্যাটালগ নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী বিন্যস্ত গ্রন্থ তালিকা, কিন্তু এটি গ্রন্থপঞ্জী নয়, কারণ ক্যাটালগ একটি মাত্র গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংগ্রহের তালিকা।

এস আর রঙ্গনাথন বলেছেন যে, ক্যাটালগ গ্রন্থাগার সম্পদের সামগ্রিক পরিচয় সমন্বিত বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রস্তুত তথ্য নির্দেশিকা।

## ২। সূচীর প্রয়োজনীয়তা

গ্রন্থাগারের অন্যতম প্রয়োজনীয় বস্তু হল সূচী। গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা বা নথি কম বা বেশী যাই হোক না কেন, সূচী ছাড়া কোন গ্রন্থাগারকে সম্পূর্ণ বলা যায় না। একজন পাঠক যখন কোন বই পাবার বা সে সম্পর্কে জানবার জন্য উন্মুখ হয়ে আসে, তখন তার চাহিদা প্রাথমিকভাবে পূরণ করে থাকে গ্রন্থাগারের সূচী। কেননা পাঠকের চাহিদা বিভিন্নভাবে মেটাবার ব্যবস্থা থাকে গ্রন্থাগারের এই সূচীতে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ধরণের বর্গীকরণ (classification) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। সেই অনুযায়ী গ্রন্থাগারের বই বা নথি সাজান থাকে। কিন্তু প্রথমে সূচী দেখে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে, সেই বইটা গ্রন্থাগারে আছে কিনা? কেননা কেউ লেখকের নাম অনুযায়ী কেউ বইয়ের আখ্যা অনুযায়ী, কেউ অনুবাদক বা সঙ্কলক বা সম্পাদকের নাম অনুযায়ী, কেউ বিষয় অনুযায়ী,

কেউ বা সিরিজ অনুযায়ী বইয়ের সন্ধান করে থাকে। যদি তার পছন্দানুযায়ী বইটির সন্ধান পাওয়া যায় তখন সে গ্রন্থাগারের সূচী থেকে বইটির বর্গীকরণ সংখ্যা (class number) ও বইটির জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যা book number) সংগ্রহ করতে পারে। এর পরে বইটি পেতে কোন সমস্যা বা অসুবিধা হয় না। যদি কোন অসুবিধা দেখা দেয় তখন গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্মীর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। অথবা দেখা যাচ্ছে সেই নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারে যে ধরণেরই বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হোক না কেন, সূচীর সাহায্যে পাঠকের বই খুঁজে পেতে কোন সমস্যা বা অসুবিধা হবে না। ডঃ এস আর রঙ্গনাথন বলেছেন, একটা সূচী এমনভাবে তৈরী হওয়া উচিৎ যাতে—

১ প্রত্যেক পাঠক তার নথির সন্ধান পায়;

২ প্রত্যেকটি নথি যেন অবশ্যই তার পাঠক পায়;

৩ পাঠকের সময় বাঁচানো যায়, এবং এই উদ্দেশ্যে

৪ প্রতিটি কর্মীর সময় বাঁচানো সম্ভব হয়।

একটি গ্রন্থাগারের সুসংবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত সূচী গ্রন্থাগারের মান ও মর্যাদা অনেকাংশে বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে, যদি কোন গ্রন্থাগারের সূচী অসম্পূর্ণ ও অসংগঠিত হয়, সেখানে শুধু যে পাঠকই গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়, তা নয়, গ্রন্থাগারের অনুভূত গ্রন্থাগারিক (Reference Librarian), পুস্তক নির্বাচনকারী ও অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীরা ভুল পথে চালিত হয়ে গ্রন্থাগারের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

### ৩। সূচীকরণের উদ্দেশ্য

পাঠকের প্রয়োজনেই সূচীকরণের সৃষ্টি হয়েছে। সূচীকরণ যদি পাঠকের কাজে না লাগে, তবে সূচীকরণ করার কোন যৌক্তিকতা নেই। অল্প সময়ের মধ্যে পাঠক তার প্রয়োজনের চাহিদা মেটাতে পারে বিভিন্নভাবে। কেননা সূচীকরণ এমনভাবে করা হয়ে থাকে যে পাঠকরা তার বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগিতা পেয়ে থাকে। সূচী তৈরী করা হয় গ্রন্থকারের নাম অনুযায়ী, গ্রন্থের নাম অনুযায়ী, বিষয় অনুযায়ী, সহ-গ্রন্থকারের নাম অনুযায়ী, সম্পাদকের নাম অনুযায়ী অথবা অন্য কোনভাবে। ফলে দেখা যায় পাঠক যেভাবেই তার চাহিদা নিয়ে আসুক না কেন, সমস্ত রকম ভাবেই তার চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা আছে। ১৮৭৬ সালে চার্লস অ্যামি কাটার গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।

একজন পাঠক নিম্নলিখিত তথ্যগুলো সূচী ব্যবহার করতে গিয়ে সাধারণতঃ এই ধরণের তথ্য পেয়ে থাকেন :—

১ কোন বিশেষ লেখকের কোন বিশেষ বই আছে কি? যথা—লীলা মজুমদারের লেখা "সুকুমার রায়" বইটা আছে কিনা?

২ কোন বিশেষ লেখকের কোন্ কোন্ বই আছে?

উদাহরণ স্বরূপ :—বনফুলের লেখা কি কি বই সেই গ্রন্থাগারে আছে?

৩ একটি বিশেষ বিষয় সম্পর্কে লেখা বিশেষ বইটি আছে কি? উদাহরণ স্বরূপ :—পাখীদের উপর লেখা। "ভারতের পাখী" বইটা আছে কিনা?

৪ একটি বিশেষ বিষয়ে কতগুলি বই আছে?

উদাহরণ স্বরূপ :—গোলাপ ফুলের উপর লেখা কতকগুলি বই আছে?

৫ একটি বিশেষ সিরিজের বই আছে কি? এবং থাকলে কতকগুলি আছে?

উদাহরণস্বরূপ :—শেক্সপীয়র, সিরিজের বই আছে কিনা?

৬ কোন বইয়ের বিশেষ সংস্করণ আছে কিনা?

উদাহরণস্বরূপ :—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা "গীতাঞ্জলী"-র প্রথম সংস্করণ পাওয়া যাবে কিনা?

৭ একজন অনুবাদকের কি কি অনূদিত বই সেই গ্রন্থাগারে আছে বা একজন খ্যাতনামা সম্পাদকের সম্পাদিত কি কি বই পাওয়া যাবে?

উদাহরণস্বরূপ :—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বা সুধীন্দ্রনাথ রাহা অনূদিত কি কি বই আছে?

৮ একটি সাধারণ বিষয়ে কি কি বই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত আছে? উদাহরণস্বরূপ—শুধু "ফুল" বিষয়ে।

৯ বিশেষ ধরণের সাহিত্যের কি কি বই পাওয়া যাবে?

যেমন—জীবনীমূলক সাহিত্য বা ধর্মীয় সাহিত্যের উপর কি কি বই আছে ?

১০ কোন নির্দিষ্ট সাহিত্য শ্রেণীর কি কি বই আছে ?

উদাহরণস্বরূপ —ফরাসী সাহিত্যের সংগ্রহ।

১১ কোন ভাষার উপর কত বই আছে ?

উদাহরণস্বরূপ :—"উর্দু ভাষার" উপর কত বই গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে ?

১২ সাহিত্যের বিশেষ রূপগত শ্রেণীর কত বই আছে ?

যথা—সেই গ্রন্থাগারে "কবিতার" বই এর সংগ্রহের পরিমাণ ?

উপরোক্ত তথ্যগুলো পাঠকরা যখন পেয়ে যাবে তখন যেন লক্ষ্য রাখা হয় গ্রন্থাগারের সূচীকরণে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো অবশ্যই থাকে :—

১ বর্ণনাত্মক তথ্য যথা লেখক, আখ্যা, সংস্করণ, প্রকাশের স্থান, প্রকাশকের নাম এবং সংস্করণের তারিখ ;

২ পরীমূলক তথ্য যথা বইটি কত খণ্ডের বা পৃষ্ঠা সংখ্যা ( পুস্তক যদি এক খণ্ডের হয় ), চিত্রাদি, বই-এর উচ্চতা, সিরিজ সংখ্যা বা নাম ইত্যাদি ;

৩ বইটা মঞ্চে ( Shelf ) কোথায় কি ভাবে সাজান আছে—যা তার সংখ্যা ( Call Number ) দ্বারা সুষ্ঠুভাবে পাওয়া যাবে।

এই সমস্ত উদ্দেশ্য যথাযথভাবে পূরণ করা হলে সূচীর উদ্দেশ্য সঠিকভাবে পালন করা হবে।

## সূচীকারকের ভূমিকা ও সূচীর কার্যধারা

একটি গ্রন্থাগারে সুষ্ঠুভাবে সূচীকরণ কার্যে সূচীকারকের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বৃহৎ গ্রন্থাগারে সূচীকরণ বিভাগ থাকে, যাদের কাজই সমস্ত নথির সূচী করা। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট গ্রন্থাগারে একজন বা দুইজনের উপর সমস্ত বই, পত্র-পত্রিকা বা নথিগুলির সূচীকরণের ভার ন্যস্ত থাকে। ছোট বা বড় গ্রন্থাগার যেরকমই হোক না কেন, প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই একটি সূচী সংহিতার নিয়মানুসারে সূচীকরণ করা হয়। বিভিন্ন ধরণের সূচী সংহিতা আছে, তার মধ্যে গ্রন্থাগারের কার্য অনুসারে বা পাঠকশ্রেণীর বিভাগ অনুযায়ী গ্রন্থাগারে কোন্ ধরণের সূচী সংহিতা অনুসরণ করা হবে তা নির্ভর করে। তবে যে ধরণেরই সূচী সংহিতা অনুসরণ করা হোক না কেন একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে, তা যেন পাঠককে বিভ্রান্ত না করে এবং ভবিষ্যতে যে সমস্ত সূচীকারক সেই গ্রন্থাগারে কাজ নিয়ে আসবে তারা যেন অসুবিধা বোধ না করে। সুতরাং সুষ্ঠ সূচীকরণ ব্যবস্থায় সূচীকারকের মূল কার্যধারা সাধারণতঃ নিম্নরূপ হওয়া উচিৎ :—

১ গ্রন্থাগারের প্রতিটি গ্রন্থের লেখকের, অনুবাদকের, সম্পাদকের সংকলকের নামসূচী তৈরী করা ;

২ গ্রন্থাগারের প্রতিটি গ্রন্থের আখ্যা সূচী তৈরী করা ;

৩ গ্রন্থাগারের প্রতিটি গ্রন্থের বিষয় সূচী তৈরী করা ;

৪ গ্রন্থাগারের প্রতিটি গ্রন্থের প্রয়োজনানুযায়ী বিষয় নাম, গ্রন্থকারের নাম, গ্রন্থের নাম সংক্রান্ত নির্দেশক সূলেখাদি ( Reference Entry ) তৈরী করা।

৫ গ্রন্থাগারের পত্র-পত্রিকা, পুস্তক ইত্যাদির প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন অংশের সূচী তৈরী করা ;

৬ প্রতি গ্রন্থের মুদ্রণাঙ্কের ( Collation ) পূর্ণ বিবরণ দান করা ;

৭ প্রতি গ্রন্থের পঞ্জী করণের ( Bibliographical description ) উপযোগী পূর্ণ বিবরণ দান করা ;

৮ নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারে একটি গ্রন্থের কতকগুলি কপি আছে ;

৯ গ্রন্থখানি কোথায় পাওয়া যাবে তার উপযুক্ত নির্দেশ দান করা ;

১০ বর্গীকরণ অথবা বর্ণানুক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে রাখার ফলে একই বিষয়ের, একই লেখকের, একই নামের সকল গ্রন্থাদির সহজ পরিবেশন ব্যবস্থা করা।

উপরোক্ত কার্যগুলি যদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়, তবে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন ধরণের সাজিল সূচীর মাধ্যমে ঠিক ভাবে দেওয়া সম্ভব হবে।

## CHAPTER—I

# SETTING UP OF THE COMMITTEE

1.1 The University Grants Commission appointed a Committee on December 24, 1983 under the Chairmanship of Professor R. C. Mehrotra, Emeritus Professor, Rajasthan University to consider the revision of pay scales, career/professional development and service condition of teachers in the universities and colleges. The composition of the Committee and terms of reference are given at **Appendix—I.**

In October. 1985, the Commission, in consultation with the Government of India, requested the Committee to consider the revision of Pay Scales of Librarians and Directors of Physical Education in addition to the pay scales of University and College teachers.

1.2 The Committee decided to submit the first part of its report on the original terms of reference and to take up subsequently the second part of the report on pay scales of Librarians and Directors of Physical Education in the University and Colleges.

1.3 The Committee met on 11th June, 1986, 2-3rd July, 1986, 18th July, 1986. 31st July, 1986 and 9th August, 1986. The Committee also consulted some representatives of the Association of University and College Librarians, Associations of Directors of Physical Education and also some experts in the field of library management, Physical Education and Sports.

1.4 The main points which emerged from the discussions with the representives of associations of university and colleges librarians, Associations of Directors of Physical Education and representations received from some prominent persons in the field, are as follows :

i) While revising teh scales of pay of Librarians and Directors of Physical Education w.e. f, 1st April, 1980 the Government of India had agreed that the Librarians and DPEs in the universities and colleges should be treated on par with their counterparts in the teaching departments and given the pay scale due to them. This parity should be maintained.

ii) The minimum qualifications for Librarians should be equivalent to those of teachers in universities and colleges. As at present the minimum qualifications prescribed for Assistant Librarian/College Librarian is Master's degree in any one of the disciplines, and Master's degree in library science, which is not the case with teachers.

iii) Relaxation in qualification for the existing library staff should be on lines similar to that for teachers.

iv) Promotional avenues, facilities for training and improvement of qualifications, fellowships, study leave and sabbatical leave should be made availabe to Librarians and DPEs as are available to teachers.

v) Posts of Documentation officer in the Universities are created in the centres of area study programmes, and for such posts, knowledge of language in the particular field is essential. Keeping this in view, the qualifications for Documentation Officer should be revised and provision should be made for further promotional avenues.

vi) It was reported that a critical situation has been created in some of the universities due to the implementation of the Merit Promotion scheme. More than one librarians are working in the same university library. In such a situation there is a need for creating posts of Associate Librarian.

vii) The standard Master's degree in the library science is not upto the expectations and hence, a national qualifying test may be introduced for selection of Assistant Librarian/ College Librarian.

viii) There should be close collaboration between the department of library science and library staff. University Department of library science should organise refresher courses for library staff.

ix) There is a need for modernising modern management techniques for which the present university staff requires to be trained and for the newly recruited staff, orientation programmes should be organised. Computer facilities should be made availabe in the libraries.

## CHAPTER—II

# BRIEF HISTORY

The scales of pay of the librarians and professional staff upto the level of professional assistants were revised in the third Five Year Plan. The Ministry of Education and Social Welfare, on the recommendations of the University Grants Commission, further revised the scales of pay for professionally qualified library staff with effect from April 1, 1966.

The Sen Committee on the Governance of Universities and Colleges its report on "Teachers" made the following recommendations :

"The Committee is not making any recommendations regarding the revision of scales of pay of Librarians and other staff in the libraries and Physical Instructors in universities & colleges and suggests that this may be considered along with the revision of scales of pay of non-teaching staff. However when teachers are appointed in the universities/colleges for teaching in the departments of Library Science and Physical Education, they should be treated on per with other teachers provided they fulfil the qualifications."

2.2 In 1974, the University Grants Commission appointed two committees under the Chairmanship of Dr. S. N. Sen, Vice Chancellor, Calcutta University to consider (a) the scales of pay and qualifications etc. for the library staff in universities and colleges, and (b) the revision of scales of pay of Directors/Instructors of Physical Education in universities and colleges.

2.4 The Committee on revision of scales of pay of Librarians in the universities and colleges made the following recommendations :

2.4.1 On the principle of equal pay for equal qualifications the Committee recommended the scales of pay and qualifications for the staff in the university libraries as under :

| *Post* | *Qualifications* | *Scales of pay* |
|---|---|---|
| Librarian | Essential | Rs. 1500—60 —1800—100 —2000—125/2 —2500 |
| | (i) A scholar of eminence (good academic record with first or second class Master's degree in an academic subject | |

| *Post* | *Qualifications* | *Scales of Pay* |
|---|---|---|
| | other than Library Science, with a Doctor's Degree or equivalent published work of high standard in an academic subject and preferably with experience of guiding research\. | |
| | (ii) At least 10 years's experience of teaching post-graduate classes and research or research in an independent capacity in an organisation of higher learning and research, or of a responsible post in a library catering to the needs of advanced students and research workers. | |
| | Desirable Qualifications<br>A degree in Library Science<br>(At least Second Class) | |
| **Deputy Librarian** | (i) Good Academic record with first or high second class Master's degree in an academic subject other than Library Science with a Doctor's degree or equivalent published werk of high standard in an academic subject. | Rs. 1200—50 —1300—60 —1900 |
| | (ii) At least five years' experience of teaching post-graduate classes, or of research in an independent capacity in an organisation of higher learning and research, or of a responsible post in any library catering to the needs of advanced students and research workers. | |
| | (iii) A degree in Library Science (at least second class). | |
| **Assistant Librarian** | (i) Good academic record with first or high Second class Master's degree in an academic subject other than library science. | Rs. 700—40 —1100—50 —1600 |
| | (ii) M.Phil or equivalent published work or 2 year's research experience. | |
| | (iii) A degree in Library Science (at least second class) | |

2.4.2 The Committee recommended the following alternate scales of pay for the members of the Library staff, then existing, who were getting the scales of pay recommended by the University Grants Commission with effect from 1.4.1966 and who did not fulfil the requisite qualifications as in para 2.4.1 recommended by the Committee :

| Designation | Existing | Revised |
|---|---|---|
| | Rs. | Rs. |
| Librarian | 1100—1600 | 1500—60 - 1800—100—2000 |
| Deputy Librarian | 700—1250 | 1100—50—1300—60—1600 |
| Assistant Librarian | 400—950 | 700—40 1100—50 —1300 |

2.4.3 The Committee recommended following qualifications and scales of pay for the college librarians :

Qualifications :

(i) Good academic record with first of high second class Master's degree in an academic subject other than Library Science.

(ii) M.Phil or equivalalent published work or two year's research experience.

(iii) A degree in Library Science
(at least second class)

In order to ensure the recruitment of properly qualified librarians in colleges, the university concerned may lay down uniform recruitment procedure. The Selection Committee to be constituted for the purpose should have the representatives of the university.

Scales of pay : Rs. 700—40—1100—50—1600

2.4.4 The following alternate scales were suggested for those who did not fulfil the above qualifications :

| Existing | Revised |
|---|---|
| Rs. 300—600 | Rs. 550—25—750—EB—30—900 |
| Rs. 400—800 | Rs. 700—40—1100 |
| Rs. 400 - 950 | Rs. 700—40—1100—50—1300 |

2.6.1. The Commission at its meeting held on 2/3.6.1974 considered the report of the Committee on the revision of Pay Scales of Librarians and decided to recommend to the Government of India that the scales of pay of library staff in universities and colleges be revised as indicated below, with effect from 1st January, 1973 :

| Desigantion | Existing | Revised |
|---|---|---|
| | Rs. | Rs. |
| Librarian | 1000—1600 | 1500—60—1800—100—2000 |
| Deputy Librarian | 700—1250 | 1100—50—1600 |
| Assistant Librarian | 400 950 | 700—400—1100—50—1300 |

2.6.2. The Documentation Officers in the university libraries may be placed in the revised scale of Assistant Librarian or Deputy Librarian, according to their present placements.

2.6.3. In the case of college librarians, the revised scales were as follows :

| Existing | Revised |
|---|---|
| Rs. 300—600 | 550—25 750—EB—30—900 |
| Rs. 400—800 | 700—40—1100 |
| Rs. 400—950 | 700—40—1100—50—1300 |

2.6.4. The Commission further desired that as recommended by the Committee, if a university decides to appoint a scholar of standing in any discipline as a University Librarian, the following qualifications and scale of salary may be prescribed :

Scales of Salary : Rs. 1500—60—1800—100—2000—125/2—2500

Qualification :

(i) Good academic record with first or high second class Master's Degree in a subject other than Library Science with a doctorate degree or equivalent published work of high standard and preferably with experience of guiding research and with knowledge experience of library services and management.

(ii) At least ten years experience of teaching postgraduate classes and research, or of research in an independent capacity in an organisation of higher learning and research or in a responsible post in a library for advanced studies and research work,

2.8.1. The Government of India revised the scales of pay of Librarians and Directors/ Instructors of Physical Education in Central Universities and also agreed to provide 80% of the additional expenditure involved giving effect to the revised scales of pay to the State Governments who wished to adopt those revised scales of pay.

2.8.2. Revision of scales of pay of Librarians and Directors/Instructors of Physical Education agreed were as follow -

| Name of the post | Existing Scale | Revised Scale |
|---|---|---|
| 1. LIBRARY STAFF | | |
| (a) Universities | | |
| i) Librarian | 1100—1600 | i) 1500—60—1800—100 2000—125'2—2500 |
| | | ii) 1400—60—1800—100 2000 |
| ii) Deputy Librarian | 700—1250 | 1100—50—1600 |
| iii) Assistant Librarian | 400—950 | 700—40—1100—50 1300 |
| iv) Documentation Officer | i) 700—1250 | 1100—50—1600 |
| | ii) 400—950 | 700—40—1100—50— 1300 |
| (b) Colleges | | |
| Librarian | i) 400—950 | 700—40—1100—50— 1300 |
| | ii) 400—800 | 700—40—11s0 |
| | iii) 300—600 | 550—25—700—EB— 30—900 |

Note : The scale of pay Rs. 1500—2500 for the Librarian will be admissible only in case a University decides to appoint a scholar of standing in any of the disciplines, as University Librarian. For eligibility to this scale of pay, the essential qualifications would be :

i) Good academic record with first or high second class Master's degree in a subject other than Library Science with a Doctorate degree or oquivalent Published

work of htgh standard and preferably with experience of guidinig research and with knowledge/experience of library services and management,

ii) At least ten years' experience of teaching postgraduate classes and research or of research in an independent capacity in an organisation of higher learning and research or in a responsible post in a library for advanced students and research workers, Such existing university librarians who fulfil the above qualifications would also be eligibie for the scale of Rs. 1500—2500.

2.8.8 There had been Wide-spread demand from Associations of Librarians and Directors of Physical Education for parity of pay scales with those of teachers. Several deputations of their Associations had net the Education Minister, Considering all these aspects, it was agreed that this matter may be reviewed by a Committee.

2.8.4 Accordingly, it was referred to a Committee under the Chairmanship of Chairman UGC, which recomended upgradation of the scales as follows :

(I) LIBRARY STAFF

Universities ·

| *Designation* | *Existing* | *Upgraded* |
|---|---|---|
| | Rs. | Rs. |
| Librarian | 1500—2000 | 1500—2500 |
| Deputy Librarian | 1100—1600 | 1200—1900 |
| Assistant Librarian | 700—1300 | 700—1600 |
| Colleges | | |
| Librarian | 550—900 ) | 700—1300— |
| | 700—1100 ) | Assessment—50—1600 |
| | 700—1300 ) | |

2.8.6 The Committee also made the following recommendations regarding minimum qualidcfication for future recruitment of the staff in the libraries and that of Director/ Instructor of Physical Education,

**Assistant Librarian in the Universities/College Librarian**

i) Good Academic record with at least a high second class Master's degree in a subject other than library science,

ii) Master's degree in Library Science with first or high second class.

The Committee further recommended that the panel on Library Science be requested to suggest the minimum qualifications for future recruitment for the posts of Dy. Librarian and Librarian.

2.9.1 The Government of India, conveyed to the State Governments ( **Appendix—II** ) in December 1982, its decision to upgrade the scales of pay of Librarians and Directors of Physical Education with effect from Ist April, 1980 :

1. LIBRARY STAFF

(a) Universities

| Post | Scale as on 31.12.72 | Scale as on 1.1.73 | Upgrade scale w.e.f. 1.4.1980 |
|---|---|---|---|
| Librarian | 1100-1600 | 1500-2000 | 1500-60-1800-100-2000 125/2-2500 |
| Dy. Librarian | 700-1250 | 1100-1600 | 1200-50-1300-60-1900 |
| Asstt. Librarian | 400- 950 | 700-1300 | 700-40-1100-50-1600 |
| Documentation officer i) | 700-1250 | 1100-1600 | 1200-50-1300.60-1900 |
| ii) | 400-950 | 700-1300 | 700-40-1100- |

(b) Colleges

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Librarian | i) | 490-950 | 700-1300 ) | |
| | ii) | 400-800 | 700-1100 ) | 700-40-1100-50 |
| | iii) | 300-600 | 550- 900 ) | 1300-Assessment-50-1600 |

2.9.2 The upgraded scales as mentioned in column (4) of para 2.9.1. above were subject to the following conditions :

i) These scales were admissible to only those existing incumbents who possessed the qualifications mentioned at **Appendix II ( Annexure-I )**

ii) For future recruitment to the various categories of Librarians and Directors of Physical Education the minimum qualifications were those as determined by the University Grants Commission from time to time. The selections were to be made by duly constituted Committee of experts.

The minimum qualifications for future recruitment to the post of Assistant Librarian/College Librarian and Documentation officer ( Scale of Rs. 700-

1600 ) and Directors of Physical Education as recommended by the U.G.C. are at **Appendix-II ( Annexure-II )**.

2.9.3. Keeping in view the recommendations made by the panel on Library and Information Science, the University Grants Commission of its meeting held on 7th July, 1984 approved the following qualifications for the recruitment to the post of Librarian/Dy. Librarian/Asstt. Librarian in Universities/Colleges, consequent upon the revision of scale of pay :

A. UNIVERSITIES

1. Librarian (Rs. 1500-60-1800-100-2000-125/2-2500)

(a) First or second class M. Lib. Science

OR

M.A./M. Sc./M. Com. Plus a first or second class B. Lib. Science or Diploma in Lib. Science.

(b) At least ten years' experience as Librarian or in a responsible professional capacity in a university library.

(c) Ph. D. degree or equivalent research work in the field relevant to the profession.

(d) In certain situations in academic libraries training in Computerization/ Information Technology /Specialised areas may be taken into consideration.

1. Deputy Librarian/Documentation Officer (1200-50-1300-60-1960)

(a) First or second class M. Lib. Science

OR

M. A./M. Sc./M. Com. Plus a first or second class B. Lib. Science or Diploma in Lib. Science.

(b) At least ten years experience as Librarian or in a responsible professional capacity in a university library.

(c) Ph. D. degree or equivalent research work in the field relevant to the profession.

(d) In certain situations in academic libraries training in Computerization/

Information Technology/Specialised areas may be taken into consideration.

3. Assistant Librarian/Documentation Officer ( Rs. 700-40-1100-50-1300 )

(a) Good academic record with at least a high second class Master's degree in a subject other than Library Science.

(b) Master's Degree in Library Science with a first or high second class.

B. COLLEGES

College Librarian ( Rs. 700-40-1100-50-1300 Assessment-50-1600 )

(a) Good academic record with at least a high second class Master's degree in a subject other than Library Science.

(b) Master's Degree in Library Science with a first or high second class.

2.10 Status of implementation of the revision of pay scales of Librarians and DPEs.

2.10.1 Ministry of Education, Government of India, accepted the revised scales of pay for Librarians and Directors of Physical Education w. e. f 1.1. 1973, and a communication in this regard was sent to the State Governments. The State Governments • which implemented the revised scales ( with dates ) are as under :—

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Gujarat | 1-1-1973 |
| 2) | Haryana | 1-1-1973 |
| 3) | Karnataka | 1-1-1977 |
| 4) | Madhya Pradesh | 1-4-1976 |
| 5) | Nagaland | 1-9-1976 |
| 6) | Pondicherry | 1-4-1976 |
| 7) | Tamil Nadu | 1-4-1976 |
| 8) | West Bengal | 1-1-1973 |

2.10.2 In 1982, Government of India, agreed to upgrade the pay scales of Librarians and DPEs, to bring them at par with teachers and implemented the upgraded scales w. e. f. 1.4.1980. The formula for fixation of pay in the upgraded scale is at **Appendix-III ( Annexure-III )**

The states which implemented these scales are as follows :

1. Gujarat 2. Haryana 3. Karnataka 4. Maharastra 5. Punjab 6. Rajasthan 7. Tamilnadu 8. West Bengal.

2.10.3 The position regarding the payment of interim relief was the same as for teachers.

## CHAPTER-III

# ROLE OF LIBRARIANS

### 3.1 Importance of Libraries

3.1.1 The Library performs a crucial role in the educational process. It expands and supplements curricular learning. It widens the horizon. What is more important, the library even as it satisfies the quest for learning, spurs it to greater effort. While passing on to the youthful generation the distilled wisdom of the human mind as it has evolved over the ages, the library sharpens the mind and clarifies concepts. It is the most durable bridge across time. The easiest way to assess the climate, temper and academic achievements of an educational institution is to visit its library and see how it is being maintained and utilised.

3.1.2 The importance of the library's roie in imparting and disseminating knowledge has, of late, been enhanced by developments in continuing education, distance education and the open university system. The introduction and expansion of a nation-wide scheme of these systems is essential for a country which faces a huge backlog of illiteracy and which nevertheless is keen to embark on the 21st Century in the company of the educationally and scientifically most advanced nations of the world. The University/ College libraries assume an even greater importance in a country like India where the majority of students cannot purchase any, but the most essential books.

3.1.9 The vital significance of the libraries in the educational system has been voiced by various Commissions, including the Education Commission ( 1964-66 ). Without a good library, high quality instruction and research in colleges and universities would be entirely inconceivable. The Committee is, however, constrained to remark that despite the recognition of a library's importance, the functioning of the libraries has not undergone any radical improvement. In many of the colleges, the library is neither adequately housed, nor properly laid out. Some of these are not sufficiently lit, nor properly ventilated. There is no system of display of recent additions to the library. There is no serious effort to facilitate location and retrieval of books & journals. Consequently, the seeker has to fend for himself. Some of these traits are applicable to the university libraries as well. A library should be so housed, laid out, equipped and manned as to attract the students and teachers and to generate in them an urge to delve into latest thinking on subjects in which they are interested. A good library not only stores but radiates knowledge.

3.1.4 It is in this context that the Education Policy ( 1986 ) envisages provision of library facilities in all educational institutions and improvement in the status of librarians.

3.2 Functions of a Librarian

3.2.1 A Librarian is expected to provide a wide range of services to the user. He is required to make available in a convenient and attractive form to students and faculty members, a well-organised and properly arranged stock of books, journals and other relevant material which is to be kept properly indexed, catalogued and up-dated. The librarian has to provide reading and lending facilities and services relating to reference and bibliography, extension, documentation and reprography. It should be his constant endeavour to widen and update his range of knowledge so that he can extend valuable guidance to teachers as well as students.

3.2.2 Because of the rapid expansion of knowledge which is assessed to be doubling itself every seven years, and a continuous flow of data and information, the use in libraries of modern technological innovation has

become inevitable. The librarian, therefore, has to be fully conversant with the modern techniques of library management. It is undeniable that a librarian, although he is not a formal member of the teaching faculty, performs academic functions, and sustains and enriches the academic process. While a teacher may have specialised in a particular branch, the librarian is required to have a wide overall acquaintance with various disciplines in order to be able to bring the scholars face to face with knowledge in diverse areas. The students contact with the librarian should be exhilarating and educative the Librarian's interaction with members of the faculty should be of mutual benefit. It is expected that the accession of latest books and journals, the queries of students and interaction with teachers would keep the librarian mentally alert and sufficiently knowledgeable. Evidently, he must be qualified and trained for the purpose. It follows that the emoluments of the duly qualified librarians should match those of the teachers and that they should have about the same promotional opportunities as have been recommended for the teachers.

3.2.3 The librarians in colleges and universities should be provided adequate facilities to enable them to improve their qualifications and bring them to the level of the desired standards. The universities that have departments of library and Information Science should draw up appropriate courses for summer schools. These courses should be specially designed to impart education about modern technological developments in the field of library science. The purpose shall be to improve services to the students and faculty members.

3.2.4 In Part—A of the report, the Committee has dealt at length with the qualifications for recruitment of teachers in colleges and universities. In order to draw upon a wider range of talent, the Committee did not lay down M.Phil./Ph.D. as an essential qualification for recruitment. Recognising, however, the importance of exposure to research as an important input for teaching, the Committee did recommend higher salary for candidates recruited with M. Phil/Ph. D. degrees. For those recruited without these, the Committee recommended the provision of adequate in-service facilities. It further suggested a national qualifying test for eligibi-

lity. The Committee recomends a similar eligibility test for Librarianship at the initial stage of recruitment. Librarians will be recruited out of those who have passed the eligibility test. This would facilitate the work of selection committees, even out the effect of disparities in standards of marking, and improve the quality of entrants.

3.2.5 In order to base career prospects on merit, competence and ability, it is essential to introduce a system of assessment for the librarians. As in the case of teachers, this assessment should consist of a combination of self-assessment and external assessment. It is suggested that every librarian should be asked to prepare a self-assessment report at the end of each academic session. This report should include items like number of days the library was kept open, daily average of readers, average number of books issued, new acqisitions, book exhibition, if any, additions to data bank, documentation, introduction of new techniques/procedures to improve service to the users, participation in conferences. seminars, refresher courses, workshops etc., list of Publications, documentation/bibliography abstraction and reviews. The improvements effected and the facilities and guidance provided should, in particular, be highlighted.

3.2.6 In addition to self-assessment, assessment by users should constitute an important index to the Librarian's performance. A method should be devised whereby faculty and students are asked about the quality of library services made available to them. Some of the suggestions given by the users can, in fact, form the basis for improvement in library services. Besides self-assessment and assessment by users, the work of the librarian should also be annually reviewed by the principal in a College and Dean or Vice-Chancellor in a University. Good performance as reflected in the assessment will constitute the basis for further promotion, which will be performance-bound. The Librarian should be equipped and disposed to innovate and to introduce modern techniques. He should also strive to being about improvements within the existing facilities.

3.2.7 The promotion of librarians should be linked with the acquisition of additional qualifications. In the context of the rapid developments ni

modern technology in management of libraries, it becomes essential that librarians be given opportunities, like duty leave etc., for improving their competence. They should also be enabled to attend summer schools, workshops and seminars and satisfactory performance in these summer schools may be taken into account for promotion. While the progress in information science and technology demands a substantial increase in the technical competence of librarians, their academic ( i. e. subject ) competence and general awareness have also to be upgraded continuously.

3.2.8 The Committee has suggested three thrust areas for the Librarians :

1. Training in modern library technology.
2. General awareness and acquaintance with the gamut of disciplines.
3. Making visit to the library an exciting and elevating experience. The preceding suggestions would make it necessary to restructure and reinforce B. Lib. and M. Lib Courses.

3.2.9 In Universities, where there is a network of departmental libraries, the central library should not function in isolation as sometimes the departmental libraries do not receive adequate attention from the university librarian. Often the staff posted to the departmental libraries lacks both supervisory control and promotion prospects. The Committee would, therefore, recommend that the staff of departmental libraries should invariably be on the pooled cadre and under the adminiinistrative control of the Central Library. The university Librarian and his Deputies should be responsible for overseeing or running on periodical basis the functioning of these departmental libraries.

CHAPTER—IV

## REVISON OF PAY SCALES-RECOMMENDATIONS

5.1 It is evident that in order to fulfil the important role that :

(a) Libraries,

(b) Games, Sports & Programmes of Physical fitness are required to play in the intellectual and physical development of the nation, the two systems will have to be over-hauled, expanded and modernised. But the revision of scales of pay need not await that, it can precede the re organisation and be sustained by it. The core of this Committee's recommendations therefore, relate to the revision of scales of pay. The recommendations that it makes regardiing qualifications and professional development are tentaive and provisional character.

5.2 The Committee noted that the principle of parity has been established in the matter of scales of pay between university and college teachers and Librarians and Directors/Instructors of Physical Education in the Universities and Colleges. In the case of teachers, the committee has recommended pay scales in the existing framework, the same may be applied to pay scales of these categories. These pay scales may, therefore, be treated as notional and would have to be converted in the light of the recommendations of the Fourth Pay Commission. The Committee recommends that while converting these scales, it should be ensured that the Librarians and Directors/Instructors of Physical Education in Universities and Colleges are not put to any financial disadvantage and that envisaged parity is maintained.

5.3 **Recommendations for Librarians : Pay Scales :**

The pay scales recommended for the various categories of Librarians in Universities and Colleges are as follows :

| | Pay scale in the existing framework. |
|---|---|
| UNIVERSITIES | |
| i. Asstt. UniversityLibrarian/Documentation Officer | Rs. 700-40-1100-50-1600 |
| ii. Asstt. University Librarian (Senior Scale)/Documentation Officer ( Senior Scale ) | Rs. 1200-50-1300-60-1900 |
| iii. Asstt. University Librarian (Selection Grade)/Documentation Officer (Selection Grade) | Rs. 2000-125/2-2250 |
| iv. Deputy University Librarian | Rs. 1500-60-1800-100-2000-125/2-2250 |
| v. University Librarian | Rs. 1800-100-2000-125/2-2750-125-3000 |
| COLLEGES | |
| i. College Librarian | Rs. 700-40-1100-50-1600 |
| ii. College Librarian (Senior Scale) | Rs. 1200-50-1300-60-1900 |
| iii. College Librarian (Selection Grade) | Rs. 2000-125/2-2250 |

5.5.1 In order that the library and physical education staff are able to discharge their responsibilities adequately, it is essential to attract talent at initial stage. This should be accompanied by the creation of infrastructural facilities on a massive scale. The continuous self-improvement and professional development of the entrants should be secured through well-organised orientation programme, distance education courses, refresher courses, training programmes for emerging specialisations. As present two deficiencies in the library system attract adverse notice. First, the libaray staff is not qualified or trained for running a modern library system ; second, the librarians tend to ignore academic excellence and concentrate on the routine functions. It is, therefore, recommended that :

(a) the Libraries should be liberally funded to support modernisation and computerisation; and librarians and library staff should be appropriately trained for the purpose.

(b) Among the qualifications prescribed for librarians, academic ( subject ) excellence should figure prominently.

Similarly, in respect of Directors of Physical Instructions and Sports, stress should be laid on (i) training in modern techniques and (ii) stamina and fitness.

5.5.2 The Commiitee, however, stops short of making detailed recommendations in this direction and would suggest the constitution by the UGC of two expert committees with suitable academic components. The committees be required respectively to review the existing systems of the management of (a) Libraries, (b) Physical instructions & sports, and to make recommendations for their re-organisation in the context of the roles devolving on them under the Education Policy ( 1986 ). The recommendations should cover the provision of infra-structure and equipment, qualifications and trriniog of personnel, avenues of self-improvement and career development, motivation, monitoring modernisation, periodical, appraisal, accountability and performance-based promotion. It should be the effort of the Expert Committee on Libraries to bring about through its recommendations a transformation in the status, funding and functioning of the Libraries so that they could create a climate of general awareness and intellectual clarity and objective thinking. It should be the endeavour of the Expert Committee on Physical Instructions & Sports to recommend the restructuring and broad-basing of the system in such a manner that physical fitness becomes a byeword in educational institutions, which should also make in full measure their overdue contribution to national prowess in games and sports. The basic recommendations of the Committee being made in part B of the report, therefore, relate to (a) scales of pay; (b) avenues of promotion and (c) conditions of service. The remaining recommendations may be taken as tentative in character. While making their recommendations on the restructuring of the systems, the Expert Committees may be requested to pay special attention to the following :

1. **Minimum Qualifications**

   (a) for open All India recruitment at different levels,

   (b) for promotion to higher grades within the same cadre, and

   (c) for completion of satisfactory period of probation.

2. Specific items to be included in the self-appraisal and evaluation forms.

3. Facilities for professional training and development, taking into account the expansion of activities and augmentation of refresher courses and tests.

4. Workload to be defined, specifically to meet the special nature of their duties and functions ( i. e. staggering of hours etc. )

**5.6 Conditions of Service**

**5.6.1 Selection Procedure**

Selection for the post of University Librarian, Deputy University Librarian, Assistant University Librarian/College Librarian/Documentation Officer and Director of Physical Instructions and Sports should be made strictly on merit on an All India basis. The selection committee should include at least two experts not connected with the university.

Promotion of candidates to the senior scale and selection grade should also be done on the recommendations of a Selection Committee having at least one expert not conneted with the university.

**5.6.2 Probation**

An Assistant University Librarian, Dy. University Librarian, University Librarian, College Librarian and Director of Physical Instructions and Sports may normally be put on probation for a period of two years.

5.6.3 The Committee has dealt in detail in Part A of the Report with the conditions of service of teachers.

Broadly, the same conditions should apply to the Librarians and Directors of Physical Instructions & Sports. However, the very nature of duties of Librarians and DPIS would necessitate some change in conditions of service. The Committee would recommend the following modifications ;

5.6.4 The Librarians and the DPIS should be treated as non-vacation staff and entitlted to the leave admissible to other non-vacation staff in universities. The work-load of the Directors of Physical Instructions and Sports would be different from the classroom teaching because of the nature of the job which they have to perform. Therefore, the norms of work in their case would be different. The hours of work would be staggered : early morning, late after-noon and during the working day, the total work load aggregating to 40 hours a week. The working hours of librarians will similarly conform to the library timings. During the vacations, the Librarians and Directars of Physical Instructions & Sports should participate in programmes for their professional development. The DPIS should also organise games and camps during the vacations.

5.6.5 **Housing Facilities**

The Committee would urge that keeping in view the special duties of the DPIS, whice are to be performed both in the mornings and in the evenings, they should receive priority in allotment of houses on the campus.

5.6.6 **Age of Superannuation**

The Committee recommends that the age of superannuation of the Librarians and DPIS may continue to be 60 years. No extension or reemployment be given.

5.6.7 **Code of Conduct**

The Committee had recommended a Code of Ethics for the teachers in Part A of the Report. The recommendations regarding this may be suitably modified in the case of DPIS and Librarians keeping in view the duties to be assigned to them.

LIST OF APPENDICES

SI.
No.

I. Terms of reference and composition of the Committee.

II. A copy of the letter No. 2-1/82-U. 1 dated 15th December, 1982 received from Govt. of India addressed to the State Education Secretaries regarding upgradation of salary scales of Librarians/Directors/Instructors of Physical Education; and Documentation Officers in Universities and colleges.

**Annexure-I**

The minimum qualifications for Librarians and Directors of Physical Education prescribed by the Government of India, Ministry of Education and Culture for existing incumbents.

**Annexure-II**

Minimum qualifications for future recruitment to the post of Assistant Librarian/College Librarian and Documentatiou Officer (Scale Rs. 700-1600) and Director of Physical Education prescribed by the Government of India, Ministry of Education on the recommendations of the Universitv Grants Commission.

**Annexure-III**

Formula for fixation of pay in the upgraded scale from 1.4.1980 for Librarians, Directors/Instructors of Physical Educatiou and Documentation Officer in universitios and colleges.

## APPENDIX-I

### TERMS OF REFERENCE AND COMPOSITION OF THE COMMITTEE

**Terms of Reference :**

i. To examine the present structure of employments and conditions of service of university and college teachers, taking into account the total packet of benefits (such as superannuation/medical/housing etc.)

ii. To make recommendations on the above having regard to the necessity of attracting and retaining talented persons in the teaching profession and providing professional advancement opportunities to teachers of universities and colleges.

The Committee while formulating its recommendations may keep in view the relevant recommendations of the National Commission on Teachers-II.

APPENDIX-II

No. F. 2-1/82. UI

Government of India

Ministry of Education & Culture

(Department of Education)

New Delhi

Dated the 15th December, 1982

The Secretary,

Education Department

Government of

Subject : Upgradation in Salary Scales of Librarians, Directors/Instructors of Physical Education and Documentation Officers in Universities and Colleges.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter No. F. 1-41/74-U.1 dated 7-1-1977 vide which the State Government was requested to revise the scales of pay of Librarians and Directors of Physical Education in Universities and Colleges with effect from 1-1-1973 and to say that on representation from various quarters suggesting acceptance of parity in their pay scales with those of teachers, the Government of India, after careful consideration, has decided to upgrade the scales of pay of Librarians and Directors of Physical Education with effect from Ist April. 1980. A copy of the letter addressed to the University Grants Commission together with its enclosures is attached ( **Appendix** ).

2 The Government of India has also decided to assist the State Governments if they wish to upgrade the scales of pay of Librarians and Directors of Physical Education, in State Universities and in colleges affiliated to them. In case the State Government is willing to adopt the upgraded scales, financial assistance to the extent of 80% of the additional expenditure involved in upgrading the scales will be made available subject to the following conditions :

i) Central assistance to this extent will be available for the period from 1-4-1980 to 31-3-1985 in respect of only those posts which were in existence as on

1-1-1973. Posts created subsequent to this date may be provided in the upgraded scales w. e. f. 1-4-1980 subject to fulfilment of prescribed qualification etc. but these will not be eligible for central assistance.

ii) The State Government would bear the entire balance of expenditure and will not pass on the liability for any portion of it to Universities or managements of private colleges, and

iii) The State Government will take over the entire responsibility for maintaining the upgraded scales with effect from 1-4-1985.

3. The adoption of the upgraded scales shall be subject to the following conditions :

i) These scales will be admissible to only those existing incumbents who possess the qualifications as mentioned in **Annexure-I.**

ii) For future recruitment to the various categories of Librarians and Directors of Physical Education the minimum qualifications shall be those as determined by the University Grants Commission from time to time. The Selection should be made by duly constituted Committees of Experts. The minimum qualifications for future recruitment to the post of Asstt. Librarian/College Librarian and Documentation Officer ( Scale Rs. 700-1600 ) and Directors of Physical Education, as recommended by U. G. C are given in **Annexure-II.**

iii) The fixation of pay in these scales shall be according to the formula given in **Annexure-III.** Where the pay fixation formula cannot cover cases without giving rise to some anomalies, such cases could be referred to the Government of India for consideation.

4. It is requested that necessary action to introduce these scales may be taken at a very early date and proposals submitted to the Government to enable them to release their share.

5. The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,
(S. K. SEN GUPTA)
Under Secretary to The
Government of India

APPENDIX

No, F. 2-1/82-U. 1
Government of India
Ministry of Education & Culture
( Deptt of Education)
New Delhi
Dated the the 15th December, 1982

To,

The Secretary,
University Grants Commission,
New Delhi.

Subject : Upgradation in Salary Scales of Librarians, Directors/Instructors of Physical Education, and Documentation Officers in Universities and Colleges.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter No. F. 1-41/74-U.1 dated 7. 1. 1977 vide which the University Grants Commission was requested to revise the scales of pay Librarians and Directors of physical Education in Univeasities and Colleges with effect from 1. 1. 1973 and to say that on representation from various quarters suggesting acceptance of parity in their pay scales with those of teachers, the Government of India, after careful cansideration has decided to udgrade the scales of pay of Librarians and Directors of Physical Education, with effect from 1st April, 1980 as mentioned below :

| Post | Scales as on 31-12-72 | Scales as on 1-1-73 | Revised scale w.e.f. 1-4-1980 |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Library Staff | | | |
| (a) Universities | | | |
| Librarian | 1100-1600 | 1500-2000 | 1500-60-1800-100-2000-125/2-2500 |
| Dy. Librarian | 700-1250 | 1100-1600 | 1200-60-1300-60-1900 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Asstt. Librarian | | 400-950 | 700-1300 | 700-40-1100-50-1600 |
| Documentation Officer | i) | 700-1250 | 1100-1600 | 1200-50-1300-60-1900 |
| | ii) | 400-950 | 700-1300 | 700-40-1100-50-1600 |
| (b) Colleges | | | | |
| Librarian | i) | 400-950 | 700-1300 | |
| | ii) | 400-800 | 700-1100 | 700-40-1100-50-1300-Assessment-50-1600 |
| | iii) | 300-600 | 550 900 | |

2. The upgraded scales as mentioned in column (4) in para I above shall be subject to the following conditions :

   i) These scales will be admissible to only those existing incumbents who possess the qualifications mentioned in ( **Annexure-I** ).

   ii) For future recruitment to the various categories of Librarians and Directors of Physical Education the minimum qualifications shall be those at determined by the University Grants Commission from time to time. The selections should be made by duly constituted Committee of Experts.

   The minimum qualifications for future recruitment to the post of Assistant Librarian/College Librarian and Documentation Officer ( Scale of Rs. 700-1600 ) and Directors of Physical Education as recommended by the U. G. C. are at ( **Annexure-II** ).

   iii) The fixation of pay in these scales shall be according to the formula given at **Annexure-III**. Where the pay fixation formula cannot cover cases without giving rise to some anomalies such cases should be referred to the Government of India for consideration.

3. It is requested that necessary action to place their personnel in the revised scales of pay may be taken and the expenditure met from the funds already placed at the disposal of the Commission.

   The receipts of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

K. SEN GUPTA

Under Secretary

ANNEXURE-I

The minimum qualifications for Librarians and Directors of Physical Education (for existing incumbents).

| | Category of post | Qualifications |
|---|---|---|
| I. | Library Staff (Universities and Colleges) | |
| 1. | Librarian (Rs. 1500-2500) (Rs. 1500-60-1800-100-2000--125/2-2500) | (a) First or second class M.A./M.Sc./M.Com. plus a first or second class B. Lib. Science or Diploma in Library Science. The degree of M.Lib. Sc. being a preferential qualifications.<br>(b) At least ten years experience as Librarian or in a responsible professional capacity in a university library.<br>(c) Good academic qualifications and research experience (with publications). The qualifications must be in general, comparable to those of Professors in the Universities. |
| 2. | Deputy Librarians/ Documentation Officer (Rs. 1200-1900) (Rs. 1200-50-1300-60-1900) | (a) First or second class M.A,/M.Sc./M.Com. Plus first or second class B.Lib. Science or Diploma in Library Science. The degree of M. Lib. Sc. being a preferential qualification.<br>b) At least seven years experience as Librarian or in a responsible professional capacity in a Library.<br>c) Good academic qualifications and research experience (with publications). The qualifications must be in general, comparable to those of Readers in the Universities. |
| 3. | Assistant Librarian/ Documentation Officer/ College Librarian | First or second class B.A./B.Sc./B Com. degree Plus a first or second class M. Lib Sc. Degree.<br>OR |

| | |
|---|---|
| (Rs. 700-1600) | First or second class M.A./M.Sc./M.Com. degree |
| (Rs. 700-40-1100-50-1600) | and a first or second class B. Lib. Science or a Diploma in Library Science. |

ANNEXURE-II

Minimum qualification for future recruitment to the post of Asstt. Librarian/ College librarian and documentation officers (Scale Rs. 700-1600) and Directors of Physical Education.

**Assistant Librarian/College Librarian/Documentation Officer ( Scale Rs. 700-1600 )**

i) Good academic record with at least a high second class Master's degree in a subject other Library Science.

ii) Master's degree in Library Science with first or high second class.

**Librarian and Dy. Librarian**

The minimum qualifications for recruitment of Librarian and Dy. Librarian in universities will be communicated later.

---

# FORM IV

পত্রিকার নাম—গ্রন্থাগার
প্রকাশের স্থান—কলিকাতা
প্রকাশের ধরণ—মাসিক
মুদ্রাকরের নাম—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
( বেঙ্গল লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে )
সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা
আমি সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্গীকার করছি যে আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে উপরিউক্ত তথ্যগুলি সত্য।

স্বাঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

তাং ২৬ ৩ ৮৮

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ১২ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | চৈত্র, ১৩৯৪

## সূচীপত্র

আমলাতন্ত্রের কৌশল ( সম্পাদকীয় )
প্রমীল চন্দ্র বসু

ইতস্ততঃ ( স্মৃতিচারণ ) ৩

The West Bengal Public Libraries (Conduct of Election to the State Library Council) Rules, 1982 1—20

Report of the Expert Committee on the Minimum qualifications and Workload etc. for the Librarians in Universities & Colleges 21—40

# গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৬৭, সংখ্যা ১২ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | চৈত্র, ১৩৯৪


## সম্পাদকীয়

### আদালতন্ত্রের কৌশল

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন ১৯৭৯ সালে প্রবর্তনের পর আইনের দুটি সংশোধন হয়েছে। একটি সংশোধনী হয়েছে ১৯৮১ সালে, অপরটি হয়েছে ১৯৮৫তে। ১৯৮৫ সালের সংশোধনী অনেক ব্যাপক। সংশোধনীগুলি করা হয়েছিল বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে এবং কার্যকারিতার কথা মনে রেখে। আইনের ধারাগুলি অপব্যবহার হতে পারে এরকম আশঙ্কা গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ছিল বলে মনে হয় না। আইনের সবগুলি ধারা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলেও কয়েকটি বিষয় বাস্তব রূপ পায় নি। সেগুলি যে নজর এড়িয়ে গেছে তা নয়, বরং বিষয়গুলি অত্যন্ত সুকৌশলে চেপে রাখা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে মূল আইনের (১৯৭৯) ৬ নং ধারার ক,খ,গ, উপধারার বিষয়গুলি (১৯৮৫ সংশোধনীর ৮নং ধারা)। 'ক' উপধারায় বলা হয়েছে যে তিনি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সরকার প্রতিষ্ঠিত ও পোষিত গ্রন্থাগার সমূহ পরিচালনা করবেন এবং ঐ সমস্ত গ্রন্থাগারের সমগ্র বিষয় সুপারিন্টেন্ড ও ডাইরেক্ট করবেন। 'খখ' উপধারায় আরো বলা হয়েছে যে অন্য সমস্ত গ্রন্থাগার সমূহকে সুপারভাইজ ও কন্ট্রোল করবেন।' 'গ' উপধারায় বলা হয়েছে যে 'বিভিন্ন সময়ে নোটিফিকেশন দ্বারা সাধারণ গ্রন্থাগারের নাম ও ঠিকানা ঘোষণা করবেন।'

উপরিউক্ত ধারাগুলি স্মরণ করার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে। 'গ' উপধারায় যে বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা আজও সম্পন্ন করা হয়নি। আইনের সবগুলি ধারা নিয়মানুগ ভাবে চালু হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যের স্পনসর্ড গ্রন্থাগারসহ অন্যান্য গ্রন্থাগারের তালিকা গ্রন্থাগার অধিকর্তা মহাশয় কোন নোটিফিকেশনের দ্বারা প্রকাশ করেন নি। যদিও রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদে ২।৩ বছর আগে থেকেই আইনের এই ধারার গুরুত্ব বিস্তারিত আলোচনা হয়। গ্রন্থাগার অধিকার অনেকটা অগ্রসরও হয়েছিলেন কিন্তু কোন্ অজ্ঞাত কারণে সেটি সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। গ্রন্থাগার অধিকার স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের একটা তালিকা প্রকাশ করেছেন বটে কিন্তু তা গ্রন্থাগার আইন মোতাবেক নোটিফিকেশনের ভিত্তিতে নয়। ফলে তার কোন আইনগত ভিত্তি নেই।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে আইনের এই কচকচির কি প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো যে এই বিষয়টি গ্রন্থাগার আইনের অন্যতম মর্মবস্তু। রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ, স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার এবং গ্রন্থাগার অধিকারের কর্তৃত্ব প্রয়োগ হবে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির উপর। কিন্তু কোন সাধারণ গ্রন্থাগার? যাদের নাম নোটিফিকেশনের দ্বারা ঘোষণা করা হবে। অতএবই এর গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়।

অভিজ্ঞতার লক্ষ্য করা গেছে যে ইতিপূর্বে স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের কর্মীদের যে সার্ভিস রুলস প্রকাশিত হয়েছে তা করা হয়েছে সরকারী আদেশনামার ভিত্তিতে, আইনের আওতাভুক্ত রুলস অনুসারে নোটিফাই করা হয় নি। ফলে সার্ভিস রুলস-এর আইনের যে ক্ষমতা থাকার কথা তা নেই। সার্ভিস রুলস প্রণয়ন ও প্রকাশ করার সময় সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে গ্রন্থাগারগুলির নাম যেহেতু নোটিফিকেশনের দ্বারা প্রকাশ করা হয় নি সুতরাং সার্ভিসরুলস নোটিফিকেশনের দ্বারা প্রকাশ করা যাবে না। আমরা তখন কর্মীদের অবস্থার কথা বিবেচনা করে সাময়িকভাবে মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু গ্রন্থাগারগুলির নাম নোটিফাই করার কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারকে বলেছিলাম।

এখন পশ্চিমবঙ্গে আড়াই-হাজারের উপর গ্রন্থাগার রয়েছে। যাদের সম্পত্তির পরিমাণ কয়েক কোটি টাকার উপর এবং গ্রন্থাগারগুলিতে বিগত দশ বছরে পঞ্চাশ কোটি টাকার বেশি ব্যয় করা হয়েছে। সুতরাং তার সমস্ত রেকর্ড সরকারের কাছে থাকা একান্ত আবশ্যক। এজন্য রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার অধিকর্তাকে গ্রন্থাগারগুলির স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির যাবতীয় রেকর্ড সংগ্রহ করতে পরামর্শ দিয়েছিল। বলা হয়েছিল DLS এর কাছে সমস্ত মূল ডকুমেন্টগুলি থাকবে এবং LLA এর কাছে এবং গ্রন্থাগারগুলির কাছে সেগুলির প্রতিলিপি থাকবে। এটা বিশেষ প্রয়োজন, কারণ আইনানুসারে সাধারণ গ্রন্থাগারের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি LLA তে ন্যস্ত হওয়ার কথা। কিন্তু তার কিছুই হয় নি। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে গেলে গ্রন্থাগারগুলি গ্রন্থাগার আধিকারে রেজিস্ট্রেশন করার কথা সে কাজও এগিয়েছে বলে আমরা জানি না। গ্রন্থাগারগুলির সরেজমিন সমীক্ষার কাজও এগোয় নি।

গ্রন্থাগার আইনানুসারে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি গ্রন্থাগার অধিকারের অধীনে স্থাপন না করলে কর্মচারীদের অধিকার জন্মায় না। এরকম একটা অজুহাতে স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারে এবং রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদে কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলছে। দুই বছর হতে চললো রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদের সভায় পর্ষদে ও প্রাধিকারে কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে একটা নিয়মাবলী প্রণয়ন করে আলোচনার জন্য পেশ করা হয়েছিল। তারপর থেকে সরকার পক্ষ নিশ্চুপ। অবশেষে পর্ষদে (প্রাধিকারে নয়) কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বের জন্য অন্য একটা পুরানো নিয়মাবলী প্রকাশ করা হলো। (ওই নিয়মাবলী এই সংখ্যাতেই ছাপা হলো) ঐ নিয়মাবলী খসড়া স্তরেও রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদে আলোচনার জন্য পেশ করা হয়নি। প্রাধিকারে কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কিত নিয়মাবলী প্রকাশ করার কোন উদ্যোগ সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে বলে জানি না।

কর্মচারীদের বাদ দিয়ে প্রাধিকারগুলি গঠন করার প্রচেষ্টা আমরা কোন ভাবেই সমর্থন করতে পারি না। আমরা দাবী করি অবিলম্বে পর্ষদে যে নিয়মাবলী পেশ করা হয়েছিল তা প্রকাশ করা হোক এবং কর্মচারীদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হোক। যতদিন পর্যন্ত নির্বাচন না হয় ততদিন পর্যন্ত গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে প্রাধিকারগুলিতে গ্রহণ করা হোক। আমরা মনে করি এতে বামফ্রন্টের 'গণসংগঠন সমূহের সঙ্গে পরামর্শ করে চলার নীতি' সুষ্ঠুভাবেই প্রতিপালিত হবে।

# ইতস্ততঃ

( পুনশ্চ )

**প্রমীল চন্দ্র বসু**

দ্বিতীয় খণ্ড

বিশ্ববিদ্যালয়ে তেত্রিশ বছরে কর্মজীবন

১ম পর্ব

[ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বকথা ]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীকে আশুতোষ ভবনে তার জন্য নব নির্মিত নিজস্ব আবাসে স্থানান্তর করণকে উপলক্ষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি প্রবেশ করি। কোন নিয়োগপত্র ছাড়া উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৌখিক নির্দেশে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিয়েছিলাম, পরে অবশ্য সিন্ডিকেট থেকে এই নিয়োগ আনুষ্ঠানিক ও বিধিসঙ্গত করে নেওয়া হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্র অনুযায়ী আমার কাজে যোগদানের তারিখ হচ্ছে ১ লা এপ্রিল, ১৯৩৫। তবে স্থানান্তরকরণের কার্যপদ্ধতি আলোচনা ও কার্যসূচী প্রণয়নের জন্য ঐ তারিখের দিন কতক আগে থেকেই আমাকে অনানুষ্ঠানিক এবং অনিয়মিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে হয়েছে। পক্ষান্তরে আনুষ্ঠানিক এবং নিয়মিতভাবে আমার কাজ শুরু হয়েছিল ১লা এপ্রিলের পরে ১৯শে এপ্রিল থেকে। সে বছর ১৯শে এপ্রিল তারিখে গুড্‌ফ্রাইডে ছিল। সে দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটির দিন থাকলেও দিনটা ভাল বলে উপাচার্যের ইচ্ছা ও নির্দেশ মত ঐ দিন কাজ আরম্ভ হয়েছিল।

১৯শে এপ্রিল আমার কাজে যোগ দেবার দিন বলেই আমি ধরে নিয়েছিলাম এবং ঐ তারিখ থেকেই হাজিরা খাতায় আমার নামের স্বাক্ষরও দিয়েছি। কয়েকদিন পরে এপ্রিল মাসের শেষের দিকে একদিন রেজিস্ট্রারের দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট কার্তিক চন্দ্র দাশগুপ্ত মশায় ১লা এপ্রিল থেকেই আমাকে হাজিরা খাতায় নাম সই করতে বললেন এবং তাঁর কাছে জানলাম অনিয়মিতভাবে হলেও ১৯শে এপ্রিলের আগে থেকেই আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে হয়েছে বলে উপাচার্যের নির্দেশে ১লা এপ্রিল তারিখই আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে যোগদানের তারিখ হিসেবে নির্দিষ্ট হয়েছে। আমি যখন কাজে যোগ দিই সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, হালচাল এবং আবহাওয়া কেমন ছিল আজকের দিনে হয়ত তা জানার ঔৎসুক্য কারও কারও থাকতে পারে। তাই সে সম্বন্ধে ২/৪ কথা বলা যেতে পারে। তবে তা বলার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে উৎপত্তি কাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বকথা কিছু কিছু এখানে বলা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আমরা সকলেই জানি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী তারিখটি হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসের তারিখ বা জন্মদিন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ২৪শে জানুয়ারী তারিখটি প্রতি বছর প্রতিষ্ঠাদিবস হিসেবে পালন করাও হত, হয়ে থাকে। আসলে কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মদিন হচ্ছে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর। কারণ ঐ দিনই বিশ্ববিদ্যালয় আইনের খসড়াকে ভিত্তি করে সপারিষদ গবর্ণর জেনারেলের সভায় (Governor-General in-Council) গৃহীত এক প্রস্তাবানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভা গঠিত হয়েছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য

কিছু আবশ্যকীয় কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বস্তুতঃ ১৮৫৭ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পূর্বেই ঐ সালের ৩রা জানুয়ারী তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবগঠিত সেনেটের একটি অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কিছু কাজ কর্মও শুরু হয়েগিয়েছিল ২৬শে জানুয়ারীর পূর্বে। ১৮৫৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে গঠিত সেনেটের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ঐ তারিখের অন্যান্য সিদ্ধান্ত এবং ঐ তারিখে গঠিত সেনেটের কার্যাবলী মেনে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম অবিচ্ছেদ্যভাবে এগিয়ে এসেছে পরবর্তী কালে। মধ্যে কোন ছেদ ঘটে নি। সেনেটই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ সংস্থা। কাজেই সেনেটের জন্মতারিখটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মতারিখ বলে উল্লেখ করলে কারও আপত্তি থাকার কথা না। নবগঠিত সেনেটের ঐ ৩রা জানুয়ারির অধিবেশনেই প্রেসিডেন্সি কলেজের জুরিসপ্রুডেন্সের (Jurisprudence) অধ্যাপক কর্ণেল ডব্লিউ গ্রাপেল (Colonel W. Grappel) সাহেব দুবছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হয়েছিলেন। অতঃপর ১৮৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে ভারতীয় আইন সভায় (Imperial Legislative Council) বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া আইনটি গৃহীত হবে গভর্ণর জেনারেলের বা বড় লাটের অনুমোদন লাভ করলে ঐ তারিখে আইনানুমোদিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি হয়, আর সেই জন্যই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃতপক্ষে প্রায় বেড়মাস পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৮৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী তারিখটিই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রতিষ্ঠা দিবস' বলে চিহ্নিত হয়ে আছে।

শুনতে পাই বিধান আছে 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিত্রবৎ আচরেৎ' অর্থাৎ ষোল বছর বয়স হলে পুত্রে সাবালক হয়ে ওঠে। কাজেই তখন তার সঙ্গে মিত্রবৎ আচরণ করা বিধেয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও ষোল বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত সাবালক হওয়া তো দূরে কথা তার নিজস্ব কোন বাস্তব আধারিক অস্তিত্ব ছিল না। তার অস্তিত্ব ছিল শুধু কাগজপত্রে সেনেট নামে ঘোষিত সংস্থার সদস্যদের নামের তালিকায় আর দেশ বিদেশের শিক্ষিত মানুষের মনোজগতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মের পূর্বেই ১৮৩৫ সালে কলকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন গৃহ না থাকায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর সপারিষদ গবর্ণর জেনারেলের পূর্বোক্ত সভায় গৃহীত প্রস্তাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সম্মতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের অধিবেশন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কাউন্সিলের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে হতে পারবে এবং পরীক্ষাসমূহ গৃহীত হবে শহরের টাউন হলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কার্যালয় প্রথমে কামাক স্ট্রীটে এক ব্যক্তিগত বাসভবনে স্থাপিত হয়েছিল। সিন্ডিকেটের অধিবেশন সাধারণতঃ উপাচার্যের নিজের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হত। একসময়ে রাইটার্স বিল্ডিং-এ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ উঠে যাবার পর ঐ কলেজের ঘরগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বে ১৮৫৬ সালে স্থাপিত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দখলে আসে। অন্যস্থানের অভাবে সেনেটের অধিবেশন অনেক সময়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ঘরে অথবা উপাচার্যের নিজের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হত। বিভিন্ন ফ্যাকালটির অধিবেশনও হয় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গৃহে অথবা ফ্যাকালটি সমূহের প্রেসিডেন্টদের নিজ নিজ বাসগৃহে অনুষ্ঠিত হত। ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকায় এবং টাউন হলে সকলের স্থান সংকুলান না হওয়ায় গড়ের মাঠে তাঁবু খাটিয়ে সেখানে পরীক্ষা নেওয়া হত। গোড়ার দিকে প্রায় ষোল বছর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম এই ভাবেই চলেছে। এই ভাবে কাজ চালাবার লজ্জা কাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সাবালক হবার পর তার নিজস্ব ভবন তৈরী হয়। প্রথমদিকে বহুদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কাজ ছিল পরীক্ষাগ্রহণ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষা বা প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হয়। ঐ পরীক্ষায় দুশো চুয়াল্লিশ (২৪৪) জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পনের জন (১৫) অনুপস্থিত ছিলেন। একশ পনের (১১৫) জন প্রথম বিভাগে এবং সাতান্ন (৫৭) জন দ্বিতীয় বিভাগে

উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। বাকী সাতষট্টি (৬৭) জন পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিলেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে সর্বপ্রথম বি, এ পরীক্ষা গৃহীত হয়। এই পরীক্ষায় তেরো (১৩) জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। তিন (৩) জন সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিলেন। অবশিষ্ট দশ (১০) জনই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ যোগ্য স্বনামধন্য বঙ্গসাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেবার ঐ পরীক্ষায় একজন পরীক্ষার্থী ছিলেন। পরীক্ষার ছটি (৬) বিষয়ের মধ্যে তিনি এবং যদুনাথ বোস নামে অপর একজন পরীক্ষার্থী পাঁচ (৫) টি বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। উভয়ে মাত্র একটি বিষয়ে অনধিক সাত নম্বরের জন্য অকৃতকার্য হয়েছিলেন। তাই পরীক্ষক সভার (Board of Examiners) সুপারিশ গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বোসকে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করে উভয়কে বি, এ, ডিগ্রী দিয়েছিলেন।

কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং যদুনাথ বোস এই দুজন হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি, এ, ডিগ্রীধারী অর্থাৎ সর্বপ্রথম গ্রাজুয়েট। আবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পঁচিশ বছর পরে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন স্কুলের কলেজ বিভাগ থেকে দুজন বাঙালী ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের সমাবর্তনে (Convocation) মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, ডিগ্রীলাভ করেন। এঁদের দুজনের একজন হলেন কাদম্বিনী গাঙ্গুলি এবং অপর জন একজন দেশীয় খ্রীষ্টান মহিলা; তাঁর নাম চন্দ্রমুখী বসু। বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির কয়েক বছর পরে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পর এবং বি,এ, পরীক্ষার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আর একটি পরীক্ষা প্রবর্তিত হয়। প্রথমে এই পরীক্ষার নাম পূর্ববর্তী পরীক্ষা বা Previous Examination রাখার প্রস্তাব হলেও শেষ পর্যন্ত তার নাম রাখা হয় First Examination in Arts, সংক্ষেপে F. A. পরীক্ষা। ১৮৬১ সালে এই পরীক্ষা সর্বপ্রথম গৃহীত হয়। পরে এই পরীক্ষার নাম একসময়ে সম্ভবতঃ L.A. (Licentiate in Arts) আরও পরে I.A. এবং I.Sc. অর্থাৎ Intermediate Examination in Arts এবং Intermediate Examination in Science রাখা হয়। এম,এ, পরীক্ষা সর্বপ্রথম ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত হয়। প্রথম বছরে মাত্র একজন পরীক্ষার্থী এম, এ পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। পরবর্তী বছরে তিনজন পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং তিনজনই অকৃতকার্য হয়েছিলেন। ১৮৬০ সালে সাত জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেন তার মধ্যে দুজন উত্তীর্ণ হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তির পর ৮১ বছর পর্যন্ত সাধারণ পরীক্ষাসমূহে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের নাম প্রথম বিভাগ এবং দ্বিতীয় বিভাগ মাত্র এই দুই ভাগে প্রকাশ করা হত। ১৮৬৬ সালে সেনেট থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এণ্ট্রান্স, এফ, এ, এবং বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের নাম দুটি বিভাগের পরিবর্তে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিভাগে এই তিনটি ভাগে প্রকাশ করা হবে।

কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Chancellor বা আচার্য ছিলেন ঐ দুই প্রদেশের গবর্ণর অর্থাৎ লাটসাহেব। আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল অর্থাৎ বড় লাট। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে ভারতের বড় লাট ছিলেন লর্ড ক্যানিং তাঁর প্রথম অবৈতনিক উপাচার্য হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার জেমস উইলিয়ম কলভিন (Sri James William Colvil)। বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি সাল থেকে প্রায় সাতানব্বই বছর যাবৎ উপাচার্যের পদ অবৈতনিক ছিল। নানা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, অথবা বিশেষ সম্ভ্রান্ত, সম্মানিত, গণ্যমান্য, শিক্ষিত ও গুণী ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ অবৈতনিক উপাচার্যপদে নিযুক্ত হতেন। আচার্য, উপাচার্য, বিভিন্ন পদাধিকারী ব্যক্তি এবং মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রথম সেনেট গঠিত হয়েছিল তার সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ, এঁদের মধ্যে মাত্র ছয় (৬) জন ছিলেন ভারতীয়। অবশিষ্ট সকলেই ইউ

জোপাধ্যায়। এই ছয় (৬) জন ভারতীয়দের মধ্যে আবার দুইঁ (২) জন ছিলেন মুসলমান এবং অন্য চার জন হিন্দু। মুসলমান দুজন হলেন প্রিন্স গোলাম মহম্মদ (Prince Golam Muhammad) এবং কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মৌলভী মহম্মদ ওয়াজী (Maulavi Muhammad Wajeeh) আর হিন্দু চার জন হলেন কলকাতার এক অভিজাত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের খ্যাতনামা প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং শিক্ষা সভার (Council of Education এর) ভূতপূর্ব সদস্য রামগোপাল ঘোষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় তেত্রিশ বছর সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চোদ্দ (১৪) জন উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউই ভারতীয় ছিলেন না। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে সর্ব-প্রথম একজন ভারতীয় ঐ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন খ্যাতিমান বিচারপতি এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এগার বছর পূর্বে ১৮৭৯ সালে তিনি সেনেটের সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। উপাচার্যের পদে তিনি মোট তিনবছর আসীন ছিলেন। বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়ের কার্যকাল শেষ হবার প্রায় তের বছর পরে দ্বিতীয় ভারতীয় উপাচার্য হিসেবে যিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনিও ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্বনামধন্য আশু-তোষ মুখোপাধ্যায়। ১৮৮১ সালে তিনি সেনেটের সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। সতের বছর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে সর্বদা সক্রিয় অংশ গ্রহণের পর তিনি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ থেকে ১৯১৪ সালের ৩০শে মার্চ পর্যন্ত একাদি-ক্রমে চার দফায় আট বছর এবং পুনরায় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ৯ঠা এপ্রিল থেকে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত আর এক দফায় দু বছর সর্বসমেত পাঁচ দফার মোট দশ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর আগে বা পরে অবৈতনিক উপাচার্যের পদে এত দীর্ঘ-কাল আর কেউ আসীন থাকেন নি। আবার একবার উপা-চার্যের পদ থেকে অবসর গ্রহণের ফলে ঐ পদে ছেদ ঘটার পর পুনরায় নূতনভাবে ঐ পদে পুনর্নির্বাচনের গৌরব ও সম্মান লাভও একমাত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ব্যতীত অন্য কোন উপাচার্যের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তির পর এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ অতিক্রান্ত হবার পূর্বে সিন্ডিকেট গঠিত হতে অথবা তার কাজ শুরু হতে পারে নি। সিন্ডিকেট গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বে নিযুক্ত সেনেটের এক অস্থায়ী কমিটি (Pro-visional Committee) সিন্ডিকেটের সকল করণীয় কাজ সম্পন্ন করে ছিলেন। সে সময়ে এই অস্থায়ী কমিটিতে মাত্র একজন ভারতীয় সদস্য ছিলেন, তিনি রমাপ্রসাদ রায়। ঐ কমিটিতে আরও পাঁচজন সদস্য ছিলেন। তাঁরা ছিলেন উপা-চার্য জেমস উইলিয়াম কলভিল, ভারত সরকারের সেক্রেটারি সিসিল বীডন (Cecil Beadon), রেভারেণ্ড জোসেফ মালেনস (Reverend Joseph Mullens), লেফটেন্যান্ট কর্ণেল বেকার (Lieutenant Colonel Baker) এবং এ গ্রান্ট (A. Grant)

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ বোল বছর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন গৃহ ছিল না, আরও বলা হয়েছে ঐ সময়ে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের বিভিন্ন সংস্থার সভা ও কাজকর্ম কলকাতা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে কারও ব্যক্তিগত বাসগৃহে অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ভবনে অনুষ্ঠিত হত। টাউন হলে পরীক্ষার্থীদের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় উন্মুক্ত ময়দানে প্রখর রৌদ্রে তাঁবু খাটিয়েও পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করতে হত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই ভাবে কাজ চালানো মর্যাদাজনক তো ছিলই না, তা ছাড়া বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় বিশেষ অসুবিধা জনক ছিল। প্রথম পাঁচ বছর এই ভাবে নানা অসুবিধার মধ্যে কাটিয়ে অবশেষে বিশ্ব বিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র ভবন যে একান্ত প্রয়োজন ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন সিন্ডিকেট সে বিষয়ে তাঁদের মত দৃঢ়তা সহকারে প্রকাশ করলেন। সিন্ডিকেটের সুপারিশ মেনে নিয়ে ঐ বছরের ১৪ই জুন সেনেট এক সভায় বিশ্ব-

বিদ্যালয় ভবন কলকাতার দেশীয় লোকদের বাসস্থানের এলাকায় হওয়া উচিত বলে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে ভারত সরকারের কাছে ঐ প্রস্তাব পাঠিয়ে দিলেন। ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নস্থ এক কমিটি মন্তব্য করেছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন দেশীয় এবং ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝামাঝি জায়গায় কলুটোলা স্ট্রীট বরাবর হওয়া উচিত, সে সময়ে এই অঞ্চলে প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং মেডিকেল কলেজের জন্যে এক বিস্তীর্ণ এলাকার জমি কেনা হচ্ছে বলে খবর শোনা যাচ্ছিল, ঐ জমির কিছুটা অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য আলাদা ভাবে নির্দিষ্ট করে দেবার সুপারিশও করা হয়েছিল। গভর্নর জেনারেল বাংলা প্রদেশের লেফটেনান্ট গভর্নর এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্যাঁন্সেলরকে সঙ্গে নিয়ে ঐ স্থান পরিদর্শন করে এই মত প্রকাশ করলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে কলেজ স্ট্রীটের পশ্চিম দিকে এবং গোল দীঘির ঠিক বিপরীত দিকের জমি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্থান আর কোথাও হতে পারে না। সিণ্ডিকেট তখন বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সুপরিচিত গ্রানভিল (Granvill) সাহেবকে তাঁদের প্রস্তাবমত বিশ্ব-বিদ্যালয় ভবনের এক নক্সা তৈরী করে দেবার জন্যে অনুরোধ জানালেন, বেশ কিছুদিন পরে নক্সা পাবার পর বিশ্ব-বিদ্যালয় ভারত সরকারের কাছে গৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ জানালেন, ১৮৬৬ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার জমি সংগ্রহের জন্যে ৮১৬৬০ টাকা এবং গৃহ নির্মাণের জন্যে ১,৭০,৫৬১ টাকা অনুদান মঞ্জুর করেন। ছ বছর ধরে নির্মাণ কাজ চলার পর শেষ পর্যন্ত ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে মোট ৪,৩৪,৬১৭ টাকায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেনেট হাউস নামে সৌধ নির্মাণের কাজ শেষ হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মের প্রায় ষোল বছর পরে ১৮৭৩ সালের ১২ই মার্চ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন (Convocation) উৎসব উপলক্ষে সেনেট হাউজে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহে প্রবেশ পর্ব সম্পন্ন হয়। সেনেট হাউজ নামে এই মনোরম এবং মনে অশেষ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম উদ্রেক কারী অপরূপ অট্টালিকাটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা কলকাতা শহরের এক গৌরবের বস্তু ছিল। যাঁরা সেই সেনেট হাউজ স্বচক্ষে দেখেননি তাঁদের পক্ষে সে গৌরব সম্যক উপলব্ধি করা কঠিন।

বম্বে, মাদ্রাজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও তুলনামূলক ভাবে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সীমানা অপর দুটি বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা অনেক বেশী এবং বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বস্তুতঃ মাদ্রাজ ও বম্বে প্রেসিডেন্সী ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এফিলিয়েশনের মধ্যে ছিল। এক সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা পূর্বে তৎকালীন আসাম ও ব্রহ্মদেশ থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত এবং দক্ষিণে সিংহল (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত (recognised) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংখ্যা এবং সেখানে পাঠরত ছাত্র সংখ্যা অন্য বিশ্ববিদ্যালয় দুটি অপেক্ষা সব সময়েই অনেক বেশী ছিল। কালক্রমে ধীরে ধীরে নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হতে থাকায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তৃতি হ্রাস পেতে থাকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি হয়েছে তার মধ্যে সর্বপ্রথমে উৎপত্তি হয়েছে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে (অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং তারপরে এলাহাবাদে ১৮৮৭ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের। অতঃপর আরও বহু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেবর থেকে। তবু এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যা-লয় থেকে গেছে চিরদিন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যে আইনের ভিত্তিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়েছিল সেই আইনের বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কাজ ছিল পরীক্ষা গ্রহণ। সে সময়ে পঠন পাঠন অথবা গবেষণার আয়োজন বা পরিচালনার কোন

ব্যবস্থা করার সুযোগ বা ক্ষমতা ছিল না বিশ্ববিদ্যালয়ের।

বিশ্ববিদ্যালয় তখন পরীক্ষা গ্রহণের একটা যন্ত্র বিশেষ অথবা প্রতিষ্ঠান মাত্র ছিল। শিক্ষা সম্পর্কীয় অন্য কোন কাজে করার উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল না। এই অবস্থা এবং ব্যবস্থা অনেকেরই মনঃপূত ছিল না। অবশেষে ১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন (Indian Universities Act) নামে আইন পাশ হবার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পঠন পাঠন এবং গবেষণার আয়োজনাদি করার আর আইন গত বাধা ছিল না। কিন্তু এদিকে পদক্ষেপ করতে হলে যেমন অর্থের প্রয়োজন তেমনি আবার দৃঢ় হাতে হাল ধরার জন্য অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, নিরলস, অসম-সাহসী এবং বিচক্ষণ কর্ণধারও প্রয়োজন। সুখের বিষয় এই প্রয়োজনের তাগিদ মেটাবার জন্য সে সময়ে পাওয়া গেল আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মশায়কে।

নূতন আইন পাশ হবার পর ১৯০৪ সালে দুবছরের জন্যে প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর বা উপাচার্য নিযুক্ত হলেন স্যার আলেকজেণ্ডার পেডলার, ইতিপূর্বে এক সময়ে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ এবং বঙ্গদেশের শিক্ষা নিয়ামক (Director of Public Instruction) ছিলেন। ১৯০৩ সালে তিনি ভারতীয় আইন সভার (Imperial Legislative Council) সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন আইনের ভিত্তিতে নূতন বিধি নিয়মাদি প্রণয়ন করতে করতে এবং সে সব শেষ হবার আগেই তাঁর কার্যকাল শেষ হয়ে গেল। অতঃপর এলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ১৯০৬ সালের ০১শে মার্চ তারিখে, কাজেই উপাচার্যের পদ গ্রহণের পর আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়কে মাত্র পরীক্ষা গ্রহণের একটা প্রতিষ্ঠান থেকে পরিবর্তন করে শিক্ষাদানের ও গবেষণা পরিচালনের জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন পর্বশেষে ১৯০৯ সালে ঐ কলেজের কাজ কর্ম শুরু হল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষা দানের আবশ্যক ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ কর্ম ও দফায় দফায় এগিয়ে চলল। তৎকালীন কলেজের অধ্যাপকদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অধ্যাপক বা রীডারের সহযোগ ও সমন্বয় সাধন করে এম, এ পাঠরত ছাত্রদের শিক্ষার সুবিধান ও সুযোগের জন্যে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা নেওয়া হল, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপনার চেয়ার অর্থাৎ বিশিষ্ট অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করে ঐ সকল পদে দেশবিদেশের খ্যাতিমান পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়োগ করাও শুরু হল।

ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত এবং ভারতের তদানীন্তন বড়লাট গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টোর নামানুসারে চিহ্নিত অর্থনীতি বিষয়ের মিণ্টো প্রফেসারের পদ সৃষ্টির পর ১৯০৯ সালে অধ্যাপক মনোহর লাল ঐ পদে নিযুক্ত হলেন। দর্শন শাস্ত্রে পঞ্চম জর্জ নামীয় অধ্যাপকের পদের সৃষ্টি হয়ে ঐ পদে ১৯১৩ সালে অধ্যাপক ব্রজেন্দ্র নাথ শীল নিযুক্ত হলেন। ১৯১৩ সালে অধ্যাপক ভবানীউ এইচ ইয়ং নিযুক্ত হলেন উন্নতর গণিতের হার্ডিঞ্জ প্রফেসরের পদে। ঐ বছরেই অধ্যাপক জি, থিবো (Professor G. Thibaut) নিযুক্ত হলেন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির কারমাইকেল প্রফেসর পদে। বিশিষ্ট ব্যবহারজীবি এবং দাতা রাসবিহারী ঘোষের বদান্যতায় ১৯১৪ সালে তাঁর নামে স্থাপিত ফলিত গণিতের রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপকের পদে বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ গণেশ প্রসাদ, রসায়নবিদ্যার অধ্যাপকের পদে অধ্যাপক প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, পদার্থ বিদ্যার প্রফেসর পদে দেবেন্দ্রমোহন বোস এবং উদ্ভিদ বিদ্যার প্রফেসর পদে অধ্যাপক এস, পি' আবার করা নিযুক্ত হলেন। অপর এক বিখ্যাত আইনজীবি এবং দাতা তারকনাথ পালিতের অর্থানুকূল্যে সৃষ্ট 'রসায়ন-বিদ্যার পালিত প্রফেসর পদে অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট-রমণ ১৯১৭ সালেই নিযুক্ত হন। আশুতোষ উপাচার্য থাকার কালে এবং পরবর্তীকালেও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আরও অনেক চেয়ার অর্থাৎ বিশিষ্ট অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয় এবং ঐ সব পদে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেরা নিযুক্ত হয়েছেন। এছাড়া ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বসময়ের 'জন্য অনেক

অধ্যাপক রাঁডার এবং লেকচারার নিযুক্ত হলেন। তারকনাথ পালিত এবং রাসবিহারী ঘোষের দানের প্রেরণাকে অবলম্বন করে বহু প্রয়াসে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যার কলেজ (University College of Science and Technology) গড়ে তুললেন। অতঃপর ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলা ও বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীভূত হল। ১৯১৪ সালে আশুতোষ উপাচার্যের পদ ত্যাগ করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব অটুট ছিল।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯০৬ সালে যখন প্রথম দফায় উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন তখন সেনেট হাউজই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একমাত্র ভবন ছিল। দ্বারভাঙার মহারাজ সার রামেশ্বর সিংহের কাছ থেকে আড়াই লক্ষ টাকা দান সংগ্রহ করে তিনি দ্বারভাঙা ভবন নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেন। অবশ্য ভারত সরকারের কাছ থেকে দুলক্ষ টাকা অনুদান নিয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে আরও দুলক্ষ টাকা খরচ করে এই ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। সে সময়ে সেনেট হাউজের কক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির স্থান সঙ্কুলান হচ্ছিল না, সেই জন্য এই দ্বারভাঙা লাইব্রেরী ভবন নির্মিত হলে সেখানে লাইব্রেরী স্থানান্তরিত হয়। এবং এই ভবনে রেজিস্ট্রারের কার্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজকে স্থান দেওয়া হয়। আপার সার্কুলার রোডে (বর্তমানে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোড) এবং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে বিজ্ঞান কলেজের ভবনে বিশ্ব-বিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হয়। স্মরণ থাকতে পারে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৮৮৯ সালে সেনেটের সদস্য নিযুক্ত হন। শীঘ্রই তিনি সিণ্ডিকেটেরও সদস্য নিযুক্ত হলেন। তদবধি তিনি নিরলসভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং এদেশের শিক্ষাবিষয়ক কাজকর্মে সর্বদা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন। দেশের স্বার্থের পরিপন্থী অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা ও কাজের সংকোচ সাধনের সকল রকম সরকারী উদ্যোগ এবং প্রয়াসের তিনি সর্বদা তীব্র, প্রচণ্ড এবং বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করে এসেছেন। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে এবং বাইরে যেমন তাঁর প্রবল প্রতিপক্ষ হয়েছিল তেমনি আবার তাঁর যে এক তেজোদীপ্ত এবং পুরুষত্ব ব্যঞ্জক ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল শত্রু মিত্র কারও পক্ষে তাকে সহজে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সক্রিয় সম্বন্ধ থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিষয় ছিল তাঁর নখদর্পণে। তাছাড়া তাঁর ছিল অসাধারণ দূরদর্শিতা আর বাস্তবসম্মত আদর্শ-বাদ। আর নিজের আদর্শমত প্রতিষ্ঠানাদি গড়ে তোলার অদ্ভুত ক্ষমতা ও দক্ষতা। এই সকল কারণে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৯২৪ সাল) তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে নিযুক্ত থাকুন আর নাই থাকুন সব সময়ই তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান পুরুষ এবং বিশেষ জ্ঞাত। ১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হবার পর থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত এমনকি তার পরবর্তী কালেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যায় নবরূপে গড়ে উঠে দেশবিদেশে জাক জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে তার মূলে ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এ কথা প্রবাদ বাক্যের মত সর্বজন স্বীকৃত।

১৯২৪ সালে ২৫শে মে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯০৫ সালে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজে আমার যোগদান পর্যন্ত প্রায় এগারো বৎসর কালের মধ্যে আরও পাঁচজন দেশী ও বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি কাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত মোট ত্রিশ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেছেন। তাঁদের মধ্যে মাত্র ৬জন ছিলেন ভারতীয় আর অবশিষ্ট ২২জনই ছিলেন বিদেশী, ১৯১৪ সালে স্যার আশুতোষের উপাচার্যের পদত্যাগের পর এবং ১৯২১ সালে পুনরায় ঐ পদ গ্রহণের মধ্যবর্তী কালে তিনজন আশুতোষের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। এঁরা হলেন বিখ্যাত সলিসিটর ডক্টর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী (২১শে মার্চ ১৯১৪

থেকে ৩০শে মার্চ ১৯১৮) কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার ল্যান্সলট সান্ডারসন (Sir Lancelot Sanderson) ৩১শে মার্চ ১৯১৮ থেকে ৩০শে মার্চ ১৯১৯ এবং দেশবিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার নীলরতন সরকার (৩১শে মার্চ ১৯১৯ থেকে ৩রা এপ্রিল ১৯২১)। ১৯২৩ সালে আশুতোষ উপাচার্যের পদত্যাগের পর এবং আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেবার সময় (১৯৩৫) পর্যন্ত নিম্নে দুজন উপাচার্যের মধ্যে দুজন ছিলেন ইউরোপীয় এবং বাকী চারজন ভারতীয়। ইউরোপীয় দুজন হলেন হাইকোর্টের বিচারপতি সার উইলিয়ম ইউয়ার্ট গ্রীভস (Justice William Ewart Greaves) (৮ই আগস্ট ১৯২৩ থেকে ৭ই আগস্ট ১৯২৬) এবং স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেন্ড ডক্টর উইলিয়ম স্পেন্স আরকুহার্ট (Rev. Dr. William Spece Urquhart) (৮ই আগস্ট ১৯২৮ থেকে ৭ই আগস্ট ১৯—) আর ভারতীয় চারজন হলেন বিভিন্ন সময়ে নানা উচ্চপদের অধিকারী ভূপেন্দ্র নাথ বসু, ঐতিহাসিক এবং অধ্যাপক যদুনাথ সরকার। ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের চীফ মেডিকেল অফিসার ডাক্তার হাসান সার ওয়ার্দি এবং আশুতোষের পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১৯৩৫ সালের সমকালে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিবেশ এবং আবহাওয়ার অবস্থা এবং তার কারণ বুঝতে হলে এই সকল তথ্য সম্বন্ধে বিশেষতঃ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাথে সার আশুতোষের দীর্ঘ এবং ঘনিষ্ঠ সংযোগ সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার। তাই একালে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সব পূর্ব কথার উল্লেখ করা হল।

পূর্বে বলা হয়েছে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বে মাত্র একজন ভারতীয় অর্থাৎ বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আর সকলেই ছিলেন ইউরোপীয়। সেনেটের সদস্যদের মধ্যে ইউরোপীয়দেরই প্রাধান্য ছিল। আবার আগেকার দিনে শিক্ষিত উচ্চপদধারী বাঙালীদের অনেকেই ছিলেন সাহেবী ভাবাপন্ন। কিন্তু আশুতোষ ছিলেন পোষাকে আশাকে আচার আচরণে খাঁটি বাঙালী, লোনা যায় গ্রীষ্মকালে আশুতোষ বাড়ীতে সাধারণতঃ খালি গায়ে থাকতেন। একবার কোন বড়লাট বা ছোটলাট সাহেব আশুতোষের বাড়ীতে তাঁর সাথে দেখা করতে এলে তিনি নাকি তাঁর নিজস্ব অভ্যাস মত খালি গায়েই দেখা করেছিলেন তাঁর সাথে। আবার কোন দেশীয় রাজার দরবারে নিমন্ত্রিত হয়ে মাথায় কোন শিরস্ত্রাণ না থাকায় দরবারে তাঁর প্রবেশের বাধার সৃষ্টি হলে তিনি সেখানে উপস্থিত না হয়ে ফিরে আসেন। তখন তাঁকে বিনা শিরস্ত্রাণে উপস্থিত হবার জন্য পুনরায় অনুরোধ আসায় তিনি বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা উড়িয়ে বিনা শিরস্ত্রাণে সদর্পে সেখানে প্রবেশ করেন। কাজেই মনে প্রাণে বাঙালী আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় সাহেবিয়ানার এবং কৃত্রিম আচরণের অনুপ্রবেশকে প্রতিহত করে এক ঘরোয়া অন্তরঙ্গতার পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন সেখানে।

সাহিত্যিকা ২৯৬।৮১-

# GOVERNMENT OF WEST BENGAL

EDUCATION DEPARTMENT

S. E. BRANCH.

No. 61-Edn (SE)
5L-71/81

Dated, Calcutta, the 10th February, 1982

## NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by section 23, read with clauses (e) and (f) of sub-section (1) of section 4 of the West Bengal Public Libraries Act, 1979 (West Bengal Act XXXIX of 1979 ), the Governor is pleased hereby to make the following rules :—

The West Bengal Public Libraries (conduct of Election to the State Library Council) Rules, 1982.

## CHAPTER – I

### Preliminary

1. **Short title** : These rules may be called the West Bengal Public Libraries (Conduct of Election to the State Library Council) Rules, 1982.

2. **Definitions** : In these rules, unless the context otherwise requires :—

(1) "the Act" means the West Bengal Public Libraries Act, 1979 (West Bengal Act XXXIX of 1979) ;

(2) "ballot box" includes any box, bag or other receptacle used for the insertion of ballot paper by voters ;

(3) "ballot paper" means a ballot paper in Form III ;

(4) "District Library Officer" means the District Library Officer referred to in sub-section (1) of section 16 ;

(5) "District Magistrate" means the District Magistrate of a district, and includes a Deputy Commissioner discharging the functions of a District Magistrate ;

(6) "District Social Education Officer" means a District Social Officer of the Education Department of the Govt. of West Bengal;

(7) "election" means an election under these rules of the representative referred to in clause (e), or the persons referred to in clause (f) of sub-section (1) of section 4;

(8) "election agent" means a person appointed by a candidate at an election to be his election agent;

(9) "elector" in relation to an election by an electoral college means any person whose name is entered in the electoral roll of that electoral college for the time being inforce;

(10) "electoral college" means,—

(a) in relation to an election of the representative referred to in clause (e) of sub-section (1) of section 4, the electoral college consisting of the employees of the libraries coming under the perview of the Act, and

(b) in relation to an election of the persons referred to in clause (f) of sub-section (1) of section 4, the electoral college consisting of the members of the Local Library Authorities;

(11) "electoral roll" means,--

(a) in relation to an election of the representative referred to in clause (e) of sub-section (1) of section 4, the list of employees of the libraries coming under the perview of the Act and certified by the District Library Officer or the District Social Education Officer of the District concerned to be authentic, and

(b) in relation to an election of the persons referred to in clause (f) sub-section (1) of section 4, the list of members of the Local Library Authorities certified by the District Library Officer or the District Social Education officer of the district concerned to be authentic ;

(12) "Form" means a Form appened to these rules, and includes a translation thereof in such language or languages as the State Government may direct ;

(13) "marked copy of the electoral roll' means the copy of the electoral roll set apart for the purpose of marking the names of electors to whom ballot papers are issued at an election ;

(14) "polling agent" means a person appointed by a contesting candidate or his election agent to act as polling agent of such candidate at the polling station;

(15) "Polling Officer" means a person appointed by the Returning Officer as such ;

(16) "Polling station" means the place fixed by the Returning Officer for taking the poll for on election;

(17) "Presiding Officer" means person appointed by the Returning Officer as such, and includes any Polling Officer performing any of the function of a Presiding Officer under these rules ;

(18) "Returning Officer" means the Director, and includes any person discharging the function of the Director;

(19) "section" means a section of the Act ;

(20) words and expressings used in these rules but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

## CHAPTER—II

### General Provision

**3. Conduct of election** : (1) All elections and the matters relating thereto shall be conducted by the Returning Officer in the manner provided in these rules. The Returning Officer may appoint such person or persons to assist him in the performance of his functions as he may consider necessary.

(2) The Returning Officer and the person or persons referred to in sub-rule (1) shall be entitled to such allowances as the State Govt. may determine

**4. Date for preparation of electoral roll :** Every electoral roll for an election shall be prepared with reference to a date to be fixed by the State Government in this behalf and shall contain the names of such employees of the libraries coming under the perview of the Act or such members of the Local Library Authorities as are, on that date, eligible for inclusion in the said roll, and different dates may be fixed for different electoral rolls.

**5. Fixing of date for election :** The Returning Officer shall fix a date for holding an election within such time as may be specified by the State Government.

**6. Fixing of dates for nominations, etc. :** (1) The Returning Officer shall fix —

(i) a date on or before which nominations for an election are to be made,

(ii) a further date, not later than the seventh day after the first mentioned date, for the scrutiny of nominations, and

(iii) a further date, not later than the date next following the date fixed for the scrutiny of nominations, on or before which candidature may be withdrawn.

(2) The date fixed under rule 8 and sub-rule (1) of this rule shall be announced by the Returning Officer by publication of notices thereof in his office and the offices of the District Social Education Officers and in such other places as he may consider necessary.

**7. Nomination of candidates for election :** Any elector may be nominated as a candidate for election to the State Library Council,

**8. Presentation of nomination paper and requirements for a valid nomination :** (1) On or before the date fixed under clause (i) of sub-rule (1) of rule 6, a candidate shall deliver or cause to be delivered to the Returning Officer a nomination paper completed in Form I between the hours of eleven O'clock in the forenoon and three O'clock in the afternoon :

Provided that no nomination paper shall be delivered to the Returning Officer on a day which is a public holiday.

(2) Every nomination paper shall be signed by the candidate and by an elector as proposer and another elector as seconder, both of whom must belong to the same electoral college to which the candidate belongs.

(3) An elector may sign as proposer or seconder only one nomination paper. If he signs as proposer or seconder more than one nomination paper, all the nomination papers so signed by him shall be deemed to be invalid.

**9. Notice of nominations and time and place for their scrutiny :** The Returning Officer shall announce the date or dates of receipt of nomination papers by him and the time and place of their scrutiny by publication of notices in his office.

**10. Scrutiny of nominations :** (1) On the date fixed under clause (ii) of sub rule (i) of rule 6, the Returning Officer shall scrutinies the nomination papers in the presence of the candidates or other persons duly authorised in writing by the candidates and publish in his office a list of candidates whose nominations are found to be valid.

(2) The Returning Officer shall not reject any nomination paper on the ground of minor errors or spelling mistakes or any defect which is not of a substantial character. The decision of the Returning Officer as to the validity of a nomination paper shall be final.

**11. Withdrawal of candidature :** (1) Any candidate whose name appears in the

list published under rule 10 may withdraw his candidature by a notice in writing in Form II signed by him and delivered to the Returning Officer between the hours of eleven O'clock in the forenoon and three O'clock in the afternoon on or before the date fixed under clause (iii) of sub rule (1) of rule 6.

(2) On the day next following the date for the withdrawal of candidatures fixed under clause (iii) of sub-rule (1) of rule 6, the Returning Officer shall publish a list of names of contesting candidates in alphabetical order, if a poll has to be taken.

(3) No person who has given a notice of withdrawal of his candidature shall be allowed to contest the election, if the Returning Officer is satisfied as to the genuineness of such notice of withdrawal.

## CHAPTER III

### Conduct of Election.

12. **Candidates when to be declared elected without a poll :** If the number of contesting candidates is equal to or less the number of seats to be filled, the Returning Officer shall forthwith declare all such candidates to be elected.

13. **Poll when to be taken :** If the number of contesting candidates is more than the number of seats to be filled, a poll shall be taken.

14. **Declaration of results :** After the poll is taken, the Returning Officer shall, upon the completion of counting of votes under his supervision and direction, forthwith declare the result of the election stating specifically the persons who are elected.

15. **Report by Returning Officer :** If there is no contesting candidate or if the number of such candidates is lead than the number of seats to be filled, a report to that effect shall be sent by the Returning Officer to the State Government for necessary action.

## CHAPTER-IV

### Postal Ballot

16. **Persons entitled to vote by post :** An elector subjected to preventive detention shall be entitled to vote by post.

17. **Electors under Preventive detention :** The Returning Officer shall send a copy of the electoral roll to the State Government as soon as it is ready. The State Government

shall then ascertain and intimate to the returning Officer the names of the electors, if any, subjected to preventive detention together with the particulars about their places of detention and their electoral roll numbers.

18. **Issue of the ballot paper by post** : The Returning Officer shall, upon receipt of intimation, send by post under certificate of posting to the elector referred to in rule 16, through the Superintendent of the jail in which he is under detention, a ballot paper together with—

(a) a declaration in Form IIIA

(b) a cover in Form IIIB

(c) a large cover addressed to the Returning Officer in Form IIIC, and

(d) a letter of intimation in Form IV.

19. **Record of postal ballot paper issued** : The Returning Officer shall —

(i) keep a record of each postal ballot paper issued, and

(ii) ensure that an elector to whom a ballot paper is issued is not allowed to vote at a polling station.

20. **Recording of vote** : An elector who has received a ballot paper by post and desires to vote shall—

(i) record his vote on the ballot paper in accordance with the instructions contained therein and then enclose it in Form IIIB,

(ii) sign the declaration in Form IIIA in the presence of, and have the signature attested by, the Superintendent of the jail in which he is under detention.

21. **Re-issue of ballot paper** ; (1) when a ballot paper and other papers sent under rule 18 are for any reason returned undelivered, the Returning Officer may re-issue them by post under certificate of posting or deliver them or cause them to be delivered to the elector in such manner as the Returning Officer thinks fit.

(2) If an elector has inadvertently dealt with the ballot paper or any of the other papers sent to him under rule 18 in such manner that they cannot conveniently be used, a second set of the papers shall be issued to him after he has returned the spoilt papers and satisfied the Returning Officer of the inadvertence.

(3) The Returning Officer shall cancel the spoilt papers so returned and

keep them in a separate packet after noting thereon the particulars of the election and the serial numbers of the cancelled ballot papers.

22. **Return of ballot paper** : (1) After an elector has recorded his vote under rule 20, he shall returning the ballot paper and the declaration in Form IIIA to the Returning Officer in the large cover in Form IIIC so as to reach the Returning Officer before ten O' clock in the forenoon on the date fixed for the poll.

(2) If any cover containing a postal ballot paper is received by the Returning Officer after the expiry of the time specified in sub-rule (1), he shall note thereon the date and time of its receipt and shall keep all such covers together in a separate packet.

(3) The Returning Officer shall keep in safe custody until the commencement of the counting of votes all covers containing postal ballot papers received by him.

## CHAPTER—V

### Voting

23. **Selection and notification of polling station** : The Returning Officer shall select a room or rooms within the permission of the State Library Council as polling stations and publish in his office and also at the office of the District Library Officer, District Social Education Officers the list showing the polling stations so selected and the polling areas to which they relate.

24. **Voting by ballot** : (1) When a poll is required to be taken, votes shall be given by ballot.

(2) For voting by electors under preventive detention, the procedure laid down in rules 16 to 22 in chapter IV shall apply.

25. **Ballot paper** : The names of the candidates on the ballot paper shall be arranged in the same order in which they apper in the list of contesting candidates :

provided that if two or more candidates bear the same name, they shall be distinguished by the addition of their occupation or residence or in some other manner.

26. **Arrangements at polling station** : (1 The Returning Officer shall provide at the polling station a sufficient number of ballot boxes, copies of the relevent part of the electoral roll, ballot papers and articles, necessary for electors to mark the ballot papers.

(2) The Presiding Officer shall display prominently at his polling station—

(i) a list of contesting candidates, arranged in alphabetical order, and

(ii) a notice specifying the polling area the electors of which are entitled to vote at the polling station.

27. **Voting to be in person :** No person other than the electors himself shall be entitled to vote at any election where a pole is taken.

28. **Issue of ballot paper :** After an elector has entered the polling station, the Presiding Officer or the Polling Officer shall ask the name of the elector and locate it in the electoral roll and Issue a ballot paper to him after the elector has put his signature against his name in the marked copy of the electoral roll in token of the receipt of the ballot paper. The serial number of the ballot paper so issued shall then be recorded in the marked copy of the electoral roll.

29. **Dispute regarding identity :** In the case of any dispute regarding the identity of an elector, the Presiding Officer shall hold a summary inquiry on the spot and decide the dispute immediately and the decision of the Presiding Officer shall be final.

30. **Arrangement of ballot boxes :** A common ballot box for all the contesting candidates shall be placed at the polling station in front of the Presiding Officer and the polling agents, if any of them are present, to receive the ballot paper. There shall be a screened compartment within the polling station so that the elector can secretly mark his vote on the ballot paper. After recording a cross (X) mark on the ballot paper against the name of the candidates where more candidates than one are to be elected for whom the elector desires to vote, the elector shall fold the ballot paper and come out of the screened compartment. He shall show the Presiding Officer the latter's signature, affixed on the reverse of the ballot paper, before inserting the folded ballot paper into the ballot box.

31. **Persons not entitled to vote :** No person whose name is not included in the electoral roll or who is in prison or in the lawful custody of the police shall be entitled to vote :

Provided that nothing in this rule shall apply to a person subjected to preventive detention.

32. **An elector to have one vote for each candidate :** An elector shall have as many votes as there are seats to be filled but shall not have the right to record more than one vote in favour of one candidate.

33. **Presiding Officer to sign on the reverse side of the ballot paper :** Every ballot

paper shall be signed on the reverse by the Presiding Officer at the polling station before the same is handed over to an elector. On receipt of the ballot paper, every elector shall, if he desires to vote, record his vote thereon.

34. **Prohibition of canvassing** : No canvassing on the date of poll within one hundred and fifty metres of the polling station shall be allowed If the use of a megaphone or a loudspeaker interfered with the work of the polling station, the Presiding Officer shall take steps to stop such use. If any person misconducts himself or fails to obey any lawful direction of the Presiding Officer during the poll, he may be removed from the polling station by the Presiding Officer.

35. **Admission to polling station** : No person other than the following shall have access to the polling station :—

(1) Presiding Officer and Polling Officer ;

(2) Candidates ;

(3) One polling agent of each candidate at a time ;

(4) public servants on duty in connection with the election ;

(5) A person accompanying an elector who cannot move without help;

(6) Persons authorised by the sub-divisional officer or the District Magistrate ;

(7) Such other persons as the Presiding Officer may, from time to time, admit for the purpose of identifying electors or otherwise assisting him in taking the poll.

36 **Absence of Presiding Officer** : If the presiding Officer is absent from the polling station when the poll is to commence, the Polling Officer shall act as the Presiding Officer and exercise all the powers and perform all the duties of the Presiding Officer in conducting the poll.

37. **Absence of Polling Officer** : If the Polling Officer is absent from the polling station, the Presiding Officer shall appoint a person, who is not an active supporter or active opponent of any of the candidates, to be a polling officer in his place.

38. **Hours of poll** : The hours of poll shall be from ten O'clock in the forenoon till three O'clock in the afternoon. The Presiding Officer shall allow the ballot box to be inspected by the candidates is polling agents present, if any, before it is put into use.

39. **Adjournment of poll in emergencies** : (1) if at an election the proceedings at

any polling station are interrupted or obstructed by any riot or open violence, or if at an election it is not possible to take the poll at any polling station on account of any natural calamity or any other sufficient cause, the Presiding Officer shall announce an adjournment of the poll to a date to be notified later.

(2) When the poll is so adjourned by a Presiding Officer, he shall forthwith inform the Returning Officer of such adjournment.

40. **Appointment of another date for poll** ; Whenever a poll is adjourned under rule 39, the Returning Officer shall appoint a date on which the poll shall recommence, and fix the polling station at which the poll shall be taken, and shall not count the votes cast at such election until such adjourned poll shall have been completed and the ballot boxes shall have reached him.

41. **Provisions to apply to fresh poll** : The provisions of this chapter shall apply to every such fresh poll as they apply to the original poll subject to any direction issued by the State Government in this behalf.

42. **Spoilt and returned ballot paper** : (1) An elector who has inadvertently dealt with his ballot paper in such manner that it cannot be conveniently used as a ballot paper may, on returning it to the Presiding Officer and on satisfying him of the inadvertence, be given another ballot paper, and the ballot paper so returned shall be marked "Spoilt Cancelled" by the Presiding Officer.

(2) If an elector after obtaining a ballot paper decides not to use it, he shall return it to the Presiding Officer, and the ballot paper so returned shall be marked as "Returned Cancelled" by the Presiding Officer.

(3) All ballot papers cancelled under sub-rule (1) or sub-rule (2) shall be kept in a separate packet.

43. **Preparation of ballot boxes for poll** : (1) Every ballot box to be used at a polling station shall be secured and sealed in such manner that the slit for the insertion of ballot paper thereinto remains open and that after the box has been closed it is not possible to open it without breaking the seal.

(2) The ballot box shall bear labels, both inside and outside, marked with the names of the polling area and the polling station and the date of poll.

44. **Sealing of ballot boxes after poll** : The Presiding Officer shall as soon as practicable after the closing of the poll, or close the slit of the ballot box, and where the box does not contain any mechanical device for closing the slit, he shall seal up the slit and also allow, if so desired by any candidate or his polling agent present, to affix his seal.

45. **Ballot paper account** : The Presiding Officer shall, at the close of the poll, prepare a ballot paper account in Form V and enclose it in a separate cover with the superscription "Ballot paper Account".

46. **Sealing of other packets** : (1) The Presiding Officer shall then make into separate packets—

(a) the marked copy of the electoral roll ;

(b) the unused ballot papers ;

(c) the cancelled ballot papers ; and

(d) any other papers directed by the State Government or the Returning Officer to be kept in a sealed packet.

(2) Each such packet shall be sealed with the seals of the Presiding Officer and with the seals of the candidates or their Polling agents present who may be present at the polling station and may desire to affix their seals thereon.

47. **Transmission of ballot boxes, etc. to the District Library Officer, Calcutta** :

(1) The Presiding Officer shall then deliver or cause to be delivered to the District Library Officer, Calcutta, at such places as the Returning Officer may direct—

(i) the used and unused ballot boxes ;

(ii) the ballot paper account ;

(iii) the sealed packets referred to in rule 46 ; and

(iv) all other papers used at the poll.

(2) The Returning Officer shall make adequate arrangements for the safe transport of all ballot boxes, packets and other papers and for their safe custody until the commencement of the counting of votes and shall issue necessary instructions to the District Library Officer, Calcutta, for collection of the ballot boxes, packets and other papers and there transmission to him.

48. **Time and place for counting of votes** : The Returning Officer shall, at least one week before the date fixed for the poll, appoint a place where, the counting of votes shall be done and the date and time at which counting will commence and shall give notice of the same in writing to each candidate or his election agent. He shall also publish the notice in his office.

## CHAPTER VI

### Counting of votes and declaration of results.

49. **Right of candidates and authorised agents to be present of the counting :** Each candidate or his authorised agent shall have the right to be present at the counting.

50. **Opening of ballot boxes and scrutiny of ballot papers :**

(1) On the date and at the time and place referred to in rule 48 the Returning Officer shall open before the contesting candidates, if they are present, the used and sealed ballot boxes and all envelopes containing ballot papers received by post from electors under preventive detention, and after scrutiny separate the ballot papers which he considers valid from those he considers invalid.

(2) No cover in Form IIIC received by the Returning Officer after the expiry of the time fixed in that behalf shall be opened and no vote contained in such cover shall be counted.

(3) The Returning Officer shall count or cause to be counted the valid votes given to each candidate and shall record the total thereof.

51. **Rejection of ballot paper :** (1) A ballot paper shall be invalid and shall be rejected if—

(a) it is not duly marked ; or

(b) it contains no record of voting ; or

(c) more than one mark is placed on it against any candidate's name ; or

(d) the number of votes recorded there in exceeds the number of seats to be filled ; or

(e) the mark is so placed as to render it doubtful as to which candidate the vote has been given ; or

(f) any mark is made by which the elector's identity may afterwards be disclosed ;

Provided that when an elector has more than one vote, only such vote, and not the ballot paper, as suffers from any defect referred to in clause (a) or clause (c) or clause (e) shall be invalid.

(2) The decision of the Returning Officer as to the validity of a vote or a ballot paper shall be final.

(3) The Returning Officer shall endorse on every ballot paper or vote, as the case may be, which he considers invalid the word "rejected" and the grounds of rejection.

52. **Counting of votes to be a continuous process** : The Returning Officer shall, as far as practicable, proceed with the counting continuously.

53. **Declaration of result of election** : (1) When the counting of votes has been completed, the Returning Officer shall forthwith declare the results of election. When two or more candidates receive an equal number of votes and they cannot all be declared elected, the final selection shall be made by the Returning Officer by lot in such manner as he may think fit.

(2) The Returning Officer shall then seal up in separate packets the valid and the invalid ballot papers, as well as the unopened covers rejected on grounds of not being received before the time referred to in sub-rule (1) of rule 22 and mark each packet with the description of its content, the name of electoral college and the date of election.

54. **Grant of certificate of election to returned candidates** : Upon completion of counting the Returning Officer shall—

(i) prepare and certify a return in Form VI ; and

(ii) permit any candidate to take a copy of or extract from the return.

55. **Report of result of election** : The Returning Officer shall without delay report the result of election to the Secretary to the Government of West Bengal in the Education Department or to such other officer as the State Government may direct.

56. **Transmission of return in Form VI and other papers relating to election** : The Returning Officer shall. after reporting the result of election under ruls 55, forward the return referred to in clause (1) of rule 54, and all other papers referred to in rules 45, 46 and sub rule (2) of rule 53 to the Secretary to the Government of West Bengal in the Education Department for custody.

57. **Preservation of the pepers relating to election** : (1) The papers referred to in rule 56 shall be preserved for a period of two years.

(2) While in the custody of the Secretary to the Government of West Bengal in the Education Department, ballot papers, whether counted or rejected, shall not be opened and their contents shall not be inspected or produced for inspection.

FORM—I

( See rule 8 )

**STATE LIBRARY COUNCIL**

Election by the electoral body constituted of.....under clause (e)/(f) of sub-section (i) of section 4.

Nomination paper

1. (a) Name of the Candidate :

   (b) Address :

   (c) Number of the candidate in the electoral roll of the electoral body :

2. (a) Name of the proposer :

   (b) Address :

   (c) Number of the proposer in the electoral roll of the electoral body :

   Signature of the proposer :

3. (a) Name of the seconder :

   (b) Address :

   (c) Number of the seconder in the electoral roll of the electoral body :

   Signature of the seconder :

Declaration of the candidate

I hereby delcare that I agree to this nomination.

Date.....  Signature of the candidate

---

N.B. : (1) This nomination paper will not be valid unless it is delivered to the Returning Officer at his office before 3 P.M. on..... .....19.

(2) *Here insert the name of the electoral body.

---

( To be filled in by the Returning Officer )

Certificate of Delivery

Serial No.

The nomination paper in respect of ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...was delivered to me at my office at ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

section 4 do give you the notice that I hereby withdraw my candidature.

Date this... ... ... day of... ... ... .... 19

( Signature of the Candidate )

Designation . ... .... ... ... ... .... ... ...

This notice of withdrawal was delivered to me at my office at ( date and hour ) ... ... ... ... ... ... .... on the ... ... .... ... ... ... ... ... by the candidate/authorised election agent.

* strike out which is not applicable.

.....

Returning Officer

---

FORM—III

( See rule 2 (3)

STATE LIBRARY COUNCIL

Form of ballot paper

Serial number of ballot paper ... ...

Electoral body... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Polling station .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

| Names of contesting candidates | Mark of voting |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

( Reverse of Form III )

Instructions

(1) The number of candidates for whom the elector may vote is .. ... ... ... ... ...

(2) Not more than one vote may be given to a candidate.

4. Shri Subhash Biswas
   Librarian,
   Central Secretariat Library,
   New Delhi

5. Professor K. A. Issac
   Head of the Library Science Department,
   University of Kerala,
   Trivandrum-695 034

6. Shri T V.R. Murthy
   University of Hyderabad Library,
   Central University,
   Hyderabad-500 134

7. Shri T. S. Rajagopalan
   President,
   Indian Library Association,
   A/40-41, Flat No. 201,
   Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar,
   Delhi-110 009

8. The Director,
   INSDOC/Scientist-in-charge Training Division,
   Satsang Vihar Marg,
   Special Institutional Area,
   Delhi

**APPENDIX III**

**Format for Evaluation by Self, Peer and Reviewing Officer**

Year.... ... ... ... ... ...

1. (a) Name ( in full BLOCK LETTERS )... ... ... ... ...
   (b) Designation... ... ... ... ... ...
   (c) Date of birth.... ... ... ...
   (d) Department/Branch/Section.... ... ...
   (e) Date of joining this Institution's service... ... ...

(f) Present post held since

(g) Scale of pay & basic pay.... ... --

(h) Whether permanent/temporary/ad-hoc...

(i) Leave enjoyed during the year (total )....

2. Qualifications

(a) Academic Year University/Institution

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Mention any special feature/award/credit etc.

(b) Professional qualifications.

Year University/Instn.

(i) Certificate

(ii) Diploma

(iii) B. Lib. Sc.

(iv) M. Lib. Sc./MLISC

(v) M. Phil/Ph D.

( any special feature/award/credit etc. )

(c) Improvement of qualification during the preceding one year (degree/ diploma, short-term training/orientation course, etc.) academic/professional

(d) Research work : any kind of Library survey, evaluation, analysis that has been formally submitted/during the period...

(c) Research papers/monographs/books published during last year (title published/Journal )

(f) Research in progress : (any research project undertaken/assigned connected with the library or otherwise. Please give the title of the project and time limit etc. )

(g) Seminar, conference, symposium, etc. attended (including paper contributed, capacity in which participated, e. g. resource person, Rapporteurs, presented paper, etc. : with details )

(h) Membership of professional bodies with details

3. Duties and job specifications

(a) Total weekly working hours...

(b) Work in shifts/daily working schedule

(c) No. of staff members you supervise...

d) Kinds of job you have performed during the last year indicating the rank order.

(a) Supervisory...

(b) Policy & Planning...

(c) administration...

(d) books, periodical section etc.

(e) documentation...

(f) cataloguing and classification filing of cards...

(g) acquisition...

(h) periodicals... — ... —

(i) reference & bibliographical activities .. —

(j) circulation .. ... ... ...

(k) stock-maintenance (including funding)... —

(l) display, promotional work...

(m) editing & publishing... —

(n) computer section

(o) reprographic work

(p) staff training

(q) attending the library users personally

(r) meeting conference

(s) social and extension activities

(t) gift and exchange

(u) inter-library loan

(v) teaching/academic

Give some details. where possible

4. (a) Languages known

(b) Mention any significant contribution you have made to improve the (a) Library services of your Institution and (b) Development of Library profession

Signature Librarian

Date :

— — —

**To be completed by peers**

Indicate overall assessment of the work of the individual.

Signature .. — —

Date : Designation... — —

**To be completed by Reviewing Officer**

1. Do you agree with the information given ?
2. If not give justification
3. Overall assessment of work

## Orientation Programmes that may be run for College Librarians/Assistant Librarians/Deputy Librarians/ Librarians in University Libraries

**Level I Courses**

Target Group : College Librarians/Assistant Librarians in universities —Duration 100 hours.

**Course I (LI—1)**

1. Library management ;
   Personnel, fiscal, library material, building, furniture equipment.
   Operational functions : (a) job analysis (b) work-flow (c) workload (d) Evaluation of work (e) Time scheme (f) Records and Statistics

**Course 2 (LA—2)**

Resource Development and management

(a) Collection Development

(b) Resource sharing

(c) Net-working

(d) Information processing and Organisation

(e) Non-book materials

**Course 3 (LA—3)**

User studies

(a) User survey

(b) Information gathering habits

(c) User Education and Training

(d) Assessment of information needs of users

(e) Information use promotion

**Course 4 (LI—4)**

**Computer Application**

1. System Analysis for computerization
2. Hardware selection
3. Library application Software
4. Automation for Library jobs
   (a) Acquisition
   (b) Serial Control
   (c) Cataloguing
   (d) Office Management
   (e) Circulation
   (f) Bibliographical Information handling
   g) Database creation

**Course 5 (L I—5)**

**Information Services and Products**

1. Reference Service
2. CAS
3. SDI
4. Information Systems
5. Reprographic Services

**Level II (L—II) Courses**

Target Group : Deputy Librarians/Librarians—

Duration : 100 hours

**Course I (L II-I ) Information Technology (Advance Course )**

i) Computer applications—An introduction to computers. Computer organisation and architecure

   (a) Application of computers to Library and Information work. Global and national scenes. Software and hardware concepts. Operating systems, Large, mini, micro and personal computers. word processors,

Different types of computer equipment useful in implementing data information systems, input-output devices, storage devices, etc.

(b) Bibliography and information handling

(c) Office management

(ii) Reprographic Services

(iii) Elements of Telecommunication

**Course 2 ( L II-2 ) – Advance course in Library Management**

(a) Policy formulation

(b) Planning – Physical and functional

(c) Scheduling and monitoring

(d) Control

(e) Modelling

(f) Project Proposal and implementation

(g) Evaluation

**Course 3 ( L II-3 ) Communication**

I. Written communication

(a) Technical Report Writing

(b) Feasibility Studies

(c) Project Report

II. Public Relations

(a) Rapport with the Academic Community

(b) Rapport with administration

(c) Rapport with professional, academic bodies, learned Societies and funding agencies

III. Audio Visual communication—use of educational technology aids

**Course 4 ( L II-4 ) Conservation and Preservation**

(a) Library materials

(b) Archival Cells

**Institution identified to run the Orientation Courses ( Levels I & II )**

**University Librarians and/or Departments of Library and Information Sciences**

1. Jadavpur University, Calcutta

2. Bhagalpur University, Bhagalpur
3. Banaras Hindu University, Varanasi
4. University of Delhi, Delhi
5. Aligarh Muslim University, Aligarh
6. Punjab University, Chandigarh
7. University of Nagpur, Nagpur
8. S. N. D. T., Bomboy
9. University of Poona, Poona
10. University of Bombay, Bombay
11. University of Hyderabad, Hyderabad
12. Utkal University, Bhubaneswar
13. University of Sagar, Sagar
14. University of Kerala. Trivandrum
15. University of Mysore, Mysore
16. University of Rajasthan, Jaipur
17. Gauhati University, Gauhati

**INSTITUTIONS**

1. D.R.T.C. Bangalore
2. National Library. Calcutta
3. Central Secretariat, New Delhi
4. Physical Research Library, Ahmedabad
5. Indian Inst. of Science, Bangalore
6. N.A.S.S.D.O.C., New Delhi
7. I.I.T., Bombay
8. I.I.T., Baroda
9. BARC, Bombay
10. M.S. University of Baroda, Baroda
11. DESIDOC, New Delhi
12. Nehru Museum & Library, New Delhi
13. National Aeronautical Library, Bangalore
14. CFTRI, Mysore
15. NICDAD. Lucknow

Annual subscription : Rs. 36.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd. No. WB/CC—145
Regd. No. RN-2674-47

Volume 37 : No. 12 March-April '88

আদিত্যকুমার ওহদেদার-এর

*গ্রন্থবিদ্যা*

২য় সংস্করণ ১৯৮৪

শোভন সংস্করণ—পঁচিশ টাকা

সুলভ সংস্করণ—কুড়ি টাকা,

The West Bengal Recognised Non-Government Educational Institution Employees ( Death-cum Retirement Benefit ) Scheme 1981 এবং West Bengal Govt. 'Sponsored Library Employees' Service Rules একত্র : মূল্য আট টাকা

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—700 073 at Asian Printers, P-12, C. I. T. Road. Sch. 52, Calcutta—700 014
Editor : Ramkrishna Saha.